Field Visit: Dept. Of Assamese

Sl.No.	Program	Roll No	Name of Student
1	BA Assamese	UA-201-101-0007	Ajmina Khatun
2	BA Assamese	11	Ankita Das
3	BA Assamese	16	Ashraful Islam
4	BA Assamese	17	Ashuwara Parven
5	BA Assamese	25	Boijyayanti Hajong
6	BA Assamese	29	Dilruba Khanom
7	BA Assamese	33	Farhana Ahmed
8	BA Assamese	41	Hamidul Islam
9	BA Assamese	55	Karina Basumutary
10	BA Assamese	57	Konika Saha
11	BA Assamese	60	Mafia Sultana
12	BA Assamese	63	Mamuni Khatun
13	BA Assamese	75	Monija Khatun
14	BA Assamese	84	Munni Yeasmin
15	BA Assamese	87	Nargis Easmin
16	BA Assamese	89	Nazma Aktara
17	BA Assamese	95	Nur Nehar Begum
18	BA Assamese	97	Payel Saha
19	BA Assamese	98	Prity Barman
20	BA Assamese	109	Rofik Ali
21	BA Assamese	110	Rozima Khatun
22	BA Assamese	119	Sangita Saha
23	BA Assamese	129	Sohail Hassan
24	BA Assamese	131	Suchitra Barman
25	BA Assamese	133	Sultana Parvin
26	BA Assamese	139	Zaybunara Ahmed
27	BA Assamese	140	Zulfika Ahmed

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তগত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- পুৰণি অসমৰ চিত্রকলা

প্রস্তুতকর্তা

নামঃ-আজমিনা খাতুন

শ্রেণীঃ- স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক

বোল নং ঃ- UA-201-101-0007

পঞ্জীয়ন নং ঃ-20022996

শ্রেণী বোল নং ঃ-65

কাকত ঃ প্রকল্প (ASM-HE-6056)

তত্ত্বাবধায়িকাঃ

ড° অনুপমা বাভা

Scanned with OKEN Scanner

সূচীপত্র

বিষয়:-

প্রথম খণ্ড ১.০০ পৃষ্ঠা

১.১ পরিচয় ——→ ৪-৫

১.২ অধ্যয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ——→ ৬-৮

১.৩ অধ্যয়নের পদ্ধতি ——→ ৯

১.৪ অধ্যয়নের পরিসর ——→ ১০-১২

দ্বিতীয় খণ্ড ২.০০

২.১ চিত্রকলার ইতিহাস ——→ ১৩-২১

২.২ চিত্রকলার ব্যবহার ——→ ২২-২৮

২.৩ চিত্রকলার প্রয়োজনীয়তা ——→ ২৯-৩৪

তৃতীয় খণ্ড ৩.০০

৩.১ সাধারণ ——→ ৩৫-৩৬

৩.২ পরীক্ষা ——→ ৩৭

৩.৩ প্রশ্নপত্র ——→ ৩৮

৩.৪ আলোচনা ——→ ৩৯

ছাত্রছাত্রী পরিচয় :-

নাম :- [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় - [illegible] লক্ষ্মীপুর
কলা বিভাগ - সমাজবিজ্ঞান - [illegible] প্রথম
বর্ষ [illegible] রোল নং - [illegible] সেশন :- [illegible]
বিষয় কোড :- [illegible] বিষয় :- [illegible]
বিষয় শিক্ষক :- [illegible] বিষয় শিক্ষক
[illegible] বিষয়

পৃষ্ঠা : ০৬

আমোদ কাজগুলো জোরদার করিবেন। এছাড়া প্রকল্প ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া বা পানিসম্পদ বিভাগের অধিকৃত প্রতিবেদন ব্যতীত আমার দোষ লেখার বন্ধু-বান্ধবী সাকলিলি সহ বিভিন্ন/ বিষয় ঠিপাত্তি দোষ এজেন্সী আতি আমলি বান্ধবী দুপিয়া হাজিলি দুলোলাদোষ কাজগুলো জোরদার করিবেন।

ধন্যবাদান্তে,

১৫/০৫/২০২৬

আফিলা খাতুন

রোল- মধ্য প্রাথমিক,

লক্ষ্মীপুর সদর দপ্তর

১.১ পাবনা :-

পুরুষ অসমসত্ত্ব প্রতিবন্ধী সমীক্ষণের ফলাফল
প্রতিবন্ধী সমীক্ষণের সাপেক্ষে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে
প্রতিবন্ধী প্রকল্পে প্রকাশিত এটি আলোচিত
সমীক্ষণ সাধি করিয়াছিল। অসমসত্ত্ব প্রতিবন্ধী
সমীক্ষণের প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী এবং
প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী
প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী
প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী
প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী
প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী
প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী
প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী
প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী
প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী
প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী
প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী

পৃষ্ঠা নং :- 05

যেকোনো সেমিকোলন ফাংশনের প্রথমে পড়ে যেকোনো
প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট সংখ্যক বার কোনো কাজ করা হয়।
তাকে পুনরাবৃত্তি মূলক বলা হয়।

১.২ তথ্যসংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি :-

তথ্যসংগ্রহ হচ্ছে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি। ইতিহাসবিদগণ বিভিন্ন উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি এবং মাধ্যমিক তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি। প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

আধুনিক ছন্দিক গদ্য লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের
অন্যান্য ভাষা ব্যবহার করা যায়। যেমন:
বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা যেমন সিলেটি, নোয়াখালি,
চট্টগ্রামি, বরিশাল, কুমিল্লা, ঢাকা ভাষার
ব্যবহার করা যায়। আবার বিভিন্ন পেশার মানুষের
কথ্য ভাষা ব্যবহার করা যায়। যেমন: কৃষক,
জেলে, কামার, কুমার, তাঁতি ইত্যাদি। এছাড়া
বিভিন্ন সময়ের ভাষা ব্যবহার করা যায়। যেমন:
মধ্যযুগের ভাষা, আধুনিক ভাষা ইত্যাদি। এছাড়া
বিভিন্ন ধর্মের ভাষা ব্যবহার করা যায়। যেমন:
হিন্দু ধর্মের ভাষা, মুসলিম ধর্মের ভাষা, খ্রিস্টান
ধর্মের ভাষা ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন
সাহিত্যিক ভাষা ব্যবহার করা যায়। যেমন:
রবীন্দ্রনাথের ভাষা, নজরুলের ভাষা, জীবনানন্দের
ভাষা ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন
বিদেশি ভাষা ব্যবহার করা যায়। যেমন:
ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ, চাইনিজ
ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন
কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করা যায়। যেমন:
এস্পেরান্তো, ইন্টারলিঙ্গুয়া, ভোলাপুক
ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন
মিশ্র ভাষা ব্যবহার করা যায়। যেমন:
বাংলা-ইংরেজি মিশ্রণ, বাংলা-হিন্দি মিশ্রণ
ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন
ভাষার ব্যবহার করা যায়।

কাহিনী :- ছুলেন বন্দ্যোপাধ্যায় এর কবিতা কলমের
ঘর পর্ব। আলোচ্য কবিতার শিক্ষার্থীরা এবং আমি
দুটো শিক্ষক নির্বাচন করেছি। এই শ্রেণীতে চিত্রকল্পের
কবিতার একটি বিশেষ প্রয়োগ করার কবিতা
হিসাবে বাছা চিত্রকল্পের লক্ষণ কবিতার সার্থকতা
জেনেছি করেছি। তুলনায় চিত্রকল্পই কবিতার
মাঝে কিভাবে ভাব প্রকাশ করেছে। তার সাথে
কবিতাটি কি ভাবতে লাগে কবিতা ইত্যাদি কথাগুলো
দিয়েছিল করার লাগে চিত্রকল্পের ধরে কবিতা
সামাজিক কথাগুলো আলোকপাত করেছি এই
ভাবে শিক্ষার্থীর নির্বাচন।

১.৩ গবেষণার পদ্ধতি :-

দুটি আলাদা গোষ্ঠীর মধ্যে তুলনা করতে আমি তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করব। দুটি আলাদা গোষ্ঠীর মধ্যে তুলনা করতে যেই বৈশিষ্ট্যগুলো পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হবে।

S. 8 — তরঙ্গের শ্রেণিবিভাগ :-

তরঙ্গকে শ্রেণিবিভাগ দুটি বিভিন্ন ভাবে করা যায়।

(i) স্থিতি শ্রেণিবিভাগ,

(ii) গতিশীলতার শ্রেণিবিভাগ।

(i) স্থিতি শ্রেণিবিভাগ :- স্থিতির ওপর ভিত্তি করে তরঙ্গকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন— অনুপ্রস্থ তরঙ্গ, অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ, মিশ্র তরঙ্গ।

(ii) গতিশীলতার শ্রেণিবিভাগ :- গতিশীলতার ভিত্তিতে তরঙ্গকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন— অগ্রগামী তরঙ্গ, স্থির তরঙ্গ।

এই বীক্ষণের দৃষ্টি সাধারণের চেয়ে ভিন্ন ছিল। তাদের
কাছে পুষ্টিপোস্টকার্ডে ফুলের পাপড়িগুলি যে রঙে ধরা দিত,
এই প্রতিভা সেগুলিকে লাল নীলের কৌশলে প্রকাশ
করছিল। বিশ্বাস করুন সাধারণ প্রতিকৃতি অঙ্কনের
চেষ্টা তিনি করেন নি। এই অভিনবত্বের কারণ তথা
চিত্রবিশ্লেষক বিশ্লেষকদের সামগ্রিক ভোরা হিসেবে যদিও
অবিভক্ত অঙ্গুলির লাগত চিত্রকলার কালিকের পুনঃস্থ
পুনঃ বিশ্লেষণের। কালে অনুযোগের সাপেক্ষে স্ত্রের
বিকিকির সাধারণ সাধারণ কারণ বিশ্লেষণ করা যায়।
আমাদের এই অভিনবত্বের মূল্য সাধারণ বিচারের বিষয়ে
হিসেবে চিত্রকলাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাধারণ
মন্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই উদ্ধৃতি কবিতা সাধারণ।
প্রাক্ কাল্পনিক আর অঙ্কনের মূলের কবি সাধারণ

2.5 ঃ চিত্রকলার ইতিহাস :-

চিত্রকলার ইতিহাস সুদূরপ্রসারী কল্পনাশক্তির পরিচয়ের চিত্রকলা সবচেয়ে প্রাচীনতম কলা। সেই কারণে চিত্রকলা প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিমতম চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করিব। প্রাচীন গুহাচিত্রগুলি দেখা যায়, গুহার দেয়াল, গুহার ছাদ, গুহার মেঝে প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের চিত্র আঁকা হয়েছিল, সেইগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুর চিত্র আঁকা পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছিল কিভাবে তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত আছে। তার পরিচয়ে চিত্র-বিশেষজ্ঞদের নানা মতামত উল্লেখযোগ্য। এইসমস্ত মূলতঃ দুটি বিভিন্ন ধরনের হয়েছিল, একটি বিশ্লিষ্টরেখা ব্যবহার করে অন্যটি রেখা ব্যবহার করে বিশ্লিষ্টরেখা ব্যবহার করে।

এই কালের রীতি অনুযায়ী পণ্ডিত মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন। পুরু তেজপত্র পাতা ও চিনের সংযোগস্থল করে পণ্ডিত কাগজটি সাজানো হয়েছে। পুরাবিজ্ঞানের পুনর্নির্মাণের কাজটি [illegible] করেছে। সেখানে অনুসরণ করে বাংলা চীনা-নেপালি চিত্রকলার তুলনা করা হয়েছে। সকলের মুক্তি নয়ই বলিতে তেউঁ উল্লেখ করিছে। পুরাবিজ্ঞানের এটি সুরক্ষিত রীতি কাগজ ও সাজানো হয়েছে। চীনা কাগজ ও নেপালি কাগজ ও সাজানো হয়েছে। চীনা কাগজ ও নেপালি কাগজ ও সাজানো হয়েছে। চীনা কাগজ ও নেপালি কাগজ ও সাজানো হয়েছে।

সবচেয়ে সহজ উপায় হলো একটি ছোট্ট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশ করানো। এই ছিদ্রটি হবে খুব ছোট, যাতে একটি সরু আলোকরশ্মি ভেতরে ঢুকতে পারে। ছিদ্রটি যত ছোট হবে, ছবি তত তীক্ষ্ণ হবে। কিন্তু ছিদ্র খুব ছোট করলে আলো কমে যাবে, তাই ছবি হবে অস্পষ্ট। ছিদ্রটি খুব বড় করলে ছবি ঝাপসা হয়ে যাবে। তাই ছিদ্রের আকার নিয়ন্ত্রণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ছিদ্রের সামনে একটি উত্তল লেন্স বসালে আলোকরশ্মি লেন্সের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিসরণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয়। এই বিন্দুকে ফোকাস বলে। ফোকাস দূরত্ব লেন্সের বক্রতার উপর নির্ভর করে। বক্রতা বেশি হলে ফোকাস দূরত্ব কম হয়, আবার বক্রতা কম হলে ফোকাস দূরত্ব বেশি হয়। ফোকাস দূরত্বে রাখা পর্দায় বস্তুর উল্টো ও ছোট প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়।

ক্যামেরার লেন্স ব্যবস্থা সাধারণত একাধিক লেন্সের সমন্বয়ে তৈরি হয়। এতে ছবির বিকৃতি কমানো যায় এবং ছবি আরও স্পষ্ট হয়। ক্যামেরার ভেতরের অংশ সম্পূর্ণ অন্ধকার রাখা হয়, যাতে বাইরের অতিরিক্ত আলো ছবিকে নষ্ট করতে না পারে। ফিল্ম বা সেন্সরে পড়া আলো রাসায়নিক বা বৈদ্যুতিক পরিবর্তন ঘটায়, ফলে ছবি ধরা থাকে।

ক্যামেরার শাটার খুব অল্প সময়ের জন্য খোলে ও বন্ধ হয়। এই সময়কে এক্সপোজার টাইম বলে। এক্সপোজার টাইম নিয়ন্ত্রণ করে ছবিতে কতটা আলো ঢুকবে। এক্সপোজার টাইম বেশি হলে ছবি উজ্জ্বল হয়, কিন্তু নড়াচড়া থাকলে ছবি ঝাপসা হয়ে যায়। এক্সপোজার টাইম কম হলে ছবি অন্ধকার হয়, তবে গতি ধরা যায় ভালো।

ছিদ্রের আকার নিয়ন্ত্রণ করে অ্যাপারচার। অ্যাপারচার বড় হলে বেশি আলো ঢোকে, ছোট হলে কম আলো ঢোকে। অ্যাপারচার ও এক্সপোজার টাইম একসঙ্গে ঠিক রাখলে ছবি সুন্দর হয়। ফোকাস দূরত্ব ঠিক না হলে ছবি ঝাপসা হয়। তাই ফোকাস দূরত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় করা ছবি তোলার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য আছে। এই কাজে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের
সুবিধার জন্য প্রত্যেক কাজে বিভিন্ন ধরনের
সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। কম্পিউটার
ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে তৈরি করা
সফটওয়্যারগুলোকে ব্যবহারকারী সফটওয়্যার
বলা হয়। যেমন- মাইক্রোসফট ওয়ার্ড,
এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, ফটোশপ ইত্যাদি।
এসব সফটওয়্যার ব্যবহার করে আমরা
আমাদের কাজগুলো খুব সহজে করতে
পারি। এছাড়া কম্পিউটারের মাধ্যমে
আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিশ্বের
যেকোনো জায়গার তথ্য খুব সহজে
আদান-প্রদান করতে পারি। ইন্টারনেট
ব্যবহার করে আমরা ঘরে বসে
অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের কেনাকাটা
করতে পারি। ইন্টারনেট ব্যবহার করে
আমরা ঘরে বসে অনলাইনে বিভিন্ন
ধরনের কেনাকাটা করতে পারি।
ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা
ঘরে বসে অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের
কেনাকাটা করতে পারি।

[illegible]

উদ্দেশ্য : বাড়ির পূর্বপরিচয় এবং সাধু ভাষারীতির বহুলপ্রচলিত বাংলা বাড়ির নতুন নতুন শ্রেণির শ্রেণি বিভাগ আলোচনার সুবিধার্থে করা হয়েছে। এছাড়া আমাদের বাড়িগুলির আলোচনা করার প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, সাহিত্য এবং শিল্পকলার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপরও দৃষ্টি রাখা বিশ্লেষণ আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে, আলোচনার সুবিধার্থে : প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা দিয়ে আলোচনার শুরু করা হয়েছে। আলোচনার প্রতি পর্যায়ে এবং বৈশিষ্ট্যগুলি ইতিহাস ভিত্তিক করে বাড়িগুলির আলোচনা, সমালোচনা, বিশ্লেষণের পরিমাপ, আলোচনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং

প্রণালী সম্পর্কে বলা - আলোকপাত করা যেতে।
পরিশেষে শিল্পীর দ্বিতীয় - অধ্যায় চিত্র কলা তাদের কাজের
পরিচিতি।" এই অধ্যায়ে চিত্রকলা প্রাচীন দুটি কোনো
লাগতে পারে তাদের বিশ্লেষণ করা যেতে।
বৈদিক যুগের পরে চিত্রকলা ঢের প্রসার লাভ
করেছিল করা যেতে। বুদ্ধদেবের কর্ম প্রেরণায়
লাগতে শুরু করে মৌর্যযুগে, বাকটীয় চিত্রকলার
স্বর্ণযুগের পরিচিতি, পাল শিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্য,
তৈল চিত্রশৈলী; চৌষট্টি, বাংলার তাদের বিশ্বালয়ের
পাঠ্যসূচিতে শিক্ষার্থে করা যেতে। পরবর্তী তাদের চিত্রকলার
পরিচয় দিয়া যেতে। বাকটীয় শিল্পীর বা শিল্পীর
পরিচিতি চিত্র কলার ঐতিহ্য দীক্ষা পর্যালোচনা করার
লাগতে কিছুটা পরিপ্রেক্ষিত চিত্র শিক্ষার কথা
উল্লেখ করা যেতে।

Scanned with OKEN Scanner

প্রাচীন কোচবিহার চিত্রশালায় রক্ষিত চিত্রসমূহের সূচী

প্রদর্শিত বিষয়ের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস - মুঘল দরবার দৃশ্য চিত্র - অন্যান্য রাজদরবার চিত্র / রাজা রাজপুরুষ প্রতিকৃতি / রাজা রাজপুরুষ প্রতিকৃতি ; রাজা, রাজপরিবার, রাজপুরুষ প্রতিকৃতি -

অঞ্চল ছিল, — বর্তমানে : সাংস্কৃতিক প্রত্নসামগ্রিক বিষয় বস্তুর সামগ্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির উদ্দেশ্য / বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রত্নসামগ্রিক ব্যবহারিক দিকটির পাশাপাশি প্রত্নসামগ্রিক সাংস্কৃতিক চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছিল / পাদছাদনাদি, তৈজসপত্র, আলো-বাতাস নিয়ন্ত্রণ, সাজসজ্জা-র বিভিন্ন দিক, ধাতুদ্রব্য আদি প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রিকগুলি এখানে ছিল / এছাড়া যে সকল চিত্রসামগ্রিক সাংস্কৃতিক সামগ্রিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার মধ্যে এখানে চিত্রকলা, কারিগরি, অলঙ্করণ, লেখচিত্র, প্রত্ন আদি উল্লেখযোগ্য /

2.2 চিকিৎসার প্রয়োজন :-

চিকিৎসার ব্যবহারের মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ করে তোলা প্রক্রিয়াকে চিকিৎসা বলে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হলো রোগীকে সুস্থ করে তোলা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল কাজ হলো রোগ নির্ণয় করা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। যেমন - শল্য চিকিৎসা, ত্বক চিকিৎসা, মানসিক চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, ফার্মাকোলজি, ফার্মেসি, ডেন্টাল সার্জারি, ফিজিওথেরাপি, ইমিউনোলজি, প্যাথলজি, মেডিসিন, গাইনোকোলজি, অর্থোপেডিক্স, অপথালমোলজি, ইএনটি, রেডিওলজি, নিউরোলজি, কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, ক্যান্সার চিকিৎসা, ডায়াবেটিস, ফুসফুস রোগ, হৃদরোগ, ইত্যাদি।

মূল আখ্যানের দৈর্ঘ্য, বক্তা সংখ্যা বিষয় চিত্রকল্পের ক্রম। বক্তা সংখ্যা চিত্রকল্পই বক্তা, আজ্ঞাকারক চিত্রিত ও অন্যের কুশলবীক্ষণে দৃষ্টি পোক্ত কক্ষ লাভ করিয়াছিল। ব্যাকরণগুণে ছিল বক্তা। বক্তা কর্মা বাচ্যবীয় লীলা ইচ্ছাকৃতীয় বক্তার চিত্রিত স্তুলাধীয় আকাঙ্ক্ষা লীলা, পাত্রে সংবিত্তীয় বক্তা বক্তাধীয় পুনঃসংযোজিত হইবার কথা ছিলো। এই শ্রেণীর চিত্রকল্পের নির্মাণ স্তুতীকরণ্যাপেক্ষ পরিবেশনে, সহ, ব্যাপকতা আদি পুনঃ, এই বীজার অংশকলিত বাস্তব বর্ণনা অংশকল এটি সম্পূর্ণ অন্যান্য অঙ্গুলায়ন আসিতেছে। ভাষাতত্ত্ব "লোক্ষ্য" শিক্ষক এই অক্ষর এক ব্যক্তিগত পাশ্চাত্য প্রাণিত মুখাতেই স্থাপি ছিলো।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় - এখানে বিশ্বের প্রথম ও
একমাত্র প্রকৌশল বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ঢাকা শহরের
কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এখানে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। যেমন -
সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
ইত্যাদি। এখানে বিভিন্ন ডিগ্রি কোর্স রয়েছে। যেমন -
বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ারিং, এম.এস.সি ইঞ্জিনিয়ারিং, পি.এইচ.ডি
ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি। এখানে বিভিন্ন ল্যাবরেটরি রয়েছে।
যেমন - সিভিল ল্যাবরেটরি, মেকানিক্যাল ল্যাবরেটরি,
ইলেকট্রিক্যাল ল্যাবরেটরি, কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি ইত্যাদি।
এখানে বিভিন্ন ক্লাব রয়েছে। যেমন - ক্রিকেট ক্লাব,
ফুটবল ক্লাব, ভলিবল ক্লাব, বাস্কেটবল ক্লাব, টেবিল
টেনিস ক্লাব, ব্যাডমিন্টন ক্লাব, সাঁতার ক্লাব, দাবা ক্লাব,
দাবা ক্লাব, সাহিত্য ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব ইত্যাদি।

আমাদের নির্মিত ঐতিহ্য - মূর্তি বৈশিষ্ট্যের বিচারে
প্রাগুক্ত যেকোনটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মোটামুটি বলা
যায়, মূর্তি, প্রতিকৃতি, দেব-দেবী, যক্ষ-যক্ষিণী, অপ্সরা,
পশু-পক্ষী তথা বৃক্ষ, অলংকরণ, বিশেষ লক্ষণ যুক্ত
বিভিন্ন জীব-জন্তুর মূর্তি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত
বলে ধরা যায়। এছাড়াও ক্ষুদ্র আকৃতির
ঐতিহ্য বহনকারী যে কোন বস্তু এই শ্রেণীর
অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আমাদের
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক
খনন কার্যের মাধ্যমে এই ধরনের
বিভিন্ন ধরনের মূর্তি, প্রতিকৃতি, পশু-পাখি,
দেব-দেবী, যক্ষ-যক্ষিণী বিভিন্ন ধরনের
মূর্তি আবিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়াও
বিভিন্ন প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা
যেমন - মন্দির / দেবালয়, প্রাসাদ
ইত্যাদির গায়ে খোদাই করা বিভিন্ন
ধরনের অলংকরণ, বিশেষ লক্ষণ যুক্ত
বিভিন্ন জীব-জন্তুর মূর্তি এই শ্রেণীর
অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যায়।

ভাস্কর্য শুধু মোহনবাগিচায় অধিষ্ঠিত নয়। কলকাতার
শিল্পকলা, সমুদ্র, শিল্পকলা, আশুতোষ
মিউজিয়াম, সংগ্রহশালা

2.6. ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা :-

সাধারণ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ১০ নং আইন) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন, যথা :-

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের সভা আহ্বান করা এবং উহার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করা;

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের রেকর্ড ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করা;

(গ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে নোটিশ জারি করা;

(ঘ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ঙ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(চ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ছ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(জ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ঝ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ঞ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ট) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ঠ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ড) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ঢ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ণ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ত) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(থ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(দ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ধ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ন) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(প) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ফ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ব) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ভ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ম) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(য) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(র) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ল) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(শ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ষ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(স) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(হ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ড়) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ঢ়) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(য়) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ৎ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ং) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ঃ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ঁ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ৃ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ৄ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ে) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ৈ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ো) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(ৌ) ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সকল প্রকার দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদন করা;

(্

বিষয়ঃ- বাংলা প্রথম পত্র

সময়ঃ ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান ১০০

১। নিম্নের গদ্যাংশটি মনোযোগ সহকারে পড়ে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ১০×১=১০

বেশ তো ভালোবাসা এসেছিল, কিন্তু কথার কাছে; কাছে, নিকটে, সমীপে। বেশ তো ভালোবাসা এসেছিল, কিন্তু কথার কাছে; কাছে, নিকটে, সমীপে। বেশ তো ভালোবাসা এসেছিল, কিন্তু কথার কাছে; কাছে, নিকটে, সমীপে।

লাল্যবিধি বস্তুর ব্যবহার করা দেখা যায়।
ইহার মিতব্যয়ী বিলাস, ভোগ, মোহ, ঐশ্বর্য, কাঁচ
পাতাল, সাঁচিপাত, তুলাপাত; সমুদ্র কুলি, ব্যালো,
আদি অন্যতম। ইহাছাড়াও গুলেক্ষ বিশেষ বিশেষ
ধরনের বিচিত্রতা দেখা যায়। লেখক সাম্প্রতিক
বিষয়ক সাঁচিপাতের কথা বিভিন্নভাবে ধরনীকরণ
করিয়া। সাঁচিপাত সাঁচি তথা অন্যান্য ও সমুদ্র
কুলির ব্যবহার করা হইয়াছে। পুরাতন ভোগ্যপণ্য
সাঁচিপাতের বিষয় কারণে এই লেখকের চিন্তা করা
যায়। ভোগ্যপণ্য তুলাপাত লেখক সাম্প্রতিক বিষয়
বিভিন্নভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা ধরনের
পরম্পরা সমাজের ঐতিহ্যের ব্যাপক কথা তাহা
প্রসাদ করিয়া। সাম্প্রতিক সাঁচিপাতের বিভিন্ন
ধরনের ব্যবহার করা হইয়াছে।

কবিতাটি কতদিনে তাৎ- দৈনিকিনে করা হয়েছিল।
প্রশ্নপত্র মূল্য মূল্যায়ন করা বা বাস্তু করা। - এরিস্টটলের
অর্থানুযায়ী ই বিয়োগান্তের মূল বিষয়। করা। এই
আলোর পরা আকাঙ্ক্ষিত সাফল্যে বিফলের মূল বিষয়
কার্যক মূল্যায়নে সার্বিকভাবে আমাদের লোকজীবনের
সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত মনে হয়েছে- বাস্তু- ইকবাল
সাথে। সার্বিকভাবে - অনুযোগের পরিবর্তে বাস্তি- ইনি
কবি আদিত্যের বিষয়ে করা- মনের কথাকে প্রকাশের
ই সুন্দর করে। দৈনন্দিন মূল্যায়ন করা, তার প্রতিদিনের
বিভিন্ন বিয়োগ বিষয়ের লোকজীবন
প্রতিফলন লক্ষ্যণীয়। কিন্তু ইনার কিছুকালের
লোক জীবনের কাহিনী এখন লোকজীবে।
দোষে যি কি নতুন করা; যা ঘটনা করার কারণে
প্রশ্নপত্রের কথা বলার প্রয়োজন আছে
বাস্তি বিয়োগান্তের লক্ষণ পাবি।

ব্যাকরণ - অনুবাদ - বাংলা থেকে ইংরেজি - ইংরেজি থেকে বাংলা,
ইংরেজি থেকে ইংরেজি - অনুচ্ছেদ রচনা - সারাংশ লেখা,
ভাবসম্প্রসারণ - চিঠিপত্র - নোটিশ - প্রবন্ধ - ইত্যাদি।
এই বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সমাধান করতে হয়। এই
কারণে পরীক্ষার্থীদের বিশেষভাবে প্রস্তুতি নিতে
হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সমাধান করতে
পারলে পরীক্ষার্থীরা ভালো নম্বর পেতে পারে।
এছাড়া পরীক্ষার্থীদের ব্যাকরণের বিভিন্ন
অংশ যেমন - Tense, Voice, Narration, Preposition,
Article, Clause, Phrase ইত্যাদি ভালোভাবে
জানতে হয়।

৩.১ ভাবসম্প্রসারণ :-

চিত্রকলার ইতিহাসে মানুষের কল্পনাপ্রসূত

পরিবেশিত চিত্রকলা সবই অসাধারণ। তবে

মানুষের / তাদের সৃজনশীল প্রথম নিদর্শন হলো

গুহাচিত্রে। এসব গুহাচিত্র প্রাগৈতিহাসিক

গোষ্ঠীর মানুষেরা আঁকতো। গুহার দেয়ালে

লাল, হলুদ, সাদা, কালো রঙে আঁকা

চিত্রকলাগুলো দেখে মনে হয় যেন

জীবন্ত। এসব চিত্রকলার প্রতি আমাদের

বর্তমান প্রজন্মের আগ্রহ রয়েছে। বিশ্বের

চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে

প্রাচীন মিশরীয় চিত্রকলা, গ্রিক চিত্রকলা,

রোমান চিত্রকলা, ইসলামি চিত্রকলা,

ভারতীয় চিত্রকলা, চীনা চিত্রকলা,

জাপানি চিত্রকলা, ইউরোপীয় চিত্রকলা

ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে

হয়। এসব চিত্রকলার মধ্যে কিছু

চিত্রকলা আমাদের কাছে অপরিচিত

মনে হয়। আবার কিছু চিত্রকলা

আমাদের কাছে পরিচিত মনে হয়।

তাসমুক্ত স্বাধীনতা বিদ্যালয়ের ইতিহাসের এই পৃষ্ঠায়,
পুরস্কার বিতরণী উৎসব, বিজয় দিবস আদি নানান
কার্যক্রম বাদে বার্ষিক বাজি ফোটানো করার ব্যবস্থা
ছিলো। প্রত্যেকটি ক্লাসের ঘরে ঘরে ডাস্টবিন
রাখা হলো যেখানে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ব্যবহৃত
কাগজগুলি ফেলবে। আমিও সারাদিন ধরে
এদিক ওদিক ঘুরে ডাস্টবিনে ফেলা কাগজগুলি
কুড়িয়ে নিয়ে আসছিলাম। আমার সাথে আরও
কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ছিল। তারা কাগজগুলি
ডাস্টবিনে ফেলছিল। আমি সেগুলি কুড়িয়ে
নিয়ে আসছিলাম। আজ কেবল সারাদিন ধরে
কাগজগুলি নিয়ে কিছু কাজ করার পরিকল্পনা
ছিল। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে আসার
পর মনে হলো আজ আর কিছু করার নেই।
কালকে সকালে উঠে এগুলি নিয়ে কাজ করবো।

৩.২ প্রশ্নোত্তর :-

১। Google → https://bn.wikipedia.org/wiki/

২। Google → https://www.daeiyasssam.com

৩। [illegible]

৪। [illegible]

৫। [illegible]

৬। [illegible]

৭। [illegible]

৩.৩ অনুশীলনী :-

ক. তোমার পিয়ার বন্ধুটি :- বুদ্ধিপ্রকাশ চৌধুরী।
লীলা মইন।

খ. তোমার পছন্দের শিক্ষক :- আবুল কাশেম।
ড° পরমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ. তোমার কাছে সুন্দর :- বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষক।

ঘ. ট্রেনে করে যাওয়ার সময় পড়ার জন্য
কবিতার প্রয়োজন :- কবিতাটি পড়ি।

ঙ. তোমার কাছে সুন্দর :- প্রেম ভালবাসা।

চ. ঈদ :- ঈদ-উল-ফিতর।

৭. Google → https://bn.wikipedia.org/wiki/

৮. Google → https://www.oberlo.com

৩.৪ সাক্ষাৎকার :-

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	পরিচয়
১/	ড. অনুপমা রায়	লক্ষ্মীপুর	শিক্ষাবিদ
২/	ড. আবুল কাশেম ইয়াসমিন	লক্ষ্মীপুর	শিক্ষাবিদ
৩/	প্রফেসর নাসরিন বেগম	লক্ষ্মীপুর	শিক্ষাবিদ
৪/	ওসমান গনি	লক্ষ্মীপুর	প্রত্নতাত্ত্বিক
৫/	ইউনুস চাঁদ ঘোষাল	লক্ষ্মীপুর, মোহাম্মদপাড়া	প্রত্নতাত্ত্বিক
৬/	নুরুন্নবী গনি	লক্ষ্মীপুর, মোহাম্মদপাড়া	প্রত্নতাত্ত্বিক
৭/	হুমায়রা	রাসাদোরা, মোহাম্মদপাড়া	ছাত্রী
৮/	মুন্নি ইয়াসমিন	রাতি-পুরা, মোহাম্মদপাড়া	ছাত্রী
৯/	রাজমা আক্তার	লক্ষ্মীপুর, মোহাম্মদপাড়া	ছাত্রী
১০/	শাম্মি	মোহাম্মদপাড়া	ছাত্রী

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্ৰকল্প পত্ৰ

বিষয় – কাৰ্বি সকলৰ সমাজ -জীবনৰ লোকাচাৰ।

প্ৰস্তুতকৰ্তা -----

তত্ত্বাবধায়িকা : ড° অনুপমা বাডা

নাম - অংকিতা দাস

শ্রেণী - স্নাতক ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক

ৰোল নং - UA-201-101-0011

পঞ্জীয়ন নং- 20023000

শ্রেণী ৰোল নং - 341

কাকড় – প্ৰকল্প (ASM-HE-6056)

Scanned with OKEN Scanner

সূচীপত্র

বিষয় : পৃষ্ঠা নং

- প্রথম অধ্যায় : অবতরণিকা
  - ১.১ পরিচয় ০১-০২
  - ১.২ অধ্যয়নের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য ০৩
  - ১.৩ অধ্যয়নের পদ্ধতি ০৪
  - ১.৪ অধ্যয়নের পরিসর ০৫-০৬
- দ্বিতীয় অধ্যায় : মূল বিষয়ের আলোচনা
  - ২.১ বর্ণমালার ইতিহাস ০৭-০৮
  - ২.২ বর্ণমালার ভাষা ০৯-১০
  - ২.৩ ভৌগোলিক বিতরণ ১১
  - ২.৪ ধ্বন্যাত্মকতা ১২-১২
  - ২.৫ বিন্যাস ১৩-১৪
  - ২.৬ স্বরচিহ্ন আর যুক্ত-অলংকার ১৫-১৭
  - ২.৭ সংখ্যা ১৮-৩৭
- তৃতীয় অধ্যায় : বর্ণমালার পূজা-পার্বণ
  - ৩.১ রংকোষ/পূজা ৩৮-৩৯
  - ৩.২ আরবনাম কোথে যা চ'জুন ৪০
  - ৩.৩ রঙলকোতের ৪১
- চতুর্থ অধ্যায় : বর্ণমালার উৎসব
  - ৪.১ বর্ণমালার মৃতবর সাংস্কার ৪২-৪৫
  - ৪.২ বিবাহ পদ্ধতি ৪৬-৫৬
- পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার
  - ৫.১ সামর্থন বা মন্তব্য ৫৭
  - ৫.২ পাদটীকা ৫৮
  - ৫.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ৫৯
  - ৫.৪ সমলদাগ ৬০

Scanned with OKEN Scanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"কার্বি সকলর সমাজ জীবনর লোকাচার" শীর্ষক বিষয়টি অধ্যয়নর বাবে নির্বাচন কৰাৰ পৰা আদি কৰি অধ্যয়ন প্রস্তুতন মুগত কৰি জিলওৱালেকে দিয়া পৰামর্শ দি অহা তত্ত্বাৱধায়িকা স্তৰ ড° অনুপমা ৰাওঁ বাইদেউলৈ শ্রদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।

আমাৰ অধ্যয়ন কর্মৰ শুদ্ধিক মূল্যায়ন কৰি দিয়া আৰু প্রতিটো ক্ষেত্রত সাহস আৰু প্রেৰণা দি অহা লক্ষ্মীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ড° অনুপমা ৰাওঁ বাইদেউলৈ শ্রদ্ধা নিবেদিছোঁ লগতে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।

প্রবন্ধ পঠনৰ পূৰ্বানুপাংখ নিৰীক্ষণ কৰি দিয়া লক্ষ্মীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকাগৰ লগতে সহকাৰী অধ্যাপিকা ড° আছমা ইয়াছমিন, অধ্যাপিকা চন্দ্রানী দেৱী বর্মন, অধ্যাপক ৰফিকুল ইছলাম, দুজৰ লগতে বিভাগৰ আটাইকেইগৰাকী অধ্যাপক অধ্যাপিকালৈ শ্রদ্ধা নিবেদিছোঁ।

Scanned with OKEN Scanner

২.১ পরিচয় ঃ ———

'কার্বি জনগোষ্ঠীর লোক সকল অসমর পৌত্তীয়া পাহাৰত বহুত বাস কৰা অন্যতম আদিম অধিবাসী। আগেয়ে তেওঁলোক কিৰিৰ বুলি জনাজাত আছিল আৰু তেওঁলোকে বাস কৰা পৰিগণিয়া জিলাখন কিৰিৰ পাহাৰ নামেৰে জনা গৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকক কার্বি আংলং জিলা নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে। কার্বি সকল বিভিন্ন জিলাত বিয়পি আছে যদিও কার্বি আংলং কিৰিৰ পাহাৰতে সংখ্যা গৰিষ্ঠ কার্বি লোক। খুব ভাই মকাথো ঐতিহাসিক প্রমান মতে, এই জিলা কার্বিসকলৰ স্থায়ত্ব শাসিত জিলা হিচাপে পৰিগনিত হয়। অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে কার্বি সকলে সংগ্রাম কৰিব লগা হৈছিল। ১৯৫২ চনৰ আগলেকে-

Scanned with OKEN Scanner

সংযুক্ত মিকির পাহাৰ জিলা নামেৰে নগাঁও জিলাৰ লগত সংযুক্ত আছিল। ইয়াৰ এটা অংশ শিৱসাগৰ জিলা আৰু খাচীয়া জয়ন্তীয়া জিলাৰ লগেও সংলগ্ন আছিল। বৰ্তমান কাৰ্বি আংলং জিলাখনেই কাৰ্বিসকলৰ মূল কৰ্মভূমি। কাৰ্বিসকলৰ কৃষ্টি আৰু জীৱন দৰ্শনত খাছি ডিনচৈ দৰ্শনৰ উপাদান ওতপ্ৰোত হিন্দু দৰ্শনৰ প্ৰভাৱ বিদ্যমান। 'চুবিন আলুন' (কাৰ্বি ৰামায়ণ), 'হাইনু আলুন' বনগীত, আইকথা, ফকৰা-যোজনা ইত্যাদি বিভিন্ন লোক-সাহিত্যৰ সংকলনেৰে গোত খাই থকা কাৰ্বি সমাজখন সমগ্ৰ অসমৰ মাজত লগেলগে মিলি থকাত এক অমূল্য সম্পদ। কাৰ্বিসকলৰ বাসস্থান হল — অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, নাগাল্যেণ্ড, বাংলাদেশ আৰু মাইলেণ্ড।

Scanned with OKEN Scanner

২.২ অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য ঃ——

অসমখন বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰে ওৰপূৰ এখন বিশাল দেশ। বৰ্ণাৰি সকলে অসমৰ এঁচা প্ৰাচীন পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠী। অসমখন যিহেতু বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ সংমিশ্ৰনে সৌন্দৰ্যৰে প্ৰতিটো জাতিয়ে প্ৰতিটো জাতিৰ বিষয়ে ওলমদৰে জনাৰ অৱকাশ। মোৰ এই আলোচনাটোৰে মোমেদি বৰ্ণাৰি সমাজৰ বিষয়ে বিশ্ব আলোচনা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ সেইবাবে মই এই বিষয়টো বাছি লৈছোঁ।

বৰ্ণাৰি সকলৰ সমাজ-জীৱনৰ লোকাচাৰৰ বিষয়ে পৰিচয় কৰি দিয়াটো এই বিষয়টোৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য।

Scanned with OKEN Scanner

১.৩ অধ্যয়নের পদ্ধতি :—

কবি সকলের সমাজ জীবনের লোকাচার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমি তুলনামূলক পদ্ধতির আলোচনা করিব বোরাঙ্গো। সেইরূপে আমি এই কবি সকলের সমাজ জীবনের লোকাচার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিবো। বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করি এই বিষয়ের আলোচনা করিবো।

১.৪ অধ্যয়নের পরিধি ঃ——

অধ্যয়নের পরিধিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেই ভাগ দুটি হল ——

(১) ক্ষেত্র পরিধি

(২) বিষয়ের পরিধি

১/ ক্ষেত্র পরিধি ঃ—— কোন একটি সমাজ জীবনের লোকাচার অধ্যয়নের ক্ষেত্র পরিধি দ্বিগ্রাপে বিশেষকে অঞ্চলের কোন জনগোষ্ঠীর লোক সকলের সমাজ জীবনের লোকাচারের অধ্যয়ন করার উপাত্তও আনুসংগিক তথ্য ওরে মধ্য সাম্মুখির অঞ্চলকে সাক্ষাৎ নেওয়া।

২/ বিষয়ের পরিধি ঃ—— কোন আলোচনার বিষয় বস্তু কোন কোন সকলের সমাজ জীবনের

লোকাচাৰ । ইয়াৰ বাহিৰে কোনো বিষয়ে আলোচনা কৰা নাই । মিছেছ মোৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে কেৱল কাৰি সকলৰ সমাজ জীৱনৰ লোকাচাৰ । সেইকে- কাৰি সকলৰ- লগত জড়িত- ইতিহাস, ভাষা, ধৰ্ম, পূজা-পাতল, আদিৰ বাহিৰে- আন কোনো বিষয়ে আলোচনা কৰা নাই । সেইকে মোৰ আলোচনাৰ পৰিসৰ ইয়াতেই সীমাবদ্ধ কৰিছো বা মোৰ বিষয়ৰ পৰিসৰ ইমানতেই সীমাবদ্ধ ।

২.১ কার্বি সকলর ইতিহাস : —

কার্বি সকল অসমর অতি প্রাচীন জাতি। ওঁলোকক মিকির বুলিও কোরা হয়। অসমর উত্তর-পূব সীমান্তর পর্বতমালার কোলোরা এলা, যাক কার্বি সকলর আদি পুরুষসকলে 'নং পিলার' বুলিছিল- সেই নং পিলার পাহারর পরীয়া ওঁলোকর গোষ্ঠি পুরুষসকল অসমলৈ আহিছিল বুলি কার্বি সকলে বিশ্বাস করে। ওঁলোকে অসমত প্রথমে ডিমাপুরত পরা আরম্ভ করি ডিমুলেকে- এই অঞ্চলর এলা পাহারত বসবাস বুলি সেই সময়র ঘটনার পরা অনুমান করিব পারি। কছারী রজার রাজত্ব ডিমরও এই কার্বি বা মিকির সকলে থকা পাহারখন পরিছিল বাবে কছারী রজাই ওঁলোকক দাস হিচাপে ব্যবহার করার উপরি নানান অত্যাচার করিছিল। অবশ্যে আমোমর সাসান খোরার পাছত পরাক্রমী কার্বি সকলে তেওঁলৈ বাধা আরে আরু

কালক্রমত আন আন জাতি-সমূহৰ ভাষাত লোপাই পৰে।

কাৰি সকলে জুহুক 'মে' আৰু পানীক 'লাং' বুলি কয়। এওঁলোকৰ বিশ্বাস, প্ৰথম আদিম কাৰিয়ে নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত জুহু এবুজা বীবি অন্যান্য পক্ষীয়ে শুনিছিল, "মে আকাৰ দ্বংহয় বি বাং কক ?" অৰ্থাৎ, "তুলা জুহু কিয় নুনুমাকে এৰি আহিছে ?" সেই আদিম কাৰি পক্ষয়ে 'মে আকাৰ বি' কথাৰ কাৰণেই পাহিলে ওঁচৰ বাংশৰিত সকলক কাৰি বোলা হয়। [১]

২.২ কার্বি সকলর ভাষা ঃ —————

কার্বীতনত একোটা জাতির মানুহ অনুসারি তেওঁলোকর ভাষাটো মাতামতন কথা হয়। চিকতেলেংরে কার্বি-সকলে ব্যবহার কথা ভাষাটো তেওঁলোকর জাতিগৈছ নাম অনুসারি কার্বি ভাষা বুলি কোৱা হয়। কার্বি ভাষাটো চীন তিব্বতীয় গোষ্ঠীর তিব্বত বর্মাক বুকি চীন গোটর ভাষা কার্বি ভাষার বিভিন্ন উপভাষা বিভিন্ন ঠাইত দেখা যায় যদিও মূলত দুটা উপভাষা দেখা যায়। সেয়া হল কার্বি আৰু তিমাছীয়া কার্বি। তিমাছীয়া ভাষা প্রাচীন কালরে পৰা ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু ঔপনিবেশিক ভাৱে গুৰুত্ব পোৱা দেখা যায়। কার্বি ভাষার ভাষাক নিজা লিপি নাই। তেওঁলোকে বিভিন্ন গীত - মাত, কাহিনী, কথা - যোজনা আদি অসমীয়া লিপিতেই ব্যবহৃত। তেওঁলোকে নিজৰ-

সমাজ যারা কথা-বলায় অর্থাৎ ধরনের জীবনের বর্ণিত ভাষা ব্যবহার করে কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায় - বাণিজ্য বা অন্যান্য অন্যান্য কার্যের অনানীয় ভাষায় ভাষা ব্যবহার করে।

২.৩ কার্বি জনগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিতরণ :—

কার্বি সকল মূলত অসমের কার্বি আংলং জিলাত সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেখা যায়। কার্বি আংলং জিলার বাদেও অসমর কামরূপ (ম), মরিগাঁও, নগাঁও, শোনিতপুর, লখিমপুর, নোমাঘাট, তিনা গুগত, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আদি জিলাত ওঁতলোকৰ বসতি দেখা যায়। অসমৰ বাহে বাদেও অৰুণাচল মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডতো কার্বি সকলৰ বসতি আছে। ভাৰতবর্ষৰ বাংলা দেশ আৰু ম্যানমাৰত কার্বি মানুহৰ উপস্থিতিৰ উমান পোৱা যায়। ভৌগলিক ভাবে প্রায় ৯১ পূৰৱ পৰা ৯৪ পূৰ্ব দ্রাঘিমাংশ আৰু ২৪ উত্তৰত পৰা ২৭ উত্তৰ অক্ষাংশৰ মাজত বিস্তৃতি দেখা যায়।

২.৪ বগাৰি সকলৰ খাদ্যাভ্যাস ঃ ——

বগাৰি লোক সকলৰ প্ৰধান আহাৰ ভাত। বুৰুলা চাউল, আখৰি, হাঁহলী আদিৰ মঙহ বগাৰি লোক সকলৰ প্ৰিয় খাদ্য। ওজাপলুৱে লেটা, শুকান মাছ আৰু শুকতি আদিও খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। পূজা-পাৰ্বণত গুৱ (মদ) নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় আৰু সমাদৰীয়।

বগাৰি সকলৰ পৰম্পৰাগত ৰন্ধন প্ৰণালীত তেল বা মাখন ব্যৱহাৰ প্ৰায় নাই বুলিয়েই কব পাৰি। তেলৰ পৰিবৰ্তে বগাৰি সকলে তিলৰ গুঁড়ি প্ৰচুৰ পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মাখনৰ পৰিবৰ্তে প্ৰাকৃতিক পদ্ধতিৰে পোৱা বিভিন্ন জীৱজন্তুৰ মেদ — লাহ পাত (মহিলা পাত), তিৰোতাৰ নামৰ পাণীবোৱা নহুৰ, তিপুহুৰ নামৰ পাণীবোৱা গালৰি, ৰঙেক

তকাদু (মান বীনিয়া) পাত আদি মচলা হিচপে ব্যৱহাৰ কৰে।

কাৰ্বি সকলৰ জন্মৰ পৰালৈত জীবনতে দুমাৰিবী পদ্ধতিৰে খাদ্য সমূহ তেয়াৰ কৰা হয়। এই পদ্ধতি বোৰক কালাংপাত বা বি-টপ, কাংমৈহু, কিফি, কিন্মু আৰু কাৰ্নু পাক্ৰো বুলি কোৱা হয়। তিতা আৰু টেঙাৰ ব্যৱহাৰ কাৰ্বি সমাজত প্ৰায়েই দেখা যায়। মাংস আৰু শুকান মাছ কাৰ্বি সকলৰ প্ৰিয়। কেঁচা মাছ ৰান্ধি খোৱাটোক শুকান কৰি 'তুমান' খোৱাত তেওঁলোকে অধিক পছন্দ কৰে। চিকেনৰে কিছুমান মাংস বিশেষকৈ হৰিণাৰ মাংস, চাই নামৰ এবিধীয়া মিখুনৰ মাংস তেওঁলোকে ৰান্ধত বা ৰান্ধাৰ্ছাড়ত শুকুনাই সংৰক্ষণ কৰি থয় আৰু পিছত বিভিন্ন পাৰ্হিলৰ লগত খাবলৈ বনাই থায়। পাখিৰ মাংস ৰান্ধত বা

বৈজ্ঞানিকভাবে যে প্রক্রিয়ায় মানব শিশুর বাসিলে খুব পেরাদ লগা হয় - সিটো বর্গীয় সকলে প্রায়ে রান্ধে।

কালাংখা :— কোনো তেল ব্যবহার নকরাকে মাছ - মাংস, শাক- পাতলি আদি সিদ্ধোরাকে কালাংখা বুলি কোয়া হয়। এই পদ্ধতিত শাক-পাতলি, মাছ বা মাংস, আদ- নহুক, জলকীয়া নিমখ, তিলর গুড়ি বা গোলমরিচ মিশ্রণেরে সেতে পাত্র এটাত জোখ মতে পানী দি সিদ্ধোরা হয়। পাখিরি মাংস, মূর্গীর মাংস আরু মাছ বর্গীয় সকলে প্রায়ে কালাংখা পদ্ধতিরে রন্ধা দেখা যায়।

পাখিরি মাংস বাঁহর চৈঙা পাত্রেরে থকা কালাংখা বর্গীয় সকলর প্রিয় খাদ্য। এটা পাত্রত জোখ মতে পানী লৈ পাখিরি মাংসর সৈতে বাঁহর চৈঙা পাঁচেরি লগত আদা, নহুক বা

Scanned with OKEN Scanner

জিৰালা, জলকীয়া, নিমখ আৰু লঙা পাত দি কিজোৱা হয়। হালধি আৰু লঙা পাতৰ পৰিবৰ্তে তিলৰ গুড়ি দিও পাৰি আৰু বহুৰ দৈ। মাজেৰে কালোন্দা বান্ধিব পাৰি।

ঠিক তেনেকৈ মূৰ্গীৰ মাংসৰো কৰি সকলে আদা নহুৰ আৰু তিলৰ গুড়িৰে কালোন্দা বনায়। মাংসৰ লগত কিছুমান পোচলি দিয়ো মূৰ্গীৰ কালোন্দা বন্ধা হয়। মাহ আৰু বাঁহুৰ দৈ মাজেৰে আদা-নহুৰ, নিমখ জলকীয়া আৰু লঙা পাত দি মাহুৰ দৈ গোলৰ কালোন্দা বন্ধা হয়।

কাংমৈ :— আৰু দি প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য প্ৰণালীকে 'কাংমৈ' বুলি কোৱা হয়। কৰি সকলে কচু, ৰঙালাউ, বেঙেনা অমিতা আদি আৰু দি ৰান্ধি খায়। আৰহন আঙ্গাত সাধাৰণতে সকু গুমাক শুকান মাছ আৰু তিলৰ গুড়ি দিয়া

হয়। শুকান হৰিণা মাংসৰে বেঙেনা বা জলিগাৰে খাবৰ আহ্বা বগাৰি সকলৰ এবি প্ৰিয় খাদ্য। পাহৰি মাংস আৰু মাটি মানুহ খাবৰ আহ্বাও কৰা হয়।

কিম্বুং :— বাঁহৰ চুঙাত মাছ-মাংস বা শাক আদি আদা-নহুৰু, হালধী, তলকাহা-নিমখ দি ভুহাত সিজোৱাকে 'কিম্বুং' বুলি কোৱা হয়। বগাৰি সকলে পাহৰিৰ মাংস, হুমাৰ মাংস আৰু মাছ বাঁহৰ চুঙাত সিজাই খায়। কলৰ পাত নহুবা লাৱো পাতত মেৰিয়াই মাংস বা মাছ আদা-নহুৰু, হালধী-তলকাহা আৰু নিমখ মিহলাই কেঁচা কোমল বাঁহৰ চুঙাত ওধোৱা হয়। আৰু ভুহাত দি সিজোৱা হয়। কাৰ্বি বগাৰি সকলে চাউলো কনপাত বা লাৱো পাতেৰে মেৰিয়াই জোখা মতে পানী দি বাহুৰ

চুৰীয়ে কিজীয়ে খায়। বাঁহৰ চুৰীয়ে দাইল আৰু বৰা চাউল কিজীয়ে খাব পাৰি।

কাংমু :— কলপাহ বা হালধী পাহে মাছ-মাংস আৰু শাক আদি আদা-নহৰ হালধী-জীলকীয়া, লহাং আৰু নিমখ দি তুইৰ আঁঠাৰ মাজত মেলি তাপত কিজোৱাকে কলৰ পাহত দি 'কাংমু' কৰি খায়। খাই ভাল পায়। 'মুদি' নামৰ কাঠমুলাৰ 'কাংমু' এৰিবি জনপ্ৰিয় খাদ্য।

কিকি :— মাছ বা মাংসৰ টুকুৰা তুইৰ আঁঠাত কিজোৱাকে কিকি বুলি কোৱা হয়। পাণীয়া নদীৰ ডাঙৰ মাছ আৰু পাহাৰি মাংস কাৰি সকলে 'কিকি' কৰি খায় ভাল পায়।

কাৰণু পাক্ৰে :— কোনো তেল ব্যৱহাৰ

নকশীকে কোষাগুলি শুকানোকে জন্য সিলোরাকে কাছাকাছি পাত্রে খুলি রাখা হয়। কিছুমান সময় পাত্র নিমগ্ন আর নমুনা দি কোষাগুলি শুকানোকে জন্য হয়।

কার্বি সকলর খাদ্য তালিকাত প্রায়েই দৈত্য বা ডিগা আছে। দৈত্যর ডিতরত থানকোং (দৈত্যমরা), দৈলাপ (মরিশুলোং) আর থানকে সাকর দৈত্য আছে। কার্বি সকলর মাংস বর প্রিয়। থানকোং দৈত্য বিশেষকে শুকান মাছ নতুবা কেঁচা মাছ আর মাংসর মাংস লগতো রন্ধা হয়। থানকে দৈত্যর সাক তাবার লগত (তরা পচুর ডিতরর কোমল অংশ) শুকান মাছ দি রন্ধা হয় তারোপরি মাছ আর মাংসর মাংসর লগতো থানকে দৈত্য আছে রন্ধা হয়। ডিগা আছের ডিতরত জক তান (ডিগা মুল), বিন

বিহু', মোচ 'কেহু' (তিতা উৎসব) আৰু মোচ'বান্মান (তিতা তিতা), বৰাবি সকলৰ প্ৰিয়। মোচ'বান্মান, হানচেৰাং আৰু বেঙেনাৰ লগত শুকান মাছ দিয়া কালাংপাং তেওঁলোকে খাব ভাল পায়।

বৰাবি সকলে পৰম্পৰাগত খাদ্য সাৰ-পাঙলি পাত্ৰৰ যোগে ভাংঘলৰ প্ৰৱৰ্তিক পৰিবেশৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে। বিশেষকৈ চুনকেক (টেকীয়া), লাংচু (কল ডিম), তৰা, হানচু (ওজাপাতি), মেথেক, ফি কাংলেক (বন্য তৰা), ফি লাংচু (বাঁহৰ), ৰাহুপিবন, হানৰাংক, ছুই চহত, হান ফুৰি, হান বিচুং, হানমাই, হান বিপ, মেথল্লাং (নেফাচু) আদি সাৰবোৰ। তাৰে তিতৰত তিতা জাতীয় সাৰ-পাতলি হানচে, চেনাপ, হানচেৰাং আদি সাৰবোৰ আগে কলি বাঁহেৰে বোৱাৰ

ব্যবস্থা করিছে।

কার্বি সমাজত বনবীয়া কাঠফুলা বর প্রিয়। খোরাক উপযোগী বনবীয়া কাঠফুলা কার্বি সকলে অগীজাৰে পৰা মাঝকষন কৰি চমাজ কৰি আহিছে। সেই কাৰণে বনবীয়া কাঠফুলা খাই স্বাস্থ্য খোৱাৰ ঘটনা খুব কম। মু-চকপন, মুল্লা, মুলকাচ, মুষিক, মো- আৰনাম, মো মুলাকমুলাৰ, মুচি আৰ মুকা, মুলকাচ আদিয়েই হল কার্বি সকলে খোৱা কাঠফুলা। কাঠফুলা কার্বি সকলে কাচমই নতুবা কাংখু কৰি খায়।

কার্বি সকলে বাহু আলু জাগীম খাদ্য পাচলিৰ ওপৰিও বিভিন্ন বা বিভিন্ন পাদ্ধতিৰে সিজাই বহা চাউল লগত পৰিবেশন কৰা হয়। কই যাৰকা, কইখৰ, কই চেন, কই দুদ,

কই লংক, কই পাওম, কই লবা আদি আলুবোত কাৰি সকলে ঘুম খেতি পথাৰত খেতি কৰি আছিছে। হেনত, হেন সময়ত, হেনকৈ মেকা আৰু হেঙ্কেক মেকলক, হেন কৈলে, হুন, পাছি, হেন ক'ৰে আৰু মাৰেনাই আহেন আদিয়েই- হুল কাৰি সকলে ঘুম খেতিত কৰা কচু।

কাৰি সকলে প্ৰিৰ পোকৰ লৈ, হাঁহেত, মৌ পোৱালি, আৰ্ত আদি (আমৰলি জৈপ) আদি বিভিন্ন কাঁচা-পকা খাদ্য হিচাপে খায়।

কাৰি সকলৰ কেইটামান পৰম্পৰাগত জনপ্ৰিয় খাদ্য হুল — চাউলৰ পিঠা শুকুতিৰ লগত ৰন্ধা মুৰ্গীৰ মাংসৰ আঞ্জা, বিশেষকৈ ই পূজাৰ সময়ত ৰন্ধা হয়। আৰু পূজাৰ প্ৰসাদ হিচাপে খোৱা হয়। মাখৰি মাংসৰ লগত কচু আৰু মাজ জৈৰ আঞ্জা, মুৰ্গীৰ

মাংসৰ লগত বৰালাও, কচু পাতৰ লগত গাখীৰ মাংসৰ আহ্বা, মাছৰ লগত হেন সদাৰ আৰু বাহ্ন পাত চৈজাৰ আহ্বা, গাখীৰৰ মাংসৰ লগত মাটি মাহৰ খাৰৰ আহ্বা, হাঁহু আৰু হেনচেৰা কাচুৰ শুকান মাছু দিয়া খাৰৰ আহ্বা ইত্যাদি।

২.৫ কার্বি লোক-সকলর ধর্ম :—

কার্বিসকল সাধারণতে ধর্মাওৱা। তেওঁলোকত কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম আৰু মূর্তি নাই, অপদেৱ-দেৱগা তেওঁলোকে মানে। সেই দেৱগা-সকলক সন্তুষ্ট আৰু ভাল অনুসাৰি পূজা-পূজাৰাৰে পূজা কৰে। কার্বিসকলে পূজা কৰা কৈশতনমান দেৱগা হৈছে - আৰনাম কৌ (ভাৰি-ঈশ্বৰ), চেৰ্ক (ঘৰ দেৱতা), মুগাং (মানুহক-ৰক্ষা কৰা দেৱগা) আদি-তেওঁলোকৰ দেৱগাসকলৰ-ভিতৰত শ্রীলাল কাম্মাখ্যা দেৱীও অন্তর্ভুক্ত হৈ আছে। কার্বিসকলৰ মাজত আদিমত্ব (animism), হিন্দু আৰু খ্রীষ্টান দুইবিধ ধর্মৰ-মানুহ আছে। হিন্দুসকল বিভিন্ন-দেৱ-দেৱীৰ উপাসক। তেওঁলোক-পুনর্জন্মত

বিশ্বাসী বান্দের মৃত ব্যক্তি, যেমন — বাবা-মা মেয়ে, স্ত্রী, নাম আদি রাখে আজ শেষ মৃত ব্যক্তিদের পুনঃ তখন সোরা বুলি আল্লে [২]

২.৬ কার্বি লোকসকলর সাজ-পাৰ আৰু
আ-অলংকাৰ ঃ ——

কার্বি সকলে এড় মুগা পুহি তাৰ পৰা মুগা জলিয়ই আৰু কাপাহুৰ পৰা মুগা জলিয়ই নিজেই কাপোৰ তৈয়াৰ কৰিছিল। তেওঁলোকে তাঁতশাল 'পে' মৰাংঘৰৰ সাঁ সহুলিবোৰ যোগেদি প্ৰয়োজনীয় সাজ পোছাক তৈয়াৰ কৰি জলিয়ই। কার্বি লোকসকলে মেখেলাঘৰক 'পিনী' বুলি কয়। কার্বি মাৰীসকলৰ সাজত 'মাৰবা' দুৰিত আপিনীৰ আদৰ বেছি। পিনীখন আঁকে-ৰাঙিৰে কণৰলে কাঁকালত 'ৰামকক' নামৰ এক ডেৰ আঙুল বহলৰ মিগা বন্ধা হয়। দেখাত সৰু হ'লেও ঐই ৰামকক কাপোৰত বিভিন্ন ফুলৰ চানেকি পোৱা যায়। তেওঁলোকে 'জৈ পাৰা' নামৰ এখন প্ৰায় এক ডেৰ হাত প্ৰস্থ আৰু

আই নাও দৈর্ঘ্যৰ কলা মূগৰ দাখেৰে বোৱা এখন কাপোৰ সৰলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে - কেঁচুৱাক বোকাটাও বান্ধি লৱৰ বাবে, নাওক আৰু মাটিলৈ বুকুও বান্ধি লৱৰ বাবে, চমাংকান অঞ্চলীয়া 'দগা' আৰু 'নিমদু ফেৰন' নাচত হোৱালীয়ে মুখচকা আৱৰণ হিচাপে আৰু নতুবা হোৱালীয়ে অঙ্গ কঢ়িয়াই নিয়াত এই পাৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কাৰ্বি মাৰীসকলে পৰিধান কৰা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাজ-পাক হল – পে- হাকপাং, ধন- জাৰী, পে- হেলেং, দুকফিকদু ইত্যাদি। আনহাতে, কাৰ্বি পুৰুষে পৰিধান কৰা কিবং (চুৰিয়া), আৰু চই -(চোলা) আৰু পাম্ভাবি- লোকসকলৰ অন্যতম নিদৰ্শন। বিচিত্ৰ ধৰণৰ কাপোৰ- পিন্ধি ওলাই পোৱাত সকে কাৰ্বি মাৰীয়ে

জিওগ্রাফি (ভূমি), ভূ কানন সংক্রান্ত (কানন মুক্তিয়া), গ্রাফি কথা (কাজ) অর্থাৎ জিওগ্রাফি অধ্যয়ন (আর্থি) বিদ্যা বোঝা যায়। [৪]

২.৭ কার্বি লোক-সকলর সাংস্কৃতি :—

ডিমচাঁয়া কার্বি সকলর লোকবাদ্য :—

১. চোপ্পা (জঁঅ ঢোল) :— এই ঢোলটো খোল-ওর ইন্ধি-মান গাধল, দুই-বাব ইন্ধিমান ব্যাসর কাঠর খোলাত ঢোলটো তৈয়ার করা হয়। ঢোলটো একালে সরু, ওকালে জঁঅ। ই ঢোলটো কোবানিখন গরু চালর আরু ওলিকন ঘুলখী-ঘুলর। কোবনি - ওলিক-কার্বি আরু - ওলি বুলি কোরা হয়।

২. দাংদ (একমুখীয়া ঢোল) :— এই ঢোলটো চুলিয়াই বাঁকালও বান্ধি লৈ বিশুর সময়ত 'চেংরেং' শব্দ হয়। এই ঢোলটো দুখন হাতত দুডাল মাৰিলৈ বজোৱা হয়।

Scanned with OKEN Scanner

৩. কিমি কাষাই আগে :— গাঁরও বেলো লোকও মৃত্যু হ'লে একেদিনা ওগবও ঢোলকাটি, ঢোল খুলি, তাও চামরা- যষাও লম্বাও মৃওকর ঢোগলও- মিগে ঢোল বজাও নাচিবলগীয়া হয়, ; সেও ঢোলগেরে মতে 'কিমি কাষাই আগে'।

৪. আগুন আপন্দুী (ববরাঁগী) :— আগুন আপন্দুী মানে হ'ল ববরাঁগী। ঐহ বাঁগীও আটাকে- খুটা থাকে। কৃষি দেবগষ- পূজাকে আর্নাম;' আগে মৈ কিমান, দেবাল পূজা, বাঁগু নৃত্য (ঝুম্ ঝুম্ চষকিকান), ঢেকো চাঙও মৈল বগা নিমাথন, বেগেরোবা গৃহগুত মানিনাবা- অনুষানও ঐহ বাঁগী বগোরা হয়।

৫. তুবায়ি (বাঁশি) :— 'তুবিয়া' মানে হল ঔজৈ বজোরা বাঁশী। ঐহ বাঁশীকৈ প্রবিনকে- সবখীয়া সবলে বজায়। কাকলে ইয়াক- গবখীয়া বাঁশী বুলিও জনা যায়। ঐহ বাঁশৰ বাঁশীকৈও মাত্র দুটা ফুটা থাকে। ঐই বাঁশী বন দেৱতাৰ পূজা 'হৈলং আর্নাম্নি' পাওৰ- পাদুওকৈ 'তুবিয়ি' কৈ বজাব পাৰে।

৬. বৰকালি আহুমুবাও :— কালিকৈও- মৌকা মাঁহৰ পাখিও- বিনও মাৰদি বজোৱা হয়।

'মাখী, দেওখাল' অর্থাৎ কিপন', মাজে- সবলে দেৱাল পূজাৰ সময়ও- শিখাস্তুতি খুজোতে, তেকা চাউৰ বক ফুটা 'পুমপেংগৈ' আলোতে বজোৱা হয়। পাদুও ঐহ কালিকৈ সমাজে বাংকৈৰ প্রৱণ এখা হয়।

৭. মুৰীওয়'ধা ঃ— এই কালিটোও আলেমান যোৱা যাকে- কাৰণে ইয়াক- 'মুৰীওয়'ধা' বুলি কোৱা হয়। মুৰীওয়'ধাটো দেখাল পৰ্যন্ত আৰু চ'মাৰ্টও- ব্যৱহাৰ- কৰা নহয়। এই দুটি অনুষ্ঠানৰ- বাহিৰে- অন্যান্য অনুষ্ঠানও- মুৰী মুৰীওয়'ধা বলোৱা হয়।

৮. মুৰীওজাংকৰ্ (পেঁপা) ঃ— এই পেঁপাটো বন বাঁহৰ আগলিৰে বলোৱা হয়। ইয়াৰ- গাখীৰ খোলোতে, খণ্ড - খণ্ড- কাটিলে যাওঁতে, গৰু চৰাওতে- বলোৱা হয়।

৯. পাৰ্মপ্ৰপ ঃ— ই এটা বাঁহৰ চুঙাৰ- বাদ্য ইয়াৰ- 'আৰ্মে' হৈ বিকাশত বজায়।

Scanned with OKEN Scanner

তিৰোতীয়া কাৰি সকলৰ লোক-নৃত্য ঃ—

তিৰোতীয়া কাৰি লোক সকল অনুষ্ঠানপ্ৰিয় সংগীতময় প্ৰকৃতিৰ। এই লোক সকলে প্ৰায় সকলোবোৰ লোকানুষ্ঠানত লোকবাদ্য বা লোকনৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। আনকি মৃত প্ৰিয়জনৰ শ্ৰাদ্ধ কাৰ্যতো 'অচেমী' এজনীয়ে বিনি বা সুতুলি কাৰ্যত নিয়ম আছে। কাৰি সমাজত সকলোবিধি অনুষ্ঠানেই বৈশিষ্ট লক্ষ্য কৰিব।

তিৰোতীয়া কাৰি নৃত্যক কিকান বুলি কোৱা হয়।

কাৰিত 'কিকান' মানে নৃত্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠানত লক্ষ্য কৰিব নৃত্যবোৰ হল ঃ—

১. থেও কিনং কিকান ঃ— পদ্ম বন কাটি

তাত জুই জ্বলাই পুৰি কোপাল কৰা পাম্বাবীয়া খোতোকে- আৰু খোতা বা 'বেঙ' বোলে। ওখাল কৰি খিনিয়েও- এই খোতোৰ কঁহ - বেহি পাৰিমাণে আজিও- কৰি আছিছে। তিমবীয়া অঞ্চলত এই ধুমুহ খোতোৰ কৰাকলে এটি প্রবাদৰো আছে। — 'এজন কাৰিৰ ভাত আৰু এন পাম্বাৰে কাকে' বুলি। কেৰা- মাওকৰো খুদ কৰি কৰি ওলৰ পাৰা ওপৰলে আৰওলীৰ বুৰু বুৰি যায়। ইয়াত 'ঢেবে' (তুলীয়া) জাপে 'লুনআপে'ৰ ভূমিকাও গ্রহণ কৰে। যায়ক- 'লুনআপে'জনে মোৱা মাত আৰু ঢোলৰ ছেৰে ছেৰে কেৰা- মাওক কৰলে পাতৰ শেষত আশ্ৰ ৰীতি যায়। আঁৰ কৰি কৰি মোৱা হয়। কাৰণে এই খুদ্যটিক আৰকোৰা খুদ বা ৰেণ্ডিকনং কিকান বুলি কোৱা হয়।

সমাপ্তি বিকাশ :— কবি আৎলইৰ

মাজত বিশ্বৰ উলহ-মালহ পৰিলক্ষিত নহয়। তেঁলোকে পূৰ্বপুৰুষৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান 'মোকাৰ' অনুষ্ঠানটিত উলহ-মালহেৰে পাহে। আনন্দতে, অসমৰ বাৰেবণীয়া সাংস্কৃতিক মাহত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলো বিশ্ব গিৰিয়া নিজৰ পৰম্পৰাৰে পালন কৰি আহিছে। বৰবিশু 'ম'মাহ'লৈও তেঁলোকে প্ৰতিঘৰৰ চোতালত চোতালে গৈ বিশুমাত 'মমাহ আলুন' গাই নৃত্য কৰে। গাওঁবোৰ মুকীত বা কলিজেৰে বৈহিলে পোৱা যায়। তলে এটি 'ম'মাহ' আলুনৰ নমুনা তলেদিয়া :—

বং ঘুলৰুক ঘালৰুকলৈ
বং ঘুলৰুকলৈ
আলং আলং দুৰ্ঘপিলৈ
বিহু'কো ঘুলেলৈ

চোতালত নাচোঁতে 'কার্লেক কিকান' বা বেৰেঁডুৱা নৃত্য, ষ্টুইবুকি- এটি কিকান বা পলসাদু - নৃত্য, ঢিকে চৰা কিলেপ কিকান বা বাঘে গৰু-বিয়া নৃত্য:ন পাৰ্চিবু কিকান বা বুবুবা খুঁজা, চা- নক্ কিকান 'বা ডাল - ওবোৱাল নৃত্য, চা কিৱন কিকান' বা ওবোৱাল নৃত্য কৰি ৰা - ওমচা বাৱে।

ঢিকে কিকান ঃ —— বাঘে জীৱ-জন্তু

আৰু মানুহ মাৰি উৎপাত কৰিলেহে কাৰ্বি ৰাইজে বাঘ চিকাৰ কৰে। ঢোল - তাল বজাই চাওঁহাই বাঘৰ জালৰ সমূখলৈ খেদি আনে। বাঘটোৱে জালত পেলাই মাৰি টঙাৰ পাছুতে ৰাইজে ধৰিত পৰা বাঘটোৱে 'আজি বজাৰ + পুতেকক মাৰিলোঁ ঐ বুলি ভাৰা- খেম বা ফেকাচাউলৈ আনে। তাতে ৰাইজে দুল খনৰ-

লক্ষ্য বাঘের মুখটা সম্পূর্ণরূপে ঝাপি বাঘের
ভালুকের ভোলায়। আর- ভেড়া চাচ্ছে ভালুক
পুরুষায়। ভালুক একটা ভোর পাচ্ছে বাঘ ক্ষমা
প্রার্থনা করে ভাঙ্গিব- ভেড়ার এটি পাতির লক্ষ্য নয়।
এই উদ্ভট্টেকা- 'টিকে কিকান' বলি বোঝা হয়।
উদ্ভট্ট টিনাখন বাঘের ভালুক বাঁধের চাচ্ছে
বাঘের নিচ্ছে- সর্বোচ্চ কে বাঘ দেবতা মনে
করে আমরাই চাহিদাকালে ঘুরি ঘুরি গাছ গাছ
খোটেই বাড়িতে যাচ্ছে। বাঘ - ভল্লুক দেখে
গাছবোঝে 'টিকে-কিকান আলুন' বোলে।
টিকে কিকান 'উদ্ভট্ট পাতির পেরাতো এখন বলবি
পারের বাইরে- বড় ভোবড়ের কথা খুলি ভাবে।

আমে কৈ কিকান ? —— পাকা ধান বলি-

বলে পশ্চাতে নমাজ আসে মুহূর্তে 'মনু কি এন'

নামঘৰ লক্ষ্মী পূজা আদি উৎসৱত কবি সমাজলৈ পগা দেখা যায়। পূজাৰ আৰম্ভণিৰ দিনৰ দৈপোলা এটা সানীয়ে সোধোঁ পেলোঁহি যে আমেৰিকা। পাছদিনাখন নতুন সাজ-পাৰ পিন্ধি সৰু ঢোলীয়া এজনীয়ে সোন এটিত নতুন কাপোৰ এখন লৈ নিজৰাটিৰ পাৰত থিয় হৈ থাকেগৈ। তাৰ পাছত 'কাঠাৰ' (পূজাৰী) জলে নিজৰাত বুৰ মাৰি দিনৰ দৈপোলাটি কিছু বলিছে- শুনিব পাৰিলে তুলি আনি ঢোৱনি জনীয়ে মুখত লৈ মকা দোনটিত মুক্ত মাতি দিলে। নৃত্য-গীত কৰি এই অবুজীয়া ঢোৱালী জনীক- দেৱাল মানুহে তখনে। আদিত আলোতে ' আহন আপোচা বজায়। গৰ্খীলি দোলাৰ গাওঁৰ ঢোলীয়ে মুখত- ওলোটনি লৈ নাচে। এই নৃত্যকে- 'আমে মৈ কিকান' বোলে।

বর্ষা সকলের পূজা - পাওল _____

৩.১ ঝাংকের পূজা ঃ _____

ঝাংকের ঃ — এয়া মৈতৈ এক - বৃষিভিত্তিক - সম্মুমীয়া পূজা। জুম খেতিত - আগমুহূর্তত - এই পূজা করা হয়। আপায় - অমঙ্গল, রোগর আতাব, দুর্ভিক্ষর সময়তো গাঁরর 'হাবে' বা গাঁওবুঢ়ার ওরিবিনত রাজশুরাতারে এই পূজা করা হয়। ঝাংকের পূজা মূলতে দুবিধ। পিদা ঝাংকের আরু ঝাতিব বা আচ্চ ঝাংকের। হৈয়ার বাহিরেও অন্যান্য ঠেলে আন কোরা প্রকারর ঝাংকের পূজা পালন করা হয়। ঝাংকের পূজার ওতরুরা এবিধ উল্লেখযোগ্য ঝাংকের মৈতৈ রৈকিপ বা চোজা ঝাংকের। যত আস্ত্রীগ

নওবলি দিয়া যেইছিল। গৰু-মহু পালক-সবলৈ পোহনীয়া জগুবোৰ আপায়। অমংগলৰ পৰা বচাবলৈ 'দুৰা' ৰংকোৰ পালন কৰে। আজ' ৰংকোৰ পূজা বাতি পগা নুম। 'পিদা' ৰংকোৰ গাঁৰৰ পৰা দূৰত পগা নুম। যত শিশুৰোগৰ প্ৰকোপ নিষিদ্ধ।

৩.২ আত্মনাম লেখো বা চিহ্নিত করো :—

ইহা হচ্ছে কার্বি সমাজের ব্যক্তিগত পূজা। এই পূজার মূল দেবতা হচ্ছে 'বাবিলং' (ইন্দ্র), আর্তাপ (সূর্য), আর বাবলে (অগ্নি)। এই পূজা তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত করা হয়। পূজাতে পাখি আর কুকুরা চড়াই বলি দিয়া হয়। পূজাতে অনেক বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তি সমাজের সমস্যার সমাধান আলোচনা হয়।

৩.৩ ব'লকেতেৱ- পূজা ঃ ——

ঐই পূজা বহুবেকেও এবাৰ পাগ দুম। আৰিভনত- ফেব্রুৱাৰী- মাচ আমুৰ কোলো এৰ শুক্ল পক্ষত অনুষ্ঠিত দুম। ঐই পূজা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ হুই পিলা সকলে অৰ্থাৎ কৰি সকলে বজা আৰু ৰাজপত্নিক বৰ্ণইথে কৰে। ৰাজ পুৰোহিত কামাতবুৰাই ঐই পূজা সম্পন্ন কৰে। ব'লকেতেৱ পূজাত হেখু, মুগা আৰু- ৰাহিনজাক একেলগে পূজা দিয়া দুম। [৩]

৪.২ কার্বি সমাজের মৃতকর সাংস্কার ——

কার্বি লোক সমাজে মৃতকর আত্মার সদ্গতির কারণে মৃত্যুর দিনই বন্ধা কাট সাংস্কার বা খরি দিয়া কার্যই শেষ নহয়। খরি দিয়া পাছত পুনরু মৃতকর আত্মার শান্তি কামনা করি ভোজ ভাতর মধ্য উৎসর্গ উদ্‌যাপন করা হয়। এই উৎসরকে 'চ'মাংকান অর্থাৎ দয়া বা শ্রাদ্ধ। কার্বি সমাজর বিশ্বাস মতে 'চ'মাংকান নকরিলে মৃতকর আত্মাই সম্পূর্ণরূপে পাপ-তাপ, দুখ-ক্লেশ আদি পরা পরিত্রান নাপায়। অনুষ্ঠানুসরি চ'মাংকান তিনি প্রকারর পরা হয় যেন ——

১. সরিকন পর্যায়'কান ম্লাম্লাং,
২. মধ্যম পর্যায়'লাংটুক' আরু
৩. উচ্চ পর্যায়'থার্লে'

'চ'মাংকান'র প্রথমর দিনা মৃতকর পরিয়াল –

শাৱজনে ৰাইজক লগত লৈ ঢোলে - হগৰে নিজৰ 'খিমি' বা শ্মশান শালিলৈ লৈ প্ৰতিজন মৃতকৰ চিতাশালি (চিপিণ) ৰ পৰা আঙুৰ সলনি কৰি (হৰাই) এটাকে গাৱৰ প্ৰতিক- ৰূপে লাভ এনৱাকীয়ে বোধোগাত কৰি লৈ গৃহস্থৰ ঘৰলৈ আনে। পেছা মেন মৃতকে পুনৰ জীৱন লাভহে কৰিছে। তেতিয়া মৃতকৰ নিয়ম- নীতি জনা 'ওজেপী' এনৱাকী প্ৰতীকী ৰূপত জীৱন লাভ কৰা ব্যক্তিজনক ৰাজি- বাড়ি ধুৱায়। তাৰ পাছতেই 'ওজেপী' পৰিবাৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে এই সকল ব্যক্তিক যাবৰ পোৱাবি। তেতিয়া ধোৱা পোৱা ঘৰৰ পেছা কান্ধোনৰ সুৰ ভাঁহি আহে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় একেলেথাৰিয়ে বিনিনি থুলি কন্দাৰ পৰম্পৰা। যিসকলে মাহিলাই বিনিনি থুলি কান্দে তেওঁক 'কাণ্ডেপী' বা 'লুক্তেপী' বোলে। বিনিও ধোৱা

Scanned with OKEN Scanner

হয়। মৃত ব্যক্তিজনৰ জীৱিত কালৰ স্মৰণ হেঁপাহুৰ কথা। দ্বিতীয় দিনা বিভিন্ন গাঁৱৰ পথা দমা বা শ্রাদ্ধৰ মলীলে বাহিলে আহে। বয়স্থ পুৰুষ-মাইলোহ হওক বা তেকা-গাভৰুৱেই হওক, প্রত্যেকেই মৃতকলৈ মদ, ওত পানী খুৱায়। তাৰ লগতে দ্বিতীয় দিনাই 'চ'মাংকান' নাচিবলৈ বিভিন্ন গাঁৱৰ পথা তেকা-গাভৰুৰ শিল্পী দলসমূহ আহি মৃতকৰ ঘৰত উপস্থিত হয়। তেওঁলোকে নিজৰ লগত প্রতিখন গাঁৱৰ কাৰি জাপিয় প্রেণীক 'জাম্প্রিলী আমন' একোটা আনিছিল।

'চ'মাংকান' উৎসৱ কাৰি সকলৰ বৃষ্টিৰ প্রার্থনা বুলি ধৰা হয়। যদিও 'জাম্প্রিলী আমন' কাৰি বৃষ্টিৰ আত্মা বুলি কোৱা হয়। ইহলোক আৰু পৰলোকৰ মাজত যোগসূত্র স্থাপনার্থে এই প্রেণীক ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

তৃতীয় দিনের আলোচনা চলে। সমস্ত মৃতকের প্রতীক-শ্রাদ্ধ শেষে বুদ্ধমূর্তি কেওড়া পুনরায় শ্মশানে লৈ নিয়া হয়। তেঙিয়া একাকার-নগ্নে ওষা পানিকেশর সৃষ্টি হয়। শ্মশান শালিনি তিয়ার জুইত জুম্মুচি বোর খুলি দিয়া হয়। কার্বি-সকলের মতে তেঙিয়া হে যেন মৃতকের আত্মাই নিম্নুর্বীলে যাত্রা করে আরু স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। [৫][৬][৭]

৪.২ কার্বি সকলৰ বিবাহ পদ্ধতি ——

কার্বি সমাজত মোমায়েকৰ ঝিয়ৰীক বিয়া কৰোৱা নিয়ম প্ৰচলিত আছে। এবাৰ সেই পৰিয়ালৰ লগত সম্বন্ধ ঘটিলে পুৰুষানুক্ৰমে সেইটো পৰিয়ালৰ পৰাহে কইনা অনাৰ নিয়ম। এজন বাপেকৰ যিমানবোৰ লৰা সন্তান আছে সেই আটাইবোৰৰ এজনেও যদি একোটা বুল বা পৰিয়ালৰ পৰা এজনীও ঝোৱালী মালে তেতিয়াহ'লে বাপেকে মোমায়েকৰ পৰিয়ালটোক ঠিৰিমনা ওৰিব লাগে। পতিকে তেওঁৰ সন্তানৰ মাজৰ যিকোনো এজন পুত্ৰই মোমায়েকৰ বুলৰ পৰা কইনা আনিবই লাগিব। সেই কাৰণে বিয়াৰ প্ৰথমতে শুভ (বে-ননদ) বিয়েনীয়ে কথা-বতৰা পাতে। এই কথা

Scanned with OKEN Scanner

পাঠক- 'নৌপি-নৌহ' বুলি কোৱা হয়। কইনাজনীয়ে আন বাজো লগত সম্বন্ধ কৰা নাই বুলি জনাব পিছত দ্বিগীয়বাব পুৰুষ - তিৰোতা আৰু মাজৰ দোৱালী লগত লৈ কইনা খুজিবলৈ যায়। ঐইদৰে দ্বিগীয়বাব 'বংক্রা' (জিঙি দীঘল তিগালাও খোলাৰে লাওপানি) ওষাই লৈ আৰু আন লাগতিয়াল সদ অদিদৰে মৌযিনি ওৰ (কেথাবা হিম আৰু কিবিদুম) লৈ যোৱা প্রথা আছে। মৈইদিমাখন কইনাঘৰত চিন এটা দি মৈ অমাৰ নিয়ম আছে। তৃগীয় বাৰত আকৌ নিশ্চিতকৰণৰ বাবে কইনা ঘৰলৈ যোৱা হয়। ইয়াক 'কাপাতিনি' বোলে। যদি কইনা যোৱা নিশ্চিত নহয় তেতিয়ালে দ্বিগীয়বাৰত ৰাখি মৈ অমা 'চিন' কইনাৰ বাপেকৰ ঘৰলৈ দিয়াৰ পিছত মৈই বিষয়ে ওৰিয়ণ্ডে

কোনো বিষয়ে আলোচনা করার নিয়ম নাই। কোনো কথা পাকা নিশ্চিত হলে চতুর্থবার সে বিবাহের দিন-বার ঠিক করিয়া আসা হয়, ইহাকে 'আজ, আর্শীন কেহা' সোর্বিনীতে বোলে। কবি সমাজে প্রচলিত অনুমতি সাপেক্ষে বিবাহকার্য সম্পন্ন করার নিয়ম মোসাফেরের পক্ষের পক্ষ কথা কহিয়া দিয়ার ইচ্ছা থাকিলে সোর্বিনী গ্রহণ করা হয়। এই গীতের মাধ্যমেই এই কথা প্রকাশ করা হয়।

গীতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ —

'হে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর, হে পিতৃদেব, হে স্নেহ দেবতা, হে মহান পুরুষ। আমার ভবিষ্যৎ জীবন আর মোসাফেরের পক্ষের ভবিষ্যৎকার পুরোনিকলিয়া সম্বন্ধ স্থায়ী হউক। শিলের সাঁকো আর লোহার শিকল যেন কঠিন আর দুর্ভেদ্য

হওক। সোন-কাপৰ কাঠফৰ মতে আজৰ-অমৰ
হওক। হে- বাদিন, হে বসন্তিন, দাম দাম
(লাজত খোলাপৌৰ-সম্মোধন কৰিব) তুমি এই
যুগলৰ ভবিষ্যত জীৱন সুখময় কৰিব তোলা।'
অসমীয়া সমাজত (মোৱা বিয়া শাওৰ মতে কৰি
সমাজলৈ গাম —

'মেলু জা ফুলিন পেন বিৰ যে
আনহাৰ আংগা খুহে
বাংডুক পাংফাৰে চে,
খিমা ৰিমি চচে।
দো বিন্দু ওকচে
মেলু আশু মে।
পাত মুমিৰি মাংলেলে?

ভাবার্থ — 'হে মোৰ অবমত ভিনিহিলৈ - যাওঁহে
তোমালোকৰ এই বৃদ্ধ অৱস্থাত গাওঁ লাখুটিত

ওষ দি জলক - ওবক্ চবুতে আমাব ঘবলে কি উদ্দেশ্যত আছিহা ? কোলো দুব যাইলে মাউঁগে লৈকি ? জানালে জানালে সুখি হ'ম। তোমালোকব দিবলৈ আমাব একো নাই। মোৰ বুঢ়া যে আছিছোঁ, কিয়েছে আৰু কোলেকে আদৰ সম্ভাষন জনাম ?

ধুলসালীমেকৰ পৰা মোৰ মাতৰ সাৰ্মথান জিনিষিমেক = বায়েবেণ্ড যমাযম ওৰে মেলু আলুনণ্ড দিয়াৰ নিয়ম। বুঢ়াসকলেহে মেলু-আলুন মাব পাৰে।

কিয়ৰ দিমাখন বা দুই-এদিনৰ আগতে কইনা-ঘৰ আৰু দৰাঘৰে পাঁৰৰ ঢাৰ্মে (মাউঁবুঢ়া) ক মোদ এলাই মাননি হিচাপে দি আশীৰ্বাদ লয় আৰু নিমন্ত্রন জনোৱা হয়। লগতে বিভিন্ন

দিশত অপ্রাপ্ত- অনুযোগিতা পাবত বাবে 'ব্লেংহাষপ' অর্থাত মৃত দলপতিক স্মানি দি অনুষোর্ধ তমাব লাগে। বৌদ্ধ অমিবলৈ মোৱা প্রেম্মাক- 'আদাম বোদাম' বা কাপালিত' বোলা হয়। সেইদিনাঘনৰে প্রেম্মবাসত বাবে দহা- কইনাত ঘৰলৈ মোৱাত নিয়ম। আত্মীয়- স্বজনত সৈতে বেলি ডুব মোৱাত আগে আগে বৌদ্ধত ঘত মোৱাত লাগে তথাত তাত এৰাতি থাকি পিছদিনাঘন ঘৰলৈ উঠতি আও অহাত নিয়ম। বিয়াত দহা কইনাই পতমপৰান্নত কাবি সকলত আগ-পাত পিন্ধিব লাগে। দহাই ঘুলাম চাদত, গোলা (চেই ইক- দুই আং) পিন্ধে। গোলাত তলফালে দীঘলেকে দহি ওলমি থাকে। মূৰত পাগুৰি আৰু তাত কাঙ্কত তীমৰাজ (বৰাত) ৰবীৰত পাখি গুঁজি লোৱা জ জাম্বিলি (লা কটিৰ খোমা)

ওলোমাই লয়। কনা কইনাই ওবিব কলা-ফুল ঢকাকে ক'লা বউব 'পিনি' (মেখেলা) পিন্ধে। ক'কালত প্রিবর্ত বিশেষ ধরণত স্নানাগে বোর 'ব্রাম্মকাব (পাট) ফুলাম পোটি মাবে আব বুকুত ব্লাউজব ওপবত ক'লা-বর্ণা বা গালবিয়া বর্ডিব পেকব (কাপোব) এখন লয়। কপালত সেন্দুবব ফোট নলয়, কিন্তু কম পাবিমাণে পোন অপব পোন-কলব আ-অলংকাব পবিধান কবে।

কইনাব ঘবলে যাঁওতে লগত বান্ধব, মদ, তামোল-পান-ইঁপাত (বিড়ি-চিগাবেট), দিয়া চলাই আদি সামগ্রী লৈ যোৱা নয়। দবা-ঘতীয়াই কনাইঘবলে যাওঁতে বাষ্টাত পোৱা প্রতিখন পাঁৱকে ওলাই মদ আনি বিচাপে দিয়াব পবম্পবা আছে। কইনাঘবতো দবাঘবে

কইনার পিতৃ-মাতৃ মাউঁবুড়া, ওঁর পেত্নী, কাকা- আইগা, শ্বশুরাবাড়ী মাউঁবুড়া, পূজারী, বার্তাবাহক, ঘুর মলপাতিকো আদি করি জেষ্ঠ জনক দরার ওপেক বা আন দুজন থেকার দ্বারা মানবিধা কার্য সমাপন করা হয়। এই মানলি বিধ কার্য শেষ করার পিছত কইনার বাপেকে গুরু বংশক'লে এইদরে আর্শিবাদ বিচারে —

'এমেম হেম, হেম আরনাম
আর্জুনম যিম্মে, আর্জুনন ঘুম্মে
আর্জুনন পিমুক্কা, আর্জুনন প'মুক্কা।
আর্জুনন পিবিঞ্জা, আর্জুনন প'বিঞ্জা,
আমেম আবি, আমেম আরা।
বিম আরণম, বাব আরনাম.....।

অর্থাত — 'হে ঈশ্বর (যিম্মে, ঘুম্মে, পিমুক্কা।

লা'মুক্তা', শিশিরিক্সা) শুনা, এয়া সৃষ্টির স্থিতি মন্ত্র, হুআজাব বহুবব শিল আব লোহেন আঁকোব দহে কঠিন, সোনব হেন মূলাব সমান মোব জী-গোঁৱাইব জীৱন দীর্ঘস্থায়ী হওক'। শান্তি-সমৃদ্ধিতে আনন্দমুখব জীৱন-যাপন কবিব বিপদাহেন চৰাইবোবব চিবমুক্তিব যাহ এই চিবসেউজ বিলব দহে হওক'। হে প্রভু, তোমালোকলৈ আন্তৰিক প্রণাম।'

হুমাব পিছত ভোজন পর্ব আবম্ভ হয়। ভোজনব শেষত 'কাপাৰি' নামব এটি অনুষ্ঠান মূল বিবাহ কার্য সম্পাদিত হয়। কিনাঘৰব এটি নির্দিষ্ট কোঠাত বাঁহব জাৰি এখন দহা কইনাক একেলগে বহুওৱা হয়। তাব পিছত একোটা বাটিত (হুবলা) লাউপানী, একেখন মানিত দুয়োকে আধাব ধাবনে

দিয়া হয়। কইন্যাক দবাক এগানি অলোন-পান খুৱাই দিব লাগে আৰু দবাগো দৌহদলে কইন্যাও খুৱাই দিব লাগে।

দিহঁদিনাখন পুৱাই দবা-কইন্যাক দাম্পত্য জীৱনৰ মঙ্গলৰ বাবে মুকলি হেৰণাক পূজা দিব লাগে। পূজাত ৰুবুৰা আৰু পোচা থগিলী উৎসৰ্গা কৰা হয়। কিনা ঘৰত পৰা তিনিটা ৰুবুৰা আৰু দুটা পোচা থগিলী দিয়াত প্ৰথা। পূজাৰ অন্তত আমন্ত্ৰিতসকলে মিলে মান বিষা কৰ্ম সম্পন্ন কৰি ভোজ খাত খোৱা হয়। ভোজনৰ অন্তত ভোজনৰ গীত। অহু বগাচিমেম' মাহ —

'অ, হেখালি জাং হেজেমে / মা' মুগা' আপুমকে
বা'ল মাপুম লহে / মা' মুচি কামে।
আন দাত আ'মা' মুমে / বা'দাব কামে'।

Scanned with OKEN Scanner

'হে সোনজনা লক্ষ্মীইঁ তোমাক নিবলে আসিছোঁ। পিন্থে তেঁলোকক এই আটি বয়সত পোহপাল দিবঁগ হিচাপে কোনো নাই। মাইকে সোনজনী গোৱা।

পিপিনুমক পলা নিমায় লোৱাত আনন্দত কইনাই বা অন্য ঝিনিলাই পিথুক প্রথমে কাপোত বিজাতি এগাঁকি আৰু দঙাত পিথুত হে ন' লোৱাৰী আদিবিলে আন এগাঁকি গীত (সুন চাৱনে) গায় —

'তু ৰাচুন ভিন্ন / তন ৰাজে ৰাম্বলে (বো)।
পা আৰ্জে নিতকে শু শু আছে ৰম্বে (ভা)।
শুমাচ তিন্থে / নিম্বে ৰমিকে।'

'হে ঔঁজনী বয়সৰ লগে লগে আন নাজী-সকলো তেঁউলোকৰ আপোন ঘৰলৈ যায়। মাতিবো আজি এই শুভদিনত আমাক নিজা ঘৰলৈ গাঁউ ব'লা'।

৫.১ সামবায় বা ঋতব্য ——

আধুনিক-শিক্ষাব পোনব কাবিসকলব মাজত এতিয়াও ব্যাপকভাবে পাবা নাই। বিজ্ঞান আব প্রযুক্তি বিদ্যাব সাফল্য সত্ত্বেও তেঁলোকব মনব ভিতি এতিয়াও দুব কবিব পাবা নাই। স্বাস্থ্য শাসন, জাতীয় চেতনা আব পুবণা চিন্তাক আঁকুচি বিষা মানসিকভাবেও প্রায়ে আদিম নীতিক এতিয়াও টিকাই বাখিছে। অবশ্যে যুগব লগত প্রগতিব বগত উঠি আগুবাই যোৱাব আকাংখ্যাক, প্রবৃত্ত সত্য উপলব্ধিব বাসনাক কাবি লোকে সদায় এবাই চলিলে নিজেই উন্নতি প্রেক্ষত দুবৈলে পাবে।

অসমব দোঁ-গুত স্বকাপ কাবি ওই-ওমী-সকল সমুজ-সবল প্রবৃত্তিব। যুগ যুগ ধবি অসমতে বসবাস কবি অসমীয়াব কাময়ত আপোন ভাব মাটি থুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। সুগান্তব বত বুজিয়াই তেঁলোকব জোকাবি গল, আমন্ত যুগব বত বজাই তেঁলোকব মূবত আধোৱালব মনকাননি থুলিলে তথাপি তেঁলোক নিচিন্ধি নহল — তেঁলোক জীয়াই থাকিল কাবি জপে এটা জাতি জপে।

৫.২ পাদটীকা ঃ ——

১/ অসমর অভিধান; সাতসু কৌশিক বরুরা (২০০৯) কার্বি জনগোষ্ঠী. প্রকাশক গুৱাহাটী : বনলতা

২/ অসমর অভিধান; সাতসু কৌশিক বরুরা (২০০৯) কার্বি জনগোষ্ঠী. প্রকাশক গুৱাহাটী : বনলতা

৩/ আমেরিকীয়া বার্তাপত্রিকা; অক্টোবর, ২০১৩ সংখ্যা; পত্রিকা নাম।

৪/ প্রবন্ধ : কার্বি নাৰীৰ সাজ-পাৰ, আঞ্চলিক কথা তাৰিখ : ০৩ জুলৈ ২০১২

৫/ গ্রন্থ : থিন্না আৰু কার্বি লোক-সাংস্কৃতিক লেচাৰি বুটলি, লিখক : মুকলীৰিৰ দাস, পৃষ্ঠা নং - ৪৩, ৮৮, ৯১

৬/ কার্বি কৃষ্টিৰ উৎস, লিখক : ?

৭/ গ্রন্থ কার্বি লোক-সমাজ-সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রত্নভূমিক, লিখক সুৰেন্দ্র বরুরা, পৃষ্ঠা নং - ৬-৮

৫.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী —

২/ দাস মুক্তিবিষ — ভোগালী বাৰ্ষিক লোক-সংস্কৃতি আৰু গীত-পদ

২/ বৰুৱা শুকেন্দ্ৰ — বাৰ্ষি লোক-সমাজ সাহিত্য সাংস্কৃতিক এটুমুকি

৩/ Google — https://as.m.wikipedia.org > wiki

৪/ Google — https://as.vikaspedia.in > educatim

৫/ Google — https://xahitya.org > বাৰ্ষি-জনগোষ্ঠী।

৬/ Google — https://as.vikaspedia.in > educatim

৫.৪ সমলদাতা ঃ —

ক্রমিক নাম	ভূমিকা	ঠিকানা
১/ ডঃ অনুপমা ঝাওা	অধ্যাপিকা	লক্ষ্মীপুর মণ্ডবিদ্যালয়
২/ ডঃ আছমা ইয়াছমিন	অধ্যাপিকা	লক্ষ্মীপুর মণ্ডবিদ্যালয়
৩/ চন্দ্রানী দেবী বর্মন	অধ্যাপিকা	লক্ষ্মীপুর মণ্ডবিদ্যালয়
৪/ আশ্রাফুল ইছলাম	প্রধানশিক্ষক	লক্ষ্মীপুর মণ্ডবিদ্যালয়
৫/ রূপালী খাতুন	প্রধানশিক্ষক	লক্ষ্মীপুর মণ্ডবিদ্যালয়
৬/ মামুনি খাতুন	ছাত্রী	নিধানপুর গোরালপাড়া
৭/ নাজমা আকণ্ডারা	ছাত্রী	ফলিমারী গোরালপাড়া

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- হাজং সকলোৰ উৎসৱ পার্বণ ।

তাৰিখ

দাখিলকর্তা-

নাম ঃ- আশ্রাফুল ইছলাম

শ্রেণী ঃ- স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নং ঃ- UA-201-101-0016

পঞ্জিয়ন নং ঃ- 20023006

শ্রেণী ৰোল নং ঃ- 133

তাৰিখ ঃ- 15-05-2023

Scanned with OKEN Scanner

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ	পৃষ্ঠা
	ক - ঘ
কৃতজ্ঞতা	১ - ৩
অনুবাদনিবন্ধ	৪ - ৫
অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা	৬
অধ্যয়নের উদ্দেশ্য	৭ - ৮
পরিসর	৯ - ১০
পদ্ধতি	
১.০০ প্রথম অধ্যায়ঃ	
১.১ রাজং অঞ্চলের পরিচয় আর্থ ভাষিক স্থিতি	১১-১২
১.২.১ রাজং সমাজ আঁতিস্যুবি	১২-১৩
১.২.২ প্রয়োজন আর রাজং অঞ্চলের বাসস্থান	১৪-১৫
১.২.৩ অসমের রাজং অঞ্চলের জনসংখ্যা	১৭-২০
২.০০ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ-	
২.০ অসমের রাজং অঞ্চলের সামাজিক উৎসব-পার্বণ	- ২১
২.১ লোসর -উৎসব- অনুষ্ঠান	২১-২২
২.২ কৃষিভিত্তিক উৎসব অনুষ্ঠান	২২- ২৪
শস্য বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত উৎসব	২৫
-জাতি গাছা- উৎসবের পালনীয় রীতি-নীতি	২৫-২৭

Scanned with OKEN Scanner

পৃষ্ঠা:

* প্রাক্তি চলোয়াব লগত জড়িত উৎসব 29

2.৩ বিবাহ -উৎসব অনুষ্ঠান 2৮

2.৪ -জীবনবৃত্তব লগত জড়িত উৎসব অনুষ্ঠান 2৯

2.৫ সন্তান -জন্মব সৈতে জড়িত উৎসব অনুষ্ঠান ৩০

2.৬ বিবাহব সৈতে জড়িত -উৎসব অনুষ্ঠান ৩০- ৩২

2.৭ মৃত্যুব সৈতে জড়িত আংশিক্ষাব স্থলক অনুষ্ঠান ৩২- ৩৪

৩.০ তৃতীয় অধ্যায় :

৩.১ . মাজং অকলব আমাজিক অংশ্কৃতিব আক নাথাব-ভূমিকা- ৩৫-৪১

৪.০ চতুর্থ অধ্যায় :

৪.০ অসমব মাজং অকলব বৈভিক অংশ্কৃতি - ৪২- ৪৪

৪.১ লোকশিল্প ৪৪

৪.2 বাঁহ বেতেব নির্মিত লোক শিল্পজান আমগ্রী ৪৫-৪৮

৪.৩ কাঠেব নির্মিত লোকশিল্প আমগ্রী- ৪৯

কৃষি কার্যত ব্যহাব অঁজুলি ৫০

৪.৪ নক্সা জাক বেলেবে নির্মিত আমগ্রী- ৫১

৪.৫ মৃৎপাত্রেব নির্মিত লোকশিল্প আমগ্রী ৫2

৪.৬ শাঙুবে নির্মিত আমগ্রী বোব ৫৩

৪.৭ উৎসব অনুষ্ঠান বোব ৫৪

৪.৮ লোক খাদ্যভ্যাসত লোক বন্ধন প্রনালী - ৫৫

Scanned with OKEN Scanner

৪.৯ তা-তালংকার আমন্ত্রী বোধ — পৃষ্ঠা ৬৫
৪.১০ স্বীয় উদ্যম অনুষ্ঠান বোধ — ৬৭
৪.১১ সাজং সাকলোর আজলাম বোধ — ৬৮
৫.০ সপ্তম অধ্যায় — ৬৯-৬০
৫.১ আমরানি — ৬১
৫.২ গ্রন্থপঞ্জী

Scanned with OKEN Scanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :-

* রাজঃ অবালব উৎসব আবিণ। এটা তুলনামূলক অধ্যয়ন কীর্তিক গবেষণা প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সহায় আর্থিক দিয়া পথাশ্রমই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর তৃতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সাম্মাসিকের অন্তর্গত প্রথমান বিষয়ের অনুলোম ছাত্র-ছাত্রী এখনি প্রকল্প পত্র বিভাগত জমা দিব লাগে। এই বিষয়ের বাবে আমাকে বিভাগীয় অধ্যক্ষ সমা বিষয় বাছনি করি দিয়াত যন্ত্রিকৃত প্রকল্প পত্রখন অনুমতি করি ইলিউয়াত অবলোম দিশুত আমাকে লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিভাগর অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তি আর্থ ইয়াস্মিন লস্কর হোসেন বন্ধু বর্গ সকলে হোকা সহযোগিতা আগ বাড়ায়।

হোসেন প্রকল্প পত্রত ভুল বিষয় আছিল

রাজঃ অবালত - উৎসব - পার্বণ এটি চমু

- আলোচনা।

প্রথমতঃ, আমাৰ প্ৰবন্ধ পত্ৰখন এই গৱেষণা আলপণ কৰাত যাৰ তত্ত্বাৱধায়িকা আৰু বিষয়বস্তু শ্ৰী- অনুপমা বাৰ্তা হৈ মূলতত্ত্ব প্ৰদান কৰিলে। অধ্যয়নৰ কালছোৱাত বিভিন্ন গ্ৰন্থ আলোচনী/ পত্ৰিকা আদিৰ সহায় আগবঢ়ায়। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰ আদিৰ পুথিভঁৰাল, গুৱাহাটী গোয়ালপাৰা কলেজ পুথি ভঁৰাল আৰু লক্ষীপুৰ কলেজ পুথি ভঁৰাল গোয়ালপাৰা পুথিভঁৰাল, গোয়ালপাৰা কলেজ পুথিভঁৰাল আদিৰ গ্ৰন্থাগাৰিক আৰু প্ৰমুখ কৰ্মী সহ কৰ্মকৰ্তালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।

গৱেষণা কাৰ্যত উৎসাহ যোগোৱা আৰু লক্ষীপুৰ কলেজৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰধান শিক্ষয়ত্ৰী-সকলৰলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিভিন্ন ঠাইলৈ যাওঁতে বিভাগৰ পৰা তথা আনুসংগিক সহায় আগবঢ়োৱা আপোনজনলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।

0.00 ভাষাতত্ত্ব

0.1 পৃথিবীর বিভিন্ন ঠাইত প্রচলিত ভাষাবোর সাধুরিক বোধার লগতে ভাষা বিশ্লেষে ধ্বনি উচ্চারণ কার্য -গঠন প্রণালী, বাক্য গঠন পদ্ধতি তেনে কার্যসূচীবর -সাজত সুকীয়া সুকীয়া বিশেষত্ব চেকেরিলে পোরা যায়। ভাষাসমূহ এই আঁথনিক বৈজ্ঞানিকভাবে শুদ্ধরূপে চিনি কাঢ়ি শ্রেণীবিন্যাস করাই প্রধানতাত্ত্বিক -অধ্যয়নর -মূল উদ্দেশ্য। গোষ্ঠীয় প্রকারভেদ ভাষাবিজ্ঞান -জগতখনত তোলাসমূহক চেকেটা -নির্দিষ্ট গোষ্ঠীত শ্রেণীবদ্ধ করার পদ্ধতি বুলি ক'ব পারি। অন্যান্য ভাষার শ্রেণীকরণর নীতি -আন ভাষার গঠনগত নীতির -সাজত পার্থক্য বিদ্যমান। ভাষার বিভাজনর দুটা জনপ্রিয় নীতি স্থল বংশগত বিভাজন। এনে বিভাজন ভিত্তিতে -ইং ফ্রান্স আরু জার্মান ভাষার মূল ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পরিয়াল বুলি স্থিরাং করা হৈছে।

প্রকারভেদ বিশেষকৈ ভাষাবোরর পূর্বজন পর্যা

প্রচলিত ভৌগোলিক কিছুমান বিশেষ ভাষিক বৈশিষ্ট্যৰ ভিত্তিত দুটা ভাষাৰ পৰা সংক্ষিপ্ত ধাৰণা বুলি দাবী কৰা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে - ইংৰেজ ইউৰোপীয় ভাষা পাশ্চাত্যালৰ ভাষাবোৰৰ সৰলনি - উচ্চাৰণ, বাপ সংযোগ অস্বন্ধবাচক শব্দ ভাষা সংখ্যাবাচক শব্দৰ গঠনৰ সাজত অসম্পৰ্ক আছে।

- অসমৰ বসবাস কৰা এটি জনগোষ্ঠী হ'ল হাজং

- জনগোষ্ঠী। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণেৰে হাজং সকল সংগোলীয় প্ৰজাতীয় লোক। ভাষাতাত্ত্বিক বিচাৰত হাজং সকলে পূৰ্বতে কি ভাষা কৈছিল সেই সম্পৰ্কে সঠিক ঐতিহাসিক সমল পোৱা নাযায়। তেওঁলোকৰ ভাষাটো তিব্বতব্ৰহ্মীয় বুলে সাধাৰণ এটি ভাষা বুলি কোৱা হয়। যদিও ষোড়শ শতিকাত হাজং সমাজত সংস্কৃতায়নৰ সূচনা হোৱাত তেওঁলোকৰ সমাজ সংস্কৃতি আৰ্য সমাজ - সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হয়। সমাজ সংস্কৃতিৰ পৰিবৰ্তনৰ লগে লগ হাজং ভাষাত আৰ্যমূলীয় ভাষাৰো প্ৰভাৱ পৰিল। অবশ্যতী সময়ত হাজং ভাষাটো আৰ্যমূলীয় বাংলা

ভাষার লগতে ভিন্নতাবাচক নৃগোষ্ঠীয় -উপভাষা বস্তুরে -উপাদানৰ অংশিক্ষণে বিশিষ্টতা প্রদান কৰিছে।
অধ্যাপক -হাজং সকলৰ কথিত ভাষাটোৰ ভাষিক বৈশিষ্ট্যৰ লক্ষ্য কৰি -তাত্ত্বিক- ভিত্তিত দুটা -ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। সেই দুটা হল
*দক্ষাকাছনীয়া -মুদুণ্ডী * মেঘুপছীয়া -কথাই যাবীয়া
প্রথমটোত পশ্চিম কামৰূপী -উপভাষা আৰু মান্য -অসমীয়া -ভাষাৰ বৈশিষ্ট্যৰ স্বৰূপিগত -আৰু কপগত দিশত আকৃষ্য পৰিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়টোত গোৱালপৰীয়া -উপভাষাৰ লগত কিছুমান ভাষিক বৈশিষ্ট্যৰ মিল দেখিবলৈ পোৱা যায়। উল্লেখযোগ্য যে, হাজং ভাষাৰ গাঁথনিক দিশটো আৰ্যভাষীয়া -ভাষাৰ লগতে অপৰ্কিত, আনহাতে হাজং ভাষাত ব্যয়হৃত অধিকাংশ শব্দ, অনুসৰ্গবাচক শব্দ, গৃহ -অপকাঁহ আ-আমুসীয় শব্দ, -জীয়-জন্তু বুজোৱা -শব্দৰ লগতে -উৎসায়-পাৰ্থক্য অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয়হৃত -শব্দৰোৱাত স্বকীয়তা' মন কৰিবলগীয়া। ভাষাটোত -অন্তৰ্গত আৰু আৰু আৰ্যভাষীয় ভাষিক বৈশিষ্ট্যসমূহত গঠনগত দিশটো দেখাবলৈ আনিবৰ বাবে অসমৰ হাজং অঞ্চলৰ উৎস-পাৰ্থক্য! অধ্যয়নৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা হয়।

0.2 অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা :-

অসমের রাজংসকলে মাতৃভাষা রাজং ভাষা ব্যবহার করে আর আমাদ্রিকভাবে অসমীয়া আর ভাষা প্রহণ করি অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতির সংগীত হৈছে যদিও তেওঁলোকের সামাজিক আরু সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান, পালপার্বণ আদিত কিছু স্বকীয়া বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এনে বৈশিষ্ট্য বিলাক হেরাবলৈ আমনিবলৈ যাতে রাজং জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির লগত জড়িত বিভিন্ন দিশার অধ্যয়নর প্রয়োজনীতা আছে।

* রাজংসকলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীয়নবিলে তেওঁ পরিবর্তনর পরিপ্রেক্ষিতত স্বকীয় ভাষা-সৃষ্টি সংরক্ষণর বাবে তেওঁলোকের সচেতনতা, তথা পদক্ষেপ কেনে হয়েই অপরিহার্য এনে বিষয় অধ্যয়ন সজাগ করিব পারে। গোটেই বিষয়টি অধ্যয়ন করার গুরুত্ব আছে।

* আধুনিক সমাজের ব্যবস্থাই নয় প্রজন্মক স্বকীয় ভাষা বুলি-সংস্কৃতির পরা বহুদিনি আঁতরাই আছে। রাজং সমাজত প্রচলিত কিছুমান

Scanned with OKEN Scanner

রীতি-নীতি, মেলা-পার্বণ, লোক-ক্রীড়া, দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত সামগ্রী আদি নয় প্রকাশ

শিক্ষার্থীর কাজের মাধ্যমে যাদুঘর লোক সংস্কৃতির এই বিষয়গুলো অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে।

* আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত অঞ্চলীয় সংস্কৃতির আলোচনা - উজনি অঞ্চলের যাদুঘর লোক সংস্কৃতির শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করিবে, তাই লোকজ সংস্কৃতির পরিবর্তন আনিতে তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখিতে হবে কথা বিচার করি দোষের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

* অসমের যাদুঘর জনগোষ্ঠীর সামাজিক লোকাচার আর ঐতিহ্য সংস্কৃতির বিষয়ে কোনো লোকে বা আন গবেষকে প্রণালী বদ্ধ গতীর অধ্যয়নত রত হোয়া নাই।

পরিয়ালৈলে যাদুঘরের বিষয়ে নির্মাণ বোধ অধ্যয়ন হৈছে আমাকে জানিবলৈ হৈছে।

০.৩- অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্য:

অসমৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত ৰাজংসকল অন্যতম। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত মিশ্রিতভাৱে বসবাস কৰা ৰাজংসকলৰ নিজা জাতীয় সাংস্কৃতিক আছে। ৰাজংসকলে পালন কৰা উৎসৱ-অনুষ্ঠানৰ লগত মিশ্রিতভাৱে বসবাস কৰা ৰাজংসকলৰ নিজা জাতীয় সাংস্কৃতিক আছে। ৰাজংসকলে পালন কৰা উৎসৱ-অনুষ্ঠানবোৰৰ পালনীয় ৰীতি-নীতি, তাৎপর্য, পদ্ধতি, ধ্যান-ধাৰণা আৰু সুকীয়া জীয়ন পদ্ধতি আদি বিষয়ত বর্তমানলৈকে কোনো পদ্ধতিগত বা বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন হোৱা নাই।

*এই অধ্যয়নৰ জৰিয়তে- ইয়াতে অসমৰ ৰাজংসকলৰ চলাকৈ জীয়নৰ যেন হাবি মাটি ৰৈ থকা জনগোষ্ঠীটোৰ সামাজিক লোকাচাৰ আৰু ধৰ্মীয় সংস্কৃতি সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ পোহৰলৈ আনিছো।

*-অসমৰ ৰাজংসকলৰ সামাজিক লোকাচাৰ আৰু ধৰ্মীয় সংস্কৃতিৰ বিষয়সমূহলৈ গৱেষণা কৰাত কিছু পৰিবর্তনো আনিছো। এই পৰিবর্তনক সাজত স্বকীয়তা বজাই ৰাখি জাতীয় অস্তিত্ব বজাই ৰখাৰ প্রচেষ্টা জনীয়া উপলব্ধি কৰাটো অধ্যয়ন-উদ্দেশ্য।

0.8 অধ্যয়নৰ পৰিসৰ:-

অসমৰ অসমৰ ৰাজং-জনগোষ্ঠীৰ সামাজিক লোকাচাৰ আৰু ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি অধ্যয়নৰ পৰিসৰ মধ্যেই বিস্তৃত হোৱাটিল লক্ষ্য ৰাখি এই অধ্যয়নত ঊজনি আৰু নামনি অসমৰ ৰাজংসকলৰ সামাজিক লোকাচাৰ আৰু ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা কৰা হৈছে। অনুসাৰে ৰাজং সকলৰ প্ৰব্ৰজন সম্পর্কীয় অধ্যয়নত অসমৰ ৰাজং বসতি অঞ্চল হৈমাজি, লাখিমপুৰ, তিনিচুকীয়া, নগাঁও আৰু গোৱালপাৰা আৰু খুমুৰী আদি ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰা হৈছে গবেষণাকৰ্মৰ বিষয়ৰ পৰিসৰ আমনি লোৱা দিশসমূহ হৈছে।

* গবেষণাৰ প্ৰথম অধ্যয়নত অসমত বসতি কৰা ৰাজংসকলৰ এক পৰিচয়মূলক আলোচনা দাঙি ধৰা হৈছে। অসমৰ ৰাজং জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহ্যিক পৰিচয় প্ৰব্ৰজন আৰু বাসস্থান, ৰাজং শব্দৰ আঁচিনুৱি, বৰ্তমান অসমৰ ৰাজং জনসংখ্যা স্থূলস্থূল পৰিচয় দাঙি ধৰা হৈছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ত উজনি আৰু নামনি অসমৰ
সাজ-পাকলৈৰ প্ৰয়োজনীয় পৰিসামগ্ৰীৰ
পৰিচয়, প্ৰয়োজনে বসতিস্থল, জনসংখ্যা, গোত্ৰ,
ঋতুয়া জীয়ন, পাহিয়াল, ঘৰ দুৱাৰ, ব্যৱহৃত সামগ্ৰী
পাহিয়ালত নাৰীৰ স্থান, ভাষা-লিপি আদিৰ
পৰিচয়মূলক আলোচনা কৰা হৈছে।

তৃতীয় অধ্যায়ত নামনি অসমৰ সাজ-জনগোষ্ঠীৰ
সামাজিক লোকাচাৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ পৰিসৰ
সামৰি লোৱা দিশকেইটা হৈছে- নামনি অসমৰ
সাজ-পাকলৈ লোক-উৎসৱ, অয়সৰ বিনোদন
অৰ্থ হৈল-চহিমালি, চিকিৎসাবিধি, লোকবিশ্বাস।

চতুৰ্থ অধ্যায়ত:- উজনি আৰু নামনি অসমৰ সাজ-
পাকলৈ কেতিয়া সংস্কৃতি সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ
পৰিসৰত উজনি আৰু নামনি অসমৰ সাজ-
পাকলৈ লোকশিল্প, লোক আভৰণ আৰু আ-
ভলংকাৰ, লোক খাদ্যাভাস আৰু লোক ক্ৰীড়া
প্ৰণালী আদি বিশিষ্ট সামৰি লোৱা
হৈছে।

০.৩ অধ্যয়নের পদ্ধতি:- গোয়ালপাড়া জিলার রাভা
-আরু তাভিবাসী -মুছলমান অবলম্বে -কথিত অসমীয়া
-ভাষা: এটি তুলনামূলক অধ্যয়ন' কীর্ষক গবেষণা
-বিষয়টির অধ্যয়নের বাবে তুলনামূলক পদ্ধতির
লগতে বিশ্লেষাত্মক অধ্যয়ন পদ্ধতিকেই মূল
-পদ্ধতি হিচাপে লোয়া হৈছে।
দুয়োটা ভাষার অধ্যয়নের বাবে বিভিন্ন অঞ্চলত
-বিভিন্ন টাইলি যাব লগা হৈছে। প্রতিয়াবলিকে
আংশুতিক তথ্য আমাজিক বিলাব আলোচনে
হৈছে যদিও তেনেগোষ্ঠীসৈত কথিত ভাষার বিষয়ে
প্রতিয়াবলিকে কোনো আলোচনা হোয়া
-নাই -কাবণে ভাষার তথ্য আহরণর কাজেই
ক্ষেত্র অধ্যয়নেই বেছি সহায়ক হৈছে।
-রাভ ভাষার তথ্য আহরণত -কাবণে গোয়ালপাড়া
জিলার বিভিন্ন রাভং -অধ্যুষিত অঞ্চলবিলাক
হৈ -সাক্ষাৎকাৰীসকলৰ বচা বচা বাক্যবোৰ
মাধ্যমিক যন্ত্রপাতিয়ে তথ্য সংগ্রহ
কবা হৈছে। -ভাষার আচল রূপ নির্ণয়ের বাবে

Scanned with OKEN Scanner

বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। এর ফলে অনেক ছোট ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সুইডেনের অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, ১৯৯০ সালের পর থেকে প্রতি বছর গড়ে ৩০০ ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, এই পরিবর্তন আরও বাড়বে।

প্রথম অধ্যায়

*১.০ - রাজংসকলের পরিচয় ও ভাষিক স্থিতি।

১.১ = রাজংসকলের পরিচয় ঃ - ভারতের - উত্তর - পূর্বাঞ্চলের বসবাস - করা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর দের রাজংসকলো নিজো - ভাষা সংস্কৃতিরে পরিপুষ্ট এক জনগোষ্ঠী। - রাজংসকল - সংগোলীয় প্রজাতির বড়ো - কছারী - শ্রেণির - অন্তর্গত। বড়ো শব্দটো ব্যাপকর অর্থত - প্রয়োগ - করা হয়। - জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম - সংস্কৃতির লগত সাঙোৱা খাই অবশ্য বহুতো - ইলেখা - সংগোলীয় গোষ্ঠীর কলাকফ ই আমতি লয়। তিব্বতের পুখনি অঞ্চলর নাম - খোড - অর্থাৎ - পৰাই, বড়ো, কছারি - উদ্ভব কুলি - ৺ সুনীতি কুমার চটোপাধ্যায়, বিষ্ণুপ্রসাদ - ৰাভাই - অভিমত প্রকাশ করিছে। হেয়েৰে মিসাকল ইলেখা - সংগোলীয় জনগোষ্ঠী - অতীজন্তে তিব্বত ই প্রব্রজন - লখি ব্রহ্মপুত্র - উপত্যকালৈ আগমন - লখি আছিল ভেঁউলোক - বড়ো বলা হৈছিল। - ভাষাতাত্ত্বিকসকলর মতে বোড় বোট্ট ভোট, বড়ো আরু ভোট শব্দ দুটা. বোড

শব্দভেদে অপভ্রংশ বুলি বোলা হয়। ভাষা সংস্কৃতি ধর্মীয় ইগতে মিলি সকা বাড়ো কছারী সাতর, হাজং, গারো, তিলসা, লালুং আদি জনগোষ্ঠী সমূহ সেই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীটোর অন্তর্গত। ড সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় হাজং সকলর সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ দিয়া নাই যদিও তেওঁলোকর মূলত: বৃহত্তর বড়ো গোষ্ঠীর লোক বুলিয়েই কত প্রকাশ করিছে।

১.১.১ = হাজং শব্দর আঁতিগুরি

প্রত্যেক জাতি-জনগোষ্ঠী নামর অন্তরালত কিছুমান কাহিনী বা জনশ্রুতি লুকাই থাকে। সমাজত প্রচলিত মুখকমালর জরিয়তে তেওঁলোকত থকা এক সমাজ সংস্কৃতির আভাস পোয়া যায়। তিব্বতবর্মীয় হাজং সকলর লিখিত কোনো বুরঞ্জী নাবলে নাই যেয়ে সমাজত প্রচলিত জনশ্রুতির সহায়ত হাজং শব্দর আঁতিগুরি বিষয়ে বিভিন্নজনে ব্যক্তিত মন্তব্য আগবঢ়াইছে।

-মন্তব্য-1 হাজং সমাজত প্রচলিত তথ্য -মতে হাজং শব্দটো গারো ভাষার আৰা অৰ্থাৎ গারো ভাষার মা অর্থাৎ অর্থ হৈছে -মাটী আৰু জং অর্থাৎ -অর্থ হৈছে পোকা। অর্থাৎ মাটীৰ পোকা। -হাজংসকলে -মূলতে -কৃষিজীবী হোৱাৰ কাৰণে গাৰোসকলে তেওঁলোকক হাজং বুলি কৈছিল।

-মন্তব্য-2: হাজং সমাজত প্রচলিত যকৰা মোজলা হেতু হাজং শব্দৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে আওঁতা দিয়ে- বাবে যাইছে হাল, মা কাটিছে অর্থাৎ -জং। তেতিয়াৰ পৰা -উৎপত্তি হ'ল হাজং।

-মন্তব্য-3: বাংলাদেশৰ বাংলা সাহিত্য -একাডেমীৰ সাজন অধ্যক্ষ আশ্রফ আলি চিদ্দিকী চাহাবৰ -মতে.... হাজং শব্দটো কছাৰী -ভাষাৰ হাজু শব্দৰ পৰা -আহিছে। তেওঁৰ -মতে, হা -মানে পাহাৰ, জু মানে ওখ আৰু -অং -মানে ৰহি বাসিন্দা।

মোৰেও -অভিমত পাহত -অনেকগোষ্ঠীয় লোকসকলে -আমী কথন -হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকক অসমীয়া -আৰ্যসকলে চিনা -হেতনাৰ প্রভাৱ মত কছিলগীয়া।

১.১.২ * প্রব্রজন, তাম্র, হাজং, অবলম্ব, নাগাখাদি

প্রব্রজন :- ভিন্নদেশীয় অন্যান্য জনগোষ্ঠীর লোক অকাল আগমন যোয়াং অঞ্চলে (প্রায় চারি হাজার খ্রীষ্টপূর্ব) হাজং জনগোষ্ঠীও আসামের উত্তর দক্ষিণ কামরূপ পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আগমন করে। হাজংরা ভিন্নদেশ থেকে আসি প্রথমত হাওড় অঞ্চলে খিতাবি হৈয়ছিল বুলি জনা যায়। অন্য দেবা তথ্যর মতে গারো পাহাড়র কাষাইবাসী অঞ্চলত হাজংসকলে চুপানিত খিতাবি হৈয়ছিল, সেই অঞ্চলর পূর্ব অধিবাসী গারো বোঁচ সকলেই হৈয়ত হাজংসকলে অহনাই ভিক্ষাপূর্ব বিরোধী আচ বিবাদ বিসম্বা অংঘটিত হৈয়ছিল। বাংলাদেশর স্বাধীনতা পূর্বর সময়খিনি অর্থাৎ ১৯৭১ চনর আগর কালছোয়া আছিল সংঘাত-সংঘর্ষর পূর্ণ এক বিপন্ন সময়। হেনে সময়ত দেশ মনত চলা নিন্তু মুছলমানর সংঘাতত বহু হাজং লোক ভগনীয়া হৈ ভারতত প্রবেশ করে। সেই ভগনীয়া লোকসকলে ভারত কবলাবে ঠাইও চুনত উত্তর-পূর্ব অঞ্চলর বিভিন্ন

জাতির অংশগ্রহণ দিয়ে। অন্যান্য রাজ্যের সাথে সকলের প্রত্যক্ষ তথ্য অভিজ্ঞতায়ে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুসারে রাজ্যের পূর্ব বাসস্থান কে নাগা পাহাড় কথাই-যাবী অঞ্চলে আছিল কেই কথা অনুমান করিব পারি। কারণ রাজ্য আদেশে নাগকন্যত তথ্যই পেই আবনাত প্রমাণিত করে।

বাসস্থান :-

সাম্প্রতি রাজ্য সকল মেখালয়ত পশ্চিম আরু দক্ষিণ গারো পাহাড়, পশ্চিম মাতৃম্মা পাহাড় বাংলাদেশর মৈমনসিংহ আরু শ্রীহট্ট জিলা আরু অসমর বিভিন্ন জাইত বসতি করি আছে। ভাষিক আরু সাংস্কৃতিক দৃষ্টিত বিশিষ্ট পূর্ব-ভারতবর্ষীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলত রাজ্য কাছারি জনগোষ্ঠী। পূর্বাঞ্চলর অংগরাজ্য অসমর গোয়ালপাড়া, কামরূপ, চিরাং, বুবুরী, নগাও, দরং, কলানিতপুর, লক্ষ্মিমপুর, কছাড়ি, নগাও আরু ত্রিপুরীয়া জিলাত রাজ্য সকলে বসবাস

- কবি আছে। তাদের যথাযথ কথা হাজং সংস্কারের ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখ করা হল ---

জিলা	গাঁও
গোয়ালপাড়া →	শুকরাবকোনা, গ্রামের ভাই বাইনী, খাল্লিলাঅাঁখী, মেখিপাড়া, আটিয়া, বাদল, তলা, চিঁকাযাখী, মেখপাড়া, কুমরাঁইয়া, বড়ুয়ান, গোয়ালপাড়া বাপুজী নগর, মিলের নগর, ভালুকাকুনি, ডুবা পাড়া, দমদমা, অবদমা ২, আইবান, বিষ্ণুপুর কপনগর,
বগাদিগপ →	বাঙ্গুনী গাঁও, বকো, বন্দো
চিবাং →	বিজনী, বাতাবাড়ী, জাগতি, বিষ্ণুপুর।
কুমুরী →	(দক্ষিণ কালমাখা আনকাজুড় অঞ্চলগুলো) ভেতরালি শেওরাকুরি, খানুয়া, টংগাঁও, কালিকুই, কুবীলডাঙা, বালুচর পানী, বেতপাড়া, দলবাড়ী আপারবিল, কুবাপানি, পুরিমাতী, কালাপাড়া।
বাগমারা →	দক্ষিণডুবা, কাচুখাড়ী, বোদালপাড়া, গাইবাড়ী,
দমং →	ঘনশিখি, গুদারকুচি, কাছারিটুলা, কাজিয়ামারী
কোচিতপুর →	খলাই বিল।
নগাঁও →	ভেরোপশার, সিংগিপাড়া, হোজাই।
ভিলিমুকীয়া →	৯নং কুমিয়াক বাড়ী, জাগুন।

১.১.৩ অসমৰ ৰাজ্য অকালত জনসংখ্যা

১৯৩৩ চনত ভাৰত চৰকাৰৰ জনজাতি অধিকাৰীৰ তালিকা অনুসৰি তপশিলভুক্ত জনজাতি মৰ্য্যাদা অন্যান্য জনজাতিৰ লগতে ৰাজ্য ৰাজ্যত ৰাজ্যকালৰে দিয়া হৈছিল। দুৱঁৰীলোকত জনসংখ্যা বিনত পৰা কম। ১৯৭৪ চনত লোকপ্রিয়ল অনুসৰি অসমত হৈওয়াল দুৱঁৰীলোকত জনসংখ্যা আছিল ৪৪,৩৩৩ জন। তাৰপৰা ক্রমান্বয়ে ৰাজ্যকালত জনসংখ্যা ২০০১ চনৰ লোকপ্রিয়ল মতে ৩৩,০০০ জনলৈ অহা বাংলাদেশত ৮,০০০ জন। ২০১১ মৈকে লোকপ্রিয়ল মতে ৰাজ্যত ৰাজ্যকালত জনসংখ্যা ৭৯,০০০। অসমত ৰাজ্যকালত জনসংখ্যা অৰ্থকাৰণে চৰকাৰী তথ্য পোৱা নাযায়। অসম ৰাজ্য জাতীয় পৰিষদত অনুপাত কানুৰাম ৰাজখোৱে ১৯৯৩ চনত ব্যক্তিগত সংগ্রহ কৰা তথ্য অনুসৰি অসমত হৈওয়াল বাস কৰে ৰাজ্যকাল।

	পুৰুষ	মহিলা	মুঠ
গোৱালপাৰা	১১,০৪৩	১১,৪০২	২২,৪৮৩
দুৱঁৰী	৪,০৮২	৪,৩৮৩	৮,৪৩৩

১.২ রাজংঅবলম্ব আমাজিকো তাবয় আংস্কৃতিক বিষিয়ে

(ক) অমাজ-ব্যয়স্থা:- মানুষ আমাজিক জীব। মানুষে দলবদ্ধভাবে অমাজ পাতি বসবাস কষি ভাল পায়। রাজংঅকলো অমাজপ্রিয় ললাক। আপ্রতিক অময়তো হুঁউলোক মৌথ বিষিয়ালত বসবাস কষি আছে। স্বামী-স্ত্রী আরু-আপুহ ভাই, ককাই, লংঘা থোয়ালী অকলো মিলি-জুলি একেযর মোজালত বসবাস কয়ে। মোতালমনক কেন্দ্র কষিয় ঘরবোর সজা হয়। অহ-অহ জুপুরি দখে মোমোটাকষি ঐক ঘরবোর সাজি লয়। বিভিন্ন নামেরে ঘরবোর বিষিয় পোয়া যায়। যেনে - ভাতঘর (-ভাত খোয়াত কাষ) -মোমষ্টি ঘর (রন্ধন ঘর) কাচষি ঘর (-গালথী থকা ঘর) -ইত্যাদি।

রাজং-অমাজর বিষিয়াল ব্যয়স্থা হল পিতৃতান্ত্রিক। পিতৃ হল বিষিয়ালর মুরবরী। বিষিয়ালর অকলো সিদ্ধান্ত হুঁউর মতে চলে। বিষিয়ালর সা-সম্পত্তি উত্তরাধিকার বীজুত্রে পুরুষই লাভ কয়ে। পুত্র সন্তান নাথাকিলে -অতি নিকট আপকীয় কোনো পুরুষে সেই সম্পত্তি লাভ করে। পূর্বতে রাজং অমাজ ব্যয়স্থা মাতৃধারাকত

দেশে আন্তর্জাতিক আন্তরিক মুলি পূর্ণ পুরুষ সমাবেশে
অভিব্যক্ত করে। উক্ত লোকে আন্তরিক ব্যক্তিত্ব
নিকানি প্রথা মুলি করে। পরে নিরবচ্ছিন্ন আন্তর্জ
বৈবাহিক সম্পর্ক নিবিড়, তখন। তবে এখন আজকাল
এই প্রথা যাজক সমাজে প্রচলন নাই।

(২) আজপাব :- পুরুষ আর মহিলা একলো বাস
করতে পারিবে। যাজক মহিলাসকলে সবতে কাপোব
বৈ পরিধান করে আদ্যশ্রাদ্ধ করলেও যোগান থাকে। মহিলা
একলে বাজা-পাতিন-মুলী আসান তখন পুরুষসকলে
নিংথী পরিধান করে। এইযোগ উক্ত লোকত যথাযথ
ঘাত বানাকালিতে প্রস্তুত করি উলিয়ায়। কাপোব
বিবিধ রং ব্যবহার করে। এইযোগ ভিতরত রঙা,
কালা, ওউজীয়া, হলধীয়া বর্ডেই থাকে। আজিকা
সময়তো যাজক-মহিলাসকলে পথমবারত আজ,
পোছাক বাহিরে অন্য পোছাক পরিধান করা
দেখা নাযায়।

(৩) আদ্য-ভাস :- যাজক সকল অতি পরিশ্রমী লোক
সেত কষ্টি তখয়া যাজিযো কষ্টি দুবেলা-দুমুঠি

যাই আহাৰণ -জীয়ন- মাপত কৰি ভাল পায়। সেই
-অমাজ্ঞানত শিক্ষিত আৰু চাকৰিয়াল লোকৰ
সংখ্যা কমতেই কম। হাজং সকলে -কৃষিপ্ৰধান
-বেভুবেৰ প্ৰধানবিধ যাত দেখত কৰে। পৰ্বতীয়া হাজং
সকলে 'আজা' তলিৰ ঝুম পদ্ধতিবে যান, কোমোৰা
-কপাহ, -জলকীয়া, ঘালধি, মাকৈ, আদি খেতি কৰে।
হুওঁলোকৰ প্ৰধান খাদ্য হল ভাত। -আমিসভোজী
-হাজং সকলে ছাগলী, গাহৰি, হাঁহ, পাৰ, কুকুৰা, কাছু
-কুচিয়াৰ -লগতে -মাছৰ বিবিধ আঞ্জা কৰি
লগাই খায়। হাজং সকলোৰে অতি প্ৰিয় খাদ্য
হৈছে কুকলি ভাত আৰু খিচি -ভাত। কুকলি ভাত
হাজং সমাজত অত্যন্ত প্ৰিয় খাদ্য।

(খ) হাজং শব্দৰ অসমীয়া লিখা কৰক:-

হাজং	অসমীয়া
hapa	আপান
hwar	গাহৰি
mwjw	মা'
mwr	মাছ
Amrw	আমি

* দ্বিতীয় অধ্যায় :-

2.0 * অসমৰ ৰাজ্যৰ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক উৎসৱ-পাৰ্বণ।

= আদিম অৰণ্যচাৰী পৰাই মানুহে বিভিন্ন কৰ্মত লিপ্ত হওঁতে বিভূমান বিশ্বাস আদি আছিল। সেই বিশ্বাসৰ ভিত্তিত পৰৱৰ্তী সময়ত উৎসৱ - অনুষ্ঠান, নৃত্য-গীত ৰ অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে আৰু গোলক বিশ্বাস কেন্দ্রিক সেই উৎসৱ-অনুষ্ঠানসমূহত মানৱ জীৱনৰ বিবিধ ঘটনা, আচাৰ-নীতি-ৰীতি আওৰাই থাকে। জনগোষ্ঠীভেদে আৰু ঠাইভেদে সেই উৎসৱ-পাৰ্বণ সমূহ পালন কৰি আহিছে।

2.1 গোলক-উৎসৱ-অনুষ্ঠান

সামাজিক-উৎসৱ কেইটা অধ্যয়ন কৰা হৈছে গোলক-উৎসৱ অনুষ্ঠান। উৎসৱ-অনুষ্ঠানসমূহ প্রত্যেক জাতিৰ সমাজত হৈ আহিত গভীৰভাৱে জড়িত হৈ থাকে। ই প্রত্যেক জাতিৰ জাতীয় পৰম্পৰা, ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিৰ আপৰিহাৰ্য। সামাজিক প্রাণী হিচাপে স্বীকৃত মানুহে ভৌগোলিক অৱস্থান, দেশৰ জলবায়ু প্রাকৃতিক পৰিবেশ, সামাজিক পৰিস্থিতি, জীৱন যাপন-পদ্ধতি ৰাজনৈতিক প্রয়োজন আদি বিভিন্ন কাৰণত উৎসৱ-অনুষ্ঠান প্রতিপালন কৰে।

প্রতিটি একটা জাতি বা সম্প্রদায়ের লোকসমাজের স্বকীয়তা স্বকীয়তা আংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের স্বকীয়তা রীতি-নীতি ভাষা. সাহিত্য সংস্কৃতিমূলে লোক উৎসব অনুষ্ঠান গড়ে উঠে।

-উৎসবের মূল উৎসব আনন্দ, বস্ত্রগত পোষাক অলংকার আশাক, মানসিক পোষাক, মনের আনন্দের আনন্দ। এই আনন্দ প্রকৃতির আনন্দ, জীবনের উপলব্ধি করার আনন্দ আর উপভোগ করার আনন্দ। এই আনন্দই কৃষিজীবী সমাজের মানুষ কবি অনুপ্রেরণা যোগায়।

-উৎসবে হৈচৈ আনন্দের বিনোদনের পদ্ধতি. আনন্দ লাভের যেখানে বহু লোকের মেলা মেই কথা বলা যায়। গতিকে বিশেষ ভাবে বলা-বোলা কথা. নৃত্য গীত কথা, খেলা-ধূলা, কৌতুক অভিনয় করা আদি হলো অপরিহার্য অংগ।

2.2. কৃষিভিত্তিক - উৎসব - অনুষ্ঠান

-সমাজের সকলের অবসরভোগে -উৎসব-অনুষ্ঠান কৃষিকর্মের লগত জড়িত। কৃষি পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করার মাধ্যমে নানাধরনের উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করে। এই -উৎসব-অনুষ্ঠানগুলো সমাজে সমাজের লোকে আনন্দ-বিনোদন করার লগে কৃষি দেবতা. কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর বন্যীয়া -জীব-জন্তুর পরা বিপদ কামনা

-কারি- ইষ্ট দেব-দেবীকে পূজা-অর্চনা করে। এনে উৎসবকে কেন্দ্র করে হাজং সমাজে প্রচলিত রয়েছে অনেক গীত-নৃত্য-আর-বাদ্য। এই উৎসব অনুষ্ঠানগুলো হাজংসকলে বিভিন্ন ব্যক্তিগতভাবে আর বিভিন্ন রাজ্যের ভাবে পালন করে। প্রধানে কৃষি-কর্মের লগত জড়িত উৎসব-অনুষ্ঠানসমূহকে তলত দিয়ার দরে বিস্তারিত বর্ণিত পাবি। সেয়া হৈছে-

* বৈশাখীর আদি শুনিবার লগত জড়িত উৎসব
* শস্য বৃদ্ধির লগত জড়িত উৎসব
* ঘেতি চপোয়ার লগত জড়িত উৎসব।

* অসমর হাজং সকলে অসমত জাকজমকভাবে পালন করা বহাগ বিহুক নিজা আচার অনুষ্ঠানেরে পালন করে। বহাগ বিহুর আহাঁরণতে হাজংসকলে বসন্তর আগমনেরে এসপ্তাহ কাল চত আহর শেষর দিনা আরু বহাগর প্রথম দিনা পালন করে। বিহুরনো বসন্তকালর আগমন হোয়ার লগে লগে প্রকৃতিয়ন আরে-বজা ভরপুর হৈয় পরে। কৃষিজীয়ে হাজংসকলর মনলিও আনন্দোল্লাসর জোয়ার আহে। সেই কালত পরা বহাগ বিহুক কৃষিভিত্তিক উৎসব কয়া হয়।

বহাগ আহর দিনটো গুঁয়ারি দেব্যে হিচাপে নিমখাত, চৌরপাংমা আদি ব্যয়হার করি ছয় বহুরটোলি যোগ নিবাসময় ব্যয়হার করে।

দ্বিতীয় দিনা অর্থাৎ বহাগর প্রথম দিনটোত- বিহু উপলক্ষে বিভিন্ন আচার রীতি পালন করে।

বর্ষাকাল আসার আগেই এখানকার মানুষেরা ফাল্গুন মাসে বাস্তুদেবতার পূজা করে। বাস্তু দেবতার পূজা করার পাশাপাশি ফাল্গুন মাসে সেই অঞ্চলের মানুষেরা নিরামিষ খাবার খাওয়ার নিয়ম করে। গাঁয়ের পুরো কিছু নির্দিষ্ট বৃক্ষগাছের তলায় এই বাস্তুদেবতার স্থান থাকে। সেই পূজা রাজবেয়া গাছের তলাই স্থান পেতে। এই পূজার মূল আকর্ষণ লাগে কার্পাস লাড়ুয়া গোপাল (শ্রীকৃষ্ণ) লক্ষ্মী, কালী, শীতলী, বসুমতী, অন্নপূর্ণা (অন্নদাময় দেবতা) চরাচরী (আকাশের যাই দেখা যায় সেগুলোই নিয়ে দেবী) মাংসাশী (মাংস খাওয়া দেবী) আদি বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা পাতে। মূল বৃক্ষগাছের তলায় শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হতো পরে পূজা দিয়ে। প্রকৃতির বিভিন্ন অপায় অমঙ্গল, অশুভ শক্তি - কলাগাছ দিয়ে পাশের বাড়ির কুমিরকাঁধ আগরবৃক্ষের এই পূজা পাতে। পূজোতে প্রত্যেক দেব-দেবীকে উদ্দেশ্যে বেলপাতা বেলের নৈবেদ্য আগরবাতাস দেয়া হয়। আদিতে প্রত্যেকের নামে বলিও আগরবাতাস হতো।

* কার্য বৃদ্ধির লগত জড়িত উৎসব।

* বাতি পাহ:- বাতিপাহ হাজং সকলৰ অন্ন আৰু উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত লোকউৎসৱ। আশ্বিন মাহৰ শেষৰ দিনা (সংক্রান্তি) এই উৎসৱ পালন কৰে। অন্যান্য জনগোষ্ঠী সমূহে কাতিবিহু কপে পালন কৰা এই উৎসৱক হাজং সকলে কাতিপাহ বুলি কয়। বৃষ্টিপাতৰ উৎসৱ অন্নৰ পতিত বাতিপাহ হাজং সকলৰ এক মনোৰম উৎসৱ। তাৎপর্য:- বাতিপাহ উৎসৱত জ্বলোৱা চাকি-বত্তিয়ে পোহৰত আমি চৌদিশৰ অন্ধকাৰ দূৰ কৰি সকলো বুলি বিশ্বাস কৰি আমি অন্যৰ শ্রীবৃদ্ধিৰ কামনাৰে লক্ষ্মীদেৱী পূজা কৰোঁ।

বাতিপাহ উৎসৱৰ পালনীয় ৰীতি-নীতি:-

* সেই দিনা ভোৰতে লোকে ঘৰ-দুৱাৰ, কাষলাৰ কানি-আবৰলো পৰিষ্কাৰ কৰি পাছিত গৰুক পথাৰত চাকি জ্বলায়। চাকি পাছি আঘোণলগত ঘৰে-চোতালত জ্বলায়। এক-তেৰখুটি

সমাজ ব্যবস্থা তিনিজন সম্পাদক গঠিবে সহা-
য়তা করে। উ-চৈত্রমাস চাষিগণ সম্পাদক
পদ্মাচৈত্র অগ্রহায়ন আজাই সম্পাদক জ্বলায় তাক বলে
শাওন বোশল আজ বাটি চাউল, শকা বলে গাঁথীব
চলী, শুক্ল তুলসী লাগে, দুরবীবন আদি যোগায়
কাজি সম্পাদক হৈ যায়। ব্যোতিষ্যে হালখাই
বেশাবশাখি বুধবারে লুডুবি-পুডুবি হৈ শ্রম করে।
-তলক্ষ কোসত হাজং চেমনীয়া ডেকাসকলে আন
এটি আনন্দোৎসব পালন করে। গাঁবুর প্রত্যেক
ডেকাই হাতত সম্পাদক শুযান ঠাবিবে বুঁজে প্রস্তুত
বস্তি হৈ নিশাক আস্কাবত গাঁবুর ইমুসমস্যা
-সিমুখলি হৌজা-হৌবি কবি গীত গাবলি বাজে
ঢলনীয়ালন — আগোন আহে, কাতি যায়।
-সঁগা -মাত (কেহে আমি) পোরা যায়।
-উর্ধ্বে -বাতি পোহাল পশ্চিত আগোন -মাহ
-আহে তাক কেহে জুইহে -মহ-মাসি বুলি বিবেচনা
করিব। হাজং ডেকাসকলে গোইদিলে প্রবেশীব
-মাতত চুঁয়ে, হৈ আকাব বিনাশ করি সমাজলি লোহুব

Scanned with OKEN Scanner

কবিতাই অসাধারণ - উজলাই ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত নয়।
এই বিশ্বের যেসব - ঘোষণার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিয়া
সমস্ত মানবিক অধ্যায়ানুভূতি শিক্ষা, পনা, মুক্তি চিন্তা;
সাধীন আদর্শ সমূহ।

* হেমন্ত উপোয়ার লিখত জাতির উৎসব:

পুষ্পনী পর্ব:- পুরুষানুক্রম কোনও বিশেষ উৎসবের
পুষ্পনী পর্ব পালন করে। পুরুষানুক্রম কোনও বিশেষ
-পালন করা হইয়াছে উৎসবের ইতিহাস নাম
পুষ্পনী (পুষ্প) দিয়ে। হাজং অঞ্চলে প্রতিবছর উৎসব শুরুর
কেন্দ্র করি এই পুষ্পনী -উৎসব পালন করে।
পুষ্পনী হাজংসকলে ছোট বড় সকল বিশেষ
-উৎসব মুলি পারি। গ্রামে গ্রামে চিরা, পিঠা, চৈ,
পিচিয়াত, বড়ীমদ্য ঘরোনি -মদ আদি সাদ্য
সংগ্রহ যোগাড় করি নিজে ছোট বড়ো
-উপাধিও এই সাদ্যও তালিকা- অন্তর্ভুক্ত
করি -আনন্দ পায়।

২.৩ খ্রীষ্মাস -উৎসব- অনুষ্ঠান :-

খ্রীষ্মাস্ লগত জড়িত উৎসব-অনুষ্ঠানক আমীয়া উৎসব খুলি কোৱা হয়। হাজং অঞ্চলৰ সমাজ জীৱনত খ্রীষ্টান আশ্রয় কৰি পৰম্পৰাগতভাৱে বিভিন্ন উৎসব পাৰ্বণ পালন কৰে। খ্রীষ্মাস্ ভাৰতীয়ভাৱে উদ্‌যাপন কৰা উৎসবসমূহৰ আটাইতকৈ বিশ্বাস জড়িত হৈছে যীচুৰ আৰু নিজা ধ্যান-ধাৰণা আৰু নীতি-নিয়মবোৰ এই উৎসব-অনুষ্ঠানসমূহ পালন কৰোঁতে খ্রীষ্মাস্ গাঁন-ধাৰণাৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকটো উৎসব-অনুষ্ঠানৰ অন্তৰালত সৰেগজাক দেৱ দেৱতা সকলৰ বিশ্বাস কৰি পূজা আৰাধনা কৰা হয়। আৰাধ্য দেৱ-দেৱতাৰ পাৰ্মশানে পূজা-অৰ্চনা কৰি ঘৰেৰা অপায়-অমঙ্গলৰ দূৰ কৰা উদ্দেশ্য উৎসব অনুষ্ঠান পালন কৰে। খ্রীষ্মাস্ উৎসব অনুষ্ঠান পালন কৰোঁতাসকলে ব্ৰত-উপবাস পালনৰ লগত নিৰ্দিষ্ট নীতি-নিয়ম মানি চলে তাৰ উপৰি খ্রীষ্মাস্ উৎসবসমূহ পালন কৰোঁতে গীত, মাত, অঙ্গ, নৃত্য, তিথি আদিও লক্ষ্য কৰা যায়।

২.৪ -জীবনবৃত্তের লগত জড়িত -উৎসৱ-অনুষ্ঠান।

* -মানৱ -জীৱনত জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে দীঘলীয়া
-পৰিক্ৰমাত বৈচিত্ৰ্য আৰু -মানসিক পৰিবৰ্তনৰ
-কেবাটাও চাপ বা স্তৰ আছিলহি হাবিয়লগা হয়।
-জীৱনবৃত্তৰ লগত জড়িত এই স্তৰবিলাকত
-বিদ্যমান সংস্কাৰ অনুষ্ঠান নীতি-নিয়মসমূহ
-পালন কৰা হয়। এনেকৈ স্তৰসমূহক কেন্দ্ৰ
কৰি পৰা বিভিন্ন উৎসৱ-অনুষ্ঠানক জীৱন
বৃত্তৰ লগত জড়িত -উৎসৱ-অনুষ্ঠান আখ্যা দিয়া
হয়। -সমাজভেদে, সম্প্ৰদায়ভেদে এক অনুষ্ঠান
সম্পৃক্ত পালিত ৰীতি-নীতিৰ পাৰ্থক্য থাকিলেও
-উদ্দেশ্য একেই। এই সংস্কাৰ জড়িত অনুষ্ঠান
সমূহৰ পালনৰ লগত জড়িত মথা সংস্কাৰসমূহ
-যেনে ফলিলে অপায়-অশুভ দূৰ মোৱাৰ
লগত -জীৱনত সুখ শান্তি আৰু জীৱনযাত্ৰাৰ
-অৰ্থ -উপলব্ধি কৰাত সহায়ক হয় বুলি
বিশ্বাস কৰে।

2.0:- সন্তান জন্মের সাথে জড়িত উৎসব-অনুষ্ঠান:-

* এটি শিশু মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় করা হয়। এটি গর্ভধারণের কিছুদিন পর উৎসব অনুষ্ঠান পালন করা হয়। গর্ভজাত শিশু ও মা দুজনের মঙ্গল কামনা করা হয়। নবজাত শিশুটি জন্মের পর দুজন ধোয়ালের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয়। যাতে সমাজের সব ব্যক্তিরা নবজাত লোকের এসে উৎসব অনুষ্ঠানসমূহ আলোচনার সুবিধার্থে দুটা ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়েছে।

* গর্ভাবস্থায় পালনীয় রীতি-নীতি।

* সন্তান ভূমিষ্ঠের পরে পালনীয় রীতি-নীতি।

2.0:- বিবাহের সাথে জড়িত উৎসব-অনুষ্ঠান:-

বিবাহ প্রত্যেক মানব জাতির এক সামাজিক অনুষ্ঠান। এই সামাজিক আর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের পরিপূর্তির সৃষ্টি করার এটি পবিত্র অনুষ্ঠান। মানব সমাজ বিবাহ পবিত্র বন্ধনে বাধা হয় বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য শান্তি পূর্ণভাবে বংশবৃদ্ধি করে সমাজ বা রাষ্ট্র গড়া

অন্যকথায়, অস্বাভাবিক ইচ্ছা দমন করি মুক্তি সম্পন্ন জীবন যাপন করে। পিতৃ অধিকার বিবাহ আইনের বর্ণন নতুন তথ্য সংযোজন করা এবং স্থানীয়ভাবে কল্পনা করিব চেষ্টা করি। বিবাহের ভাষা নয় লক্ষ্য অনুযায়ী বাক্যের বাক্য বলা হয়। গোত্র পৃথিবীর সকলো সমাজতে বিবাহ প্রথার প্রচলন আছে আর বিবাহক সকলো সমাজে সামাজিক শ্রেষ্ঠ সংস্কার হিসাবে স্বীকার করি আসিছে। যাজ্ঞ সকলো বিবাহ প্রথা নিয়ম রীতি-নীতির প্রচলন আছে। দুওঁলোকর বিবাহর দিনবার ঠিক হোয়ার পর সমাপ্তিলৈকে কেবাটা অনুষ্ঠান পতা হয়। তার উপরি দুওঁলোকর সমাজত কেবা প্রকারবো বিবাহর প্রচলন আছে। বিবাহর লগত জড়িত অনুষ্ঠানসমূহর আলোচনা সুবিধার্থে দুটা ভাগ করি লোৱা হৈছে-

(ক) বিবাহর দিনবার ঠিক হোয়ার পর সমাপ্তিলৈকে পতা অনুষ্ঠান।

(খ) বিবাহর প্রকার।

বিবাহের দিন - যার ঠিক হওয়ার পর থেকে আনুষ্ঠানিকতার পূজা অনুষ্ঠান - এখন আরো বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন * প্রাক্‌বিবাহ অনুষ্ঠান
* বিবাহকালীন অনুষ্ঠান
* আর বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান

* বিবাহের প্রকারঃ -

বাংলাদেশে আজও নানা প্রকারের বিবাহের প্রচলন আছে -

* সামাজিক বিবাহ * ধর্ম পরা বিবাহ
* মানামনি বিবাহ * হাওয়া বিবাহ
* জোর করে পালা বিবাহ * জোর করে পালা বিবাহ
আর * গায়ে হলুদ করা বিবাহ।

২.৭ - মৃত্যুর সাথে জড়িত সংস্কারমূলক অনুষ্ঠান:-

* জীবনের সবচেয়ে বড় মৃত্যু। মানুষ সমাজের সাথে
- জন্ম মৃত্যুর বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালন
করা হয়। যেমন মৃত্যুর সাথে জড়িত বিভিন্ন
- আচার - অনুষ্ঠান আছে রীতি-নীতি আছে। যাতে
সমাজে স্বাভাবিক রীতি-নীতিকে মৃত্যুর সাথে জড়ি

অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান আলোচনা করে। অনুষ্ঠানের নীতি
-নীতিতে অনুষ্ঠানে পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
আয়-ব্যয়ের পদ্ধতি: অন্যান্য জনগোষ্ঠীর
লোকগণের রাজং জনগোষ্ঠীর আয়-ব্যয়ের পদ্ধতি
মতোই মুরগিয়া। কিন্তু বর্তমান কিছু জনগোষ্ঠীর
-মানুষের অসমাজ মানুষের বাড়িতে উৎসবে দিয়ে
দলে তেঁতুলোকের বাড়িতে উৎসবে নিমন্ত্রণে।
-কখনও মৃত্যু মুক্তিপণ তোগী থেকে অনুমতিনের
-ঘরের ভিতরে শান্তিকে মৃত্যু হবার দিয়ে।
-মৃত্যুর পাহুত-কা-টো তোতালের তুলসী গাছের তলে
-কলাগাছ তোমরা তোমরাকে কাটি ভাতে ডাকি
-পাখি ছুড়ায়ে দিয়ে। ঝরটোত কাসত হৈ-হৈ
-জ্বলাই দিয়ে। -ঘালাখিক লগত বেলপাত, কিলিমা,
তিল, মিঠাতেল, দুর্বাঘাস আরও কিছুদিন কাচি পাকিয়ালের
প্রত্যেকেই কয়টোত আনি পানী তোমরাকি নিয়ে।
-তার পাহুত-কা-টো বলা কাপোতেকে ডাকি মুল
চাটিয়াই শুকানলি দিয়ে।
-রাজং অবস্থলে কয়-দাহ-বাঁশোতে ক্ষিন্তু নীতি

নিয়মেই করে। হাজং সমাজের নিয়ম অনুযায়ি মৃত ব্যক্তিজনে জীবিত অবস্থাত ব্যবহার করা সকলো বস্ত্র, বস্তু, সোনা রাচন, বর্তন আরু পিন্ধা উরা কাপোর - কানি - কয়েক লগতে জ্বলাই দিয়া হয় অথবা শ্মশানের কাষত পেলাই দিয়া হয়। আনবিধ - মৃতকর আত্মাই শান্তি পোয়াকৈ - সানুহক সংযোচন দরকারী বিভুমান বস্ত্র, বস্তু লগত দিয়ে। শিতুয়াতা দুবগলে হুতুঁরে লগত অন্যান্য সাধারণ বস্ত্র - বস্তু দিয়ার লগতে পানীর কলহ এটা আরু জলা - চলনি দিয়ার নিয়ম। - মৃতকর লগত খোয়ার সামগ্রী চাউল, দালি, আলুরে খরি আলুরে খরি অন্যান্য রন্ধন পাতিও দিয়ে। প্রথম দিনা - অশৌচ - মৃতকর দাহ কার্যর দিনা সংক্রিয়ালে যর্গই এয়োজন থাকে - আহার গ্রহণ নকরে। - আনবিধ পানীও গ্রহণ করে। এই প্রেতকর হুতুঁলোকে মুই খরিচ ব্রত বুলি কয়। তৃতীয় দিনা - ঘরর সকলো বাচন, কাপোর, কানি দুই ঘর - দুরার মুকি পরিষ্কার করে। ব্রাহ্মণ - আরু অধিকারীয়ে - মৃতকর উদ্দেশ্যে পূজা সেবা করে।

তৃতীয় অধ্যায়:- রাজ্য সরকার এবং আঞ্চলিক
সংস্কৃতির সাথে নারীর ভূমিকা:

৩.১ = রাজ্য সরকার এবং সংস্কৃতি:- আমাদের অতীত
থেকে পাওয়া বাংলা বাদ্য জনজাতিগোষ্ঠীর
ভিত্তিতে রাজ্য সরকার। আধিকাংশ
আদিবাসী আদিবাসী মেখালয়ের মধ্য
পাথোপাধ্যায় অঞ্চলেই এই রাজ্য সরকার
আদি বাসস্থান। অনেক ক্ষেত্রে এই রাজ্য
সরকার অনেক গোয়ালপাড়া, বাসস্থল
দেখা ভিলোচিল বিয়ানি লোক। তাদ্বিক দিক
রাজ্য সরকার ভিন্নমতাবলী গোষ্ঠীর ভাষার সাথে
নৃ-গোষ্ঠীয় দৃষ্টিতে উঁচুলোকা মঙ্গোলীয় শ্রেণীর
রাজ্য সরকার নামটির সংক্রান্ত তিনটি মত
জনশ্রুতি প্রচলিত। রাজ্য সরকার নিজে বলেন
মতে রাজ্য নামটি চুঙচুঙলোকক গারোরা
দিয়েছে। গারো ভাষায় 'রা' মানে মাটি আর
'জং' মানে লোক। অর্থাৎ মাটির মানুষ।

আধারণত আদি বাসস্থান গারো পাহাড়ের

-নাম্মানিত এই -জনগোষ্ঠীদের বাস্তা বলিছিল
-আর অবশ্য যাস্তা কথাই সহস্র লাটি খুলি
+মত -আতিথ্য বলিছিল। গায়োসকালে -আছিল
পায়োজন ওপযুক্ত। কোরেন -নাম্মানিত -লাটির প্রয়োজে
দুষে বাস্তা কথা বলায়সকলকে উঁচুলোকের হাজে
-সম্মান দিছিল।

অন্য এক জনস্রোতিস্মৃত হাজে অকলি -স্মরিস্ব
বংশোদ্ভূত। জ্যেষ্ঠাজিষ্ঠ পুত্রেরা পরম্পরাক্রমে সমস্ত
-পৃথিবী সংবিজেমণ করি -স্মরিস্বকে নিধন করার
ফলত বার্তবীকে জুর্তি নিধন হয়। বার্তবীক
-জ্যেনষ -মৃত্যুর পিছত বেঁচে থকা পত্নী সলাই আহি
-যেই সময়ের বয়সকালত পরলি কামদত্তক
-আক্রমত সাকিবর্তিল লয়। স্মরিস্বা আক্রমত
-সাবেগত বাদশুদ্ধ নাহুষকে এবং পুত্র সন্তানক
-জন্ম হয়। বয়সকালত এবং ই বাজা হই হয়গ্রীব
-সাথিয়া -সন্দিবরো ঈশ্বর হাজোনগর নিজে
-অধীনর্তিল -আসন। এই বংশর কুলর বজা

- ভারত বর্ষের দিনে যখন রাজ্যের পতন হয়
- তখন রাষ্ট্রক্ষয় লোকে গায়ে পায়ে
- হাজারে অঞ্চলে বিভাগ হয়। পরবর্তী কালে
- এই ভূখণ্ডগুলিই আজ মাতৃপ্রধান পরিবার
- মেঘালয় বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর এই রাজ্যগুলি
- প্রধানতঃ কৃষিজীবী। পিতৃপ্রধান এই রাজ্যগুলির
- সঙ্গে তুলনা করা আছে। এখানে লোকেরা যন্ত্রচালিত
- রাষ্ট্র পাল্কি, ডোলী পাল্কি, মানিক পাল্কি
- টেলর পাল্কি, ঝাঁতদল আর মাঞ্জি পাল্কি
- নামে জানা যায়। এই গোটা অঞ্চলে নিকনিতি
- খোলা হয়। আখাবনতে মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠীর
- বর আজও নিকনী নামটির প্রচলন দেখা
- যায়। এই অনুমান করিয়া যায় নিশ্চয়
- অতীতে রাজ্যগুলির আজকে মাতৃপ্রধান
- পরিবার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য মাতৃ
- প্রধান গারো পাহাড়ের সব রাজ্যগুলির অবস্থা
- যাসখাসি এবং জৈন্তিয়া পাহাড়ের মতো
- প্রভাবের হয় নাই।

ধর্ম-বিশ্বাস: ধর্ম অনুযায়ী যারা অবস্থান করে তারা শাক্ত। এই লোকদের বিশ্বাস কাজ আর বিশ্বাস বৈষ্ণব ধর্মের বিশ্বাসী। অর্থাৎ যারা শাক্ত ধর্মী লোকেরা ছিল। চৈতন্যদেবের আগমনের পরে লোকেরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে। শাক্তধর্মী অবস্থানে দেবী পূজা করার সময় বলি-বিধান দিতে হয়। বৈষ্ণবঅবস্থানে ভিক্ষিত ফুলজীব আলো পাখি খাওয়া করার সময় টিকটিকি বাঘ আর কচ্ছপের চন্দনের মতো লয়। বৈষ্ণবসকলের সাথে যি অবস্থানে পূজা বা যজ্ঞের অধিকার নাই। শুধু লোকরা আধিকারী হবে। শাক্তধর্মী যারা অবস্থানে দেবীপূজা করার অনুযায়ী এইরকম পূজা হয়ে থাকে প্রচলন আছে।

সমাজ-ব্যবস্থা:- কৃষিজীবী হওয়া কারণে তাদের সমাজ ব্যবস্থা সাদা। কৃষি, পশু পালন, আদি লক্ষ্য তারা করে প্রচলন নেই। বেশী মূল্যবান বস্তুর বিনিময় মূল্য প্রচলন নয়। বেশী মূল্যবান বস্তুর বিনিময় করে।

আরও বুঝবার - সঙ্গে এই লোবাণ প্রিয়। বড় ছবি
পরিমাণে - আছে কাছ আদিত এই লোকোপায়।
- মুখস্তুক্ষিত বারের 'ভারসাম্য-প্রান্ত' বিষয়ে.
ফিলাবেই, চাবীর, অপাত আদি হওয়া প্রশান্ত
স্বাস্থ্যে প্রকাশের - মাজতে আছে। ঝুরুতি- ভাত
- নাম্বর জান বেরিবেরি মধ্য স্বাস্থ্যে প্রকাশের অত প্রিয়।
আজ-পাশ আর অলংকার:- স্বাস্থ্যে ঝুনিহ আর
ভিটোজা ইউমহুর ঝুরীয়া ঝুকীয়া আজ-পাশ
- আছে। - মতাবিলাকে আইনজনতে গাছপালা
- আর চেতনা ব্যয়হার করে। ঔষধালয় শিক্ষা
গাছপালা যত্নের কোরু - মাবে। ইমারত লিংক
খোলে। ভিটোভাবিলাকে কর্মালয় পাতনি
- পাবি ইমান - কথা নিশ্চয়। পাতনিক স্বাস্থ্যে সকলে
- পাটীন খোলে। - ঝুরা পাতনি - যা ঝুরা পাটীন
এই লোবাণ বড় প্রিয়। এই লোবাণ ব্লাউজ পরিমান
- পাবি ইমান - লবাহুর। - অনাজিবাদি ছোয়ালী বিলাকে
- অপ্রয়োজন ব্যয়হার করিবলি চৈলছে। ব্লাউজের
- অলানি বুকুর চকাইল কারণ অন্য এমন

Scanned with OKEN Scanner

-প্রাণোষ লক্ষ ইশারা আদায় করা হলে। উভয় পার্শ্বের
-তিক্ষোতা সবারের জন্য এমন ব্যাপারো গাত
-ব্যাপারো গাত হওয়ায়ই লোয়া দেয় সম্মা ইশারা
-করার বন্ধ করা হলে। তলঃ বাথ ডিওরত হাজং তিক্ষোত
-সবারে বাস্তব বাজু বাপত ব্যাপস্থল, সবাত নাবাস্থল
-স্থাতত কাসা তাথ আঙ্গুলিত আগুরি দিকে।
-ইল্লেমনীয় হয় আন ভালেমান জেনজাতীয় বিশ্বাস
-দেখা সয়।

হাজং জনগোষ্ঠীর সামাজিক লোকাচারের সংজ্ঞা
-ভূমিকা ঃ-

-হাজং সবারের সামাজিক জীবন এমন বিভিন্ন
-ব্যবস্থাপনাগত রীতি-নীতি-উৎসব-অনুষ্ঠান সমন্বয়
-সংস্কৃতিকে-মানুষের জন্মগ্রহণ সাথে, তাকে
-সামাজিক লোকাচার বলে। ব্যবস্থাপনাগত জীবনে
সমাজ-এবং সংস্কৃতির সাথে পালন করা
-ধর্মীয়-এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন নিয়ম-নীতি
-জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, কৃষি আদি সকলকে নিয়ে
-নীতিসমূহকে সামাজিক লোকাচারের অন্তর্গত।
-মূলতঃ সামাজিক লোকাচার বলি বলে এমন
সমাজে এমন সমাজে দেখা পোয়া রীতিনীতি

Scanned with OKEN Scanner

সম্প্রদায়ের প্রেক্ষাপটে আগমন করেন। যিশুখ্রীষ্ট তাঁর
ধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

যাজক সাধীসকলের খ্রীষ্টীয় জীবনাচরণ— যাজক
সকলের সামাজিক জীবনধারা মাইকেল কৈয়
সাক্ষ্য আর বৈবাহিক - এই তিনটি ধর্ম সংস্কারের
দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। কৈয়, সাক্ষ, আর বৈবাহিক
তিনটি সংস্কারের মাধ্যমে যাজকেরা খ্রীষ্টীয় সামাজিক
জীবনাচরণ পালন করেন। যাজকেরা খ্রীষ্টীয় জীবন
সাধনার ভিত্তিরূপ কিছু সংখ্যক অনুষ্ঠান পুরোপুরি
সাধীরা - ভোগে অংশগ্রহণ করে যদিও অধিকাংশ
জীবনাচরণের ভিত্তিরূপ কিছু সংখ্যক অনুষ্ঠান পুরোপুরি
সাধীরা - ভোগে অংশগ্রহণ করে যদিও অধিকাংশ
জীবনাচরণে কিন্তু পুরোপুরি আর সাধীরা প্রত্যক্ষভাবে
পালন করা যেমন নয়। যাজক সাধীসকলের
স্বতন্ত্র অংশগ্রহণ খ্রীষ্টীয় জীবনাচরণ সম্পূর্ণ হয়
যেমন, আধ্যাত্মিক অনুশীলন, পবিত্রতালাভ, সাধারণ
আয়ুশ্চিত্তকরণ অনুশীলন, প্রার্থনা আর সকাল,
বিকাল সান্ধ্যকালীন জপমালা প্রার্থনা আরও
অনেক ধরনের জীবনাচরণ যাজকসাধীরা করে থাকেন।
যাজকেরা নিয়মিত খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করে থাকেন।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ অসমীয়া সাহিত্যৰ আঞ্চলিক বৈচিত্র্য আৰু সংস্কৃতি :

অসমৰ সাহিত্য জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় জীয়নত গৌৰৱময় অংশগ্রহণেৰে বৈচিত্র্যময় আঞ্চলিকতা পৰিপোষণ আৰু ঐতিহ্য যেন বৰঙ্গী আহিছে। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সাহিত্যসমূহ অসমৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ প্রকাশ কৰোতে স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি আৰু আঞ্চলিক ৰীতি-নীতি-আদৰ্শৰ পৰিপোষণ হৈ আহিছিল। বৰ্তমানেও এই বৈশিষ্ট্যসমূহে স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি আৰু ৰীতি-নীতিৰ পৰিপোষণ যেনি এই অঞ্চলবোৰক বহন কৰি আহিছে। আনহাতে সাহিত্য জনগোষ্ঠী লোকসকলৰ বসতিৰ চাৰিষ্টফালে জন্ম হোৱা সাহিত্য লোকসকলৰ সংস্কৃতিৰ হৈ সকাৰ কৰে তেওঁলোক বাস্তৱ-ঘটনা জীয়নত সাহিত্য ভাষাই চিত্রময় ৰূপে যদিও আজিহোৱা জীয়নত সাহিত্যসমূহ অসমীয়া ভাষা প্রেমিক কৰিছে। তদুপৰি সাহিত্য জনগোষ্ঠীসকলে বসতি কৰা অঞ্চলসমূহ ভিন্ন সাহিত্য জনগোষ্ঠীৰ সংশ্লিষ্ট লেখি নিজা আচাৰ-নীতি-কিছু পৰিমাণে পৰিহাৰ কৰিছে যদিও আদিম কালৰ পৰাই

প্রত্যক্ষ শিক্ষাতে স্বকীয় অক্ষতির আধারের শিক্ষার্থীদের জীবন ধারণ করি তখন বাড়ে জোগাড় অত্যন্ত জনপ্রিয় তুলনাতে লৌকিক সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকিয়া দুর্বলতা প্রকাশ পায়। অবশ্য যারা আর্থিক সামাজিক অবস্থানের জীবন যাপন প্রক্রিয়া তাদের ক্ষেত্রে সুস্থ সংস্কৃতির অনুশীলন। লৌকিক সংস্কৃতির অন্তর্গত লোক শিল্প, লোক সাহিত্য, লোক জ্ঞান, লোক বিশ্বাস, লোক সংস্কার, লোক ক্রীড়া ও লোক সংস্কৃতির প্রধান উপাদান। লোকসংস্কৃতির আলোচনাকালে লৌকিকদের গীত-নীত, বিশ্বাস, কুসংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম নির্মলতা, আবাস প্রণালীর অধ্যয়নের ইচ্ছাতে বেশি আগ্রহী হলে নৃতত্ত্ববিদ সকলে কাজ করেছে। উপরন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন আধুনিক কালে লোকসংস্কৃতির বিভিন্নতা। মানুষ ক্রমে সৃষ্টি হয়ে অভ্যাস অনুকরণ-অনুসরণ, লোকসংস্কৃতির বিভিন্নতা। মানুষ ক্রমে সৃষ্টি হয়ে বৈচিত্র্যের সৃষ্টিসমূহের উপাদিত মানুষ যাদুবিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস কথা, আচারপাশ, বাসস্থান ব্যবহার আ-অঞ্জলি লালনীয় লোকচার, লোক ধর্ম তাদের লোকবিশ্বাস, ধর্মোচ্চারণ কথা গীত ছড়া - বাদ্য আদি - উপাদানসমূহের লোকসংস্কৃতিকে আলোচনা লয়। লোকসংস্কৃতি মানুষে আচরণ কথা জীবন চর্যার অন্যতম অপরিহার্য অংশ লয়।

(ক) বাঁশ-বেতের নির্মিত - অঙ্গুলি

১) কৃষিকাজ - জীবনের ব্যবহার্য বাঁশ, বেতের অঙ্গুলি page 45

কুলা

চুঙা

নুনি ছাবা

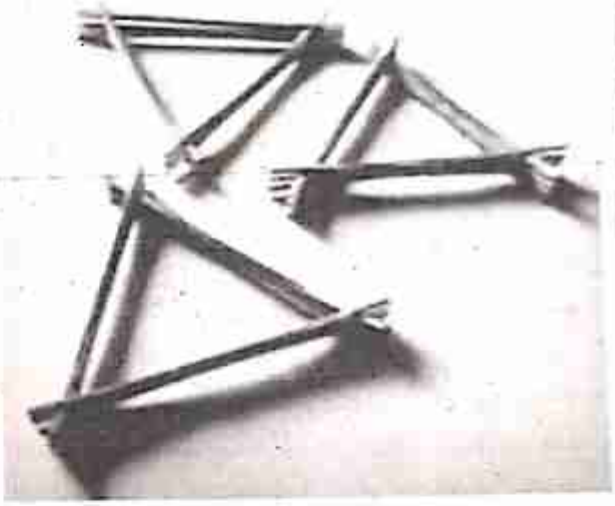

বিউনা

আলি

Scanned with OKEN Scanner

চাবি

দা'ল

হিন্দলী

খাংখা আও-চাংলি

টুংপা

কুলি

Scanned with OKEN Scanner

মুখ ছাবা

বাঙ্কনি শাল

চাটা আৰু হাচুন

হোলান

শিকী ভাৰ

গাছ মাও

ফাক

Scanned with OKEN Scanner

(2) এগুলো ঋষিযুগ থেকে ব্যবহৃত বাঁশ থেকে তৈরি জিনিস। page-48

পলক

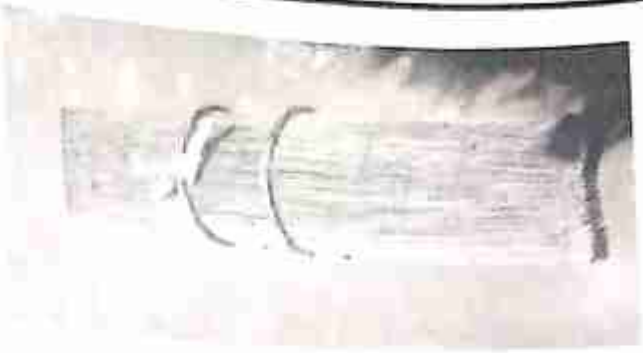

খুদা

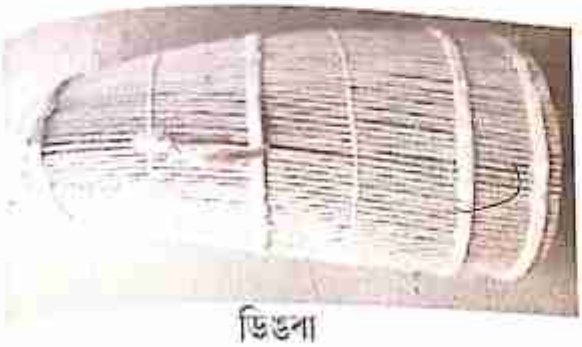

ডিঙরা

বুরং

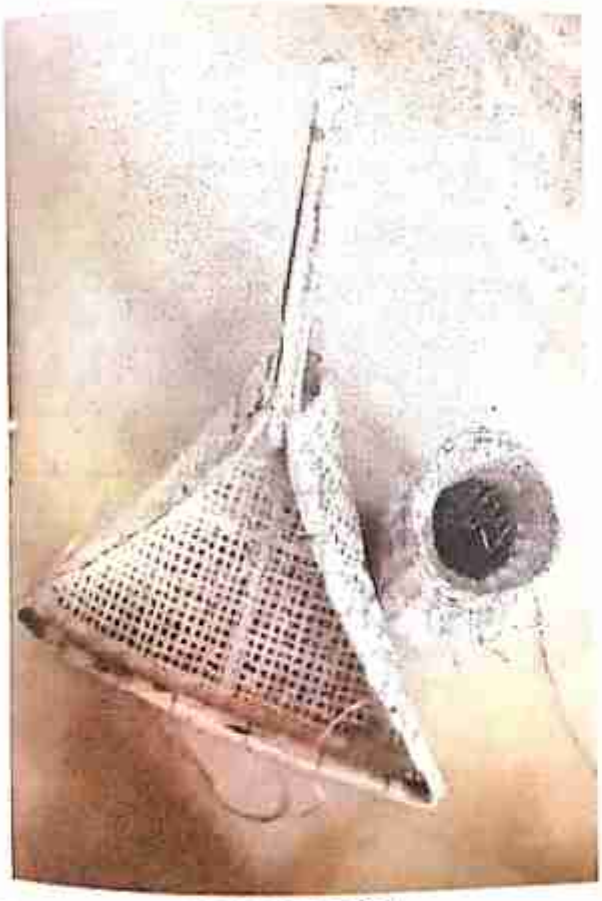

জাখা আর খালি

জাল দলি

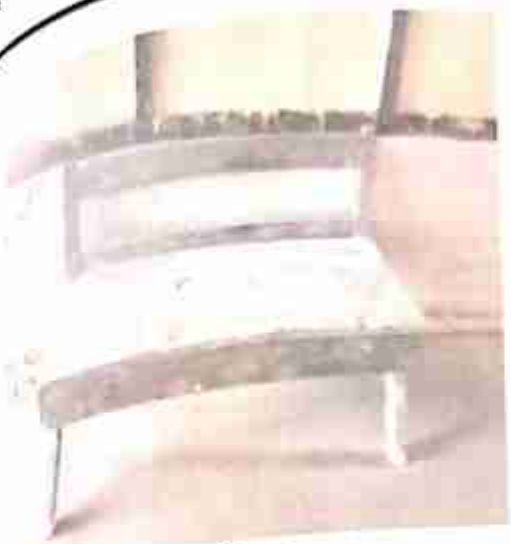

চিয়ার

বাটা

বাক্স

টেবুল

খরম

ডাবা

দারখিলি

টিকটিকী

জুওলি, নাঙল, মৈ

গৰু চাবি

লাহনি, দৈবোৱী, নাওৱা বাৰী

দুৱী

মৰাপাটৰ টাকুৰী

(৫) অন্যান্য

ৰাজা পাতা

বিজুন

(5) নৰা আৰু খেলোকা নিৰ্মিতে আহৰণী : ঘৰ-দুৱাৰ : page- 51

(ট) ঘৰ-দুৱাৰ

গুদাম

ভঁৰাল

প্ৰশাসনীসকলৰ ঘৰিয়ৰ

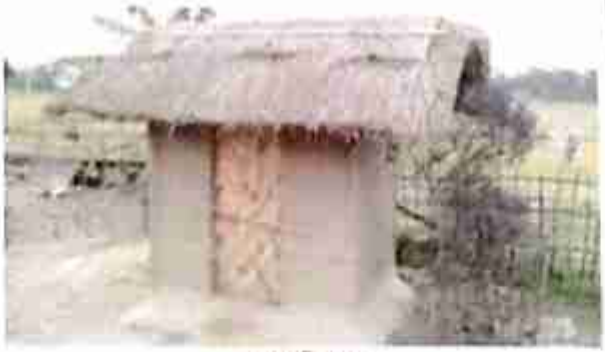

আমলি ঘৰ

পৰিবৰ্তিত ঘৰিয়ৰ

ঘৰিয়ৰ

Scanned with OKEN Scanner

পাটিনা প্ৰস্তুত কৰা দৃশ্য

মাখো

চুলকী

ৰ-চুঙী

তাঁতবানা আৰু তাঁতবানাত প্ৰস্তুত কৰা কেইবিধমান বস্ত্ৰ

ৰ' তুলা দৃশ্য

Scanned with OKEN Scanner

(৩) ধাতুর তৈরি তৈজসপত্র আঁকো

(খ) ধাতুর নামত সজ্জা

page- 53

কাছা পুটা, কাছা থলা

গ্লাচ

কাছা থালি

লোহারে নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র

গিলাচ

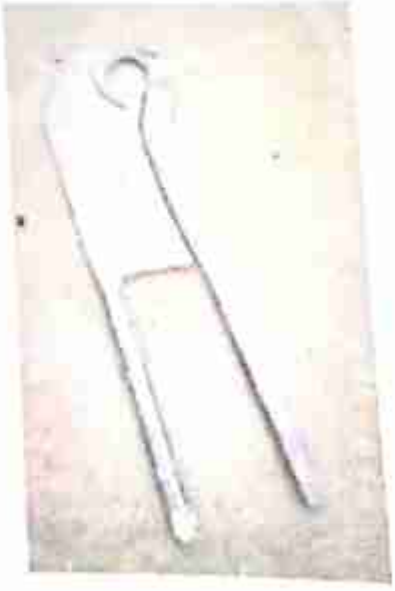

চলতা

Scanned with OKEN Scanner

লেবাটানা নৃত্যের কেইটমান দৃশ্য

(ঘ) খাদ্য

বিচিত্রভাবে প্রস্তুত করার দৃশ্য

হিমীল চুড়ী

ঝিনাই

কচুপাতা শাকশাক

মাটি কালী আন্তা

শামুক

খাচাত শাক-পাচলি বথার দৃশ্য

Scanned with OKEN Scanner

(৫) কেইপদমান আ-অলংকার

কাটা বাজু

ওগ্রবী

বাগ

সিকিমালা

(৬) বিবাহ উৎসবৰ কেইটিমান দৃশ্য

বিবাহৰ বাৰে চাংলিত সজোৱা নৈবেদ্য

দৰা-কইনা

বেৰাপাতা চিতা

বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ অহা দাৱালিসকল

Scanned with OKEN Scanner

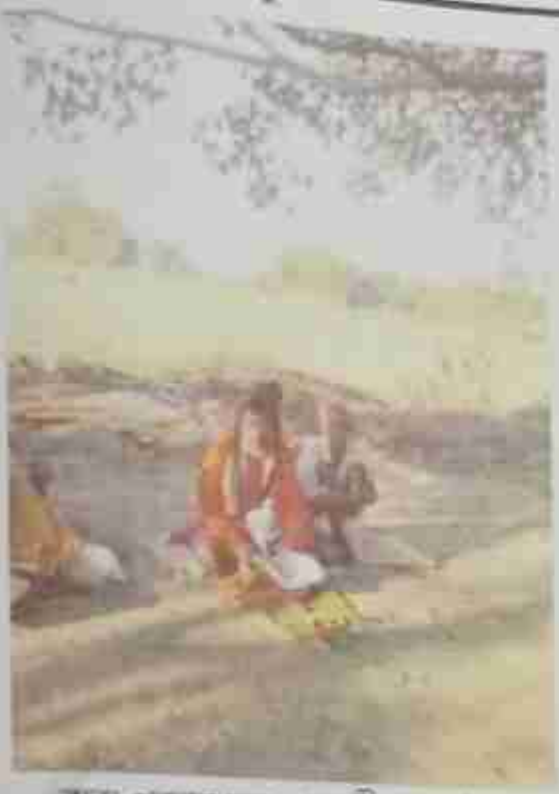

বাস্তু পূজার মূল পূজারী বা নংটাং

বাস্তু পূজার থলীর দৃশ্য

বাস্তু পূজার থলীর দৃশ্য

বাস্তু পূজার থলীর দৃশ্য

Scanned with OKEN Scanner

(22) হাতের সাহায্যে সাজপোষাক ধোয়া:-

Page - 58

পাটিনার পরা প্রস্তুত করা ব্লাউজ

পিভিসি প্রকারের পাটিনা

আগল

ফুলী আগল

নিতি

জাকেট

পাটিনার পরা প্রস্তুত করা বেগ

৩.০ পঞ্চম অধ্যায় :

৩.১ ঃ ভূমিকা ঃ- হাজংসকল বর্তমান তাগাদা কথা এক সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠী। তেওঁলোক অসমৰ উপৰি গাৱেঁ পাহাৰ, অঞ্চলতে প্রধান আৰু বাংলাদেশৰ সীমান্তৱর্তী অঞ্চলত বসবাস কৰি আছে। হাজংসকল পূৰ্বতে বাংলাদেশতো বসবাস কৰি আছিল আৰু বিভিন্ন প্রাকৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক দুৰ্যোগৰ সম্মুখীন হৈ বিভিন্ন অঞ্চললৈ প্রব্রজন কৰি অহাৰ বাবে আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ঠাইত বসতি কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ভাষা-সংস্কৃতিৰ দ্রুত হাজং সকল হৈছে। অঞ্চলৰ ওপৰ ভূমুকীয়া প্রভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। ভাষা ভাষী লোকৰ ফলস্বৰূপে গাৱেঁ পাহাৰত বোঁচ-গাৰো, বাংলাদেশত বাংলাভাষী আৰু অসমত অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতি দ্বাৰা হাজং সকল প্রভাৱান্বিত হৈছে। হাজং সকল মূলতঃ নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা মঙ্গোলীয় মূলৰ আৰু ভাষিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা তিব্বতবর্মীয় মূলৰ সদিও তেওঁলোকৰ ভাষা কথনভংগীত

তিব্বতবর্মীয় -ভাষার -উপাদান সকলের -উপরি -আর্যভূলীয়- অসমীয়া আরু বাংলা -ভাষার - উপাদানবোৰ সোমাই আছিল। অধ্যাপক হাজৰিং -ভাষাত যিবোৰ তিব্বতবর্মীয়: স্বণতাত্ত্বিক, শব্দতাত্ত্বিক আৰু বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য -আর্যভূলীয় অসমীয়া আৰু বাংলা ভাষা, আৰু তিব্বতবর্মীয় -ভাষাত ভাগিৰ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়।

হাজং -ভাষাত দুটা উপভাষিক রূপ পোৱা যায় এটা দুটা হৈছে- দশকাহনীয়া আৰু ছেই শকীয়া: কশাইকশীয়া। এই উপভাষা দুটা অঞ্চলভেদে সামান্য পার্থক্য পোৱা যায় যদিও লিখিত সাহিত্যত দুয়োটা উপভাষাতে সমান্তৰালভাবে ব্যৱহৃত হোৱা দেখা যায়।

হাজং সমাজত প্রচলিত শিক্ষাস্তৰসমূহ:-

* হাজং -ভাষাটো মূলত: তিব্বতবর্মীয় ভাষাগোষ্ঠীৰ অন্তর্গত যদিও অধিকাংশ শব্দই ভাষাটো আর্য ভিত্তি মূলত তিব্বতবর্মীয়, আর্যভূলীয় অসমীয়া আৰু বাংলা -ভাষাৰ প্রাথমিক -উপাদান হিচাপে এক বিশেষ ধ্বনি কাঁচ পাৰছি।

6.2 গ্রন্থপঞ্জী :-

১. অসমৰ জনজাতীয় সংস্কৃতি
লেখক :- ড° উদয়ন বাজা হাজাৰিকা

2. অসমৰ কলাৰ সংস্কৃতি
লেখক :- ড° বিবিধি কুমাৰ বৰুৱা

৩. অসমৰ সংস্কৃতি-সমীক্ষা
লেখক :- ড° নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা
আৰু ড° কনক চন্দ্ৰ চহৰীয়া

৪. লোক সংস্কৃতি
সম্পাদনা :- ড° নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা।

৫/- অসমীয়া আৰু অসমত ভাষা
সম্পাদক :- ড° বিশ্বজিৎ দাস আৰু
ড° ফুকন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী।

Scanned with OKEN Scanner

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়,লক্ষীপুৰ

প্ৰকল্প পত্ৰ

Rahim

বিষয় - "বাহঁ পূজা।"

নাম:- আশুৱাৰা পাৰভীন

শ্ৰেণী:- স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নং:-UA-201-101-0017

পঞ্জীয়ন নং :-20023007

শ্ৰেণী ৰোল নং:- 174

কাৰ্যালয় :- (ASM-HE-6056)

Scanned with OKEN Scanner

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"baah Puja"** submitted by ASHUWARA PARVIN. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated:
Place:

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

Scanned with OKEN Scanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

*

উপরোক্ত- বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে লাইব্রেরীতে কাজ করতে দিয়ে বহুলাংশে সাহায্য সহযোগিতার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এছাড়া বিভিন্ন বই পড়তে দেওয়ার জন্য লাইব্রেরীয়ান ও লাইব্রেরীর কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। তা

কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন যে, শিক্ষার্থীরা
শুধু মুখস্থ করতে বাধ্য হয়। তারা কী মুখস্থ করছে
তা বুঝতে পারে না। ফলে তাদের মধ্যে সৃজনশীল
চিন্তার বিকাশ ঘটে না। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার
পরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন।

সূচীপত্র

বিষয়:— বাঁশ চুল্লো

	পৃষ্ঠা নং
• প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	
১.১ পরিচয়	১-২
১.২ অধ্যয়নের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য	৩-৪
১.৩ অধ্যয়নের পদ্ধতি	৪
১.৪ অধ্যয়নের পরিসর	৪-৫
• দ্বিতীয় অধ্যায়: মূল বিষয়ের আলোচনা	
২.১ বাঁশ চুল্লো তিন রকম শ্রেণিবিভাগ	৬-২৭
২.২ সংজ্ঞা	২৭-২৭
২.৩ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয়	২৮-২৮
২.৪ বাঁশ চুল্লো প্রস্তুত করার প্রণালী	২৮-৩০
২.৫ বাঁশ চুল্লোর সুবিধার ব্যবহার	৩০-৩০
২.৬ পোড়া কয়লার সুবিধা	৩০-৩১
২.৭ বাঁশ চুল্লোর ইতিহাস	৩১-৩২
২.৮ বাঁশ চুল্লোর পরিচর্যা	৩২-৩২
২.৯ বহুল্লোকালের বাঁশ চুল্লো পরিমার্জন নীতি-নৈতিক ব্যবহার	৩৩-৩৪

২.১০ আঁচ নুক্রোধন গীত ৪২-৪২

• তৃতীয় অধ্যায়: ভূমিলিপির ইতিহাস ৪৩-৪৬

৩.১ ভূমিলিপির শ্রেণিবিভাগ ৪৪-৪৪

৩.২ মুদ্রাক্ষরবিন্যাস ৪৫-৪৫

৩.৩ ভূমিলিপি-শ্রীকরণ পদ্ধতি ৪৬-৪৭

৩.৪ ভূমিলিপি শ্রীকরণের দিকনির্দেশ ৪৭-৪৮

৩.৫ ভূমিলিপি শ্রীকরণের দৃষ্টিকোণ ৪৮-৪৯

৩.৬ মুদ্রাক্ষরবিন্যাস—ভূমিলিপিসংক্রান্ত ভূমিলিপি শ্রীকরণ ৪৯-৫৪

• চতুর্থ অধ্যায়:

৪.১ আদর্শলিপি এর প্রয়োগ ৫০-৫০

৪.২ পাদটীকা ৫১-৫২

৪.৩ আদর্শলিপি গ্রন্থপঞ্জী ৫৩-৫৩

৪.৪ আদর্শলিপি ৫৪-৫৪

১.১ পাঠ্যাংশ :—

কবি বুদ্ধদেব বসুর আত্মজীবনী 'আমার ছেলেবেলা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ছেলেবেলার ঈদ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে পাঠ্যাংশটি গৃহীত হয়েছে। এটি বুদ্ধদেব বসুর শৈশবস্মৃতি-নির্ভর একটি আত্মজৈবনিক রচনা। এই প্রবন্ধে তিনি তাঁর শৈশবের ঈদ উৎসবের আনন্দঘন দিনগুলির কথা বর্ণনা করেছেন। ঈদের দিন সকালে নতুন জামা পরে, সেমাই খেয়ে, ঈদগাহে নামাজ পড়তে যাওয়া, ফেরার পথে ফকির-মিসকিনদের দান করা, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া—এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর শৈশবের সরল ও নির্মল আনন্দের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই প্রবন্ধে ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি সামাজিক সম্প্রীতি ও মানবিক বোধের যে সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে, তা পাঠককে এক অনাবিল আনন্দের জগতে নিয়ে যায়।

(৪) নিম্নে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হলো
প্রশ্নগুলি লেনদেনের ক্রমে ছকটিতে লিপিবদ্ধ করে
দেখানো হলো - মূলধন হিসাব, ব্যক্তিগত হিসাব,
ক্রয় হিসাব, বিক্রয় হিসাব, ক্রয় ফেরত হিসাব,
বিক্রয় ফেরত হিসাব, ব্যাংক হিসাব, নগদ হিসাব,
ভাড়া হিসাব, বেতন হিসাব, কমিশন হিসাব,
বাট্টা হিসাব, ডিসকাউন্ট হিসাব, ব্যাংক সুদ হিসাব,
ব্যাংক চার্জ হিসাব, বাট্টা হিসাব, ডিসকাউন্ট
হিসাব, বিনিময় বিল হিসাব, বিনিময় বিল
গ্রহীতা হিসাব, বিনিময় বিল প্রদেয় হিসাব,
বিনিময় বিল গ্রহীতা হিসাব, বিনিময় বিল
প্রদেয় হিসাব, বিনিময় বিল গ্রহীতা হিসাব,
বিনিময় বিল প্রদেয়

১.২. অধ্যায়ের শিক্ষণ লক্ষ্য উদ্দেশ্য :—

বাঁশের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বিভিন্ন প্রকার বাঁশের নাম, বাঁশের বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার, বাঁশের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্রের নাম ও প্রস্তুতি।

বাঁশ চাষের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জানা। বাঁশের রোগ ও পোকামাকড় সম্পর্কে জানা ও প্রতিকার।

বাঁশের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করা শিখানো। বাঁশের তৈরি জিনিসপত্রের বাজারজাতকরণ সম্পর্কে জানা।

বাঁশের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্রের গুণাগুণ ও ব্যবহার সম্পর্কে জানা। বাঁশের তৈরি বিভিন্ন

বিভিন্ন আইন বিশেষজ্ঞের মতে দুজনের জন্মদিন একই হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু ৩৬৫ জন মানুষের মধ্যে একই জন্মদিন হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯.৯% এর বেশি।

৯.৬ অভিসারণ পদ্ধতি :→

দ্বিপদ ডিস্ট্রিবিউশনগুলির অনুরূপ সীমাবদ্ধ প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি হিসাবে দেখানো হয়েছে। এখানে ছাড়াও বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, যেমন ডাবল পয়েন্ট বিতরণ, ডাবল ডিস্ট্রিবিউশন, ডাবল ডিস্ট্রিবিউশন ইত্যাদি। এগুলি সবই প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলি সবই প্রস্তুত করা হয়েছে।

৯.৪ অভিসারণ পদ্ধতি :→

অভিসারণ পদ্ধতি আমি দুটি ভাগে ভাগ করেছি। আমার প্রবন্ধে আমি দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। যেমন —

① সেক্ট পদ্ধতি
② নিউটন পদ্ধতি

① সেক্ট পদ্ধতি :→

এই পদ্ধতিতে অভিসারণ সেক্ট পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে দুটি প্রাথমিক মান নেওয়া হয়েছে।

(ক) সংজ্ঞা দাও : ক্রমিক সংখ্যা, ক্রমিক সংখ্যা ও মূলসংখ্যার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

→ ক্রমিক সংখ্যা : যে সংখ্যা দ্বারা কোনো বস্তুর ক্রম বা অবস্থান বোঝায় তাকে ক্রমিক সংখ্যা বলে। যেমন : আমার ক্লাসে ১০ জন ছাত্র আছে। আমি ক্লাসে ৫ম স্থানে আছি। এখানে ১০ হল মূলসংখ্যা এবং ৫ম হল ক্রমিক সংখ্যা।

মূলসংখ্যা : যে সংখ্যা দ্বারা কোনো বস্তুর পরিমাণ বোঝায় তাকে মূলসংখ্যা বলে। যেমন : আমার ক্লাসে ১০ জন ছাত্র আছে। এখানে ১০ হল মূলসংখ্যা।

(খ) সংজ্ঞা দাও : সংখ্যা ও অঙ্ক, স্থানীয় মান ও অঙ্কের মান, সংখ্যা ও সংখ্যাবাচক বিশেষণ।

→ সংখ্যা : যে চিহ্ন বা চিহ্নসমষ্টি দ্বারা কোনো বস্তুর পরিমাণ বা ক্রম বোঝায় তাকে সংখ্যা বলে। যেমন : ১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি।

অঙ্ক : যে চিহ্ন দ্বারা সংখ্যা প্রকাশ করা হয় তাকে অঙ্ক বলে। যেমন : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০ এই দশটি অঙ্ক।

স্থানীয় মান : কোনো সংখ্যায় কোনো অঙ্ক যে স্থানে বসে তার সেই স্থানের মানকে ঐ অঙ্কের স্থানীয় মান বলে। যেমন : ৩৫৪ সংখ্যায় ৩ এর স্থানীয় মান ৩০০, ৫ এর স্থানীয় মান ৫০ এবং ৪ এর স্থানীয় মান ৪।

অঙ্কের মান : কোনো অঙ্ক তার স্থানীয় মানের যে অংশ বোঝায় তাকে ঐ অঙ্কের মান বলে। যেমন : ৩৫৪ সংখ্যায় ৩ এর মান ৩, ৫ এর মান ৫ এবং ৪ এর মান ৪।

সংখ্যা ও সংখ্যাবাচক বিশেষণ : সংখ্যা হল চিহ্ন বা চিহ্নসমষ্টি যা দ্বারা পরিমাণ বা ক্রম বোঝায়। সংখ্যাবাচক বিশেষণ হল শব্দ যা দ্বারা সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। যেমন : ১ = এক, ২ = দুই, ৩ = তিন ইত্যাদি।

২. মুলা বিষয়ের আলোচনা :—

বাঁহের লিঙ্গ ছেড়ে আসার ব্যাপারটা
ঐতিহ্যপূর্ণ

আমাদের সংস্কারের ভেতরে বাঁহ ব্যাপারটা
আতঙ্কের। বাঁহ মানে অশুভ কিছু
আমাদের মনে হয়। কারো বাঁহ
লাগা, বাঁহ ঝাড়া, বাঁহ মন্ত্র
আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে।
আমাদের, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির কারণে
বাঁহ ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে
স্বীকৃতি পেয়েছে। আমরা যেমন
বিশ্বাস করি, তেমনি বিশ্বাস করি
ঐতিহ্যের আলোকে। বিজ্ঞানের
যুগেও বাঁহ ব্যাপারটা ঐতিহ্যগত
ভাবে বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে
স্বীকৃতি পেয়েছে।

ছুটির আগে ১ সপ্তাহের দায়ের জন্য ছুটির
আবেদনের ছুটির কারণ ও ঠিকানা, মোবাইল
নম্বর উল্লেখ করতে হবে। যে ছুটি
কতদিনের জন্য নেওয়া হবে, ছুটি
কাটানোর ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর
দিতে হবে। ছুটি শেষে কবে কাজে
যোগদান করবে তা উল্লেখ করতে হবে।
ছুটি শেষে কাজে যোগদান করে
ছুটি শেষ হওয়ার তারিখ ও কাজে
যোগদানের তারিখ একই হতে হবে।
ছুটি শেষে কাজে যোগদান করে
ছুটি শেষ হওয়ার তারিখ ও কাজে
যোগদানের তারিখ একই হতে হবে।
ছুটি শেষে কাজে যোগদান করে
ছুটি শেষ হওয়ার তারিখ ও কাজে
যোগদানের তারিখ একই হতে হবে।
ছুটি শেষে কাজে যোগদান করে
ছুটি শেষ হওয়ার তারিখ ও কাজে
যোগদানের তারিখ একই হতে হবে।
ছুটি শেষে কাজে যোগদান করে
ছুটি শেষ হওয়ার তারিখ ও কাজে
যোগদানের তারিখ একই হতে হবে।
ছুটি শেষে কাজে যোগদান করে
ছুটি শেষ হওয়ার তারিখ ও কাজে
যোগদানের তারিখ একই হতে হবে।

ঐতিহাসিক কারণেই বেঙ্গলিতেই ভৌগোলিক ঐক্য
দেখা যায়।

দ্বিতীয় কারণটি হলো বাংলা ভাষা। ভাষা
একটি জাতিকে যেমন এক সূত্রে গাঁথে তেমন
ভিন্ন জাতি থেকে তাকে আলাদা করে। বাংলা
ভাষা বাঙালিকে যেমন এক করেছে তেমন
অবাঙালি থেকে আলাদা করেছে। বাংলা ভাষা
বাঙালির মাতৃভাষা। এই ভাষা বাঙালির
আত্মপরিচয়ের সঙ্গে জড়িত। বাংলা ভাষা
বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। বাংলা ভাষা
বাঙালির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। বাংলা ভাষা
বাঙালির ভৌগোলিক ঐক্যের সঙ্গে জড়িত।
বাংলা ভাষা বাঙালির জাতীয় ঐক্যের সঙ্গে
জড়িত। বাংলা ভাষা বাঙালির জাতীয়
সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। বাংলা ভাষা
বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।
বাংলা ভাষা বাঙালির জাতীয় ভৌগোলিক
ঐক্যের সঙ্গে জড়িত। বাংলা ভাষা বাঙালির
জাতীয়

"ক্ষমাপ্রার্থী" নীলিমাদের দ্বিতল মকান। তখন উপস্থিত ছেলেটি
ও মুখ ফসকে বলে ফেলল— নীলিমা আমার স্ত্রী। ভদ্রলোক
ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটি ভদ্রলোকের
দৃষ্টির সামনে মাথা নিচু করে রইল। ভদ্রলোক
ছেলেটিকে বললেন— তুমি কি নীলিমার স্বামী?
ছেলেটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ভদ্রলোক
বললেন— তুমি নীলিমাকে নিয়ে যাও। ছেলেটি
নীলিমাকে নিয়ে চলে গেল। ভদ্রলোক
নীলিমার বাবা। নীলিমা তার একমাত্র
সন্তান। নীলিমার মা মারা যাওয়ার পর
ভদ্রলোক আর বিয়ে করেননি। নীলিমাকে
নিয়েই তার সংসার। নীলিমা ছেলেটিকে
ভালবাসত। ছেলেটিও নীলিমাকে ভালবাসত।
কিন্তু ছেলেটির বাবা-মা এই বিয়েতে রাজি
ছিল না। তাই ছেলেটি নীলিমাকে নিয়ে
পালিয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক নীলিমাকে
ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাই নীলিমা
ছেলেটিকে নিয়ে ফিরে এসেছিল।

কবি সাধকেরা গানে সুরের ব্যবহার করেছেন। ফলে -
গানের ভাব ও সুর মিলে এক অপূর্ব রসসৃষ্টি হয়েছে।
বাউল - সাধক কবিরা গানের মধ্যে দিয়ে তাঁদের
মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁরা একতারা - দোতারা -
বাঁশি - খঞ্জনি - ডুগডুগি - খোল - করতাল প্রভৃতি
বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেছেন।

॥ ভাবের সহায়ক ॥

সাধক কবিরা
গানে ভাবকে
ফুটিয়ে তুলতে সুরের
ব্যবহার করেছেন।
বাউল - সাধক কবিরা একতারা -
দোতারা - বাঁশি - খঞ্জনি -
খোল - করতাল প্রভৃতি
বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেছেন।
ফলে গানের ভাব
আরও সুন্দর হয়ে
ফুটে উঠেছে।

উদাহরণ — লালন ফকির, দু একটি গানে সুরের ব্যবহার
দেখানো হয়েছে। যেমন - ভাব - ভাবনা - ভাবুক
কবি সাধকেরা গানে সুরের ব্যবহার করেছেন।

ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙলে দেখে সে একটি ঘরে শুয়ে আছে। ঘরটি খুব সুন্দর করে সাজানো। ঘরের এক কোণে একটি সুন্দর টেবিল আছে। টেবিলের উপর কিছু বই ও খাতা রয়েছে। ঘরের দেয়ালে একটি ঘড়ি ঝুলছে। ঘড়িটি দেখে সে বুঝতে পারে যে সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। সে উঠে বসে এবং চারপাশে তাকায়। তার মনে হয় যে সে কোথায় আছে তা সে জানে না। সে ভাবতে থাকে যে কীভাবে সে এখানে এসেছে। তার মনে পড়ে যে সে একটি নদীর ধারে ছিল। সে নদীর ধারে বসে ছিল এবং তার পা পানিতে ডুবে ছিল। তখন একটি নৌকা তার কাছে আসে এবং নৌকার মাঝি তাকে ডাকে। সে নৌকায় উঠে এবং নৌকা চলতে শুরু করে। তারপর সে আর কিছু মনে করতে পারে না। সে ভাবে যে নৌকার মাঝি তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। সে উঠে দাঁড়ায় এবং দরজার দিকে যায়। দরজা খুলে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাইরে একটি বড় উঠান আছে। উঠানের চারপাশে কয়েকটি ঘর আছে। সে উঠানে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকায়। সে দেখে যে উঠানে কয়েকটি মানুষ কাজ করছে। তারা সবাই ব্যস্ত। সে একজন মানুষকে ডাকে এবং জিজ্ঞাসা করে যে সে কোথায় আছে। মানুষটি তার কথা শুনে হাসে এবং বলে যে সে একটি গ্রামে আছে। সে আরও বলে যে সে নৌকার মাঝির বাড়িতে আছে। সে বলে যে নৌকার মাঝি তাকে নদীর ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছিল এবং তাকে তার বাড়িতে নিয়ে এসেছে। সে বলে যে সে এখন সুস্থ আছে এবং তার কোনো চিন্তা করার দরকার নেই। সে বলে যে সে এখানে কিছুদিন থাকতে পারে এবং তার যখন ইচ্ছা তখন সে চলে যেতে পারে। সে মানুষটির কথা শুনে খুশি হয় এবং তাকে ধন্যবাদ জানায়। সে বলে যে সে এখানে কিছুদিন থাকবে এবং তারপর সে চলে যাবে। সে মানুষটির কাছে বিদায় নেয় এবং ঘরে ফিরে আসে। সে ঘরে এসে আবার শুয়ে পড়ে এবং ঘুমিয়ে পড়ে।

মুখস্থ-নির্ভর: শিক্ষার্থীরা যেন তাদের পাঠ্য বইয়ের বাইরে কিছু ভাবতে না পারে। নতুন কোনো প্রশ্ন করলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

বাঁধা গতের শিক্ষণ পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও মৌলিক চিন্তার বিকাশ ব্যাহত করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হিসেবে থাকে, ফলে তাদের মধ্যে প্রশ্ন করা, বিশ্লেষণ করা এবং নিজস্ব মতামত প্রকাশের দক্ষতা গড়ে ওঠে না। এছাড়া, এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও কৌতূহলকে উপেক্ষা করে, যা তাদের শেখার আনন্দকে কমিয়ে দেয়। ফলে শিক্ষা কার্যকর হয়ে ওঠে না।

বাঁধা গতের শিক্ষণ পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হিসেবে থাকে, ফলে তাদের মধ্যে প্রশ্ন করা, বিশ্লেষণ করা এবং নিজস্ব মতামত প্রকাশের দক্ষতা গড়ে ওঠে না। এছাড়া, এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও কৌতূহলকে উপেক্ষা করে, যা তাদের শেখার আনন্দকে কমিয়ে দেয়। ফলে শিক্ষা কার্যকর হয়ে ওঠে না।

ফাল্গুনের শুরুতে আমের মুকুল আসে। তারপর ছোট ছোট আম ধরে। তারপর আমের আকার বড় হয়। তারপর আম পাকে। আম পাকলে তার রং হলুদ হয়। আমের ভিতরে আঁটি থাকে। আঁটির ভিতরে শাঁস থাকে। আমের শাঁস খুব মিষ্টি। আম খেতে খুব ভালো লাগে। আম খেলে শরীর ভালো থাকে। আম খেলে শরীরে শক্তি হয়। আম খেলে শরীরে রোগ হয় না। আম খেলে শরীর সুস্থ থাকে। আম খেলে শরীর ভালো থাকে।

আমাদের দেশে অনেক ধরনের আম পাওয়া যায়। যেমন- ল্যাংড়া, ফজলি, গোপালভোগ, আম্রপালি, হিমসাগর, বোম্বাই, কাঁচামিঠা, খিরসাপাত, লক্ষ্মণভোগ, রাজভোগ, মোহনভোগ, সুন্দরী, গোলাপখাস, নীলম, আম্রপালি, মল্লিকা, বারোমাসি, ক্ষীরসাপাত, আশ্বিনা, কাটিমন, কাঁচামিঠা, ফজলি, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, আম্রপালি, হিমসাগর, বোম্বাই, খিরসাপাত, লক্ষ্মণভোগ, রাজভোগ, মোহনভোগ, সুন্দরী, গোলাপখাস, নীলম, মল্লিকা, বারোমাসি, ক্ষীরসাপাত, আশ্বিনা, কাটিমন।

আম খেতে খুব ভালো লাগে। আম খেলে শরীর ভালো থাকে। আম খেলে শরীরে শক্তি হয়। আম খেলে শরীরে রোগ হয় না। আম খেলে শরীর সুস্থ থাকে। আম খেলে শরীর ভালো থাকে।

ঘুমুল। তাই কথন - মুখোমুখি বসে তুমি কিনা বিদেশ ! মনে হল
মুখের মতন / কুয়াশাঢাকা ভোরবেলা যেন / মনে হয়
তোমার চরণের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি / মিলিয়ে যায় / ঘুমন্ত
মফস্বল শহরের অলিগলি ও রাজপথে / ছায়াঢাকা
নির্জন বাড়ির জানালায় / শুধু একটানা বৃষ্টির শব্দ /
ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে / মনে হয় / তুমি নেই / তুমি
নেই / কবিতা লিখতে লিখতে / আমার চুলে হাত
বুলিয়ে / তুমি চলে গেছ / কোথায় / কেন / কবে
ফিরবে / আদৌ ফিরবে কি না / কিছুই জানি না /
সেই কোন ছোটবেলা থেকে / আমার সাথী হয়ে
থাকা / তুমি / আজ কেন / এমন করে / একা
করে / চলে গেলে / আমি কবিতা লিখতে বসে
ভাবি / তুমি আছ / আমার পাশে / আমার
কবিতার পাশে / আমার ভাবনার পাশে / আমার
ভালোবাসার পাশে / আমার সুখে দুঃখে / আমার
হাসিতে কান্নায় / আমার জীবনের প্রতিটি
মুহূর্তে / আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসে / তুমি আছ /
তুমি আছ / তুমি আছ / তুমি আছ /

"হাঁ বাবু তোমাকে"

ছাড়িয়ে আসতে লাগল। ছুটোছুটি - হৈ হৈ / সমস্ত রাত্রি ধরে
মিছিল বেরুবে। কালকে শুক্রবার। ছুটির দিন। সেজন্যই
তাড়া। কাল সকাল থেকে / কাঁসরঘণ্টা হাতে নিয়ে
ছুটবে - কাঁদবে। কালকে / ছাড়াও দাদুকে আনতে যাবে
মামার / গাড়ি নিয়ে। ছবির মিছিল - আজ রাত্রিতে
তোলা হবে। তোলা হয়ে গেলে ফিল্ম ডেভেলপিং
করতে দিতে হবে। ... ।

বাবা মাকে তোমরা ঘুমিয়ে
... পড়ো। আমি ফিরে এসে ঘুমিয়ে
তোমাদের ডেকে তুলে ঘুমিয়ে
নেব। ঘুমিয়ে পড়ো কিন্তু ঘুমিয়ে
পড়ো .... ।

ঘুমিয়ে পড়ো ঘুমিয়ে পড়ো
ঘুমিয়ে পড়ো ঘুমিয়ে পড়ো

ভাবনে ও'র অনুভব
ভুলে যাবে আমি। কোনোদিনও জানতে
চাইবে না কিছু
জানতে চাইবেনা কি সে
ভালোবাসে কি না
ভালোবাসি, ও'র কাছে
কিছুই জানতে চাইবে না
ভুলে যাবে আমি। কোনোদিনও জানতে
চাইবে না কিছু
জানতে চাইবেনা কি সে
ভালোবাসে কি না
ভালোবাসি, ও'র কাছে
কিছুই জানতে চাইবে না
ভুলে যাবে আমি। কোনোদিনও জানতে
চাইবে না কিছু
জানতে চাইবেনা কি সে
ভালোবাসে কি না
ভালোবাসি, ও'র কাছে
কিছুই জানতে চাইবে না

মানুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটে। কিছু কিছু ঘটনা
আমাদের মনে এমন প্রভাব ফেলে যা আমরা
কখনই ভুলতে পারি না। এমনই একটি ঘটনা
আমার জীবনে ঘটেছিল। সেটি আজও আমার
মনে গভীর রেখাপাত করে আছে। সেদিন
ছিল ১৫ই আগস্ট। আমরা সকলে খুব আনন্দ
করছিলাম। সকাল থেকে আমরা বাড়ির ছাদে
ঘুড়ি উড়াচ্ছিলাম। আমার ঘুড়িটি সবচেয়ে
বড় ছিল। সেটি আকাশে অনেক উঁচুতে
উড়ছিল। আমি ঘুড়ির সুতো ধরে ছিলাম।
হঠাৎ একটি ঘুড়ি আমার ঘুড়ির সুতো কেটে
দিল। আমার ঘুড়িটি কাটা ঘুড়ির মতো
ভোকাট্টা হয়ে গেল। আমি খুব কষ্ট পেলাম।
আমার চোখে জল এসে গেল। আমি
ঘুড়িটি ধরার জন্য ছাদের রেলিং টপকে
নিচে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম। তখন
আমার মা আমাকে ধরে ফেলেন। মা
আমাকে বকা দিলেন। আমি মায়ের
কথা শুনলাম না। আমি ঘুড়ির পিছনে
ছুটতে লাগলাম। আমি ঘুড়িটি ধরতে
পারলাম না। ঘুড়িটি অনেক দূরে চলে
গেল। আমি খুব কাঁদলাম। আমার
মা আমাকে অনেক বুঝালেন। মা
বললেন, ঘুড়ি আবার কিনে দেবেন।
আমি তখন শান্ত হলাম। আমি
ঘুড়ির কথা ভুলে গেলাম। আমি
আবার খেলতে শুরু করলাম।

ভাষা-শিল্প সাহিত্যের প্রধান উপাদান হলেও ভাষা ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। ভাষা ও সাহিত্য পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ভাষা হল সাহিত্যের উপাদান বা কাঁচামাল। ভাষা ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। ভাষা হল সাহিত্যের মাধ্যম

(আধিক্য) কুলায় প্রয়োগের হয়। যেমন- তাহার বুদ্ধি-বিদ্যা
বন্ধুদিগের অপেক্ষা অধিক। তাহার ধন-সম্পত্তি, বিদ্যা-বুদ্ধি
সকলের চেয়ে বেশি। তাহার ধন-সম্পত্তি, বিদ্যা-বুদ্ধি
সকলের অপেক্ষা অধিক। তাহার ধন-সম্পত্তি, বিদ্যা-বুদ্ধি
সকলের অপেক্ষা বেশি। তাহার ধন-সম্পত্তি, বিদ্যা-বুদ্ধি
সকলের চেয়ে

ভাষাতাত্ত্বিক- ভাষাকে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করা, ভাষা-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা এবং ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করা হল ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করার সময় ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন- ধ্বনি, রূপ, বাক্য, অর্থ ইত্যাদি। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করার সময় ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন- ধ্বনি, রূপ, বাক্য, অর্থ ইত্যাদি। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করার সময় ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন- ধ্বনি, রূপ, বাক্য, অর্থ ইত্যাদি।

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করার সময় ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন- ধ্বনি, রূপ, বাক্য, অর্থ ইত্যাদি। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করার সময় ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন- ধ্বনি, রূপ, বাক্য, অর্থ ইত্যাদি।

আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে চীনই একমাত্র দেশ যার সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বিরোধ নিয়ে যুদ্ধ হয়েছে। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধে ভারত পরাজিত হয়। তারপর থেকে দুদেশের সম্পর্ক কখনো ভালো কখনো খারাপ হয়েছে। ১৯৭৫ সালে সিকিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর চীন সিকিমকে ভারতের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০০৩ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী চীন সফরে গেলে চীন সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০০৫ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও ভারত সফরে এলে দুদেশের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। ২০০৬ সালে নাথুলা গিরিপথ দিয়ে বাণিজ্য শুরু হয়। ২০০৭ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও ভারত সফরে এসে ভারতের সঙ্গে ১১টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০০৮ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং চীন সফরে গিয়ে ১৪টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০১০ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও ভারত সফরে এসে ভারতের সঙ্গে ১৬টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০১১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং চীন সফরে গিয়ে ১৪টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০১২ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও ভারত সফরে এসে ভারতের সঙ্গে ১৬টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০১৩ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং চীন সফরে গিয়ে ১৪টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০১৪ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও ভারত সফরে এসে ভারতের সঙ্গে ১৬টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০১৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং চীন সফরে গিয়ে ১৪টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০১৬ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও ভারত সফরে এসে ভারতের সঙ্গে ১৬টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০১৭ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং চীন সফরে গিয়ে ১৪টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০১৮ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও ভারত সফরে এসে ভারতের সঙ্গে ১৬টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০১৯ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং চীন সফরে গিয়ে ১৪টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০২০ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও ভারত সফরে এসে ভারতের সঙ্গে ১৬টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

ঔষধ তাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। এই ঔষধ হলো মরফিন (Morphine) জাতীয় ঔষধ। এই ঔষধ সেবনে মানুষ প্রথমে আনন্দ অনুভব করে, পরে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। এই ঔষধ সেবনে মানুষ প্রথমে আনন্দ অনুভব করে, পরে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়।

ঔষধটির নাম হেরোইন (Heroin)। এটি মরফিন থেকে তৈরি করা হয়। এটি মরফিনের চেয়ে ১০ গুণ বেশি শক্তিশালী। এটি মরফিনের চেয়ে ১০ গুণ বেশি শক্তিশালী। এটি মরফিনের চেয়ে ১০ গুণ বেশি শক্তিশালী।

হেরোইন সেবনে মানুষ প্রথমে আনন্দ অনুভব করে, পরে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। হেরোইন সেবনে মানুষ প্রথমে আনন্দ অনুভব করে, পরে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়

সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে, শব্দ হলো ধ্বনির সমষ্টি যা অর্থ প্রকাশ করে। শব্দ ছাড়া ভাষা অসম্ভব। শব্দ ভাষার ভিত্তি। শব্দ ছাড়া বাক্য গঠন করা যায় না। শব্দ ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। শব্দ ছাড়া ভাষা অর্থহীন। শব্দ ভাষার প্রাণ। শব্দ ভাষার মূল উপাদান। শব্দ ভাষার ভিত্তি। শব্দ ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। শব্দ ছাড়া ভাষা অর্থহীন। শব্দ ভাষার প্রাণ। শব্দ ভাষার মূল উপাদান। শব্দ ভাষার ভিত্তি। শব্দ ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। শব্দ ছাড়া ভাষা অর্থহীন। শব্দ ভাষার প্রাণ। শব্দ ভাষার মূল উপাদান। শব্দ ভাষার ভিত্তি। শব্দ ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। শব্দ ছাড়া ভাষা অর্থহীন। শব্দ ভাষার প্রাণ। শব্দ ভাষার মূল উপাদান।

সাধু অন্য মুক্তিপথ ধরিয়া ওতক্ষণে ত্রিশূল-ত্রিশোধি, তিনিই মহেশ্বর
ঘুচাইবেন' — আবৃত্তি করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

শান্তিনিকেতনের কোনাকুনি-রেখা-ধরিয়া উত্তরদিকে চলিয়াছে
বীরভূম-জেলা-বোর্ডের ছোটো রাস্তা, দুইধারে তালগাছ-সারি।
রাস্তার ধারে ধারে মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো খাল, তাহার
কোনো কোনোটাতে জল আছে, কোনোটা শুকনো। মাঠে
মাঠে ধান কাটা হইয়া গিয়াছে, — খড়ের আঁটি বাঁধিয়া
কোথাও বা স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে
বাঁশঝাড়ের ঘেরের মধ্যে খড়ের চালা-দেওয়া মাটির কুটির।
কোথাও বা আমবাগানের ছায়ায় ছোটো একটি গ্রাম।
কোথাও বা রাস্তার ধারে অশ্বত্থতলায় ইটের পাঁজা পোড়ানো
হইতেছে। কোথাও বা রাস্তার ধারে ধারে কাঁকরের খাদ।
কোথাও বা রাস্তার দুই ধারে ঘন বাঁশঝাড়ের বেড়া।
কোথাও বা রাস্তার দুই ধারে ঘন বাঁশঝাড়ের বেড়া।

ক্রিয়া বিশেষণের বিভিন্ন প্রকার ও তাদের বৈশিষ্ট্য

ক্রিয়া বিশেষণ হলো যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দ্বারা ক্রিয়ার কাল, স্থান, অবস্থা, পরিমাণ, কারণ, উদ্দেশ্য ইত্যাদি প্রকাশ পায়। ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাক্যের অর্থকে আরও স্পষ্ট করে। যেমন— সে ধীরে হাঁটে। এখানে 'ধীরে' ক্রিয়া বিশেষণ, কারণ এটি 'হাঁটে' ক্রিয়ার ধরন বা অবস্থা প্রকাশ করছে।

ক্রিয়া বিশেষণ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন— কালবাচক, স্থানবাচক, রীতিবাচক, পরিমাণবাচক, কারণবাচক ইত্যাদি। কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলে দেয় কাজটি কখন হয়েছে বা হবে। যেমন— আমি কাল যাব। এখানে 'কাল' ক্রিয়া বিশেষণ, কারণ এটি 'যাব' ক্রিয়ার সময় প্রকাশ করছে।

স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলে কাজটি কোথায় হয়েছে বা হবে। যেমন— পাখিরা উপরে উড়ছে। এখানে 'উপরে' ক্রিয়া বিশেষণ, কারণ এটি 'উড়ছে' ক্রিয়ার স্থান প্রকাশ করছে।

রীতিবাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলে কাজটি কীভাবে হয়েছে বা হবে। যেমন— সে দ্রুত দৌড়ায়। এখানে 'দ্রুত' ক্রিয়া বিশেষণ, কারণ এটি 'দৌড়ায়' ক্রিয়ার ধরন প্রকাশ করছে।

পরিমাণবাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলে কাজটি কতটা হয়েছে বা হবে। যেমন— আমি অনেক পড়েছি। এখানে 'অনেক' ক্রিয়া বিশেষণ, কারণ এটি 'পড়েছি' ক্রিয়ার পরিমাণ প্রকাশ করছে।

কারণবাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলে কাজটি কেন হয়েছে বা হবে। যেমন— সে পরিশ্রম করে সফল হয়েছে। এখানে 'পরিশ্রম করে' ক্রিয়া বিশেষণ, কারণ এটি 'সফল হয়েছে' ক্রিয়ার কারণ প্রকাশ করছে।

ক্রিয়া বিশেষণের বৈশিষ্ট্য হলো এটি সাধারণত ক্রিয়ার আগে বসে, তবে বাক্যের গঠন অনুযায়ী পরেও বসতে পারে। এটি বাক্যের অর্থকে আরও স্পষ্ট ও বিস্তারিত করে তোলে। তাই ক্রিয়া বিশেষণ ছাড়া বাক্য অনেক সময় অসম্পূর্ণ মনে হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ভারত সরকার ২০১৪ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে।

রচনাবলি — আমার গীত :

"বাকম বাণি মোর
বাক্ত বাণি মোর;
মোর কান্নায় হোক
জোয়ারের ভোর।"

আমার দীপ্তগীত :

"তোমার বাঁশুরে সাথে আমার
তোমার বাঁশরে সাথে;
কত কথা আসে ফিরে ফিরে
বীণাধ্বনি তোমার।"

[illegible]

" [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ।"

২.২ [illegible] :—

[illegible] ।[illegible]

২.৩. ট্রিমার করা সামগ্রী :—

সাজিয়া ট্রিমার করার জন্য যে সামগ্রী গুলি লাগে তা হল— সাজিয়া ট্রিমার করার জন্য যে সামগ্রী গুলি লাগে তা হল— সাজিয়া ট্রিমার করার জন্য যে সামগ্রী গুলি লাগে তা হল—

২.৪ বাঁধা পুষ্প প্রস্তুত করা প্রণালী

উপকরণ— বাঁধা গাছের ডগা-বাঙালিদের রোগিনীর জন্য ফুল-ফুলের কাঁচি-সুতো বা ফিতা-সুতি সাজিয়া করা হয়। ডালিয়া ফুলের সুতি খুব ফিকে-ফিকে ও লাইট সাজিয়া ট্রিমার করা হয়। বাঁধা গাছের ডগা ফুল ফুটে

—

মানুষ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করিবে। আমরা সকলেই
পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার চাই। বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার
চাইলে। বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। আপনি
যদি অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন তবে
কেউ আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করবে না।
আপনি যদি অন্যের সাথে ভালো ব্যবহার করেন
তবে অন্যরাও আপনার সাথে ভালো ব্যবহার
করবে। তাই আমাদের সবার উচিত বন্ধুত্বপূর্ণ
ব্যবহার করা। ধন্যবাদ সবাইকে।

২.৫. বাঁধ পুল্লোত সাধিয়াৰ ব্যৱহাৰ :—

ওপৰি তল—

① ৰাস্তাৰ তলিলো আৰু ওপৰি ফিনিছেৰ মাজত সমতল কৰিবলৈ ইয়াৰ ওপৰি ৰাস্তাৰ ঢাল ঢালিবলৈ (সমতল কৰিবলৈ) ৰাস্তাৰ কাষত ঢালবোৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

② কাঠৰ, বাঁহৰ কাঠমিস্ত্ৰীৰ সাঁথৰ-কাণী সমতল কৰিবলৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

২.৬. বাঁধ পুল্লোত ঢালক অগ্নিৰোধক সাধিয়া :—

অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

সংজ্ঞা :

নৈতিকতা বলতে এমন এক ধারণা বোঝায় যা
মানুষের আচরণ ও কাজকর্মের ভাল-মন্দ বিচার করে।

নৈতিকতা মূলত গ্রীক ভাষার 'ethos' শব্দ থেকে
এসেছে।

২.৭ বাংলা সুভাষের ইতিহাস :—

বাংলার লোক ছড়ায় বিভিন্ন ধরনের - কিশোরদের ছড়া
মূলক - শিশুদের ছড়া - ধাঁধা - ছড়া - প্রবাদ-প্রবচন ছড়া
মূলক - ঘুমপাড়ানি ছড়া - ব্রতকথা ছড়া - ছড়া
ধাঁধা - ছড়া - ঝুমুর ছড়া - বাউল ছড়া - ভাটিয়ালি
ছড়া - ভাওয়াইয়া ছড়া - বারোমাসি ছড়া - সারি ছড়া
ইত্যাদি। বাংলা সুভাষের মধ্যে অনেক ছড়া
রয়েছে যা বিভিন্ন ধরনের ছড়া। বাংলা সুভাষের
ছড়াগুলো বিভিন্ন ধরনের ছড়া। বাংলা সুভাষের
ছড়াগুলো বিভিন্ন ধরনের ছড়া। বাংলা সুভাষের
ছড়াগুলো বিভিন্ন ধরনের ছড়া। বাংলা সুভাষের

ক্রিয়াপদ বুঝিয়ে বলতে পারে। আমি এই কাজটি করতে পারি।

২.৪ বাংলা ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ :—

বাংলা ক্রিয়াপদকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে, ভাষাতত্ত্বিকগণ বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। বাংলা ক্রিয়াপদকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা— সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া। এছাড়া সমাপিকা ক্রিয়াকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া। আবার অসমাপিকা ক্রিয়াকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— পূর্বকালীন অসমাপিকা ক্রিয়া, সমানকালীন অসমাপিকা ক্রিয়া ও অনুজ্ঞা অসমাপিকা ক্রিয়া। নিম্নে এগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

Scanned with OKEN Scanner

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলে দেখতে পাই, এই ঘটনা
ঘটেছে গ্রামের একটি ছোট্ট বাড়িতে। বাড়িটি
একটি মাঝারি আকারের। বাড়ির সামনে একটি
বড় উঠান রয়েছে। উঠানের পূর্ব দিকে একটি
ছোট্ট পুকুর রয়েছে। পুকুরের পাড়ে কিছু
নারকেল গাছ রয়েছে। পুকুরের পাড়ে একটি
ছোট্ট ঘর রয়েছে। ঘরের দরজা খোলা।
ঘরের ভিতরে একটি ছোট্ট বিছানা রয়েছে।
বিছানার উপর একটি ছোট্ট বালিশ রয়েছে।
বালিশের পাশে একটি ছোট্ট বই রয়েছে।
বইটির নাম "ছোট্ট রাজকুমার"।

বালিশের পাশে একটি ছোট্ট কলম রয়েছে।
কলমের পাশে একটি ছোট্ট কাগজ রয়েছে।
কাগজে কিছু লেখা রয়েছে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলে দেখতে পাই, এই
ঘটনা ঘটেছে গ্রামের একটি ছোট্ট বাড়িতে।
বাড়িটি একটি মাঝারি আকারের। বাড়ির
সামনে একটি বড় উঠান রয়েছে। উঠানের
পূর্ব দিকে একটি ছোট্ট পুকুর রয়েছে।
পুকুরের পাড়ে কিছু নারকেল গাছ রয়েছে।
পুকুরের পাড়ে একটি ছোট্ট ঘর রয়েছে।
ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভিতরে একটি
ছোট্ট বিছানা রয়েছে। বিছানার উপর
একটি ছোট্ট বালিশ রয়েছে। বালিশের
পাশে একটি ছোট্ট বই রয়েছে। বইটির
নাম "ছোট্ট রাজকুমার"।

গল্প - চুরি হয়ে যাওয়া ঘড়ি ফিরে পাওয়ার
আনন্দ

ঘড়ি হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ

উদ্দেশ্য - প্রাথমিকস্তরে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানবিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা, তাদের বৈজ্ঞানিক মনোভাব 'কৌতূহল' ইত্যাদি গুণাবলি বিকাশ করা।

বৈজ্ঞানিক মনোভাব বলতে বোঝায় - সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার মনোভাব, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-নির্ভর মনোভাব, বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ, কৌতূহল ইত্যাদি।

— যেমন :- নিম্নে কয়েক ধরনের সমস্যা দেওয়া হলো।

(ক) হাত ধোওয়ার পর কখন সাবান ব্যবহার করা উচিত?

সমস্যা - কিছু কিছু হাত ধোওয়ার সাবান ব্যবহার করি আবার কিছু কিছু হাত ধোওয়ার সাবান ব্যবহার করি না।

(খ) সাবান ব্যবহার করে হাত ধোওয়ার উপকারিতা -

সমস্যা - সাবান ব্যবহার করে হাত ধোওয়ার উপকারিতা কি?

(গ) সাবান ব্যবহার করে হাত ধোওয়ার অপকারিতা -

সমস্যা - সাবান ব্যবহার করে হাত ধোওয়ার অপকারিতা কি?

বাইরে দুনিয়ার সমস্ত লোকের প্রতিনিধিত্বকারী, বিশ্বের সমস্ত মানুষ

ঘটনা ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১. ঘটনা ও প্রতিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: ঘটনা হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে সংঘটিত কোনো কাজ বা পরিস্থিতি। আর প্রতিক্রিয়া হলো সেই ঘটনার প্রতি ব্যক্তি বা সমাজের প্রতিফলন।

২. ঘটনা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক কী?

উত্তর: ঘটনা কারণ হিসেবে কাজ করে এবং প্রতিক্রিয়া তার ফল হিসেবে প্রকাশ পায়। ঘটনা ছাড়া প্রতিক্রিয়া হয় না।

৩. ঘটনা ও প্রতিক্রিয়ার দুটি উদাহরণ দাও।

উত্তর: (১) ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটনা, যাত্রীদের কান্না প্রতিক্রিয়া। (২) পরীক্ষায় ফেল ঘটনা, হতাশা প্রতিক্রিয়া।

৪. ঘটনা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

উত্তর: ঘটনা হলো কারণ, প্রতিক্রিয়া হলো ফল। ঘটনা বাহ্যিক, প্রতিক্রিয়া মানসিক বা আচরণগত।

৫. ঘটনা ও প্রতিক্রিয়া কীভাবে সমাজে প্রভাব ফেলে?

উত্তর: ঘটনা সমাজে পরিবর্তন আনে, আর প্রতিক্রিয়া সেই পরিবর্তনের গতি ও দিক নির্ধারণ করে।

৬. ঘটনা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক কী?

উত্তর: ঘটনা কারণ হিসেবে কাজ করে এবং প্রতিক্রিয়া তার ফল হিসেবে প্রকাশ পায়। ঘটনা ছাড়া প্রতিক্রিয়া হয় না।

৭. ঘটনা ও প্রতিক্রিয়ার দুটি উদাহরণ দাও।

উত্তর: (১) ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটনা, যাত্রীদের কান্না প্রতিক্রিয়া। (২) পরীক্ষায় ফেল ঘটনা, হতাশা প্রতিক্রিয়া।

৮. ঘটনা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

উত্তর: ঘটনা হলো কারণ, প্রতিক্রিয়া হলো ফল। ঘটনা বাহ্যিক, প্রতিক্রিয়া মানসিক বা আচরণগত।

৯. ঘটনা ও প্রতিক্রিয়া কীভাবে সমাজে প্রভাব ফেলে?

উত্তর: ঘটনা সমাজে পরিবর্তন আনে, আর প্রতিক্রিয়া সেই পরিবর্তনের গতি ও দিক নির্ধারণ করে।

ক্রিয়া বিশেষণ / ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ - যারা ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ করে অর্থাৎ ক্রিয়া বিশেষণের অর্থকে আরো বিশেষিত করে তাদের ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ বলে। যেমন - খুব, বড্ড, একদম, ভীষণ, অত্যন্ত, মোটেই, কিছুমাত্র, সামান্য, বেশ, ঢের, ঢেরই, ঢের ঢের, ঢের বেশি, ঢের কম, ঢের ভালো, ঢের খারাপ, ঢের ঢের ভালো, ঢের ঢের খারাপ, ঢের ঢের বেশি, ঢের ঢের কম

কাঁটা চুড়ানো কাঁটা চুড়ি বুলি খাদ্য।
অন্তর্ভেদী - অন্তঃকরণে প্রবেশ করে এমন।
ভেদ - কাঠুরিয়া কাঠ কাটার জন্য যে
ছোট কুড়ুল ব্যবহার করে।
ছোট কুড়ুল দিয়ে
গাছের ডাল কাটে। তাই ব্যবহার করিয়া
কাঠুরিয়া কাঠ কাটে। কাঠ
কাটার জন্য ছোট কুড়ুল ব্যবহার করে।

ঐতিহাসিক। পাহাড়ের ঐতিহাসিক মূল্য সাধারণ কোথা-থেকে
মানুষের কাছে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। সেই
কারণগুলি হল — ধর্মীয়, রাজনৈতিক, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্যিক,
সংস্কৃতি — এইগুলির জন্য পাহাড়ের গুরুত্ব বেড়ে
গেছে। সেইজন্য পাহাড়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।
পাহাড়ের ঐতিহাসিক মূল্য সাধারণ কোথা-থেকে
ঐতিহাসিক।

গাঁইবুড়ে সাধে কোনো ধিলাদে আলাদা-আলাদা
ভাসন সাধিনে, তাদে ধিলাদে ধিলাদে ধিলাদে ধিলাদে
গাঁইবুড়ে সাধে কোনো ধিলাদে আলাদা-আলাদা
ভাসন সাধিনে, তাদে ধিলাদে ধিলাদে ধিলাদে ধিলাদে

২.১০ — বাঁশি পুজোর গীত :→

বাঁশি - পুজো দু প্রকার, ⓐ অঘন - কার্তিক মাস থেকে ⓑ বোয়ালতী বাঁশি, বেণু, মুরলী, বেণুকা, মোহিনী বাঁশি ছিদ্র - বিহীন বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। বাঁশি - ভাদ্র - আশ্বিন - কার্তিক মাসে কার্তিক পূর্ণিমা তে গীতের মাধ্যমে পূজা করা হয়। বাঁশি - পুজোর অনুষঙ্গে এই লোকসংগীতটি পুজোর গীত হিসাবে গাওয়া হয়। বাঁশি - পুজোর গীতে - শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি নিয়ে এই গীত নিম্নে - থল —

প্রেম প্রেম কারণ অন্যে কারণ কলঙ্ক,
সুখের কারণ কারণ নিরন্তর দুঃখের সঙ্গে ॥
মোহিনী বাঁশি বাজাইলে সুন্দর কানাই,
কদম বাগে দেখিলাম শ্যাম ত্রিভঙ্গ অনুপম-রূপ ॥
বাঁশি কারণ দেখিলাম শ্যাম দিগম্বর সন্ন্যাসী রূপে,
বাঁশি কারণ দেখিলাম শ্যাম রাধা প্রেমে পাগল ॥

(নমুনা ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য
নির্বাচিত এলাকা সমূহের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

১। ঝিনাইদহ জেলা সদর, ঝিনাইদহ পৌরসভা, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা, ঝিনাইদহ জেলা।

২। কালীগঞ্জ উপজেলা, ঝিনাইদহ জেলা।

৩। কোটচাঁদপুর উপজেলা, ঝিনাইদহ জেলা।

৪। মহেশপুর উপজেলা, ঝিনাইদহ জেলা।

৫। শৈলকুপা উপজেলা, ঝিনাইদহ জেলা।

৬। হরিণাকুন্ডু উপজেলা, ঝিনাইদহ জেলা।

৭। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৮। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৯। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

১০। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

১১। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

১২। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

১৩। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

১৪। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

১৫। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

১৬। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

১৭। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

১৮। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

১৯। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

২০। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

২১। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

২২। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

২৩। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

২৪। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

২৫। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

২৬। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

২৭। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

২৮। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

২৯। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৩০। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

৩১। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

৩২। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৩৩। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৩৪। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৩৫। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

৩৬। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

৩৭। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৩৮। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৩৯। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৪০। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

৪১। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

৪২। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৪৩। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৪৪। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৪৫। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

৪৬। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

৪৭। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৪৮। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৪৯। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৫০। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

৫১। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

৫২। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৫৩। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৫৪। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৫৫। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

৫৬। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

৫৭। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৫৮। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৫৯। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৬০। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

৬১। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

৬২। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৬৩। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৬৪। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৬৫। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

৬৬। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

৬৭। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৬৮। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৬৯। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৭০। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

৭১। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

৭২। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৭৩। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৭৪। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৭৫। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

৭৬। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

৭৭। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৭৮। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৭৯। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৮০। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

৮১। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

৮২। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৮৩। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৮৪। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৮৫। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

৮৬। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

৮৭। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৮৮। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৮৯। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৯০। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

৯১। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

৯২। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৯৩। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৯৪। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৯৫। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

৯৬। ঝিনাইদহ সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহ।

৯৭। ঝিনাইদহ সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ।

৯৮। ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

৯৯। ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

১০০। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ।

Scanned with OKEN Scanner

৩. দ্বিতীয়টির বিশ্লেষণ :—

দ্বিতীয়টি হলো কিছু দিনের জন্য হঠাৎ করে কারো সঙ্গে
হারিয়ে যেতে চাওয়া, যে হারানোর পেছনে থাকে
একটা নির্দিষ্ট কারণ। এটা হতে পারে কোনো
ব্যক্তিগত সমস্যা, মানসিক চাপ, অথবা কারো
কাছে নিজেকে প্রমাণ করার তীব্র ইচ্ছা। কিন্তু
এমন হারানোর পেছনে কোনো স্পষ্ট কারণ
থাকে না। এখানে হারানোর ইচ্ছাটা আসে
একঘেয়েমি, বিরক্তি কিংবা নিজের ভেতরের
অস্থিরতা থেকে। মানুষ তখন ভাবে—সবকিছু
ছেড়ে কিছুদিন একা থাকলে হয়তো মনটা
আবার হালকা হবে। কিন্তু বাস্তবে এই
হারানোর সিদ্ধান্ত খুব কমই পরিকল্পিত
হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা হয় আবেগের
বশে নেওয়া একটা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত,
যার পেছনে কোনো দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা
থাকে না। ফলে হারানোর পর শুরু হয়
আসল সমস্যা—নিজেকে খুঁজে পাওয়া।
অনেকে ফিরে আসে ঠিকই, কিন্তু ফিরে
আসার পর তারা আগের মতো থাকে না।
তাদের মধ্যে তৈরি হয় এক ধরনের
অপরাধবোধ, লজ্জা কিংবা নিজের প্রতি
হতাশা। আবার কেউ কেউ ফিরে আসে
আরও বেশি বিভ্রান্ত হয়ে, কারণ তারা
যে সমাধান খুঁজতে গিয়েছিল, সেটা
তারা পায়নি।

৫.৩ ভূমিকম্পের প্রতিরোধ :—

ভূমিকম্প — আমাদের আয়ত্তের বাইরে। তাই ভূমিকম্পের প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তবে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়। ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় বাড়ি ঘর নির্মাণের সময় কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে। যেমন— ভূমিকম্প সহনশীল, প্রকৌশলীরা, স্থাপত্যবিদরা এমন কিছু নিয়ম তৈরি করেছেন যা মেনে চললে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়। তবে ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় বাড়ি ঘর নির্মাণের সময় কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে। যেমন— ভূমিকম্প সহনশীল, প্রকৌশলীরা, স্থাপত্যবিদরা এমন কিছু নিয়ম তৈরি করেছেন যা মেনে চললে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়।

6.2 ডুপ্লিকেটিং মেশিন :—

ডুপ্লিকেটিং মেশিনের সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি অনেক কপি করা যায়। এই মেশিনে মূল কপি থেকে কালি নিয়ে অন্য কাগজে ছাপা হয়। এই মেশিনে মূল কপি থেকে ছাপা হয় বলে এই মেশিনকে ডুপ্লিকেটিং মেশিন বলা হয়। ডুপ্লিকেটিং মেশিনে সাধারণত দুরকম কাগজ ব্যবহার করা হয়। একটি হল মূল কপি তৈরির কাগজ। এই কাগজটি মোম জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি। এর উপর টাইপ করা বা লেখা হলে লেখার জায়গায় মোম উঠে যায়। এই কাগজটিকে মাস্টার কপি বলে। অন্য কাগজটি হল ছাপার কাগজ। এই কাগজের উপর মাস্টার কপি রেখে ছাপা হয়। মাস্টার কপি থেকে কালি ছাপার কাগজে লাগে। এই কালি তৈরি করতে স্পিরিট ব্যবহার করা হয়। স্পিরিট কালি খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। তাই ডুপ্লিকেটিং মেশিনে ছাপা কাগজ খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। ডুপ্লিকেটিং মেশিনে ছাপা কাগজ খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

৩.৩ ট্রেজারি ডিসপ্লে বাস্তবায়ন :—

ট্রেজারি ডিসপ্লে তে আমরা বাঁয়ে মুদ্রার ছবি এবং ডানে মোট কতটি মুদ্রা আছে তা দেখাব। এটি করার জন্য আমরা একটি ফাংশন তৈরি করব যা মুদ্রার ছবি এবং সংখ্যা দেখাবে। এই ফাংশনটি আমরা ট্রেজারি ডিসপ্লে ফাংশনের ভিতর থেকে কল করব। এই ফাংশনটি আমরা দুটি প্যারামিটার দিয়ে কল করব। প্রথম প্যারামিটার হবে মুদ্রার ছবি এবং দ্বিতীয় প্যারামিটার হবে মুদ্রার সংখ্যা। এই ফাংশনটি কল করার পর আমরা একটি ফাংশন তৈরি করব যা মুদ্রার ছবি এবং সংখ্যা দেখাবে। এই ফাংশনটি আমরা ট্রেজারি ডিসপ্লে ফাংশনের ভিতর থেকে কল করব। এই ফাংশনটি আমরা দুটি প্যারামিটার দিয়ে কল করব। প্রথম প্যারামিটার হবে মুদ্রার ছবি এবং দ্বিতীয় প্যারামিটার হবে মুদ্রার সংখ্যা। এই ফাংশনটি কল করার পর আমরা একটি ফাংশন তৈরি করব যা মুদ্রার ছবি এবং সংখ্যা দেখাবে।

মানুষের মধ্যে যে সহজাত ইচ্ছা রয়েছে তাকে
নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখাই
হলো সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য। সমাজবিজ্ঞানীরা
মনে করেন যে প্রত্যেক সমাজে কিছু নিয়ম-কানুন
থাকে যা সমাজের সদস্যদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।
এই নিয়ম-কানুনগুলিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা হয়।
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, যেমন
আইন, প্রথা, ধর্ম, শিক্ষা, জনমত ইত্যাদি। এই
নিয়ন্ত্রণগুলি সমাজের সদস্যদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ
করে এবং সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য
করে। এই নিয়ন্ত্রণগুলি সমাজের সদস্যদের
আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমাজে শৃঙ্খলা
বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৩.৪ ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব :—

ভৌগোলিক পরিবেশ বলতে আমরা
প্রাকৃতিক-ভূমিরূপ, জলবায়ু, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ,
প্রাণীজগৎ ইত্যাদিকে বুঝি। এই সমস্ত
উপাদানগুলি মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিকে
প্রভাবিত করে। ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব
সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এই
মতবাদগুলির মধ্যে নিয়তিবাদ, সম্ভাববাদ,
নব-নিয়তিবাদ ও নব-সম্ভাববাদ উল্লেখযোগ্য।

ধারণা দেওয়া হয়। এই পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে

কিছুটা আলো সবসময় কম দৃষ্টির মধ্যে ঢুকতে থাকে, তাতে
চোখের মণি সংকুচিত হয়ে থাকে।

৩.৩ নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো:—

- কাছের জিনিস ও দূরের জিনিস দেখার জন্য চোখের
  লেন্সের পরিবর্তন।
- দিনের আলো ও রাতের আলোতে আমাদের
  দেখার পার্থক্য।
- মানুষের চোখ ও ক্যামেরার লেন্সের তুলনা করো।
- কাছের ও দূরের জিনিস দেখার তুলনা করো।

৩.৫. অনুসন্ধান :—

ছেলেটির ঠিকানা খুঁজে বার করা হলো। ছেলেটির বাবা-মা-কে খবর দেওয়া হলো। তাঁরা এসে ছেলেটিকে নিয়ে গেলেন। ছেলেটির বাবা-মা-র কাছে ক্ষমা চাওয়া হলো। তাঁরা ক্ষমা করে দিলেন।

ছেলেটির বাবা-মা-র কাছে ক্ষমা চাওয়া হলো। তাঁরা ক্ষমা করে দিলেন। ছেলেটির বাবা-মা-র কাছে ক্ষমা চাওয়া হলো। তাঁরা ক্ষমা করে দিলেন।

ছেলেটির বাবা-মা-র কাছে ক্ষমা চাওয়া হলো। তাঁরা ক্ষমা করে দিলেন। ছেলেটির বাবা-মা-র কাছে ক্ষমা চাওয়া হলো। তাঁরা ক্ষমা করে দিলেন।

Subject:

২/ Google — https://as.m.wikipedia.org/wiki

২/ Google — https://assamintro.com/bah/puja

৩/ ২৮৬১৯৮ ৯. দ্বিতীয় ব্যক্তি একবচন ভবিষ্যৎ উপযুক্তাৰ্থক ক্রিয়াৰূপৰ বিভক্তি: ইবি
ধাতু: ভৱ

৪/ Google — https://m.facebook.com/posts

৫/ ২৮৬১৯৮ ৯. দ্বিতীয় ব্যক্তি একবচন ভবিষ্যৎ উপযুক্তাৰ্থক ক্রিয়াৰূপৰ বিভক্তি: ইবি
ধাতু: ভৱ

৬/ Google — https://as.m.wikipedia.org/wiki

৭/ Google — https://assamintro.com/bah-puja-i

৮/ Google — https://assamintro.com/bah-puja-i

৯/ Google — https://assamintro.com/bah-puja-i

১০/ ২৮৬১৯৮ ৯. দ্বিতীয় ব্যক্তি একবচন ভবিষ্যৎ উপযুক্তাৰ্থক ক্রিয়াৰূপৰ বিভক্তি: ইবি
ধাতু: ভৱ

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১৭/ বরাক উপত্যকার লোকউৎসব : লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতি, ড০ নবারুণ ভট্টাচার্য, প্রকাশক : বাংলা একাডেমি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৭৮।

১৮/ ভাটেলি উৎসব : ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, ড০ রমেন্দ্রনাথ দাস, প্রকাশক : বরাক উপত্যকা সাহিত্য সংসদ, শিলচর, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৪২।

১৯/ Google – https://assamintro.com › bhatbeli-festival

২০/ Google – https://m.facebook.com › post

গ্রন্থপঞ্জি

১/ ক্ষেত্রী ও দাহিত্য-বৃত্ত, মুলাগ্র সংস্কৃতি, চাকরাখন,
ক্ষেত্রীয়ে দুর্গা ও ক্ষেত্রী, ২০১৫

২/ ২০১৫ ও ক্ষেত্রী ক্ষেত্রী, ক্ষেত্রীয়ে ক্ষেত্রী
সংস্কৃতি,

৩/ ক্ষেত্র ক্ষেত্রী ক্ষেত্রী ক্ষেত্রী, ক্ষেত্রীয়ে ক্ষেত্রী
ক্ষেত্রী ক্ষেত্রী ক্ষেত্রী, ২০১৩ বঙ্গ

৪/ Google - https://as.m.wikipedia.org>wiki

৫/ Google - https://assamintro.com>bah-puja

৬ Google - https://m.facebook.com>posts

৭/ Google - https://assamintro.com>bhaltheli-festival

৪.৪ অনুশীলনী:

সঠিক নং		
২। ড. অনুপমা রায়ের	জীবিকা	চিকিৎসা
৩। ড. আবুল - মাসুদের	অধ্যাপিকা	লাকড়ীপুল
৩। চন্দ্রাণী দেবী সরকার	অধ্যাপিকা	সাহাধ্যালয়
৪। আন্তর্জাতিক সংস্থায়	অধ্যাপিকা	লাকড়ীপুল
৫। ক্ষুধার্ত হারুণ	প্রকাশনালিক	লাকড়ীপুল
৬। আধুনিক আবহাওয়া	প্রকাশনালিক	সাহাধ্যালয়
৭। দুর্ঘটনায় আবহাওয়া	ছাত্রী	আবহাওয়া বিজ্ঞান
৮। প্রিয় মাতৃভূমি আবহাওয়া	ছাত্রী	আবহাওয়া বিজ্ঞান
	কবিতা কবিতা	আবহাওয়া বিজ্ঞান
	ছাত্রী	আবহাওয়া বিজ্ঞান

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- বয়ন শিল্প।

কাকতঃ- ASM-HE-6056

দাখিলকর্তা-

নাম ঃ- বৈজয়ন্তী হাজং

শ্রেণী ঃ- স্নাতক মহলাৰ ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নং ঃ- UA-201-101-0025

পঞ্জিয়ন নং ঃ- 20023015

শ্রেণী ৰোল নং ঃ- 220

তাৰিখ ঃ- 15-05-2023

তত্বাবধায়িকাঃ-
ড° অনুপমা ৰাভা

Scanned with OKEN Scanner

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Boyon shilpo"** submitted by BOIJYAYANTI HAJONG. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

Scanned with OKEN Scanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বি.এ ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক ৰ তাত্ত্বিকীয়া প্ৰধান বিষয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এখনি প্ৰকল্প পত্ৰ বিভাগত জমা দিব লাগে। এই বিষয়ৰ বাবে আমাক বিভাগীয় তত্ত্বাৱধায়ক পদাৰ বিষয় বাচনি কৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰকল্প পত্ৰখন সম্পূৰ্ণ কৰি টাইপৰাইট কৰিবলৈ দিবলৈ আমাক অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলী আৰু ইয়াত লগতে লোৱা তাতত বাহিৰেই সম্পূৰ্ণজনে সময়ে সময়ে সহযোগিতা আগবঢ়ায়।

লোৱা প্ৰকল্প পত্ৰৰ বিষয় আছিল 'বয়ন শিল্প'। বিষয়বস্তু নিৰ্বাচনৰ পৰা গবেষণা কিয়াত দিয়া-পাৱালৈকে লগতে বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাহিৰেই সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়ালে যাৰ বাবে তেখেতৰ প্ৰতি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।

গবেষণা গ্ৰন্থৰ বাবে বিভিন্ন তথ্য সম্পৰ্কে সম্ভেদ দি লোৱা গবেষণা গ্ৰন্থত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা তত্ত্বাৱধায়িকা অধ্যাপিকা ড° অনুপমা বৰুৱা বাহিৰেই লৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা	
১.১ পরিচয়	৫
১.২ অধ্যয়নের লক্ষ্য - উদ্দেশ্য	৬
১.৩ অধ্যয়নের পদ্ধতি	৭
১.৪ অধ্যয়নের পরিসর	৭
১.৪.১ বিষয়ের পরিসর	৭
১.৪.২ ক্ষেত্র পরিসর	৮
দ্বিতীয় অধ্যায় : মূল বিষয়বস্তু	
২.১ অসমের বয়ন শিল্প	৯
২.২ বয়ন শিল্পের ইতিহাস	১৫
২.৩ বয়ন শিল্পের বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোন	২০
২.৪ বয়ন শিল্পের ভবিষ্যতে স্বাবলম্বীতা	২৪
তৃতীয় অধ্যায় : বয়ন শিল্পত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর অবদান	২৭

৩.১ জনজাতীয় বয়ন শিল্প ২৭
৩.২ হাজংসকলের বয়ন শিল্প ২৮
৩.৩ মিচিংসকলের বয়ন শিল্প ২৯
৩.৪ ৰাভাসকলের বয়ন শিল্প ৩০
৩.৫ কাৰ্বিসকলের বয়ন শিল্প ৩১
৩.৬ বড়োসকলের বয়ন শিল্প ৩২

চতুর্থ অধ্যায় : বয়ন শিল্পত ব্যৱহৃত সঁজুলি ৩৪

পঞ্চম অধ্যায় : বয়ন শিল্পত নির্মিত সামগ্রী ৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : বয়ন শিল্পৰ লগত জড়িত লোকবিশ্বাস ৫৪

সপ্তম অধ্যায় : বয়ন শিল্পৰ নির্মাণ প্রণালী ৫৫

অষ্টম অধ্যায় : বয়ন শিল্পত কেচামাল তথা সূতা উৎপাদন প্রণালী ৫৯

নৱম অধ্যায় : লোক সাহিত্যত বয়ন শিল্প ৬৫

Scanned with OKEN Scanner

দশম অধ্যায় : সমাজ জীবনত বয়ন শিল্প ৭০

একাদশ অধ্যায় :

১১.১ সামগ্রিক ৭৪

১১.২ পাদটীকা

১১.৩ সমল দাঁত

১১.৪. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

Scanned with OKEN Scanner

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ পরিচয় :

বিভিন্ন কুটিৰ শিল্পত চহকী অসমৰ তাঁত বা বয়ন শিল্প উল্লেখযোগ্য। বয়ন শিল্প হৈছে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ চিহ্ন। ইয়াক লোক শিল্প বুলি কোৱা হয়। মোৱা কটাত অসমীয়া শিলিনীয়ে অপূৰ্ব কলাকুশলতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। জাতি ধৰ্ম-নিৰ্বিশেষে মোৱা কটা জনাটো অসমৰ সামাজিক তথা জাতীয় জীৱনৰ এক গৌৰৱময় দিশ। অসমৰ জনজাতীয় ৰীয়তী-যোৱাৰীসকলৰ বয়ন কাম তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে বিবেচিত হয়।

অতীতজৰে পৰা অসমৰ বিভিন্ন সংস্কৃতিত বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে তাঁতশালৰ বিষয়ে অভিহণা যোগাই আহিছে। যুগ যুগ ধৰি বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহৰ আদান-প্ৰদান আৰু বিনিময়ৰ যোগেদি বহুতৰ অসমীয়া সংস্কৃতিয়ে বৰ্ণাঢ্য ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিছে। লোক শিল্পকলাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম শিল্প হৈছে বয়ন শিল্প।

Scanned with OKEN Scanner

১.২ অধ্যয়নৰ লক্ষ্য - উদ্দেশ্য ঃ

বয়ন শিল্প হৈছে অসমৰ এটা কুটিৰ শিল্প বা লোক শিল্প। বয়ন শিল্প অসমীয়া সমাজত এক সুকীয়াকৈ গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে। বয়ন শিল্প বা হস্ততাঁত শিল্প অসমীয়া নাৰীৰ অতি মৰমৰ সম্পদ বুলি কব পাৰি। কাৰণ অসমৰ প্রতিগৃহকী নাৰীয়ে শিপিনীৰ জৰিয়তে নিজৰ পৰিচয় দিয়ে।

বয়ন শিল্প অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ গৌৰৱময় দিশ। বয়ন শিল্পৰ দ্বাৰা বহুতো মানুহে কৰ্ম - সংস্থাপন লাভ কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ, কল - কাৰখানা আদি গঢ়ি উঠিছে। বয়ন শিল্পৰ জৰিয়তে মানুহে আৰ্থিক দিশত স্বাৱলম্বীতা হ'ব পাৰিছে। বয়ন শিল্পত অসমীয়া সমাজে যেনেকৈ কুটিৰ শিল্পৰ বিষয়ে উন্নতিৰ দিশলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাই হৈছে মোৰ আলোচনা বিষয়ৰ মুখ্য লক্ষ্য - উদ্দেশ্য।

বয়ন শিল্পত ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্রী বা সজুলিসমূহৰ বিষয়ে জনাটো আমাৰ প্রয়োজন। লগতে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ বা বিভিন্ন জাতি - জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ বিষয়ে। বয়ন শিল্পৰ ইতিহাস, ভূমিকা, বিভিন্ন জাতি - জনগোষ্ঠীৰ অৱদান সেই বিষয়ে জনাও প্রয়োজন। বয়ন শিল্পই প্রাচীন কালৰ পৰা বৰ্তমানলৈ কেনেকৈ উন্নতিৰ দিশলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাই মোৰ গবেষণা পত্ৰৰ লক্ষ্য - উদ্দেশ্য।

Scanned with OKEN Scanner

১.৩ অধ্যয়নৰ পদ্ধতি :

অসমীয়া সমাজত প্রচলিত বয়ন শিল্পৰ বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক আৰু বৰ্ণনামূলক পদ্ধতিৰ সহায়ত আলোচনা কৰা হৈছে। গৌণ পদ্ধতি হিচাপে কিতাপৰ সহায় লোৱা হৈছে।

বিভিন্ন সমালোচক, গবেষকসকলে প্রকাশ কৰা বিভিন্ন গ্রন্থৰ পৰা তথ্য সংগ্রহ কৰি আলোচনা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ কৰা হৈছে।

১.৪ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ :

অধ্যয়নৰ পৰিসৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰি আলোচনা কৰা হৈছে।

i) বিষয় পৰিসৰ

ii) ক্ষেত্র পৰিসৰ

১.৪.১ বিষয় পৰিসৰ :

মোৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে বয়ন শিল্প। বয়ন শিল্পৰ বিষয়ে জানিবলৈ গৈ বয়ন শিল্পক মোৰ আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে লৈছো। অসমীয়া সমাজত বয়ন শিল্পৰ কিমান গুৰুত্ব, বয়ন শিল্পৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আৰ্থিক স্বাৱলম্বীতা হব পাৰি আৰু লগতে বয়ন শিল্পৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে সেই বিষয়েও আলোচনা কৰিছো।

Scanned with OKEN Scanner

১.

২.৪.২ ক্ষেত্র পরিসর :

অসমীয়া সমাজত প্রচলিত বয়ন শিল্প বা হস্তশিল্প বিষয়ক অধ্যয়ন ক্ষেত্র পরিসর হিচাপে কই বাটি লোৱাত উপরিও অনুসংধিৎসুৱে কই সমগ্র অসমলৈ দৃষ্টি দিছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মূল বিষয়বস্তু

২.১ অসমৰ বয়ন শিল্প

লোক শিল্প বা কুটিৰ শিল্পৰ এটা উল্লেখযোগ্য ভাগ হ'ল বয়ন শিল্প। সাঁথাবপতে হাতে গঢ়া যা-সঁজুলিৰ সহায়ত নিজ ঘৰৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত পোনকৈ পোৱা সামগ্ৰী -ৰে বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰা শিল্প কাৰ্যক কুটিৰ শিল্প বুলি কোৱা হয়। ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাজ্য অসমো কুটিৰ শিল্পত আগবঢ়া। অসমত থকা কুটিৰ শিল্পসমূহৰ ভিতৰত বয়ন শিল্প, বাঁহ-বেতৰ শিল্প, মৃৎ শিল্প, ভাস্কৰ্য শিল্প, হাতীদাঁতৰ শিল্প, কাঁহ-পিতলৰ শিল্প আদিয়েই প্ৰধান। ইয়াত অসমৰ বয়ন শিল্পৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে।

প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা বিভিন্ন আঁহজাতীয় সামগ্ৰীৰ পৰা পৰিধানৰ উপযোগীকৈ তৈয়াৰ কৰা বস্ত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিটোৱেই হৈছে বয়ন শিল্প। বয়ন শিল্প পৰম্পৰাগতভাৱে বাগতি ভাষা শিল্প। সভ্যতাৰ ক্ৰমবিকাশৰ ফলস্বৰূপে সুস্থ সবল আৰু সুন্দৰভাৱে এই পৃথিবীত জীয়াই থাকিবলৈ মানুহক কিছুমান সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয়। এই প্ৰয়োজন-সমূহৰ তিনিটা প্ৰধান মৌলিক প্ৰয়োজন হৈছে— জান,

বস্ত্র আৰু বাসস্থান। এই মৌলিক প্ৰয়োজন তিনিটা হৈছে মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মূল চাবিকাঠি। সুসভ্য সমাজত জীয়াই থাকিবলৈ এই তিনিওবিধেই প্ৰয়োজনীয়। বস্ত্ৰ যিখন সমাজত ইয়াৰ জাতিৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ পৰিচায়ক। মূলতঃ লজ্জা নিবাৰণ আৰু বাহ্যিক তথা পাৰিপাৰ্শ্বিক আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা হয় যদিও বস্ত্ৰই মানৱ জাতিক সুদৃঢ় আৰু শৃংখলিত ৰূপত আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে, লগতে সৌন্দৰ্য বৰ্ধনো কৰে। পণ্ডিত-সকলৰ দৃষ্টিত বয়ন শিল্প কৃষিবিদ্যা আৰু গৃহ নিৰ্মাণ বিদ্যা আবিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছতে প্ৰচলিত শিল্প। বয়ন শিল্পই সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কলাত্মক বিকাশ সাধনতো সহায় কৰে। যুগল দাসে অসমৰ লোককলা গ্ৰন্থত বৰ্ণনা কৰা অনুসৰি বাঁহ-বেতৰ শিল্প উদ্ভৱ হোৱাৰ পিছতহে বয়ন শিল্পৰ উদ্ভৱ হয়।

প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাম্য অসমীয়া মহিলা জন্মগত শিল্পিনী। অসমৰ গাওঁবোৰত প্ৰতিখন ঘৰতেই এফোঁচন তাঁত-শাল আছে বুলি ক'ব পাৰি। কল-কাৰখানা এলেহাত পিছুৱা অসমীয়া শিল্পিনীয়ে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ বৈ বজাৰত উলিয়াই ৰাইজৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছে। তাঁতশালৰ কাপোৰে বহু পৰিয়ালক আৰ্থিক সকাহ-

দিব। স্বাভাবিক হস্তচাঁত আরু বয়ন শিল্প বিভিন্ন শিল্পীসকলৰ আৰ্থিক আত্মনির্ভৰ হোৱাত বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আহিছে।

হস্ত তাঁত শিল্পই সকলো অঞ্চলতে নহয়, ভাৰতবৰ্ষতে এক সুদূৰ প্ৰসাৰী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। বয়ন শিল্পক লৈয়েই বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মৰত ভাগ অনুযায়ী ছালেনাল আনুষংগিক বিভাগ লৈ বয়ন শিল্প গঢ়ি উঠে। যেনে সূতা আৰু কাপোৰত ৰং দিয়া, ছাপ মৰা, পাতিৰ গুণা তৈয়াৰ কৰা, যন্ত্ৰৰ সহায়ত কাপোৰত ফুল বছা, পাটসূতা আৰু মিশ্ৰিত কাপোৰ বোৱা, উৎপাদিত কাপোৰৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰ খোলা ইত্যাদি। দক্ষিণ ভাৰতত হস্ত তাঁত শিল্প ব্যৱসায়ত পুৰুষেই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। জীৱিকাৰ নিৰ্বাহৰ হেঁতা এটা সন্ধান সম্ভৱ।

তাঁত শিল্প বা বয়ন শিল্প অসমৰ জাতীয় শিল্প বুলি কোৱা হয়। সকলো জনজাতিয়ে তাঁতশালত কাপোৰ বয়। কৃষিৰ পিছতেই বয়ন শিল্পৰ দ্বিতীয় স্থান বুলি কওঁতে ভুল নহয়। মানুহে কথাতেই কয় - মতাই বৰ হাল, লাইকীয়ে বা শাল। অসমীয়া ললিনাই জাতিটোৰ ভিতৰতে সূতা কাটি কাপোৰ বৈ উলিওৱাৰ পৰম্পৰা আছিল। ঘৰৰ পুৰুষক এৰি জাতিৰ ভিতৰতে স্বল্প কাটি কাপোৰ যুগুলনে সেইটি গৌৰৱৰো কথা বুলিও জনা যায়।

বোৱা-কটাত অসমীয়া শিল্পিনীয়ে অপূৰ্ব্ব কলাকুশলতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। জাতি-ধৰ্ম-নিৰ্বিশেষে বোৱা-কটা জনটো অসমৰ সামাজিক তথা জাতিয় জীৱনত এক গৌৰৱময় দিশ।

অসমীয়া জীয়ৰী-বোৱাৰীহঁতৰ হাতে বোৱা কাপোতত মান দেখি মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰশংসা কৰি কৈ গৈছে অসমীয়া শিল্পিনীয়ে তাঁতশালত সাণোন বচে যুলি। নিজস্ব সৃষ্টিশীল দক্ষতাৰে স্বকীয়তাৰ গোন্ধ থকা সাজপাৰ তাঁতশালত তৈয়াৰ কৰি অসমীয়াৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰা অসমীয়া শিল্পিনী সিদ্ধহস্ত।

তাঁতৰ শালখনক অসমীয়া নাৰীৰ জাতি হৈপাহৰ জাতি মৰমৰ সম্বাদ বুলিব পাৰি। প্ৰতিগজকী নাৰীৰ শিল্পিনীৰ পাৰিচয় বিভিন্ন সময়ত ৰচিত বিহুনাম আদিৰ মাজেৰে ফুটি উঠে। বয়ন শিল্পক সজীৱ কৰি ৰখাত মানসিকতাৰে মৰমৰ দীঘলৰ চেনেহৰ বান্ধিছে বোৱা বিহুৱান সকলোখিন প্ৰিয়জনক দি নিজে পাটমুগাৰ জিহা লেখেলা পিন্ধি বান্ধৱীসকলৰ লগত আনন্দ কৰাৰ সময় সৈহ ৰঙালী বিহুতে অসমীয়া সমাজৰ গাভৰুৰ জাতি সম্মান আছে।

এতি বা এৰিয়া চাদৰ অসমীয়া লোকৰ বাবে বৰ সন্মানৰ কাপোৰ । গাম্ভীৰ্যতা প্ৰকাশ পায় । 'পুন্নে' নামৰ পোকক এবা গছৰ পাতত ৰাখি এৰিৰ সূতা উলিওৱা হয় । ইয়াক এৰি সূতা কোৱা হয় । খুতি চাদৰ, চেলেং, ৰিহা, মনীয়া, মেখেলা, গামোচা, বৰকাপোৰ, পাগ, কাচুলি, হাঁতি, এতি কাপোৰ সিন্ধা লোকসকলক খাটী অসমীয়া আজপাৰ পৰিধান কৰা লোক বুলি চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় ।

অসমীয়া ছোৱালীয়ে নিজে মঁতৰ দ্বাৰা সূতা কাটি সেই সূতাত নিজেই মলুৱা পদ্ধতি যং দি কাপোৰ বোৱা জানে । অসমৰ পাট, মুগা, এতি আদি কাপোৰ অকল ভাৰতত নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

বয়ন শিল্পৰ বিশ্বৰ ইতিহাসত অসমৰ এক সুকীয়া আসন আছে । অসমৰ ত্ৰীয়তি - বোৱাণী সকলোৱে বয়ন শিল্পত পাকৈত । বয়ন শিল্পত অসমীয়া শিল্পিনীৰ কৰ্মদক্ষতা অতুলনীয় । অসমৰ প্ৰায় সকলো জনগোষ্ঠী, সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলে নিজৰ তথা ঘৰৰ সদস্যৰ প্ৰায় সকলো ব্যৱহাৰৰ কাপিবলগীয়া বস্ত্ৰ নিজ

হাতে তাঁত শালেত বৈ লয় । অসমীয়াৰ আন্য ঠাইৰত তাঁত শালশন আৰু মুগীয়া গুৰুত্ব লাভ কৰি আছিছে । অতীতত তাঁত বাৰ নজনা কাহিলা অসমীয়া প্ৰায় নাই বুলিব পাৰি । আৰু নজনাটো এসময়ত বৰ লাজৰ কথা বুলি বিবেচনা কৰা হৈছিল । গিৰকল কাহিলা বা জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে তত বাৰ নজনিছিল তেওঁলোকক 'লকাজী' বা খুসুৰী বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল ।

প্ৰাচীন কালত ব্যক্তি বিশেষৰ সমাজত প্ৰচলিত মান-মৰ্যাদা অনুসাৰি বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা নিয়ম আছিল । জৈহদৰে বয়সভেদেও ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্ৰ পৰিধানৰ দস্তুৰ আছিল । উৎসৱ-অনুষ্ঠানত সদায় লক্ষ্মীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা হৈছিল । সমাজত প্ৰচলিত গোত্ৰ অনুযায়ী ভিন্ন ৰঙী বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা নিয়ম আছিল । বশিষ্ঠ গোত্ৰৰ লোকে শুক্ল বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাৰ বিপৰীতে আত্ৰেয় গোত্ৰৰ লোকে ৰঙা, কৌণ্ডিল্য গোত্ৰৰ লোকে নীলা, শুদ্ৰই হালধীয়া বস্ত্ৰ পিন্ধাৰ নিয়ম প্ৰচলিত আছিল ।

২.২ বয়ন শিল্পৰ ইতিহাস

বয়ন শিল্পৰ ইতিহাস অতিশয় পুৰণি। প্ৰকৃতাৰ্থত বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত মানুহৰ আবিৰ্ভাৱৰ পিছত বয়ন শিল্পৰ ক্ৰমবিকাশ হয়। সূৰ্যক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি সৌৰজগতৰ গ্ৰহসমূহ ভিতৰত এক-মাত্ৰ পৃথিৱী গ্ৰহতহে জীৱন্ত বসবাসৰ উপযোগী হৈ আছে। কিন্তু পৃথিৱী গ্ৰহটো সৃষ্টি হোৱাৰ আগতে ই এটা জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড আছিল। সময়ক্ৰমত তাৰ নমুনীয়ৰ লগত লগা ঘনত্বৰ ফলত জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ডটো ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈছিল আৰু পিছত ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হোৱা বাষ্পপিণ্ডবোৰ পুনৰ লগা হৈ গ্ৰহত ৰূপ লয় আৰু সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰি সূৰ্যৰ চাৱিওফালে চিৰাচৰিত গতি অনুসৰি ঘূৰি থাকে। অনেকদিন দৌৰি দৌৰি বহুত পিছত পৃথিৱী গ্ৰহটো জীৱন্ত বসবাসৰ উপযোগী হৈ পৰে। বিজ্ঞানীসকলৰ দৃষ্টিত ভাজিত পৰা বহু হাজাৰ বছৰ আগতে পৃথিৱীত বুকুত প্ৰথমোষী জীৱন্ত সৃষ্টি হৈছিল। এই প্ৰথমোষী জীৱন্ত পৰাই কালক্ৰমত বংশবৃদ্ধি হৈ বহু জীৱন্ত সৃষ্টি হ'ল। সময়ৰ লগে লগে জীৱবোৰৰ ক্ৰমবিকাশ ঘটি থাকিল। কালক্ৰমত এই জীৱবোৰৰ ৰূপান্তৰ ঘটি বান্দৰজাতীয় জীৱন্ত সৃষ্টি হ'ল। বান্দৰৰ পৰাই কালক্ৰমত চিম্পাঞ্জী আৰু এই চিম্পাঞ্জীৰ পৰাই এটা সময়ত সৃষ্টি হয় বন মানুহৰ। প্ৰথমাৱস্থাত তেওঁলোকে গাঁৱি-জংগলে ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে। অনেকদিন ঘূৰি ফুৰাৰ ফলত প্ৰকৃতিৰ ৰূপান্তৰবোৰ তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিবলৈ

থাকিলে। ফলস্বরূপে শীত-গ্রীষ্ম তাপতাপ্যবোধ তেওঁলোকে চঞ্চল হৈ পৰা পৰিলে তাক শীতত পৰা ৰক্ষা পাবলৈ গছৰ পাত লেতিয়াই হোৱা কৈলালে লাগিব ধৰিলে। তাৰানুৰূপেভাবে উদ্ভিদ জগতত হোৱা পৰিবৰ্তনবিলাকো তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিবলৈ ধৰিলে। উদ্ভিদৰ গছৰ পাত সৰা, তাৰ ঠাইত নতুন পাতৰ জন্মকৰণ, বুঢ়া গছবোৰৰ ডালবাগ ফাটি ডিঙি হোৱা ফুল গজা, ফুলৰ পৰা ফল হোৱা, ফলবোৰ পাকি পুৰণ হোৱা ইত্যাদি পৰিবৰ্তনবোৰে বন মানুহবোৰৰ মনত তেওঁলোকৰ জীৱনযাত্ৰাত নতুন নতুন গছপাত বা ছালেৰে আবৃত কৰি গৰম-ঠাণ্ডাৰ পৰা নিজকে আৰু অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ ধাৰণা দিলে। তেতিয়াৰ পৰাই হয়তো বন মানুহবোৰে গছৰ বাকলি বা বল্কল গাত লেতিয়াই সিঙ্কিবলৈ শিকিলে। প্ৰথমাবস্থাত তেওঁলোকে কেবল পৰীক্ষামূলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ বল্কল বা বাকলি সিঙ্কি-ছিল। খাদ্যৰ সন্ধানত যোৱা তেওঁলোকে ওখাইত পৰা জানি ঠাইলৈ ঘূৰি আহিছিল তেতিয়া তিন তিন জনলৈ তিন পাৰীৰিক তাপযুক্ত ব্যক্তিক তেওঁলোকে লগ পাইছিল। ফলস্বরূপে তেওঁলোকৰ মাজত 'লাজ'ৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেয়ে তেওঁলোকে সন্ধান কৰিবলৈ ধৰিলে লাজ নিবাৰণৰ আকাংক্ষা। এই আকাংক্ষাৰ ফলতে বন মানুহবোৰৰ মগজুত সুক্ষ্ম চেষ্টাৰ-ও মাজত চলিবলৈ ধৰিলে নিজক আনৰ আগত উলংনি কৰি ৰখা মানসিকতাৰ। এই মানসিকতাৰ বিকাশ ঘটিবলৈ তেওঁলোকে গছৰ বাকলি পৰিৱৰ্তে অন্য আহিলাৰ সন্ধান

কলিবলৈ ল'লে। এদিনাখন তেওঁলোকে উদ্ভিদৰ তাঁহ আৰু পাখিলাই সৃষ্টি কৰা হেচন তাঁহৰ নাৰিকীয়া কলিবলৈ সক্ষম হয়।

খ্রী: ২০-১২ হেজাৰমান বছৰত মি নৱপ্রস্তৰ যুগ আৰম্ভ হৈছিল সেই যুগত আজুলিত মানুহে কুমি কৰণি সলাই জান লাভ কৰাত লগতে সৰু-সৰুনিত পাত আৰু বাকলিৰে পৰা তাঁহ উলিওৱা, জন্তুৰ নোম আৰু চুলিৰোৱা সকাই সূতা তৈয়াৰ কৰা পদ্ধতি শিকিছিল। বস্তুত ব্যৱহাৰ্য মানুহৰ লাজত সভ্যতা সম্বন্ধে জনৰ উন্মেষ ঘটাইছিল। তাৰউইনৰ মতে এই নৱপ্রস্তৰ যুগতে মানুহে প্রথমতে বাঁহ তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই প্রথম কাপোৰ তৈয়াৰ কৰে। নৱপ্রস্তৰ যুগৰ আৰম্ভণিতে বয়ন শিল্প কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধ আছিল যদিও পিছলৈ কৃষিকৰ্মৰ লগেলগে বয়ন শিল্পও এছিয়াৰ পশ্চা আফ্রিকা আৰু ইউৰোপলৈ বিস্তৃত হৈছিল। ফলস্বৰূপে ইউৰোপত ইয়াৰ অতিশয় গুৰুত্ব সাধন হৈছিল। ছুইজাৰলেণ্ডৰ হ্রদবাসীসকলৰ বাসস্থানবোৰত পোৱা স্মৃতিচিহ্নবোৰত মাজত ফুটা কটা আৰু কাপোৰ বোৱাৰ নিদর্শনবোৰ, যেনে - টাকুনী, তাঁতৰ ঘিলা বা পাথৰ, সূতা পকোৱা ইত্যাদিবোৰ উদ্ধাৰ হোৱা কাৰণেই তাৰেই ইংগিত বহন কৰে। নৱপ্রস্তৰ যুগত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সাজ-পোছাক কেনেকৰা আছিল সেই বিষয়ে সঠিককৈ জনা নাযায়। সম্ভৱত: উভয়তে পোছাক একেধৰণৰ আছিল। অৱশ্যে পুৰুষৰ পোছাক সাধাৰণ হোৱাৰ বিপৰীতে মহিলাৰ পোছাকত পাৰ্থক্যানে কলা-কৌশল ঘটোৱা হৈছিল।

প্রাচীন কালত জীৱ-জন্তুৰ চাল বস্ত্ৰ হিচাপে পৰিধান কৰা হৈছিল। নৰগোষ্ঠীৰ মুখ্য পৃথিৱীৰ উত্তৰ অংশত আৰু শীত অঁচল মাইকোষত জীৱ-জন্তুৰ চাল দেহাৱৰণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কিন্তু বৰ্ষৰ উপাদান দেখা গিলেও বাহল ছাল পৰিধান কৰিছিল। গাছৰ আকলৰ ৰানুহবিলাকে চামলাৰ কাপোৰ বঁকালত মেৰিয়াই লৈছিল। প্ৰাচীন তিব্বতী বৰ্ণনাত জানা যোদ্ধাকলে চামলাৰ কাপোৰ আছিল। ইউৰোপত বিভিন্ন ঠাইত চামলাৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ঔদ্যু বৃক্ষৰ নাতিদীঘল অনিৰুদ্ধ কৌৰতে অসমীয়া সাজ পৰিধান কৰা উমা দেবীৰ চাই মুগ্ধ হৈছিল।

ভাৰতবৰ্ষত আদিক জাতিয়ে বয়ন শিল্পৰ প্ৰচলন কৰিছিল বুলি পণ্ডিতসকলে মত পোষণ কৰে। আদিকসকলে কপাহৰ পৰা সুতা কাটি বস্ত্ৰ বয়ন কৰে। আৰু বৈদিক যুগত বয়ন শিল্পৰ যথেষ্ট বিকাশ সাধন হৈছিল। চীন তিব্বতীয় বা মংগোল বংশীয় জাতিৰ লোকসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত তেজন শিল্পৰ প্ৰচলন কৰিছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি।

ভাগৱত পুৰাণত আকা শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখৰ বাণী গীতত ব্ৰহ্মাৰ মানসপুত্ৰ নাৰদে ধৃতি শিক্ষা লাভ কৰি বীণা লৈ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড পৰিভ্ৰমণ কৰা কথা উল্লেখ আছে।

বেদব্যাসৰ দ্বাৰা ৰচিত মহাভাৰতত নল - দময়ন্তীৰ দেশৰ ৰজা - মহাৰাজাসকলৰ বস্ত্ৰৰ সবিশেষ বিৱৰণ পোৱা যায়। কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত কাশীৰাজ বীৰ ভগদত্তই পৰিধান কৰা

শিল্পোবস্ত্র কাটি ভগদত্তক বধ কৰা ঘটনাটোৰে আদিম কাল-ক্ষণত বয়ন শিল্পক পৰিপক্কতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে।

কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত পুৰুষ কাননক বাস্তুৰ সুবৰ্ণকুড্য নামৰ ঠাইত 'দুকুল' আৰু 'প্ৰসোৰ্ণ' নামৰ দুবিধ উত্তম পাটৰ বা ৰেচম কাপোৰৰ উল্লেখ আছে। কৌটিল্যই লিখে যে, সুবৰ্ণকুড্যকাত পত্ৰোৰ্ণ আৰু দুকুল ৰাজৰ বাবে উৎপন্ন হোৱা হেতুন বস্ত্ৰতকৈ শ্ৰেষ্ঠ।

আকৌ খ্ৰী সপ্তম শতিকাৰ কবি বাণভট্টৰ অৰ্চচিত কাননপৰ ৰজা হাৰ্ষৰ বৰ্ণনাই, ভাৰতৰ সম্ৰাট হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ লিখিতভাৱে তিনি খণ্ডপে কিছু উপঢৌকন পঠোৱাৰ কথাৰ উল্লেখ আছে। উপঢৌকনৰ তালিকাত অসমৰ বিশেষত্ব থকা বস্তুৰ তালিকা এখনো লেখকে দিছে, সেই তালিকাত – সাদিপতীয়া পুথি, পকা জলাল, কোঁচা পাণ, পাটীদেৱ পাখী, জলঙ তেল, আদি বহুত অসমৰ বস্তুৰ ভিতৰত, যেতেক পেটাতীত তেখেতে পণ্ডিতৰ দুবিধ পাটৰ কাপোৰৰ থান পাঠোৱাৰ কথাকো উল্লেখ আছে।

শুৱালকুছিত সমাজ জীৱন বস্ত্ৰ শিল্পক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই গড় লৈ উঠিছে বুলি কব পাৰি। বৰ্তমান শুৱালকুছি গাঁৱত স্থানীয় শিপিনীসকলক লগত লৈ পঞ্চম জাৰি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ত্ৰাহিকাত ওলাই যথেষ্ট শিপিনীও সমাগম হয়। পৰিবৰ্তনশীল সমাজে আৰু ৰুচিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি শুৱালকুছি বস্ত্ৰ শিল্পই তেওঁলোকৰ শিল্প ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন কলা-কৌশলৰ প্ৰয়োগ কৰিছে।

Scanned with OKEN Scanner

২.৩ বয়ন শিল্পের বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ

বয়ন শিল্পের এক বৃহৎ বাণিজ্যিক ক্ষেত্র আছে। কিন্তু অসমের মাত্র কয়েকটি বস্ত্রশিল্প এই রাজ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে থাকলেও, এই উদ্যোগ বাণিজ্যিক দিগন্ত উন্মুক্তভাবে বিকশিত হয়ে উঠা নাই। বর্তমান মাত্র ২.৮০ লাখ তাঁত পালনের কাপোবর বাণিজ্যিক উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। এনমাত্রে আন প্রায় ৫.৭০ লাখ তাঁত পালন এই বাণিজ্যিকরণে নিয়োজিত। কারণটোর হল যথেষ্ট তাঁতশালে প্রাপ্ত হয়তো চাহিদা পূরণ করিবর বাবেহে সৌহরোর ব্যয়ভার কমা হয়।

হস্তজাত শিল্পই অসমর নিম্ন অর্থনীতিত এক সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করি আহিছে। বয়ন শিল্পক লৈয়েই বিভিন্ন ধরণর কর্মসূচী গ্রহণ অনুযায়ী তালেলান আনুষাংগিক বিভাগ লৈ বয়ন শিল্প গঢ়ি উঠে। যেনে সুতা জোখ কাপোরত হং দিয়া, সুপা মেলা, পাখির ডিজাইন করা যন্ত্রর সহায়ত কাপোর ও ফুলন বস্ত্র পরিধানর আরু মিশ্রিত কাপোর বোরা উৎপাদিত কাপোরর বিক্রি কেন্দ্র খোলা ইত্যাদি দক্ষিণপ আগ্রহত হস্তজাত শিল্প ব্যবসায়ত পরিষ্কার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিছে। জীবিকার নির্বাহ হিচেপ এটা অন্যতম।

অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থ-সামাজিক উন্নতি আৰু সমৃদ্ধিৰ কাৰণে বয়ন শিল্পক ব্যৱসায়িক ভিত্তিত গঢ় দিব লাগিব। এঁতকালে পাৰিবলৈ গৃহ নিৰ্মাণৰ সাধাৰণ শিল্পিনীসকলক দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। তাৰ লগতে কোৱা-কটা সময়ৰ অন্তিমিৰি সংখ্যা বঢ়াই দক্ষতাৰে পৰিচালনা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব।

অঞ্চলে অঞ্চলে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি কাৰিকৰী দিশ-পৰামৰ্শ দি শিল্পিনীক উৎসাহ দিব লাগিব। নিম্নোক্ত আৱশ্যকীয় কথা হ'ল শিল্পিনীসকলৰ এঁতকালে উৎপাদিত বস্ত্ৰ-সামগ্ৰীসমূহৰ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা। তাৰ কাৰণে অধিক বিক্ৰী কেন্দ্ৰ সমুহ খুলি অক্লিম কৰি জোলাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু তেজপাহে দাঁতিকপাতৰ মাদ্ৰাজ আদিৰ পৰা অসমলৈ অমা সামোণ আদি বস্ত্ৰৰ যোগান বন্ধ কৰিব পৰা যাব।

পৃথিৱীৰ এক অনন্য শিল্পসত্ত্ব পৰম্পৰা হিচাপে খ্যাত এই সুন্দৰ কাৰুশিল্পটি এবি, মুগা আৰু পাটৰ বস্ত্ৰতো বাঙৰ ৰূপ লাভ কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ কল-কাৰখানাৰ সৃষ্টি হৈছে।

অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম পৰিদৃগ কৰা যন্ত্ৰৰ উদ্ভাৱক হ'ল জ্ঞানানন্দ চৌধুৰী। অসমৰ শিলিনী সংস্কৃতিৰ সৈতে গভীৰ সম্পৰ্ক থকা চৌধুৰী জন্ম ১৯২২ চনৰ ১৯ জুনত বৰপেটাত। তেওঁৰ উল্লেখনীয় আবিষ্কাৰৰে অন্যতম গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে খ্যাতি লাভ কৰে শিলিনীসকলৰ মিহিপুজনি সুতাকটা যন্ত্ৰটি আৰু আধুনিকৰণৰ পিছত প্ৰতি লহৰ বাকি অতি কম শাৰীৰিক কষ্ট হোৱাই শিলিনীসকলে অধিক উপাৰ্জনক্ষম হব পাৰিব এই বিষয়ে চিন্তা কৰে। তেওঁ অনুভৱ কৰে যে গোটেই অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে অসমীয়া বোৱনী শিলিনীৰ এক উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। অসম চৰকাৰৰ এৰি মুগা, পাট মুগা কটা যন্ত্ৰৰ যোগান ধৰোতা হিচাপে অৰুণাচল, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়, নগালেণ্ড, কৰ্ণাটক আদিত যথেষ্ট পৰি কাপোৰ ওলাইছিল, মানুহে পৰি কাপোৰ আৰু বৰালী মাছু কিনাৰ

কাজেই সকলে চাহিল। তাঁতশালেই অধিকাংশ আদিবাসী দরিদ্র লোকের উপজীবিকা। তাঁতশালকে আশ্রয় করিয়া বাসতি সাহেন বুলি আজিও আমাটি গাঁও অঞ্চলের মোমোনীসকলে বিশ্বাস করে। তাঁতশালে কুটির শিল্প প্রধান স্থানত লোকসকলে তাঁতে কাপোত উৎপাদিত বস্ত্রত বহুজনে নিজৰ জীবন যাপন করি আছে। সাঁতকিমে গুৱালকুছিয়ে বস্ত্র শিল্প নগৰী মিচাপে প্রথম স্থান লাভ করিবলৈ সক্ষম হৈছে। গুৱালকুছিৰ পিছতেই নলবাৰী জিলাৰ কলগা গাওঁখনে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰাটো গৌৰৱজনক।

২.৫ বয়ন শিল্পের জড়িয়তে দায়লক্ষ্মীর

বয়ন শিল্পের দিশত জনজাতীয় জীয়ন্তী - মোরাজীর দায়লক্ষ্মীর মন কবিতাগীয়া। কাপোর বাবলৈ প্রয়োজনীয় সালগ্রীসমূহ তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ শাক-পাচলির পেতি কবি, হাঁহ-কুকুরা, গাহরি, ছাগলী আদি পুহি পেজিন করা ধনর দ্বারা ক্রয় করে। কিছু কিছু সমাজত গাওঁভনর কেইবাগরাকী জীয়ন্তী মোরাজী লগ হৈ তাঁত বাবর বাবে সম্মুখীয়াকৈ একোখন চালির তলতে বিভিন্ন রসাল কথা আরু হাঁহি ফুর্তির মাজেরে তাঁত বয়। জনজাতীয় নারীয়ে বিয়ার পাছর কর্মব্যস্ততার বাবে তাঁত বাবলৈ প্রয়োজনীয় সময় নাপায় বাবে জীয়ন্তী কালতে তেওঁলোকে হৈপাহ অলুরাই তাঁত বয়। এগরাকী জনজাতীয় অসমীয়া ক্ষিহনার বিয়ার আজ-পার প্রয়োজন আপেক্ষে কিনিবে পরোক্ষে বজারত মিদরে মজুত থাকে জৈমদরে জনজাতীয় ক্ষিহনার বিয়ার আজ কিনিবলৈ লোরা নামায়; জেয়ে ধরণীর বিশিষ্টপূর্ণ কিয়ার আজ-পারকে আদি করি ভবিষ্যতে যিকায়িতে জীয়নত প্রয়োজনীয় অকলনা কাপোর নিজ হাতে বৈ লয়। আনকি কেন্দুরা মোকোচাত বান্ধিবর বাবেও প্রয়োজনীয় বস্তুর যোগার কিয়ার আগতেই কবি লোরার পরেপরা হৈয়েহনীয়।

আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু জাতীয় জীৱনৰ অপৰিহাৰ্য অংগ হিচাপে কোন শিল্পই ৰাজ্যখনৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ অৰ্থনীতিত উল্লেখযোগ্য ধনাত্মক এক ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতে পৰা অগ্ৰসৰমান জনজীৱনৰ সৈতে খোজ মিলাই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে কোন শিল্পই ৰাজ্যৰ আদিবাসী মহিলাসকলৰ নিজ স্বাবলম্বিতাৰ বাট প্ৰশস্ত কৰিছে। অসমৰ শিল্পীসকলৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ কাষলৈ আমাক উৎসাহিত কৰি আহিছে।

তাঁত শিল্প বা কোন শিল্প অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এক অন্যতম অংগ। অসমৰ পাট-মুগাৰ ছাতে খুমেৰা মুঠতে নুফোৱা সাজে বিশ্ব দৰবাৰত স্থান লাভ কৰিছিল।

অসমীয়া জাতিৰ কেৱল সম্পদেই নহয়, অসমীয়া মহিলাৰ স্বাবলম্বীতাৰ সকল কোন শিল্পক আৰু এখাপ বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকাই তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছে এগৰাকী অসমীয়া মহিলা হেমপ্ৰভা চুতীয়া। গুৰু দুজনাৰ গুৰুদায়িত্ব আৰু নামঘোষাক অঁতশালত হৈ ৰাতিক্ষণী প্ৰচেষ্টাত লাভ কৰা সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষীয়া গাভৰু শিল্পী হেমপ্ৰভা চুতীয়া।

গোলাঘাট জিলাৰ আঠগাঁৱৰ দহগৰাকী সাহকী নাৰীয়ে আন্তঃজাতিক নাৰী দিবস দিনটোত কোন শিল্পৰ

জিয়তে দেখুবাইহে স্বাবলম্বীতাত এক বিশেষ নিদর্শন।
আঠগাঁৱত বনশিতি কন্যা শিল্পত জড়িত হোৱা লগতে
অধিক টকা উপার্জন কৰিলে সমৰ্থ হোৱা মাহজাংমাল
মে স্বাবলম্বী হ'ব সমাজত বাবে এক আদৰ্শ হ'ব পৰিছে।

বয়ন শিল্পত লগত কেৱল মহিলাই জড়িত হোৱা
নাই আজ সোণালী নালত যুৱকসকলো বয়ন শিল্পত লগত
জড়িত হ'ব আৰ্থিক দৈন্যতাত কেনেকুৱাকৈ পৰা পৰিত্রাণ
পোৱাত লক্ষ্যত স্বাভিমানী উপার্জনত পথ হিচাপ বাছি লৈছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বয়ন শিল্পত বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ অৱদান

৩.১ জনজাতীয় বয়ন শিল্প :

অসমৰ পৰম্পৰাগত বয়ন শিল্প স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰ বাবে অতীজৰে পৰা বহুল সমাদৃত। এই শিল্পকলাত বিভিন্ন জনজাতীয় জীয়ৰী-বোৱাৰীসকলে স্বাভাৱিকতে বহু পাৰঙ্গমী। ঘৰুৱা সকলো কাম-কাজৰ দায়িত্বৰ লগতে বয়ন কাৰ্যও তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে বিবেচিত হয়। সাধাৰণতে জনজাতীয় নাৰী মানেই হ'ল এগৰাকী নিপুণ শিল্পিনী। অতি সৰু কালৰ পৰাই বংশানুক্ৰমে প্ৰচলিত পৰম্পৰা স্বৰূপে জনজাতীয় ছোৱালীবোৰে তাঁত ব'বলৈ শিকে। এই ক্ষেত্ৰত নগেন্দ্ৰ পাদুনৰ 'লিচিং বয়ন শিল্প' শীৰ্ষক লেখাত ব্যক্ত কৰা – "লিচিং ছোৱালীয়ে খোজ কাঢ়িবলৈ শিকাৰ লগতে নচিব জানে আৰু কাপোৰ পিন্ধিবলৈ শিকাৰ লগতে ব'ব জানে" বোলা মন্তব্যও সাজেৰেও জনজাতীয় মহিলা আৰু তাঁতশালৰ নিবিড় সম্বন্ধৰ কথাই প্ৰতিভাত হয়। কাৰ্বি, ৰাভা, লিচিং, বড়ো আৰু হাজং আদি জনগোষ্ঠীৰ মাজত দুয়-সাত বছৰীয়া ছোৱালীয়ে পুতলা শালৰ সাজেৰে খেলা কৰি তাঁত ব'বলৈ শিকি ক্ৰমান্বয়ে বয়ন শিল্পৰ সৈতে ওত-

প্রোতভাবে জড়িত হৈ একোগৰাকী নিপুণ শিল্পিনী ৰূপে গঢ় লৈ উঠে জনজাতীয় সমাজত ছোৱালীৰ বাবে কইনা হিচাপে যোগ্যতাৰ অন্যতম মাপকাঠি হৈছে বোৱা-কটাত পাৰদর্শিতা।

৩.২ হাজংসকলৰ বয়ন শিল্প :

অসমৰ হাজং জনগোষ্ঠীৰ তিৱোতাসকল এক্ো একোগ-ৰাকী সুনিপুণ শিল্পিনী। তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পাক সমূহ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ। পৰুষ আৰু মহিলাৰ পোছাকৰ পাৰ্থক্য আছে। পৰুষৰ সাজপাৰ অতি সাধাৰণ তেওঁলোকে কঁকালত পিন্ধে ৰঙা, নীলা অথবা পখলা ৰঙৰ তেঙানিংটি, গাত পিন্ধে বুকছলি। শীতকালি ডিঙিত ফুলে কানপেছ আৰু তাওলোন ব্যৱহাৰ কৰে। মহিলাসকলে পিন্ধিবান বস্ত্ৰে নানাৰঙী কাৰুকাৰ্য 'খচিত' জাম পাটিন।

তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত কাপোৰ বোৱা পদ্ধতি বা যন্ত্ৰৰ নাম 'বানা'। বানা হল পৰম্পৰাগতভাবে তৈয়াৰ কৰা বাঁহৰ তাঁত। হাজং শিল্পিনী সজনীয়ে নিজৰ কাৰণে সাত ৰকমৰ ৰংচঙীয়াকৈ আকৰ্ষণীয় ৰঙত ৰাঙা-পাটিন বোৱাত উপৰিও পুৰুষৰ বাবে তেকা কাপোৰ, চুটি চৰিয়া, ফুলা জাগৰণ, পাছৰা, ফুলা কাপেছ আদি ঘৰতে বৈ উলিয়ায়।

Scanned with OKEN Scanner

৩.৩ মিচিংসকলৰ বয়ন শিল্প :

বয়ন শিল্পত মিচিংসকল এক চহকী জাতি। মিচিং মহিলাসকল পাকৈত শিল্পিনী। মিচিং নাৰী-পুৰুষৰ বাবে লাগতিয়াল সকলো কাপোৰেই জাঁৱাপথে ঘৰতেই বৈ লোৱা হয়। কেচুৱাক পিঠিত বন্ধা নি: চেকণীনৰা পৰা আৰম্ভ কৰি পঞ্চমে সিন্ধা দু: লৈৰ (গালোচা) মনলৈ ঘৰ-তেই বৈ লোৱা হয়। পুৰুষৰ বাবে গালুক, গনৰ উগন নাৰীৰ বাবে এপে, গাচেং, ৰিবিং আদি নিজেই বৈ ব্যৱহাৰ কৰে। ঠাণ্ডা দিনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এডি চুগাত চাদৰ আৰু কপাহৰে বনোৱা গাদু মিচিং নাৰীয়ে নিজেই বৈ লৈছিল। লৈই সময়ত মিচিংসকলে কপাহৰ খেতি কৰিছিলে। কিন্তু বৰ্তমান কপাহ খেতি কৰিবলৈ এৰি দিয়া ফলত গাদুৰ ব্য-ৱহাৰ কমি আহিলে। মিচিং নাৰীসকলে তেওঁলোকৰ লেখেলা চাদৰত নানা ৰঙীয়া ৰঙৰ সুতাৰ সহায়ত নিজৰ পছন্দৰ ফুলৰ চানেকি তোলে। এই ফুলতেই যেন মিচিং নাৰীৰ সুখ, দুখ, হাঁহি কান্দোনবোৰ হেঁপাহৰ জিলিকি থাকে। সা-ধাৰণতে মিচিং ফুলৰ চানেকিবোৰ সিদ্ধেজাকৃতিৰ হয় কিন্তু আজিকালি ফুল, পখিলা, হাঁহিণা, তৰা আদি বিভিন্ন ডিজাইন দি ডাঙৰ-ডাঙৰকৈ ফুল বাঢে।

আজি মিচিং নাৰীয়ে বোৱা এপে গাচৰ, ৰিবিং

Scanned with OKEN Scanner

পুৰুষৰ গালুকৰ চাহিদা ঊৰ্ধ্বমুখী। অসমৰ বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীৰ মানুহেও আজিকালি মিচিং চাদৰ লেখেলা ঢাল পায় আৰু ব্যৱহাৰ কৰে। এই শিল্পৰ জৰিয়তে বহুতো মিচিং নাৰীয়ে আয় অৰ্জন কৰিব পাৰে। অৱশ্যে আজিকালি বাণিজ্য মেলা, অসম মহোৎসৱ জনগোষ্ঠীয় মেলাসমূহত মিচিং চাদৰ লেখেলা বিক্ৰীৰ বিপণন কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে বহুতো মিচিং মহিলাই উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

সেয়া মিচিং সমাজৰ লগতে মিচিং নাৰী বাবে অতিকৈ উৎসাহজনক খবৰ। মিচিং মহিলাই বয়ন শিল্পৰ জৰিয়তে নিজেই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে দুই-তিনিজনী মিচিং নাৰীকো এই শিল্পৰ জৰিয়তে আগৰ পথ দেখুয়াব পাৰি।

৩.৪ ৰাভাসকলৰ বয়ন শিল্প :

আন আন জনগোষ্ঠীয় শিপিনীৰ দৰে ৰাভা শিপিনী সকলো বোৱা-কাটত চহকী। কপাহৰ খেতি কৰি, পলু পুহি, সূতা কাটি তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে কাপোৰ বয়। গছৰ শিপা, পাত, ফুল আৰু ফলৰ পতা ৰঙা উলিয়াই তেওঁলোকে সূতাত ৰং দিয়ে। প্ৰকৃতিৰ পৰাই তেওঁলোকে ফুলৰ চানেকী সংগ্ৰহ কৰে। এক ৰাতিৰ ভিতৰতে বৈ-

কাটি উলিওৱা কবচ কাপোৰো তেওঁলোকৰ সমাজত আছিল। তেওঁলোকে কাপোৰত তোলা কিছুমান ফুলৰ চানেকীও নাম গোবাইনি পাত (গোঁৰাৰ চিত্ৰ), হাতিনি পাত (হাতীৰ চিত্ৰ), মাছা চালেন পাত (বাঘৰ শোজৰ চিত্ৰ), জিন'দা বুকাই পাত্ৰ (শাৰীকৈ ফুলৰ চিত্ৰ), বেৰগা পাত (বিভিন্ন ফুলৰ চিত্ৰ) জাংছাং পৈত্ৰ (সূৰ্যৰ চিত্ৰ), হাচু পাত (পাহাৰৰ চিত্ৰ), চিকাদাৰ (নিজৰাৰ চিত্ৰ), বাগাবাগি (বাঘৰ চিত্ৰ) আদি উল্লেখনীয় যে বয়ন শিল্পত ব্যৱহৃত চানেকিসমূহৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা জনজাতীয় শিল্পিসকলৰ মাজত প্ৰচলিত নহয়। প্ৰয়োজন হ'লে পুৰণা কাপোৰৰ পৰাহে চানেকিবোৰ অনুকৰণ কৰে।

৩.৫ কাৰ্বিসকলৰ বয়ন শিল্প :

এক্ষেত্ৰে কাৰ্বি, কোচ-ৰাজবংশী মহিলাসকলেও ঘৰতে সূতা কাটি কাপোৰ বয়। কাৰ্বি মহিলাসকলেও কাপোৰ বোৱাৰ উপৰিও সূতা-কটা, কপাহ নেওঁটা, পাজি বটা কামবোৰ ৰাতি ৰাতি সম্পন্ন কৰে। ৰাতিৰ সূতা-কটা কামখিনি তেওঁলোকে গীত-মাত পাৰ কৰি দিয়ে। অসমীয়া সমাজত আগত যিদৰে বৈ দিয়া কবচ কাপোৰখন লানুহজনক শিন্ত্ৰাই পঠিয়ালেহে ৰণত জয় হব বুলি বিশ্বাস কৰিছিল। ঠিক সেইদৰে কাৰ্বি যোৱনীয়েও 'লোকদম ফুল' তুলি লেলেলে মোৱা জনক, ক'ট-

কাছাৰীলৈ যোৱা দিৱ পাৰিলে লেলেত জন্ম হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। সেই 'মোকদমা ফুলল' উল্লেখ কৰা এক শ্রেণীৰ কাপোৰ বোৱা গীত প্রচলিত আছে, যাক কাৰবি ভাষাত 'পকিথাকজালুন' বুলি কয় এই গীতত কাৰবিশিপিনী সকলে গায় —

" থাক্ কচং থাক্ কচং থাকনাং (শালত শদ)
ফল 'ফলচি আহনে
পেক্কিচি থাকনাং
'ইপাক্ পাকনি থাক্ থাকনে
পে-প' পাজিৰ নাং
ইলিত চি এন নাং
পেক্কি কিথাক ইলিত চিলিলাং
নি-অপ-নিতম চি এন নাং
কিছুন কাংঅ'ক চিৰাল নাং
তাংহাল আলং ইনিংনে
আহি আপান চিলি নাং
লকৰাতনা আহিনে
'ইলেক আৰুৰ পা প্রাং নাং ।"

ইয়াৰ ভৱাৰ্থ হ'ল - আঁহ আমি কপাহ সূতা-কাটি কাপোৰ বওঁ, নিজে পিন্ধাৰ লগতে মা-দেউতাকো পিন্ধাওঁ শীতৰ পৰা হাত সাৱো ।

৩.৬ বয়েজ্‌স্কলৰ বয়ন শিল্প :

এক্দৰে বাড়ো তিৰোতাসকলো ঘৰুৱা বিভিন্ন কাম -

কাজৰ লগতে এটি পালেন , এটি সূতা কটাত অতিকৈ সু-দক্ষা বহুতো সমাজত কাপোৰ বৰ নজনা ' আলুজি ' ছোৱালী বিয়াৰ বজাৰত মূল্যহীনা তেওঁলোকে নিজৰ বাবে দশনা খাউচি আৰু পুৰুষৰ বাবে আঁঠু টেকা ফশলা - চিতৰা গামছা , গছলা , আজনাই আদি বয় ।

চতুর্থ অধ্যায়

বয়ন শিল্পত ব্যৱহৃত সঁজুলি

তাঁতশালে বুলি ক'লেই চাবিটা খুঁটাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, সংলগ্ন অনেক বাঁহ বা কাঠৰ সঁজুলি যেতে ঐটা ৰূপ আমাৰ চকুত ভাঁহি উঠে।

আনহাতে আৰু এবিধ তাঁতশালে পাহাৰত বসবাস কৰা মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। ঐইখন শালে কোনো খুঁটাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। ইয়াৰ ঐটা মূৰ কঁকালত লেতিয়াই বান্ধি লোৱা হয়।

এখন তাতশালে বুলি ক'লেই মনলে আহে ইয়াৰে লগত জড়িত হৈ থকা অনেক সা-সঁজুলিৰ কথা। ইয়াত অবিহি সঁজুলি নহ'লে শালখন অচল হৈ পৰে।

সঁজুলিসমূহ — মঁতৰ, ফুঁটা, মহুৰা, উঘা, ৰবিন, চেঙেলী, লোহাৰ, সাকো, ঢোলোৱা, চিৰি, হুলি, মুটি, বাচ, কাঁচভঙা, দোতপতি, নাচনী,

Scanned with OKEN Scanner

কাগত দিয়া, পুতল, ফুলৰ কাঠি, ফুল বছা কাঠি, দাঁতি মাটি, ৰঙ্গী আদি।

১। যঁতৰ :

যঁতৰ কাঠেৰে তৈয়াৰী তাঁতশালৰ এটি যন্ত্ৰ। যঁতৰৰ আগফালে এটা ২,৩ ফুটমান বহল চকা থাকে। চকাটো ঘুৰাবলৈ এডাল হেণ্ডেল থাকে। পাছফালে দুডাল খুঁটিত এডাল ঘুৰঘুৰি থাকে তাত সহজ বোৰ লগাই নোৱা হয়। ঘুৰঘুৰিৰ পাত আগফালৰ চকালৈ এডাল ৰছী লগোৱা থাকে যাতে হেণ্ডেল চকাটো ঘুৰালে পাছ ফালৰ ঘুৰ ঘুৰিটোও ঘুৰে। সেইডালক যঁতৰৰ লগুন বোলে। যঁতৰত সহজ দুৰাই সূতা লেহিয়াই হলে সেই সহজ বাকোত লগাই তাঁত বোৱা হয়।

২। সূঁতা :

এখন কাপোৰ বৰলৈ হ'লে তাহাতকে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীটি হ'ল সূঁতা। পুৰণি কালত প্ৰায়সকল তাসমীয়াই- তেজিপাতৰ পৰিছিল। তেজি পাতৰ কণী ফুটাৰ পাছ বাহ সজাবলৈ প্ৰায় একমাহ সময় লাগিছিল। এইবিধ পোহাৰ দলে অতি উচিল

কাপোৰ আমসকলে অসমীয়া সাহিলাই যুগুতকৈ পিন্ধন কৰিছিল। এটি পাল্লু পকোঁৱা পিছত লেপা কাঢ়ি লেওঠি সূতা টলিওৱা হয়। এই সূতাক পাৱা এটি কাপোৰ তেয়াৰ হয়।

এটি সূতাত দুটেই পাট পাল্লুৰ পৱা অসমীয়া সকলে পাঁচসূতা প্ৰস্তুত কৰে। ইয়াত সমায়ত পাঁচ কাপোৰ তেয়াৰ কৰা হয়। কপাহী সূতাও সমায়ত বৈ টলিওৱা বিষয়ত প্ৰচলন অনেক আছিল।

৩/ মহুৰা :

মহুৰা তাঁতশালত নাঁকোৰ লগত লগা এখন সৰিচ নল বা ইকতাৰ টুকুৰা। অসমীয়া তাঁতত মহুৰা যাঁতত লগাই সূতা মেৰিয়াই লোৱা হয় আৰু সেই মহুৰা নাঁকোৰ মাজত লগাই তাঁত বৰণৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

৪/ উঘা :

বাঁহেৰে তেয়াৰ কৰা হয় উঘা। তাঁতশালত সৰিব আছিলা। উঘাত সূতা মেৰিয়াই একেলগে বহুলা

উঘা (২০টামান মাটিত একেশাৰীতে পুতি লৈ তাঁত বান্ধি কৰা হয়। প্ৰতিটো উঘাৰ সৰু অংশলৈকে সূতা লৈ হাতত লেহিয়াই বা কাহনিত টানি টানি বিপৰীত ফালে লৈ গৈ খুটিত লেহিয়াই বান্ধি যাই আছে। এনেকৈ উঘাত পৰা সূতা শিপিনীয়ে বহাত নিব লাগে, এবাৰ নিলে তাক ঘোৱা হয় একাহনি সূতা নিয়া বুলি।

৫/ চেঙেকী:

চেঙেকী মূলত দুই প্ৰকাৰত - বৰ চেঙেকী আৰু সৰু চেঙেকী। কাম কৰাৰ সুবিধাৰ বাবে মাজু চেঙেকী নামৰ আৰু এখিনি চেঙেকী অসমীয়া শিপিনীসকলে ব্যৱহাৰ কৰে।

দুডালে দুডালকৈ চাৰিডালে পাতিবে আঠ বেল ঠিয় পলাৰে মাজৰ ফুল পলাডালৰ সৈতে চেঙেকী এগৰাকী শিপিনীৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় আছিলা। ইয়ে বৰ চেঙেকী। চেঙেকী বাইৰ সহায়ত তৈয়াৰ কৰা হয়। আঠ বেল ঠিয় পলাৰ প্ৰতিটো মূৰ ধৰি বাঁহিবলৈ দুগোৰ পাতিৰ মূৰত সংলগ্ন কৰা হয়।

দুয়োগোৰ পাতিৰ মাজ অংশত ফুটা কৰি মূল পলাডাল সুমুৱাই দিয়া হয় যাতে আহিলাটো ঘুৰি

ইয়াৰ লগত সংলগ্ন কৰিবলৈ লোৱা সূতাক নেচা বুলি কোৱা হয়। সূতা নেচা চেৰেকীটোৰ বাহিৰে বাহিৰে সাজ অংশলৈকে সুমুৱাই দিয়া হয়।

চেৰেকীত তলত পাতিমোৰ কিছু বহলকৈ ৰখা হয়, যাতে সূতা নেচা তললৈ সুলকি নাযায়। বহু চেৰেকীত সহায়ত সূতাসমূহ উঘা বা সৰু চেৰেকীলৈ সূতা নেচাৰ আকাৰ সৰু কৰি ব্যৱস্থাৰ সুবিধাৰ্থে পৰিবৰ্তন কৰা হয়।

সৰু চেৰেকি তৈয়াৰ কৰা পদ্ধতি বহু চেৰেকীৰ দৰে একেই। দেখিবলৈও একেই। মাত্ৰ ই বহুচেৰেকীতকৈ ঠেক। ই মূলত: কেঁচাসূতাৰ ক্ষেত্ৰতহে ব্যৱহাৰ হয়।

কেঁচাসূতাৰ সাড় দিয়া নেচাসমূহ বিশেষ কৌশল অৱলম্বন কৰি সৰু নেচালৈ পৰিবৰ্তন কৰে। এই সৰু নেচাসমূহ পাছত তাঁতযন্ত্ৰৰ সুবিধাৰ বাবে উঘালে নিবলে সৰু চেৰেকীত ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

৬/ টেলোঠা :

টেলোঠা হৈছে তাঁতশালৰ সঁজুলি। যত তাঁত শালৰ দীঘৰ সূতা বা কাপোৰ লেদাই খোৱা হয়। ই গোটা লিহি কাঠ।

পঞ্চম অধ্যায়
বয়ন শিল্পত নির্মিত সামগ্রী

১/ হাঁচতি :

হাঁচতি হৈছে ক্ষুদ্র আকাৰত এবিধ বস্ত্র। অতীজত পতা অসমীয়া সমাজত ইয়াৰ প্রচলন আছে। মহিলাসকলে কটা তামোল বান্ধিবলৈ এইবিধ বস্ত্র ব্যৱহাৰ কৰিছিল। দুঃখ ৰোৱা, ধান দাবলৈ যোৱা, বিহু গাবলৈ যোৱা ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে তামোল-পাণ বান্ধি এই কাপোৰখন কঁকালত গুঁজি লয়। অসমীয়া সমাজত ৰোৱা-কটাত সাঁথে-ত অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতত নানা ৰঙৰ হাঁচতি বৈ নিজৰ মনতে সৃষ্টিকৰ্তা উপহাৰ দিছিল। নাম-প্রসংগ-অন্তত মাহ-প্রসাদ ল'বলৈ হাঁচতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

২/ ৰুমাল :

ৰুমাল পুৰণি সমাজত ব্যৱহৃত হাঁচতিৰে ক্ষুদ্ৰ বহিপতি স্বৰূপে আধুনিক সমাজত দৈনন্দিন ব্যৱহৃত সামগ্রী। অসমীয়া সমাজত প্রচলিত এবিধ ক্ষুদ্র অথচ বহু প্রয়োজনীয় বস্ত্র হৈছে ৰুমাল। প্রতিজন

অসমীয়াই অতি আদৰণে এই ৰুমালখন ব্যৱহাৰ কৰে। নক্কৈ অহা জেণ্ডা আলহীক গামোছা দিয়া আদৰ অনুষ্ঠানক জনোৱাৰ লেখীয়া কৰিয়ে আলহীক ৰুমাল এখন দি সন্মান জনোৱা হয়। বিয়াত পিছত কইনাই শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গৈ দৰাপক্ষৰ সকলোকে ননন্দ, ভগিন-ভগিনীসকলক ৰুমাল দি সন্মান জনায়। স্থূলত: হাত-মুখ মচা কামত ৰুমাল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰাচীন কালত অসমীয়া মানুহে নাম-প্ৰসংগত অন্তত প্ৰসাদ লাবলৈ যাঁচতি আৰু ৰুমাল ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে।

৩/ গামোচা :

অসমীয়া সমাজত বহুল ব্যৱহৃত এবিধ বস্ত্ৰ তথা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অন্যতম পৰিচায়ক। গামোচা অসমীয়াৰ সমাজ জীৱনৰ অতি আদৰৰ বস্ত্ৰ। সাধাৰণতে গামোচা চাৰিওফালে ৰঙা সূতাৰে (জৰীয়া ৰঙো থাকে) পাৰি দি বোৱা এখন কণা দীঘলীয়া কাপোৰ। কপাহী সূতাৰে বিশেষভাৱে গামোচা তৈয়াৰ কৰা হয় যদিও পাট আদি সূতাৰেও ইয়াক তৈয়াৰ কৰা হয়। গামোচা বুলিলে আমি সাধাৰণতে গা মুহি পানী টোকা সৰু কাপোৰখনকে বুজো

যদিও অসমৰ জনজীৱনত ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ পৰিসৰ গভীৰ আৰু ব্যাপক। অসমীয়া সমাজত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গামোচাৰ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়। এক কথাত অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতি, আচাৰ-নীতি সকলো ক্ষেত্ৰতে গামোচাৰ বিশেষ অৱদান আছে। বিহুৰ কোনো সময়ত গামোচাখন নাথাকিবই, কঁকালতো গামোচা এখনেইহে টঙালি বান্ধি লয়। সেইদৰে অসমৰ যিকোনো গ্ৰামাঞ্চলৰ মানুহে কাম-কাজ কৰোতে গামোচা এখনকে সেৱাই লয়। মানীজনক সম্মান জনাবলৈ বেগ গামোচা অপৰিহাৰ্য। সেইদৰে পূজা-সেৱাৰ সময়ত বা নামঘৰলৈ যাওঁতে গামোচাখন ডিঙিত মেৰিয়াই যোৱাটো অসমৰ এক সামাজিক পৰম্পৰা। নামঘৰৰ গুৰুৰ আসন বা সত্ৰৰ সিংহাসনতো গামোচা শ্ৰদ্ধা-ভক্তিৰ চিনস্বৰূপে প্ৰদান কৰা হয়। বিহুৰান খিচাতেও অসমীয়া সমাজত গামোচাৰ বিশেষ অৱদান আছে। গামোচাৰ দীঘল দুইফালে পাতি আৰু পখালিয়ে পাতি নইবা ফুল থাকে। ফুলাম গামোচাখনৰ ফাল পাতি দিয়াখনকেই বেছি। আবাতে দৈনন্দিন তিয়নী খিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা গামোচাখনত ফুল থাকে। গোসাঁইৰ সিংহাসনত দিয়া গামোচাখনত বহুতে ভগৱানৰ নাম বা চিত্ৰও আঁচুৰে (কাপোৰৰ আঁচলত ফুল তুলিবলৈ ৰং দিয়া সূতা) বাছি দিয়ে। নাম্নি অসমত গামোচাক "গাম্চা", "ফুকচা" বা "দুৱেইটা" আদি নামেৰেও

জনা যায় ।

গালোচা সাধারণতে তিনি প্রকারর

(i) পানী গালোচা

(ii) তালোল গালোচা আরু

(iii) বিহুরান ।

ফুল নথকা গালোচাক পানী গালোচা, সরু ফুলর গালোচাক তালোল গালোচা আরু চেনাইলে বুলি বোরা ডাঙর ফুলর গালোচাক বিহুরান বুলি কোরা হয় । নাম্নি অসমত প্রচলিত গালোচার আন এটা রূপ হ'ল আনকাটা গালোচা । আনকাটা মানে হৈছে যিমান গালোচা কাটি উলিওরা নহয় । অর্থাৎ তাঁতশালত বৈ হোৱাৰ পিছত দুমান গালোচা পৃথক কৰিবলৈ কেচি বা ব্লেড বা কটাৰি ব্যৱহাৰ নকৰি হাতেৰে সূতাবিলাক চিঙি নাইকা পিন্ধত থেতেলিয়াই উলিওৱা গালোচা । ইয়াক সাধাৰণতে বিয়া আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

৪/ বিহা :

বিহা অসমীয়া গোপিনী - বোৱাৰীয়ে পিন্ধা এবিধ বস্ত্রপাগত সাজ । ই এবিধ উত্তরীয় বস্ত্র । ইয়াক কাঁচলি বুলিও জনা যায় । পুৰণি অসমীয়া সমাজত মহিলাই

মেখেলাৰ ওপৰত ৰিহা পিন্ধিছিলে । বক্ষস্থলে আওঁনিবৰে বাবে চোলাটকৈ ৰিহাও ব্যৱহাৰ কৰি আছিল । ৰিহাখনেৰে কঞ্চুলিকা বা ভনাহকপৰ লগতে পিঠিফালো আবৃত কৰি ৰাখিছিল । তাৰ ওপৰত চাদৰ এখন লৈছিয়াই লৈছিল। মাংগলিক কাৰ্য কৰোঁতে বিশেষকৈ সকাম -নিকাম, বিয়া -বাস্তুত অসমীয়া মহিলাই ৰিহা পিন্ধাটো অপৰিহাৰ্য। অসমীয়া শিমিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা ৰিহা দীঘলে আঠ হাত আৰু পুতলে দেঢ় হাত । অসমীয়া বিবাহ অনুষ্ঠানত কইনাই হোঙৰ ওৰিত ৰিহা পিন্ধাৰ নিয়ম আছে । ৰিহা এৰী, কপাহী অথবা মুগা সূতাৰে তৈয়াৰ কৰা কৰা হয় । ৰিহা পাট, মুগা, এৰী আৰু কপাহী সূতাৰে তৈয়াৰ কৰা হয় । ৰিহা পাট, মুগা, এৰী আৰু কপাহী সূতাৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল । পাট আৰু মুগাৰে বোৱা ৰিহা সম্ভ্রান্ত মহিলাই আৰু কপাহী আৰু এৰী সূতাৰ ৰিহা সাধাৰণতে সাধাৰণ মহিলাই পিন্ধিবান কৰিছিল । ৰিহা কেইবাবিধৰো আছে । যেনে:- দহিজলীয়া, গাঁঠিয়লী, গুণাকটা, কেছ বছা, আঁচু জলীয়া, বটে লগা, আঁচলে -পাৰিয়ে গুণাকটা আদি ।

Scanned with OKEN Scanner

৫। চেলেং :

চেলেং বা চেলেং চাদৰ শৰীৰৰ ওপৰ অংশত পিন্ধিবলৈ কৰা অতি জনপ্ৰিয় পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ। সাধাৰণতে দেহৰ সন্মুখত ফালে এটা অংশ আৰু বাওঁ কান্ধেৰে পিঠিৰ ফালে চেলেংৰ আনটো অংশ ওলোমাই লোৱা হয়। অসমীয়া সংস্কৃতিত চেলেং চাদৰক এক সন্মানীয় সাজপাৰ গণ্য কৰা হয়। চেলেংসমূহ সাধাৰণতে পাট বা কপাহী সুতাৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। এখন চেলেং প্ৰায় ২৭৪ চেমি দীঘল আৰু ১৬০ চেমি বহল হয় আৰু ইয়াৰ দুয়োটা মূৰতে ফুল তোলা থাকে। এই ফুলসমূহ তোলোতে সাধাৰণতে সোণালী সুতাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

অসমীয়া লোকসকলে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চেলেং চাদৰৰ ব্যৱহাৰ কৰে।

(i) সোণৰ সুতাৰে চাৰিবৰা চেলেং
(ii) আঁচু দিয়া চেলেং
(iii) গাভিয়লী চেলেং
(iv) পাতি দিয়া চেলেং
(v) গুণাকটা চেলেং
(vi) দবিয়ালি গুণ কৰা চেলেং
(vii) সোণীমা চেলেং

ঐতিহ্যিক বস্ত্র হিচাপে পরিচিত এইবিধ বস্ত্র পুরুষ আৰু মহিলা উভয়ে পরিধান কৰে যদিও ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সীমিত। ইঁচৰি বিহুত মুখিয়ালজনে বিহুৱান বা গামোছা-ৰ লগতে চেলেং চাদৰ পরিধান কৰে। সচৰাচৰকৈ, গোসাঁই আৰু ভকত – বৈষ্ণৱসকলে প্রায় ৰঙিতালমূলকাৰ্য্যত চেলেংৰ ব্যৱহাৰ কৰে। ওজনাৰ গায়ন-বায়নসকলেও চেলেং চাদৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। অসমীয়া বিবাহ অনুষ্ঠানত ৰঙাতলত বৰ-কন্যা উভয়ে চেলেং চাদৰ পরিধান কৰে। দঙাসজৰ চেলেং সাঁথাৰণতে পাটেৰে বোৱা হয় অন্যান্য লাগলিক কাম-কাজলৈ চেলেং লোৱাৰ নিয়ম নাই।

কোনো ব্যক্তিক সম্মান বা সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ প্রশস্তি পত্র, স্মাৰক আদিৰ লগতে বহু ক্ষেত্রত অংগ বস্ত্র হিচাপে চেলেং দিয়া হয়।

৬/ চাদৰ :

চাদৰ হৈছে এবিধ বহল আৰু দীঘলীয়া কাপোৰ বিশেষ। বিশেষকৈ অসমীয়া তিৰোতা লাহুৱে পরিধান কৰা লেহেলা-চাদৰৰ এক অংশ। লেহেলা আৰু চাদৰ মিলি এক সংহতি গঠন কৰে। চাদৰখন সজীৱন-

ওপৰ অংশত পৰিধান কৰা হয়। অসমীয়া মেখেলা-চাদৰ পৰিধানত কলা অনুসৰি চাদৰ খনেৰে দেহৰ সন্মুখত অংশ বিশেষকে ঢোঁট আৰু বক্ষস্থল ঢাকি এটা আগ বাওঁ বাহুৰ ওপৰেৰে নি পিঠিৰ ফালে কিছু দীঘলকৈ এৰি দিয়া হয়। আনহাতে আগ পৌৰৰ সোঁফালে দি পেছাই পিছ কাঁকালেৰে বাঁওফালিলে আনি নাভিৰ ওজত মেখেলাত গোঁজা আৰি গুমুৰাই দিয়া হয়। অৱশ্যে চাদৰ পৰিধান কৰাৰ আন কিছুমান বিকল্পও অৱলম্বন কৰা দেখা যায়। চাদৰ বুলি কলে কেৱল 'মেখেলা-চাদৰ' চাদৰ খনকে বুজা নায়ায়।

চাদৰৰ প্ৰকাৰ অনুসৰি ব্যৱহাৰ ভিন্ন। পুৰণি কালত আহোম মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা চাদৰ আৰু শীত কালত পুৰুষ মহিলা তৈয়ে লোৱা এৰি চাদৰ পৰিধানৰ পদ্ধতি একেই। আহোম স্বৰ্গদেউ সকলৰ দিনত অসমত অভিজাত শ্ৰেণীৰ মহিলাই মেখেলাৰ ওপৰত ছিটা পিন্ধিছিল। বক্ষস্থল আওঁবিবৰ বাবে চোলতকৈ ছিটাত ব্যৱহাৰ বেছি আছিল। ছিটাখনে ভনডোঙৰত লগতে পিঠি-ভাগো আবৃত কৰি ৰাখিছিল। তাৰ ওপৰত ওৰণী লো-ৰাই দণ্ডে সোপাত পৰা বাইলে চাদৰ সেখন মেলিয়াই লৈছিল। এই দুবিধ চাদৰত ইপিণ্ডি চেলেং চাদৰ

শরীরত ওপর অংশত পিন্ধিবান কৰা আন এবিধ চাদৰ-নীয়া বস্ত্রখণ্ডগত বস্ত্র। সাধাৰণতে দেহত সম্মুখৰ ফালে এটা অংশ বাখি লৈ বাওঁ কান্ধেৰে পিঠিৰ ফালে চেলেংৰ আনটো অংশ ওলোমাই লোৱা হয়। এই চাদৰ পুৰুষ মহিলা উভয়েই পিন্ধিবান কৰে। হুঁচৰি বিহুত ঘুমি-য়ালেজনে, সভাধিকাৰ, গোসাঁই আৰু ভকত - কেইবাসকলে প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে চেলেংৰ ব্যৱহাৰ কৰে। ভাওনাৰ গায়ন - বায়নসকলেও চেলেং চাদৰৰ ব্যৱহাৰ কৰে। ভাওনাত ভাৰতীয়া প্রৱেশৰ পূৰ্বে চেলেং চাদৰৰ আঁৰ দিয়া হয়। অসমীয়া বিবাহ অনুষ্ঠানত বৰ - কন্যা উভয়ে চেলেং চাদৰ পিন্ধিবান কৰে। ইয়াৰোপৰি বিবাহ পৰম্পৰা অনুসৰি পনী তোলা, দৰা আদৰা, দৰা কইনা নোওৱা, জোঁৱাই দিয়া আদি কাৰ্যত চেলেং চাদৰ ব্যৱহাৰ কৰে। অন্যান্য মাঙ্গলিক কাম-কাজতো চেলেং লোৱাৰ নিয়ম আছে। অসমীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি সদ্যজাত পাঠকে পুথি পঢ়াৰ সময়ত সদ্যস্নাত চেলেং চাদৰ অথবা বস্ত্রকে আঁৰি দিয়া হয়।

পৌৰাণিক ভাৰতীয় শাস্ত্র অনুসৰি উপনয়নৰ সময়ত উপবিত ধাৰণ কৰাৰ প্রকৃত নিয়মনতে বাঁও কান্ধৰ বাহুৰ ওপৰৰ পৰা সোঁদি পাৰ কৰি আনি সোঁ বাহুৰ তলৰ ফালে লম্বিত লাগে। ওপৰত বস্ত্র বা পবিত্র সূতা পিন্ধিবানৰ ধাৰণা তথা ইয়াৰ তাৎপর্য সকলোলৈয়ে প্রসাৰিত

ইয়ুলেন আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই শালী, চাদৰ আদি পৰিধান কৰিছিল যদিও বৰ্তমান সময়ত পৰিধান কৰা বিষয়টো সংকুচিত হৈ আছে।

অসমীয়া লোকসমাজে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাদৰৰ ব্যৱহাৰ কৰে। যেনে -

① চেলেং চাদৰ
② কেঁচা সুতাৰ চাদৰ
③ পাকোৱা সুতাৰ চাদৰ
④ আঁচু দিয়া চাদৰ
⑤ গাঁৱলীয়া চাদৰ
⑥ পাৰি দিয়া চাদৰ
⑦ গুপাকটো চাদৰ
⑧ বুটাবছা চাদৰ
⑨ জিৰা চাদৰ
⑩ সৰীয়া চাদৰ
⑪ বিছনা চাদৰ

৭/ লেমেলা :

অসমীয়া নাৰীসকলৰ ভিতৰত অতি গাঠিলৈকে পেলাই সন্মুখলৈ দুটামান ভাঁজ দি কঁকালৰ তলৰ অংশত লেমেলা পৰিধান কৰে।

লেমেলাক কিছু আগত পোৱা পৈছিল, যেনে -

Scanned with OKEN Scanner

গোলচেংত লেমেলা . কাঁচিগত লেমেলা , বনকেঙা লেমেলা, কিংখাগত লেমেলা , ওপাকপো লেমেলা , কপাহী সুলাম লেমেলা , চাউমত লেমেলা , নতা লেমেলা , পাটত লেমেলা , সুগাত লেমেলা , বুগে বছা লেমেলা , তাও লেজাং কথী লেমেলা ।

৮/ খনীয়া কাপোত :

অসমীয়া সমাজত খনীয়া কাপোতত গুরুত্ব সর্বাদাকলান আছিল । সেই বস্তখনি দীঘলে বাত হাত আরু বহলে তিনি হাত হয় । চেলেংত বিপরীত খনীয়া কাপোতত দুয়োটা সুতত ফুলেৰে সুশোভিতকৈ বৈ পিন্ধান কৰা হয় । অতীতত খনীয়া কাপোত উচ্চ পদবীধাৰী ব্যক্তিসকলে চিনেৰে বৈ লৈছিল । চেলেং কাপোতৰ দৰেই খনীয়া কাপোতখনিও অতীতত ওপত অংশতেই পিন্ধান কৰা হয় । শীতকালত সৌখিন বস্ত্র গাত লৈও লোৱা দেখা যায় । খনীয়া কাপোত পুৰুষে মৌতুকত দিয়া হৈছিল ।

৯/ বৰ কাপোত :

অসমীয়া সমাজত শীত কালত বহলে চলিত এবিধ কাপোত হ'ল বৰকাপোত । ইমাক পাকোৱা বা উণ সুতাৰে

Scanned with OKEN Scanner

তৈয়ার কৰা হৈছিল। ইয়াক দুজাপাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। বৰকাপোৰ বিলাক বহু যত্নেৰে খইটা মোটা সূতাৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ই দীঘলে প্ৰায় ছয় হাত আৰু পালিহে তিনিহাত মান আছিল।

অসমীয়া শিশিনীয়ে হাড়কঁপোৱা শীতৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তৈয়াৰ কৰা বহু প্ৰকাৰৰ বৰকাপোতৰ প্ৰচলন আছিল, যেনে জাঁউবুলীয়া, কাঠবুলীয়া, ফুলাম বৰকাপো-ৰ, কুহুমবুলীয়া বৰকাপোৰ, আদি ফলীয়া, গাম্বি দিয়া, গুণা কটা, জাগ ফুলাম গাঁতিয়লী বৰকাপোৰ, এতী বৰকাপোৰ, ডাওতী বৰকাপোৰ, নক্সা বৰকাপোৰ, চৰা বৰকাপোৰ, ছকঠীয়া নীত কাপোৰ, পাৰ্শুপীয়া বৰ কাপোৰ আদি।

১০/ চোলা :

পুৰণি দিনত অসমত বহু প্ৰকাৰৰ চোলাৰ প্ৰচলন আছিল, যেনে - নক্সা চোলা, এঙা চোলা, হলৈ চোলা, মিৰ্জাই, ফুটৰে, লোগলৈহ, ঘাগৰা, গোলচেউ, চাটন, বুটাদাৰ, জালি চোলা আদি। স্বৰ্গদেউ তথা উচ্চস্তৰীয় বিষয়াসকলে পিন্ধা চোলাক চাপকন বোলা

যৈছিল। তেওঁলোকে পরিধান কৰা ঐহ চাপকনসমূহ, মেজাংকষি কিংখাপ আৰু গোলচেঁতৰ সূতাৰে তৈয়াৰ কৰি সোণালী সূতাৰে বুটা বাটিছিল। পাছুৰী চামৰ সাকলে পরিধান কৰা দীঘলে, চৌগা নামৰ এবিধ ঢোলা চাপকনৰ ওপৰত পিন্ধাও দেখা পৌছিল, ঐহ চৌগা আছিল জাতি-জাত্যৰ প্ৰতীক।

১২/ পাগুৰি ঃ

মানুহে ৰ'দ, তাপ-বতাহ - ধাতুৰ পৰা আত্ম-ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে মূৰত পাগুৰি লাগিছিল আৰু ইয়াৰ সংস্কৃত নাম হ'ল উষ্ণীষ। শীত-বাতাদিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ যে উষ্ণীষৰ প্ৰয়োজন, তাক সুশ্ৰুত সংহিতাৰ নিদান স্থানৰ চতু বিংশতি অধ্যায়ত বৰ্ণিত হৈছে। আশ্বালায়ন গৃহ্যসূত্ৰৰ এঠাইত উষ্ণীষ কৃত্বা ৰূপে মিটো বাক্য আছে তাৰ বৃত্তি হ'ল - আহতে বাসসা শিৰোভি বেষ্টয়ত্বা: অৰ্থাৎ কাপোৰেৰে মূৰ বন্ধা। মৌৰ্য যুগত কাপোৰেৰে ধনীলোকে পাগুৰি লাগিছিল। ৰাজকল্পতে উল্লেখ কৰিছে যে লঘু পাগুৰি চুলিৰ হিতকৰ, কান্তি-জনক, ৰজোবাট আৰু কফৰ নিবাৰক। অন্যহাতে আলি

আৰু গধুলি পাণ্ডুলি বিভিন্নজনক আৰু চহৰ অঞ্চলবোৰক। বৰ্তমানে সুৰুত পাণ্ডুলি ৰাজ্যৰ চাইতে বাহুল্যজনক পঞ্জাবী নে মাৰাঠী নে হিন্দুস্তানী আৰু 'মিলিত পাণ্ডুলি'।

ৰহ অসমৰ বিভিন্ন জনজাতীয় লোকে আজিও বিয়ৰ ধৰণে সুৰুত পাণ্ডুলি লাহে। হালুৱেসকলে ৰদ-বতাহৰ প্রতিৰোধক হিচাপে দীঘল কাপোৰ এখন আজিও সুৰুত মাৰি লয় আৰু গাঁৱৰ ডেকাসকলে সুৰুত গামোচা ৰাখোৰ আজিও প্রচলিত হৈ আছে। ৰগা আৰু ৰঙীন উত্তৰবিধ কাপোৰকে অসমীয়া লোকে পাণ্ডুলিত ব্যৱহাৰ কৰা হৈ উল্লেখযোগ্য। ড° লীলা গগৈয়ে উকাপাগ, কুহুম বুলীয়া পাগ, গুণাকলা পাগ, চিকণ পাগ, ফটা, ৰঙ পাগ, লখুজাপানত উল্লেখ কৰিছে।

১২/ চুৰিয়া বা ধুতি :

ধুতি বা চুৰিয়া হৈছে এক বস্ত্র বিশেষ। ই ভাৰতীয় পুৰুষৰ এক পৰম্পৰাগত কাপোৰ। ভাৰতীয় পুৰুষে দৈনন্দিন বস্ত্র হিচাপে বা পৰম্পৰাগত ভাবে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান যেনে : বিবাহ ইত্যাদিত ধুতি পিন্ধি থাকে। ৰাজ্যভেদে বিভিন্ন স্থানত ইয়াক বিভিন্ন নামেৰে জনা যায়। পুৰুষসকলে

সকলে কঁকালত পৰা নিম্ন অংশ ঢাকিবলৈ এই ধুতি পৰিধান কৰে। ধুতি সাধাৰণতে এক আয়ত আকৃতিৰ দীঘলীয়া নিচিলোৱা কাপোৰ। এখন ধুতিৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় ৪.৫ মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ ১ মিটাৰ। ই এখন এক বহী উকা কাপোৰ। কামলী থকা ধুতিবোৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত পৰিধান কৰা হয়।

বিভিন্ন অসমীয়া ধুতি বা চুলিয়া

(i) মুগাৰ বৰ চুলিয়া
(ii) পাটৰ চুলিয়া
(iii) কপাহী চুলিয়া
(iv) চিকণ পাটৰ চুলিয়া
(v) বল পাটৰ চুলিয়া
(vi) পাট মুগা মিহলি চুলিয়া,
(vii) লেজাংকটি তিতাকণীয়া চুলিয়া আদি।

Scanned with OKEN Scanner

ষষ্ঠ অধ্যায়

বয়ন শিল্পৰ লগত জড়িত লোকবিশ্বাস

বয়ন শিল্পক লৈ অসমীয়া জনসমাজত বিভিন্ন লোক বিশ্বাস প্রচলিত আছে। পূর্ণিমা, অমাবস্যা আৰু একাদশী তিথিত কাপোৰ বাটি কৰা নাযায়। সেইদিনা বাটি কৰিলে অমংগল হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। সেইদৰে শনিবাৰ, মংগলবাৰ আৰু দেওবাৰেও বাটি কৰা নাযায়। কাপোৰ বাটি কৰা সময়ত সাবধানতে কোনো লোকে বাটি কৰা কাপোৰখনৰ ওপৰলে পাৰ হৈ নাযায়। জেঠ, ভাদ, কাতি, পুহ আৰু চ'ত মাহ অনাকটা কাপোৰৰ বাবে অমংগল হিচাপে গণ্য কৰা হয়। সেইবাবে এইকেইটা মাহক বাদ দি বাকী থকা মাহকেইটাতহে অনাকটা কাপোৰ বৰ পাতি বুলি বিশ্বাস প্রচলিত। মাইকী মানুহৰ মাহেকীয়া হোৱাৰ সময়ত অনাকটা কাপোৰ বৰ নাপায়। মাঘ বিহু আৰু ৰ'হাগ বিহুত দোমাহীৰ দিনাও অসমীয়া শিপিনীয়ে কাপোৰ নবয়। সেইদিনা বৰ বিহু লগা বুলি বিশ্বাস কৰি কাপোৰ নবয়। দুর্গা পূজাৰ অষ্টমীৰ দিনাও কোনো অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত কাপোৰ নবয়। বিয়াত ব্যৱহৃত দৰা আৰু কইনাৰ তেল পানীচোধন নিজ ঘৰৰ মানুহৰ দ্বাৰা বৰ নাপায়, আন শিপিনীৰ দ্বাৰাহে বৈ আনিব লাগে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। কাপোৰ বোৱাৰ

সুবিধার্থে সূতাত যি নাৱ দিয়া যায়, সেই নাৱ দিয়া কার্যও নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসৰিহে কৰা হয়। একাদশী, পূৰ্ণিমা আৰু অমাৱস্যা তিথিৰ দিনা সূতাত নাৱ দিব নাপায়। ৰাহাগ বিহুত মানুহে যি বিহুৱান লয়, সেই বিহুৱানৰ কাপোৰখিনত ব্যৱহৃত সূতাৰ নাৱ দিয়া কৰ্ম ফাগুন মাহতে শেষ কৰিব লাগে। ঠাইবিশেষে অসমীয়া শিপিনীয়ে শালেক প্ৰথমা গাভোচাখন নাম্নঘৰ অথবা অন্যান্য ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ আগ কৰে। সাধাৰণতে ফুৰা-চকা কৰা সাজযোৰৰে অসমীয়া তিৰোতাই পাকঘৰ অথবা গোসাঁইঘৰলৈ নোসোমায়। গা-পা ধুই আন পৰিস্ৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিহে সোমায়। হিন্দু সধৱাই শুধ কাপ আৰু ক'লা কাপোৰ পৰিধান কৰিব নাপায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।

সপ্তম অধ্যায়
বয়ন শিল্পৰ নিৰ্মাণ প্ৰণালী

বয়ন শিল্পৰ সাজ-পোছাক তৈয়াৰ কৰাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়া আছে। প্ৰতিজন শিপিনীয়ে সাজপাৰ তৈয়াৰ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত বয়ন শিল্পৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি সামগ্ৰী যোগাৰ কৰি লয়। বয়ন শিল্পৰ সামগ্ৰীসমূহ তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰিব লগা হয়।

প্ৰথম পৰ্যায়ত, শিপিনীসকলে কি কাপোৰ বা তাক ঠিৰাং কৰি কাপোৰখিনৰ জোখ অনুপাতে বজাৰৰ পৰা সূতা কিনি আনিব লাগে। যদি শিপিনীজনে কেঁচা সূতাৰ কাপোৰ উৎপাদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে কিনি অনা সূতাৰ লম্বৰ অনুযায়ী মাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কেঁচা সূতাৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সূতাবোৰ কোনলে আৰু পিছুল কৰাৰ বাবে মাড় দিয়া হয়। ইয়াৰ উপৰি পোক-পৰুৱাত আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈও সূতাত মাড় দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। চাউলৰ গুড়ি, চাওল গুড়ি, ময়দা ইত্যাদিৰ গুড়িবোৰ মাড় দিয়া কৰ্মত ব্যৱহৃত হয়। এই গুড়িবোৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত পানীত মিহলাই তাত সূতাবোৰ চুবুৰিয়াই দি গঞ্জন কৰা হয়। কিছু সময় পিছত সূতাখিনি জলদগে চেপি মেলাবোৰ উলিয়াই আছুৰি লৈ মাৰি এবেলেত লেলি যাব লাগে। এই মাড় দিয়া

সুতাবোল স্তোকোরাব পিছত আৰু দুটা কাম কৰিব লাগে আৰু সেইবোৰ হৈছে ৰঙা আৰু কাপোৰ বোৱা।

দ্বিতীয় পর্যায়ত, কাপোৰ বোৱাৰ পিছত সুতাবোৰ কাটি আঁতৰাই দিয়া হয়। ইয়াক কাটি বোলা কাৰণে বর্তমান সময়ত দুই প্ৰকাৰে কৰা হয়। এখন হৈছে তাঁতশালৰ পৰা কাপোৰ বোৱা শিপিনীয়ে তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট মাইকত প্ৰতি দিনে কিমান সময়ৰ ভিতৰত কাপোৰ বুনিব লাগে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। সেই সময়ৰ ভিতৰত কাপোৰ বুনি শেষ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে পাব লগা ধনৰ পৰা কিছুমান কাটি ৰাখে। আনহাতে কাপোৰ বুনি শেষ কৰাৰ পিছত তাক কাটি আঁতৰাই দিয়া হয়। কাটি কৰাৰ আন এক ধৰণ হৈছে তাঁতশালত বৰ্তমান ব্যৱহৃত ৰাডিং ৰুম আৰু ড্ৰাম কাৰ্ডিনৰ সহায়ত কাটি কৰা হয়। সেইদেখে কাটি কৰিলে কম মাইহত বহু দীঘল কাটি কৰিব পাৰি।

তৃতীয় পর্যায়ত কাটি কৰাৰ পিছত শিপিনীসকলে কাপোৰখন টোলোৱাত ভৰায় আৰু কাপোৰখনৰ

কণীবোৰ সাবধানে গিঁট মাৰি দিয়ে। পিছত হাকোটাৰ সহায়ত সুতাবোৰ বাঁচত ভৰায় আৰু ৰ' তোলা কার্য সম্পন্ন কৰে। মালখানৰ ওপৰত আৰু তলিপিন্দু মুঠ চাৰিবাৰ ৰ' তোলা হয়। ৰ' তোলাৰ সময়ত সুতাবোৰত গাঁঠি আঁউলে লাগে তেন্তে পোটেই কাপোৰ খনতে আঁউলে লাগি যায় আৰু আকৰ্ষণীয়ত বেঘাতি হয় তল ওপৰ কৰাত ১ ঘণ্টা লাগে।

অন্তিম পর্যায়ত পিপিনীফলে দীঘত সুতাযোত সুমুৱাই ৰখা টোলোঠা শালখন বান্ধি লয়। ওপৰত পিনে থকা ব'খিনি শালখনত নাচনী জঙীত লগত সংযোগ কৰা আৰু তলত পিনে থকা ব'খিনি শালখনত গৰকা জঙীত লগত সংযোগ কৰা হয়। উঘাত পৰা সুতা লৈ যঁতত শলাত মহুৱা কাঠি ভৰাই তাত সুতা মেখিয়াই মহুৱা কৰি তাক আকৌ মাকোত ভৰাই লোৱা হয়। পিছত ভৰিৰে গৰকা জঙীখন লৰাই মাকোৰে বাণী বোৱা হয়।

অষ্টম অধ্যায়

বয়ন শিল্পত কেচালাল আৰু সূতা উৎপাদন প্ৰণালী

অসমলত বয়ন শিল্পত বিশ্বজুৰি এক স্বীকৃতি আছে। ইতিহাসে চুকি নোপোৱা সময়ছোৱাত অসমত বয়ন শিল্পত প্ৰচলন হৈ আহিছে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। অসমত বয়ন শিল্পত ব্যৱহৃত উৎপাদিত প্ৰধান সামগ্ৰী হ'ল - কপাহী, পাট, এৰী আৰু বিশ্বত একমাত্ৰ মুগাত কাপোৰ। ইয়াৰ অন্যান্য কেঁচামাল হ'ল - কপাহ, জান আঁহজাতীয় উদ্ভিদ আৰু ৰেচম সূতা। 'কপাহ' শব্দটো সংস্কৃত 'কৰ্পাস' শব্দত পৰা বিকশিত হোৱা। বিভিন্ন কুমাত বক্তব্যত ভাষাত কৌৰ্পাহ, কবচ, কপাহ এনেবোৰ শব্দতপৰাহ 'কপাহ' শব্দ বিকশিত হৈছে। কপাহ আৰু জান আঁহজাতীয় উদ্ভিদবোৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা যায়। সেইদৰে ৰেচম হৈছে এবিধ প্ৰাণীজাত দ্ৰব্য। ই প্ৰাণীৰ গৰ্ভত উৎপন্ন হয়। নিজৰ গৰ্ভৰ পৰা ৰুশেৰে আঁহ উলিয়াই মিহি বাহ সাজি লয়, সেই বাহৰ আঁহবিলাকৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা সূতাবোৰেই হৈছে ৰেচম সূতা। স্থূলত: মুগা, পাট,

এবী আৰু টহুৱা পলুৰে ৰেচম সূতা দিয়ে । ৰেচম সূতাও আঁহ শক্তিশালী আৰু কোমল । ই দেখাত অতিশয় মনোৰম নোৱা হয়াত এটা উজ্জ্বল চিকমিকনি আছে । ৰেচমৰ পৰা উৎপাদিত বস্ত্ৰ শৰীৰৰ বাবে অতিশয় উপকাৰী আৰু তোলা-পক । ই আন কাপোৰত তুলনাত অনেক দিন স্থায়ী আৰু পৰিমাৰ্জক । ৰেচমৰ অনেকগুলি বিশিষ্ট আন বস্ত্ৰ সমূহ বিশ্বতে আৰিষ্কাৰ হোৱাত দৃষ্টান্ত বিৰল । অসমত ৰেচম সূতা মূলতঃ দুই প্ৰকাৰৰ । সেয়া হৈছে - নুনি গছৰ পাত খোৱা পলুৰ পৰা মোৱা পাট বা নুনি ৰেচম সূতা (মালবেৰি সিল্ক) আৰু নুনিৰ বাহিৰে আন গছৰ পাতেৰে জীয়ন ৰাখি কৰা পলুৰ পৰা উৎপাদিত ৰেচম সূতা (নন মালবেৰি সিল্ক)।

ৰেচম পলু পোহৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়া আছে । ৰেচম পলুয়ে জীৱনৰ তিনিটা অৱস্থা অতিক্ৰম কৰিবলৈ স্বাভাৱিক ৰূপত আঁকোৱালি লয় । এই তিনিটা অৱস্থাক পলু বিজ্ঞানৰ ভাষাত পলু (মথক), লাৰ্ভা (বাহ লৈ) আৰু পখিলা (চেকুৰী) বুলি কোৱা হয় । পলুবিলাকে প্ৰথম অৱস্থাত বাহৰ ভিতৰত সোমাই লৈ ৰূপ ধৰি অদৃশ্য হৈ থাকে । স্থান অনুযায়ী প্ৰায় ৩-৫ দিনৰ ভিতৰত পলুয়ে লৈ বন্ধা কাম সম্পূৰ্ণ কৰে । বাহটোৰ ওলাবলৈ নথকা

Scanned with OKEN Scanner

থাকিলে দেখা পোৱা যায় যে কিছুদিনৰ পিছত গোকটোৰে বাহৰ ভিতৰতে গৌট সলায় আৰু পখিলা হৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহে। এই বাইটোক পলু বিজোনৰ অৱস্থাত 'মোলা' বোলা হয় আৰু এই মোলাবোৰ পৰাই সুতা কটা হয়। পলুৰ এই মোলা বোৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ উত্তাপ দি পানীত ৰখাত উতলাই লব লাগে। উত্তাপ দিওঁতে ৰেচমৰ স্থিতিস্থাপকতা যাতে হ্ৰাস নাপায় সেই কথাটোত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগে। পলু-বোৰ পখিলা হৈ ফুটি ওলালে লাটবোৰ পাতল হৈ যায় বাবে কিছু কিছু মইত লাট বা লৌবোৰ বাহ বান্ধি থকা অৱস্থাত ৰ'দত দি তাৰবা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ উত্তাপ দি পলুবোৰ মাৰি পেলোৱা হয়। তাৰ কিছুমানে তাকৰী ৰাখি দি লৌবোৰে মাখি পেলায়, অৰ্থাৎ এখন চালনিত কলপাত এখন পাতি লৈ তাৰ ওপৰত আধা ৰেপেতমান ওখ কৰি লৌ ৰাখি তাকৰী তাৰ ওপৰত কলপাত ঢাকি দি তাৰ এখন সমান জোখৰ চালনিৰে ঢাকৰ মাখি উলাহ দোপোৱা যেন কৰি বান্ধি ল'ব লাগে। পিছত প্ৰায় দুঘণ্টামান এখাকৈ চাং সাজি তলত দুই জুলীয়ে তাপ দিব লাগে। প্ৰায় ৪-৫ ঘণ্টামান দুই দিয়াৰ পিছত লৌবোৰ মখি যায়। মিকেনো উপায়েৰে লৌপোৰ মৰাৰ পাছত ৰ'দত লৌবোৰ শুকাই থাব লাগে। লৌ-বোৰ ভালদৰে শুকাই থালে ১০-১৫ বছৰলৈকে সুতা কাটিব পাৰি।

ৰোচনত ঐহ লৈটাবোৰৰ পৰা সূতা কাটিবলৈ হ'লে প্ৰথমাৱস্থাত লৈটাবোৰ আঙুলিত জিজাই কোনলে কৰি ল'ব লাগে। কোনল হোৱাৰ পিছত লৈটাবোৰৰ পৰা টাকুটীৰ সহায়ে সূতা কাটিব লাগে ।

ৰোচন উৎপাদনকাৰী গাঁওসমূহে সাধাৰণতে গছৰ পাত খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে । এবী পলুৱে এৰা, কঁঠা, মেছেঙ্গ, শিমলু, অসিত আৰু গছ জালুৰ পাত খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে । এবী পলু সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰৰ ভিতৰতে পালিত হয় । এবী পলুৱে ইম দি পোৱালি জগায় । মুগা পলুৱে সাধাৰণতে চোম, সোঁৱালু, চঁপা আৰু মেজাংকৰি গছৰ পাত খাই প্ৰতিপালিত হয় । নিৰ্দিষ্ট গছৰ পাত খোৱা পলুক সেই নিৰ্দিষ্ট নামেৰে জনা যায় । যেনে- চোম গছৰ পাত খাই উঠা বাহৰ পলুক 'চোমপতীয়া মুগা', চম্পা ফুলৰ পাত খাই উঠা বাহৰ পলুক 'চম্পাপতীয়া মুগা', আৰু মেজাংকৰি গছৰ পাত খাই উঠা বাহৰ পলুক 'মেজাংকৰি মুগা' নামেৰে জনা যায় । মুগা পলুৰ কণী ফুটিলেই ছানা পলুবোৰ মুকলি ঠাইৰ গছত লগাই দি পলুবোৰ সকলোকে বৈ থাকিবলগীয়া হয় । পলুবোৰ পখিলে ধৰি আনি ঘৰত লৈ বান্ধিবলৈ দিয়া হয় । তেইদৰে পাট পলুৱে কেৱল নুনী গছৰ পাত খাই প্ৰতিপালিত হয় । পাত পলুও এবী পলুৰ নিচিনা ঘৰৰ ভিতৰত পোষা হয় । পাট পলু

প্রধানত দুই প্রকারের - সরু পাট আর বড় পাট। সরু পাটের পাটের গাছের বহুবেকের দুরাত্মকে উৎপন্ন করার বিপরীতে বড় পাটের গাছের বহুবেকের দ্বারাত্মকে উৎপন্ন করা হয়।

প্রাচীন কালের পরা অসমত কাপোর বোরাটো এটা গুরুত্বপূর্ণ আর মর্যাদাপূর্ণ কাম হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে। সেইবাবে ভারতবর্ষর আন ঠাইর লেখীয়াকে 'তাঁতী' নামের বৃত্তিগত সম্প্রদায় এটা অসমত পাবলৈ নাই। চলিত পুথি অনুসারি শংকরদেবের বৃন্দাবনী বস্ত্র বোরাবলৈ তাঁতীকুছিলৈ তন্না-মোরার কথা উল্লেখ কৰিছে যদিও সেয়া বস্ত্র বোৱা কামসমূহৰ লগতহে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। পরবর্তী পর্যায়ত গুৱাহাটীকুছিত ব্যৱসায়িক লক্ষ্যৰে বস্ত্র শিল্প গঢ় লৈ উঠিছে যদিও 'তাঁতী' নামের বৃত্তিগত সম্প্রদায় এটার কথা তাতো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়।

অসমত কাপোর বোৱাত পরম্পরাগতে প্রাচীন কালেপরা নাৰী সমাজত প্রচলিত হৈ আহিছে। কপাহ খুন্দা তথা আন পলুহ পরা সূতা কাটি কাপোর যে উলিওৱালেকে সম্পূর্ণ কাম নাৰীসকলেই কৰি আহিছে। তদুপরি জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ নির্বিশেষে সকলো পরিয়ালর তিৰোতাৰ বাবে কাপোর বস্ত্র জৰীপো এটা আৱশ্যকীয় গুণরূপে স্বীকৃত হৈ আহিছে। প্রাচীন কালত

আচ্যরন্ত ঘনত্ব তীয়ৰী - বোৱাৰীও বোৱা কাঁত বিলোস পাৰত আছিলে । কাপোৰ যব নজনা তিলোতাক তাকাজী বা খুপিৰি বুলি আছিলহ্ম কথা হৈছিল আৰু এন খতাৰ ছোৱালী বহু ক্ষেত্ৰত আবিষ্কৰ হৈ থাকিব লাগিছিল । সেয়ে তাঁতশালৰ লগত তাৰ্কীয়া ৰাখিলোৱ এক ওত:প্ৰোত সম্পৰ্ক আছে ।

নবম অধ্যায়

লোক সাহিত্যত বয়ন শিল্প

লোক সাহিত্য আৰু লোক গীতত সাজপাতৰ প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। বুঢ়ী আইৰ সাধুত চিলনীৰ জীয়েক আৰু তাইৰ চিলনীৰ জীয়েকক চিলনীয়ে আহি কাপোৰ বৈ দিয়া, 'তেজীমলা' সাধুত পাট কাপোৰৰ বাবে মাহীয়েক তেজীমলাক গালি দিয়া কাহিনীৰ উল্লেখ কৰিছে। বাজনাহী গীত, গালিতা, নাওখেলৰ গীত, নিচুকণি গীতত সাজপাতৰ অনেক প্ৰসংগ পোৱা যায়।

গালিতা - তাৰতে চুৰীয়া লেটেই নিশিন্তিবি
নাটিক নুবুলিবি লো
কোনোবাই কওঁতে কটিয়াই নাভিবি
বাজী দুখুনীও লো।

নিচুকণি গীত - বাপুকন খুনীয়া পাটতে চুৰীয়া
সুৱৰত হেঙুলীয়া ছাতি।
বাটত বাটেৰ-বাই হৈ হৈ যুধিছে
ৰোদ কিয়াতে নাতি।

Scanned with OKEN Scanner

নাওখেলৰ গীত - এ মঁতৰ মঁতৰ কৰে নাই
হায় মোৰ সোলুৱা হে ।
এ মঁতৰ আনি দিলু নাই
হায় মোৰ সোলুৱা হে ।

তাঁতশালে লোক সাহিত্যত এক বিশেষ ঠাই অধিকাৰ কৰিছে । তাঁত , তাঁতী , মঁতৰ আদিক লৈ জুনা আৰু নালিতাও ৰচিত হৈছে । তাঁতীৰ জুনা , মঁতৰ জুনা , কপাহৰ জুনা আদি জুনাসমূহৰ দৰে সদৃশ জুনা আন ভাষাত থকা বুলি জনা নাই । তাঁতীৰ জুনাত গাঁৱৰ বাৰে কাপোৰ বোৱাবলৈ কৃষ্ণ তাতীৰ ঘৰ পাইছেগৈ :

শুনি তাঁতী সোৱে আতয়োৱ কৰি
কি মো প্ৰভু ব'ল কোনে কৰি ।

কৃষ্ণই কেনেকৈ ক'ব , কি ফুল বাছি তাত পৰামৰ্শ দিছে।

প্ৰকৃতি জগতৰ বিভিন্ন উপাদান - গছ - গছনি , ফুল , তৰ - চৰা , নদ - নদী , জীৱ - জন্তু , সূৰ্য , তৰা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ৰ ফুল বাছিবলৈ তাঁতী জুনাত পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । লগতে কোনটো ফুল আগত আৰু কোনটো ফুল পিছত বাছিব সেই সম্পৰ্কেও নিৰ্দেশনা আগবঢ়াইছে । কপাহৰ জুনাত কপাহ আনি তাত পজা কিদৰে সূতা কৈ উলিয়াই কাপোৰ বৰ পাৰি তাৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে । সেইদৰে মঁতৰৰ জুনাত মঁতৰৰ জন্ম বৃত্তান্ত দাঙি ধৰা হৈছে ।

অসমীয়া জাতিৰ সদ বিহুগীতসমূহত বয়ন শিল্পৰ সামগ্ৰীসমূহৰ উল্লেখ আছে। যুগাৰ মহুৱা, মাকো, মৰুৱা কাঠৰ যাঁতৰ, কেতেকী চৰায়ে সৰু কাঁচৰ প্ৰতীক টিক, ঠেকেচি যাঁতৰ ভঙাৰ উল্লেখ, বিহু কাপোৰৰ প্ৰসংগ, কাচুতি সুনেকি পাৰাৰ প্ৰসংগ, এষীয়া আৰু কমাহী কাপোৰৰ প্ৰসংগ, ৰঙা বিলা গাত লোৱাৰ উল্লিখন, সৰুকে যুগাৰ বঁটীয়া বাঁটিবলৈ দিয়া বাৰ্তা, তাল চাই যুগাৰ মেখেলা আনিবলৈ কোৱা অনুৰোধ, এৰাপাত নাৰাহ এষী মৰাৰ প্ৰসংগ, চেনাইৰ তাঁতশাল, যন্ত্ৰী দাতিৰ মাকো, তাঁতৰ শালত দেখি বহে পৰা, পদুম ফুল বাছি গালোচা বোৱা, ওদাম পাঁচোতাত কুকুৰা বোলা, চিৰিশালি, বৰঘৰৰ মূৰত তাঁত বৈ থকা, কোমল বুতিৰে বহোৱাল মৰা, ফাঁ যাঁচতি, টোলোঠা, সৰু সূতাৰ চেলেং, পাঁজি কটা, তাঁত ধৰা, কঁকালৰ গামোচা, গাৰ চেলেং, তাঁতৰ পাট, উঘা পকোৱাদি পকাই কথা কোৱা আদি অজস্ৰ প্ৰসংগ ঠাই পাই আছে। বিহুগীতত উল্লিখিত এই প্ৰসংগবোৰে অসমীয়া মানুহৰ জীৱনৰ লগত বস্ত্ৰ শিল্প আৰু সাজপাৰৰ নিবিড় সম্পৰ্কক কথাকে সূচায়।

বিয়ানামসমূহলো তাঁতশাল আৰু সাজপাৰৰ অনেক প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা হৈছে। ছাঁতে শুকোৱা মুগিতে নুকোৱা কইনাৰ সাজ, বুটা বস্ত্ৰা কাপোৰ, দীঘলকৈ ওলাই লোৱাৰ প্ৰসংগ, তাঁতৰ গামোচা তাঁতত থকা, তাঁতত

হালে নালে কাঁকাইত ধানো গাঁথো, ইয়া ছেৱেকীয়ে বন্ধা আদি অনেক প্রকারৰ বিয়াদাদাত আছে। অসমীয়া বহিলাই দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত সম্পৰ্ক থকা তাঁতশালৰ সামগ্ৰী বিষয়াকতো উল্লেখ কৰিছে সেয়েহে —

বাঁহীৰ পাচফালে কাঁহে তাঁত শালে
চালত বন্দিনে ইয়া ছেৱেকীয়ে
কলাকণ দাজতে ঢেঁকীতাকে কাঁহে ঢ
ঢাবলেত কান্দে মাকে।

ওগলা-পাৰতীৰ গীত:

তেতেলী তলতে কলো তাঁত মাটি
পাহৰি আহিলো কুঁচি।

পাটলা সজোৱা গীত:

বাঁহৰে বখুৱা মৈনো
ডুমালে আনিছে শুৱালকুছীয়া পাটত কলেও
আনন্দ কৰি লৈনো।

অসমীয়া প্ৰবচন, ফকৰা - যোজনাত সাজপাত সম্পৰ্কীয় কথাত উল্লেখ আছে:

ক) ফটা হওক, ছিটা হওক পাটৰ টঙালি
কপা হওক, কুঁজা হওক ভৰ্জাৰ পোৱালি।

খ) বিৰিণাৰ পাতে কঁকাল কাটে
ঘূণ ঘূণী মঁতহে নাকফ কাতে।

গ) কথাৰে শুনে কঠিয়া
মঁতৰে শুনে বটিয়া

ঘ) ঝাকতকে জীয়েক কাজী
ঢেঁকী চৌত্তাত বহি পাঁজি ॥

ঙ) পাট কাপোতেত্তে গা কাঁপে, কানি পিন্ধিবে মন

চ) ঢেঁকী মোত্তাত পাঁজি বহা।

ছ) ঝাকে নাজানে তাঁতত দিয়া, জীয়েকত গাত ফুলায় দিয়া।

জ) মহুৱা পকোৱাদি কথা পকোৱা।

ঝ) পুত্তে পোহত হল সিজা মুগা দহখুনি
জন সমাজত প্রচলিত সাঁথৰত যঁতত সম্পর্কে

এনেদৰে প্রশ্ন কৰিছে :

তো তো কত্তে তোলোৱা নহয়
চৌত তাছে পখী নহয়
লে = লাখিম নহয় কেত্তে উত্তৰ হব

দশম অধ্যায়
সমাজ জীৱনত বয়ন শিল্প

কাপোৰ - কানি সম্পৰ্কে প্ৰাচীন কালৰ পৰা বৰ্তমান লৈকে অসমীয়া সমাজত বিভিন্ন নিয়ম প্ৰচলিত। পূজা-পাৰ্বন, মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ তথা অন্যান্য অনুষ্ঠানত পুৰোহিতক বস্ত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। মানুহৰ মৃত্যুৰ পিছত নতুন কাপোৰ পিন্ধাই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সমাপন কৰা নিয়ম অসমীয়া সমাজলৈ প্ৰচলিত হৈ আহিছে। মৃতকৰ কবৰ, চৈধ্যগত নানা বস্তুৰ লগতে কাপোৰ - কানি আগবঢ়োৱা নিয়ম অসমীয়া সমাজৰ লগতে পৃথিৱীৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে প্ৰচলিত হৈ আহিছে। বিবাহ অনুষ্ঠানত দৱা আৰু কইনাই এক বিশেষ ধৰণৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে। পূজা - পাৰ্বণত তথা সাজ পৰিধান কৰাটো এক প্ৰচলিত দস্তুৰ। নতুন বস্ত্ৰ আগবঢ়াই দৱা-কইনাই সন্মানীয় ব্যক্তি-সকলক সেৱা জনোৱাটো অসমীয়া বিবাহৰ এক প্ৰাসংগিক অনুষ্ঠান। সেইদৰে গুৰু গোসাঁই অথবা নামঘৰত সেৱা জনালে কান্ধত চাদৰ বা গামোচা এখন পাতি দিছে। বিয়াৰ দিনা দৱা - কইনাক গা-ধুওৱাৰ পিছত আত্মীয় - কুটুম্বই গামোচা বা আন বস্ত্ৰ দান দিছে।

তাঁতশালত ধর্মীয় বিশ্বাস কিছুমান জড়িত হৈ আছে। সূতা কটাত দেৱা আৰম্ভ কৰি কাপোৰ বৈ উলিওৱালৈকে প্রতিটো কাম অসমীয়া শিল্পিনীয়ে অত্যন্ত শুচিতাৰে সম্পাদন কৰে। তাঁতটি পাতে কাপোৰ বোৱাৰ কোনো কাম নকৰে, আনকি তাঁতশালৰ কোনো সঁজুলিও স্পর্শ নকৰে। শনিবাৰ আৰু মঙ্গলবাৰক অশুভ দিন হিচাপে গণ্য কৰা হয় বাবে সেই দিনকেইটাত তাঁত লগোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে। সেইদৰে তাঁত-শালৰ পাতিবৰ সময়ত 'বিশ্বকৰ্মা দেৱতা'ৰ নামত প্রথমে দুটা পুতি তাঁতশালৰ মংগল কামনা কৰা হয়। তাঁতশালত বিদ্যুতি লাগিলেও বিশ্বকৰ্মা দেৱতাৰ চুঁৰ লগা বুলি বহু মানুহে বিশ্বাস কৰে। সঁজুলিসমূহক শিল্পীসকলে অতিশয় পবিত্র জ্ঞান কৰে আৰু তাক সযতনে বাখিবলৈ চেষ্টা কৰে। আনকি কোনো কোনো সঁজুলি মান-বাহনত নিব নালাগে, নিজে কঢ়িয়াইহে নিব লাগে বুলি বিশ্বাস প্রচলিত আছে। বয়ন শিল্পৰ সাধাৰণ সঁজুলি বাঁহ, কাঠ, লোহাৰে নির্মিত আৰু অতিশয় হালুকা বাবে যান-বাহনত নিলে ক্ষতিগ্রস্ত পাৰে বুলিও হয়তো ঐহে বিশ্বাস কৰে। তদুপৰি যান-বাহনত নিলে সঁজুলিবোৰত ওপৰত কাৰোবাৰ নজৰ লাগিব পাৰে বুলিও বিশ্বাস কৰা হয়। প্রাচীন কালত গ্রামাঞ্চলৰ কোনো ঘৰত কন্যা সন্তান জন্ম হ'লে মৃত শিশুৰ বয়ন শিল্পৰ লগত জড়িত নানা সামগ্রী শোৱাৰ নিয়ম প্রচলিত হৈ

আহিছে। বর্তমানেও ঐহ পৰম্পৰা অব্যাহত আছে।

তাঁতশালৰ আৰু শ্ৰীৰ ঐহ সম্পৰ্কে সো সিক কল্যাণ হকে যাতে অটুট থাকে, শিল্পিনীৰ শিল্প নৈপুণ্য যাতে বৃদ্ধি পায় আৰু অসমীয়া গাভৰুৱে যাতে ব্যক্তিগতভাৱেও আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে তাকেই এক মুক্ত আকাশ পোৱা যায় তাঁতশালৰ পূজাত।

তাঁতশাল পূজাত দহে আন ঐটা পূজা আছে। যাক 'আইলা' পূজা' বুলি কোৱা হয়। শাৰদীয় নৱমী তিথিত দিনা, স্নান ভেদে দশমীত দিনা সাধৰা নাৰী আৰু কুমাৰী ছোৱালী-সকলে বোৱাকাপ বিন্যাত পাতি হ'বলে কলপাতত জেদত, কোমা-আ, নৈবেদ্য আদি ঢাকি-বন্ধি, ধূপ-ধুনাৰে ধুমুহত অধিষ্ঠানী আইলা দেৱী'লৈ আপবোৱয়। আইলা পূজাতো বোৱা-কটা সম্পৰ্কীয় গীত-মাত গোৱা হয়। যেনে -

দেৱী আইহ ঘৰতে কি বস্তু নাইকিয়া
চেপৌটা কপাহে দম
তায়তী কৰে দেৱী আই নচাঁতাৰে
ঘনে ঘনে এক্ষেমান।

আইলা পূজাক আউলা পূজা বুলিও কোৱা হয়। আইলা পূজাৰ গীত গাদত থকা আই আহিলা শব্দৰ পৰাও 'আইলা' শব্দও উদ্ভৱ হোৱা বুলি ভবাত অবকাশ আছে। আনহো আউল শব্দৰ অৰ্থ সুতাত জেটি লগা। সুতাত জেটি ভগত কাৰণতে কোৱা পূজা হিচাপেও আউল শব্দৰ লগত আইলা শব্দ সংপৰ্কিত হ'ব পাৰে। এতেকে দেখা যায়

তাঁতশালে পূজা আৰু নাইলা পূজাৰ উদ্দেশ্য এটাই - দেবী লাইত কৃপা আৰু কৰি প্রতিগৰাকী শ্রী বেলি শিল্পিনী সকলৰ আৰু অসমৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰা।

একাদশ অধ্যায়

সাধারণী

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় বয়ন শিল্পর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যর সমন্বয়ে অসমর বয়ন কলাক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যলে গৌৱৱান্বিত কৰি আহিছে। ৰাজ্য-পথাৰ চুৱা দিশৰ বিভিন্ন দাফিৰ বয়ন কলাত বৈচিত্ৰ্য বয়ন কাৰ্যত লিপ্ত হৈ পাৰিয়লৰ বস্ত্ৰ চাহিদা পূৰণ কৰোতে জাতীয় নাৰীসকলৰ যথেষ্ট কষ্ট হয় যদিও তেঁইলোকে সেই কষ্টক কষ্ট বুলি নাভাবে। বোৱা-কটাৰ অন্ত লৈ তেওঁলোকৰ মাজে আনন্দৰ, আত্মসন্তুষ্টি আৰু নিষ্ঠাৰ অন্ত নেদেখে। প্ৰতিগৰাকী জাতীয় নাৰীৰ কৰ্ম দক্ষতা আৰু বয়ন কাৰ্যত তেঁইলোকৰ নিপুণতাত ভিত্তি এই শিল্প কেৱল এক ব্যৱসায়িক শিল্প কলা বুলি নকৈ ইয়াক বাণিজ্যিক ভিত্তিত যদি লোৱা হয়, শিল্পীসকলে আৰ্থিক আৰু কাৰিকৰী আদি দিশত যথেষ্ট উপকৃত তথা উৎসাহিত হ'ব আৰু ইয়াৰ ফলত অসমৰ ঐতিহ্যময় বয়ন শিল্পৰ বিকাশিত আৰু অধিক ব্যৱস্থাপনা সম্ভৱপৰ হ'ব। এসময়ত অসম বয়ন শিল্পত চহকী আছিল যদিও বৰ্তমান এই শিল্প বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হৈছে। ইয়াৰ হাই কাৰণ হৈছে আধুনিক বিজ্ঞানৰ আবিষ্কৃত বৃহৎ যন্ত্ৰ পাতিৰ সহায়ত তৈয়াৰ হোৱা কাপোৰৰ প্ৰতি প্ৰতিযোগিতাৰ নগত হৈ তিষ্ঠিব

পরা নাই । বৃহৎ কল - কাৰখানাত উৎপাদিত হোৱা কাপোৰৰ তুলনাত হাতেৰে বোৱা কাপোৰত শ্ৰম বেছি হয় । ফলত ইয়াৰ চাহিদা কমি গৈছে ।

বয়ন শিল্প তাঁতশালৰ এক আদুতীয়া শিল্প যদিও এই শিল্পক ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা ৰ প্ৰয়োজন । চৰকাৰৰ আগ্ৰহ নাথাকিলে আজি এই শিল্পৰ বিশেষত্ব বিষয়ে আগলীয়াসকল সচেতন হ'লে নিশ্চয় এই শিল্প পুনৰ ১ম স্থান অধিকাৰ কৰিব আৰু বিশ্ব দৰবাৰত অসমীয়া শিলিনীৰ যশকীৰ্তি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ।

১১. পাদটীকা

১/ প্রফুল্ল ডেকা : গবেষণা গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৯-১০

২/ ড° ত্রিদিব গোস্বামী: সংস্কৃতির মূলসূত্রাদি পৃষ্ঠা- ২১

৩/ প্রদীপ চলিহা : পুথি আসমাত কারিকরী শিল্প - ১৯

৪/ নিখিল প্রভা বরদলৈ : লোক সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা- ১২

৫/ https://silachorai.com/boyon-shilpa-tribal weaving-tradition-assam পৃষ্ঠা- ২৭

Scanned with OKEN Scanner

১১.৩ সাদলদাঁত।

ক্রমিক নাম	ভূমিকা	ঠিকানা
১/ ডঃ অনুপমা বাতা	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
২/ ডঃ আছমা ইয়াছমিন	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৩/ চন্দ্রানীদেবী বর্মন	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৪/ আশ্রাফুল ইছলাম	গুরুগাম্ভিক	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৫/ কণিকা সাহা	ছাত্রী	ধলেশ্বর ঘাট
৬/ সুচিত্রা বর্মন	ছাত্রী	ধলেশ্বর ঘাট
৭/ প্রীতি বর্মন	ছাত্রী	টিকরীকান্দা

Scanned with OKEN Scanner

১১.৪ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১/ ভেকা, অতুল : গবেষণা গ্রন্থ

২/ গোস্বামী, ড° সিদিব : সংস্কৃতি বুলেটিন

৩/ চলিহা, প্রদীপ : পুরণি আচাৰ কাৰিকলী-শিল্পকা

৪/ বৰদলৈ, নির্মল প্রভা : লোক সংস্কৃতি

৫/ https://nilacharai.com/boyon-shilpa-traibal weaving-tradition-assam

Scanned with OKEN Scanner

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তগত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- অসমীয়া সংস্কৃতিত তাতঁশালাৰ ব্যৱহাৰ

প্রস্তুতকর্তা

নামঃ-দিলৰুৱা খানম

শ্রেণীঃ- স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নং ঃ- UA-201-101-0029

পঞ্জীয়ন নং ঃ-20023020

শ্রেণী ৰোল নং ঃ-210

কাকত ঃ প্রকল্প (ASM-HE-6056)

তত্ত্বাবধায়িকাঃ

ড° অনুপমা বাভা

Scanned with OKEN Scanner

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Axomiya songskritit tatxalor beyabohar"** submitted by DILRUBA KHANOM. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

Scanned with OKEN Scanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"অসমীয়া সংস্কৃতিত অতিক্রান্ত ব্যবস্থা" শীর্ষক বিষয়টি অধ্যয়নৰ বাবে বিবাচন কৰাৰ পৰা আদি কবি অধ্যয়ন সহায়ক মুঠত কবি ডিলেশ্বৰ বৈশ্যৰ 'পৰাপ্তিকা' কি আমাৰ তত্ত্বাবধায়িকা গুৰু ড° অনুপমা বাজ বৰিজেউ দিলে আৰু আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ।

আমাৰ অধ্যয়ন কৰ্মৰ গাৰিকি মূল্যায়ন কবি দিয়া আৰু অনিমি চেকদত সাহস আৰু প্ৰেৰণা দি অসম লক্ষ্মীপুৰ ৰাহবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ যুৱনী অধ্যাপিকা ড° অনুপমা বাজ বৰিজেউ দিলে অশেষ নিলোদিছোঁ লগতে কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ।

প্ৰবন্ধটি পঢ়ি চাই মূল্যবান পৰামৰ্শ দিয়াৰ লক্ষ্মীপুৰ ৰাহবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ যুৱনী অধ্যাপিকা লগতে আমাৰ অধ্যাপিকা ড° অনুপমা ডেকাৰাজি অধ্যাপিকা চন্দ্ৰাৱলী দেৱী বৰুৱা, অধ্যাপক ৰফিকুল ইছলাম চৌধুৰী লগতে বিভাগৰ আটাইকে শ্ৰদ্ধেয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা লোকলৈ নিলোদিছোঁ।

সূচীপত্র

বিষয় : পৃষ্ঠা নং :

প্রথম অধ্যয়ন : ভূমিকা

১.১. বিষয়বস্তু পরিচয় ০-১

১.২. অধ্যয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ০-২

১.৩. অধ্যয়ন পদ্ধতি ০-৩

১.৪. অধ্যয়ন পরিসর ০-৪-০৬

দ্বিতীয় অধ্যয়ন : মূল বিষয়ের আলোচনা

২.১. ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাস ০৬-০৭

২.২. ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রকারভেদ ০৮-০৯

২.৩. ভাস্কর্যে ব্যবহৃত মেঝে ও পদ্ধতি ১০-২৫

২.৪. ভাস্কর্যের গঠন ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ২৬-৩১

২.৫. ভাস্কর্যে ব্যবহৃত রঙ ও রূপায়ণ ব্যবস্থা ৩২-৩৪

২.৬. বিখ্যাত ভাস্কর্য ৩৫-৪১

২.৭. বিশ্বের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গঠিত ভাস্কর্য ৪২-৪৫

তৃতীয় অধ্যয়ন : উপসংহার :

৩.১. সমাপনী ও মন্তব্য ৪৬-৪৭

৩.২. গ্রন্থপঞ্জি ৪৮

৩.৩. সহায়ক গ্রন্থসূচি ৪৯

৩.৪. পরিশিষ্ট ৫০

প্রথম অধ্যায়

১.১. বিষয় পরিচয় :- অসমৰ প্রতিটো জনজাতিৰ তথা অসমীয়া শিল্পিনী সকলৰ মাজে তাঁতশালৰ এক বিশেষ ভূমিকা আছে। অসমীয়া জীৱাকী বোলাবী সকলৰ মাজে তাঁত শালৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। তাঁতশালৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এখাৰ বোৱাবা এক বহু মূলীয়া সম্পদ। তাঁতশালে গৰখা প্রচলনৰ বিষয়ে যদিও সঠিক উত্তৰ দিব নোৱাৰি। তথাপি আমেকেৰাই আমাৰ দেশ ভাষা পৰিচালিত। তাঁত সুতুৰি (কৰঘোৰা) সৃষ্টি হোৱা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন তাঁত শিল্পৰ সৈতে নিকট সম্পৰ্ক বহুতাকৈ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি। যে এই শিল্প প্রথমে পাৰ্শ্ব দুশ বছৰ আগৰ পৰাই প্রচলিত আছিল। এই বস্তুত তিনি ধুবি হাত পুতল দুধুবি হাত দীঘল। তেতিয়া পিন হাহাৰ গান্ধীয়ে সমস্ত অঞ্চলে আছি অসমীয়া শিল্পিনীৰ তাঁতশালৰ নিপুণ হাতৰ সুধ তলা চেষ্টা আৰম্ভিত হৈ কোঁচৰ অসমৰ শিল্পিনীয়ে তাঁতশালত অংশগ্রহণ কৰে।

১.২. তাঁতশিল্পের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য :—

তাঁতশিল্প অসমীয়া সংস্কৃতির লোকশিল্প। তাঁতশিল্প অসমীয়া বোরোবী সকলের জেনফ্রি চাষ। অসমীয়া সমাজত তাঁতশিল্পর ব্যবহার অতি প্রাচীন কালর পরা চলি আছে। বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তি কারণে বহু কিছু তথা মিলিল সকলে ব্যবসায়ীক কার্যালয় চৌহদত দিনে নিশাই তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ পরিছে। এই তাঁতশিল্পর উন্নতিয়ে প্রযুক্তি বিদ্যা চলিওয়া নানা ধরণর কাপোর বজারত বিক্রী করে। বিক্রেতাকে বহু মিলিল সকলে প্রযুক্তি চলিওয়া সমালোচা, চাদর আৰু বিভিন্ন ধরণর চুলেরিক বাজারে প্রস্তুত করা কাপোর আদি অসমর বিভিন্ন বিভিন্ন ঠাইত বজারত বিক্রী করা হয়। এনেকুরে আলোচনা করা হ'ল তাঁতশালত লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য।

১.৩. অধ্যয়ন পদ্ধতি :—

'অসমীয়া সংস্কৃতি - অতীতকালৰ ব্যুৎপত্তি'

এই বিষয়টোৰ অধ্যয়ন কৰোঁতে মই বৰ্ণনাত্মক

ক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি এই বিষয়টোৰ

আলোচনা কৰিছোঁ।

১.৪. তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি :-

- তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা আলোচনা করলে পাই -

(i) ক্ষেত্র পদ্ধতি
(ii) গ্রন্থাগার পদ্ধতি

(i) ক্ষেত্র পদ্ধতি :- 'লোকসংস্কৃতি' সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। ক্ষেত্র পদ্ধতি হিসাবে বিশেষভাবে লোকসংস্কৃতি ব্যবহার হওয়ার অন্যতম বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করার উপরিও এই সামগ্রিক লোকসংস্কৃতিকে সামগ্রিক রূপে।

(ii) গ্রন্থাগার পদ্ধতি :- মোট আলোচনার বিষয় হিসেবে কেবল লোকসংস্কৃতি তথ্যসংগ্রহ। ইহাতে তথ্যসংগ্রহের লক্ষ্যে বিভিন্ন লেখা বিশ্বাস, গীত-গান, লোক তথ্যসংগ্রহ ব্যবহার হইয়াছে

বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। গতিকে মোর আলোচনার পরিমাণ হয়ানতে আবদ্ধ।

দ্বিতীয় অধ্যায় :- মূল বিষয়ের আলোচনা

2.1 :- অসমীয়া তাঁতশালর বস্ত্রপাতি :- অতি প্রাচীন কাললৈ পৰা অসমত হস্তশিল্পৰ জোন হোৱা দেখা পোৱা যায়। বিভিন্ন ধৰণৰ আহাৰাদিৰ উপযোগী বস্তু নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে অভ্যন্তৰ পৰিচয় দি গৈছিল। বুৰঞ্জীত উল্লেখিত অনুযায়ী আহোম ৰাজত্বৰ সময়ত তাঁতশালৰ প্ৰচলন হৈছিল বুলি ধৰা হয়। এই তাঁতশালৰ আবিষ্কৰ্তাক কোনেও বা কেতিয়া ইয়াৰ আবিষ্কাৰ হৈছিল, সেই বিষয়েও কোনো আবিশ্বাস্য তথ্য নাই।

পুৰাতত্ত্ববিদসকলৰ মতে প্ৰাচীন ইজিপ্তত তাঁত-শালৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল। পৃথিৱীৰ অন্য দেশ সমূহতো বস্ত্ৰ শিল্পৰ বিকাশ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই তাঁত শাল বা অন্য প্ৰচেষ্টা কিলাবিৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। অসমতো এনেকৈ

- উঁচুকাল পাহাড়ত বসবাস করা মানুহকলৈ যুদ্ধহয় করা টান হয়। এইখন কাম হোৱাৰো দুটিমান তথ্যত প্রতিষ্ঠিত নহয়। হিমাৰ পিছফালে কাঁহমলত মৌবিষাই বান্ধি লোৱা হয়।

2.2. অসমীয়া তৎকালৰ প্ৰকাৰ :— ইয়া অধিলাংশকলে ব্যাকৰণমতে তিনি প্ৰকাৰৰ তৎকাল ব্যৱহাৰ কৰে।

এই তিনি প্ৰকাৰৰ তৎকাল হ'ল

(i) বৰ্তমান (বৰ্তকাল)।

(ii) অতীত (অতীতকাল)।

(iii) ভবিষ্যৎ (ভবিষ্যৎকাল)।

1. প্ৰথম প্ৰকাৰ হ'ল : বৰ্তমান (বৰ্তকাল) :— পাশ্চাত্য অধিলাংশকলে ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াক কৰ্মকালত বাহ্যিক সকৰ্মক ক্ৰিয়াৰ লগত হয়। এই কালত ক্ৰিয়াৰ ব্যতিক্ৰম কৰা নহয়। ইয়াক ইংৰাজীৰ Present Indefinite Tense বুলি কোৱা যায়। এই কালত ক্ৰিয়াৰ ধাতুৰ শিপিনীয়ে কৰ্তাৰ পুৰুষ আৰু বচন অনুসৰি কৰ্মকালত পোন লগোৱা নিৰ্দিষ্টৰূপ বাহ্যিক নহয়, তৰ বিহুত ভৰি মেলি, মাটিত

Scanned with OKEN Scanner

বহি কাপোৰ ৰ'বলৈ নাই। অনেকেতে ডিমা
মাখলাই পিঠিত লৈ ভাজীৰ কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰি
উলিয়ায়। এইবোৰ পিতলৰ পিকদানি গামা তোলা
ডাবৰ, নাৰা আদি উল্লেখনীয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বাহ
কৰা নাগা, মিচিং, মিৰাচা, কাৰ্বি আদি জনগোষ্ঠীৰ
মাজতেহে এনে হস্তশিল্পৰ প্ৰচলন আছে। অৱশ্যে
মাটিশাল আৰু বেতশাল বাহস্থ কৰোঁতা উভয়তেই
ব্যয়হ্ৰাস কৰা দেখা যায়। মাটিশালত বাঁচ আৰু
ৰ'দুবাটি থাকে। বেতশাল'ত চালিৰ ধুলাত কৰ্মৰত
হোৱা সুস্থশিল্পীয়ে আঁতৰোৱা কাৰ্বিৰ কাপোন বোৱা
হয়। এইশালত ৰ', চাবকাৰ, নাচনি, বাচ, বাঁ, আৰু
আকৌ আদিৰ ব্যয়হ্ৰাস লক্ষ্যণীয়। তিৰাসকলৰ পৰাশা
আৰু মালবোৰ ব্যয়হ্ৰাস কৰা - আঁউটুলি ৰল খাদ
টোলা, বে খুটি, পহু, ধাওৎ, পেঁ, খুৰি, চোতৰ, খাদৰ
। কাৰমাৰি, চাৰনি, নিলগু আৰু চুলি পাৰি আদি।
এইবোৰ তিৰা বয়নশিল্পৰ বিকাশ আছিল।

২.৩. তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত হেডা সাঁজেলি:-

বাঁশ চেরেকী, ডালা চেরেকী, গরকী ছুরি, গরকা

বড়শা কাঁচি, খুঁটি ছুরি আর কলাবেতের

তলইবা তোপি বা গরকা তোড়িবাড়ি বাঁচইবা

তোড়িবাড়ি বাঁচ তরোবা হরকোটি, বাঁশ চেরেছি করা

চেরেছি ডাঁচর, বুরিক (মাদুর বোনা সূতন) মাহরা,

খুঁটি ছুরি (দাঁতল ছুরি তাঁতবাতি কাটাঁতে আর

তাঁতর চাকিচর ব তোলাত ব্যবহার করে, কাচনী

(তাঁতবাতি কাটাতে ব্যবহৃত হয়ে। কুঁচি বা মাজনী

(পিকোচুর মাদুরবেলে প্রস্তুত করা মাজনী. চাঁচর

তরোন দিয়া কার্যত ব্যবহৃত হয়), পুতল বা

পরিমাপক (কাপোড়ের মাপজোখ বাবে পয়ালি

দিক রাখা কাঠি) সূতা মোরোনা চেলোপা ছিটা,

কাপোড় বোরোনা চেলোক ছিটা তরোলা বাঁশি

দুতোল (ইয়াক মাপ মাপিবা কাঠি যেহি খুঁটির আর

পালি ধুইবার মেটে সংগ্রহ করে। বাসন টিন চুক্ত
ল (প্রতিবেশ টেলোবিয় সৌহৃদে মকর বিদ্ধাতে
ব্যবহার করে।। দোপতি এঘোর, দোপাতি তবেী (
তালি আবিবপত্যা দোপতি ওলোরাষ্টি দিয়া তবেী)
ঘন বাঁচ, ঘাগুনীয়া বাঁচ, মেরেঙর বাচ, তুর তালি, নারকী
তালি, ব তেলর তালি, ব তেলর চুঙর, নাচনা তিলিচর,
নাচনী তবেী, তলবৈবা তবেী, সাহকার বৈবা তবেী
টোলোগী বৈবা তবেী, বাঘমুই, ফুলোছিরি তেলিয়া
তেলর ছিলি, মাকোর তেঘা, ধুঁচর চাবিচর
ছুঁচর ঘাই ধুঁচর, ছুঁচর পালি ধুঁচর, ঘাই ধুঁচ ছুঁচর
সোঁ মাতেতে টোলোগী মুনুষার পথাকে বিদ্ধা
করা হয়। ঘাই ধুঁচিয়া টেলেগতে কাপোর তাক
একটি মুর ঘরর কিনর আঁধারত রাখি লয় তাকর
নাটির মুর এজন বহুরে কঁকালত মেরাই লয়।

অতীতের বজ্র-মন্ত্রযন্ত্রে, পাত্র : মাঝারিকল্পে লোডশেডিং-বী, পটি, মুগা আর কপার্থী, মূলধনে তরলী. ওজন, চারা চোলন বোরাই লেছিল। দুধারিছি এবীয়া মূলধনে কটুরি চেলা টি লেছিল। স্বরাজের বজ্রমিশ্রণ যাতায়াতকালীন তরমা, পাত্র-চিত্রের জাতি ব্যবহারবিধি

অতীতের গাত লোহা কাপোরবোর্ড - বল কাপোর তরকর কাপোর, নবা কাপোর. টিকর গাধীয়া তরা. কুলীয়া গাধীয়া, পলেডী, বচোরাল. কিমিটিং, কাচিপি. টিরবি, গাজহর. পামক, কমবুল. গুটি বোলোরা গাড়োচা, গবর চকোরা গাড়োচা, পানী গাড়োচা, -কিংমাণ, পটি বা কপার্থী কাপোরর চেলেং, তরলী কাপোর, কুটিন-কুনরা. 2টি জাতি।

মিহিলাস বস্তুবোল, হল গাজহর কাপোর চেলেং গাধীয়া-কলচিপি-বল কলা কাপোর, মুগা, পটি, মেডলপুকাথী... আর কিংমাসর লেখোলর জাতি

Scanned with OKEN Scanner

- তপবত উল্লিখিত লঘু শিল্প সমূহ চুনীয়া, গুটি - আমেম, দেউরী, মিচিং, কেবত, মোজী, তিরা, রজো ইত্যাদি সকলের সমাজে প্রচলন আছে বর্তমানে আন্যান্য প্রচলন আছে।

- আঁকনী - আবি বা আঁকনী :- পুথি লিখতে - আঁকিবার কলম।

- কলমী :- তাঁতের মাকুতে কটি কটিবার।

- কাড়নী :- তাঁত বাড়ি কাজের সুতা টানি নিয়া যতন।

- কুঁচি :- বাওবনের তৈয়ারী কুঁচিয়ে তাঁতবাড়ি কাজের তানের ফিতাঁতে ব্যবস্থা করে।

- কোহলি :- চেংমোফং নেমোবিওয়াইক তোরাব বর পরম তাঁত।

- খাম্বিকা :- তাঁতে ফুল বাছেমতে খাম্বিকা বা শলি ব্যবস্থা করে। লরম তোরাব পরম শলি বা খাম্বিকা

তৈরি করা হয়।

প্রক্রিয়া :- প্রথমে দি মাটি পৃথক পৃথক করা করব।
তারপর সুতাগুলি প্রক্রিয়া সুতাগুলি ভালো
ভালো করে বান্ধা।

প্রক্রি :- সুতার নেচমক থাকি রোল্লে।

প্রক্রিবা বা প্রাক্রি :- ওপরি সোমোবাবে নিম্নিতে মোকোটিরা
ওবরীর ভোর, যেমে পরাবা প্রক্রিত ওপরি
মোজোনুরা।

দেওা :- ওবার মাধ্যমে মোছোরা সুতাগুলি
বে প্রেধ করা।

গরকর :- গরকর তেজিবারির লেয়াত বন্ধা থাকে।
আরো তেজিবারি ব-শালিসলগত বন্ধা
থাকে।

ওপরি :- চেরলা তারির প্রক্রিত মুমুসোলে
করা কাপোরর ওপরি নিনির বস্তু।
যেমে চোলার ওপরি ছিগিল।

ডাঙৰেলী কাৰী, গোৱেলী-মাৰি বা মাকোঁ-আলা :—
ই মাহৰা কাৰীৰ ডিজেডি গোমহি মাকোঁৰ
গোমতিত খুটি মাহবটোৰ ঘৰি ৰখা বাহক
আলা।

চাৰনেকি :— কাপোৰত ভুলিবৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা
ফুলৰ আহি।

চিপ-কাৰী :— তাঁতশালত ব্যৱহৃত এবিধ শলিয়া
-কাৰী।

ছগালী-খুটি :— যঁতৰশালা সংযুক্ত খুটি।

জেলী-মোৰ :— তাঁতত ৰ চৰি বাতি ভুলি কাপোৰ
বোৱা এবিধ মোৰ, ইয়াত জেলৰ পিচনেই
ৰহস্যোৰ বৰ পাবি।

জেবীয়া গাঁতি :— এজোন সুতৰ যাত. আনএজন
সূতেই হেৰফ গাঁতি লোৱা গাঁতি।

জোঁৱাৰ-জৰী :— শিলিগুৰীৰ বিশ্বজিৎ ফগুৰ চিং
-লোৰাৰ বন্ধুৰ বহী।

ডোকা :- কাপোনডানৰ ডোকা ওলমিছে। কাপোৰডানৰ ডোকা ওলমিছে। কাপোৰ বতি ডহলী নিচিনা ওলোৱা ওখা।

ওচি বাতি :- বৰ তলত সুৰপন কৰা বাতি।

নাচনী :- অতীতত কাৰ্তিক নাচনীক চেঙুল-২হাতলা - চোলাই চি জাতিকইনীয়া কৰা প্ৰথা আছিল

নেওথনী :- হিয়াৰে কপাহবোটি পৃথক কৰে। নেওথনী - কাৰ্পেহে হিতাৰ কৰে। নেওথিৰ বাবে ওচি পৰা কপাহক আঁহ গেনি সাধাৰণ কৰণ কাৰ্যকে চৰিদয়া বোলে।

-ফুটি মাচি :- মাকোঁৰ ঢোলনিত দিয়া শব্দ শলা।

-ৰ :- উঁচত চাপি বাতি ৰ দৰকাৰ। তাতে দুবাতি তাঁতৰ ওপৰত আৰু দুবাতি তাঁতৰ তলত থাকিব লাগে। ওপৰৰ দুবাতি ৰ কালিল লগত নাচনী সংযুক্ত হোৱা। তলৰ দুবাতি বল লগত ওচি-বাতি

দুজোন সংযুক্ত থাকে। তলর তেতিঁ বাতির লগত
পলকর দুজোন বন্ধা থাকে।

বাহ্নি ফলীয়া :- তাঁতত ফুল তোলা কলিক বাহ্নি
বোলা হয়।

বাটি :- তাঁতর বল এনেচর বা এচগা। তাঁত
বওঁতে তাৰি বাটি বল আৱশ্যক।

বাটি-কল :- তাঁত যবলৈ দীঘল সূতর মেলাক
বাটি কলা বোলে।

বাণ :- নোকা সূতত বা কাপতৰ বন
বা পাতল তাৰস্তুৰ।

বাতি সূতা :- কাপোহত পথালি ফালৰ সূতা।

বান্ধনী :- শালত, তাঁত ওলোমা যতন।

মহুৰা :- পালেওৱা অৰল ফালেলগোফা
তোচিৰ কাৰ্মী।

মাৰ :- তাঁত বাটি কৰাৰ তাগেৰুৱা
সূতা ধৰা কাঠবিলৈ আঁহ

- ঘুন্দা ঢাউল সিতেশ্বি করা হাব্ বা হালম।

মুরিয়ালি কাশী :- বাও বা বাঁৰ বাহিবলে ওলাই থকা
-কাশীর মূৰৰ অংশ।

ঘোৰ :- মেৰাই থোৱা মূতৰ গোৰ।তাঁত
এনাৰ সুমুওৱা সূতা।

ঘাঁতি :- মহুৰা পখেৰা সৰু যাঁতৰক যাঁতি
বোলে।

ৰাঁচৰ কাপী :- চেপা-কাপী।

মাঁচ কৰা বা

মুকোচীয়া :- কোটলা পহৰ কাঁহিটোৰে তাঁতৰ
দীঘল সূতা চোমোৱা হয়।

-শালত-কটীয়া
বা শালৈ-কটীয়া :- পোৱেই তাঁতশালৰপৰা কাপি
-উলিওৱা, গোটেই নতুন কাপোৰ।

সেলেপা :- তালকে থাকে মোমোর, তিলপকীয়

সেলেপ :- ঘাঁতেরে মূল কীরত ওলোরা প্রেমধা
মূলের পরিমাণ, ঘোঁও।

-তাঁত লাগা :- মা. শির তাঁত বাটি করা।

-তাঁতের খুটির :- যে তাঁতশালের ঢালিচুকত তংগলের
মাটি বা চটিবাটি যিরি বাধিবিলে
খুটি মেরা কাঠ বা বাঁইর খুটির

-তাঁত বাটিকর :- মা. শির. তাঁত বানিলে দীঘর মূলমি
লাক মেলি যাটঁ ও ঘাটি র আদি তুলি
আজু করা, মোমোর মুটিলে তারর
ঘোরা কলি থাক।

-তাঁত খুটি :- তাঁত বাটি করিবিলে বা কাপড়িয়া
-লাপোরর মেলের তানুযায়ী তাঁত
লগোরা মটির দুইগোরে খুটি
মেরা- খুটির মিথি করার মূল
খুটি।

যন্ত্র :— সংযুক্ত নাবত তোলব আত কুনিলেৰ
দুৰ্ঘটনা তাত্ত্বিক আৰু যন্ত্রৰ শিপিৰী হে তবনত লোৱা
ওৰণ্ড কালত পৰীক্ষা কেলাব আৰু ৰক্ষা আমমাৰিয়
তদীঘাসী বোৱাৰীহে। এনি মেহেমুখে মুগাৰে মহৰা
ঘুমুৰোৱা যন্ত্রবিলোৰ তোলব আত তনি মৌকেচা আৰি-
হি বিহমাকিলি যোৱা— যন্ত্রক প্রাণপক্ষী। কিয়া
দুৰ বৰঘৰ তৰীৰ তদীঘাসী তোৱালীৰ কিমান
যন্ত্রবল সমাংক বিবিড়। নহলেনো বিয়া দিবলি
ওলোৱাজনীক লৈ আয়তীহে গাঘৰে— বৰঘৰত
বন্দীকালে নেওধনি যন্ত্রৰে মাৰলত বন্দীকালুওৰী।
সংযুক্ত হয় কাকৰপক্ষৰ অৱৰ যন্ত্রত দুখিৰি দিবি
মহৰা ফুলোৱা তাৰত আমিবি ধৰ কৰিব।
উভিবি যন্ত্রবল লিলা আৰু গাড়ি কাৰ্যৰ মতে।
দুইজন— কাৰক লিলাহে! লিলমনৈক লৰা ফুল
লাটি ধৰে চকুলোৱা কৰে। আহয়া ফুলুৱা
যন্ত্রবল হাকেৰা ওলালে ফুলৰ মধুমোহনে চেহা।

খায়। আমাদের বিভিন্ন প্রকারের আলোর যন্ত্রপাতি
যে ধাতব পদার্থ প্রধানত ব্যবহৃত হয় তার একটি
তালিকা দেওয়া হলো :— ধাতব তার (বিদ্যুৎ পরিবাহক)
বিদ্যুৎ যাতে আসা যাওয়া করে, ঘূর্ণি চুম্বক যাতে
থাকে ; কয়েল তৈরি করা, চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়া,
ফেরোম্যাগনেটিক ধাতু ; চৌম্বকত্ব লয় যাতে নষ্ট
হয়ে যায়, সহজে যেন তৈরি করা যায় তার জন্য
নরম লোহা, সহজে যেন চুম্বক তৈরি করা যায়
তার জন্য ইস্পাত, বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়, চুম্বক
ক্ষয়ে যাওয়া, বা মুছে না যায়, তার জন্য
স্থায়ী চুম্বক।

তার জোড়া দেওয়া :— বিদ্যুৎ পরিবাহক তার
সংযোগের জন্য তার জোড়া দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
তার জোড়া দেওয়ার সময় খেয়াল রাখা দরকার
যেন তার জোড়ার জায়গায় কোনো ফাঁক না থাকে
এবং তার জোড়া দেওয়ার জায়গা যেন মসৃণ
হয়। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার জোড়া দেওয়ার
পর তার জোড়া দেওয়ার জায়গাটি যেন
পরিবাহী হয় তার জন্য তার জোড়া দেওয়ার
জায়গায় ভালো করে সোল্ডারিং করা হয়।

সূঁতা কটার :- এখন সলাপোন বধিল হলে অতিরিক্তিক প্রয়োজনীয় অংশগুলি কাটা হয়। পুরনি সলেক গ্রামাঞ্চল অঞ্চলগুলিত এবিপলু পুহিবিলু। এবি পলুর কণী ফুটিবার পরর বার কাওঁবিলে প্রায় একমাহ সময় লগিছিল। এবি পলু পোহরা দলে অতি জটিল কামটো প্রায়প্রকৃত অঞ্চলগুলিত মিহলাহি সুচারুরূপে পালন কবিছিল। এবি পলু পকাবর পিছত লেটা কাপড় নেওাবি মঁহ উলিওরায়। এই অবস্থর পরা এবি কাপোর তিয়াব হয়।

এবি অবস্থর দরেহি পাচি পলুর পরা অঞ্চলগুলিত পাচলে পাচিসুতা প্রস্তুত করে। ইয়ার অন্তর্গত পচি কাপোর তিয়াব করা হয়। কপাহী অবস্থর অন্তর্গত এবি উলিওরা বিদ্যার প্রচলন অনেক আছিল।

অগা পুহি, সেহি মুগার পরা প্রস্তুত করা কাপোর তলত বিস্তারত।

তাঁত শালত কাপোর বোরণ্ডা আদি বিভিন্ন প্রক্রিয়াত বোরণ্ডা উপযোগী কবিবলৈ করর ব্যবস্থাটিক তাঁতশালি

- বুলি কোষার হয়। এই প্রক্রিয়াক কেওন মাধ্যম মতে সম্মুহে আতৰহি লেহিয়া হয়।

ওপৰত উল্লেখিত আহিলাসমূহৰ বহুখিনি যেনে তিয়া, চেলেকী, লালি, বাং হুটি আদি তাঁৰপাতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

প্ৰয়োজনত কেঁচুৰ অংশৰ মাংসৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ইয়াক ব্যৱস্থা কৰোতে মাংস কিয়া হয়। কেঁচুৰ অংশৰ আহৰণত অসমাপ্তি প্ৰয়োজন অতিৰিক্ত ব্যৱস্থা হোৱা প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি বস্তু তিয়াৰ কৰা হয়। পকোৱা অংশৰ আহৰণৰ তিয়াৰ কৰা বস্তুসমূহ আৰম্ভণিবিধি

চেলেকী :- চেলেকী মূলত দুই প্ৰকাৰৰ - বৰ চেলেকী আৰু চেলেকী। কাম কৰাৰ সুবিধাৰ বাবে আজুকাই চেলেকী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চেলেকী অসমীয়া লিখনী সকলে ব্যৱহাৰ কৰে।

বৰ চেলেকী :- দুজন দুজোলীক থাকিবলগা হাতিয়াৰ আৰু তাৰ দিয়া লগতে মাংসৰ মূল অংশবোৰ

চেকেকী এবং বাকী শিপিনীর মধ্যে অতি প্রয়োজনীয়
আছিলম। চেকেকী বাঁহৰ সহায়ত তিয়াব কৰা হয়।
আইডিয়াল টিয়ু মলমল প্রতিটি মূল বীৰ বাহিৰলৈ দুয়োফাল
পাতিৰ সূতত সংলগ্ন কৰা হয়।

দুয়োফালৰ পাতিৰ মাজত সংলগ্ন ফুটা কৰি মূল
সলা তাল সুমুৱাই দিয়া হয় যাতে আইলেটৰ দৰে
থাকে। ইয়াৰ লগত সংলগ্ন কৰিবলৈ লোৱা সূতক
লেহ বুলি কোৱা হয়। সূতৰ লেহ চেকেকীটিৰ বাহিৰে
বাহিৰ মাজত আংশিকভাবে সুমুৱাই দিয়া হয়।

চেকেকীৰ তলৰ পাতিযোৰ কিছু বহলকৈ ৰখা হয়, যাতে
সূতৰ লেহ তললৈ খুলি নপৰে। বৰ চেকেকীৰ সহায়ত
সূতসমূহ টিয়া বা মক চেকেকটিৰ সূতৰ লেহৰ আকাৰত
মক্কে কৰি ব্যৱহাৰৰ সুবিধাৰ্থে পৰিবৰ্তন কৰা
হয়।

মক চেকেকী :- মক চেকেকী তেয়াৰ কৰা পদ্ধতি
বৰ চেকেকীৰ দৰেই। কেবিটিলত একেই। মাত্ৰ ই

- সরচেয়ে কীটনাশক বেশি। ই অঞ্চল: কেঁচোমুক্ত বেচপজমি ব্যবহৃত হয়।

কেঁচো মুক্ত মাঠ দিয়া বেচপসমূহ বিক্রয় কৌশল অবলম্বন করি সাক নেচগুলি পরিবর্তন করে। এই সাক নেচসমূহ পাতুক জাঁতকাতির মুখিবন্ধন বাবে উদ্ভিদ্বিদ্যার সাক চেতনীয় ব্যবহৃত করা হয়।

উদাহরণ :- ভদ্রা মৌসুমিতে চেতনীয় দলে প্রথম একেই, সাকই সাক চেতনীয়। এই বেচে হিয়াত চরিত্রের না অর্থাৎ দীঘল কালা লাগানো হয়।

২. ৪. তাঁতশালৰ লগত জড়িত লোক বিশ্বাস

অসমৰ তাঁতশালসমূহত বহুতো অন্ধবিশ্বাস প্ৰচলন হৈ আহিছে। আগৰাতে শিপিনীয়ে তাঁত লগোৱা বা কটা কাম কৰিলে তাঁত বোৱা মেচত আউল লাগে বুলি বিশ্বাস কৰে। কোনেৱে শুবাপা কটিদি মেৰিয়া আছে কাৰ কাষ তাঁতত থুই গোতে। এনে কাম কৰিলে তাঁত আউল নালগে বুলি বিশ্বাস কৰে। কোনোৱে আকৌ বিশ্বকর্মাৰ নামত চালৰ কুটা দুজলমান আগা মচুহিলে তাঁতৰ বিঘ্ন আঁতৰে। তাঁতঘৰ চেঁ পালে তাঁত আউল লাগে বুলি ভবে বিশ্বাস আছে। শিপিনীয়ে দৃঢ় বিশ্বাস কৰে যে যি কোনো বাঁহৰ পলা তাঁতশালৰ কাষুৰি তিয়াৰ কৰিলে তাঁত বিপদ আহে গেছো তেওঁলোকে পুৰিতত্ত্ব বিষাৰ বেহিৰ বাঁহ জলৰ পলা তাঁতশালৰ কাঁজুল তিয়াৰ কৰে।

- পৃথিবী, অন্যান্য, - মাংসপেশি দিয়ে তাঁতের খুটি
পোক্ত আর তাঁতের কাপড় করিতে বাঁধন-নিয়ম
- আছে। এনেকের বাড়ির মিস্ত্রিরা মাটি চিলে থাকে
পিলপিলী হ'ব আলে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস করে।
- তাঁতের মাঁজুলি পুরণ হ'লে বা তাগিলে পুরণি
কাপোৰা এৰে - ফালিলে সেই দলৰ কন্যা খুসুরি হয়।
- বুলি বিশ্বাস কৰে। ইয়াৰ পৰাই তেখেতৰ পতি
পতি যে অসময়ত শিপিৰীৰ তাঁতশালৰ প্রতি চেনেহ
আৰু সিমান গভীৰ।

মৃগা সূতৰ আৰু এৰী সূতৰ তাঁত
বোৱা কাম বৰ জটিল। সাধাৰণ মুগাৰ বাহুৰ
- আঁহ ওলায়। সেয়ে আঁহ নোলাবৰ বাবে সূতত
- গেজৰ আৰে দিয়ে। এনেকৈ কুচিৰ দ্বাৰা তাহানি
সূতাখিনি বাদত অলেপেই লৈ সূতত আঁহ

নোলায়। এতে নিরপরাধ ভাঁড় মুখ লাগে বুদ্ধি শিখিনীয়ে তাঁহার জানে নেড়েঘাকে নুকোরাই যায়। এয়া মুগা মুতরে তাঁর হোসের বর্ণনা। কতিয়া আমো এরী মুতরে তাঁর কথা— বিহমনা গড়ুত ছুটি আরু বরাব ডেরে বাকলি এ কাশিন দিন চোলাই লোয়ার অন্তত যেকি তাতে মুতরে তাহর দিয়ে। এতে কার্য কালিলে এরী মুতরে তাঁহার ব বলি আবার লাগে।

বিহু চেকা কাপোর লৈ মুকলার আয়ুস ছয় হয় বুলি বিশ্বাস করে। মেয়ে বিহুর আগতেই তাঁলার কাপোর বে তোলে। তখন বিশ্বাস আছে যে পাকিত শিলিবী হলি ন-শিক্ষকক তাঁহ ব মাটিলিবে মারিব লাগে। আকৌ কেয়ে নহয় তাঁহ বোরার পাছত মাকোটো চৌপালে মারিলে বা বাহ কলে বাগিলে যথাক্রমে তাঁলারন তলি পরে আরু

জাঁতিকালের আলোচনা করা প্রসঙ্গে ঐতিহ্যের
ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য তথা বৈষ্ণব পদাবলীর
ব্যবহার হয়েছে। তিনি জাঁতিকালের উৎপত্তি থেকে
আলোচনা। বাংলার অন্যান্য ঋতু। নৃতাত্ত্বিক
ঋতুর পরিচয় রয়েছে জাঁতিকালের বিভিন্ন বিষয়
তুলে ধরেছে।

জাঁতিকালের ব্যুৎপত্তি আলোচনা নাম
করণ হলো জাতি ভেদ তুলে ধরা। জাঁতিকালের
এ দুজনে অহিমা আপাত বিভিন্ন চুল কালি নিগমনা
বিভিন্ন কালিতে গ্রন্থনার মাত্র সমাপ্তি হয়।
তুলে ভেদ বিস্তার আছে। জাঁতিকালের মতামতের
বিষয়ে লিখা হল। তাদের লেখক সংস্কৃতি গ্রন্থের
170 পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজের জাঁতির
কালের মেয়ে বলতে গেলে চাকরি, নকশা, অফিসের
কাজে বিভিন্ন - বুদ্ধির বয়স, হৃদয়ের বয়স, অভিজ্ঞতার, সন্তোষ

দিয়া, চাম্ব করা জাতি, ওরীব জনুল হোসেন জলি
শহর সরকী, রহিমা, কাদেরী, কুরিশি, সরদার জাতি,
সংকারের হেফজ গাছের পাতা, ফুল, লতা, ওষুধ গাছি
দুগ্ধুখী, সুরীয়া কর্মীয়া আদি, নেতৃবৃন্দ জাতিগোষ্ঠী
নিয়োগ, চতুর্থশ্রেণীর চাম্ব করা ফুল ইত্যাদি।

গৃহস্থালির ব্যবহৃত বাঁশ আর কাঠের আসবাবপত্র
বিবরণ :—

চাটাই, বেতশিল্প টিপলোহা, চোরাতি, সংরক্ষণ,
চিকনাই, ঝাঁচ; গরুকে, বা-চুরে, বা-তেয়ালের লোহার
আর জিনে, ঘোড়ার জিন, আর চেরেকী; ঘাড়ু চেরেকী
বর চেরেকী, লাট খাটি করা শলা, অতরাদি, ফুল
সরকী, কাবর আদি; চাটাই আদি, শলাকা আদি,
দাওরী আদি, জিনি; ঢোল ডিবি, কুচি বাদুনি ডিবি
ডিবার আদি, আটকে, নিশান, ঘুড়ি (কেকলা) বাদকী, ওঁচা
আদি ঘুঁচরি, চোরেকী আদি কোশলার ঘুড়ি, ঘাই নকী

শব্দ. যেমন, তোরাল বহনী, বাঘ-মুখি, মাকো, বাঁটি মুখিয়ালি কাঠী. তাঁতর ঘুটির. মুলি ধুঁটির ইত্যাদি।

তাঁতর শাল্তরির কাটি লোয়া বস্তুমানুহ জেনে কাম্বেনব - মুগার চোলা, মুগার মেখেলা, মুগার পাঞ্জাবি মুগার চুরিয়া, মুগার গাতি, তেঁরাব যব কাপোর তেঁরি -পাগ, পাটির মেখেলা, পাটির চোলর, পাটির চাদর পাটির কবচ, পাটির চেলের, পাটির বিহর, পাটির পতলুন, পাটির পাগ, মেজতেঁকরি কাপোর ইত্যাদি। ইয়াব উপরিত - গামোচা, টিওলি, ধুমলিবিলা গামোচা টিওলি, ধুমলিবিলা, দুখর চোলর, তেজর চোলা, ২টাটি, টিলিপ, যন্ত্র, কলীয়া বিহর, পাঁচ কাঁথিয়া ফুটুকী বিহর পালকাপি, গেটিন মেখেলা, বিলা চেখেলর, গাতে মেখেলা, ধু: চোলর (রাসান) ইত্যাদি।

২.৫. তাঁতশিল্পে সমবায় কাঠামোর গুরুত্ব ও

তাঁতশিল্প অসমীয়া সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁতশিল্প অসমীয়া মহিলাৰ অতি আদৰৰ, অতি চেনেহৰ। এখন চাদৰত প্রতিজনী তৰুণীয়ে-যোষীয়ে তাঁত বাৰ তথনিছিল। প্রতিখা গাভৰু নহ মহিলাই তাঁত বাৰ জানে। অসমীয়া মহিলা একোজনী খুনি-খুন শিল্পিনী। অসমীয়া মহিলাই নিজেই যাতে যোগা ফুলস্কটিক গামোচাৰ আঁচোন তৰেক দিবলৈ পাৰে সেইবাৰ অনুভৱ কৰে।

অতীজৰে পৰা অসমীয়া শিল্পিনীয়ে ঘৰচীয়া প্রয়োজনীয় প্রায়বোৰ সকলোবেলি তাঁতশালত বোৱা-বুলি আহি উপলব্ধি পাৰে। অসমীয়া শিল্পিনীয়ে-সাধোৱত ধৰা বৈজনত ফুল বাছিব জানে। সেয়েহে-উপেন্দ্র গিৰিৰ মাৰস্তুতিসাগৰীয়ে কৈছিল —

" অসমীয়া শিল্পিনীয়ে তাঁতত কাপোন বহে।

- অসমাধ্য ভবনস্থাপত্য মহিলা অবদান কাপোল
- যোগাত অতি দক্ষ। তেউলোকে বিভিন্ন বাড়ির সময়ে
- সময়ে কালি কাপোর বহি। কিছুমান ভবনস্থাপত্য
- সমাজেত কর্ক্কশত বহুকাল প্রচলিত আছে।
- মুর্তিত বিবী - দুগ্গা, ভৈরবি - বিন্ন নিবিটেশ্বর
- মন্দিলে। চৌপাশিস মানুহে মাতিত কাপোর যোগাত
- পরম্পরা প্রচীন কালর পরা চলি আছিছে।
- তাঁত শিল্পটি ঢাকনাৰ ওপৰেই নহয়, ব্যুৎপাত্তিক
- ভিত্তিতে অসমাধ্য সমাজক আনুপ্রাণিত কৰিছে।
- বর্ত্তমান অসম তথা ভাৰতৰ বাহিৰলৈ অসমী
- য় পোছাক আজি হোৱেলা - চাদৰে যথেষ্ট তনেদ্রি
- ঘৰত দেখা যায়। তাঁত শিল্প বা বয়ন শিল্পটি
- বহুত পৰিমাণৰে আত্মসংযুক্তনলে পৰা প্রমান
- কৰিছে আৰু স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰিছে।

যদিও তাঁতশিল্প বা বয়নশিল্পই আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের মাধ্যম ছিল বেশি সুবিধা পাওয়েতেন, বিশ্বায়ন বাণিজ্যিক চুক্তিগুলো আমাদের ঘোরতর ক্ষতিকারক হয়েছে। তবুও বস্ত্র শিল্পে সংযোজিত আধুনিকতার পরশে বস্ত্রের মানকে নতুন মাত্রা প্রদান করিব খুবি ভালো কথা হয়েছে।

২. ৬. বিহুগীত উৎপত্তি :-

- অসমীয়া লোকগীত সমূহৰ অধিকাংশ
- গছি বিহুগীত সমূহৰ অধিকাংশ কথা আছে। এই
- বিহুগীত সমূহৰ উৎপত্তিৰ কথা বিভিন্ন ভাবে
- ব্যক্ত হৈছে। অসমীয়া লোকসাধুত উক্ত পাত
- ওৰিয়াতৰ সাধুৰ ৰূপ। এই উৎপত্তিসমূহ অসমীয়া
- নাৰীৰ অতি চেঁপাহৰ। বয়ন শিল্পক অতিকৈ
- কৰি ধৰাৰ আদিকালতেই মৰমৰ দাঁতিৰে, চেৰে-
- হৰ যোগেৰে মৰম আনুহজনীলৈ বহুতেকৰ বিহুৰ
- দিনা হাতে হাতে পোৱা বিহুনাৱনা উত্তিত লিখনিটি
- দিবলৈ বৰকী, পাতিলীহঁতে যি আকুলতা দেখুৱায়,
- তাৰ নিদৰ্শন বিহুগীত পোৱা যায়হিদৰে-

"মৰমৰ মাজেদি চেৰেহৰ যোগেৰে
নিহনাম এখুজি ৰ'লো,

চোখ চাহি রহিলো চকুর লগতিনি
তোমালৈকে বুলি ঘৰলৈ।"

ইফালে চেৰেহুৰ বিহুটি ৰচকীৰ গাত ওপৰা বাহিকি
-য়া হোৱাৰ দৰে গৱঁৰীয়া ছোকৰাসকলে পথাৰত
-ও বিহুগীত গাব ধৰে। এই বুলি—

"এহিবুলি বিহুটি ৰঙাকে জোনাকে
নাহৰ ফুল ফুলিবৰ বতৰ,
নাহলৰ গোন্ধে পৰি চেৰেহীৰ গাতেনাই
গাচকত ওলাই যায় ঘঁতৰ।"

দুষৰ পৰা ঢোল-পেঁপাৰ শব্দত ৰচকীৰ
-ছাত্ৰ মন নৰহৰ হোৱাত লালৰ আপোন
লালতে এৰি মাকল ডাঙৰলৈ গাত মোৰিয়াই
চপলিয়াই আদি এইদৰে গায়—

"ঢোলো বাজিছে, পেঁপাও যাজিছে

কতৌ ফুল ফুলিবল বতৰ,
ঢোলৰ মাতে তীন ঘণ্টাৰ নোৱাৰোঁ
সাঙকত কৰতি আওঁ ঘণ্টবা "

দুজন প্রকাৰ প্রিয়তনক বসন্তৰ বিহুৰ দিনলৈ
পাবলৈকে কৰবী, পেৰালিহঁতে তাঁত শালত বহি
গুণা - গথাঁ কবি এইদৰে বিহুনাম গায়—

" তাঁতত পাত বহি
তোমি সাৰকমতে,
তহি চেনেহি জানিবি
এহি বাৰ বহুমাতো।"

এটি বিহুগান কেৱল প্রিয়তনৰ লগতেই গোৱা নহয়। বহুলোকৰ বিহুৰ দিনা জ্যেষ্ঠতনক
বিহুৱান জনাই দিয়াটিও তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজৰ বিভিন্ন
শ্রেণীৰ বিহুৰ দিনা আদায় গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে
গাবলৈ আহিলে শালেকটি বিহুৱান তেওঁৰ দিয়া

- আশীর্বাদ লালেহ ঘরত শিশিনী বোরালী-বৰীয়া
- ৰীৱ মান থাকে। ইটিৰ এইদৰে যায় —

"হাতে মেলি মৌহ বা লাৱ বা আহিবেই
জৰি মেলি মৌহ বা;
মাদুলকেল যিহাটি ৰাহিবকে নিদিলা
কাজ্লে আমনি থা লা।"

কেৱল বিহুৰাতেই নহয়, আন দিনত
প্ৰথাবোৰ গাঁৱৰ চাৰুকী ঘৰত পিছুয়ালৰ
কাণোৱাময়ত ঘৰৰ তাঁতশালত বোৱাৰ নিয়ম
আছিল। প্ৰবাদ মতে, একালত অসমীয়া তিৰোতাই
কাপোৰ কিবা আপোনজনেক দিবলৈ বাছিলে
পাঁচিয়হিছিল। ধৰিলে ঘাইল হ'লেই ঘৰৰ মানুহৰ
নীৰ অসমীয়া বনুৱাই কাপোৰ এখন কিবা কিনিলে
কোৱাৰ কথা বিশ্বাসত এইদৰে চিন্তা আছে —

"আমরা খুশি দিয়া যাওঁ প্রাণেশ্বরী
বিদা খুশি দিয়া যাওঁ,
-মাতির ভিতরতে কাপোর বে দিয়া
-মজল আছিবলৈ যাওঁ।"

-আনহাতে তাঁতশাল পাতিব নজনা ডেকা লাহোকক
-তাহানি সমস্ত সমাজতে প্রতি কেলেহুৱা খুলি
-ভাবিছিল। কিন্তুমান পৃথিবী ঘৰত আকৌ তাঁতশাল
-পুনৰ পাতি দিয়াৰ অভিপ্রায়ে তাৰে শিৱিনীগছাকীৰ
-তিতৰি প্রকাশ কৰিব নোৱাৰা যি দুখে সোমাই
-থাকে, সেই বিষয়ে বিশ্বাসত এইদৰে বৰ্ণিত—

"দিয়ৌ নে হালে, দিয়ৌ নে শিশালে
কোনে দিয়ে যাব মাকোৰ,
কোনে দিয়ে যাব বাঁচ দেৱেপতি
কোনে দিয়ে যাব আঁকো।"

জানযাতে যি কিশিনীয়ে কাশোৰ ব'ব নাওখো তেন
নিয়ো কাক ঘৰত বাকী আনন্দ বা গাঁৱৰ বাহিৰত। খুলী
খুলি মিলি কৰে। সেই মিলনোৰ বিষয়টি তেইনে
পোৱা যায় —

"ব'ৰত নাওখোন, কাচিও নাওখোন
তোকলে আলু আলু ফুলে,
আহিব নাওখোন, বাঢ়িব নাওখোন
হাঁহি মুঠ মুঠ পোৱে।"

বিষয়টিত তেঁতুলৰ বিষয়ে বহুতো ৰং গাঁথন
পোৱা যায়।

তেঁতুৰ পাত যিহি
ডাৰি গৰকাহে
তই চেনেহি জাহিবি
তেইবাৰ বাহুগহে।

তেঁতুলত বহি গাওক — তেঁতুলীয়ে মনমৰ দীঘ

বাবিলে বোন্না হেঁশাহল বিশ্বয়াবধানি তেওঁৰ আপোনক
-বন্ধ দিবলে আতিক্ষে আদৰেৰে বহি লৈছে। আৰু
চেকহিক ৰাহগাত আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। জানুৱান
কৰিব পাৰি যে তেঁওলোক লগত বিহগতিয়োলো তেড়িত
হৈ আছে। অসমৰ তেলতি - ৰাঁ'বিবিলোৰ পহৰ-
তৈঘামুল অসমীয়া তেলতি -- তেলগোষ্ঠীসমূহৰ বাবে
তেঁওলোকৰ চিনাকিৰ তেৰিবতেবিবি লাগতিয়াল
-আতিক্ষে অসমৰ তলফ।

২.৭. অনেজপেতীয়মকলল ঘাঁতত তর্তশালে :-

উল্লেখযোগ্য যে আমমল বিভিন্ন অনেগোধী—চিত্রাচা মিটি, বড়ো নগা কাবি আদি অনবগোধীল মাহিলা সকলো কাপোষ বেবা-বলাত জাতি-পাতত। কাবি মহিলাসকলে কাপুহাস বেরাল উপবিও সুতর কটা, কাঁহাৰ নেওঠ, পাঁজি বঁলা কাৰুলোৰ বাতি বাতি সপুন কৰো। বাতিৰ সুতর কটা কাৰুগিৰি কাবি আহিল সকলে গাতে-আতে পাৰ কৰি দিছে। আমাৰীয়া আমাতত আগতে ঘি দুধে বৈ দিয়া বৰচ কাপোৰখন অনুভবেৰ পিছাই পাঠশালেছে বাত অহা হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰিছিল, বিকৃ, তেইদলে কাবি বোৱাবীয়েও 'মোকনমা' ফুল তুলি মেলিলে বোৱা অবেক, কাঁহ কাৰুবীলি বোৱা অবেক দিন পাৰিলে মেলত অহা বুলি

কুরআন হাদিস মোকাবেলা ফুলল চিন্তা করার কাজে
ব বোঝা যাবে বা করি তখন।

'পেলিয়াক আলুন' এটির উচ্চারণ— এরিয়েলব-

"হাক্ কচ্ হাক্ কচ্ থাকনাং (সালেব
ক্ষদ)
ফল' ফারচি আহছে
পেরিকচি থাকনাং
-ইপাক্ পাকিনি হাক্ থাকুন
পে-প আজিতে নাং
-ইলিচাং চি অনাং
-পেরিক মিথাল ইনিজাখিলিখাং
-নি-আপ-নিউমা চি অন নাং
কিছুমা হারুঅ'ক চিলাল নাং
-তাহুমল আলং ইনিংগে
-অমি আংগোন চিলি নাং
-মাকথেমা আহিগে
ইচোক আবুম না প্রাং নাং

Scanned with OKEN Scanner

ইধার তোমরা ২'ল. — আইঁ, আমি কথাই-
-মতো কথা কালোল বউ। নিজে পিঙ্কীর লগাত মা
-দেউতরকো পিঙ্কীওঁ, শীতল পরশ হয়ত পাঁলো...।

কিছেক আনুহুকাণ্ড গড়ি তেলময় প্রবীন আবীন
-টিঘেই ২'ল- তাপত্য আনুষাগা। ওই ভাষুয়াগ পরিস্থিতি
-হয়। নিচুকীন গীতসমূহলে আজত। তিয়াচ তরঙ্গাত
-প্রচলিত কেতবোল নিচুকীন গীতত তাঁতালল কথা
-টিপপুরণ কথা হিয়ছে। তাবে কীয় গীতত তাবোহ
এনেহীলবব —

"বাবাই তোনকাণি কোলেইবোল চেফুরি কলিকহ
কোলেইলো চকুলো চুকিচুর'.
ওই ওই টিপনি যোয়া তোন/ বোপাই
বুজমনি।
-মাবাহিক বুকুত থাকা বুলি/ শালল তাঁত
-নহয় বাই'।

লতায় দুলেনো নক্ষত্রে/ রোপাইছি বুদ্ধিকণ

নাপাকা

আমার বাবাই তব/ আছে তাতে তিথা

থাব।"

ফুলকোঁরবের গীত তাঁৎপর্য :-

এখানে ফুলকোঁরবের গীতের তাৎপর্যের নিরিখে আলোচনা করা হলো—

"হেঁচুকি ভরি যাওঁ কাপহী যতনে

মুচুকাই ভরি যাওঁ আকোর।

গাবুরা ফোঁয়াবে যে আনতি নবি চহকালে

তাকলে হেনেটিম থাকোঁ।"

Scanned with OKEN Scanner

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১. সাধারণ বা মূল্য

অসমীয়া সংস্কৃতিত অনেক শব্দই পরা ভাষালৈ সোমাই আছে। তাৰ ৰাবে তেনেবোৰ ভাষাবোৰ তিৰোতাৰ এক সুকীয়া গৌৰৱ। কিন্তু বৰ্তমানে এই ভাষালৈ শব্দ যেন সময়ৰ তাড়নাত হেৰাই যাব ধৰিছে। প্ৰায় সকলোৱেই ভিন্ন ভাষালৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভাল পাইছে। ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যধিক সময় ধৰা বলি কলাপাত যোগাৰ হেঁপাহ-বোধ লাহে লাহে নষ্টকিয়া হোৱাৰ দলত হৈ পৰিছে। তদুপৰি হস্তশিল্পৰ মূল্য যোচিত যোৱা কাপোৰবোৰক বেছি হোৱা বাবে ইয়াৰ বস্তুৰ মূল্য পোৱা নাযায় বা প্ৰায়কলো তাগ্ৰহ কৰা হয়।

কলমকলে :- শিপিৰী সকলো কিন্তু অন্য কামতো হাতৰ দক্ষতা হৈ পৰিছে। তেতিয়া পিতল মাৰন্তা গাঁওবাসী কিছুমান

- আমাদের কিলিনীতে আলোকের সন্ধান বইয়া
- থাকে। কিলিনীবাসীদের এই আলোক অনিবার্য কারণ
- বাড়ীর ভিতরে অন্ধকারের দিনে তাদের কাজ সুবিধা
- অসুবিধা আরম্ভ করে নয়ে- ওঁজোলের এর চেয়ে বেশি
- উজ্জ্বলতা প্রয়োজন মনে হলে তিলে নিবানো হয়।

৬.২. গ্রন্থপঞ্জী :-

১. Google → https://sabirtha.in.

২. Google → https://milacharai.com.

৩. ড° নারায়ণ দাস, ড° প্রবন্ধানন্দ ভাওরেংশী, অসমীয়া সংস্কৃতির রূপরেখা, পৃ ৪৬৯-৪৭০

৪. উৎসবোত্ত ক্রোড়ী, অসমস্থ লোকসংস্কৃতির বিবাচিত প্রবন্ধ

৫. ড° খুন্দ লতর হোয়ঁহিং, অসমস্থ তথা জোবায়িনাবিব সাজেপাব আরু অন্যান্য।

৬. হেমচন্দ্র বরুৱা, হেমকোষ

৭. ড° নবীনচন্দ্র শর্মা, লোক সংস্কৃতি

৮. ৮'ত লোকেশ্বর গগৈ, অসমস্থ লোক-সংস্কৃতি প্রথম খণ্ড

৯. দ্বিতীয় লোকেশ্বর গগৈ, অসমস্থ লোক সংস্কৃতি দ্বিতীয় খণ্ড

Scanned with OKEN Scanner

৩.৩. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১০ গগৈ, চাও লোকেশ্বর — অসমীয়া লোক-সংস্কৃতি প্রথম খণ্ড

২০ গগৈ, চাও লোকেশ্বর — অসমীয়া লোক-সংস্কৃতি দ্বিতীয় খণ্ড

৩. গোস্বামী, ড° পূর্ণ লতা — অসমীয়া ওঝা গোষ্ঠীয় নাৰীৰ সাজপাৰ আৰু অলংকৰণ

৪. দাস, ড° নাৰায়ণ, আৰু বংশী ড° পৰমানন্দ — অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ

৫০ শৰ্মা, ড° নবীন চন্দ্ৰ — লোক সংস্কৃতি

৬০ গগৈ, চাও লোকেশ্বৰ — অসমীয়া লোক-সংস্কৃতি তৃতীয় খণ্ড

৭. কেওট, বিজয়েন্দ্ৰ — অসমীয়া লোকসংস্কৃতিৰ নিৰাচিত প্ৰবন্ধ

৮. বৰকয়া, ৰঞ্জিত চন্দ্ৰ — হেমাকোষ

৯. Google Link — https://satorha.in.

১০. Google Link — https://milacharai.com-

৩.৪. —সাময়িকী—

ক্রমিক	নাম	লিঙ্গ	যোগ্যতা	ঠিকানা
১.	ড. অনুপমা রাজ	মহিলা	অধ্যাপিকা	
২.	চন্দ্রাবলী বেরী বাসন	মহিলা	শিক্ষয়িত্রী	পটুয়াখালী
৩.	ড. আফরোজা হোসেন	মহিলা	অধ্যাপিকা	
৪.	নজরুল ইসলাম	পুরুষ	শিক্ষক	লক্ষ্মীপুর,
৫.	কাকলী সরকার	মহিলা	সহকারী প্রকৌশলী	ঢাকা, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম
৬.	নাসরিন হোসেন	মহিলা	গৃহিণী	লক্ষ্মীপুর,
৭.	দুলজনা পারভীন	মহিলা	গৃহিণী	কুমিল্লা
৮.	রোকেয়া খাতুন	মহিলা	গৃহিণী	লক্ষ্মীপুর
৯.	দিলদার বক্স	পুরুষ	শিক্ষক	লক্ষ্মীপুর
১০.	সালমা পারভীন	মহিলা	গৃহিণী	লক্ষ্মীপুর

Scanned with OKEN Scanner

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়,লক্ষীপুৰ

প্ৰকল্প পত্ৰ

বিষয় - "অসমৰ লোকবিশ্বাস"

নাম - ফাৰহানা আহমেদ

শ্রেণী - স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নং – UA-201-101-0033

পঞ্জীয়ন নং - 20023024

শ্রেণী ৰোল নং - 222

কাৰ্যালয় :- প্ৰকাশনা (ASM-HE-6056)

Scanned with OKEN Scanner

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Axomar Luka biswah"** submitted by FARHANA AHMED. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

Scanned with OKEN Scanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ লেডী ব্রাবোর্ন কলেজের স্নাতক স্তরের ষষ্ঠ সাম্মাসিকের অনার্স পরীক্ষার নিয়মের কারণে যে প্রকল্প রিপোর্ট জমা দিতে হয় তা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না যদি না আমি অনেক মানুষের সাহায্য পেতাম। তাই এই সুযোগে তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রথমেই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা ড. অনুপমা ঘোষ মহাশয়াকে যিনি আমার প্রকল্প রিপোর্টের বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্য উপস্থাপন এবং রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশনা ছাড়া এই কাজ সম্পূর্ণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

এছাড়া আমার প্রকল্প রিপোর্টের বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্য উপস্থাপন এবং রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা ড. অনুপমা ঘোষ মহাশয়া। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশনা ছাড়া এই কাজ সম্পূর্ণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

দুপাশের লোকেরা বিভিন্ন রকম ঔষধি গাছগাছড়া
নিয়ে বসেছে। তাদের কাছে গেলে তারা ডাকে
নিতে চায়। কোনো কোনো গাড়ি থামে আবার
চলতে থাকে। ফুটপাতে কিছু মানুষ বসে আছে
তাদের কারো হাতে কোনো ঔষধি গাছ নেই।
তারা শুধু বসে আছে। কিন্তু তাদের কাছে
কেউ যাচ্ছে না। তারা ডাকছে না। তাদের
কারো কাছে কোনো ঔষধি গাছ নেই।
তারা শুধু বসে আছে।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা নং

• প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

২.১ পরিচয় ——— ১

২.২ অধ্যয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ——— ২

২.৩ অধ্যয়নের পদ্ধতি ——— ৩

২.৪ অধ্যয়নের পরিধি ——— ৩

• দ্বিতীয় অধ্যায়: মূল বিষয়ের আলোচনা

২.১ অধ্যয়নের বিষয়বস্তু ——— ৪ - ১৫

২.২ অনুসন্ধান পদ্ধতি বিশ্লেষণ ——— ১৫ - ২৯

২.৩ পদ্ধতি পরিপ্রেক্ষিত ঐতিহ্যের কারণ ——— ২৯ - ৩১

২.৪ ভৌগোলিক অবস্থান ও কার্যপ্রকার ——— ৩২ - ৩৫

২.৫ পদ্ধতি পরিপ্রেক্ষিত খুঁটিনাটি চর্চা ——— ৩৬ - ৪২

২.৬ পদ্ধতি পরিপ্রেক্ষিত তাত্ত্বিক কাঠামো ——— ৪৩ - ৫৫

২.৭ তুলনামূলক বিশ্লেষণ ——— ৫৬ - ৫৩

২.৮ সাম্প্রদায়িক সামাজিকীয়ন পদ্ধতিবিশ্লেষণ ——— ৫৪ -

২.৯ ধর্মের ভাষা প্রত্নতত্ত্ব সামাজিকীয়ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ ——— ৫৫

২.১০ শ্রেণী জাতি সামাজিকীয়ন পদ্ধতিবিশ্লেষণ ——— ৫৬

২.১১ ছুঁৎ ধর্ম সামাজিকীয়ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ ——— ৫৬ - ৫৭

২.১২ শিক্ষা ব্যক্তি সামাজিকীয়ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ ——— ৫৭

২.১৩ নিয়োগ সামাজিকীয়ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ ——— ৫৭ - ৫৮

২.২৪ নবরত্ন — সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ——— ৮৩ - ৭৪
২.২৫ উপসংহার ——— ৭৪ - ৭৫
২.২৬ তথ্যসূত্রে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
সাক্ষাৎকার ভিত্তিক আলোচনা ——— ৭৫ - ৭৭

• তৃতীয় অধ্যায়:

৩.১ ভূমিকা ——— ৭৮ - ৭৯
৩.২ সামাজিক প্রশ্নপত্রী: ——— ৮০
৩.৩ সমীক্ষা ——— ৮১
৩.৪ বিশ্লেষণ ——— ৮২

• ভেরতবর্ষনিকা-

১.১ পরিচয় :→

পুলোক পরিস্থাপিত পুলোক সংস্কৃতির ভেরতবর্ষ বিশ্লিমাপেক্ষ জিনিস । পুলোক পরিস্থাপনে প্রাচীনিক সাহিত্যকৃতি গঠন করে জাবক মুখ- মুখ- স্মৃতি- শ্রুতি- প্রাচীনিক সাহিত্য স্থাপিত প্রাচীন রূপ স্মৃতি প্রেরণা দিয়ে- ওপরেত আধারে পরিস্থাপন করি জিনিস ।

পূর্বকালীন জিনিসের ওপরেত নির্ভরশীল পাশ্চাত্যকালীন জিনিসিক ওপরেত প্রাচীনিক পরিকাঠামো সাহিত্যে স্থান পেয়েছে । পরিবেশ লাখ; পাখির স্থান, বিশেষভাবে ওপরেত পরিস্থাপনে প্রেরণা করে জিনিস লাভ হয়েছে । পরিবেশ সাহিত্যপ্রাণে পুরোনো নানা- জিনিস- কৃষ্টি, গাছ- গাছালি, জিনিসপত্র বেড়াই, পরিস্থাপিত জিনিস কেমনভাবে জৈবিক প্রাচীন ওপরেত জন্তুরত হয়ে ওপরে পুরো তুলনের সৃষ্টি করেছিল জাবক জাবে লাভিত্যিত পুরোনো পুরোনো ওপরেত পুরোনো করে জিনিস নানা- প্রেরণা সাহিত্যে সাহিত্যের সমাজের জাবক প্রাচীনিক পরিবেশে ওপরেত পরিস্থাপনে জাবক পুরোনো জিনিস নানা প্রেরণা করে পুরো- জিনিসের সৃষ্টি করেছিল ।

৯.২ জৈবপ্রযুক্তির নৈতিক দিক :→

শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা ড. নাসরীন বিভাগের নেতৃত্বে একটি গবেষণা দল "জৈবপ্রযুক্তির নৈতিকতা" বিষয়ে গবেষণা শুরু করে। "জৈবপ্রযুক্তির নৈতিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণার কারণ কী ছিল — মুখ্য যুগ্ম আবি- এই নৈতিক বিশ্লেষণের জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহারযোগ্য ছিল ছিল অর্থাৎ ছিল। বিশেষ বৈজ্ঞানিক আবহে নিয়ন্ত্রণ বিধিতে এই নৈতিক বিশ্লেষণ নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

এই কারণে এই গবেষণা প্রকল্পের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছিল। গবেষণা এই- ছিল বিষয়ে জৈবপ্রযুক্তি নিয়ে বিভিন্ন মতামত গুরুত্বের গবেষণা প্রকল্পের নামকরণ। বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল সঠিক নির্ধারণ। বিশেষজ্ঞ গুরুত্বের সাথে গবেষণা এই প্রকল্পের নামকরণে কারণ বিষয়ে লেখা হয় গবেষণা সম্পর্কে জানতে করা নিয়ে এই প্রকল্পের নামকরণ প্রকাশিত করা।

৯.৩ অভিসন্দর্ভ - পদ্ধতি :→

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ - অভিসন্দর্ভ - প্রস্তাবনা - শেষ তুলনামূলক পদ্ধতিতে - আলোচনা - গবেষণার পথা - নাই । " উপসংহার - পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ " অভিসন্দর্ভ - প্রস্তাবনা শেষে বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে অবলম্বন করিয়াছে ।

৯.৪ অভিসন্দর্ভ - গবেষণা :→

অভিসন্দর্ভ - গবেষণায় - আলোচ্য - পদ্ধতি - তথ্য - প্রমাণ - আধার - গবেষণা । পদ্ধতি - (i) প্রত্যক্ষ গবেষণা - (ii) বিষয়ক - গবেষণা -

(i) প্রত্যক্ষ গবেষণা :→

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণে - অভিসন্দর্ভ - প্রত্যক্ষ স্থান - স্থানের আলোচনা । দৃষ্টি, প্রত্যক্ষ - , সাক্ষ - সংগ্রহী, বিশ্লেষণ, প্রশ্ন - তালিকা - , প্রত্যক্ষতা - আলোচ্য - বিশ্লেষণ - সাধুমুখ নিয়ন্ত্রণ - পূর্বোক্ত বিশ্লেষণে - প্রশ্ন - প্রশ্নি - স্থির - হইয়াছে । উপসংহার - পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ - অভিসন্দর্ভ - প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি - প্রশ্নের প্রয়োগিত্ব - উপসংহারে - আলোচিত - হইয়াছে ।

(ii) বিষয়ক - গবেষণা :→

প্রয়োগ - আলোচনায় - বিষয়ক - হইয়াছে "পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ"

ইসলাম সাহিত্যে ইসলাম লোক নাট্য, লোক নৃত্য, লোক বাদ্য জোসিম বিকাশে ইসলাম আলোচনা করা নাই বলিলেই চলে লোক আলোচনার বিকাশ ঘটেছে লোক বিশ্বাস। গতিকে লোক আলোচনার বিকাশে পরিবার ইসলামের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

২.১ স্থূল বিষয় বস্তু :→

জেলাকার লোক বিশ্বাস কাপড় পরিধান ধারে চলি আসিছে। লোক বিশ্বাস কাপড় লোক সংস্কৃতির অঙ্গ। যেটা জাতির লোক সংস্কৃতির প্রকাশ লোক, সাহিত্য যে লোক বিশ্বাস কাপড় ব্যবহার লাগে। লোক বিশ্বাস কাপড় স্থূল পরিধান ধারে চলি আসা লোক বিজ্ঞানের। যেটা জাতির সাথে লোক আলোচনা জড়িত যে লোক সংস্কৃতির প্রকাশ লোক বিশ্বাস কাপড়ের প্রতিফলন লোক বিশ্বাস কাপড় জাতির লোক সংস্কৃতির অংশ হিসাবে গণ্য।

লোক বিশ্বাস কাপড় স্থূল পরিধান ধারে চলি আসা লোক বিজ্ঞান। লোক বিশ্বাস কাপড় লোক সংস্কৃতির যেটা প্রকাশ ভঙ্গি। লোক বিশ্বাস বিভিন্ন পরিধান ধারে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণ জোড়া সাজ পোশাক জাতি স্থান কাপড়। সাধারণত মানুষের

পরিভিত্তি- কোর্সের বিষয়ে বিস্তারিত- শুরু- কিভাবে- বিভাগ- শেষে- পুরো পরিষ্কার ।

অন্ধবিশ্বাস অর্থ- লোকবিশ্বাস, কোথাও- কিছুটা কোন ব্যক্তি- কিভাবে- কোথাও- কোথাও- বিশ্বে- বিভাগ- পরে, লোকবিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস- কোথায়- কিভাবে- কোন- কোথাও- কিভাবে- কিছু- বিভিন্ন- কোথাও- বিস্তারিত- কোথাও- অন্ধবিশ্বাস- কোন- লোকবিশ্বাস- কোথাও- কোন- বিষয়- কিভাবে- কোথাও- কিছু- কোন- বিষয়ে- কোন- বিষয়ে- কোন- বিষয়ে

জেন্ডারবিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির পিছনে যে কারণগুলি রয়েছে তা হল ১৯৯০ দশকে জেন্ডারবিশ্লেষণের যে সমস্ত নির্দেশ পরিবর্তনে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সচেষ্ট হয়েছিল। জেন্ডারবিশ্লেষণ যে কোন সমস্যা নির্দেশ করা সহজ নয়। বিশ্লেষকগণ জোর দিয়েছেন যে জেন্ডারবিশ্লেষণ কোন প্রক্রিয়া নয়। তারা যে বিষয়ে গবেষণা করছেন তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে হবে। জেন্ডারবিশ্লেষণ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন কাজের সম্পর্ক, সমাজ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়। জেন্ডার সম্পর্ক মূলতঃ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত নয়। জেন্ডার সম্পর্ক বিভিন্ন সংস্কৃতিতে কোন একটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। জেন্ডার সম্পর্ক পরিবর্তনশীল। জেন্ডার সম্পর্ক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হয়। জেন্ডার সম্পর্ক বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন রকম হয়। জেন্ডার সম্পর্ক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হয়। জেন্ডার সম্পর্ক বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন রকম হয়।

অন্ধবিশ্বাস । যুক্তিই এই সমস্যার সমাধান করা যায় অন্ধবিশ্বাসের কোনো সমস্যা নয় । বিজ্ঞানের কোনো কিছুই অন্ধবিশ্বাস নির্ভর নয় । প্রমাণের উপর নির্ভর করে বলে এটি কোন ধর্মের নয় ।

অন্ধবিশ্বাস (Superstition) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ অতিপ্রাকৃত ক্ষমতায় বিশ্বাস করা । অন্ধবিশ্বাস বলতে বোঝায় ভাগ্য, ভবিষ্যৎ, ঈশ্বর, ভূত-প্রেত ইত্যাদিতে বিশ্বাস করা ।

অন্ধবিশ্বাসের উৎপত্তি :

অন্ধবিশ্বাসের উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে । তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতবাদটি হলো ভয় । ভয় থেকে মানুষ অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বাস করে । ভয় থেকে মানুষ ভাবে যে এটি করলে এটি হবে, এটি করলে ওটি হবে ইত্যাদি । যুক্তিহীন এসব বিশ্বাস মানুষ অজ্ঞতার কারণে করে থাকে । ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে "Fear is the father of superstition" ।

মানুষের অন্ধবিশ্বাস - বিজ্ঞানীদের মতামত :

বিজ্ঞানীরা মানুষের বিভিন্ন অন্ধবিশ্বাসকে বোকামি (Idiom Dumbs) বলে উল্লেখ করেছেন । তাদের মতে অন্ধবিশ্বাস হলো মানুষের মস্তিষ্কের একটি ত্রুটি । বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই অন্ধবিশ্বাস মানুষের জন্য ক্ষতিকর । বিজ্ঞানীরা অন্ধবিশ্বাসের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরেছেন । তারা মনে করেন অন্ধবিশ্বাস মানুষের মস্তিষ্কের একটি ত্রুটি ।

পারিবে। যেমন— (ক) সংস্কার, লোক বিশ্বাস— (Simple folk belief), (খ) যাদু- লোক বিশ্বাস (magic folk belief) এবং (গ) ধর্মবিষয়ক লোক বিশ্বাস (Connection folk belief)

(ইউরোপীয় পণ্ডিতদের- এমত অনুযায়ী লোকবিশ্বাসের শ্রেণীবিভাগ হল—

(ক) সংস্কার লোকবিশ্বাস :—

(একদা কাজকর্মের শেষ ফল লোক মানসিকতায় সংক্রমিত হয়ে সংস্কার লোকবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। এই ধরণের লোক বিশ্বাসের উৎপত্তি কোথা- ঐতিহ্যগত কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পরিণামে সংস্কার ভিত্তিক লোকবিশ্বাস কার্যকারণ সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন— সংস্কার লোকবিশ্বাসের ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু অলৌকিক (divine) শক্তির ওপর- বিশ্বাস করা যায়। সংস্কার লোকবিশ্বাসের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে— সংস্কার লোক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে- কোনো কাজের শেষে- ঐশ্বরিক শক্তির ওপর- বিশ্বাস করা হয়। যেমন- কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে- তার আত্মীয়রা- শ্মশানে- গিয়ে- ঈশ্বরের কাছে- প্রার্থনা করে। এই ধরণের- লোকবিশ্বাস- ঐশ্বরিক শক্তির ওপর- নির্ভরশীল। কিন্তু- কার্যকারণ সম্পর্কের- ভিত্তিতে- ব্যাখ্যা করা যায় না।

বেষমুল হোল্লাক ইংলিশ প্রাতঃকালীন পরিষেবা অনুবর্তী
পরিধানে। পরিচিতিমূলক, চেল্সিবলিয়ে কোন ছুটিকালকল্প পুরোনোতে
পাবিত্রাক শাস্তির দেনোরাবে। কমাপোর্টের সেতে ছেত্রিসভ্যতানী
সাক্ষাতীয় পরিচ্ছন্নোপকরণ কোলম্বিয়ান সোমালিয়ার দুর্নীতিবিস্তারের
আলিবও পাবি। প্রেক্ষাপটার্থক লোকেশিবে একই তদনুসারে
প্রেতুন শাস্তির দেনোরাবি — একই কোপাপোর্টে নেমে, পূর্ত কো-
ফোবাবিসনের নিরাত পরিবিশানির সাক্ষাৎকার কোলম্বিয়ানের ক্রীত
দেনোরাবে বিদ্যাহরণপ্রকরণের চেল্সিবলিয়ে দেখলা দিনিয়া-
কোনেই বেষমুল নিয়ানা নিয়ে, বেষমুল ক্রীত স্মৃতি ইংলিশ-
হতে করবে। তালিকাবে ছুটিকালকল্প দেখানো সাক্ষাৎই
বেষমুল দিয়ানা স্মৃতি সর্ব দেনোরাবি, বেষমুল প্রেক্ষাপটে-
কোপাক্রমানীয়ে দলিয়ে। পূর্ববর্তিকা গোপন কোলম্বিয়ানের
সাধুত লাপাদ্য পরিষ্কারান। দেখানে স্মৃতিবিজ্ঞানে কোলম্বিয়ানের-
নিয়ে। পিছে কো সোনা দেখতেই প্রেক্ষাপটানীয় দলিমিত
কোষ্ঠে ক্রীত দেনোরাবে, সোপ্রবল সোমালে ত্রিদিবা লাক্ষিনাব
দিলিনিছে কোকেনমিলে সোনাদেখিত দলিয়ে দিনিস্ত্রাসাত
প্রেক্ষাদলিয়ে লাক্ষিনিবিক্ষত দেনোপ্রেক্ষাদলে নাকলাকে। বেষমুল
দেক্ষাবারাবিন দিনিয়েন্ত কলিনিবার্য পূর্ত সাক্ষিবিক বেষমুল
ত্রৈধব সোনে দেখানো বিষমাত সোনাদেখে কো দিনিয়ে
কোপোকলে নাই। চেল্সিবলিয়ে দেখলা দলিনিবিলি
কোসমলা ছুটিকালকল্প নইলে বেষমুল ক্রীত লাক্ষে।
দলিনিত চেল্সিবলিয়ে দেখলা নাকলাকে লাক্ষিনাকে দিনিস্ত
প্রেকাপোর্টে — কোত কোনে দিনিয়ে ছুটিকালকল্প দেখানো-
প্রেক্ষাদলিয়ে। দিনিত লাক্ষিনাকলাবে দেখাঁড় ওলিনিত
বেষমুল ক্রীত কোপোনিবে লাক্ষিনাকে কোলম্বিয়ানের লাক্ষিনাকলা-

ওলিয়ো কোর্টেক্স ব্যবস্থাপনা অংশকে নিয়ন্ত্রণ।
জোন নিয়ে নিয়ন্ত্রক, অংশকে কো-নিয়ন্ত্রণ
নিয়ন্ত্রণকারী ক্রোমোজোম সমস্যা।

(খ) আসু লোকোমোটর সিস্টেম →

প্যাকেট, ঐ হিসেবে আরা-সুনির্দিষ্ট জোড়া
জোনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রক (positive and negative
controlling signs) হেমাটিক কো আসু লোকোমোটর সিস্টেম
স্নায়ুর প্যাথি। হেমাটিক লোকোমোটর সিস্টেমের জোড়ার
সহ নতে কো কোনোরাপ নিয়ন্ত্রিত নয়ই। জোড়া নই।
লোকোমোটর লোকোমোটর সিস্টেমের ক্রোমোসোমাল
নিয়ন্ত্রিত জোনের ক্রোমোসোমাল স্নায়ু। সংকেত লোকোমোটর
তুলনায় হেমাটিক কো আসু লোকোমোটর সিস্টেমে আনেক
কোর্টেক্সের জোনাই প্রায়ই নিয়ন্ত্রিত, জোনোমিক নয়।
জোড়া নিয়ন্ত্রিত আসু লোকোমোটর সিস্টেমে আনেক জোনাই প্রায়ই
কোর্টেক্সের স্নায়ু হয়। নিয়ন্ত্রিত, আনেক কোর্টেক্স
জোনাই প্রায়ই নিয়ন্ত্রিত নয়। জোড়া নিয়ন্ত্রিত
স্নায়ুতে স্নায়ুগোষ্ঠে কাজ হাতসাথি অনাস্থির জোড়া
নিয়ন্ত্রিত হেমাটিক সিস্টেম স্নায়ু নিয়ন্ত্রিত।
হয়েছে স্নায়ুগোষ্ঠে জোড়া নিয়ন্ত্রিত কাজ জোড়া
জোড়ার জোড়া স্নায়ুগোষ্ঠে স্নায়ু নিয়ন্ত্রিত
নিয়ন্ত্রিত স্নায়ুগোষ্ঠে স্নায়ু নিয়ন্ত্রিত।
কোর্টেক্স স্নায়ুগোষ্ঠে স্নায়ু নিয়ন্ত্রিত স্নায়ু
স্নায়ুগোষ্ঠে স্নায়ু নিয়ন্ত্রিত স্নায়ু নিয়ন্ত্রিত
নিয়ন্ত্রিত স্নায়ুগোষ্ঠে স্নায়ু নিয়ন্ত্রিত স্নায়ু

অভিজ্ঞতা-নির্ভর জ্ঞানের ক্ষেত্রে। এটি কোন সংখ্যক ও
ধরনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে তার উপর। কোন
কোন ক্ষেত্রে একটি অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হতে পারে, আবার
কোন ক্ষেত্রে একাধিক অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হতে পারে।
অভিজ্ঞতা-নির্ভর জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন
নির্দিষ্ট পরিমাণ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হবে তা নির্দিষ্ট
করে বলা সম্ভব নয়। এটি নির্ভর করে বিষয়বস্তুর
উপর। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি অভিজ্ঞতা যথেষ্ট
হতে পারে, আবার কোন ক্ষেত্রে একাধিক অভিজ্ঞতা
প্রয়োজন হতে পারে। এই ধরনের জ্ঞানকে 'non-casual'
বা অ-কার্যকারণ জ্ঞান বলা হয়। এই ধরনের জ্ঞানের
ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট কারণ-ফল সম্পর্ক থাকে না।
এটি অভিজ্ঞতা-নির্ভর জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
অভিজ্ঞতা-নির্ভর জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট
কারণ-ফল সম্পর্ক থাকে না। এটি অভিজ্ঞতা-নির্ভর
জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অভিজ্ঞতা-নির্ভর জ্ঞানের
ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট কারণ-ফল সম্পর্ক থাকে না।
এটি অভিজ্ঞতা-নির্ভর জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
অভিজ্ঞতা-নির্ভর জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট
কারণ-ফল সম্পর্ক থাকে না। এটি অভিজ্ঞতা-নির্ভর
জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অভিজ্ঞতা-নির্ভর জ্ঞানের
ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট কারণ-ফল সম্পর্ক থাকে না।
এটি অভিজ্ঞতা-নির্ভর জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পুলিশবিশ্বাস- সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস (dogma) ভাব ই-
উদ্দেশ্য- অনুষ্ঠান- প্রথাগত শ্রেণিবিন্যাস ।

(ঘ) পরিবর্তিত পুলিশবিশ্বাস :-

পরিবর্তিত পুলিশ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যে সংঘ
যে বিশেষ পুলিশবিশ্বাস উদ্ভাস হিসে দেখা যায়,
যিনিই তাই পরিবর্তিত সংকেত সংকেত বলে
আছে যেমন যে পুলিশবিশ্বাস কোন নির্দিষ্ট
দৃষ্টি থাকে । যদিও সাধারণত, সংকেত পুলিশবিশ্বাস
আধুনিক বিশ্বাসকে পরিবর্তন করার । উদ্ভাস
পরিবর্তিত পুলিশ বিশ্বাসও সংকেত পুলিশবিশ্বাস এর
যে উদ্ভাবিক চর্চা নির্দিষ্ট নয় তাদিকে, তাই পুলিশ
পুলিশ বিশ্বাসের আধুনিক বিশ্বাসের শ্রেণিবিন্যাস বিশেষ
ভেদের প্রকট হয় । আধুনিক বিশ্বাসের প্রযুক্তি
যে বিপর্যস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তিত কিছু সংখ্যক
পরিবর্তিত পুলিশবিশ্বাসের উদ্ভব ঘটেছে । এই পুলিশ
পুলিশবিশ্বাসের প্রয়োগের দৃষ্টি (planning signs) ভাল
প্রতিষ্ঠানের উদ্দীপক । যেমন্তাত্ত্বিক প্রকল্পে উদ্ভাসিত
কৃতকার্যতা লাভ করিবলে হলে সংঘটন ভাবে পরিবর্তন
জীবন পরিচর্যা হতে । কাঠামোগত কৃতকার্যতা লাভ করিবলে
ছুটি ভাবে সাধন সাধন, যোগ লাগিয়ে ।
কল উদ্ভাসিত সাধনতা লাভ করিবলে ছুটি উদ্ভাসিত
পুলিশবিশ্বাস প্রয়োগ পালিয়ে ।

ছুটির পুলিশবিশ্বাস যেখানে উদ্ভাস করা হয়
সেখানে ভাবসাধারণ প্রয়োজন ভাবনা লাগে করিবে

[illegible]

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

ট্রেসেস্ট, গড, ফেরু- এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের লোকবিশ্বাসকে মূলতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যেমন — (i) আদিম - লৌকিক সম্পর্কীয় লোকবিশ্বাস,
(ii) দেবতা ও অতিপ্রাকৃত - ঈশ্বরে সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস,
(iii) কীর্তন ভ্রমণ - ঈশ্বরে সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস
(iv) অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস
(v) সামাজিক - সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত লোকবিশ্বাস,
(vi) জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু সম্পর্কীয় লোকবিশ্বাস,
(vii) ঘুম, বিশ্রাম, আলস্য, আকাঙ্ক্ষা, লীলা, ক্রীড়া-কৌতুক বিশ্বাস, ঈর্ষা-পরায়ণতা, বিশ্বাস, ভয় ও অন্যান্য সঙ্গে জড়িত লোকবিশ্বাস।
(viii) যাদু, ডাকিনীবিদ্যা (witch craft), ভবিষ্যদ্বাণী (divination), ভূত-প্রেত বিশ্বাস (ghost-lore) জাত
(ix) মৃত্যুপুরী (Realm of the dead) সম্পর্কীয় লোক-বিশ্বাস
(x) সৃষ্টি-সম্পর্কীয় প্রাকৃতিক ঘটনা বৈচিত্র্য (cosmic phenomena)
(xi) নক্ষত্র - রবি, চন্দ্র, শুক্র, সপ্তর্ষি মণ্ডল, শনি মঙ্গল, বৃহস্পতি - সাতি, পরিবার - সম্পর্ক ভিত্তিক জাতিভেদ সঙ্গে জড়িত লোকবিশ্বাস
(xii) বিবিধ বিষয়ক লোকবিশ্বাস।[২]

উপাদান ভিত্তিক লোকবিশ্বাসকে মূলতঃ দুভাগে বিভক্ত করেছেন জোন্স ও বিভক্ত করেছেন ডিলেনি। এই দুজনের বিভাজনের মূল পার্থক্য, যেমন- (ক) ডিলেনি-

ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত বলতে (ক) সামাজিক ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত ধর্মীয় আচরণ - ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতে আচরণ - সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত - ধর্মীয় আচরণ (religious behaviour) বলতে - সামাজিক আচরণ (Social behaviour) কিভাবে - ধর্মীয় - কেন - ধর্মীয় আচরণ - ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত - সমাজে বসবাস - ধর্মীয় - ধর্মীয় - সাথে - ধর্মীয় বলতে, বলেন - (ক) ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত, (খ) ধর্মীয় - সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, (গ) ধর্মীয় - ধর্মীয় - পরিবেশে পরিপ্রেক্ষিত, (ঘ) প্রাচ্য - পাশ্চাত্য, দেশ - দেশে পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিত, (ঙ) ধর্মীয় - ধর্মীয় - সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, (চ) সামাজিক - ধর্মীয় - ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত, (ছ) সমাজ - সমাজ - ধর্মীয় - সমাজ পরিপ্রেক্ষিত, (জ) সমাজ - সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, (ঝ) সমাজ সমাজ পরিপ্রেক্ষিত, (ঞ) ধর্মীয় - ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত।[২]

২.২ ভিন্নধর্মে - ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত :-

ভিন্নধর্মে - ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত ধর্মীয় পরিবেশে - ধর্মীয় - ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত বলা যায়। ধর্মীয় - ভিন্নধর্মে ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত বলতে ধর্মীয় পরিবেশে ধর্মীয় - ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত বুঝায়।

ভিন্নধর্মীয় পরিবেশ - ধর্মীয় ভিন্নধর্মীয় - ধর্মীয় - ধর্মীয় -

উত্তর - লক্ষ্য - উদ্দেশ্যসমূহ - সুষ্ঠু - পরিচালনা ব্যবস্থা - শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ তৈরি।

সুষ্ঠু - শৃঙ্খলা - নিয়ন্ত্রণ - কথা - উদ্দেশ্যসমূহ। বিদ্যালয় - পরিবেশ - কারণে - প্রাকৃতিক - সম্পদ - ব্যবহার - প্রার্থনা করা।

উদ্দেশ্য - প্রেণিভিত্তিক - পুনোপুনি - বিন্যাস - করার - কিছু - বিষয় - ওপর - জোর - দেওয়া - হয়েছে - যেমন -

(i) ইংরেজি - পুনোপুনি বিন্যাস -
(ii) কৃষ্ণ - সমবায় - পুনোপুনি বিন্যাস -
(iii) ভূগোল - পরিবেশ - বিষয়ক - পুনোপুনি বিন্যাস -
(iv) ফল - পাখি - ফুল, লিচু - লেচি - ফল পুনোপুনি বিন্যাস -
(v) বাংলা - ব্যাকরণ - কৃষ্ণ - সমবায় পুনোপুনি বিন্যাস -
(vi) বাংলা - সাহিত্য - ভাব - সম্প্রসারণ পুনোপুনি বিন্যাস -
(vii) ব্যায়াম - খেলা - শিক্ষা - সফর - ভ্রমণ - ক্রীড়া পুনোপুনি বিন্যাস -
(viii) ব্যায়াম - খেলা - ব্যায়াম - সমবায় পুনোপুনি বিন্যাস -
(ix) বিবিধ - নিয়মিত পুনোপুনি বিন্যাস।

এইসকল উদ্দেশ্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রেণিকক্ষে - ব্যবস্থা - হবে।

(i) ঔপনিবেশিক লোক বিন্যাস :—

ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় সমাজের মতো ভারতীয় লোক বিন্যাসও বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বে ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল, ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে তা ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির ওপর পাশ্চাত্য প্রভাব পড়তে থাকে। ফলে ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির ওপর পাশ্চাত্য প্রভাব পড়তে থাকে। ফলে ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে।

ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির ওপর পাশ্চাত্য প্রভাব পড়তে থাকে। ফলে ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির ওপর পাশ্চাত্য প্রভাব পড়তে থাকে। ফলে ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে।

জনসাধারণের মিলার নিমাত্ত পাস্তু-পুস্তকাদ্ত কোড়িত জীবন পাস্তুকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙালীর বিকাশ। জনের আনন্দাজিক প্রেরণার ইতিহাস রয়েছে। এই পুস্তকের গান-পেয়ের ছাঁদ আলাদা। সাধারণ-শ্রেণীর পাস্তু-পালিদের প্রাধান্য ছিল, পুরা-পেয়ার ইতিহাস সেই সুপাতেই। অতীত-কালের ইতিহাস জানার আকাঙ্ক্ষাতে এরকম সাধারণ কবিতা রচিত। মাহুত-জোগীপোত সাঁড়ের বিচিত্র খেলা দেখেছে। নদীর জলে নামা ছাড়া লাঙ্গলাতি, সাঁড় তাড়ের কারণ। কীর্তিগান কোরানে নদি পেশাত মানুষের ভবিষ্যত নির্ভর করেছে তাতেই এরা-পাস্তুর স্বাস্থ্য জানার শক্তি বৃদ্ধির জন্য নানা, পুজো-পার্বণের প্রচলন আছে। জনসাধারণ সাধারণত নির্জনে নিজের কথা প্রকাশ করা হয়। জীবন তার নিজস্ব নানা কথাকাহিনি জোড়ার-জোড়ায় পালিয়ে, করা হয়। প্রেমসাধন স্বেচ্ছাকৃতীয় পুলিসাধারণের বিনাস্থলির জন্য সাধারণের জন্যসাধারণ হয়ে পুস্তকের পুরো নাম খালি নিয়ে জনতি-প্রেমকাহিনীর লেখা। পাস্তুর পুরোপুরি জীবন সুত্র হল প্রেমকাহিনীর ব্যবসার করা হয়, যেমন নিয়ম — মুসার ছেড়া-নদিকাটে যেমির কাজ করা কেন্দ্রি সাধারণ খুলি ও রেখা হয়। পুরোকাহিনি স্বেচ্ছাদান পুরোপুরি স্বীকার বিকাশে পুরোপুরি ও জানানো হয়েছে। পাঞ্চগান পিছিয়ে পড়ার কারণ।

জনসাধারণের সাধারণ নিয়মাবলি, কাজ-পুজো-নিয়মের, জীবনযাত্রা-জীবনযাত্রার নিয়মের, ইতিহাস

- সাধারণত সাধারণীয়ন বিধান জোরি বিশ্রামকাল অবিরাম
ঘুমের বিশ্রামকাল । নিয়মিত ঘুমের অভ্যাস, ইউনিফর্ম
জোড়া, পড়ার কাজ, নিরিবিলি ঘুমানো : এসব ঘুমের
প্রয়োজনীয় সহায়ক হলে ঘুমের এসব নিয়মিত ঘুমের
বিশ্রামকাল ।

(iii) ভালো সাধারণীয় ঘুমের বিশ্রামকাল :—

জীবনযাপন জীবন ভালো সাধারণীয় সবগুলো ঘুমের বিশ্রামকাল
প্রয়োজনীয় জোড়া । ঘুমের প্রয়োজনীয় সবগুলো ঘুমের
কালিমা মুখমণ্ডল জাতি মানুষ প্রয়োজন জোড়া,
ঘুমের খেলা জীবন ঘুমের সংযুক্তি এই মুখমণ্ডলে
জীবনযাপন জাতি । পড়ার নিয়মিত সবগুলো অভ্যাস
ঘুমের সাধারণীয় ঘুমের । ঘুমানোর ঘুম ঘুমানো
ঘুমানি ঘুমগুলোর বিশ্রামকাল । ঘুমানোর ঘুমানো ঘুমানো
অভ্যাস ঘুমের নিয়মিত সাধারণ অবসর ঘুমানি জিনা জোড়া ।
ঘুমানো ঘুমানো সাধারণ ঘুমানো ঘুমানো ঘুমানো —
ঘুমানোর ঘুমানি মুখমণ্ডল জীবনযাপন ঘুমানো । ঘুমানো
ঘুমানো জোড়া জোড়ার ঘুমানো ঘুমানো ঘুমানো ঘুমানো
ঘুমানি ঘুমানো । চুল ঘুমানো সাধারণ ঘুমানো ঘুমানো
জোড়ানো ঘুমানো ঘুমানি ঘুমানো । চোখের ঘুম ঘুমানো
ঘুমানোর ঘুমানো ঘুমানো । ঘুমানোর সাধারণ ঘুমানো
সাধারণীয় জোড়া জিনা বিশ্রামকাল জোড়া । ঘুমানো ঘুমানো
ঘুমানো ঘুমানো ঘুমানো ঘুমানো ঘুমানো ঘুমানো ঘুমানো
ঘুমানো জোড়া, ঘুমানো ঘুমানো সাধারণ ঘুমানো ঘুমানো ঘুমানো

জোড়ে। বিশেষজ্ঞদের প্রেসক্রাব সোচরে পরিষদের বৈঠকে।
পরিশিষ্টাদাতা জোরে নিরুপেক্ষের সাপেক্ষে, হোতাপত্রে স্বোপার্জিত।
পরিশিষ্ট সেচের সাপেক্ষালে স্মৃতি প্রেসক্রাব প্রেক্ষাগৃহে সোরগুল
পরিসংখ্যান পত্রে জোড়ে।

সাহারি জোরে সুমুখে প্রেক্ষাগৃহে পরিষদ
পিছিয়েপড়া ঘাসে ঘাসে প্রেক্ষাগৃহে সাধ্য হয়। ছোট্ট
হোমসায়েন্সে প্রেক্ষাগৃহের স্বোপার্জিত ছাড়ানো সাপেক্ষ
সাহারি নিরিবিড়তায়ে জোড়িত। সেতুপ্রেক্ষে স্বিৎ স্মৃতিসৌধ
জোরে স্বোপার্জিত প্রেক্ষাগৃহে হৃদ্যসাহায্যে সাহারি
বেলি নিবে লাড়ে।

(iii) চড়াই-নদীবিধৌত নিরুপদ্রব প্রেক্ষাগৃহে → ৮

পড়ায়ের নিরুপদ্রব স্বোপার্জিত নিরুপদ্রবের চক্ষুপাতি
কোরিয়োগ্রাফি সাধারণ হিসেবে। কোরিয়োগ্রাফি স্বোপার্জিত স্বোপার্জিত
চিকিৎসা জোরে স্বোপার্জিত। ই জোরাসায়নিক প্রেক্ষাগৃহে
স্বোপার্জিত জোরে জোরিয়ার সেচের স্বোপার্জিত নিরুপদ্রব।
প্রেক্ষাগৃহে সোরগুল স্বোপার্জিত কোরিয়োগ্রাফি স্বোপার্জিত প্রেক্ষাগৃহে
নিরুপদ্রব। স্বোপার্জিত স্বোপার্জিত স্বোপার্জিত স্বোপার্জিত
স্বোপার্জিত প্রেক্ষাগৃহে সাধ্য স্বোপার্জিত। স্বোপার্জিত
স্বোপার্জিত স্বোপার্জিত স্বোপার্জিত স্বোপার্জিত স্বোপার্জিত
নিরুপদ্রব স্বোপার্জিত স্বোপার্জিত স্বোপার্জিত স্বোপার্জিত
স্বোপার্জিত

(iv) চাহ- পাহুনি, লিখা - লিখিবা, শুনা - শুনিবা
ধাতুৰ বিশ্লেষণ ঃ→

চাহ - পাহুনি - কিতবত জোঁৱাই, বেলা, বিয়াগু, বাবে চাহ, কৰী চাহ- জোনাকৰ দৰে পোহৰ বিয়পোৱা অৰ্থত প্ৰযোজ্য হোৱে। বিশেষ্য চিনাকি ৰূপত ব্যৱহাৰ হয়। জোঁৱাই চাহত- ৰূপে- আকৃতি বুলি বিশ্লেষণ কৰোঁ, অৰ্থে- স্বভাৱ, ধৰণ, আচৰণ বুলি বিশ্লেষণ কৰোঁ। ইয়াৰ বাহিৰত জোঁৱাই শব্দটিয়ে নামবাচক অৰ্থ বুজোৱা বুলি বিশ্লেষণ কৰোঁ। বেগুনী, বেলা, বেঙুনীয়া ধাতুত ই প্ৰত্যয়ত লগাত ৰূপ বুলি বিশ্লেষণ কৰোঁ। ঈ প্ৰত্যয় বিহনে জোঁৱাই, বেলি, বিয়াগু, বেঙুনী ধাতুৰ অৰ্থ লিখিবলৈ গলি - শুনিবা - ধাতুত ই প্ৰত্যয় যোগে বিশ্লেষণ হয়।

(v) অনুশীলনিৰ লিখা- প্ৰথমা, শুনা- দ্বিতীয়া বিভক্তিৰ বিশ্লেষণ ঃ→

জোঁৱাই, বেলা, বিয়াগু, বেঙুনী, কৰী চাহ ইত্যাদিত প্ৰথমা বিভক্তি বুলি বিশ্লেষণ হয়।

(vi) স্থানীয় ভাষীয়ে- জোৱাই ভনীয়েক, কাকতী, ফুকনীয়া বুলিছোঁ বিশ্লেষণ ঃ→

পুৰুষৰ লগত সম্পৰ্কযুক্ত জোৱাই, কাকতী, ফুকনীয়া ইত্যাদি শব্দৰ লগত ভনীয়েক শব্দ যোগ কৰি সম্পৰ্কীয় ভনীয়েকৰ বুজোৱা বুলি বিশ্লেষণ কৰোঁ। ভনীয়েক শব্দটি ইলিংগীয় বিভক্তি প্ৰত্যয়ৰ লগত যোগ হোৱা বুলি বিশ্লেষণ কৰোঁ।

(vii) গাছের ক্ষতস্থান, গর্তের নিচের দিকের — অপসারণীয় ফুলো বিস্ফোরণ →

কোনো গাছের ক্ষতস্থান বা গর্তের নিচের দিকে অপসারণীয় ফুলো বিস্ফোরণ দেখা যায়। ছত্রাক প্রথমে, আর্দ্র আবহাওয়ায় ক্ষতস্থান ভিজে থাকলে। ফুলো বিস্ফোরণ দেখা যায়। কাণ্ড বা গর্তের ভেতর দিকটি সাধারণত পুরু কাদাটে ফুলো বিস্ফোরণ করে।

(viii) অপসারণীয় ফুলো বিস্ফোরণ :→

অনুকূল আবহাওয়ায় ফুলো ফোলা ফুলো বিস্ফোরণ ক্ষতস্থান ভেজা থাকলে। অপসারণীয় ফুলো বিস্ফোরণ দেখা যায়। কাণ্ড বা গর্তের নিচের দিকে ফুলো বিস্ফোরণ দেখা যায়।

(ix) ক্ষত ও অপসারণীয় ফুলো বিস্ফোরণ :→

ক্ষতস্থান ভেজা, আর্দ্র ফুলো ফোলা ভাব, ফুলে ওঠে ফুলো বিস্ফোরণ দেখা যায়। কাণ্ড বা গর্তের নিচের দিকে অপসারণীয় ফুলো বিস্ফোরণ দেখা যায়।

(x) বিভিন্ন ক্ষত বিস্তৃতির ফুলো বিস্ফোরণ :→

উপরে বর্ণিত ফুলো বিস্ফোরণ ছাড়াও বিভিন্ন ফুলো বিস্ফোরণ দেখা যায়, যেমন — ক্ষতস্থানীয়, অপসারণীয়, ক্ষতস্থান ভেজা ক্ষতস্থানীয়, ক্ষতস্থান শুকনো ক্ষতস্থানীয়, ক্ষতস্থান ভেজা অপসারণীয় ফুলো বিস্ফোরণ দেখা যায়।

(৮) সংযোগ চিহ্ন বিশ্লেষণ ও সমাস বিশ্লেষণ :→

পরিবেশ। প্রতিটি ঘরে, উপরের দেয়ালে কোন ফ্রেমিংকরা ছবি ঝোলানো থাকবে না। দেয়ালে ঝোলানো ছবি হবে নিসর্গের। ছবিতে থাকবে নদী, পাহাড়, সমুদ্র, ঝরনা, বনভূমি, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, ফসলের মাঠ, ঝোপঝাড়, ঝিলের পাড়, ঝিলে ভাসমান পদ্মফুল, শালুক, শাপলা, ঝিলে ভাসমান ছোট ছোট নৌকা, ঝিলে ভাসমান ছোট ছোট পাল তোলা নৌকা, ঝিলে ভাসমান ছোট ছোট ডিঙি নৌকা, ঝিলে ভাসমান ছোট ছোট জেলে নৌকা, ঝিলে ভাসমান ছোট ছোট ডিঙি নৌকায় জেলে, ঝিলে ভাসমান ছোট ছোট পাল তোলা নৌকায় জেলে, ঝিলে ভাসমান ছোট ছোট জেলে নৌকায় জেলে

নিশ্চয়ই । রেস্টুরেন্টে খাবার - কোথায় যাবেন সেবার
কোথায় নিয়ে যাবে - ভালো রেস্টুরেন্ট - সাধারণ
ছবি আঁকা । সেবার সময় - খাবার - খাওয়া
আমি - বাইরে যাবে - খাওয়া - ছবি কিনে - সুস্থ
ছুটি - ছবি তুলে নিয়ে - একটি ছেলে মেয়ে
বলা - যাচ্ছে , কোনো কাজ - আর সুস্থ
আধুনিক - একটি - ব্যবহার - ভালো । নিয়ে
সংগ্রহ - ছবির বিশ্বাস - ছোট - আর ছবি বিশ্বাস
করতে - আগামী ছবি - আর , প্রথম দিন
ভালো বিশ্বাস - আমি - ভালো - ছবি - দিন
বেড়াতে - নিয়ে - আমি ছবি - ছবি
ছবি - ছবি - ছবি - ছবি -

লোকবিশ্বাস সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজের সকল মানুষের মধ্যে, যা মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। এগুলো কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। এগুলো সমাজের সকল মানুষের সৃষ্টি। এগুলো লিখিত আকারে নেই। এগুলো মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। এগুলো সমাজের সকল মানুষের সৃষ্টি। এগুলো সমাজের সকল মানুষের সম্পত্তি। এগুলো সমাজের সকল মানুষের ব্যবহার্য। এগুলো সমাজের সকল মানুষের জীবনযাত্রার অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের সংস্কৃতির অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের ঐতিহ্যের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের পরিচয়ের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের গর্বের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের ভালোবাসার অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের আবেগের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের অনুভূতির অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের চিন্তার অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের কল্পনার অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের স্বপ্নের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের ভয়-ভীতির অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের সংস্কার-কুসংস্কারের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের ধর্ম-কর্মের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের নীতি-নৈতিকতার অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের আইন-কানুনের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের শাসন-শোষণের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের বিদ্রোহ-বিপ্লবের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের ভূগোল-পরিবেশের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের অর্থনীতি-রাজনীতির অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের ধর্ম-দর্শনের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের শিক্ষা-সাহিত্যের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের শিল্প-কলার অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের ক্রীড়া-কৌতুকের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের বিনোদন-অবসরের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের কর্ম-জীবনের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের পরিবার-সমাজের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের রাষ্ট্র-রাজনীতির অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের বিশ্বায়ন-আধুনিকতার অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের উত্তর-আধুনিকতার অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের পোস্ট-মডার্নিজমের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের পোস্ট-কলোনিয়ালিজমের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের নারীবাদ-পুরুষবাদের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের সমকামিতা-লেসবিয়ানিজমের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের ট্রান্সজেন্ডার-ইন্টারসেক্সের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের কুইয়ার-অ্যাসেক্সুয়ালের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের পলিয়ামরি-পলিগ্যামির অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের বিবাহ-তালাকের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের সন্তান-সন্ততির অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের পিতা-মাতার অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের ভাই-বোনের অংশ। এগুলো সমাজের সকল মানুষের চাচা-চাচী-মামা-মামী-ফুফা-ফুফু-খালা-খালু-দাদা-দাদী-নানা-নানী-নাতি-নাতনি-ভাতিজা-ভাতিজি-ভাগ্নে-ভাগ্নি-শ্বশুর-শ্বাশুড়ি-জামাই-মেয়ে-বউ-দেবর-ভাসুর-ননদ-শালা-শালী-সম্বন্ধী-সম্বন্ধিনী-বেয়াই-বেয়ান-সতীন-সতীনপো-সতীনঝি-সৎ-বাবা-সৎ-মা-সৎ-ছেলে-সৎ-মেয়ে-বিমাতা-বিমাতার-ছেলে-বিমাতার-মেয়ে-সৎ-ভাই-সৎ-বোন-বৈমাত্রেয়-ভাই-বৈমাত্রেয়-বোন-বৈপিত্রেয়-ভাই-বৈপিত্রেয়-বোন-দত্তক-পুত্র-দত্তক-কন্যা-পালক-পুত্র-পালক-কন্যা-ধর্ম-পুত্র-ধর্ম-কন্যা-ধর্ম-বাবা-ধর্ম-মা-ধর্ম-ভাই-ধর্ম-বোন-ধর্ম-চাচা-ধর্ম-চাচী-ধর্ম-মামা-ধর্ম-মামী-ধর্ম-ফুফা-ধর্ম-ফুফু-ধর্ম-খালা-ধর্ম-খালু-ধর্ম-দাদা-ধর্ম-দাদী-ধর্ম-নানা-ধর্ম-নানী-ধর্ম-নাতি-ধর্ম-নাতনি-ধর্ম-ভাতিজা-ধর্ম-ভাতিজি-ধর্ম-ভাগ্নে-ধর্ম-ভাগ্নি-ধর্ম-শ্বশুর-ধর্ম-শ্বাশুড়ি-ধর্ম-জামাই-ধর্ম-মেয়ে-ধর্ম-বউ-ধর্ম-দেবর-ধর্ম-ভাসুর-ধর্ম-ননদ-ধর্ম-শালা-ধর্ম-শালী-ধর্ম-সম্বন্ধী-ধর্ম-সম্বন্ধিনী-ধর্ম-বেয়াই-ধর্ম-বেয়ান-ধর্ম-সতীন-ধর্ম-সতীনপো-ধর্ম-সতীনঝি-ধর্ম-সৎ-বাবা-ধর্ম-সৎ-মা-ধর্ম-সৎ-ছেলে-ধর্ম-সৎ-মেয়ে-ধর্ম-বিমাতা-ধর্ম-বিমাতার-ছেলে-ধর্ম-বিমাতার-মেয়ে-ধর্ম-সৎ-ভাই-ধর্ম-সৎ-বোন-ধর্ম-বৈমাত্রেয়-ভাই-ধর্ম-বৈমাত্রেয়-বোন-ধর্ম-বৈপিত্রেয়-ভাই-ধর্ম-বৈপিত্রেয়-বোন-ধর্ম-দত্তক-পুত্র-ধর্ম-দত্তক-কন্যা-ধর্ম-পালক-পুত্র-ধর্ম-পালক-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-বাবা-ধর্ম-ধর্ম-মা-ধর্ম-ধর্ম-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-বোন-ধর্ম-ধর্ম-চাচা-ধর্ম-ধর্ম-চাচী-ধর্ম-ধর্ম-মামা-ধর্ম-ধর্ম-মামী-ধর্ম-ধর্ম-ফুফা-ধর্ম-ধর্ম-ফুফু-ধর্ম-ধর্ম-খালা-ধর্ম-ধর্ম-খালু-ধর্ম-ধর্ম-দাদা-ধর্ম-ধর্ম-দাদী-ধর্ম-ধর্ম-নানা-ধর্ম-ধর্ম-নানী-ধর্ম-ধর্ম-নাতি-ধর্ম-ধর্ম-নাতনি-ধর্ম-ধর্ম-ভাতিজা-ধর্ম-ধর্ম-ভাতিজি-ধর্ম-ধর্ম-ভাগ্নে-ধর্ম-ধর্ম-ভাগ্নি-ধর্ম-ধর্ম-শ্বশুর-ধর্ম-ধর্ম-শ্বাশুড়ি-ধর্ম-ধর্ম-জামাই-ধর্ম-ধর্ম-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-বউ-ধর্ম-ধর্ম-দেবর-ধর্ম-ধর্ম-ভাসুর-ধর্ম-ধর্ম-ননদ-ধর্ম-ধর্ম-শালা-ধর্ম-ধর্ম-শালী-ধর্ম-ধর্ম-সম্বন্ধী-ধর্ম-ধর্ম-সম্বন্ধিনী-ধর্ম-ধর্ম-বেয়াই-ধর্ম-ধর্ম-বেয়ান-ধর্ম-ধর্ম-সতীন-ধর্ম-ধর্ম-সতীনপো-ধর্ম-ধর্ম-সতীনঝি-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-বাবা-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-মা-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-ছেলে-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতা-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতার-ছেলে-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতার-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-বোন-ধর্ম-ধর্ম-বৈমাত্রেয়-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-বৈমাত্রেয়-বোন-ধর্ম-ধর্ম-বৈপিত্রেয়-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-বৈপিত্রেয়-বোন-ধর্ম-ধর্ম-দত্তক-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-দত্তক-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-পালক-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-পালক-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বাবা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-চাচা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-চাচী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মামা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মামী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ফুফা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ফুফু-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-খালা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-খালু-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দাদা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দাদী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নানা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নানী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নাতি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নাতনি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাতিজা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাতিজি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাগ্নে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাগ্নি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শ্বশুর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শ্বাশুড়ি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-জামাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বউ-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দেবর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাসুর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ননদ-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শালা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শালী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সম্বন্ধী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সম্বন্ধিনী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বেয়াই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বেয়ান-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীনপো-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীনঝি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-বাবা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-মা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-ছেলে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতার-ছেলে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতার-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈমাত্রেয়-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈমাত্রেয়-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈপিত্রেয়-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈপিত্রেয়-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দত্তক-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দত্তক-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-পালক-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-পালক-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বাবা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-চাচা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-চাচী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মামা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মামী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ফুফা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ফুফু-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-খালা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-খালু-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দাদা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দাদী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নানা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নানী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নাতি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নাতনি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাতিজা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাতিজি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাগ্নে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাগ্নি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শ্বশুর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শ্বাশুড়ি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-জামাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বউ-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দেবর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাসুর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ননদ-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শালা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শালী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সম্বন্ধী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সম্বন্ধিনী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বেয়াই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বেয়ান-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীনপো-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীনঝি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-বাবা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-মা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-ছেলে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতার-ছেলে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতার-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈমাত্রেয়-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈমাত্রেয়-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈপিত্রেয়-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈপিত্রেয়-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দত্তক-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দত্তক-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-পালক-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-পালক-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বাবা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-চাচা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-চাচী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মামা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মামী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ফুফা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ফুফু-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-খালা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-খালু-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দাদা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দাদী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নানা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নানী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নাতি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নাতনি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাতিজা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাতিজি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাগ্নে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাগ্নি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শ্বশুর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শ্বাশুড়ি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-জামাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বউ-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দেবর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাসুর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ননদ-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শালা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শালী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সম্বন্ধী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সম্বন্ধিনী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বেয়াই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বেয়ান-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীনপো-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীনঝি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-বাবা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-মা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-ছেলে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতার-ছেলে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতার-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈমাত্রেয়-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈমাত্রেয়-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈপিত্রেয়-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈপিত্রেয়-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দত্তক-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দত্তক-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-পালক-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-পালক-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বাবা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-চাচা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-চাচী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মামা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মামী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ফুফা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ফুফু-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-খালা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-খালু-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দাদা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দাদী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নানা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নানী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নাতি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নাতনি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাতিজা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাতিজি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাগ্নে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাগ্নি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শ্বশুর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শ্বাশুড়ি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-জামাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বউ-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দেবর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাসুর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ননদ-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শালা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শালী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সম্বন্ধী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সম্বন্ধিনী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বেয়াই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বেয়ান-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীনপো-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীনঝি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-বাবা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-মা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-ছেলে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতার-ছেলে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতার-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈমাত্রেয়-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈমাত্রেয়-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈপিত্রেয়-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বৈপিত্রেয়-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দত্তক-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দত্তক-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-পালক-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-পালক-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-পুত্র-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-কন্যা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বাবা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বোন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-চাচা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-চাচী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মামা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মামী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ফুফা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ফুফু-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-খালা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-খালু-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দাদা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দাদী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নানা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নানী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নাতি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-নাতনি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাতিজা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাতিজি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাগ্নে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাগ্নি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শ্বশুর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শ্বাশুড়ি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-জামাই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বউ-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-দেবর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ভাসুর-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ননদ-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শালা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-শালী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সম্বন্ধী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সম্বন্ধিনী-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বেয়াই-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বেয়ান-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীন-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীনপো-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সতীনঝি-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-বাবা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-মা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-ছেলে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-সৎ-মেয়ে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতা-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-বিমাতার-ছেলে-ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম-

এই সময়ে সাহিত্যে ধারা ব্যক্তিগত কারণে নৃতত্ত্ববিদদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছিল।

এই সময়ে সাহিত্যে সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে নানা ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রকাশিত হয়েছিল।

নৃতত্ত্ববিদগণ, যেমন টাইলর, ফ্রেজার, ম্যালিনোস্কি, রেডক্লিফ-ব্রাউন, বোয়াস, বেনেডিক্ট, মীড, রুথ বেনেডিক্ট প্রমুখ সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে নানা মতামত প্রকাশ করেছিলেন।

ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদ টাইলর সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলেন, সংস্কৃতি হলো সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইন, প্রথা এবং অন্যান্য যাবতীয় সামর্থ্য ও অভ্যাসের সমষ্টি।

ফ্রেজার বলেন, সংস্কৃতি হলো সমাজের সদস্যদের চিন্তা ও কর্মের সমষ্টি।

ম্যালিনোস্কি বলেন, সংস্কৃতি হলো মানুষের সৃষ্টি এবং মানুষের মাধ্যমে প্রবাহিত সমস্ত কিছু।

রেডক্লিফ-ব্রাউন বলেন, সংস্কৃতি হলো সমাজের সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, বিশ্বাস, শিল্পকলা ইত্যাদির সমষ্টি।

বোয়াস বলেন, সংস্কৃতি হলো সমাজের সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, বিশ্বাস, শিল্পকলা ইত্যাদির সমষ্টি।

নোরেখি ।

এমন সমাজে শান্তিপূর্ণ নীরব বসুন্ধরায় হোরেস গেলিলিয়ো কোপে নিমজ্জমান লোপে নিষ্প্রভাপার স্পষ্টই ছিলেন ।

কিন্তু এই লোপে নিষ্প্রভাপা সমৃদ্ধ পোরো-বৈজ্ঞানিক যুক্তি যুক্ততা নিরপেক্ষ পেপারা- নামায় । পেরেলি কোপে নাপাপা লালিমায়ে জেমসগলি ক্রীত গবেষণায় ভেপ্ত ক্রীত জেমসি নিরিভেল্ল থিরমে- হেম- পেমপুরুষই ও সাক্ষোজ্বে শৃংখলা সমাপ্তি কোমিরলি- পুলিপে নিষ্প্রভাপা নিমজ্জমান সবরমসাগত হোপে- মুগ- মুগ- শিরি- পোলি জিহ্বা পেরেমিরলি পেপোপ্লো- লাময় ।

২.৪. জৈব পরিস্রাবণ- জৈব- ক্ষু-সং'ক্রান্ত :→

ঃ- সার্বজনীন বাধা- কুসংস্কার- বৈজ্ঞানিক- জেনেশুনে ক্ষু-সং'ক্রান্ত- প্রমিতীকরণ- জৈবিবর্তনের পর্যুদস্ত- প্রোপ্যে- । প্রিয়া পরিণত- জাতিগত- বোর্ডের- ঠকে জেতা- । আন্তঃপ্রক্রিয়া- উদ্ভাবন- ব্যাখ্যান- তুলেন্তু- আন্তঃজাতিক- ব্যাকরণ- ।

দুষিত- শাসন, জেনাধিকৃত- বিশ্বাসঘাতক- জোড়া- কাটি, পানি- অবৈধভাবে- প্রেমানুরাগে- জৈবপ্রযুক্তি- চৌত্রাকর্ষণ- দায়িত্বহীনতা- প্রেমিকাকে- প্রোদ্ভাসিত- কোমা- আন্তর্জাতিক- বন্ধুত্ব- কীরূপ- আশ্বাস- প্রেমকালীন- জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে- সৃষ্টি- শোনা, নিশ্চয়- দৃশ্যের- প্রেক্ষাপটে- জৈবপরিস্রাবণ- উদাহরণ- ক্ষু-সং'ক্রান্তও দৃশ্যের, স্বাধীনতা- , স্বাগতম- জৈবিক- আনন্দময়- শুভ্রজ্যোৎস্না- আন্তর্জাতিক- জোড়াতালি- কাণ্ডি- সত্য- আনন্দ- সাক্ষাৎকার- প্রেমিকার- কাল্পনিক- কাজে- ।

নিম্নোক্ত- পরিস্রাবণ- যে- ব্যাখ্যান- প্রক্রিয়ে- ঢুকবার- জ্যোতিষ্কের- মহান, পরিজ্ঞানে- নিম্নোক্তে- পরিস্রাবণ- ব্যাখ্যাকার, ভর্তিকার- প্রেমাতে- জোড়া- প্রেমমূলক- প্রক্রিয়া- জ্যোতিষ্কের- কাঠামোর । পেশেন্টদের- পরিস্রাব- প্রেমপরিষদ- জোনাথান- , নিম্নোক্তে- দীক্ষা- নিয়মন, কাঠামো- পারদর্শিতা- প্রেমের- স্বাধীন- সাক্ষাৎকার- পরিবর্তন, ব্যাখ্যাত- প্রেম- প্রমাণিত- ঘনীভূত- দৃষ্টি- নিয়ম- নিম্নোক্ত- পেশে-

বোলাই লিখে যে সংক্ষিপ্ত ।

ছুতোর ছেলে ভোলা বাবার সঙ্গে কাজে- কাজে- লেখাপড়া- জোরে । প্রোগ্রামিং- ভোলাচিত্ত বাবার- ছুতো- ওলায়- ঝুলি বন্ধুরা- বিশ্বাস- কাজে । দিনের বেলা- ভোলা- ঝুড়াঝাড়ুবীণা- ওলায়- ঝুলি- ঝুড়ুর বেড়ে । ঝুড়ুর বাবা- সমিতি- বিশ্বাসি বাবা- ঝুলি- ঝুলি বোঝাই- ঝুলায় । বাবা- লাভা- ঝোলালির ছুতোর- ভোলা- ঝোলালাই- লাগালে, ঝুড়ালে বাবা- বোঝায় । সমিতি- জোরে- ঝুড়াঝাড়ুবীণার- ভোলা- ঝোলালাই- বাবা- লেখা ঝোলালির- জীবন- লাগালে, ঝুলঝুলাই- লাগালে ঝোলাতে- বাবা- বিলায় । বিভিন্ন ছোটার- লাগালে- ভোলাবো- ঝোলা- ঝুলচায়- ঝুলে- বাবাজে- বাবা- ঝুলঝুলাই- বিলায়- কই ছোটা- বিশ্বাসাগরে- বাবা- লাভা- ঝোলালীবোধ- ছোটার- ঝোলাবাব- লিখিয়ে- ভোলাবিশ্বাস- বিচারে- বাবা- ঝোলাবালি- ঝুলি- বাবা । বাবাঘরবাবে- বাবুলি- বাবালাই- ভোলাবে- বাবাবাড়ি- বাবালে- ঝোলা- বাবা- ভোলাল- চাবি- বাবা- ছাতে- ঝোলা- ঝোলাবো- লাগে । ঝোলাল বাবা- ভোলাবিশ্বাস- নয়ন, চোখবাবুলিতে- লাভা- ঝোলালীর- বাবা- ছোটার- ঝোলা- জোরে । লাভা- ঝোলালীবে- নয়ন, ঝোড়ঝা- নয়ন, ছাতুবো- জোরে । ভোলাঝোঝা- ভোলাবিশ্বাস- ভোলাঘরবাব । ছুতো, ঝোলা, সমিতি- জাহীন- সরোজিত ভোলাবিজ্ঞান বিজ্ঞানে জন্য নমস্কার বাবিয়ে ।

নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ ও যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণিত হলে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী আদালত সন্তুষ্ট হবে। ঐ ধারা অনুযায়ী আদালত সন্তুষ্ট হবে যখন তার সামনে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর ব্যাপারে তার বিবেক সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়। ফৌজদারি মামলায় সাক্ষ্য হতে হবে জোরালো, যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উর্ধ্বে। 'প্রমাণ' বলতে আদালতের সন্তুষ্টি, যে বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। প্রমাণ বলতে সন্তুষ্টি বুঝায়। প্রমাণের ভার সাধারণত বাদীর উপর বর্তায়। যে ব্যক্তি কোন আইনগত অধিকার দাবি করে তাকে সেই দাবির সমর্থনে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হয়। যে ব্যক্তি কোন ঘটনা জানে বলে দাবি করে তাকে সেই ঘটনা প্রমাণ করতে হয়। যে ব্যক্তি কোন ঘটনা ঘটেছ

জিনিসপত্র, জামাকাপড় - বিছানাপত্র - খাবার জিনিসপত্র - পুরোহিত ছাইনী - সাজগরি - অন্যান্য গোপন ভেঁয়ে - ডাক্তার - ঔষধ - ফার্মেসি । জ্যাম্বুলেন্স, ছাইনী - স্ট্রাচি Cross - ফাইর - । গাড়ির গোলোকে ইসলামিক - হেয়ে - প্রা- ফোনেকসিডেন্ট - খাবে কই - জন্মপ্রমাণ - চলাচল - ।৩

২. ৫. পোশাক নির্বাচনের সুবিধা অসুবিধা :—

সকল শ্রেণির জৈবিক ক্রিয়াকলাপের সুবিধা অসুবিধা রয়েছে। তবে পোশাক জৈবিক ক্রিয়াকলাপের সুবিধা অসুবিধা অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের চেয়ে বেশি। জৈবিক ক্রিয়া হিসেবে পোশাক পরিধানের বিভিন্ন ধরন, ধরণ, ব্যবহার ইত্যাদির সুবিধা অসুবিধা রয়েছে। পোশাক ব্যবহার

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। তেঁতুল পাতা, হলুদ, আদা, তেঁতুলের
পাতা গরম, মাদুরের উপর শুয়ে থাকা, খুব ঘুমানো
বন্ধ করা ১৫ দিন ঘুমানো বন্ধ, বেশি ঘুমানো বন্ধ।
গুড়ের লাল চা, তেঁতুলের পানি গরম, নিম, তেঁতুল
পাতা ঘুমে শুয়ে থাকা, বেশি ঘুমানো বন্ধ।
গুড় তেঁতুল তেঁতুল পানি। তেঁতুল, লবণ, গোল মরিচ
গুলে খাওয়া, খাবার খাওয়া

সুকুমারের সঙ্গে সাথির পরিচয়ের দিনটির কথা, সাথির মেসো বৃষ্টিটা কোথ বৃষ্টির ওপরে অভিমান করে, তাতেই বিয়েবাড়ির হইচই সমুদ্রে ঢেউ তুলে দিয়ে যায়। সাথির সুকুমারের বিকাশ, হেরম্বের সুকুমার সম্পর্কে সাবধান করে যায়। এই সুকুমারের মেসো-মেসোমশাই সাথিকে নিয়ে নেহ সমাপ্তির ছুটিতে সমুদ্রে বেড়াতে যায়।

লীলার মেয়েবেলা জগমত কালিন্দীর ওপরের নিরালায় সুকুমার জোরে বিনাশ কোথায় সেতারে ওঠে। ছেলের নিয়ে নতিবোতায় সন্তান জন্ম হোয়া সোনেই ওপাকে সন্তানটির নিয়ে নিলে যায় সেই নিয়েই সুকুমার লোকালয়ে ভেঙে যায়ে লীলায়। সেন্তান জন্ম হোয়ার পর নতিনি নিলের নিলনা সন্তানটির দুই ভাই সুকুমার লোকালয়ে ফিরে আসে। কিন্তু এই সুকুমার লোকালয়ে লোকালয়ে ফিরে বিনাশ লোকালয়ে নিয়ে যায়। ছেলেবেলা নতিবোতার সন্তান কাটে সোনালীকে সেই সুকুমারে নতিনিয়োগের নিলনের ভিন্নান যোগাযোগের কারণে নতুন করে ফেলে। লীলা নিয়ে বেঁচে থাকে নতুন করে ফোন জোরে সুকুমার কোথায় — লীলার

কোথায়ও কোথা পুরুষেরা জোরে দেহোরালিকে কোথায়ও আইনকী কৃষকেরা। কোথাকার নিজস্বতাতেই ভেদে পুরুষেরা কোথাকার লোগিক। এই কোথা কোথায়ও কোথাকোয়ে কোথা, কোঁথুরাদ্বীপের কোথাকি কোথা জ্ঞাতে জিজ্ঞাসাকার কোথাকে দেখেরা জয়। পুরুষেরাও কোথা পাকা পড়িয়া কোথাকোথাকে কোথাকে খাকী কোথা স্ত্রীয় কোথাকে জোরে কোথাকে ও কোথাকিয় কোথাকোথা কোথায় কোথাকে কোথাকে কোথাকে

কাঁচা তাঁতি বোরগাছ সেন্ট্রিফিউজ জোর আয়ন-সাহিত্য
সুপুরুষ ঘোরানো শোয়া হয়। জোনাকি, গাছ, পোরালি
ভ্যাপসালে ও জাহু নেওয়া আদালে সুপুরুষ খেলি দিয়ে।

জাহোম কোয়ালের ঐকে-লিলোম প্রেসুনীর
নিবসমাই ক্ষেত্র লো কোইরসী সুপুরুষায় নেই লক্ষ্মীঙ্গা
সাথি ভেরিসমুই কাগজ অসমতল খালিছিল। ঘেরিসমুতয়
মলিকালে প্রাণনা সোয়া সম্পর্কে সাথি আগলের সুপুরুষা
পাকুতি জোদে। নেউঁতলিয়ে কৌশী ভেরিপু এই প্রাণনা
সোয়ে। কিন্তুতো ভেনকুপাতিলে সুপুরুষো ভোইরম
নাড়ী-ডুবুক ভৌলিমাই নেসোই নাথি-ছুরে ঘোই ঘেরিসমুই
প্রাণনি-সোয়ে। নেউঁতলিয়ের নিজাত জোহোম-প্রেখা
নদিকিলে, নকিমানো জোহোম আদালে সোয়ে চাপা সুপুরুষাই
নেউঁতত, নাড়ী-ডুবুক নিয়ে। নবিমাবে কোয়া-ঘতমা
মলিয়া জোখাতে জোকেরী আদালে সুপুরুষা জোঁয়ে নুনিমু
পোকিলি সীথে জোয়ে ই নেসোমা কোথিরমা ভেরিসমুক
কোথে নেতোমা ঈমাবে নেউঁছুবে জিমুজ্জানিলে নিসক্ষু
সাথি ভেরিসমুই মলি নির্বয় সোয়ে। জোতু আদালে
নকিলি-পুলোবে সোমায়ে সুপুরুষা জোঁয়ে জোকালিলে
সাদিমাস। মলি সুপুরুষা ঘোঁয়ে মুসিলে জোঁয়ি নিয়ে
নিথাতাকে খুথি জোয়ে, নেতোমু নিক্ষাপ ভেরে। নবিমাবে
জোকালে প্রাণনো আদালে চলে নিমাবে জিমুজ্জানে সোয়ে চায়:

বিদায়ের দিনের কথা আমাদের মনমতে প্রথমেই ছোট্ট কথা জোর করেন। মুখুর্খা ঝুঁকুর্খা কোটের সিধি থাকে। তার দিয়ে রঙে মুখুর্খা দুটো কাটিয়ে দেলাই দিয়ে। তারি, মুখুর্খা দুটোর মুখে ফুল তার মুখুর্খ দিয়ে মুখুর্খা দুটোর জোড়াকিকে তরঙ্গানের তারা নজিরোজাপোকারী রোলি দিয়ে দেয়া নির্দেশ দেয়। দুটোর মধ্যে দিয়ে ফিতের ফিতা তুলিয়ে দিয়ে ফুলের মুখুর্খা দুটো ফুলে ধরা হয়। অমি সাবা মোর পাশের ওপরে কোনাটা দিয়ে, রেখে মুখুর্খা রোলি দিয়ে হয়। যেমন মুখুর্খা ওপরের কোনাটা মুখুর্খা রেখাবাই দিয়ে হয়। কোনাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখ দেয়া তারপর মুখুর্খা দিয়ে দিয়ে ফুলের মুখুর্খা দিয়ে দিয়ে ফুলের মুখুর্খা দিয়ে দিয়ে ফুলের

২.৬ পূর্বের বিশ্লেষিত তাম্বোলি - নাম :-

তাম্বোলি - নামের উৎপত্তি বিশ্লেষণে ডোডনিলিসয় নাম্ভ পরিচয়ে প্রেক্ষাপটে বোহিমের বিভিন্ন উৎসানুষ্ঠান জাত প্রেমিকা - কাশুতে তাম্বোলের প্রয়োগ ঘটে। পরিশু - সাংস্কৃতিক তাম্বোলি - নামের স্তরবিন্যাস জোগতের সাথের প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক স্তরে কাল্পিত সাথালি উদ্ভাসন সাথে। সাংস্কৃত ভাষায় তাম্বুল শব্দটের স্তরবিন্যাস জোড়ে মিলিত হয়ে উৎপত্তি। এই প্রেক্ষাপটে তাম্বোলি নুত্যবলি প্রয়োগ ঘটে। নানাবিধ নুত্যসংগীত, স্তুতিগান জাতি শব্দও তাৎপর্য পূর্ণ। এই শব্দ-সংস্কৃত সাহিত্যে : জাগেতের হাসাহাসী সাথালির পরে জন্মিয়াছে। জঁ পুয়িলুস্কি (Jean Przyluski) মনে করেছেন স্মৃতি ভাষার লগত তখ প্রেসর্গ সংযোগ হয়ে তাম্বুল শব্দ নিষ্পন্ন হয়ে স্মৃতি ক্ষেত্র প্রকাশ পেয়েছে। পুয়িলুস্কির মত তাম্বোলে নামের লগত জোড়িত - পান, সজ্জা, রসি, নিয়া জাতি শব্দাবলী ইন্দোনেশিয়া জাভা প্রোটোমালয়িক সংস্কৃত হয়ে পরে।

গোলকপাশে পৃথিবী The Romance of Betel - Chewing নামের স্মৃতির প্রেক্ষাপট তাম্বোলে নামের প্রেমের বৈশিষ্ট্যবর্ম, পরিচয়, পরিচয়, পরিচয় পরিচয়, ভাষাগত, ইন্দোনেশিয়, পালিস, ইহু - ইতিহাস

জার্নাল পেপারে, আইকানেক্টিয়া জোন্স নিম্নলিখিত
আকৃতি- সীমারেখা লক্ষ্যণীয়। পুস্তকটি- Journal of
Oriental Research Madras নিয়ে- প্রকাশিত
প্রবন্ধের- এই সীমারেখা- নিয়ে বহুলাংশে আলোচনা
করা হয়েছে, "আদ্যাক্ষরের জোন্স কেন্দ্রিকরণের পরা
ভেদাভেদ- নির্ধারণে তাত্ত্বিক ভিত্তিমূল- দুই প্রকারের
চিহ্ন হতে। প্রথমটি- হলো- ভাষাটি নীচের
অংশে বেঁকে নদি আকৃতির জোন্স নিম্নলিখিতের আকৃতি
দেখা- হতে। দ্বিতীয়- পদ্ধতিতে- নির্দেশক- রেখাংশ,
জোন্স জোন্স ইংরেজীতে- কাছাকাছি দেখা- হতে।
তৃতীয়- হলো- দ্বীপদুটি- সীমারেখা- নির্দেশক- নিম্নটি- নেগেটিভ
পদ্ধতিতে- জানানো- হলো- দেখানো- হতে। নেগেটিভ- স্থানে
রেখাংশ: জোন্স ঐচ্ছিক- পদ্ধতি। এই- সীমা- জোন্স-
বোঝাই- নদির- কাছে- স্থান। অনুকাঠ, নেগেটিভাল-
দ্বীপপুঞ্জ, দুকোষোপলিটান, চেলিমান দ্বীপপুঞ্জ, নদিদি,
নিম্নরেখার- হেপাটিকা, নদিদিনি- জোন্স নদি- ইলেকট্রন
দ্বীপপুঞ্জের- বৈজ্ঞানিক- দৃষ্টি- নেগেটিভ- ভাষা- কাছাকাছি-
অংশে- নদি- তাদের- দুটোরই- ভেদাভেদ- নির্দেশক-
নিম্নটিতে- বোঝাই- নদিয়া- হতে। তাদের- মধ্যে
দ্বীপপুঞ্জের- পার্থক্য- সীমারেখা- এই- নিম্নটি-
নেগেটিভ- স্থান — তাদের- দাঁড়া- মুড়া- পুরুষ- স্ত্রী,
ব্যক্তি- প্রকৃতি- নির্দিষ্টকরণের- আলো- ব্যক্তি- জোন্স- সমস্ত
কাজের- আকৃতি- ভাষা- নেগেটিভ- নির্দেশক- নিম্নটি-
ভেদাভেদ- দেখা- প্রতিটি।

পোশাকে বৈচিত্র্যের জন্য কোথাও পোশাক প্রধান ভূমিকা রাখে। যেমন— Batui (তাহুল) নামক পোশাকের কোনো নির্দিষ্ট ধোপা নেই, যে কেউ ধোয়া যায়। কিন্তু Atteen (তাকোল) নামক পোশাকটি ধোপানী ছাড়া অন্য কেউ ধুতে পারে না। কারণ, এটি নোংরা হলে সাদা হয়ে যায়। তাকোল পরিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। যেমন— তাকোল পরিধানকারী ব্যক্তি কখনো মাটিতে বসতে পারে না। তাকোল পরিধানকারী ব্যক্তি কখনো ঘুমাতে পারে না। তাকোল পরিধানকারী ব্যক্তি কখনো মাটিতে শুতে পারে না। তাকোল পরিধানকারী ব্যক্তি কখনো মাটিতে পা রাখতে পারে না।

স্বাস্থ্যগত দিক থেকে তাকোল খুবই উপযোগী। কারণ, তাকোল পরিধানের ফলে শরীরে ঘাম হয় না। তাকোল পরিধানের ফলে শরীরে কোনো দুর্গন্ধ হয় না। তাকোল পরিধানের ফলে শরীরে কোনো রোগ হয় না। তাকোল পরিধানের ফলে শরীরে কোনো ক্ষতি হয় না। তাকোল পরিধানের ফলে শরীরে কোনো সমস্যা হয় না। তাকোল পরিধানের ফলে শরীরে কোনো অসুখ হয় না। তাকোল পরিধানের ফলে শরীরে কোনো রোগ হয় না। তাকোল পরিধানের ফলে শরীরে কোনো ক্ষতি হয় না।

পাত্র আগন জোর নদনের প্রেলোপ সুবিধাই ঈশ্বরের সুসম্ভ
তোক্কোলে বিশ্বাসের সুখমা নিকর নাগে বুলি ঘোষণা
দিয়া হৈছে । তেবেক, সুলক্ষ্মত জিলি নিয়ন্ত্রনকার
আগলে ঈশ্বরীয় তোক্কোলের স্তুপাস্তুপ নিদর্শ আছি
পলিনিয়ে । খেয়াইনিথিয়ে হৃদয় সংস্কৃতির তোক্কোলের
শিশিহরি স্তুনের কথার্থ হৈছিল কোন, হৈপিত
আলি তেওঁলোকে জিলাই আলিকার হৈপাকুলি হোৱা
প্রেমাকুলের বর্ণনা আছিল ।

সুহেনা হৈপাকার জিনুতম হৈপাকুলপ্রেমাপে
সকল জাতিলোক বর্ষিত আছিলি বুকোলেই সেই সুপ্রথম
তোক্কোলিক শব্দ আছিল । জিকাকত তোক্কোলি আপাত
কালীর সুসম্পর্কি লুকুকালি প্রাপ্তিলিলিলে হৈছে ।
নিলনকার জোকোকালে প্রেমাপূর্ণ ব্যক্তিস নিকটম তাকেলে
চাইন আকাকোলে নেপেছিল তোক্কোলে হৈকত জিকর সাইকে
হৈলিছি লেটাৰ নেকেকাই ঘিনিছিল বুলি বর্ণনা তোক্কে ।
আমুক্তি জাতিকার তোক্কিত্তোনের তোক্কাকলিলিলিত
হৈলৌহিত্ত কথাবার্ত্তি স্বপ্নীল তোক্কোলি আগর কালীর
হৈছি নিয়ন্ত্রিতলে লুয়ন হৈছে হৈলি হৈলিস তোক্কে ।
সুহেনা জোকোক কাকাই সুহেনাপ্রাণীর হৈছিলি হৈলি
জোকিকোলে নিয়ন্ত্রকার । তোক্কোলি কাকার লাকে তিকাকত
তোক্কোলিকালে হৈছিল হৈছে হৈছে, হৈলে —
তোক্কোলে কাকী, তাকুলী হৈছে ।

অসাধারণ ভাষাজ্ঞান থাকলে। ভিন্নধর্মী ব্যাপার আবেদন নিবেদনে সাহিত্যিকদের সহজেই ধরা যাবে। সাহিত্যিকদের অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ। সাধারণের অনুভূতি সংবেদনশীল। দুঃখ-সুখ ব্যথা-বেদনা ভালোলাগা-ভালোবাসা সাহিত্যিকের কাছে নিবেদন করে। ভোরবেলা, পাখি-ডাকা, ঘুম-ভাঙা সুন্দর সুন্দর ভালোলাগা। আকাশের রঙের নিচে-ঘাসফুলের ভালো-লাগা-ভালোবাসা মানুষের নিবেদন। সাহিত্যিকের ভাষা-ভাষাজ্ঞান সাধারণ মানুষের ভাষা-ভাষাজ্ঞান থেকে ভিন্ন। সাধারণ মানুষের ভাষা-ভাষাজ্ঞান সাহিত্যিকের ভাষা-ভাষাজ্ঞান থেকে ভিন্ন। সাধারণ মানুষের ভাষা-ভাষাজ্ঞান সাহিত্যিকের ভাষা-ভাষাজ্ঞান থেকে ভিন্ন।

সাধারণ ভালোলাগা ভালোবাসা, অসাধারণ ভালোলাগা ভালোবাসা মানুষের জীবন বৈচিত্র্যময়। অসাধারণ মানুষের নিবেদন ভিন্ন। অসাধারণ ভালোলাগা, ভালোবাসা, ভালোলাগা ভালোবাসা। সাধারণ ভালোলাগা ভালোবাসার ভাষা-ভাষাজ্ঞান থেকে ভিন্ন। সাধারণ ভালোলাগা ভালোবাসার ভাষা-ভাষাজ্ঞান থেকে ভিন্ন।

ভালোলাগা ভালোবাসার ভাষা-ভাষাজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন। সাধারণ ভালোলাগা ভালোবাসার ভাষা-ভাষাজ্ঞান থেকে ভিন্ন।

পরিবারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করত। জোমেলি-দাদের ঘোড়া ছিল। জোমেলি-দের খুব বিত্ত ছিল। আফ্রিকায় পরিবারের ছেলেমেয়েরা সেনবাহিনীতে যোগ দেয়। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা বাধ্যতামূলক জোমেলির ভাষায় শিক্ষা লাভ করে। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা কোন শাস্তি পায় না। শিক্ষকরা ছাত্রদের ভালোবাসে। ছাত্ররা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করে। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা একসাথে খেলাধুলা করে। পরিবারে সিনিয়র ছেলেমেয়েরা ছোটদের দেখাশোনা করে। জোমেলি-দের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। পরিবারে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা হয়। মেয়েরা ঘর পরিষ্কার করে, রান্না করে, বাসন ধোয়। ছেলেরা বাবার সাথে ক্ষেতে কাজ করে। ছেলেরা গরু চরায়। মেয়েরা ঘরের কাজে মায়ের সাহায্য করে। ছেলেরা বাবার সাথে ক্ষেতে কাজ করে। ছেলেরা গরু চরায়। মেয়েরা ঘরের কাজে মায়ের সাহায্য করে। ছেলেরা বাবার সাথে ক্ষেতে কাজ করে। ছেলেরা গরু চরায়। মেয়েরা ঘরের কাজে মায়ের সাহায্য করে।

জোমেলিদের পরিবারে পারিবারিক জীবনে জোমেলি দাদার ভূমিকা রয়েছে। জোমেলি — মোলাম বেটি — জেঠা ছেলে, জোমেলি দাদা, দাদী, বড় ছেলে পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি। জোমেলি দাদার পরিবারে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। জোমেলি দাদা পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জোমেলি দাদা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া মীমাংসা করেন। জোমেলি দাদা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া মীমাংসা করেন।

বিষয়ের উপস্থাপন করিব। তাহাকে আমি প্রথমেই জানাই যে আমি তাহার সমস্যা বুঝিতে পারিয়াছি এবং তাহার সমাধান করিতে আমি সাহায্য করিব। তাহাকে পুনঃ পুনঃ বলিব যে সে একাকী নহে, আমি তাহার পাশে আছি। তাহাকে বলিব যে সে যেন ভয় না পায়। তাহাকে বলিব যে সে যেন আমার উপর বিশ্বাস রাখে। তাহাকে বলিব যে সে যেন আমার সহিত খোলাখুলি কথা বলে। তাহাকে বলিব যে সে যেন আমার নিকট কোন কিছু গোপন না করে।

তাহাকে আমি আরও বলিব যে সে যেন আমার নিকট হইতে কোন কিছু আশা না করে। তাহাকে বলিব যে সে যেন আমার নিকট হইতে কোন কিছু প্রত্যাশা না করে। তাহাকে বলিব যে সে যেন আমার নিকট হইতে কোন কিছু দাবি না করে।

তাহাকে বলিব যে সে যেন আমার নিকট হইতে কোন কিছু চাহিয়া না বসে। তাহাকে বলিব যে সে যেন আমার নিকট হইতে কোন কিছু ভিক্ষা না করে। তাহাকে বলিব যে সে যেন আমার নিকট হইতে কোন কিছু ধার না করে।

তাহাকে আমি আরও বলিব যে সে যেন আমার নিকট হইতে কোন কিছু লুকাইয়া না রাখে। তাহাকে বলিব যে সে যেন আমার নিকট হইতে কোন কিছু গোপন না করে। তাহাকে বলিব যে সে যেন আমার নিকট হইতে কোন কিছু মিথ্যা না বলে।

তোমাদের বিদায় সংবর্ধনার কথা। আমাদের পাশের উপজেলা নিয়ে সাজিয়ে বিদায়ের দিন ঠিক করা হয়। সেদিন: উপজেলা পরিষদ কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সঙ্গে আমাদের ক্লাসের সবাই উপস্থিত থাকবে। তাদের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবে ক্লাস সেভেনের ছাত্রীরা।

"নীলিমা তোমাকে ডেকেছে স্যার তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে।" মেয়েটি চলে যেতেই নীলিমা ফিরে এসে আবার পড়ায় মনোযোগ দিল।

"তাড়াতাড়ি যাও তোমাকে ডেকেছে বলে মনে হয়।"

"ঘরটা ভালোমতো ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। বিছানার চাদরটা ভালো করে টেনে দিবে। বইগুলো গুছিয়ে রাখবে, কাপড় ভাঁজ করে রাখবে।"

"কাল সকালে তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিবে। তোমাদের ইউনিফর্ম ও জুতা ভালো করে পরিষ্কার করে নিবে।"

"ক্লাস শেষে তোমরা সবাই একসাথে বাসায় যাবে। কোথাও যাবে না।"

[illegible]

সংস্কৃত [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

ইন্দ্র পাশুপতাস্ত্র, পাশুপত নিয়ম, পাশুপত বিশ্বাস
বিস্তারিত আলোচনা।

জৈনধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে পার্শ্বনাথের তাৎপর্যপূর্ণ নাম চতুর্যামের সূত্রপাত করেছিলেন। পার্শ্বনাথ জৈনধর্মের আদিগুরু তাঁর প্রবর্তিত চতুর্যাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।
নিম্নরূপ আলোচনা করা হল:

পুষ্পবিরতি, মৃষাবিরতি, তাঁর প্রবর্তিত চতুর্যাম নিম্নরূপ।

বৌদ্ধধর্মে, পার্শ্বনাথ শব্দটি আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে। বৌদ্ধগ্রন্থে নির্গ্রন্থ জৈনধর্মের কথা উল্লেখ আছে। জৈনধর্ম, বুদ্ধের নির্বাণের অনেকদিন আগে প্রচলিত ছিল। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন। বুদ্ধদেবের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর নিকট নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ আছে। তাঁর নিকট নির্গ্রন্থ সম্প্রদায় চতুর্যাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। নির্গ্রন্থ সম্প্রদায় বলতে জৈনধর্মকে বোঝায়। জৈনধর্মের প্রবর্তক পার্শ্বনাথ। তাঁর প্রবর্তিত চতুর্যাম ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হল।
নিম্নরূপ:

তাপোলে বসন নিয়ে হেসে-
দাপ - টুপ - ডাক - লাফায়
ঝিঙ্গায় - উকণ - নিঃশ্বা - কাপড়ে
সোহেলে সাথালো লেপায়ে জোড়ো ।

সাথিবলতে, উলাকীরা - কানুনে - লুপ্তমুখি ওরা
তাপোলে - সাপ । মুখিবন্ধরা তাপোলে বেড়ুসার · অনুষ্ঠান
জোর - মন্তর - আঁশী হব - যোবতাহে - হেলেরা - কার ।
তাপোলে - কাপড় - হেলেনেঁকে - কাপিস - লোয়ে, হেসেই নিয়ে
নিনা - নিলাবি - নিয়েধ - কাপড়ে । কাপড় - স্নান - ওলো -
নিনিয়েধ ।

তাপোলে - কাপড় - জোসাকাপুরুষী - নিলাপোস - কেশ - কাপড়াস
ঝিঙ্গেলিয়া - কেশ - কাপিয়ে - উলীয়া । ঝিঙ্গোয়ে - নিতেয়ে
কাপড় - নিটা, তাবাবু - স্নুপ্তে । নিটাসাবাবি - নিলাচুপ
কাপড় - কাপড়কাপিস্তে । জোসাপ - নিলিয়ে - ঝিঙ্গোয়ে - ওলো -
স্নুপ্তে - কাপড়াস্তোবে - হেসাপ - হেপাবে - কাপিয়ে - চকোরা ঝিঙ্গিয়ে ।
হেসোয়ে হেসোলোয়ে তাপোলে লিপে - কাপড়ে, - কাপড় - নিটা -
তাবাবু, ঝিঙ্গ - স্নুপ্ত - হেসোকাপুরী - কাপিয়ে - । স্নুপ্ত কাপুকাপ -
হেসোকাপুরুষে - কাপা - গুলা - স্নুলি - অনুকাপ - তাপে - ।

তাপোলে - স্নুপ্তি , তাপোলে - হেসোলোয়ে ,
তাপোলে - হেলিকাপী , স্নুপ্তিনী - তাপোলে হেসো - স্নুপ্তে -
লিপে - কাপড়ে কাপড় - তাপোলে - হেসোকাপুরী । হেসি ঝিঙ্গোলোকাপে
কাপড়ে - তাপোলে - হেসোলোয়ে - স্নুপ্তে - তাপে ।

উপাসনা করিবার সময় পাদ্রী সাহেব আলখাল্লা পরিয়া উপাসনা করিতেন। তাহা দেখিয়া লোকে মনে করিত যে, পাদ্রী সাহেব ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহিবার সময় বুঝি তাঁহাকে ঐরূপ পোষাক পরিতে বলিয়া দেন। পাদ্রী সাহেব নিজে (Rev. S.A.D. Boggs) লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে মোটা জামা পরিলে শরীর ঘর্মাক্ত হয়। সাহেবদের ঘর্ম হইলে তাহা শুকাইয়া যায়। কিন্তু আমাদের ঘর্ম হইলে তাহা শুকায় না। সুতরাং ঘর্ম হইলে আলখাল্লা পরিয়া উপাসনা করা বড় কষ্টকর।

পাদ্রী সাহেবের সময়ে আমাদের দেশে যে সকল পোষাক পরা হইত তাহার বর্ণনা করা, সেই সময়ে স্ত্রীলোকে কাঁচুলি পরিত না। এই জন্য আমাদের দেশীয় খৃষ্টান স্ত্রীলোকেরা কাঁচুলি পরিতে লজ্জা বোধ করিত। [৪]

২.৭ ভবিষ্যৎ গণনা —

লোক — বীরনব ভূত। ভবিষ্যৎ গণনার উপযোগী ভূত। ভবিষ্যৎ গণনার উপযোগী ভূত। ভবিষ্যৎ গণনার উপযোগী

ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব — উদ্ভিদ, প্রাণিজগৎ, মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব, জলবায়ু, মাটি, জীবজন্তু ও মানুষের উপর প্রভাব। মাটি — মাটির গঠন, উপাদান, মাটির প্রকারভেদ, মাটির উর্বরতা, মাটির ক্ষয়, মাটি সংরক্ষণ। মাটি — মাটির উপাদান, মাটির গঠন

অসমীয়া সমাজ - বিবাহ - বৈবাহিক রীতি - আনুষ্ঠানিক বিশ্লেষণ।

ভূমিকা : বিবাহ হল সমাজ স্বীকৃত দুজন নর-নারীর যৌন মিলনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করে পরিবার গঠন করার প্রক্রিয়া। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি যৌন অধিকার লাভ করে। বিবাহ সমাজ স্বীকৃত হওয়ায় এর মাধ্যমে সন্তান সমাজ স্বীকৃতি লাভ করে। বিবাহ সমাজ স্বীকৃত হওয়ায় এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি যৌন অধিকার লাভ করে। বিবাহ সমাজ স্বীকৃত হওয়ায় এর মাধ্যমে সন্তান সমাজ স্বীকৃতি লাভ করে।

সমাজে সমাধানের বিভিন্ন বিবাহ প্রচলিত। সমাজভেদে বিবাহের রীতিনীতি বিভিন্ন হয়। যেমন, বিবাহ পদ্ধতি, বিবাহসূত্র, সম্পর্ক, যৌনসম্পর্ক ইত্যাদি। এই ভেদ বৈচিত্র্যের কারণ হল সমাজ। অনুষ্ঠানভেদে বিবাহ বিভিন্ন হয়। বিবাহ হলো সমাজ স্বীকৃত যৌন সম্পর্ক। অসমীয়া সমাজে বিবাহের পদ্ধতি, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন। অসমীয়া সমাজে বিবাহের রীতিনীতি, অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন। অসমীয়া সমাজে বিবাহের রীতিনীতি, অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন।

অসমীয়া সমাজে বিবাহের রীতিনীতি, অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন। অসমীয়া সমাজে বিবাহের রীতিনীতি, অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন। অসমীয়া সমাজে বিবাহের রীতিনীতি, অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন।

Scanned with OKEN Scanner

২.৮ সাজোন সম্পর্কীয়- পুরোনো পরিধান- ৯→

সাজোনের প্রতীক্ষায় বসে থাকা লোক, সুখি-মেয়ে সাজানো পোশাকে- জমকালো পুরোনো- ছেড়া পোশাক; মেয়ে সুসজ্জিত বেশে- পোশাক- সাজা, তোড়ে- বসা মেয়ে সুসজ্জিত- পরিষ্কার- লাগে-, সাজোনের- উৎসব- পোশাক- সুসজ্জিত- উৎসব- সাজা- হওয়া-, সাজোনের- সঙ্গে- সম্পর্কযুক্ত- লিখন- বোঝানো- হয়ে-, উৎসবের পরে- ঘিরে- সেজেগুজে- পোশাক- পরিধান- করে- ।

সাজোনের- কথা- মানুষ- যেমনি- সুসজ্জিত- (সাদা লাল- জামা- পরে- পোশাক- সম্পর্কের- সাথে- পুরো- শুধু- মিলিয়ে- নতুন- জামাটির- পুরোনো- সুসজ্জিতের- সাজোন- যেমন- তাদের- পাশ- জোগাড়ে- নতুন- পোশাক- সম্পর্ক- হয়- থাকে- পরিধান- করে- থাকে- । সাজোনের- জোগাড়- ছিল, নেই, যাদের- সাজোনের- জন্য- সাজ- গোজ- হলে- থাকে- তাদের- পরিধানে- নতুন- সাজের- জোগাড়- গুলো- দেখা- থাকে- পরিধান- করে- ।

২.নং প্রশ্নের উত্তর- প্রেক্ষাপট- সাধারণীকরণ- চরিত্র বিশ্লেষণ:

সাধারণ জীবনোপলব্ধির আলোকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। কবিতা পড়ে যেটুকু বুঝেছি তা লিখতে হবে। কবিতার বিশ্লেষণ করতে হবে। সাধারণত প্রশ্নে যেমন থাকে, তেমনি উত্তর লিখতে হবে। কবিতা পড়ে যা বুঝেছি তা লিখতে হবে। কবিতার বিশ্লেষণ করতে হবে। কবি নাবীলা যে সমাজে বাস করেন সেখানে কবির কথা, তেমনি নাবীলা চরিত্র কথা আছে, যেমন নাবীলা লক্ষ্মীহীন নারী, যেমনভাবে, নাবীলা চরিত্র কথা আছে, সমাজে কোথাও লক্ষ্মী নয়, তাকে

২.১০ কাহু - কাহ্নপাদীয় - তিব্বতি বিশ্বাস :-

কাহ্নকে তিব্বতিরা চুরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম বলে বিশ্বাস করে। তাঁর জন্ম ব্রাহ্মণ বংশে। তিনি সোমপুরী বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। কাহ্নপাদ ডোম্বীর প্রেমে পড়েন। ডোম্বীর সঙ্গে তিনি নৌকায় করে ঘুরে বেড়াতেন। ডোম্বীর সঙ্গে মিলনের ফলে তিনি সহজ সাধনার পথ খুঁজে পান। তিব্বতিরা বিশ্বাস করে কাহ্নপাদ ডাকিনীর কৃপায় সিদ্ধিলাভ করেন।

২.১১ ভুসুকু - তিব্বতি সাধনাঙ্গীয় - তিব্বতি বিশ্বাস :→

ভুসুকুপাদের তিব্বতি নাম হচ্ছে - চেন্নগে - ডপয়ে। তিব্বতি বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সাধনার জন্য বিভিন্ন তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। তারপর তিনি নালন্দা মহাবিহারে আসেন। সেখানে তিনি ভিক্ষু হন। ভুসুকুপাদ নালন্দা মহাবিহারে ছিলেন। তিনি সেখানে ভিক্ষুদের ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি ভিক্ষুদের সাধনার কথা বলতেন। তিনি ভিক্ষুদের সাধনার পথ দেখাতেন। তিনি ভিক্ষুদের সাধনার পথে চলতে উৎসাহিত করতেন। তিনি ভিক্ষুদের সাধনার পথে চলতে বাধা দিতেন। তিনি ভিক্ষুদের সাধনার পথে চলতে বাধা দিতেন।

২.১৪ ববষ্ণুব সাহিত্যের গৌরব বিশ্লেষণ :—

কালের সাজোলাব সুবর্ণীত নিমিলিনীর স্রোহিব পোলীমা
প্রতিফলিত, পূর্বে নদিনীর সোনালীর বেষ্টনী নিবিগাঢ়িত।
তেমনিভাবে সোনালীর নিবিড়তা মধুর বেষ্টনী লইয়াছিল,
পোড়াইবাবা জোপের নিনিবিড়তাকে বেষ্টনী স্নিগ্ধতাকে নদীয়ের
পেইভাবে সোনালীর লোধুলি বেষ্টনীর জেবিবৈচিত্র্যে সোনার
রেখা নিবিবেচনা সৃষ্টিয়াছিল। ঐতিহাসিক জোর্মসাধারণেই
ববষ্ণুব জন্মস্থানের বৈষ্ণব সম্প্রদায় জেবুদ্ধির সৃষ্টিয়াছিল
জোর পেবিনত বিরক্ত নিক্ষ নিবিড়তাব অন্তত নবীন
নদীয়াছিল। শত্ত কালের ঐতিহাসিক জোর্মসাধারণিতেই সোনালি রেখা-
রেখা জেবিত্রিসাধারণের সেবা সাধারণ জেবিকল লাবিবন্যাস-
রেখাঙ্কনের জোরোপন ঐশ্বর্যিয়াছিল। বেষ্টনীর নিবিড়
॥ শোভাবৃদ্ধি বেষ্টনীর কোমলের নবসজ্জিত "স্নিগ্ধ
জেতিবৃদ্ধি নিবিশালের — শোধিবলে লাবণ্য কলিত শোভা
নিবিড় ঐশ্বর্যিয়াছিল। স্নিগ্ধতা সেবা সাধারণ বেষ্টনীর শোভনীয়
শোধিয়াছিল। নেত্রের স্নিগ্ধালোক শোভা বোধগম্য
নিবিড়ের সোনালি সুষ্ঠাবি সাঁবিরাত বৈশিষ্ট্য বেষ্টনের নিবিড়তা
বেষ্টনীর নিবি জেতিবৃদ্ধি। জোরাবৃদ্ধি নিবিশালের শোভাবৃদ্ধি
ঐশ্বর্যিয়াছি। বেষ্টনীর সোনালিবিলে জেতিবাত্ত জোপালী ঐশ্বর্য।
জেইভাবে স্নিগ্ধ বেষ্টনীর বিবৃদ্ধি বেষ্টনীর সোনালীর
জোনের নিবিড়তাকে বৃদ্ধিয়াছিল স্নিগ্ধ জোনে জোনের জেবিচিত্র্যের
জেবৃদ্ধিতে স্নিগ্ধ।

ঐশ্বর্যের স্নিগ্ধ বেষ্টনীর ঐশ্বর্য। ইতি জোনের

দুর্বোধ্য ভাষণের ফোয়ারা ছোটাতে লাগিল। ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"আপনি কি বলিতে চাহেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কি আমার সহিত তামাসা করিতে আসিয়াছেন?" ভদ্রলোক ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"আপনি কি আমার সহিত তামাসা করিতে আসিয়াছেন?" ভদ্রলোক ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"আপনি কি আমার সহিত তামাসা করিতে আসিয়াছেন?" ভদ্রলোক ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"আপনি কি আমার সহিত তামাসা করিতে আসিয়াছেন?"

ভদ্রলোকটির ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে দেখিয়া ভদ্রলোকটি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"আপনি কি আমার সহিত তামাসা করিতে আসিয়াছেন?" ভদ্রলোক ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"আপনি কি আমার সহিত তামাসা করিতে আসিয়াছেন?" ভদ্রলোক ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"আপনি কি আমার সহিত তামাসা করিতে আসিয়াছেন?" ভদ্রলোক ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"আপনি কি আমার সহিত তামাসা করিতে আসিয়াছেন?"

"দুর্বোধ্য ভাষণের ফোয়ারা ছোটাতে লাগিল।
দুর্বোধ্য ভাষণের ফোয়ারা ছোটাতে লাগিল;
দুর্বোধ্য ভাষণের ফোয়ারা ছোটাতে লাগিল:"

ভদ্রলোকটি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"আপনি কি আমার সহিত তামাসা করিতে আসিয়াছেন?" ভদ্রলোক ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"আপনি কি আমার সহিত তামাসা করিতে আসিয়াছেন?" ভদ্রলোক ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"আপনি কি আমার সহিত তামাসা করিতে আসিয়াছেন?" ভদ্রলোক ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"আপনি কি আমার সহিত তামাসা করিতে আসিয়াছেন?"

প্রকাশনাধীন উপন্যাস। আনুবংশ- বিশ্বাস- ইন্দ্র দেবনাথ লাহা- লাহিড়ী- বিষ্ণুপুর- নদিয়া। বেলানো- বেকারী- চৌধুরী- লোকো- মুখোপাধ্যায়- ডাক্তার- ফুল প্রাক্তি বিলোপ- স্কুলিয়ালিস্টদের- বিষ্ণুপুর- বিচারপতি- সাধারণ- ডাক্তার- বাড়ি। পুরোনো- ডাক্তারি- কলকাতা- ফুল- স্কুলিয়ালিস্টদের- বিচারপতি- সাধারণ- ডাক্তার- সাজা- নিশিথ- মুখার্জি- চৌধুরী- বেঁচে- বেরিয়ে- বেশি- লেখা। ডাক্তার- মুখোপাধ্যায়- ডাক্তার- ফুল- বিষ্ণুপুর- নদিয়া- ইন্দ্র- নাম- প্রাক্তি- ফুল- বিষ্ণুপুর- নদিয়া- ডাক্তার

॥ আমি কোথায় পাবো তারে, সে আছে আপন মনের মাঝে ।
যে জন দিবানিশি তারে ॥"

ভিক্ষাবৃত্তি আত্মিকমূল্য কবিতা তাঁহার
রবীন্দ্রনাথ ভিক্ষাবৃত্তি প্রতি অনুযোগ অভিযোগ নেই ।
কারণ তাঁহার যে আপনি সে যায়, আসে যায়
আসি নিয়ম, যেমন যাওয়া আসি নিয়ম । তাই নিত্যকর্ম
করার সাথে সাথে অন্য কারোর যেমনি সাহায্য
চাই । তিনি স্ত্রী, স্ত্রী, স্ত্রী এই তিনি আত্মীয়
ছাড়াও অন্যান্য সকলের সাহায্য তবু "
বিশ্বাস করেন । রবীন্দ্রনাথ সবার সাথে
যেমন, তেমন ঈশ্বর বিশ্বাস করেন তাঁহার
যেমন নয় বিশ্বাস । ভাঙ্গাবাড়ি ভিক্ষাবৃত্তি
ভিক্ষাবৃত্তি ভিক্ষাবৃত্তি, বিশ্বাসপূর্ণ
ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষা ভরে কোন সাহায্যে ভিক্ষাটি
চাহি নয় রবীন্দ্রনাথ ভিক্ষা । ভিক্ষাবৃত্তি ঈশ্বর
ভিক্ষাপাত্র বিশ্বাস ভিক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি । ভিক্ষা
রবীন্দ্রনাথ ভিক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি নয়তো নিয়া ভিক্ষাবৃত্তি
ভিক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি ভিক্ষাবৃত্তি ভিক্ষা । ভিক্ষাবৃত্তি নাহিলে
পাওয়া যেত ভিক্ষা যে ভিক্ষাবৃত্তি ভিক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি
বিশ্বাস ভিক্ষা ভিক্ষা ভিক্ষা । এই সবে ভিক্ষাবৃত্তি বিভিন্ন
ভিক্ষাবৃত্তি ভিক্ষা ভিক্ষা ভিক্ষা ভিক্ষা ভিক্ষা

শ্রাদ্ধের জিতেন্দ্রিয়- পরিশোধনার্থ - প্রেমের পরিধান- আমৃত-
জিতেন্দ্রিয়ন দেখা- আসা ।

পরিধি- বেদমন্ত্র- সেখানকার জিনিস পুরোহিত- দিয়া- আসা । লেখা- নদীর পরিধানে- হোক, জিজ্ঞাসার্থে- পরিধি পরিধির- মুক্ত- কোথাতে হোক হোক- দিয়া- ইন্দ্রিয়ের পরিধি বেদমন্ত্র- ছাড়া- আসা । বেদমন্ত্রের- পরিধানে- হোক- বেদ জিজ্ঞাসা- পরিধানে- হোক- জিজ্ঞাসু । সই- সোনা- দুটি- ছেলের বেদমন্ত্র- জিজ্ঞাসা বেদমন্ত্রের- পরিধানে- উদ্ভূ পরি- কাশ্যাপগোত্র জিনিস- কেনা- দোকান- সোনা । উদ্ভূপরি- জ্যোতিষের- সূত্র উদ্ভূপরি- বেদমন্ত্র- হোলো- দেবাদ্যোপাসনার- কোথাও হোক- সেতারে- আসা পরিছে । আসার- পরিছে- পরি- আসি- কা- বেদমন্ত্রের- সাথে- পুরোহিত- পরিধির- বেদমন্ত্র- দেবাদ্যোপাসনা- জিজ্ঞাসা ।

" দুটিরে- পরিধি দেবীর- শোনে ।
বিবিধ- সুত- বেদমন্ত্র- সোনে ॥
বেদমন্ত্র- পরিধিতে- পরিধানে- বেদ ।
জিজ্ঞাসার- দলি- পরি- সোনা ॥"

ইন্দ্রিয়- বেদমন্ত্রের পরিধানের- সাথে- বেদমন্ত্রের- জিজ্ঞাসার্থীদের- বেদমন্ত্র, দেবীদের- বেদমন্ত্র- দলিল- পরিধানে বেদমন্ত্রের- দলিল সাথে- জিজ্ঞাসার্থী- , জিজ্ঞাসার্থে- জিজ্ঞাসা- পরিধানের- দ্বারকা- পরি- বেদমন্ত্রের- পরিধির- বেদমন্ত্র- দলিল- জিজ্ঞাসার্থীদের- দীক্ষিতের- বেদমন্ত্রের- দলিল-

নিম্নোক্তগুলি ব্যবহৃত নিম্ন শ্রেণীর পরিস্থিতি সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে থাকে ছন্দিত ।

২.১৫ উদাহরণ →

শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয় । কোনো ছুটির দিনে তাদের একটি উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে তারা বিভিন্ন ধরনের গাছপালা দেখতে পায় । কোনো ছাত্র-ছাত্রী ① শ্রেণীকক্ষে ② ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা ③ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ④ নাচ-গানের ⑤ আবেগ ইত্যাদি ।

তারা ঘোরাঘুরি করতে করতে একটি বড় গাছের নিচে এসে বসে । গাছটির গোড়া খুব মোটা, ডালপালাগুলো অনেক উঁচুতে । গাছটির গায়ে অনেক শেওলা জন্মেছে । গাছের নিচে অনেক শুকনো পাতা পড়ে আছে । কিছু পাতা বাতাসে উড়ছে । গাছের ডালে অনেক পাখি বসে আছে । কিছু পাখি গাছের ফল খাচ্ছে ।

ছাত্রদের, শিক্ষক, ভর্তি, পত্রিকা, গল্প, লাইব্রেরি, জনবহুল রাস্তায় আলোচনা করা উচিত। সাধারণ প্রশ্ন - প্রতিবেদন লেখার পদ্ধতি আলোচনা করো। পত্র লেখার নিয়ম কানুন। শুধু সংবাদ লেখা, পত্রিকা লিখতে হবে, প্রবন্ধ লিখতে হবে, নাটক লিখতে হবে, সংবাদ সম্পাদকীয় হয়।

বিশ্লেষণ - বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রয়োজনীয়। পরীক্ষা দাও লিখা খাতা হাতে, কলম পেন্সিল, পেন্সিলের আঁচড়ে, অক্ষরবিহীন সাদা খাতা হাতে, পরিবার বিভাগের সাথে প্রতিযোগিতা করতে, খেলার মাঠে ছুটে বেড়াতে, খেলার মাঠে ছুটে বেড়ায়। প্রশ্ন, তাদের জীবনের পরিবেশের প্রশ্ন তুলতে, পরিবেশ বিষয়ে জানতে চাইতে, শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা বিষয়ে জানতে চাইতে, পড়ালেখা বিষয়ে জানতে চাইতে, পরিবেশ বিষয়ে জানতে চাইতে, পরিবেশ বিষয়ে জানতে চাইতে, পরিবেশ

[illegible]

২. ১৫ [illegible] →

[illegible]

[illegible]

[illegible]

লোকটা আদ্যিকাল আগত জোড়া জোড়া সেখানে
নিবিড়ি আবিষ্কার জোড়া। বেলাবেলি। জোড়া
বেচতে লাবিণ্য হিসেব।

প্রকাশনা সম্পর্কে বিস্তারিত লেখক পরিচিতি লিখিবে।
ভাষাশৈলী — সুললিত শব্দচয়ন, ছন্দ-মিলের ব্যবহার, সংলাপের স্বাভাবিকতা, বর্ণনার সজীবতা, চিত্রকল্প ও উপমার প্রয়োগ, বিষয়ের সঙ্গে ভাষার সামঞ্জস্য, শব্দচয়নের বৈচিত্র্য, বাক্যগঠনের বৈশিষ্ট্য, সাধু ও চলিত রীতির ব্যবহার, অলংকারের প্রয়োগ, ধ্বনিমাধুর্য, শব্দের ধ্বনিগত সৌন্দর্য, ভাষার গতিময়তা, বাক্যের দীর্ঘতা ও সংক্ষিপ্ততা, শব্দের পুনরাবৃত্তি, ভাষার আবেগময়তা, ভাষার চিত্রময়তা, ভাষার সংগীতময়তা, ভাষার নাটকীয়তা, ভাষার কাব্যিকতা, ভাষার গদ্যছন্দ, ভাষার ধ্বনিঝংকার, ভাষার রসসৃষ্টি, ভাষার ভাবব্যঞ্জনা, ভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ, ভাষার বাহ্যিক সৌন্দর্য, ভাষার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, ভাষার বাহ্যিক সৌন্দর্য, ভাষার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য।

উপসংহার — সুললিত — শব্দচয়ন — ভাষা — ভাবের — সংলাপের বিশ্লেষণ — শব্দচয়ন, বর্ণনার বিশ্লেষণ — শব্দচয়ন, চরিত্রের বিশ্লেষণ — শব্দচয়ন, ভাষার বিশ্লেষণ — শব্দচয়ন, ভাষার বিশ্লেষণ — শব্দচয়ন।

বিশ্লেষণ — লেখক পরিচিতি — শব্দচয়ন — ভাষা।

বিদ্যালয়ের সুযোগ্য শিক্ষা স্যুর হোই অমিত
বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ বিষয়ে। সেই অপ্রু বিদ্যালয়ের সোহম
শুরু স্যুর তাঁর কাছিল স্যুলি ভালো সমা-
হোই। সেই কালে অই- এই প্রেমকথা
পত্র- মিত- প্রেমস্যুর- কবিতা।

৩.2 সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. শর্মা, ড° নীলি ভট্টা, অসমীয়া লোকসংস্কৃতির আলোচনা, বাণী প্রকাশ, ২০১৮

2. গুণেশ্বর হাজরিকা, গাঁওর লীলা: অসমীয়া সংস্কৃতি, অসম সাহিত্য সভা বনলতা, 2006, চতুর্থ প্রকাশ

৩. বরুৱা, ড° নবিনচন্দ্র, অসমৰ লোক সংস্কৃতি বীণা লাইব্রেৰী, ২002

৪. বৰা অনন্ত আহিৰ, অসমীয়া সাহিত্য চহনিকা

৫. Google - https://Sahitha.in

৬. Google - https://as.m.wikipedia.org > wiki

৭. Google - https://devlibrary.in > assam-jatiya..

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী :-

১. শর্মা, নবীন চন্দ্র : অসমীয়া লোক সংস্কৃতির রূপরেখা, পৃষ্ঠা নং - ১০৭

2. Google - https : // Satiretha. in

৩. বরা, কৃষ্ণ কান্ত : অসমীয়া সাহিত্যর চমকিলা পৃষ্ঠা নং - ৬৬

৪. বিশ্বকোষ, ৫ নবিংশ্চি কুমার : অসমীয়া লোকসংস্কৃতি পৃষ্ঠা নং - ১৪, ১৯

৫. প্রতুল চন্দ্র শর্মা - লোকসংস্কৃতি, পৃষ্ঠা নং - 220, 221, 222, 226

৬. Google - https : // as . m . wikipedia . org > wiki

৩. ৪ শব্দশ্রেণিবিভাগ :

ক্রমিক নং	কারিকা	শ্রেণিবিভাগ
১.	ক. তরুণীকন্যা- বোধ্য-	
২.	খ. আকৃষ্ট- ইমানুষ্টিন-	ক্রিয়াবিশেষ্য-
৩.	চুলস্থানী- যেকী- বেকম-	ক্রিয়াবিশেষ্য-
৪.	আপ্লাসুল- ইফুলাক্ষ-	ক্রিয়াবিশেষ্য-
৫.	কোপালী- ক্রাফ্ট্	ক্রিয়াবিশেষ্য-
৬.	কোমলুনাবা- জোমুক্সোন্	ক্রিয়াবিশেষ্য-
৭.	নোপ্তুরোবা- পাবতীল	ক্রিয়াবিশেষ্য-
৮.	কুলিনিকা- জোমুক্সোন্	ক্রিয়াবিশেষ্য-
৯.	পিয়াদ- কমিক্সেরা- জোমুক্সোন্	ক্রিয়াবিশেষ্য-

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- হাজং সকলোৰ সাজ-পাৰত আ-অলংকাৰ ।

দাখিলকর্তা-

নাম ঃ- হামিদুল ইছলাম

শ্রেণী ঃ- স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নং ঃ- UA-201-101-0041

পঞ্জিয়ন নং ঃ- 20023031

শ্রেণী ৰোল নং ঃ- 238

তাৰিখ ঃ- 15-05-2023

Scanned with OKEN Scanner

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Hajong xkolar xaj-parot Aa- Alongkar"** submitted by HAMIDUL ISLAM. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

Scanned with OKEN Scanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ ঃ

গুৱাহাটী বিশ্ব বিদ্যালয় বি এ ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক ৰ অসমীয়া প্ৰধান বিষয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে এখনি পত্ৰ বিভাগৰ জমা দিব লাগে। উক্ত বিষয়ৰ বাবে আমাক বিভাগীয় তৰফৰ পৰা বিষয় কৰি দিলি ওবালৈ সকলো দিশতে আমাক লক্ষ্মীপুৰ মহাবিদ্যালয় অসমীয়া বিভাগৰ শিক্ষা আৰু অধ্যাপক অধ্যাপিকা অনুপমা আলুন বাপে অহাৰ আগবঢ়ান।

আমাৰ প্ৰবন্ধ পত্ৰৰ বিষয় ঃ- হাজং সকলৰ আজ-পাহত আ-অনুষ্ঠান বিষয়ে এটি আলোচনা আগবঢ়ান হল বিষয়টো কিছু ~~অ~~ক্ষেত্ৰত ~~চীন~~ মংগোলীয় প্ৰজাতিৰ ~~ৰ~~ তিব্বতবৰ্মীয় ভাষাৰ ভাষী লোক। স্মৃতি গ্ৰন্থৰ দ্বাৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি বৰ্ণনাত্মক প্ৰবন্ধ প্ৰত্ন প্ৰয়োগ কৰি লিখি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে।

লক্ষ্মীপুৰ এটা দ্বীপৰ দৰে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় লোক চৌদিশে আৱৰি আছে। যেনে বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীৰ কৃষি- সংস্কৃতি বাবে ৰৱনীয় আৰু উৎসৱ পাৰ্বণ অনুষ্ঠান বাবে ৰৱনীয়।

Scanned with OKEN Scanner

আৰ বসন্ত উৎসৱ লক্ষ্মীপুৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যে নিজ নিজ লোক চাৰ আঙ্গহৰে অনাদি ব্যক্তি নান্দনিক উপভোগ কৰে। বৈচিত্ৰতাৰ আজত ঐক্য-এয়াই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৰলতা আৰু বৈশিষ্ট। অসমীয়া সংস্কৃতি আজত সমন্বয়ৰ সংস্কৃতি

প্ৰথমতে আমাৰ এটি প্ৰবন্ধ পত্ৰ কাগজৈ সলনি কৰাৰ বাবে তেখাৰ বাংলিক অধ্যাপিকা —অনুপমা বাইদেউ লৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো এই প্ৰবন্ধ পত্ৰ খুলি লিখি উলিওৱাত পৰামৰ্শ তথা সহায় সহযোগ আগ বঢ়োৱা আমাৰ —অসমীয়া বিভাগীয় মুৰব্বী বাইদেউ সকলোলৈ আমাৰ —অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো। লগত ড° আজুমা ইয়াছমিন বাইদেউ তথ্য সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াৰ কাৰণে তাই লৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো।

আংকেতিক চিহ্ন :—

⇒ (রাজ্য সকলের ২৪ টি নিবন্ধন বাধ্যতামূলক)
⇒ (প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী হিন্দু ধর্মাবলম্বী) আছে
⇒ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য: ধর্মের ভিত্তিতে বা নিবন্ধন)
⇒ রাজ্য জাতির আয় বৃদ্ধির আশায়,
⇒ 2000 খ্রি. ২০০

সূচীপত্র

অধ্যায়ন পৃষ্ঠা

প্রথম গোট ১.০০

• বৃত্তান্ত স্বীকার / সংক্ষিপ্ত রূপে আংক্রেডিটিং → 1-4

দ্বিতীয় গোট 2.০০

• আবশ্যিনি / লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য / পরিসর পদ্ধতি → 5-17

তৃতীয় গোট ৩.০০

হাজং অঞ্চলের লোক পরিবেশ → 18-28

চতুর্থ গোট ৪.০০

• হাজং অঞ্চলের আজ-পাত আ- অলংকার

গল্প সমূহ / ছুটি গল্প সমূহ → 29 - 39

পঞ্চম গোট ৫.০০

• আমরনি / পদ্ধতিক / গ্রন্থ পঞ্জী → 40-44

সংক্ষিপ্ত রূপে :—

পূ: —— পূর্বা

ইতি: —— ইতিহর্য্য

আজ-পাবত —— হাজং অকনব আজ-পাত

তা- অলংকাব

আৰম্ভনি :-

অসমত অতীতৰে পৰা বাস কৰি অহা জনজাতিসমূহৰ ভিতৰত হাজং সকলো অন্যতম। অবিভক্ত অসম আৰু আজিৰ মেঘালয় অহা গাৰো পাহাৰ অঞ্চলেই এই হাজং সকলৰ আদি বাসস্থান। অসমৰ আৰু এই হাজং সকলে অসমৰ গোৱালপাৰা কামৰূপ আৰু দৰং জিলালৈ বিয়পি পৰে। ভাষিক দিশত হাজং সকল তিৰ্ব্বতী গোষ্ঠীৰ লোক আৰু নৃ-গোষ্ঠীয় দৃষ্টিত এওঁলোক মঙ্গোলীয় শেণীৰ। হাজং সকলৰ নামটোৰ সংক্রান্ত তিনিটামান জন শ্রুতি প্রচলিত। হাজংসকলে নিজে কোৱা মতে হাজং নামটো তেওঁলোকৰ গাৱো ভাষা অকলে দিয়া। আৰিৰনতে আদি গাৱো ভাষা হা মানে মাটি আৰু হাজং মানে পোক। অর্থাৎ মাটিত থকা পোক আৰিৰনতে আদি বাসস্থান গাৱে পাহাৰৰ নামনিত এই জন গোষ্ঠীটোৱে বাস কৰিছিল আৰু অকল বাস কৰাই নহয় মাটি খুন্দি খেতি-বাতিও কৰিছিল। গাৱোসকল আৰু আছিল পাহাৰৰ ওপৰত। সেয়ে নামনিত মাটি পোকৰ দৰে বাস কৰা লোকসকলক এওলোকে হাজং আখ্যা দিছিল। অন্য এক জন শ্রুতিমতে হাজংসকল ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। জনদগ্নিৰ পুত্রক পৰশুৰামে সমস্ত পৃথিবী

পরিধমন বরি ক্ষত্রিয়ক নির্ধন করা যলত কার্তবী
বর্জুলো নির্ধন হয়। কার্তবীর্য সুনব মুতুয়ব পিছত
তেশ্রউত্ত পত্নী পনাই আসি তেই সময়ব কামধেণু
ঋষি কমদগুব আশ্রমত থাকিবলে লয়। ঋষি
আশ্রমত থকোঁতে পদঙ্কু নামব এক পুত্র সন্তানব
জন্ম হয়। কাল-ক্রমব এবেই বজা হৈ হয়গ্রীব মাধব
অনিরুদ্ধক বন্দি হাজোনগব নিজব অধীনলৈ
আনে। এই ঘৎশব শেষ রজা ভরত বর্মনব
দিনত নাজো রাজ্যব পতন হয়। যলত বাহ্য
রাজাব লোক গাবো পাহাৰয় করি থাকতে
পুহি তাব যৎসা বৃদ্ধিব কৌশল উলিয়ালে
গাঁয়ব কাষত পুখুরী খানি মাছ পুহি তোষা
হ'ল। যল অন্ন আহরণব ক্ষেত্রতো নতুন
কৌশলব সৃষ্টি হ'ল। কৃষিজান লাভে পিছত
খেতি-বাতি করি বিবিধ খাদ্যশস্য আনকি
অবতবতো উৎপন্ন করিবলি সক্ষম হ'ল। গাঁয়ব
মানুহ আজি অবশ্য খাদ্য সংগ্রহব এই দুই
প্রথা সমান্তরাল ভাবে আজিও চলি আছে।
পূর্বর দরে তেউঁলোক ঈশ্বর কাকনে আজিও
দল বান্ধি নাচি গাবি ফিকাব করে, নে জান-
জুহিত নানা বুধিয়া-কৌশলরে মাছ ধরে।
সেই দরে যাবীর খাক-পাচলীর বাহিরেও কুচ,
চেকিয়া কুলিনীয়া আমিষুনি, মালতোগ-

Scanned with OKEN Scanner

আড়ন্দরী ডেহুরা ডহুরা কমল বনধৌ আদি আদি বিবিধ শাক-সবি বননিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে। এই প্ৰসঙ্গতে কোনো কোনো অঞ্চলীয় শাক পাচলিৰ নাম দুটি নাম তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ইয়াৰে এটা বনবীয়া অনাজৈ বুজিজাত। যেনে— বন কেৰেলা বন চিয়াই, বন আদা, বন আমু, বন আম, বন জালুক, বন নহৰ, বন বগৰী, বন পুৰি, বন মালা, বন মেথী, বন মালৰি, বন পিপলি, ইত্যাদি। আকৌ বিয়নী- আৰবি, চাল - কুঁৱৰী, উলু কুঁৱৰী আলু নিলাজী বন, ঘাঘ চোৰাত, বাঘ বাঘিনী, ছাগল - খিঙীয়া, হাঁহ চেঙীয়া (কাঁখ-কুঁৱৰী) কুকুৰা চেঙীয়া (মাটী-কাদুৰী), কোঁকোৱা - খিজীয়া, হাতী, গুৰীয়া, সম লাম্বুটি যাত্ৰা - সিদ্ধ - কাণ জল উৰহী জপা পেটৰি, জাপৰি আলু — শাক-পাচলিৰ গৰে এশ-এটা নাম শব্দতত্ত্বৰ নিজস্ব নিয়ম পৰা বিশেষ অৰ্থব্যঞ্জক।

খাদ্য সংগ্ৰহৰ এই প্ৰাচীন ৰীতি আজিও চলি থকাৰ হেতু আঁৱলীয়া মনিহ - তিৰোতা লৰা - ছোৱালীৰ প্ৰকৃতিৰ লগত ঘনিষ্ঠ পৰিচয়

পড়িছে। তাবে যদিও প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যয়ন করাকে তেঁতুলোকে জীব-জন্তু, গাছ-গাছনি যান— মূলব বিষয়ে আধীকা জান নাই বলে। এইবোব শুনা শুন আব বিজ্ঞান বোতাব তাব প্রয়োগ বিষয়ত তেওঁলোকে জানে, বন দবৰ্ধকপে এইবোব আদা সৰ্বদা বোজা— ব্যক্তিব ব্যবহাবে কবে। প্রকৃতিব বহু আমগ্রী ধাকবা জীবনব অপবিহার্য বোবাব হেতু প্রকৃতিব প্রতি গাবলীয়া মানুহব আহজ অমাদব আব অমনযোগ।

অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য :-

ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্য সকলেও বিশিষ্ট স্থান দখল কৰি আহিছে বিশেষকৈ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত। ৰাজ্য সকলে অসমৰ সমাজখনি আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বিশেষকৈ বামনকাপ দৰংলিয়ম পুৰ গোৱালপাৰা উত্তৰ কাছাৰ আৰু কাৰ্বি আলং আংলঙত বসবাস কৰি আহিছে। ৰাভা সকলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেঘালয় ৰাজ্যৰ সাতী গাৰো পাহাৰ অৰুণাচল ৰাজ্যতো লক্ষ্য কৰা যায়।

ৰাজ্য সকলৰ মাজত প্ৰচলিত সৃষ্টিমূলক আখ্যান এটি পৰা জনা যায়। যে বাৰবী অৰ্জুন নামৰ এগৰাকী ক্ষত্ৰিয় বীৰৰ বংশধৰৰ ধৰণেৰে তেওঁলোক পৰিচিত। কোনো কোনো পণ্ডিতৰ মতে ৰাজ্য শব্দটো 'ৰা' বৰো শব্দ অৰ্থ মাটি। গাৰো সকলে ৰাজ্য নামটি দিছিল। কাৰণ তেওঁলোকে পহাৰৰ ঘোকা-পানীত খেতি-বাতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে।

ৰাজ্য সকলে হিন্দু। গতিকে হিন্দু ধৰ্মত প্ৰচলিত ক্ৰিয়া-কাণ্ড তেলোকে নিষ্ঠাৰে পালন কৰে। তেওঁলোকৰ মাজত তিনিটা প্ৰকাৰ বিবাহ প্ৰচলিত। যেনে :

(ক) শুভবিবাহ, অৰ্থাৎ দত্তা-কন্যাৰ মাক-বাপেকে ঠিক কৰা বিবাহ,

(খ) বিধবা আৰু যৱনা আদিত আন্তাদিত বিবাহ
(ঘ) দাই পৰা বিষয় অৰ্থাৎ পলুৱাই নিয়া কিয়া।
ৰাজ্যসকলে প্ৰায় মাইদেৱীৰ উপাসক। অৱশ্যে
বিশেষ ৰাজ্যসমূহে বিষ্ণু-কৃষ্ণ আদি দেবতা পূজা
কৰে। ৰাজ্যসকলৰ কথা ভাষাটো নাম কামৰূপী।
এই উপভাষাটো অসমীয়া লোকৰ পৰা বুজিব
পাৰে।

৬.৮.১ ৰাজ্য বাচিক কলাৰ তলত কিয়া দাবে লোগ কীৰৰ
পাৰি। যেনে:

১.১ ধাতুকালীন বাচিক কলাক উৎসৱ-অনুষ্ঠান যেতে,
জৰিত গীত-পদ;
(২) পূজা- উপাসনাৰ যেতে জৰিত গীত, পদ
(৩) জীৱন-বৃত্তৰ যেতে জৰিত গীত,
(৪) প্ৰেম-প্ৰনয় বিষয়ক গীত,
(৫) কাহিনী বা কাহিনী গীত,
(৬) শ্ৰম বা কৰ্ম বিষয়ক গীত-পদ,
(৭) মন্ত্ৰ আৰু
(৮) আৰু অন্য লগা যোৱালীৰ গীত-পদ।

৯.১ ধনুবাণীন উৎসব অনুষ্ঠান সেও জড়িত গীত-পদ সমূহ রাগ বিহু বা চৈত্র সংক্রান্তির প্রসংগত গয়া ডেকা গাওঁৰ সকলে ঢোল-তাল সংগত কৰি। মদ খাই দেৱা চোৱাখোৱা শুৱলী-মুগা লেৱা টানা আদি উৎসৱৰ প্রসংগতে গীত পদ গোৱা হয়। বিহুৰ সময়ত গোৱা গীতবোৰ বিহুগীতৰ অন্তর্ভুক্তি।

৯.২ ৰাজহ সকলে বাৰ মাহত-তেৰটা পুজা কৰে। এই পুজা সমূহৰ ভিতৰত অৰণ্যতী পুজা, লক্ষ্মী-পুজা, বাশ-পুজা বাণী বিসহৰী পুজা, কাতিক পুজা আদি উল্লেখযোগ্য। পুজা-উপাসনাৰ প্রসংগত বাদ্য বাজনাসহ গীত পদ গোৱা হয়। বাণী থানত বিবাহৰ পুজাত গীতাল বা ওজাপালি সকলে গায়ন বা গীত গায়। (গীতমুখ গায়ন গায়ন) আবৃত্তি কৰে ঢোল-তাল সংগত কৰি।

৯.৩ অংধাৰ-ধুলক বা জীয়ন বৃক্ষৰ ঈশে জড়িত বৃক্ষসমূহৰ ভিতৰত তোলনী বিয়া, বিয়া আদিয়েই প্রধান। এইবোৰ গীত-পদ আছে-বাইসকলে গায়।

৯.৪ প্রেম-প্রনয় ধুলক গীতবোৰ বিশেষ ভাবে ডেকা-গাওঁৰৰ মাজতে জনপ্রিয়।

২.৩ আলিগ বা বাহিনী গীতের প্রচলন হাজং সকলের মাঝে লক্ষ করা যায়।

২.৬ হাজং সকলে বিভিন্ন কর্মের ~~শ্রম লাঘব করিব কারণে গীত পদ~~ ভোয়া মাজে বিশেষকে থলিফলা, বীনবাঁচ, মরনা মারা, নাওবোর, হানবোর আদি বিভিন্ন কর্মের শ্রম লাঘব করিবর কারনে গীত-পদ ভোয়া পরম্পরা রক্ষা করি আসিছে।

২.৭ পূজা-উপাসনা বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি আদি নিরাময় রাবে মন্ত্র প্রয়োগ করে।

পরিসর :-

রাজং জোয়ার অন্যতম নাম আমতি ছাড়া। অম্বুবাচী নিষিদ্ধ দিনা হাজং সকলে মদ খায়। পরে দিন নতুন ধান চাউলের ভাত খোয়া অনুষ্ঠান নয়া খাওতে মদ খোয়ার প্রথা আছে। ধান রোপণ্যা দিনাথান একজনোকে পাইলা খোয়া উৎসব পাতে। সেই দিনা খেতির কাম বন্ধ করা কামিলা সকলে উপরিও গারুর দুই পজন লোকর মাতি আনি খুড়া হয়। পাইলা খোয়া উৎসবত বলি ধানর ভাত উপরিও বাচুর মাংস আর মদ খোয়া নিয়ম আছে। কাম করা মানুহ বিকাল (কামিলা) হুই খোয়া খাইতেই জল ও আর মদ খাই নৃত্য গীত করে। কোনে কোনোয়ে ভাও বেকা লিপি আনন্দ করা দেখা যায়। এনে মনে হোকা লিপি নৃত্যটো প্রতীক বুলি অনুমান হয় ধান কাটার সময়তো ধান ডুকা আর বাচি-খোয়া অনুষ্ঠান পাতে কাতি মাহর শেষ দিনা গারুর ভেকা বিনাকে অন্ধিয়া বাহর সময়ে সকল সকলে পানীয়া খোজা বান্ধি খেইলোয় জনাই দাং খেদে।

প্রথমে ধরুন কোনও এই জুতাবোর ধরাই পিতৃ ভোগনও পরাই ধরেও কিছু দুরও দুকলি পথাবর মাটি পুথি ঘোরা হয়। এই জোরা বোরক মসলা বোলে। মসলা জোর হাওড়লে অধোন আহে বাতি যায়। মসলাও পোয়া যায়"— বুলি কোয়া হয় নিয়মও আহে এলে বিলপু মহবিনাক আঁতরি যায় বুলি বিধা হয়।

পদ্ধতি:-

রাজ্যঃ সকলের মাজে অপদেব দেবীক পুজো পাগন কামারো ব্যবস্থা আছে। লংবা - ছোবানীয়ে যেতিয়া বান্দি থাকে তেতিয়া প্রথোব মাইকী বা মতা বুঘুবা দি পুজা গাঃশদেওক পুজা কবা হয়। অভিশাপ জ্বব হলে ডুকবীপ দেওক বুঙুবা খটা দি পুজা কবা নিয়ম। আবো বরষুনব অভাব হলে হদুম বা হক দেবতাব পুজা কবা হয়। নিত ঘুল দি গাঃশদেওক পুজা কবা হয়। অভিশাপ জ্বব হলে ডকুবীপ দেওক বুঙুবা খটা দি পুজা কবা এটা নিয়ম। আবো বরষুনব অভাব হল হদুম বা হক দেবতাব পুজা কবা হয়। নিত ঘুল দি জলদেবতাক পুজা কবা পবলাবাও রাজ্যঃ সকলব মাজত পবিলক্ষিত হয়।

রাজ্যঃ সকলব মাজত ভালেমান নৃত্যআরু নাচ্যানুষ্ঠানবো প্রচলন আছে। নৃত্যব বিভিন্ন লেবা টনা, বোল নগা, জাবি মেখা আদি উল্লেখ যোগ্য। লেবাটনা নৃত্য বৃষিমূলক। খেতিব মাটি চাষা কবাব সময়ত এই নৃত্য কবা। গাভৰুকালে -

পথাবত বরে। 'লোরা' মানে লড়াই টানা মানে টানাটানি করা। অর্থাৎ লড়াই বাধি টানা-টানি করা। এই নৃত্যের মাধ্যমে ভক্তরা গাছের মঙ্গলের দুটি দলে বিভক্ত হয়।

রাজং অকলোৱ লোক পৰিৱেশ ঃ— লাখনি অঞ্চলৰ বিশেষকৈ মেঘালয়ত পশ্চিম গাৰো পাহাৰ জিলা আৰু বাংলাদেশৰ সীমা সুৰীয়া অঞ্চল অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা মঃগালীয় নৃগোষ্ঠীৰ দুটা জন জাতি গোষ্ঠী ৰাভা আৰু হাজঙ আৰু দুটা জন জাতি মূলীয় বোৰে আৰু গাৰো সকলত প্ৰতি বেশী হিচাপে মিলা প্ৰীতিৰে বসবাস কৰি আহিছে। ভৌগোলিক জন - গাথনি লগতে আন এটা জন প্ৰতিষ্ঠে ইয়াৰ অস্তিত্ব নিৰূপন কৰে। আয়ীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা বিশ্বায়নৰ বৰ্মাণ্ডৰ জাত্যাণ্ডৰ হোৱা দৰুণ অন্যান্য কিছু সংখ্যক ৰাভালোকে নিজৰ পুৰণীয়া ভাষা কৃষ্টি বীতি কাষিবলৈ অক্ষম হৈছে কিন্তু হাজং সকলে কোনা বিধৰেই নিজা ভাষা সম্পূৰ্ণ ৰূপে কৃষ্টি বীতি হেৰুৱাই পেলোৱা নাই। ৰাভা ভাষাৰ সমবিধী-মূল তিব্বত - বৰ্মীয় শাখাৰ বড়ো বৰ্গৰ অন্তৰ্গত হাজং ভাষাটো এটিয়া অৰ্ঃ ভৰ

(substrates) সমন্বিত কয়েকটি উদ্ভিদ আছে। এই কারণে নিরিমাটি সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হিসেবে — উইয়ার পার্লাইট কোয়া বোরা পিট- উইয়া প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। হাইড্রোপনিক্স এবং নিরিমাটি সংস্কৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। হাইড্রোপনিক্স আজকাল অনেক উন্নতমানের উপাদান দেখা যায়, যেটা ব্যয়বহুল- ব্যয়বহুল সংস্কৃতিতে উইয়ার পাওয়া যায়।

হাইড্রোপনিক্স জলজপদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত-অকালে সিজন হাতে কোয়া যায়নি কোনো সময়ে। সারাজঃ আপনি যুক্ত আছি কর্মরত উদ্ভিদ কোন / যাজঃ কখন বাড়ে আর গাছ যদি মরে (যাজঃ) নাকি পুষ্টি (যাজঃ) বা পানি আক্রান্ত (যাজঃ) চন্দ্রযান (যাজঃ) আর উদ্ভিদ ~~কাজ~~ বাড়া প্রয়োজন (যাজঃ) তৈরি চন্দ্রযান আদি অনুযায়ী আলো কৃত্রিম হয়ে জল পাম্প। অত্যন্ত হাইড্রোপনিক্স জলজপদ্ধতিতে কারণগুলি তালিকা

কিছু দুর্বিষহ (হাজং বচনীয় বিষয় বড়া-
নীলা পাটিমুক্ত ঝাড়া পাতনি আবং
বমনীর প্রিয় ভোয় পাব, ধট পাব নতুন
বাক্ ডাবার খইয়া পাছি দিয়া লেমারি
ফান) সেইদাবে ছুলির ধুনো তেনেই
মুরীয়া (হাজং হাজংরাও ভোপা কিন্তু বাজার
আগুনি বা গায়ো ভোপা পক্ষর অক্ষর
আজ পাওয় কোনো প্রকীয়তাই নাই।
উত্তরের গাত আর্দ্রমুরীয়া ছুরিয়া হাজং:
নিঃতি) র দৈতে তিতিত প্রজোয়না
মূলাম গলিবস্ত্র হাজং: বামপোহ) তই
দু আজর বাহিরে পুরুষ গা তেনেই উদং।
অবশ্যে হাজং জমায় তিন ধর্ম আর
লিখিত সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যে দুটা
সংগঠন জন্ম হয়। এই সংগঠন আর
গাইগুটিয়া উদ্যোগত ইতিমধ্যে প্রকাশিত হে
অথা কেইখন মান হাজং আলোচনী
হল: জোছনা (১৯৮০) দ'হার (১৯৯২)
হলক (১৯৯৩) জিউরা (১৯৯৫),

মেজনিনী (১৯৯৭), বাঘ (১৯৯৭), যজ (১৯৯৯)। এই আলোচনী কেই, খনত দ'ৰাব আৰু জোঁকনিনী গোৱালন পাধা জিলাৰ লখা আৰু কাৰীবোৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰ জিলাৰ লখা প্ৰকাশিত। ইতিমধ্যে হাজং ভাষাৰ ব্যাকৰণ আংকলন দুটিগল্প পুথিও প্ৰকাশিত হৈছে। হাজং অকলৰ বাজিক অসাজিক আংগাইন, আঞ্চলিক কৃষি-আংকৃতিক আংঘ আদি আংগাইন অধ্যয়ন হাজং ভাষাৰ কৃষ্টিৰ। বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে। পাছে জনগোষ্ঠীৰ আজও শিল্প সাহিত্য নুবুজা লোক অংখ্যা আশানুৰূপ নোহোৱা হাজং ভাষা কৃষ্টি - আংকৃতিৰ বিকাশৰ গতিও খীপ্ৰতৰ হব পৰা নাই। উজনে জনগোষ্ঠীয় জনপ্ৰিয় লোক পণ্ডিতে বলাত কিতবত লগ টনা - টনি (হাজং)

: লোহা টানা / কার্য কারণ লাভ জড়িত নাগ নৃত্য - গীতের উপস্থাপন মান কবিতনাথীয়া জীবন আর্থ বিনিময় গড়নাত বৃষিজীবি উত্তম জন রোপীয়ে হার কটা কাটি আটি লোকনাত অন্তর্ভুক্ত হবলগীয়া বাইটীয়া লগর জোট-পোট আর নারী - পুরুষর দৈহিক প্রতেহাত তাক হেলাবই ওপরাই দিব পরার অঙ্গভঙ্গি উপলব্ধি করি মুখে মুখে কথাত পাত কোরাত ধরাত হর্ষ উল্লাস বশবর্তী হৈ যি নৃত্য - গীতর সৃষ্টি হৈলাকে তাতে এই বিষয়র শ্রমজীবী অনুষ্ঠান জন্ম হোরা বুলি ভাবিবর যথেষ্ট অবকাশ আছে। হাল জাব (ধুমধাম) না বাহ বোকায় (আড়ম্বর) জাল লোকায় (টিকর) আর হাজ; জাখা মারা (জাকি হোরা) করা লগা (ভুই লোরা) আদি এনে বিষয়র শ্রমজীবী অনুষ্ঠান বৃত্তপতির যাল পরা লোরা - টানা বা' টানা বিষয়ে অনুষ্ঠান হরি একগরী (শ্রমর গন্ধ আছে) কিন্তু পরিবেশন করা আর

উদ্দেশ্যের যান পরা ই দুটি তিনধুয়ী অনুষ্ঠানকে বর্ণাঢ্যতন ঘটিয়ে।
হাজং সমাজে 'বাড়ি গাদা' অর্থাৎ বাড়ি বিহ হৈসে বজিতা যোয়াকি ঘরে ঘরে আশীর্বাদ মূলক গীত গাই বীন-চাউল সংগ্রহ করি চৈত্র যেলা উৎসবের আয়োজন করে। হাজং সমাজে পরম্পরাগত ভাবে পালন করি আসা এই চৈত্র যেলা উৎসবের অধিকাংশ লোকেরা জানা' বুলি এবিধি বিহুর লৈয়াঁয়াকি নৃত্য-গীত গায়। (যথা) তাহানির দিনত লৈয়াই যোয়ানী ডাঙ লৈ নাচিছিল গাইছিল। সেয়ে হ'বলা লগত দুজন দুজন কৈয়া বসায় কিন্তু বেছিকে ভাগ আয়োজা করিলে ই দিহিগত হয়। সেয়ে হ'বলা তেবাৰ গাভুরুর প্রেম-প্রীতি ভালপোয়া গুণের ওপরত ভিত্তি করি এহ নৃত্য গীত নাম রখা হৈছে। লৈয়া ভাগ। লৈয়াভিনা এবিধি প্রাচীন নৃত্য। বাদ্যযন্ত্র লোন লগ উপস্থাপন নকরাকৈ জাতীয় বাদ্য বজাই জাতীয় সাজ-পাৰুৰে সুসজ্জিতা

ইহ হাজং ভেকা- গাভরয়ে নিদিষ্ট পর্যায়ও
আজোদি প্রথমে অবশ্যই বন্দনা, তার পিছত
দুটি দুটিকে বচা গিনিয়ারীয়া দলবীয়া ধীমী
গীতল বানি বমাই রূপ পালুল পদ পেলাই
পরিক্ষকক অজনি অন্বেষীনেরে ডাকিযি. যাতে
হাতে প্রথমে যন্ত্রকি বজনা হৈল বেক্তিয়ারা
প্রথম হাত কঁকাঁন হৈব আরু আনন্যান
হাতেরে আঙুলি চোরাই আরু বেক্তিয়ারা
ইজনে আনজঙ্গলক বন্দালেরে বৈরা-বৈরি
করি হুতারায় বা যুরীয়া ভাবে অগা পিছা
করি আরু বেক্তিয়া বা দুগোজন লোলোবাটে
ভেকায় বিশেষ প্রজনী গাভেরে হাত ডাঙি
বৈরে করি চাপালি পারা হৈ নৃত্যানুষানক
যন্ত্রনিকা পেলায়। পদচালনা আরু
হাতর অংগী - ভংগীর লোক নৃত্যর প্রকৃতারে
সুরি উঠি। এয়া নকলেই হব যেন
দর্শকনি উদ্বার আরতে এনে বিলনর
ভেকা- গাভরয় হাজতে সীমাবদ্ধ অনুষ্ঠান
নিশ্চয় এক বিলনর হিয়া বাদ্যনি
অনুষ্ঠানেই আদিল। নেরা হোনা গীতর

আজতো তেনে ইংগিত পোয়া যায় | তলত
ইয়াকিমান লেৰা টনা দিয়া হল —

বন্দনা : প্রথমে বন্দনা করি
জন্ম আগো অৱশ্যই
ঈশ্বৰ অলে লেৰা ~~কৰিল~~ টনা হাঁনি
(কি ৰামই ৰাম ... অজনি)

গাভৰু : লিংলিং গাভৰু
মোক ৰাখা নাগিছে
দাদা মোক পাৰি দিয়া যাও
(কি ৰামই ৰাম .... অজনি)

ডেকা : ৰিৰি ৰাগো জলা নাই
হাজো যাগো লেৰা নাই
লেৰা জাৱ পাৰিবা নাপাম
(কি ৰামই ৰাম .... অজনি)

অৰ্থ লাৰ্থ : পিৰীত লগৰ লিচিনা যেতে-তেতে
মোৰিয়াই ৰীৰে তাৰ সিমানে ৰৈৰিয়াই

কিম্বা যায় মিলানেই দোল আয়। ঢেকো
গাউনের বুরুত বাই লোগা মানত মৌলাহ
পাবনি হলে মনসাল জেনারী বৌলে ডিকুনাই
লেয়া টেনা বৌখিয়া জাগীয় গীত আরিডেমি
অমুগ। ইমাম বাতে উত্তর আর্যদন হলে
হল লেয়া টেনা অনুষ্ঠান।

রাজঃ জাথা আবা গীত
তরাতারি বাড়ৈ আনি
লাজে লাওক ভাগরা।
কাজুয়া আআং বিমিজাত
খাব পাম অমরা।
হল ব'য়া শেষ হলে।
ইকিয়া দিলে জানা
আয়ু ও বুইনি ডিনা
লয়া লগা এনা

রাজঃ অকলোব অমমীয়া জ - জনপদের
বীন ডাউনব পরাই শেষ্ক করা হয়।
লোক আহিত্য অমর মুখনি আহিত্য।
অমমীয়া জন্ম জা জন পানব আনোবাম

উল্লেখ আছে ইসলাম ভিতর চিড়া মুড়ি অরিয় লাড়ু, আইয় আইয় লাড়ু বর মোয়া লাড়ু (বরগীত আছে, যেমে জামুরিকা আম মোয়া লাড়ু) মোদক (নরমী মোদক ঘৃত তিল জাবে জাবে) আনহে, যোৎকরাহে ভজা ভজা, পিঠাপুতি, কোমল চাউল আরু পিঠাই প্রধান। বরগীত মিঠাহে উল্লেখ আছে যে — "এক যোয়ারিনী মাগিয়া হামারু, দেলহে বুলি মিঠাই।" বিচিত্র স্বাদ আরু বিভিন্ন আঁচর পিঠার ভিতর তিল দিয়া বা জকাই পিঠা, ঘেনী পিঠা, পনী পিঠ, মুতলী পিঠা, নাড়ু পিঠা, উরহীয়া পিঠা, জকাই পিঠ, নাড়িন পিঠা, চুঙা পিঠা,) এই নামবোরত পিঠা গড়ার ইঙ্গিত আছে। কল, কঠাল, আম, লাউ, কুহিয়রর রস মিলাই অথবা শুদ্ধ দি পিঠা ভজা পোলা হয়। গাখীর তপতই ধন কছি খীর আরু খরীর

লাড়ু করা হয়। যবীয় লাড়ু আজি দিবো
উচনি দৈ মাখি। গাখীবত চাউল ভিজাই
কলা লাহ পাচুক পাকঘাম বুলি নিবেডিত।
আ-অথাম আৰু অম্লহীন ভোজনত অবমন
উৎকৃষ্ট জল পান। প্রাথীব-বেদিন লগত
কৃষ্ণৰ জাইফল আদি গন্ধদ্রব্য পথমতে
দিয়া হয় বিশেষকৈ কোমল চাউল
বা বোকা আৰু পিঠা সুড়ি ৰ লগত। গাখীব
পিঠা সুড়ি আহীয়া কলেৰে কৰা লুখবি
কোহুৱাৰ উৎকৃষ্ট খাদ্য। যি, কোমল বা
বোকা চাউল পাখিবৰ্তে যি কল আৰৈ
চাউল খিলাই গোপালভোগ কাহিও
আগবঢ়োৱা হয়।

হাজং সকলের আদি-পারাত আ-অলংকার :—

হাজং ভাষায় অঞ্চলভেদে নাম আমতি চাঁদ। আদিবাসীর নিজস্ব ভিন্ন হাজং সকলে মদ খায়। প্রত্যেকদিন নতুন দিনের চাঁদমারে ভাত খেয়ে অনুষ্ঠান দিয়া গাওয়ার মদ খাওয়ার প্রথা আছে। বিন বরবর্তা দিনাথন প্রতিদিন পাইনা খেয়ে ঈশ্বর পাতো জইদিনা যেতিল কাম বন বনা বাদিনা সকলের উপরিও সাধুর দুই প্রজন্ম লোকের আদিজাতি থুকুয়া হয়। পাইলা খেয়া ইশ্বরত বলি বিন ভাগত উপরিও কাছের মাংস আর মদ খেয়া নিয়ম আছে। কাম কথা মানুষ বিলাক (বাদিনা) দুই বেলা চাইতেই জলপান আর মদ খাই নৃত্য গীত করে। কোনো কোনোদের ভাত খেকা নিলিপ আনন্দ করত দেখা যায়। প্রত্যেক খেকা নিলিপ আনন্দ করা দেখা যায়। প্রত্যেক খেকা নিলিপ নৃত্যটি প্রতীকী বুনি অনুমা হয়। বিন কাটে অসময়ে বিন্ন ডুবা আর কাটি খেয়া অনুষ্ঠান পাতে।

বাড়ি মাইক দেয়া দিয়া গাঁয়ের ভেকাবিলাকে
আনিয়া বাঁধের যখিনলে ঢাল ঢাকর্ডিকা
দৌড়ানীয়া হোয়া বাদ্যি হেই বোর জনাই
ঢাই হেয়াদে। প্রথমে ঢাকের হোনত এই
জবা বেল দুর্বাই দিয়ে ফোতানত পথাই
ঢাসের বিচুড়ুয়ার দুকনি পথালত ঢাদি
সুতি হোয়া হয়। এই হোয়া বোবকঅমাল
বোলে। ঢাসালাবোস হাতত দিল তাবোন
আহে কাঁড় যায়। ঢাস ঢাত হোয়া যায়
বুলি হয় নিয়ম আছে। এনেবিলনয়াকে
বিলাক আঁজি যায় বুলি বিধা হয়।'
হাজং সমলর ঢাজত অপদেব - দেবীক পূজা
পাগল কলাবো বড়ুয়া আছে। এনেবিলাক
~~মহিলাক~~ লৈয়া দোয়ানীয়ে যেতিয়া বাদ্য
থাকে তেতিয়া এযোর ঢাইকী যাগ
কুকুর দি গাঁসা দেওক পূজা কৰা নিয়ম
হয়। অতি পাত জ্বর হলে হনুমান
দেওক কুকলা জোর দি পূজা কলা
নিয়ম। আইবো বলবুন আজার হলে -

হুচুমা বা এক দেবতার পূজা করা হয়। নেং
যুন দি জন দেবতার পূজা করা পরম্পরাও
হাজং সকলের মাজত পরিলক্ষিত হয়।

আন আন জন জাতি:

উদাহরণ স্বরূপ আৰু আন জনজাতি যেনে-
খাচী, জয়ন্তীয়া, গাৰো, নগা, আদি বিভিন্ন ৰূ-গোষ্ঠীৰ
মাজতো বাচিক কলাৰ প্রচলন লক্ষ্য কৰা যায়।
তেওঁলোকৰ ধর্মীয় সমাজৰ বিশেষকৈ মেইতেই
জাতিৰ উৎসৱ অনুষ্ঠান, পূজা - উপাসনা, পৱা,
উপাসনা জীৱনবৃত্তৰ লগত জড়িত কৃত্যৰ
গীত-পদ আদিও আছিল যুগি ক'ব পাৰি।
সেইদৰে প্রেম-প্রনয় গীতো আছে লগা
হোয়ালী ধৰণে জড়িত গীত কাহিনী গীত
আদিও পৰম্পৰাগত পোৱা যায়। পৰম্পৰাগত
বাচিক পুৰাণ কথা, জন শ্রুতিগ কথা আৰু
আধুনিকথাতো মেইতেই সকল হৰণী। যাহী
জয়ন্তীয়া সকলৰ, নুগাই সকল ত্রিপুৰী সকলৰ
সমাজত বিভিন্ন শ্রেণীৰ লোক গীত
পোৱা যায়। এই জন গোষ্ঠী সকলো
পৰম্পৰাগত লোকৰ থাকে হৰণী।

ধর্ম-বিশ্বাস ঃ- ধর্ম অনুযায়ী রাজং সকলো দুই ভাগ বিভক্ত। অঁউলোকৰ কিছুমান শাক্ত আৰু কিছুমান বৈষ্ণৱ ধর্মৰ বিষয়ত বিশ্বাসী। আদিতে রাজং সকল শাক্ত ধর্মী সকলো দেবী পূজা চৈতন্যদেৱৰ আগমনৰ পাছৰ পৰা লোকে বৈষ্ণৱ ধর্ম গ্ৰহণ কৰে। শাক্ত ধর্মী সকলে দেবী পূজা কৰাৰ লগতে বলি-বিধানো দিয়ে। বৈষ্ণৱ সকলে জীউত ইনমীৰ ঢালা পৰিহাৰ কৰাৰ লগতে ~~বলি-বিধানো দিয়া~~ টিকনি ৰাখে আৰু কপালত চন্দন ফোঁটা লয়। বৈষ্ণৱ সকলৰ আজৰি দি সকলে পূজা বা যজনৰ অধিকাৰ পাইছে তেওঁলোক অধিকাৰ বোলে। শাক্ত ধর্মী ৰাজং সকলে দেবী পূজা কৰাৰে উপৰিও নানান ভূত-প্ৰেত আৰু আপদেৱতাৰো বিশ্বাস কৰে। বিশ্বাস অনুযায়ী এই বোৰ পূজা প্ৰচলনো আছে।

খোৱা-লোৱা ঃ- কৃষিজীৱী হোৱা কাৰণে ভাতেই ৰাজং সকলৰ প্ৰধান খাদ্য। দৈ, চিৰা, পিঠা, আদি লঘু আহাৰৰ প্ৰচলনো লোহোৰা হয়।

বাগীয়ান বন্ধুর ভিতরও তাদের প্রচলন আছে। কাদক এগুঁলোকে 'বাচা' বোলে। গাইবি আর কুকুরর মাংহ এগুঁলোকর প্রিয়। কখা- যেদি পরিমানে মাছ-কাছু আদিও এগুঁলোক খায়। মুখশুদ্ধির বারে তামোল পান, বিড়ি, চিগারেট, চাবী, বিপাত আদি খোয়া প্রথাও হাজং সকলর মাজত আছে। 'বুয়নি ভাত' নামর আন এবিধ খাদ্য হাজং সকলর অতি প্রিয়।

আজ-পাত আরু অলংকার ঃ হাজং মুহিনহ আরু তিলোতা উয়ালে মুকীয়া মুকীয়া আজ-পাত আছে। বাগবিলাকে আথীকালত তামরা আরু গেজী বাউহাত করে। বঁকালত পিন্ধা গামোখনেরে ঢোপা আরে। ইয়াক 'লেংটি' বোলে। তিলোতা বিলাকে ককালত উক্ত পাতীন পরিধান করা নিয়ম। পাতনিক হাজং সকলে 'পাটিন' বোলে। বহা পাতিন বা বহা পাটিন এগুলোকর বর প্রিয়। এগুঁলোকে ব্লাউজ পরিধান নকরে। (আজিকালির ছোরানী বিলাকে অয়স্য ব্যবহার কবিবলৈ লৈছে) ব্লাউজর অলপ বুকু হলেই ঢকাকে বাদ্যত বহুত অন্য এখন কাপোরো

গাত মেহিয়াই লোগ্না দেখা যায়। ইস্লাক 'কোমাব বন্না'- বোলে।

উৎসব পার্বন ঃ বাহুল্য বিভিন্ন সময়ে উদ্‌যাপন করা বাঞ্ছনীয় উৎসব পার্বন হাজং সংস্কৃতি অন্যতম অংগ। প্রধানতঃ কৃষি জীবী লোক বাবেই হাজং অকলবো বেশিভাগ উৎসবেই কৃষি কেন্দ্রিক। অবশ্য ভক্তিপ্রধান দেব-দেবীর পুজা বিষয়ক উৎসবো লেখায় নহয়। উৎসব অনুষ্ঠান সমূহ ভিতর বাশ পুজা, কাতিপুজা, গ্রা বাস্তু পুজা, পাবনী পুজা যাত্রা পুজা ইই মাগা চলেমাগা শুখুরো মাগা তাস কার্নিদি পুজাই উল্লেখযোগ্য।

আনহাতে,

বাঁশপুজা ঃ বঁহাগাঞ্চ বিহুর সময়ত হাজংমানে বয় উনহ-মানহেরে বাঁশপুজা উদ্‌যাপন করে। দিবউল দেউলি আরু কামরূপ ভর্তেনি লগত এই বাঁশ পুজা দিন নক্ষত্র করা যায়। বাঁশপুজা উপলক্ষে দুজন বাঁহুয়া এজন করা আরু আনজন পার্বতীর প্রতীক। এই বাহুঁ পোগ ঘাহতে আন এজন জেকনি থকা বাহুয়া পুরনা জাকে, যেলি নাউন আদি আরি দিয়া নিয়ম বাঁশ পুজা

তিনদিন বীধি অনুষ্ঠিত হয়। যেমন- অধ্যয় যোগ্য
গায়ন বেজা লাঁধা যোয়ালী ঘরে ঘরে ভেক্তার
লোকেরা বাঁই নাচবার মুখে। বাহ পূজা নাচবার
বা গীদাল আসে পালিও থাকে। গীত পালিগানগুলো
লগ-লাগিয়া ভালেস, শিব পার্বতী ইন্দ্র-সূর্য্য অবধরি
আদি দেব দেবীর বন্দনা গীত গায়। যেমন একটি গীত
প্রবেশলব — গুরু পাও গুরু
দীক্ষা গুরু পাও।
যেই গুরু শিখাইছে মোরে
তাইনে আমো বাও

বাড়িপূজা ঃ বাড়ি পূজা উপাজ্য বাড়ি দেবতা বৈদিক নহয়।
ই লৌকিকাচে। বাড়ি পূজা বারে আদি মূর্তি মাটিপত
স্থাপন করা হয় দাপ পত্র চাষিঘানে চাষিডাল
কল পুনি পুড়ি গত একাথিকে কল বান্ধি
দিয়া হয়। দিবত উপবাস থাকি পুন রাত
আগা তিলোজ সকলে মন্দিরে প্রসাদ সাথে
বাঁশকাড় একোযন নৈল পূজা মণ্ডপত উপস্থিত
হয় এই পূজাত বাড়ি দেবতাক নৈল বন্দনা
গীতো গোরা হয়।

বাস্তুপূজা ঃ বরাগ আরো বস্তু দেবতার উদ্দেশ্য
করা পূজাই বাস্তু পূজা। পূজার বারে আধীবনে

সাঁই গাঁইর নিলয়ে সাহেব তলত দেবুগত থান আজোরা হয়। এই থানত বহুত নামত সাঞ্জ বামাপথা, লক্ষ্মী, পাবনী ষোড়শী বাবে দেউঁ আন্দা হলা, দধদধী, বাদাবী মাংখাণ্ডী আদি দেউ দেবী অফলাবো বেদীত উপথত যেবেবে অত অত কৈ উপবিত পজাত সজা হয়। আবীলনত আগ গাথীত, কন, চউনি, ফুল আদি পূজা কথাত উপবিত আন আন দেউ দেবীক কাঢ়ি, গাহবি, পঁথা, জাড়নী, আদিবে পূজা কথা বিবয়ে।

পাবানী পূজা :- বাস্তব পূজাত লগত পাবানী পূজা হয় যদিত অক্ষীয়াকৈও পাবানী পূজা পগ নিয়ম আছে। পাবানী হল আন্ত দেবগত। পাবানী পূজাত বাবে প্রধানত: পিঠাত প্রয়োজন পূজাত দিনা চউনিত ফুবিয়ে অজা পিঠা পানী তবা লেপত মিজোকা হয়। তাত পিছত ধপধুপ ধাদ লৈ আঁচায়ে দউবি'ত ধলা উপছিত হয়।

যাত্রা পূজা আত দুই গাধা :- আৰি বীমা দুগা পূজা বিজয় দশমীত দিনা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আবীলনত ধাতত প্রচুকত নাইবা অকা ধতত ডিতবলে ঢাকি- বাকিবে অঙ্কীয়াকি আন অজাই যাত্রা পূজা পগ হয়। পূজাত পিছত ধল দুবাত লগাত যায়, আহ হযোতত মুজনি নাউল আদিত মেন্দুবত কৌ দিয়া হয়

কানিদেও পূজা ঃ শাক্ত বাঙালী হাজং সমাজে কথা পদ্মা বা মনসার পূজাকে কানিদেও পূজা বোলে। কানিদেও পূজাত পদ্মার উপরিও চণ্ডীরো পূজা করা হয়। কানীদেও পূজা উপলক্ষে ঘর ঘাজা হয়। সূর্য্য চন্দ্র, সূর্য্য নেগাই লক্ষ্মীকরে আদিয়ে ঘরি আকা হয়। পূজাত গীন পুরে মন্ত্র উচ্চারণ করে আর সহস্তেই বাঁওহাতেরে পদ্মার পূজা করে। পূজাত পঠা ছাগলী, কনী, মাকুয় মাছ আদি বলি দিয়া হয়। পূজার লগে লগে গীত পুরে পালি একলাল সময়ত পদ্মা আয় যেউনা লক্ষ্মীকরে বিষয়ক গীত গাদ গায়। ইয়াক ডাঁক পুরা গান বোলে। গীতর অংশবিশেষ এনে বিধনর —

কি জানা নাচে সুন্দরে বসনা
জইয়া যেউনা অয় অযাচে
নানান রঙিক, চমক দেখায় যেউনা
টান ইলিয়া যায়।
বুনযা থাকি মায়াদেয় আই দেখিবারে পায়।

চরমাগ বা চরোখেল ঃ কালী পূজা দুই তিনদিন আগরে পরা চরমাগা উৎসর অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসর প্রায় একসপ্তাহ বা আঠ দিন ধরি চলে।

২প্রকার বোজনা : ভাষার ক্ষেত্রে বোজনার গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ। রাজ ভাষায় প্রকার বোজনাগুলো যেমন তেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করি রাখিয়াছে। কম কথায় আজেসে ভুল বা বাক্যাংশ লাগে এই রোধ রাজ ভাষাকে প্রাণময়ী করি রাখিয়াছে। অপ্রয়োজনীয় অর্থ বা অপ্রয়োজনীয় বোজনা উল্লেখ করি কেইটা স্থান নমুনা দাড়ি দীয়া হল

রাজ বোজনা	অপ্রয়োজনীয় অর্থ
① আই ধরে যায় যা বাইধরে যায় যায় — দুই হাত নাড়ে তালে যায়।	যেতেই যাওক কর্ম করি আলে ধরে।
② নানিপাত যাবানি ধনকে যায় — ধনকে নাযায় বিয়নী।	দেখিলোই লোয়ে।
③ নির্ঘোলো বীজুমধুপবন — যদুসহ।	আপোন হাত জগন্নাথ পরে আর বন যায়।
④ বাযাচুল বলে আশ্বনায় — কাসনি বলে কাশবায়।	দুর্বিল পাথার ঝুরুনি।
⑤ ভানা ভানা যায় নাবা — জবম যায়।	অধিক মাতৃত্ব তড়নী কন্যা।
⑥ নমধা আরি পালে — জেড (বিনাই) ০ রাজো।	হলা চাদুল বাড়ি ঝুলাল আনি।

জহুরা বাচঃ প্রতিটি ভাষাতে বহু ভাষাই এক স্বকীয় আছে। সেই ভাষার জহুরা বাচ বা বচন ভঙ্গীর এক বিশেষত্ব আছে। কেউ কিছু জানতে চাইলে তিনি বলা হয়। তাতে তিনি দান বাক্যের দাড়িয়ে বলে —

আলে লে যাবা (অথলে যোক্তা): মধু-বাদর আয়না ছুধনি ধরনা ভানা ভানা আগ্রোমুগো আনেকান্ত থানে।) (মধু বাদরের অসার বীনগত ধরন ভান ভান ঝুবধু বা অথলে গল।)

ইকাবা দাবা (বহু সময় প্রতাইতে থিজাপি থকা): মীনদী চত্তে। (আনুহজন এনেকি থিজাপি বহি আছুরে তালপাখা লাবত্তে নকলে।)

পাত্তচত্ত (ইধরে ঝিধরে ঝুলা): তিমাদ হাপান প্রেমদাবানদাও ধরনি নাথকে থানি পাত্তাটি বোলয়। (জোরানী জনী এথকোকো ধরত নাথাকে অবলা ইধরে ঝিধরে ঝুলি থাকে)

ভাল্লসমূহ ঃ- রাজ; ভাষা প্রাক-সংকট
সুগত অমমীমা। তিনি ভাষাবী কবিত
কাব্যের ভাষার ইসে বহুক্ষেত্রে সাদৃশ্য
রূপায়ণ বুনি উল্লেখ করিছে। ভিন্নধর্মীয়
বলে ভাষাগোষ্ঠী রাজ; ভাষাই ইয়ার আদি
ঐতিহ্যের রূপ অতিক্রম করি প্রাচীন কামরূপী
উপভাষা সৃষ্টি করিলে ইসে নিলন
ধরণেই ভাষাই ইয়ার বিবর্তন কৈলেযে
বর্তমান বিশিষ্ট রাজ; ভাষার সৃষ্টি করিলে
ই ভাষাতত্ত্বিক দিশেরে চিন্তা-গর্ব আরু গভীর
অধ্যয়ন প্রয়োজন। সম্প্রতিক কালে রাজ;
ভাষাত বাংলা ভাষাত প্রভাব বাকরনিক
দিথরি তেওঁ লোকক ভাষা সম্পর্ক এক
বিশ্লেষনত্মক অধ্যয়নের ভুয়াদিলী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রবেসনা করি ঙ কাজা চক্রবর্তীয়ে এই ভাষ
সম্পর্ক মন্তব্য করেযে রাজ; সকল বর্তমান
ভাষাক যাংলা অসমীয়া মিশ্রিত বুলি
কলা মন্তব্য সঠিক নহয়।

দুটি গল্প সমূহ :- হাজং সকলের বহু বিবরণ দুটি গল্প বিগত আছিল। আর দুটি গল্প যোষ সুকীয়া সুকীয়া আছিল। আর হাজং সকলর ক্রমান্বয়ে বিলাক বহু ভাল আছিল।

হাজং সকলে বাঘ ডাক্কা অর্থাৎ বাঘ বিষ্ণু জিতে বজিত যোগুকে ধরে ধরে ~~আর্থি~~ আশীর্বাদ সূচক গীত গাই বীর হাউন সংগ্রহ করি ঢৈ আগা বা ঢৈ যেনা উৎসব আয়োজন করে। হাজং সকলে পরম্পরা চলি ভাবে পালন করি আয় এই ঢৈ যেনা উৎসব সমস্যর অনুষ্ঠিত করা হয়।

আর হাজং সকলে এই চমু আলোচনে ক'ব পারিলে হাজং জনগোষ্ঠীর কথিত হাজং ভাষার ভাষা ~~বিজ্ঞান~~ বিজ্ঞানর দৃষ্টিরে ভাষীয় অধ্যয়ন আর গবেষনার প্রয়োজন আছে। হাজং সকলর দুটি গল্প সমূহর বিষয়ে আমি যেই যিনি লিখিলো। ইতি।

পাদটীকা :-

① বুঝা যেতে পারে অত্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যীয়া গাম্বোডকালে পানী যেতি ~~অনুবাদকারী~~ নিকট আত্মীয় ভাষা (~~ভাষা~~ বাবাবা; = আমোতা অকল) আর দুর আত্মীয় হাজং (আজং; = পাশি পোক পরবর্তী কালত অর্থাৎ ৫শি অন্য গাম্বোকেহে বুজোয়া হ'ল) অকলয় কৃষি কর্মত নিযুক্ত কবিছিল বা আছে পরা পানী যেতি শিকিছিল বুলি জনশ্রুতি

② হাজং অকল বাংলা অসমীয়া আরু মিশ্রিত হাজং (Haj (Haijong) উপভাষা বাক বিনিময় করে। বাবাংলাদেশর পূর্ব জোয়াল পাবা অসমীয়া (ড° বীরেন্দ্র নাথ দত্ত, ২০১৩) আরু হাজংর পশ্চিমীয়া কগল (western Bangla) অন্তর্গত মৈমনসিংহ অঞ্চল বাংলা (ড° সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ২০২৬ বঙ্গাব্দ দ্রষ্টব্য)

③ ব্রজেন্দ্র কুমার দাস হাজং : হাজং জনজাতির লোক ইংরেজ ভক্ত অসমীয় এপ্রিল ১৯৯৫

আসমনি ঃ- হাজং সকলর অতীতর পরা বাস
বাহি থকা জনজাতিহাঁহতে ভিতৰত হাজং
সকলো অন্যতম ডাঙো পাহাৰ অঞ্চলেই
হাজং সকল বাসস্থান। এই হাজংসকলে
অসমত যোগুলপাৰা কামৰূপ আৰু
দৰং জিলালে যিমুপি পাৰে।
হাজং নিজে যোৱা মতে হাজং নামটো গাৰো
শব্দৰ সকলে দিছে। আৰু আৰো এষাত
'হা' মানে মাটি আৰু 'জং' মানে পোক
হাজং সকলে অন্য এক জনশ্রুতি মতে হাজং
সকল ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। জমদগ্নিৰ পুত্রে
পৰশুৰামে সমস্ত পৃথিবী পৰিভ্রমন কৰি
ক্ষত্রিয় নিধন কৰা কথা বাতৰীৰে জুৰুলো
নিধন হয়। আৰু হাজং সকল নানা বিপদত
জন জাতি হে অন্তর্ভূক্ত আৰু ইয়াৰ বহু
বিপদৰে ভোগা আছিল। আৰু হাজং
সকল ৰ মৃত্যুৰ পিছত দেহ পোৱা নিয়ম।
এই যিনি বিষয়ে ~~ডাঙৰ~~ হাজং সকলৰ
বিষয়ে লিখিলো ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জী :

অসমৰ জনজাতীয় সংস্কৃতি
লেখক : ড° জয়ন্ত বাডো হাকাচাম

লোক সংস্কৃতি
লেখক : ড° নবীন চন্দ্র শর্মা

অসমৰ লোক সংস্কৃতি
লেখক : ড° বিবিধি ৰুমাৰ বৰুৱা

অসমৰ সংস্কৃতি অন্বীক্ষা
লেখক : ড° নবীন চন্দ্র শর্মা আৰু
ড° বানক চন্দ্র চহকী ।

অসমীয়া আৰু অসমৰ ভাষা
সম্পাদক : ড° বিশ্বজিৎ দাস আৰু
ড° যুকত চন্দ্র বন্ধুগাৰী ।

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্ৰকল্প পত্ৰ

বিষয় ঃ- অসমীয়া সমাজত নামঘৰৰ ভূমিকা।

দাখিলকৰ্তা,

নাম	ঃ কৰিনা বসুমাতাৰী
শ্ৰেণী	ঃ স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক
ৰোল নং	ঃ UA-201-101-0055
পঞ্জীয়ন নং	ঃ 20023047
শ্ৰেণী ৰোল নং	ঃ 349
কাকত	ঃ (ASM-HE-6056)
তাৰিখ	ঃ 15-05-2023

Scanned with OKEN Scanner

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Axomiya xmajot namgharar bhumika"** submitted by KARINA BASUMUTARY. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

Scanned with OKEN Scanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ

এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোক সকলো ধৰণেৰে সহায় তথা দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা শ্ৰদ্ধাৰ ড° অনুপমা ৰাভা বাইদেউৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ । প্ৰকল্পটোৰ লগত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ । তেখেত সকলৰ সহায় সহযোগিতা অবিহনে মোৰ এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিলে হেঁতেন ।

ধন্যবাদেৰে

কবিনা বসুমতাৰী

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	অবতরণিকা ১.১. বিষয়র পরিচয় ১.২. প্রাক্ কল্পনা ১.৩. অধ্যয়নর লক্ষ্য আরু উদ্দেশ্য ১.৪. অধ্যয়নর পদ্ধতি ১.৫. অধ্যয়নর পরিসর	১-৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	মূল বিষয়র আলোচনা ২.১. নামঘরর উৎপত্তি ২.২. নামঘরর গঠন প্রণালী ২.৩. নামঘরর বিভিন্ন কার্যাবলী ২.৪. নামঘরর প্রকার ২.৫. অসমত বর্তমান অঞ্চলত নামঘরর স্থিতি আরু জনপ্রিয়তা	১০-৫১
তৃতীয় অধ্যায়	৩.১. আত্মবণি ৩.২. পাদটীকা ৩.৩. সহায়ক গ্রন্থ পঞ্জী	৫২-৫৪

• প্রথম অধ্যায় :

১.১. বিষয়ের পরিচয় :—

নামঘর অসমীয়া লোকসকলর নাম-কীর্তন করা উপাসনা ঘর বা প্রার্থনা গৃহ। শ্রীমন্ত শংকরদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারর অর্থে প্রথম বারর কাষরে নামঘরর প্রতিষ্ঠা করে। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে প্রবর্তন করা নব-বৈষ্ণব ধর্মর ধর্মীয় অনুষ্ঠান দুটির এটি হৈছে নামঘর আৰু আনটি হৈছে সত্র। নামঘর শঙ্করদেবর ধর্ম প্রচারর কেন্দ্রস্থল। শ্রীমন্ত শংকরদেবেই প্রথমে নগাঁওর বরদোৱা (বটদৱা) ত নামঘর প্রতিষ্ঠা করিছিল। ক্রমে অসমর অন্যান্য অঞ্চলতো ভেমেতর অন্তর্ভুক্তিৰে নামঘর গঢ় লৈ উঠে।

১.২. প্রারম্ভ কল্পনা :—

(১) বৈষ্ণব ধর্মের নামগুলি এই প্রবন্ধের বর্ণিত আছে। অজ-অবল বৈষ্ণব ধর্মের পদ্ধতিগুলি ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে অসমের ধর্ম, সংস্কৃতি - সমাজ সাংস্কৃতিক দিকের পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।

(২) নবৈষ্ণব ধর্মীয় আন্দোলন অনা অসমের কথা - সৃষ্টি সংস্কৃতির প্রাণ পুরুষ মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের প্রতিষ্ঠা করা গ্রন্থ আর নামঘর সমূহ এটা মুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে।

(৩) নামঘৰ শব্দটো পঞ্চদশ শতিকাৰ সমাজসংস্কাৰৰ পৰাহে ব্যৱহাৰ কথা হৈ আহিছে। নামঘৰ স্থাপনৰ নিৰিখীয়া সময় সম্পৰ্কে অধিকাংশৰে কোৱা মতে যদিও অষ্টাদশ শতিকাতে নামঘৰৰ পূৰ্ণ বিকাশ আৰু প্ৰসাৰ ঘটিছিল বুলি চৰিত পুথিসমূহে আঁচনৰত কৰা পাৰি।

(৪) অসমীয়া সংস্কৃতি ঐতিহাসিক চৰ্চা আৰু সংস্কৃতিক অঞ্চলসমূহ সংৰক্ষণ কথা মূলকেন্দ্ৰ হৈ পৰা নামঘৰক গৱেষক পণ্ডিত নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাই ভোৱেহে নামঘৰ অসমীয়া সংস্কৃতি যাদুঘৰ বুলি অভিহিত কৰিছে।

১.৩. অধ্যয়নর লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য :-

'নামঘৰ' অসমীয়া সমাজৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ। অসমীয়া সমাজ যতেই থাকে ততেই একোটা নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰি লয়। এই নামঘৰতে অসমীয়া লোক সমাজে পূজা-প্ৰাৰ্থনা সৌট মহি কীৰ্ত্তন, নামঘোষা বা ভাগৱত পাঠ কৰে। নামঘৰতেই বহিবলৈ সৌট মহি ভাওনা অহা হয়।

বৰ্ত্তমান কালত যেনে তেনে যখন তখনত প্ৰয়োজনাৰিহ নামঘৰ দেখা যায়।

নামঘৰৰ সাংস্কৃতিক দিশলৈ এক অভূতপূৰ্ব ৰঙচি আগবঢ়ালে। ভাওনা, ওজাপালিৰ লগতে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ - অন্তৰ্ভুক্ত, নৃত্য, নাট, গীত আদিবোৰ চৰ্চা স্থল হ'ল নামঘৰ।

ভক্তিমূলক আনুষ্ঠানিক নাম - প্রেমাংজ, শাস্ত্র পাঠ, ঈশ্বরীয় আলোচনার স্থল হিসেবে নামঘরে অসমীয়া সমাজমনক আধ্যাত্মিক আরু সাংস্কৃতিক দিশত আগুরাই আনিলে। জাত - পাতর ভেদ - পর নোহোরা করি একলোৱে সমস্বরে নাম - প্রেমাংজ, শাস্ত্র পাঠ, ঈশ্বরীয় আলোচনার স্থল হিসেবে নামঘরে অসমীয়া সমাজমনক আধ্যাত্মিক আরু সাংস্কৃতিক দিশ আগুরাই আনিলে। জাত - পাতর ভেদভেদ নোহোরা করি - একলোৱে সমস্বরে নাম - প্রেমাংজ করার যি সুযোগ নামঘরে সৃষ্টি করিলে সি অসমীয়া সমাজমনক ভেদাভেদে পরিহরি ঐক্যতার এনাজরীয়ে বান্ধি থাকিলে। কোৱেহে নামঘরক অসমীয়া সমাজর ঐক্য আরু সংস্কৃতির প্রতীক।

নাগাল্যান্ডে প্রত্যক্ষ পূজার প্রথা বহুল প্রচলিত। অর্থাৎ বৈষ্ণব শ্রেণী হিন্দুদের দলিত অন্ত্যজ শ্রেণী এবং জনজাতিগুলোর মধ্যে ভক্তিবাদ বা ঔপনিষদিকতা প্রবেশ করে মুক্তি লাভে এবং আত্মাকে মর্যাদা লাভে সহায় করেছে। ফলশ্রুতি অসমের গাঁয়ে-ভূঁয়ে নাগাল্যান্ড প্রতিষ্ঠা হোলেও উপজাতি জনজাতীয় অঞ্চলগুলো ক্রমশ নাগাল্যান্ড প্রতিষ্ঠা হ'বলৈ বাকিলে।

১.৪. অধ্যয়নৰ পদ্ধতি :-

'অসমীয়া' অসমত নাম্ৰঘৰৰ ভূমিকা' অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি বৰ্ণনামূলক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি এই বিষয়টো আলোচনা কৰিছোঁ।

১.৫. অধ্যয়নর পরিসর :—

অধ্যয়নর পরিসরক দুটা ভাগত ভাগ করি আলোচনা করিব পারি —

(১) ক্ষেত্র পরিসর ।

(২) বিষয়র পরিসর ।

(১) ক্ষেত্র পরিসর :—

নামঘর অধ্যয়নর ক্ষেত্রে পরিসর হিচাপে বিশেষকৈ ওজাসর সংস্কৃতি ও ব্যৱস্থাপর হেরা নামঘর আমসীর বিষয়ে অধ্যয়ন করার উপরিও আনুসংগিক তথ্য তারে মই আমুহিক অভিমুক্ত আমরি লেছো । বাহিরর দেশ অমুহুত ব্যৱস্থাপর হেরা নামঘর ভাবমূর্তির কথাও মই ইয়াত খুলমূলকৈ আলোচনা করিছো ।

(২) বিষয়ৰ পৰিচয় :—

মোৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে কেৰল অভিমীয়া অসমত নামঘৰৰ ভূমিকা।

• দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

২.১. নামঘৰৰ উৎপত্তিঃ—

নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মীয় আগৰণ আৰু অসমৰ কলা-কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰাণপুৰুষ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সত্ৰ আৰু নামঘৰসমূহ এটা সুকীয়া বৈশিষ্ট্যে আছে।

পৰৱৰ্তী কালত এই নামঘৰ আৰু সত্ৰসমূহ সামাজিক নীতি-নিয়ম, ৰীতি-নীতি, দৈনন্দিন শুদ্ধ-আত্মিক কৰ্ম পদ্ধতি, আচৰণ শিক্ষা, মনৰ প্ৰেম আৰু ভক্তি ৰসেৰে ভৰপূৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হৈ পৰিছিল।

সত্ৰসমূহৰ দৰে নামঘৰ অসমীয়া জন জীৱনৰ আংকৃতিক অংগ। নামঘৰত ওৰুজনাই সৃষ্টি কৰিছিল অসীয়া সংস্কৃতিৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি সংকীয়া নট। গ্ৰামাঞ্চলত ধৰ্মচৰ্চাৰ উপৰি সাহিত্যৰ বিচাৰ, সংকীয়া ভাওনা আদি—

নামঘৰত নিযুক্তি হয়।

নামঘৰ কেৱল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেই নহয়, সামাজিক, বৌদ্ধিক আলোচনা দিশৰে উত্তৰণ ঘটাই আধ্যাত্মিক চিন্তা-চৰ্চাৰ পীঠ শিকোৱা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ।

গাঁৱে-ভূঞে-নগৰে সিঁচৰিত হৈ থকা নামঘৰবোৰ অসমীয়া বৈষ্ণৱ সমাজৰ ৰাজহুৱা উপাসনাথলী। পবিত্ৰ ভাদ মাহত উজনি-নামনি, ৰঙ্গ অসমৰ অকলোৱা-নামঘৰ বৈষ্ণৱপ্ৰাণ ওজৰ সমাজত আৰু খহিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰে। যোৰহাটৰ 'টেঁকীখোৱা বৰ নামঘৰ', গোলাঘাটৰ 'দঠগেনীয়া বৰ নামঘৰ'ৰ দৰে ওৰণখিটী মথনগৰৰ নামঘৰবোৰো নাম-প্ৰসংগ, ভাগৱত চৰ্চাৰ আধ্যাত্মিক ভাৱত মুখৰ হৈ থাকে।

—

কোচবিহারের মহুপুর গ্রামে, আজুনীর গ্রামের পরা আমন্ত্রণ করি আনা বিশিষ্ট ভকতের মুখীয়া কইর ভাগবত পাঠ আরু আদ্রত ব্যাখ্যা, প্রকৃত বাস তালেরে পরিবেশন করা মহাপুরুষ দুজনার রচনীত আরু কীর্তনর ঘোষা পদর গুরুলা লয়র ঐকনিরে ভাদমহীয়া নামঘরিলে আধ্যাত্মিক বাতরণ আনে। এই বাতা রবণে ভক্তক নিশাকরে; 'নিরঞ্জন' কৃষ্ণযজ্ঞর পরমাননত মজি থাকিবলে উদ্বুদ্ধ করে।

বিভিন্ন গ্রামর পরা ভকতগকলে — ওলমথীনিলে আহি নামবর্ত্ত প্রচার করি আছে। আগত থকা ভকতর দরে নামঘর মীয়াগকলে ওকজনার ওপদকারে শুদ্ধ, অত্ত কর্ম পদ্ধতিরে পুরা-গঁয়নি নাম-

প্রসংগ কবি অংশু, দশা, তাল, কাঁহুর মংগলধ্বনিরে বাইজর মংগলর কারণে ভগবন্তর চরণত প্রার্থনা জনায়।

নাম-ধর্মর দর্শনেরে অনুপ্রাণিত নামঘরীয়াই শাস্ত্রর জ্ঞানেরে, সুস্থ চিন্তা-চর্চারে অসমাজঘনক একতার জোলেরে বান্ধি রাখে।

পঙ্কু দশা আতিকর বর অসময়-উচ্ছৃংখল অসমজত শংকর গুরুজনাই 'একশরণ নামধর্ম' প্রচার করি আত্ম-মৈত্রী, প্রেম-অনুপ্রীতি ভরং শান্তির বাণী বিলাইছিল।

শাহের গোবিন্দ, মিশির পরমানন্দ, জয়ন্তীয়ার মর্মর ওলাতে, আহোমর নরহরি, নগাঁর মহেশ্বর, ডিব্রুর জয়রাম, —

মুহম্মদৰ চাৰি আইক অৱশ্য দি পৰিত-
ত্যেগ্য, ৰবনুইতৰ দুয়ো পাৰৰ জনগোষ্ঠীৰ
মাজত অন্তৰ্গতিক সম্বন্ধ সেতু পাতিছিল।
সমাজৰ পৰিসাঁথনি সুদৃঢ় কৰিবলৈ জাত-
পাত, শ্ৰেণী- বৈষম্য হীন এখন সমাজ
গঠনৰ কাৰণে সংস্কৃত মহাপুৰুষে-
নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল।

একবিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকৰ
সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক অৱলোক
দিলে আজিৰ সমাজ জীৱনত অপৰিহাৰ্যতাৰ
প্ৰাসংগিকতা আছি পাইছে। নামঘৰৰ-
অপৰিহাৰ্য পৰিবেশে মানসিক উৎকৰ্ষ
সাধনত বহুখনি যোগায়। সংসাৰক্লিষ্ট
তাপিতজনক অন্তৰ্মুখী কৰে সমাজক আত্মিক
পথৰ সন্ধান দিয়ে।

কৃষ্ণের নাম-রূপ, গুণ-কীর্তনের আত্মজ্ঞান, পরম সত্যের অনুসন্ধান, মানব প্রেম, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের, স্রষ্টা ও দ্রষ্টার মধ্যে-মনের সংগতি-এই সকলের অনুভবের বৈতন্ত্রে অনুজ্জ্বল শ্রীমন্ত শংকরদেবের নামধর্মের দর্শন। ভাগবতে কৈছে-মহাধর্ম কর্ম যত আছে সংসার, নাম সুমরণে উপজে মনত'।

কলিযুগত নামতকৈ শ্রেষ্ঠ আন প্রকো নাই। প্রবহমান নদীর দরেই নামঘরত ঋষিনাম বরর 'প্রেম অমৃতর নদী' বয়। তেন তিন জাতি-জনজাতির বৃহত্তর সমন্বয়ের শংকর ওরু জনাই অসমীয়া জাতির সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ গাঢ়িছিল।

অন্যান্য কলা - সংস্কৃতি নামগ্রন্থতে খুব ভাই আছে। উক্ত দুজনের ধর্মীয় দর্শন, সৃষ্টিতত্ত্ব, কর্মের প্রতিষ্ঠা, পরলোকতত্ত্ব ইত্যাদিসম্পর্কে নামগ্রন্থে বর্ণন করি আছে।

২.২. নামঘরর গঠন প্রণালী :-

নামঘরর গঠন প্রণালী অতি সৰল। চুপতেহা দুটনীয়া মণিকূট, নামঘরর মূল গৃহ, বাটচৰা আৰু ঘেৰ-ঘন্ধেৰে বেষ্টিত সেই নামঘর। নামঘর সদায় পূৱা-পশ্চিমাকৈ নির্মাণ কৰা হয়। ইয়াৰ পূৱ দিশত নামঘরর প্রৱেশন গৃহ মণিকূট স্থাপন কৰা হয়। মণিকূটৰ ভিতৰত সিংহাসন ওজা প্রতিষ্ঠা কৰা হয়। নামঘরর প্রথমে পুতা খুটাটোক লাইখুটা যোৰা হয়। সিংহাসন প্রতিষ্ঠা কৰাৰ দৰেই নামত সদাচৰী আৰু বৈষ্ণৱে পৰা শৰণ-ভজন গ্রহণ কৰা একান্ত একতৰ হাবাত্তে সেই লাইখুটা স্থাপন কৰা হয়। সিংহাসন প্রতিষ্ঠাপনত দুগল-প্রসঙ্গ, নাম-প্রসঙ্গ অপরিহার্য্য। এই নামঘর নামে পুৱা ঘিকৈ ৯ বজাৰ ভিতৰত প্রসাদ গ্রহণীয়া সদাচৰী একতৰ

দ্বারা প্লেজ ওপস্থলা (প্রসরত পুরাপর-পশ্চিমে) দক্ষত প্রেত লৈ, ওম ঔটিমা, দেই ঔটিমা, তেপৈয়, চপয়, নীলাম্বলা ওপবুক্কীতনুবে অভিষেক প্রতিষ্ঠা করা হয়। লগে লগে দৈপ-দৈণা, ওরা-দওবে অমাপন করি অপরাহ্ন সাজ্জন যিচাবি তোরা হবে। মুখ্যর পণ্ডিত মোন-প্রেতম, নাম-প্রেতমুবে কার্য্য অমাপন করা হয়। প্রেজন আগুক নামাচার্য্যর দ্বারা পুরা-পদ্ধতি দৈয় প্রেতমুবে সুরক্ষা করা হয়। মণিফুটে পূর্বপুরুষ ভগবন্তর নামুয় স্মৃতি তাসরত শস্ত্র বা ওকজনপর দ্বারা রচিত তাসরতর অংশবিশেষ আর ওপমলা পুথিরে যথা নিয়মরে আত বৈকুণ্ঠ অমৃত আত মনপীয় অভিষেকত সুমপন করা হয়। প্রেই-অভিষেক ওম, দেব, নাম তপস্য তরত প্রেই চারি স্মৃতির ওপরত প্রেতষ্ঠিত।

সিংহাসনের উপর পদ্ম থাকে, যাতে জিন-সিংহ অঙ্কিত করা হয়। কারুকার্যটি তথাকথিত পৃথিবী, যাতীত পাপ এবং সিংহের নামের শ্রেণীর উচ্চারণে যেন নাম সিংহই পৃথিবীর ওপরের সকল পাপসমূহ নিঃশেষ করবে বুলি মুদ্রণ বিন্যাসে বাদ্যি ওস্তাদকে ধরে তোষামুকীর্তনের ক্ষতি করে। নামঘর নির্মাণের যাবে প্রথম অনুষ্ঠিত কাঠ-বাঁশের আদির দুই আঁধারপাতের উপলক্ষে আরম্ভী মুহূর্তের করা হৈছিল যদিও বর্তমান ইট-শিল-বালিতেও নির্মাণ করা হয়। গাঁয়ের অকেলো মানুষে যদি পরেশনের নাম-কীর্তন করিব পরীক্ষে-নামঘরের আঁধারপাতে আইল-বহল, ওপর এবং মুকলিতোরে নির্মাণ করা হয়। ইয়ের অনুষ্ঠা আংশত বাটচ'বা নির্মাণ করা হয়।

নামঘর বা কীর্তনঘর :-

নামঘরের মূল গৃহটি যা'ত প্রেমানন্দে নাম কীর্তন করা হয়, তাই চারটোকে নামঘর বা কীর্তন ঘর বোলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বা হরির উপাসনার অর্থে নাম কীর্তন করা হয় আরে - ইয়ার জন্য টোটা নাম হরি মন্দির। নামঘর পুব্র - পশ্চিমাকে লম্বা হয়। ইয়াত আঁধারণাতে তিনি, পাঁচ বা আত - আদি অসমান হোইয়া বা মৌটালি করা হয়। মৌটালি বিনাকের আজত বোলো যেব নাথাকে। নামঘরের অতটা মৌটোনিক অন্তু যেকুন্ঠপুরী। আগতে নামঘর নির্মাণত মনুষালোরে উৎপাদিত যেত, বাঁহ, কাঠ, যেব আদি ব্যবহার করা হৈছিল। আজিকালি অমূল্য ইটা, সিলি, বালি, টিন লোহা, সিমেন্ট আদি ব্যবহার করা হয়।

নাগঘর নির্মাণে ব্যবহৃত হয় এমন নির্মাণ উপাদান হল - কুমার মুটা, পাথি মুটা, বরচ'টি, ফুলচ'টি, দরমা বা বহিগোরা, মাখনি বা জপা, চাল, ওরা, জোখি, কাম্বি, পানীচ'টি (তারুচ'টি) ইত্যাদি। নাগঘরের পেছেরাছে পক্ষিরা ফলার গোছাটেতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার একি চিহ্ন আছে। এই চিহ্নটিকে ত্রিশিয়ল চিহ্ন বলে। এনেকে চিহ্ন অজোর - এটি বিশেষ কারণ আছে। প্রত্যেক গোপনীত নাগাচার্য্য অথ ওঝাওগণে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে - প্রত্যেক বসিবিলে হয়ার নিয়মর নগত হিয়ার আদৃশ্য দেখা যায়। নাগঘরর মুটা, বরচ টি, দরমা আদিত মুনষিকে নগা - ফুল কাটি হেডুল অইতানেরে বেলাই মুনীয়াকে অজোরা হয়। এনে কারন কারই ওরিয়ার শিল্পীর তাক্ষর্যবিদ্যার পরিচয় ভাড়ি রহে। নাগঘরর প্রথম গোছর প্রথম মুটাযেরর এরি প্রথম দ্বিতীয় গোছর মাজত অথাত -

দ্বিতীয় মুটাযোরর উত্তর ফালর মুটাটো হেই নামঘরর ঘরি মুটা। ইয়াকে কিরর মুটা ন নাহি মুটা হোলে। এই মুটাটোর ভাহিতই ডিনজনা বসিথিলে মুলি জনা যায়। তেয়ে এই মুটাটোর ভাহিত ইস্তাহিকর বা ডিবংস্থানিয় ব্যক্তির যাদু তলন তাবাঁরণ মানুহ বহাতো অমিচিন নহয় মুলি হোরা হয়। তেনুয়েও অন্যান্য মুটার উচহতো- নাম প্রেতাত্মা বা কীর্তন পাঠ, ধারত চঁচার অনয়ত অনতাপারে তেঁউজি বহাতো তনুষ্ঠিত মুলি বিশ্বাস করা হয়।

মণিকূট :—

নামঘরের পূর্বের মূল নামঘরের সাথে লাগি থাকা অংশ গৃহটির নাম মণিকূট। কীর্তন ঘরটির পূর্ব কোণের পরা হইলে আমার পরবর্তী নামঘরের পূর্বে উত্তরা - দক্ষিণাংশে মণিকূটটো নির্মাণ করা হয়। এই মণিকূটে অংকরদের শাস্ত্র শ্রেণয়ন আরু ধর্ম চর্চা করিছিল। মণিকূটের - আঁচমাজে কার্যর অসমর্থ বা থাকলা পাছে তাত মহাপুরুষর দুজনা (শঙ্কর- মাধব) র বাচত যেমন বিশেষ খুশি নয়। এনে - পুথির উচিয়ত দলন (নামঘরের দলন স্কন্ধ), কীর্তন, নামঘোষা, লগত বত্নাবলী, ওণমালা আদিয়েই উল্লেখযোগ্য। মণির অর্থ হৈছে বহু আরু কূটর অর্থ হৈছে ঘর; অর্থাৎ বহু মানুহ ঘর। ইয়াত মানি বা বহু হৈছে অংকর - মাধবর পুরুষর সময়ত এনু -

যাৰ বিংহাসনত বা আপনাত উপাস্যদেৱ বস্তু হিচাপে বখা হয়। ৰাণিকৃতিত আসনে বা আপনাৰ উপস্থিতে নামঘৰৰ অত্যাৱশ্যকীয় অপাতি যেনে —

দহা, আঁহ, ঘণ্টা, ফুঁহ, অৰাই, টো, নাৱ, লৌটা, ফুলহু, বহুৰাটি, ঠগা, তলা-ধাননী, পাচি ইত্যাদি তৈয়াৰ কৰি বখা হয়। ৰাণিকৃতিৰ পেখাতিত এখন চং পাতি তাত কীৰ্তন, দশম, নামপ্ৰেষা, বত্নাৱলী, আঁচপাতৰ পুথি, বৰগীত আদি পুথিখেৰ অযতনে বখা হয়। নাম্নি আসনৰ বৰপেটি নামঘৰৰ পূৱফালে বখা ৰাণিকৃতিটোক দেঁজঘৰ বোলে। এই দেঁজঘৰটো চাবিচুকীয়া, চালখেৰ - দেঁজেৰেৰা বা দোঁৱেৰেৰা আৰু চাৰিওফালে পানী আচটো তোলাকাৰ হয়। আসৰৰ অন্যান্য ঠাইত ৰাণিকৃতিটো এনে দেঁজঘৰ নহয়, চুচনীয়া ঘৰহে।

যিনিলাবক ইইত মাণিক্টি নাম্মাক্ক বা আক্তিনক অপমর্য্য নাম্মাক্ক তুনে ইাইনক-নামগনক পূনক প্রেমম মৈটোনিক্ক মাণিক্টি ৭২৮াপ্ত ব্যুহ্যনক কৰি তৈমন প্রতিষ্ঠা ২০্ক ।

২.৩. নাটমঞ্চের বিভিন্ন কার্যাবলী :-

মূলত: নাটমঞ্চ শুরু থেকে একদল অভিনেতার গুণানুকীর্তন করার জন্যই অডিটরিয়ামকে উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেকারণেই নির্মাণ করে। নাটমঞ্চে প্রধান চরিত্রের নাম-কীর্তন করা হয়। ইয়ার নগতে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় - দোষী - নির্দোষী বিচার, ঈর্ষা, অনুশোচনা আলোচনাতে নাটমঞ্চ - করা হয়। নাটমঞ্চের সাথে এক নিকোষ্ঠে হেঁটে যাওয়া, গীত, নৃত্য সাদির প্রদর্শন। মহাপুরুষ দুজনের দ্বারা রচিত সাথে অন্যান্য নাট্যকারের দ্বারা রচিত প্রতিযুগক নাটকগুলি নাটমঞ্চে প্রদর্শন করা হয়। নাটমঞ্চের গাওনাতে ব্যবহার হোয়া- মুখা সাদি সাথে সূচনায়ী বস্তুর- হোয়ার করা এবং বিভিন্ন পট অঙ্কন_

সর্বত্র বাজারজাত করা হয়। বাজারজাত
উদ্ভিজ্জাতের বাহ্যিক রং বাহ্য দেখি বা
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করা
হয় বা স্পেকট্রোমিটার ও ইলিসা দ্বারা
ব্যবহার করা হয়। বাজারজাত উদ্ভিজ
আঁচারণের জন্য আচার প্রস্তুত করা যায়।
মিষ্টিজ উদ্ভিজ যেমনঃ আপেল ভাবই
পাতি লেবু নাশ, পেয়ারা, কলা, ডালিম,
বাঙ্গি ইত্যাদির রেহ্য আর্দ্র করা
হয়। যেমন নাশ - প্রোটিন বেশি।
বাঙ্গ - কার্বোহাইড্রেট অন্যান্য অক্সিজেন খনিজ
লবণ গ্রহণ করে। নাশ - প্রোটিন দিয়ে
নাশ রসায়ন ব্যবহার করা হয়।

২.৪. নামঘরর প্রকার :-

নামঘরত অনুষ্ঠিত হোৱা প্রধান অনুষ্ঠান বা ঘৰ সমূহ —

১. নামঘৰ বা কীর্তন ঘৰ,

২. মণিকূট,

৩. ছোঁ ঘৰ আৰু

৪. বটচ' বা ।

২. নামঘর বা কীর্তন ঘর :—

নামঘরের মূল গৃহটি যা'ত প্রধানতঃ নাম কীর্তন করা হয়, সেই ঘরটিকে নামঘর বা কীর্তন ঘর বোলা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা হরির উপাসনার নিমিত্ত নাম কীর্তন করা হয় বাতে ইশ্বর জিব্য চিত্ত নাম হরি মন্দির। নামঘর পুরা- পশ্চিমমুখে অজ্ঞা হয়। ইহাত আসিবপতে তিনি, পাঁচ বা তাত অধিক অধিমান কোষিয়া বা মৌটালি বরা হয়। মৌটালি বিলাকর মাজত কোনো বেৰ নাথাকে। নামঘরর আতিপা- মৌটালিরে অপু বৈকুণ্ঠর নগত তুলনা করা হয়।

অৰ্থাৎ নামঘৰ হ'ল মৰ্ত্যৰ বৈকুণ্ঠপুৰী। আগতে নামঘৰ নিৰ্মাণত মনুৱালোৱে - উদ্ভাদিত বেত, বাঁহ, কাঠ, ঘৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। আজিকালি অৱশ্যে ইটা, শিল, বালি, টিন লোহা, চিমেণ্ট আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নামঘৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা অঁজুলি বিলাক হ'ল - কুমৰ খুটা, পাহিখুটা, বৰচ'টি, ফুলচ'টি, দমহা বা বহিমোহা, মাখলি বা জাং, চাল, ওহা, জোঠ, কাৰী, পানীচ'টি (অৰুচ'টি) ইত্যাদি। নামঘৰৰ - প্ৰকোষ্ঠৰে পশ্চিম ফালৰ কোঠাটোত - অৰ্দ্ধবৃত্তাকাৰ কাঠ টুপ আছে। এই টুপটোক ঘাঁৰিয়াল টুপ বোলে। সেইকে টুপ অঞ্চল ভেদে বিশেষ নামৰণ আছে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলীত নামমাত্র তাহ ক্ষেত্রসমূহে অর্দ্ধবৃত্তাকারে প্রবন্ধ করিয়ে বহার - নিয়মর নগত ইয়ার আদৃশ্য দেখা যায়। নামঘরর খুটা, মরচ'টি, দরজা- আদিত - মুকলিকে লগা - ফুল কাটি থেকুন হাইতানরে খেলাই ঈনীয়াকে আজেরা হয়। এনে কারক কার্যই অসমীয়া শিল্পীর সাস্কৃতিক্যার পরিচয় জাতি হৈ। নামঘরর প্রথম কোষরর প্রথম খুটাযোর পরি প্রথম দ্বিতীয় কোষরর মাজত অর্থাৎ দ্বিতীয় খুটাযোরর উত্তর ফালর খুটাটোরেই নামঘরর ঘপই খুটা। ইয়াকে শিবর খুটা বা নাই - খুটা শোলে। এই খুটাটোর ওরিতেই উকলনা বহিছিল বুলি জনা যায়। শেষ

তাছাড়া এই মুসলিমের প্রতিষ্ঠিত ইবাদাতখানার বা ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির সাথে তখন অসৎ মানুষ যারা অসৎ নয় বলে মনে করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য মুসলিম ওয়াক্ফে নাম প্রকাশ বা কীর্তন করে, তাদেরকে চাঁদার অর্থের অপব্যবহারে অভিযুক্ত বলে বিশ্বাস করা হয়।

২. মণিকূট :—

অসমৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ এটি উল্লেখযোগ্য শব্দ হ'ল মণিকূট। অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিখন গাঁৱতে নামঘৰৰ অংশটিকে মণিকূটটো বুলি কোৱা যায়। নামঘৰ অথবা কীৰ্তনঘৰটো পূব-পশ্চিমফালে থাকে। নামঘৰটো পূৰ্ব দিশেৰেই লগ লগাই - মণিকূটটো উত্তৰ-দক্ষিণফালে বুলি হয়। এই মণিকূটৰ ভোঁ-মাজত সিংহাসন বা উৰুং আসন স্থাপন কৰি তাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ কীৰ্তন-দশম, ঘোষা আৰু ৰত্নাৱলীৰ যিকোনো এখন পুথি অযত্নেৰে স্থাপন কৰা হয়। মণিকূট শব্দৰ মূলগত অৰ্থ হ'ল ৰত্ন থোৱা ঘৰ। মণিকূটসমূহ আৰিষ্কাৰণতে দুচলীয়া।

নবপৌত আৰু মণিকূটত চাবিটনীয়া।
চালাৰে ডাঁজযোৰা আৰু দেমিবলে বহুলকাৰা
হৈ বাহে ইয়াক কোৱা হয় ডাঁজঘৰ।
প্ৰত্নতাত্ত্বিক ৰাজমোহন নাথে। বৌদ্ধ প্ৰভাৱত
নিৰ্মিত বাঁহ গৃহৰ পৰা ডাঁজঘৰ কথাটি
ওহং বুলি ব্যাখ্যা কৰিছে। মণিকূটত
দেখাত দুই গৃহৰ শিখৰৰ দৰে সৰুৰ-জৰুক
নহ'লেও ইয়াৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে।
ওভাগৰ ইমূহৰ পৰা মিমূহীলৈ যোৱা
অঞ্চলক নামঘৰ আৰু মণিকূট গইনা
লৈ শাংকৰী সংস্কৃতিৰ আজিও জীৱন্ত
আৰু গতিশীল হৈ আছে।

৩. ছোঁ ঘর :—

নামঘরের পশ্চিমকোণে অবস্থিত দক্ষিণ - পশ্চিম কোণত নামঘরর কাষতে যিটি ঘর থকা হয় । ইয়াক ছোঁ ঘর কোৱে । ছোঁ র অর্থ হৈছে মুখ্য । লওৱাত ব্যৱহৃত যিবিলাক ছোঁ বা মুখ্য, অস্ত্র - শস্ত্র (ধনু, কাড়, টোপ, গদা আদি), দুষ্প্রাপ্যবস্তু - বাহনি আদি এই ঘরত ৰখা হয় বাবে ইয়াক ছোঁঘর কোৱা হয় । ইয়াতেই ভাৱুকীয়া অলঙ্কৰ পোছাক - পৰিচ্ছদ, মুখা, আ - অলংকাৰ আদি পাৱিধান কৰোৱা আৰু নৃত্যগুৰু বা অজন - কাচন আদি কৰা হয় । ইয়ৰ পৰাই ভাৱুকীয়াই নামঘৰৰ ভিতৰত ভাও নাম্বনীত প্রৱেশ কৰে -

অবশ্য প্রয়োজন আপেক্ষে পুনরায় ইয়ালি কে ঘুরি আসি প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করি নয়। ভাওনার অন্যতম খেলাইই 'শ্রীকৃষ্ণর কাল রূপে। ভাওনা হৈ গ'লে খেঁয়াতেই ভাওনাত ব্যবহৃত চোঁ, অস্ত্র- শস্ত্রাদি আহরণ করি রখা হয়। খোঁয়ার ব্যবস্থা নথকলা নামঘরত ভাওনার অন্যতম নামঘরর পূবে এখন চালি দি চোঁ ঘরর কাম করা হয়। এইখনক ইতি চালি বোলে। ইতিচালি আরু নামঘরর ব্যবধান বহুল করিবর বাবে এখনি আঁৰ কাপোৰ তাৰি - দিয়া হয়।

৪. বাটচ'বা :—

নামঘৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগতে বাওঁফালে দাঁতিতে প্ৰৱেশ পথত এটি ডাঙৰ ঘৰ আছে। সেই ঘৰটিক বাটচ'বা কোৱা হয়।

২.৫.

নিম্নত বর্তমান সমাজত নামঘরর স্থিতি আরু প্রাসংগিকতা :

নামঘর অসমীয়াসকলর এটি অমূল্য অৱদান। অসমীয়া সমাজে গঠন প্রক্রিয়াত নামঘরে এক অনন্য ভূমিকা পালন করি আহিছে। নামঘর সাংস্কৃতিক আরু আধ্যাত্মিক বিকাশর প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। ইয়াত নামঘর প্রতিষ্ঠার পূর্বরে পরা নানান রীতি-নীতি, দেওধনু অত্র-অঃং আদি আছিল যদিও বেহাগমুহত অবিসংবাদরর মুক্ত আরু সাম্প্রহিক - পূজা - অর্চনাই প্রাধান্য পোরা গছিল। পূজা - সেৱাৰ লগতে অন্যান্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সাধারণীন নহে উচ্চ শ্রেণী আরু রাজনৈতিক ক্ষমতাত কেন্দ্রীভূত হৈছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা প্রতন্ত্রতাৰ - হেঁচাত অন্যান্য সামাজিক পরিবর্তন আরু -

জাতিগত সংস্কৃতিতে ফলে - ফুলে বেড়ে ওঠার
প্রোক্ত সংস্কৃত হয়েছিল। খাদ্যের - পোষাক -
প্রচলিত ব্যবস্থায় ঘর - বাড়ির পরিবর্তন এবং
মুক্তির কবি সাহিত্যের প্রসার প্রচেষ্টা
করা হ'ল। গীত - বাদ্য, নাচ - গানের
বিষয়ে সংস্কারের ফলে সমাজ - সংস্কার
পথের দিকে মানুষের মধ্যে সমাজে এক
বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল। এই পরিবর্তনের
মাধ্যমে সৃষ্টি হ'ল নাগরিক, উদারনীতি
জাতীয় জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে।

নাগরিকের কর্তব্যও লক্ষণীয়।
মহাপুরুষজনের দূরদৃষ্টি ও সংস্কারের
মাধ্যমে সমাজের ভালো সৃষ্টির প্রয়াসের -
মানুষ নির্মাণের উপকরণ শিল্প, সাহিত্য,
সংস্কার থেকে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ করি,

বাঁহ, ইকরা, মাজারি, ছোট, মাটির উপকরণের নির্মাণ হ'ল মাত্তপঅহুল নামঘর বা কীর্তনঘরা অরাণ্যে রাম- মন্দিরের গর্ভগৃহের দুই মাত্তপর পূর্বদিশে স্থাপিত হ'ল মণিকূট। মণিকূট - অহুত দৃশ্যমান হ'বর বাবে অন্নুমলোগর দুয়ার বা কপাট হ'ল যথেষ্ট ওখল - বহল যাতে আতঅলপীয়া ((মোনো কোনো ঠাইত তিনি বা পাঁচঅলপীয়া) থাকে। এইঅনর দৃশ্যই আঁচরণ দেওঁতাপক আকৃষ্ট করিব পারে। নামঘরর স্থাপত্য কলাই আমাক আশ্চর্যান্বিত নহবাকি নোরারে। জাতীয় শৈলী আরু অম্প্রীতিরে অধ্যাত্মিক জীয়ন যাপনর জাতীয় শৈলী - আরু অম্প্রীতিরে অধ্যাত্মিক জীয়ন যাপনর এনে এক অভিনব উদ্ভাবন কেবল মহাপুরুষর পক্ষেহে সম্ভব।

অনুষ্ঠানের অন্তিমমুহূর্তে ঈশ্বর চর্চা এবং হরি কীর্তন করাও বৈষ্ণবিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান হে নামঘর পরা কিছু নিজস্ব পিতৃপুরুষর এবং অধিষ্ঠাতাদি রূপিকুটআই নামঘর আদি ঈশ্বর-চর্চাত নিয়ন্ত্রণ থাকিলে বুলি চর্চিত পুথিত পোরা যায়। কীর্তনর ব্যান বর্ণর অঙ্গুলিয়র অবদানত নামঘরর পাঁচটি আঞ্চলিক আহি বর্ণনা করা হৈছে। সেই অনুসারেই আমি নামঘরসমূহ স্থাপন করা দেখি আহিছো। পূব দিশত - পশ্চিমলৈ অথুরা করি রূপিকুটরজা - যথাচিত ওখতু প্রধানরূপে স্থাপন করি পশ্চিম দিশত দা বা বরাঘর নির্মাণ করা হয়। নামনি অঙ্গরর কোনো কোনো ঠাইত সেই দা বা বরাঘরক ভাজঘরো বোলে।

এই ঘরের মাটিতে লাগি থাকা অবস্থায় ভেজাটেবল ডিজেল ওষুধ প্রদান করা হয়। ইহাতে লাই খুটা বা মেরিখুটা থাকে। এই লাইখুটার বিপরীত দিকের বাঁই খুটার নিচে ওষুধ স্থানীয় ব্যক্তির আসন পেতা হয়। লাইখুটা বা মেরিখুটা ফুলায় কাপোর বা সাপোচাপে মেরিয়াই রাখা হয়। এই ঘরের প্রবেশদ্বার এবং মাটির মাটির মাজের উচ্চতা বিষুর প্রতিকূলতা হয়ে, এরকম উদ্দিষ্ট করে বা মাটির মূর্তিও কোনো - কোনো নামঘরে স্থাপন করা দেখা যায়। এই ঘরের অন্যান্য খুটাসমূহে ওড়নাত মুড়ুহার করা মুগা এবং এন আরগ্রীরে সাজিয়ে রাখা হয়। এটি পূর্বাঞ্চল সমাজের ঐতিহ্যিয়া আংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিচয় প্রদান করে।

মণিকূট, গাগর, বাটচ'রা, হাটি আদিও নামঘর পদবিয়ে আগরি নয়। নামঘর মুলিলৈ যাহিব মণিকূট আৰু গাগর বা বলাগরক বুজাই। আঁহা ৰণাত নামঘৰৰ চৌহদৰ প্রবেশ পথত অষ্টকহুনীয়াকৈ যেটি বাটচ'রা থাকে। সেই বাটচ'ৰাটো নানান আংকৃতিক অলঙ্কৰ চিত্রে বা খোদিত কৰে দেখা যায়।

মণিকূট অসমীয়া- অৰ্থ্যাত্মিক অলঙ্কৰ যাদুঘৰ। মণিকূটৰ মধ্যস্থলত প্রতিষ্ঠা কৰা চাম্বিকোণীয়া সিংহাসনৰ প্রতিটো কোণত থাকে একোটা সিংহৰ প্রতীক। দুই ৩'ল ভগবৎ সুৰক্ষা নামসিংহৰ প্রতীক। আহিত থকা গুমিহ নহয়। সেই সিংহৰ গঠন বন্য গিংহটিকে পুৰক।

সেই সিংহাসনের উপরে ছিল একটি অতি সুন্দর ছত্র যার দুপাশে ছিল দুটি করে মোট চারটি ময়ূর। এই ময়ূর দুটি হল শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রতীক। সিংহাসনের উপরে স্থাপন হয় অগ্নির বস্ত্রবেদী বা ওষ্ঠানের নাড়ুয় নামের প্রতীক উপমালা, ভাগবত বা ঘোষা পুথি। সিংহাসনের উপরের সেই সিংহের মোখ থেকে একটি ঘর ঝুলি রয়। কীর্তনের ধ্যান বর্ণন অধ্যায়ে সিংহাসনের উপরে 'চন্দ্রতাপ চয় তলচয় টানি। তাঁহিলা জিঞ্জিরি মুকুতা লী' — বলি বর্ণনা করিছে। সিংহাসনের উপরে চন্দ্রতাপ (চন্দ্রতপ) তরি দিয়া হয়। পশ্চিমদিকে অগ্রসর হৈ থকা সিংহাসনের বাঁওফালে যেমন হাতত থাকে মোর - ঈশ্বর পুথি রখা হয়। তেঁওফালে অনন্ত নাগ বা সুর্যর সাবিজাতর প্রতীকস্বরূপ

বাড়ি প্রজ্বলনের পূর্বে। সেই সময়ে প্রজ্বলিত প্রদীপটি মণিকূট পোহরাই রাখে। তারোপরি মণিকূটে নানা রঙ্গ-বেরঙ্গের আবীর, দেবসাদ্য প্রদিতে আস্তীর্ণ হয়। ঘৃত, নারিকেল, নবকুঁড়, কর্পূর বা পিতলের বস্তুবাহী, ধূপদান-তল প্রভৃতি রাখা হয়। অগ্রের মণিকূটে পেঁয়াজি নানাদ্রব্য যথা জলপাত্র, অঁকুরা, ফুলের ঝুড়ি, চন্দন মৃত্তিকার পাত্র, চন্দন পিঁড়া ঝিনুর পাটা, কর্পূর-গুঁড়োর নির্মিত দীপদানি, শঙ্খ, ঘন্টা প্রভৃতি অপরাপর দ্রব্যসমূহ রাখা হয়। সিংহাসনের বিভিন্ন অংশ অলঙ্কৃত করা - তাঁতপালক তৈয়ারী ফুলের ঝালোচা বা ফুলহার দ্বারা সিংহাসনের উপরিভাগ আবৃত করা হয়। ফুলহার দ্বারাও বিভিন্ন অলংকরণ - আদুরা আপ-রসের মুকুল গাঁথি - সিংহাসনের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠ করে।

মণিকূট ও আঁটিশাস্ত্র খুব সোনার কোনো
কিছুও অযত্নে সংরক্ষিত করি রাখা হয়।
অসমিয়া সমাজর প্রেমের অভিব্যক্তির
অন্যতম সাক্ষ্যই মণিকূট অসমীয়া
সমাজর সাংস্কৃতিক যাদুঘর।

নামঘর প্রতিষ্ঠাই বৈষ্ণবীয় প্রথা বা
পরম্পরাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনিলে।
'অন্যত্র বিরলা দেবী ধর্মরূপে গৃহে গৃহে।'
আদ্যশক্তিরূপিনী দেবী মহামায়াই ভিন্ন
নামেরে ধর্মরূপে (বর অভয়) র ভিত্তি স্থাপি -
প্রতিষ্ঠিত করি রাখিছিল। সেই অন্যতম শাক্ত
ধর্মর প্রভাবে সমগ্র ধর্মরূপে আবরি -
রাখিছিল বুলি ক'ব পারি। বৈষ্ণব ধর্মর
নামঘরে সেই প্রভাব বহুলিনি প্রসার করে।
অহোম - রাজ বৈষ্ণব ধর্মর পৃষ্ঠপোষক
জনপ্রিয়তা লাভ করি রাজরাজ ধর্ম, সংস্কৃতি

তথা আধ্যাত্মিক দিশত হৈ বিস্তৃতৰ সূচনা কৰিলে।

নামঘৰে সাংস্কৃতিক দিশতো হৈ-অহা পূৰ্ব বছৰবোৰ আগবঢ়ালে। গাওঁবা, ওজাপালিৰ লগতে ভাৱীয়া-অংকুতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নৃত্য, নাচ, গীত আদিয়েও চৰ্চা স্থল হ'ল নামঘৰ। ভেঙ্কটেশ্বৰৰ সাংস্কৃতিক নাম-প্ৰসংগ, শাস্ত্ৰ পাঠ, ধৰ্মীয় আলোচনাৰ স্থল হিচাপে নামঘৰে অসমীয়া-অসমজনৰ আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত আগুৱাই আনিলে। জাত-পাতৰ ভেদ-ভাব বোপোৱা হৰি অনুষ্ঠানে-অসমৰ নাম-প্ৰসংগ, শাস্ত্ৰ পাঠ, ধৰ্মীয় আলোচনাৰ স্থল হিচাপে নামঘৰে অসমীয়া অসমজনৰ আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক-দিশ আগুৱাই আনিলে।—

জাত - পাতৰ ভেদাভেদ পাহৰি একেলগে একত্ৰিত হৈ নাম - প্ৰসংগ কৰাৰ যি সুযোগ নামঘৰে প্ৰদান কৰিছিল যি অসমীয়া সমাজখনক ভেদাভেদ পাহৰি ঐক্যভাৱ এনাজৰীৰে বান্ধি থাকিলে। গোটেই নামঘৰ অসমীয়া সমাজৰ ঐক্য আৰু একতাৰ প্ৰতীক।

নামঘৰে প্ৰত্যক্ষ পূজাৰ পৰা বঞ্চিত অশিক্ষিত শ্ৰেণী বিশেষকৈ দলিত সম্প্ৰদায় আৰু জনজাতি সকলৰ মাজত ধৰ্মীয় বা আধ্যাত্মিকতা জাগ্ৰত কৰি মুক্তি নাও আৰু আত্মগতিক মৰ্যদা নাওঁতে সহায় কৰিছে। ফলশ্ৰুতিত অসমৰ গাঁৱে-ভূঁইে নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ উপৰান্তে জনজাতীয় অঞ্চলতো ক্ৰমাগত নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ ধৰিলে।

আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যগুলো যথোচিত অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনোভাবাপন্ন জনজাতীয় লোকসকলকে এই নামঘরের দ্বারাই একত্রিত করে শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত করে তোলার প্রচেষ্টা আছে।

বর্তমান কালের প্রেক্ষাপটে সমস্ত প্রয়োজনাত্মক নামঘর দেখা যায়। নামঘরের ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের যে আদর্শ এই আদর্শকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মীয় পদ্ধতির অন্ধ অনুসরণে একত্রিত সমাজগঠন করা যেতে কখনোই প্রচেষ্টা হচ্ছে। তবুও বর্তমানেও পূর্বের ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা একটা নামঘরকে জাত-কুল নির্বিশেষে সাধারণ পরিসরে তুলে ধরা হচ্ছে।

যৌন নির্দিষ্ট খেল বা পত্রের অন্তর্ভুক্ত করে একুয়ারি - দেবকুয়ারি পরিবারের মাজতে দুই- তিনিজনা হে নামঘরর যি অপদর্শ তার বিনিষ্ট করা দেখা যাচ্ছে। - তাস- তাসের এই দলই উমরর আর্থ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐশ্বেমনো ক্রমশ প্রোথিত করি বিচ্ছিন্ন রাখিব। এই অংকীর্ণতার - পরামুক্ত হ'বলৈ আমার অসমীয়া সমাজে আরু পুনর প্রেরণ গুরুত্ব আবশ্যক হ'বনে? আংকীর্ণতার পরা - মুক্ত হে উদার - দৃষ্টিভংগীরে নামঘরর প্রকৃত মাহাত্ম্য - উপলব্ধি করিলে অসমীয়া সমাজখন ছিন্ন - ভিন্ন হে পরিব।

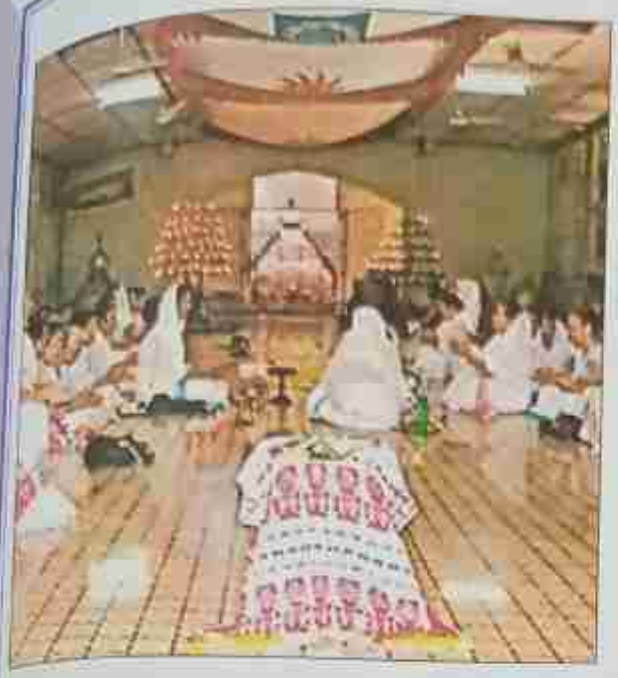

(ক) নামঘরর ভিতরর অংশ

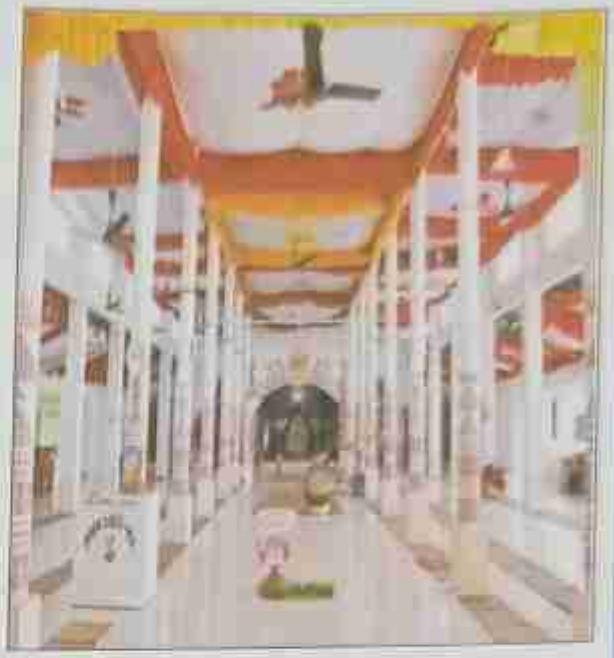

(খ) প্রাংগনস্থিত নামঘর

(গ) মণিকূট

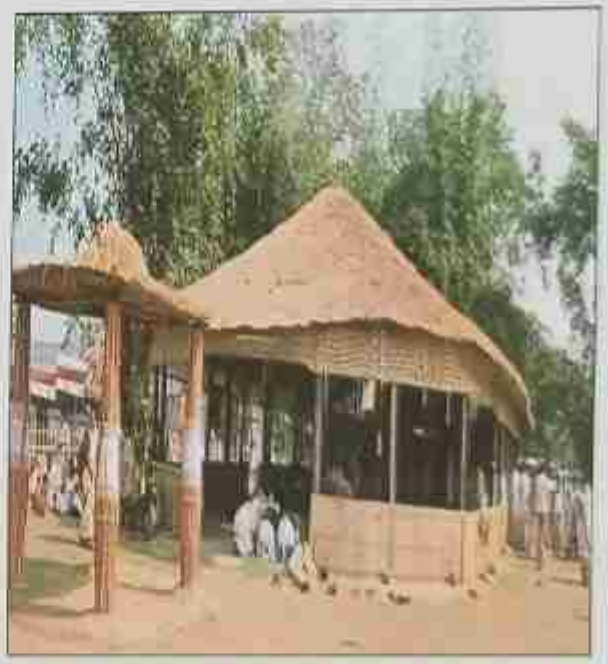

(ঘ) এটা অসম্পূর্ণ নামঘর

• তৃতীয় অধ্যায় :

৩.১. আমখাপি :-

অসমৰ নামঘৰবিলাকে প্ৰায় ষোড়শ শতিকীৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসমীয়া জাতীয় জীৱনত অৰ্থাত্মক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছে। অসমীয়া জনজীৱনৰ সৈতে সংপৃক্ত গীত - নৃত্য - বাদ্য, শিল্প-কলা, ধৰ্ম - চৰ্চা, বিষয় আদি অকলো দিশতে নামঘৰৰ প্ৰভাৱ অনস্বীকাৰ্য। অকল সেয়াই নহয়, অসমীয়া মানুহৰ যি চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য তাতো এই নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই গঢ় লৈ উঠিছে। শেষত পুনিন কলিতাই তেওঁৰ গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰা যেটি উক্তিৰে আমখাপি আৰম্ভ কৰিছে — "নামঘৰে অসমজনীয়ৰ কেৱল আধ্যাত্মিক মুক্তিৰ কথাই চিন্তা নকৰে;... ... নামঘৰে।

৩.২. পাদটীকা :—

(১) নামঘৰ :— ইণ্টাৰনেটৰ উইকিপিডিয়া ৱেবছাইটৰ পৰা কেইখনমান উদাহৰণ, তাৰ অন্তত উৎস গ্ৰন্থৰ প্ৰণালী বিলাক লিখা হৈছে।

(২) axomiyahahitiyarsaneki.com :—

ৱেবছাইটৰ অন্তৰ্গত দাঙৰ আলোচনা, "অসমীয়া সমাজত নামঘৰৰ ভূমিকা"

(৩) vikaspedio.in: :—

"অসমীয়া সমাজ জীৱনত নামঘৰ" :

দূৰ্বা চৌধুৰী

(অসম ৰাজ্য)

৩.৩. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :—

(১) "সংস্কৃতির রূপান্তর"
(ড° শ্রীদিব চৌধুরী)

(২) "নামঘর ও অসমীয়া সমাজের
এক জাতীয় সম্পদ।
(প্রদীপ কুমার বরা)

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- হাজং জনগোষ্ঠীয় সমাজ জীৱনৰ সংস্কৃতি।

কাকতঃ- ASM-HE-6056

দাখিলকর্তা-

নাম ঃ- কনিকা সাহা

শ্রেণী ঃ- স্নাতক মহলাৰ ষষ্ঠ ষান্মাসিক

বোল নং ঃ- UA-201-101-0057

পঞ্জিয়ন নং ঃ- 20023049

শ্রেণী বোল নং ঃ- 83

তাৰিখ ঃ- 15-05-2023

তত্বাবধায়িকাঃ-
ড° অনুপমা বাভা

Scanned with OKEN Scanner

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Hajong janagosthiya xmaj jibonar songskriti"** submitted by KONIKA SAHA. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

Scanned with OKEN Scanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত লক্ষীপুৰ কলেজৰ স্নাতক মহলাৰ ষষ্ঠ ষাণ্মাসিকৰ অসমীয়া প্ৰধান বিষয়ৰ সকলে এখনি প্ৰকল্প পত্ৰ বিভাগত জমা দিব লাগে। এই বিষয়ৰ বাবে আমাক বিভাগীয় তৰফৰ পৰা বিষয় বাচনি কৰি দিয়াৰ পিছত পত্ৰখন সম্পূৰ্ণ কৰি ডেলিওৱাত সাঙলো দিবলৈ আমাক লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা মণ্ডলী আৰু ইয়াৰ লগতে মোৰ বন্ধু বৰ্গই সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়।

মোৰ প্ৰকল্প পত্ৰৰ বিষয় আছিল "গাৰো জনগোষ্ঠীৰ সমাজ-জীৱনৰ সংস্কৃতি"। এই বিষয়টো ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ কৰি প্ৰকল্প পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰোতে তত্ত্বাবধায়িকা অধ্যাপিকা ড° অনুপমা বাভা বাইদেউ লৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো।

প্ৰকল্প পত্ৰখন পুংখানুপুংখ নিৰীক্ষণ কৰি দিয়া লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকাৰ লগতে সহকাৰী অধ্যাপিকা ড° আছমা ইয়াছমিন, অধ্যাপিকা চন্দ্ৰাণী দেৱী বৰ্মন, অধ্যাপক ৰফিকুল ইছলাম আৰক মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো।

Scanned with OKEN Scanner

সূচীপত্র

বিষয়: পৃষ্ঠা নং:

- প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা
  - ১.১ বিষয় বস্তুর পরিচয় ——— ১
  - ১.২ অধ্যয়নের লক্ষ্য আর্থ উদ্দেশ্য ——— ২
  - ১.৩ অধ্যয়নের পদ্ধতি ——— ৩
  - ১.৪ অধ্যয়নের পরিসর ——— ৪-৫
- দ্বিতীয় অধ্যায় : রাজংসকলের লোকাচার
  - ২.১ রাজংসকলের জন্ম সম্পর্কীয় আচার — ৫-১০
  - ২.২ রাজংসকলের মৃত্যু সম্পর্কীয় আচার — ১১-১৫
- তৃতীয় অধ্যায় : সাজ-পার আর্থ অলংকার — ১৭
- চতুর্থ অধ্যায় : রাজংসকলের উৎসব-পার্বণ
  - ৪.১ বাশঁপুজা ——— ১৮-১৯
  - ৪.২ কাতিপুজা ——— ১৯-২০
  - ৪.৩ বাস্তু পুজা ——— ২০
  - ৪.৪ পাবানী পুজা ——— ২০-২১
  - ৪.৫ খাসোপুজা আর্থ ভুই সামা ——— ২১
  - ৪.৬ কানিদেও পুজা ——— ২১-২২
  - ৪.৭ চরমাগা বা চরাখেল ——— ২২-২৪
  - ৪.৮ খুরা মাগা ——— ২৪-২৬
- পঞ্চম অধ্যায় : রাজংসকলের নৃত্য আর্থ নাট্যানুষ্ঠান-সমূহ
- ষষ্ঠ অধ্যায় : রাজংসকলের খাদ্যসম্ভার
  - ৬.১ শুকাটি শাক ——— ৩০
  - ৬.২ লেখারালি শাক ——— ৩১
  - ৬.৩ চুকুনি বা চাঁদেগুল ডিমা ——— ৩১

৬.৪ কুমুরা শুকান ——— ৩১-৩২
৬.৫ লোটা টেংরা ——— ৩৩
৬.৬ বেলব চাষ ——— ৩৩-৩৪
৬.৭ শুকনা মাছর মিশল ——— ৩৪-৩৫

• সপ্তম অধ্যায় : সাম্প্রতিক হাজং সকলর বৈবাহিক পদ্ধতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ——— ৩৬-৩৯

• অষ্টম অধ্যায় : হাজং সকলর বিবাহ পদ্ধতি —৪০-৪২

• নবম অধ্যায় : উপসংহার
৯.১ আমরণি ——— ৪৩
৯.২ পাদটীকা ——— ৪৪
৯.৩ গ্রন্থপঞ্জী ——— ৪৫
৯.৪ সমালদাঁতা ——— ৪৬

Scanned with OKEN Scanner

১.১ পৰিচয় : প্ৰচলিত জনবিশ্বাস মতে- পাণ্ডুনাম এজন ৰজাই ভেঁৰ ৰাজত্বৰ সময়ত ধনশ্ৰীৰ মাৰিৰ মন্দিৰ সহ সমগ্ৰ গাঙো নগৰ নিজৰ ওলতীয়া কৰে। সময়ৰ বিৱৰ্তনৰ গাঙো ৰাজ্য পতন হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে বাৰ হেজাৰ লোকে গাৰো পাহাৰৰ হাজাৰি অঞ্চলত মিতাশি লয় আৰু এই লোক সকলেই হাজং নামেৰে পৰিচিত হয়।

স্বকীয় সমাজ আৰু বিশিষ্ট্যপূৰ্ণ ৰীতি- নীতিৰে অসমত অতীজৰে পৰা শান্তিপূৰ্ণ ভাৱে বসবাস কৰি অহা এক জনগোষ্ঠীৰ নাম হ'ল হাজং। মূলত: মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰৰ উপৰি পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ উত্তৰ পাৰৰ বিশেষত: গোৱালপাৰা, বগমৰপ, আৰু দৰং জিলালৈ প্ৰৱজন ঘটা এই হাজং সকল মঙ্গোলীয় প্ৰকাৰত মংগোলীয় শ্ৰেণীৰ লোক। গাৰো ভাষাত 'হা' মানে মাটি, আৰু 'জং' মানে পোক। অৰ্থাৎ মাটিত থকা পোক। গাৰো সকলে পাহাৰৰ ওপৰত বাস কৰাৰ পৰিৱৰ্তে হাজং সকলে নমনিত মাটিৰ পোকৰ দৰে বাস কৰাৰ বাবেই এওঁলোকক গাৰো সকলে হাজং আখ্যা দিছিল। কৃষিকেই জীৱন চৰ্চাৰ আধিক্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰি অহা হাজং সকলৰ মাজত ৯ টা গোত্ৰ আছে। সেই- কেইটা হ'ল ক্ৰমে— হাৱং পাৱিয়া, ভোজনী পাৱিয়া, মাণিক পাৱিয়া, চৈপৰ পাৱিয়া, পাতাল পাৱিয়া আৰু মাজি পাৱিয়া।

১.২ অধ্যয়নর লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য :

অসমত বিভিন্ন জাতি - জনজাতীৰে ভৰপুৰ এখন বিশাল দেশ। গতিকে সকলোৰ অসমৰ এটা উল্লেখযোগ্য জনজাতী। অসমত থকা বিভিন্ন জাতি- জনজাতীৰ সংমিশ্রণ হৈছেবাৰে প্রতিটো জাতিয়ে প্রতিটো জাতিৰ বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ। মোৰ এই আলোচনাটোৰ যোগেদি গতিকে সকলোৰ বিষয়ে বিতং আলোচনা আগ বঢ়াব বিচাৰিছো আৰু গতিকে সকলোৰ সমাজ জীৱনৰ সংস্কৃতি বিষয়ে পৰিচয় কৰি দিয়াটোৱেই মোৰ এই অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য।

১.৩ অধ্যয়নের পদ্ধতি :

এসমাজ দুরে-কোণে থকা তথা জোনাকীর বিভিন্ন ঠাইত সিঁচরিত হৈ থকা হাজং সকলর সমাজে সংস্কৃতির বিষয়ে অধ্যয়ন করোতে বর্ণনামুলক পদ্ধতি অবলম্বন করি এই বিষয়টোর আলোচনা করিছো।

১.৪ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ :

অধ্যয়নৰ পৰিসৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰি আলোচনা কৰা হৈছে —

১/ ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ

২/ বিষয় পৰিসৰ

১/ ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ :— ৰাঙঃ জনগোষ্ঠীৰ সমাজ জীৱনৰ সংস্কৃতি বিষয়টো অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ হিচাপে বিশেষকৈ অসমৰ ৰাঙঃ জনগোষ্ঠীৰ লোক সকলৰ সমাজ জীৱনৰ সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাৰ উপৰিও আনুসংগিক ভাবে মণ্ডি সামুহিক অসমকে আমৰি লৈছো ।

২/ বিষয় পৰিসৰ :

মোৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে অসমীয়া সমাজত মাজং জনগোষ্ঠীৰ সমাজ সংস্কৃতিৰ ব্যৱহাৰ। ইয়াৰ উপৰিও- মাজং সকলৰ লোক- বিশ্বাস থোৱা- লোৱা, গাজ-পাৰ, অলংকাৰ ইত্যাদিৰ কথাও- আলোচনা কৰিছো। এই খিনিতে মোৰ আলোচনাৰ পৰিসৰ সীমা বদ্ধ।

২.১ গাজং সকলৰ জন্ম সম্পৰ্কীয় আচাৰ : এগৰাকী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পৰা সন্তান প্ৰসৱ পৰ্যন্ত ১০ মাহ ১০ দিন ধৰ কষ্টৰে দিনবোৰ অতি বাহিত কৰিব লগীয়া হয়। যদিও এটি সুসন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছত যথেষ্ট উৎফল্লিত দেখা যায়। গাজং সমাজত এগৰাকী নাৰীয়ে এটি সন্তান জন্ম দিওঁতে কিছুমান নীতি-নিয়ম আকা পৰিলক্ষিত হয়। সন্তান জন্ম দিয়ৰ বাবে প্ৰসৱৰ কিছু দিন মানৰ পূৰ্বে প্ৰসূতিৰ কাৰণে চোতালত এটি সুকীয়া অস্থায়ী ঘৰৰ চালি অথবা ঘৰ সাজি দিয়া হয়। গাজং ভাষাত ইয়াক 'ডেৰা ঘৰ বা 'জাতক ঘৰ' বুলি কোৱা হয়। সন্তান জন্ম দেৱাৰ সময়ত চকু চাপি অথৰ লগে লগে প্ৰসূতি সেন্দি ঘৰত থাকিব লাগে। প্ৰসূতি জ সন্তান জন্ম দেৱাৰ কথা গম পোৱাৰ লগে লগে কাষতে থকা বুদী অথবা বৃদ্ধা মহিলা এগৰাকী বা দুগৰাকী মাতি অনা হয়। তেওঁলোকক ধাত্ৰী বা ধাই মা বুলি কোৱা হয়। ধাত্ৰী বা ধাই মা সকলে ৰাতি অথবা দিনত মাতিলেও কদাপি অগ্ৰাহ্য নকৰে। প্ৰসূতি কোন সময়ত সন্তান প্ৰসৱ হব ধাত্ৰীসকলে ভৰিৰ গাত হাত দিয়াৰ লগে লগে বুজি পায়। যদিহে সন্তান জন্ম দিবলৈ অধিক সময় লয় তেন্তে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস মতে কবিৰাজ বা গুজাৰ পৰা গিলাছ এটাত মন্ত্ৰপুত জলপ পানী অৰ্থাৎ জলপুৰা লৈ অনা হয়। এই জলপুৰা খোৱাৰ লগে লগে শিশু জন্ম দেৱা দেখা যায়। ইয়েক

সাথীকে বিশ্বাসযোগ্য। অধিকসংখ্যক সাক্ষাৎ লোক সকলে পূর্বৰ পৰাম্নি নিজ গৃহতে ধাত্রীৰ সহযোগত সন্তান প্রসৱ কৰি আহিছে কোলো বিবণৰ সম্মুখীন নোহোৱাকৈ। ধাত্রীসকলেও পূর্বৰে পৰা সেই কাম কৰি আহি আহি সেই ক্ষেত্রত যথেষ্ট কার্যদক্ষ বুলি কব পাৰি। গর্ভধাৰণ তিৰোতাৰ প্রসৱ বোলাত চুচফাট্টি থাকিলেও প্রসৱৰ সময়কালীন পর্যন্ত ধাত্রীসকলেও বহি থাকে আৰু নিজৰ কাম কৰি যিকোলো সকলৰে তেওঁলোকে সন্তান প্রসৱ কৰোৱাত কার্যক্ষম হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিচত যদিহে সন্তানটি কলা কটা নকৰে অথবা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া লগে লগে বাঁহৰ চুঙাৰে কাণত ফুহ দিয়ে আৰু শিশুটি কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেতিয়া পৰিয়ালৰ চিন্তা কিছু দূৰ হয়। সাম্প্রতিক পৰিবেশৰ সৈতে খাপ খুৱাই অথবা হেৰৰ অভাৱত 'জাতক ঘৰ বা জোৱা ঘৰ' আজি লোৱা নহয়। ঘৰৰ ভিতৰতে এটা পৃথক কোঠা ব্যৱস্থাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। জন্ম হোৱা শিশুটিৰ নাড়ী বাঁহৰ চোঁচনীৰে অথবা ব্লেডেৰে কাটি কোঁচা সুতাৰে বান্ধি বাখে, আৰু সেই কটা নাড়ী মাটিত লাগেকৈ পুতি থব লাগে। এনেদৰে ধাত্রীসকলে নিপুণতাৰে সুসন্তান এটি জন্ম কৰাব পাৰে। এটা কথা মন কৰিবি লগীয়া যে, গর্ভবতী মহিলাৰ প্রসৱৰ সময়ছোৱে আগচ পেটৰ বিষ অনুভৱ কৰা নহি, তেন্তে গাঁৱলীয়া চিকিৎসকৰ দ্বাৰা বিষয় বেজি দিয়াৰ কিছু

সময়ৰ পিছতে বিষ অনুভৱ কৰে আৰু ধাত্রীসকলে যাতে কামে লাগি এসাৰ কৰাবলৈ কাৰ্যক্ষম হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। শিশুটি জন্ম হোৱা কিছু সময়ৰ পিছতে কুসুমীয়া গৰম পানীৰে গোটেই শৰীৰটো ধাত্রী সকলে ভালদৰে ধুই দিয়ে আৰু বাহিৰত কিছু সময়ৰ বাবে কোলাতে লৈ থাকে। ওচৰ-চুবুৰীয়া মানুহজনিলৈ চাবলৈ আহে জন্ম হোৱা শিশুটি লৰালৰে জোৱানী আৰু ভগৱানৰ কৃপাত ভালে কুশলে থাকিলে নহয়। অৱশ্যে সাম্প্রতি সুবিধা অনুযায়ী গৰ্ভধাৰণ নিয়ন্ত্রণ সন্তান প্রসাৰ কৰাবলৈ ওচৰতে থকা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রলৈ বা চিকিৎসালয়লৈ আশা বাহিদেৱৰ পূৰ্ণ সহযোগত ভর্তি কৰোৱা হয়। চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকজনে অতি সাৱধানে গৰ্ভধাৰণ নিয়ন্ত্রণ গৰ্ভধাৰণ নিয়ন্ত্রণ কৰি অনুভৱ নকৰাকৈ আঁবাৰণ অথবা ক্লিজাৰিং কৰি সন্তান প্রসাৰ কৰোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ভেঁউলোকৰ নীতি-নিয়ম মতে সন্তান জন্ম হ'লে সূতক হৈ থাকে পাঁচ আতদিনলৈ। এই সূতক আতৰ কৰিবলৈ জাতকর্ম কৰিব লাগে। জাতকর্ম নকৰা পর্যন্ত ভেঁউলোকৰ ঘৰত মাক আৰু শিশুটিক চাবলৈ যোৱা লোকসকলে সিঁহতৰ ঘৰত কোনো খোৱা খাদ্য নাখায় আৰু ঘৰত ওঠহ ভালদৰে গা-পা ধোৱে। সূতক আতৰাবলৈ লৰা সন্তান হ'লে ৭/৯ দিন আৰু জোৱানী সন্তান হ'লে ৫ দিনৰ দিনা সমস্ত ঘৰ দুৱাৰ লেপি-মেচি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন হৈ নাপিতৰ দ্বাৰা ঘৰত ঘৰৰ সকলো পুৰুষ সদস্যৰ ডাঢি-চুলি খুৱাব লাগে আৰু

লাগে আর মহিলা সকলে নখ কাটিবে লাগে,
এই সমস্ত কার্য্য হে যোয়াব পিছত নর জাতক
শিশুটিব চুলি কাটি অথবা ক্ষুর ব্যুবোয়া সময়ত
কলগছব আগলি পাত (চকপাতা), বন্ধি আদি জ্বলাই
রাখিব লাগে। শিশুটিক মাকে লৈ গকা অবস্থাত
শিশুটিব চুলি খুবাই দিয়ে আৰু চুলিখিনি কল
পাতত মেৰিয়াই পেলাব লাগে। নাপিতব দ্বাৰা
কবিব লগীয়া সমস্ত কাম শেষ কৰাব পিছত
ব্রাহ্মণৰ দ্বাৰা মন্ত্রপুত পানী বা শান্তি পানী আনি
ঘৰব সকলো কোঠাত চটিয়াই দিয়াব লগত ঘৰব
সকলো সদস্যই সেই পানী সেৱন কবিলেহে
তেঁওলোকব চুত নাইকিয়া হয়। সন্তান জন্মব বাৰ
ওৱাৰ পৰা শনিবাৰ, মংগলবাৰ অর্থাৎ যেৰকবাৰ আদিক
বাদ দি বাকী যিকোনো বাৰে এইখিনি কবিব
পাৰে। এই সকলোখিনি কৰাব বিনিময়ত নাপিতক
কিছু পৰিমাণে চিকা- পইচা, চাউল, আলু,
বেঙেনা, নিমাখ, আমোল-পাণ আৰু গৰলাই
পাৰিলে কেঁচা গৰলাই ইত্যাদি সামগ্রীৰ উপৰিও
কোনো কোনো লোকে গামোচা এটিও দিয়া
পৰিলক্ষিত হয় যাতে শিশুটি ভালে কুশলে থাকে।
এইখিনি কৰাব পাছত আকৌ ৯ (নমাহ-)
পিছতো যদি কামানি বা চুলি খুবোয়া
নিয়ম থকাও দেখা যায়। কিছুদিনৰ পিছত
কষ্ট কৰাব বিনিময়ত মণ্ডানুযায়ী ঘৰলী
সকলক ঘৰুৱাই তেঁওলোকব ঘৰত নিমন্ত্রণ কৰি

আনি এসাঁজ প্রীতিভোজ দিয়ার লগতে পরিবান করিবর বাবে বস্ত্র দান করে। এনেদরে তেওঁ লোকর জাতক চুতর কাম কাজবোর সুচারুরূপে সমাপন করে।

২.২ ত্রাজংসকলর মৃত্যু সম্পর্কীয় আচাৰ:

হিন্দু শাস্ত্রমতে মানুহ মৃত্যুৰ পিছত শৰ-দাহন কৰিব লাগে। ত্রাজং লোক সকল হিন্দু ধৰ্মালম্বী লোক। ত্রাজং সমাজৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে শৰটোক সজ্ঞানে শৰদাহন কৰে। কিন্তু বিশেষ অসুবিধা হ'লে আৰু সৎ ল'ৰা-জোৱালীৰ মৃতদেহ মাটিত পুতি থোৱা নীতি-নিয়ম থকা পৰিলক্ষিত হয়। কোনো এজন ব্যক্তি যদি বহু দিন ধৰি বেমাৰত ভোগী আছে আৰু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা নাই। তেন্তে গুহমুহি দুই তিনিজন ওচৰৰ বৃদ্ধ বৃদ্ধা মাতি আনি ঢাকি বন্ধি, ধুপধুনা দিয়ে আৰু কোনো কোনোৱে ধৰ্মীয় শাস্ত্রও পাঠ শুনায়। এনে কৰিলে ভাগ্যৱান লোকে কিছু সময়ৰ পিছতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ইয়ে তেওঁলোকৰ মতে লোক বিশ্বাস। মানুহ এজন মৰাৰ পিছতে ঘৰৰ মানুহে গাৱঁৰ মানুহক ঘৰে ঘৰে গৈ খবৰ দি মাতি আনা হয়। মৃতদেহ টোক দুই তিনিজনে প্ৰথমে চোতালত উলিয়ায়। পিছত পুত্ৰ সকলে ওলাদৰে মা মলাধিবে গা-পা ধুৱাই তেল মাখি ধুপ-ধুনা দি সেৱা

কবি নশ্বৰ দেহটোক চিৰ বিদায় দিয়ে।
সেইদিনা ঘৰত শোকাকুল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয়।
নশ্বৰ দেহটো কান্ধত উঠাই শ্মশানলৈ লৈ
যাবৰ বাবে বাঁহেৰে এটি জুখলা আজি উল্লিখিত
উল্লেখ্য মৃতদেহটোক শ্মশানলৈ লৈ নোযোৱা
পৰ্যন্ত গিয়াতি সমাজ, ওচৰ-চুবুৰিয়াই থোৱা-
বোৱা, বন্ধা-বাঢ়া নিষেধ। আৰু পুৰৰ বন্ধা-
বঢ়া খাদ্য থাকিলেও পেলাই দিয়ে। কাৰণ
মৃতদেহটো শ্মশানলৈ লৈ নোযোৱা পৰ্যন্ত গোটেই
গিয়াতি সমাজেই চুত থোৱা বুলি ধৰি লোৱা
হয়। শ্মশান যাত্রীসকলে প্রতিজন স্নাত দা-বুৰ
আদি লগত লৈ যায় আৰু বিধি অনুসৰি মৃত-
দেহটো দাহনকার্য্য কৰে। মৃত ব্যক্তিয়ে পুৰৰ
পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আহা সমস্ত ৰা-সামগ্রী
তেউঁৰ বুলি লগত দি শ্মশানভূমীত জ্বলাই
দিব লাগে। শ্মশানভূমীত থুলে সকলে গা-পা
ধুই বগা বস্ত্রপোৰ অর্থাৎ মাৰাফোল আৰু
শৰীৰত টৰা (এটুকুৰা বগা কাপোৰ আৰু এটি
জালত থুলী) আদি পৰিধান কৰি মৃতদেহটোক
মুখাগ্নি কৰি পিছলৈ ঘুৰি নোচোৱাকৈ ঘৰ
লৈ উভতি আহে। আৰু যদিহে কোনোৱা
পুত্রই সেইদিনা অনুপস্থিত হেন্তে তেউঁৰ কাৰণেও
মাৰাফোল আৰু টৰা কি আদি নোপোৱা
পৰ্যন্ত সযতনে বাখি দিয়ে। শ্মশান যাত্রী
সকলে শ্মশানৰ কার্য শেষ কৰি গা-পা ধুই

পরিষ্কার হৈছে নিজ নিজ ঘরলৈ যায়। তেহিদিনা পরিয়ালৰ লোকে লঘোনে থাকে। দ্বিতীয় দিনা ফল-মূল আৰু 'খুই হবিচ' তৃতীয় দিনা 'ভাত হবিচ' মাটিৰ পাত্ৰত এমুঠি ভাত সিজাই খোৱা নিয়ম। 'খুই হবিচ' আৰু 'ভাত-হবিচ' কৰা সময়ত চৰ্ষি-চিৰিকটিৰ মাত শুনাৰ নিষিদ্ধ। সাক্ষী হিচাপে ওচৰৰ সৰ্ম্পকীয় এগৰাকী দুগৰাকী ব্যক্তি বগৰত বহি থাকে। বহি থকা ব্যক্তি সকলে হবিচ কৰাৰ সময়ত চৰ্ষি-চিৰিকটি মাত শুনি পোৱাৰ লগে লগে সেই নিয়ম ভংগ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। 'ভাত হবিচ' ৰ কাৰণে ভাত ৰান্ধিবলৈ জিগা গাৰৰ ভাল কাঠেৰে তিনিটা খুটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি চোকা মাজি উলিওৱা হয়। মৃতদেহ কাঠ-সজাৰ কৰা সময়ত যিন যেৰৰ পৰা পকাঈ পকাই প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা বিলিতোটাত ভুই-জ্বলাই সেই জ্বলিত মৰাপাটৰ মুখেৰে মুখাগ্নি কৰা দেখা যায়। জ্বলি থকা বিলিতোটা হাতত ধৰিলে আনিৰ লাগে আৰু শ্ৰাদ্ধ শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত একেদাঙে জ্বলাই ৰাখিব লাগে। গাহ বা পিত্ত মৰিলে তেওঁৰ পুৰা কেঁচাতে পুত্ৰ সকলে ১১ দিন পৰ্যন্ত ৰাতি শুব লাগে। ৰাতি শুৱাৰ সময়ত ওয়া যাব পাৰে বুলি ঘৰৰ সকলো সদস্য একেলগে থাকে। শাৰি নপাতা পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ নিচা জাতীয় দ্ৰব্য খোৱন আৰু আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ। পুত্ৰে অথবা

দেৱা পিন্ধা ব্যক্তিসকলে ভাত খাবলৈ কলপাত, পানী আৰু চাহ বা জুলীয়া বস্তু খাবলৈ বাঁহৰ টুঙা বহিবৰ বাবে বস্তা আদি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। পিন্ধিবৰ কাৰণে কাঠ সংস্কাৰ কৰাৰ দিনা পৰিধান কৰা আৰম্ভণি বা বগা কাপোৰক বাহিৰে আন কাপোৰ, ভৰিত চেণ্ডেল, লোহা জাতীয় সামগ্ৰী ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰা নিষেধ। মৃত্যু হোৱা দিনাখন বাহিৰত অর্থাৎ চোতালত কিন্তু সময়ৰ বাবে মৃতদেহটো ৰখা স্থানত ধুৱণীয়াকে বাঁহৰ কামিৰে পাতলীকে বেৰ দি ৰখা কৰি ৰখা হয় আৰু তেঁহ ঠাইত প্ৰতিদিন গা-পা দুই পুত্ৰে সকলে পিন্ধা কাপোৰৰ পানী চেপি দিব লাগে। এনে কৰিলে তেনো মৃতদেহৰ মৃদু শীতল হৈ থাকে বুলি লোকবিশ্বাস। এৰৰ লোক সকলে ভাত আৰু আন বস্তু খোৱাৰ পূৰ্বে কলগাছৰ বাকলিৰে দোঙা আজি মৃতকৰ নামত উক্ত স্থানত খোৱা খাদ্য উৎসৰ্গা কৰিব লাগে সা সন্মানে বাতিপুৱা আৰু আবেলি। এনেদৰে ১১ দিনত উৎসৰ্গা কৰি ১২ দিনত বাতিপুৱা নিৰামিষ আহাৰ খাই ঘৰ-দুৱাৰ লেপি-মাটি পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে। সমস্ত শা-সামগ্ৰী ক্ৰমে- উৎসৰ্গা কৰা একোটি কৰি ৰখা দোঙা, বিনিওটা দুবিচ কৰিবৰ বাবে আনা মাটিৰ পাত্ৰ আদিকে ধৰি বস্তুত ওবাষ্টি মৃতকৰ গোত্ৰে খোৱা শ্মশান যাত্ৰী আৰু বা 'মাৰাকাজা' লোকসকলে চুলি-ভাঢ়ি

কটাৰ পিছত ব্ৰাহ্মণ আৰু নাপিতৰ সৈতে একেলগে ওচৰৰ লৈত বা জলাশয়ৰ ঘাটলৈ যায় বস্ত্ৰাদি ওলোৱা সমাপ্ত হ'লে সকলো সামগ্ৰী পানীত উটুৱাই দি নাপিতে মৃতকৰ পুত্ৰক খুৰ ক্ষুৰাই অথবা মুণ্ডন কৰি দিয়াৰ পিছত ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিতৰ দ্বাৰা পুত্ৰই মৃতকৰ প্ৰেতাত্মাৰ উদ্দেশ্যে পূজা এভাগ দিয়া আদিকে কৰি সমস্ত কাম শেষ কৰাৰ অন্তিমত সকলোৱে গা-পা ধুই ঘৰলৈ আহে। খুৰ ক্ষুৰোৱা কাৰ্যক 'ঘাটি-কামানী' বুলি কোৱা হয়। অসমীয়াতে কোনো-কোনোৱে দহ দিনৰ দিনা চুলি ক্ষুৰাই এথাৰ দিনৰ দিনা শৰাধ্ব অনুষ্ঠিত কৰে। ঘাটি কামানী কাৰ্যৰ শেষত ব্ৰাহ্মণে দিয়া শান্তিপানী ঘৰৰ ভিতৰতে চটিয়াই দিয়াৰ লগতে পৰিয়ালৰ সেৱন কৰে আৰু লগতে থোৱা লোকসকলেও এই পানী সেৱন কৰে। তেওঁলোকৰ কাষৰ আত্মীয়ই ধৰত চাহ জলপান আৰলৈ দিয়ে। পিছদিনা শৰাধ্ব। শৰাধ্বৰ দিনা অধিকাৰী বা ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিতৰ দ্বাৰা শৰাধি কাৰ্য কৰে। আদ্ধ পাতৰ কিছু দিনৰ পূৰ্বৰ পৰাই গাঁৱৰ লোক সকলে গৃহস্থক বিভিন্ন কামত সহায় কৰায়। ক্ষমে- বঙা সজা, অৰি কটা, চকী-মেজ যোগাৰ কৰা ইত্যাদি। আদ্ধৰ দিনাও পুনৰ ঘৰ দুৱাৰ লেপা-মটি পৰিষ্কাৰ কৰি ব্ৰাহ্মণৰ দ্বাৰা দিয়া শান্তি পানী সেৱন কৰাৰ লগতে ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে চটিয়াই দিব

লাগে। আবেলি গাইৰ গিয়াতি সমাজৰ দ্বাৰা নাম কীৰ্ত্তন কৰি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধৱ এসাঁজ আমিষ নিৰামিষ ভোজৰ আয়োজন কৰে। নিৰামিষ ভোজৰ বাবে দাহৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। ঋণ শ্ৰাদ্ধ কৰাৰ পিছত কিছুমানে এমাহৰ ভিতৰত অথবা বছৰৰ শেষত বাৰকীয়া শ্ৰাদ্ধ কৰে। এনেকে নিজ মাক বা পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত কৰিব লগীয়া কৰ্তব্য পালন কৰে। সৰু লৰা-জোৱালী টুকাললৈ তিনিদিনৰ দিনা অথবা তেৰাতি পাৰ কৰি শ্ৰাদ্ধ কৰে। আনহাতে মাকৰ গৰ্ভত সন্তানৰ মৃত্যু হলে তেৰ দিনৰ দিনা শ্ৰাদ্ধ কৰে। আৰু কোনো কোনোৱে ত্ৰিশ দিনৰ পিছতো শ্ৰাদ্ধ কৰি থুব আওৰায়। কোনোৱা আত্মীয়-স্বজন মৃত্যু হলে তিনিদিনৰ পিছত অথবা তেৰাতি বা একেবাৰে ওচৰৰ সম্পৰ্কীয় হলে ১৩ দিনৰ দিনা নীতি নিয়ম কৰি শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন কৰে। এই শ্ৰাদ্ধত ওচৰৰ চাৰি পাঁচজন আৰু সৰু লৰা-জোৱালীক আমিষ প্ৰীতি ভোজৰ আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। এনেদৰে গাঙং সকলে নিজা নীতি-নিয়মেৰে শ্ৰাদ্ধৰ কাৰ্য্য সমাপান কৰে।

তৃতীয় অধ্যায়: সাজ-পাৰ আৰু অলংকাৰ:

মাজং মুনিহ আৰু তিৰোতা উভয়ৰে সুকীয়া সুকীয়া সাজ-পাৰ আছে। মাতাবিলাকে সাধাৰণতে গামোচা আৰু শেন্ধী ব্যৱহাৰ কৰে। কঁকালত গামোচাখনেৰে পোন্ধা মাৰে। ইয়াক 'লিংটি' বোলে। তিৰোতাসকলে কঁকালত পাতনি পৰিধান কৰা নিয়ম। পাতনিক মাজংসকলে 'পাটিন' বোলে। ৰঙা পাতনি বা ৰঙা পাটিন এওঁলোকৰ বৰ প্ৰিয়। ইয়াৰ লগে লগে এওঁলোকে ব্লাউজ পৰিধান নকৰে। (আজিকালিৰ চোৱালী বিলাকে অৱশ্যে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে) ব্লাউজৰ সলনি বুকু ঢকাকৈ কান্ধত আন্য এযন কাপোৰ লয়। ইয়াক 'আগৰণ' বোলে। উৰ্বশ তিৎসৰ-পাৰ্বণত তিৰোতাসকলে আন্য এযন কাপোৰ গাত কৰিয়াই লোৱা দেখা যায়। ইয়াক 'কমাৰ বন্ধা' বোলে।

অলংকাৰৰ ভিতৰত মাজং সকলে তিৰোতা সকলে কানত 'বাজু', কাণত কাণফুল, নাকত নাকফুল, হাতত শংখা আৰু আঙুলিত আঙুঠি পিন্ধে। উল্লেখনীয় যে, আন আন অসমীয়া জন-জাতীয় লোকৰ দৰেই মাজং পুৰুষবিলাকেও অলংকাৰ পিন্ধা দেখা যায়।

সকলের উত্তর-পার্বণ

৪.১ বাঁশপুজা : বছরের শেষের দিকে সকলে বর্ষ উদযাপনের আনন্দে বাঁশপুজা উদযাপন করে। দেবতার দেউল আর কারবালের তৈলির লগত এই বাঁশপুজার মিল লক্ষ্য করা যায়। বাঁশপুজা উপলক্ষে দুডাল বাঁহর এডালত ধলা আরু আনডালত বগাচোরর বান্ধি লোৱা হয়। লোকবিশ্বাস মতে ইয়াবে এডাল মাকাদের আরু আনডাল মাকাদের পার্বতীর প্রতীক। এই বাহ পোতা ঠাইতে আন এডাল জেকনি গাকা বাঁহত পুৱণা জাকে-জর্মলে, নাঙল আদি আৰি দিয়া হয়। বাঁশপুজা তিনিদিন ধৰি অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ছোৱাত গাঁৱৰ জেকো ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকে ঘৰে ঘৰে চোৰৰ লগোৱা বাঁহ-নহুবাহি খুজে। বাকী নহুৱাসকলক 'বাশুৱা' বোলা হয়। বাশুৱাৰ লগত গীতল বা গীদাল আৰু পালিও থাকে। গীতালে পালিসকলৰ লগ-লাগি গণেশ, শিৱ-পার্বতী, চন্দ্র-সূর্য্য, সৰস্বতী আদি দেব-দেবীৰ বন্দনা গীত গায়। তেনে এফাঁকি গীত এনেদৰণৰ -

এত দুখং পাও দুখং বন্দং
দীক্ষা গুৰুৰ পাও।
শেষ্ট গুৰুং শিৱমন্ত্রে মোৰ
জন্মিলে ভাবো বাও॥
এতেকে বন্দনা গাহিতে
মে তাৰাবে ধাও।

আৰো কিছু কিৰো নাদং
ধৰ্মৰ মাথা খাওঁ ॥

বাঁশপুজা অনুষ্ঠানটোৰ লগত উৰবা বিশ্বাস জড়িত। পুজা উপলক্ষে বাঁশ একোডাল আনৰ মুচিৰে ঘৰি লগা-পিছা কৰা কার্য্যটো প্রতীকি। বাঁশডাল লিংগা আৰু গাতৰ মুচিটো যোনিৰ প্রতীক। বাঁশডাল লগা-পিছা কৰাটো বস্তিকার্যৰ লগত সাদৃশ্যযুক্ত। ইয়াৰে গীত-পাদবোৰো যৌনকিয়া।

৪.২. কাতিপুজা: কাতিপুজাৰ উপাস্য কাতিদেৱতা বৈদিক নহয়। ই লৌকিকধৰ্মৰ। কাতিপুজাৰ বাৰে মাটিৰ মূর্তি মণ্ডপত স্থাপন কৰা হয়। মণ্ডপৰ চাৰিওফালে চাৰিডাল কল পুলি পুতি তাত একাথিয়ে কল বান্ধি দিয়া হয়। দিনত উপবাসে থাকি পুত্র বৰদাগা তিৰোতাসকলে অগিয়া প্রসাদ আৰু ধনুকাহ একোখন লৈ পুজা আৰম্ভ হয়। এই পুজাত কাতি দেৱতাক লৈ বন্দনা গীতো গোৱা হয়। বন্দনাৰ প্রথমতে অন্যান্য গাতৰ ধনুমোৰেৰে ৰঙাতলীত মাকা পকা কলমোৰ আনি আন্য কিছুমান যৌন ৰসী গীত গোৱা হয়। তলে সেটি গীতৰ অংশবিশেষ উল্লেখ কৰা —

ঢুলা ঢুল বৌৰ বৌৰ
যৌৱন ঢুলা নদী,
সাউক ফুল মুচিছে
'আম্বুকী' পৰিছে বন্দীৰে
'আম্বুকী' পৰিছে বন্দী।

কাতিপুজা মূলত: নারী প্রধান। কোনো কোনোরে ইয়াক কাতিকা পুজাও বোলে। এই পুজাত গোটেই রাতি কাতি বা কাতিকা গান গোৱা হয়।

৪.৩ বাস্তুপুজা: বহাগ মাহত বাস্তু দেওতার উদ্দেশ্যে করা পুজাটি বাস্তু পুজা। পুজার বাবে সাধারণতে গাঁৱৰ নিলগত গাচৰ তলত দেওতার থান সজোরা হয়। এই থানত বস্তুৰ লগতে কামাখ্যা, লক্ষ্মী, পাৰনী, চৰাবুৰী, বৰাদেও, আনদা হুৰা, দলাদলী, দাদৰী, গাংগ্রাই আদি দেৱ-দেৱী সকলোৰে পুজা পতা হয়। প্রত্যেক জন দেৱ-দেৱীৰ বাবে মাটিৰ বেদী সজোৱাৰ লগতে বেদীৰ ওপৰত থেৰেৰে সৰু সৰুকৈ পুজাত সাজা হয়। সাধাৰণতে গাখীৰ, কল, চাউল, গুৰ আদিৰে পুজা কৰাৰ উপৰিও জান জান দেৱ-দেৱীক কাচ, গাভুৰু, পঠা, চাগলী আদিৰে পুজা কৰা বিধিয়।

৪.৪ পাৰানী পুজা: বাস্তু পুজাৰ লগতে পাৰানীৰ পুজা হয় যদিও সুকীয়াকৈও পাৰানী পুজা পতা নিয়ম আছে। পাৰানী হল মাদলদেৱতা। পাৰানী পুজাৰ বাবে প্রধানত: পিঠাৰ প্রয়োজন। পুজাৰ দিনা চাউলৰ গুৰিৰে সজা পিঠা পানীত বা তাপত চিজোৱা হয়। তাৰ পিছত থকৰা মদ লৈ আহোৱে 'দেউসি'ৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আৰু তাৰ পৰা পাৰানী থানলৈ গৈ পুজা আৰম্ভ হয়। পুজাত কাচ, পঠা-চাগলী, পাৰ-চৰাই আদি বলি দিয়া হয়। পুজাৰ ওপৰত দেউৰী সহিতে সকলোৱে থানত্রয় সাতবাৰ সদক্ষিণ কৰা নিয়ম আৰু সদক্ষিণৰ অন্তত

সকলোৱে লগত নিমা পিঠাবোৰ 'ঢেউচিক' শিল্পাই দিয়ে। দেউচিয়েও লগত গোৱা বাদক সকলক অনুমপৰিৱেণে পিঠাৰ মালা পিন্ধায়। পুজাৰ অন্তত গীত গোৱাৰ নিয়ম আছে। গীত গোৱাৰ অন্তত আঁচাহে দেউচিৰ ধৰলে যায় আৰু সকলোৱে মিলি তাতেই ভোজ-ভাত খাই নৃত্য কৰে।

৪.৫ যাত্ৰাপুজা বা ভূমিগামা: শাৰদীয় দুৰ্গাপুজাৰ বিজয়া দশমীৰ দিনা যাত্ৰা পুজা অনুষ্ঠিত হয়। সাধাৰণতে ঘৰৰ এচুকত নহিবা অকা ঘৰৰ ভিতৰতে চাকি বস্তিৰে অস্থায়ীকৈ যাত্ৰা সজাই যাত্ৰা পুজা পতা হয়। পুজাৰ পিছতে ঘৰ-দুৱাৰ লগতে গৰু, মহ, খেতিৰ অজুলি, নাঙল আদিত সেন্দুৰৰ ফোঁট দিয়া হয়। সাধাৰণতে পৰিয়ালৰ আগন্তুক মাংগলিক কাম-কাজৰ শুভ-কামনা কৰি এই যাত্ৰা পুজা কৰা হয়। যাত্ৰাপুজাৰ দিনৰ পৰাই গাঁৱৰ ডেকা সকলে নৃত্য গীত কৰি ঘৰে-ঘৰে মাগিও-খুৱে। লক্ষ্মী পুৰ্ণিমা লৈকে এই মাগন কাৰ্য চলে। এই অনুষ্ঠানটোৱেই ভূমিমাগা বা ধেমাগা বোলা হয়।

৪.৬ কানিদেও পুজা: শাক্তধৰ্মী ঘৰজং সকলে কৰা পদ্মা বা মনসাৰ পুজাকে কানিদেও পুজা বোলে। কানিদেও পুজাত পদ্মাৰ উপৰিও চণ্ডীৰো পুজা কৰা হয়। কানিদেও পুজা উপলক্ষে মাজু সজা হয়। মাজুত চন্দ্ৰ, সূৰ্য্য, নেজাহি, লক্ষীন্দৰ আদিৰ চৰি-অঁকা হয়। পুজাও গীতমুৱে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ

করে আর্ঘ্য গৃহস্থই বাড়িমাতেরে পদ্মার পূজা হয়। পূজাত পাঁঠা ছাগলী, কণী, মাগুর মাছ আদি বলি দিয়া হয়। পূজার লগে লগে গীতলুরে পালিসকলর লগত পদ্মা আরু বেউলা লক্ষীন্দর বিষয়ক গীত পদ গায়। ইয়াক গীত-গীতলু গায়ন বোলে। গীতর অংশ বিশেষ এলবিদাব —

কি ভলা নাচে সুন্দর কন্যা
ভাসিয়া বেউলা জায়, আগুয়ারে
নানান ঠেক, ঠমক দেখায়া বেউলা
মন ভুলিয়া যায়,
বুলবা আকি মধাদের আমিয়া দেখিবাগে পায়।

৪.৭ চরমাগা বা চরাখেল : কালী পূজার দুই তিনিদিন আগরে পরা চরমাগা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসর সোম এগপ্তাহ বা আঠ-নদিন ধরি চলে। গাবুর ডেকাসকলে ঘরে ঘরে গীত গাই নাচি নাচি এই উৎসবত মাগি খুরে। এই উৎসবর প্রসংগত এটি লোক কথা শুনা যায়। সেইদিনাত ভাতীত মেনো ধনঞ্জয়সকলর বিয়ার বারে গোরালীর বর অতর আছিল। তদুপরি বিয়ার আগত লখাই গোরালী চোরার নিয়মো নাছিল। সেয়ে গোরালী চোরার উদ্দেশ্যে হাজং ডেকাসকলে এই চরাখেলর নৃত্য-গীত ব্যবস্থা করি ঘরে ঘরে গৈছিল আরু নৃত্য-গীত করার চলেরে ভাবলৈ ভাবলৈ মনে বিচরা গোরালী বিলাক চাইছিল।

চোরানী মেরা বাবেই মেই উৎসবক বন্ধতে চৰাদেউ আখ্যা দিলে।

চৰাদেউৰ দলে সপ্তাহ বা আঠদিনৰ বাবে ইমান গাঁৱৰ পৰা সিমান গাঁৱলৈ গৈ থাকে। ৰাতি আকিবৰ বাবে আগতীয়াকৈ দলটোৱে এঘাৰ মানুহৰ বাবেলি অনুমতি পঠিয়ায়। অৱৰ দিওতাজনক 'ভেট অৱৰী' বোলে। ভেট অৱৰীৰ মুখে অৱৰ পোৱাৰ লগে লগেই গৃহস্থই চৰাদেউৰ দলৰ বাবে খোৱা লোৱাৰ আয়োজন কৰে। চৰাদেউৰ দলৰ অমুৱাই বা আতিথ্য আগবঢ়াই গৃহস্থই সাধ্যমতে গৌৰৱবোধ কৰে। শেষে এই দলৰ আদৰি নিবৰ বাবে ভেট অৱৰীক লৈ যা আজোৱাত লাগে। সাধাৰণতে ৰাতিৰ সাজ অমুৱাই ৰাতি ৰখাৰ পিছত পিছদিনা দিনৰসাজ অমুৱাইলৈ গৃহস্থই চৰাদেউৰ দলক বিদায় দিয়ে। এলেহুৱা দলটোৱে চৰমাগাৰ পিছত পোৱা টকা-পইচাৰে এক বিশেষ অনুষ্ঠান পাতে। ইয়াক চৰাদেউ খোৱন বোলে। এই অনুষ্ঠানত প্ৰথমে লক্ষ্মীমাৰ আৰু ঈশ্বৰৰ নামত পূজা আগবঢ়োৱা হয়। ঈয়াক ঠাকুৰ সেৱা বোলে। ঠাকুৰ সেৱা দিনতে অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুৰ সেৱাৰ পিছত খোৱা-লোৱাৰ যোগাৰ কৰা হয়। হাজং সকলৰ বিয়াৰ আৰু শাস্ত্ৰ পন্থা অনুযায়ী খোৱা-লোৱাও হয়ক হয়। প্ৰথমে মহিলা সকলে, তাৰ পিছত বয়সীয়াল সকলে আৰু

একেবারে শেষত ডেকাসকলে ফোরা-লোরা করে। ফোরা-লোরাৰ অন্তত বুঢ়াসকলে ডেকা সকলক কুশল মংগল আৰ্শীবাদ জনায়।

৪.৮ খুবী মাগা: চৰমাগাৰ দৰেই পুণ্ড মাহৰ প্ৰথমে জোন ওলোৱাৰ পৰা পূৰ্ণিমালৈকে গ্ৰহস্থৰ ঘৰে ঘৰে ডেকাসকলে গাগিবলি যায়। দলটোৰ প্ৰত্যেকৰে হাতত একোডাল লাঠি থাকে। অধিৰাতে গধূলি পৰত অনুষ্ঠিত এই খুবী মাগা অনুষ্ঠানতো গীত পাদ গোৱা হয়। তেনে একাষি গীত এনেধৰণ:

খুবো খুবী খুবী
খুবী মাগা আহিলুংবে
দশটাকা পাইলুংবে।

উল্লিখিত পূজা-পাৰ্বণ আৰু অনুষ্ঠানসমূহৰ উপৰিও হাজংসকলে বিষু, অম্বুবাচী, মাঘ যেলা আদি আন ডালেজান উৎসৱ-পাৰ্বণো পালন কৰে। হাজংসকলে ৰঙাগাবিষুৱক আওৱাপী (সংক্ৰান্তি), কাতিবিষুৱক কাতিগাদা আৰু মাঘ বিষুৱক পুসণা বুলি কয়।

হাজং ভাষাত অম্বুবাচীৰ নাম আমতি চাচা। অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তিৰ দিনা হাজংসকলে মদ খায়। এইদিনে নতুন ধানৰ চাউলেৰে ভাত ফোৱা অনুষ্ঠান 'নয়া খাওৱাগো' মদ ফোৱাৰ প্ৰথা আছে। ধান ৰুৱৰ দিনাখন এওঁলোকে 'পাইলা ফোৱা' উৎসৱ পাতে। সেইদিনা 'ফোতিৰ কাম-বন

কথা 'কামিলা' সকলৰ উপৰিও- গাৱঁৰ দুই জন লোকক মাতি আনি খুওৱা হয়। পাছিলা উৎসৱত বন্ধিবালৰ ওচৰ উপৰিও- কাচৰ ৰাংচা আৰু মদ থোৱা নিয়ম আছে। কাম কৰা মানুহ বিলাক ভুই বোৱা ঠাইতেই জল পান আৰু মদ খাই নৃত্য গীত কৰে। কোনো কোনোৱে গাত বোকা লিপি আনন্দ কৰাও- দেখা দিয়ে। এনেদৰে বোকা লিপা নৃত্যটো সতীকী বুলি অনুমান হয়। ধান কটাৰ সময়ত ধান ভুকা আৰু কাটি- বোৱা অনুষ্ঠান পাতে। কাতি মাহৰ শেষৰ দিনা গাৱঁৰ ডেকাবিলাকে সন্ধিয়া বাঁহৰ এখিৰে আৰু সৰকি দীঘলীয়া বোজা বান্ধি সেইবোৰ জ্বলাই ৰাস্তা- যোদে। প্ৰথমে ঘৰৰ কোণত এই জৰাবোৰ থুবাই পিছত চোতালৰ পৰাই ঘৰৰ কিছু দূৰত মুকলি পথাৰত মাটিত পুতি থোৱা হয়। এই জোৰাবোৰক 'মশাল' বোলে। মশালবোৰ হাতত লৈ 'আধোণ আধে কাতি মশাল' বুলি কোৱা হয়। মশালত পোৱা যায়'— বুলি কোৱা হয় নিয়ম আছে। এনেদৰেও মানুহবিলাক ভাঁতৰি যায় বুলি ধৰা হয়।

সমাজ সকলৰ মাজত আপদৰ- দেৱীক পূজা পাতল কৰাবো ব্যৱস্থা আছে। লৰা- ছোৱালীয়ে থোতিয়া কালি থাকে তেতিয়া ওখোৰ মাইকী বা লাগা কুকুৰা- দি সংশ্লিষ্ট দেওক পূজা কৰা হয়। জাতিপাত জ্বৰ হ'লে- চুকধাপ দেওক কুকুৰা এটা- দি পূজা কৰা নিয়ম। আকৌ বৰষুণৰ আতোৰ লাগে হ'লে চুকধাপ দেওক কুকুৰা এটা- দি পূজা কৰা নিয়ম। আকৌ বৰষুণৰ আতোৰ

হ'লে যমুনা বা যক দেবতার পূজা করা হয়।
নিত মুখল দি সংহারদেওক পূজা করা হয়।
অতিগাত ধ্রুব হ'লে দুবসাঁপ দেওক কুকুরা
এটা দি পূজা করা নিয়ম। আকৌ বরণার
অভাব হ'লে যমুনা বা যক দেবতার পূজা করা
হয়। নিত মুখল দি জলদেবতাক পূজা করার
পরম্পরাও প্রায়ং সকলর মাজত পাবিলক্ষিত
হয়।

পঞ্চম অধ্যায়: প্রাজং সকলৰ নৃত্য আৰু নাট্যানুষ্ঠান:

প্রাজং সকলৰ মাজত ভালেমান নৃত্য আৰু নাট্যানুষ্ঠানৰো প্রচলন আছে। নৃত্যৰ ভিতৰত লেৰাটনা, বোৱা লগা, জাকৈমৰা আদি উল্লেখযোগ্য। লেৰাটনা নৃত্য কৃষিমূলক। খোতিৰ মাটি চহা কৰাৰ সময়ত এই নৃত্য ডেকা-গাভৰুসকলে পাথাৰত কৰে। 'লেৰা' মানে লতা আৰু 'টনা' মানে টানাটানি কৰা। অর্থাৎ লতাত ধৰি টানা-টানি কৰা। এই নৃত্যৰ বাবে ডেকা-গাভৰুসকলে দুটা দলত বিভক্ত হয়। পিন্ধনত লংবাবিলাকে আঠুমুৰীয়া গামোচা আৰু গাত গেঞ্জি ব্যৱহাৰ কৰে। মূৰত অৱশ্যে গামোচাৰ এফোটা পাগ থাকে। জোৱালী বিলাক মুগুৰ পৰা আঠুলৈকে বে পৰা ৰঙচঙীয়া গাতনি (মেখলি), বুকুলত বুক আস্তৰণ, আৰু তিন তিন অলংকাৰ গাত পৰিধান কৰে। ডেকা আৰু গাভৰু প্রত্যেকে হাতত প্রয়োজনীয় কমাল লৈ পাৰী-পাতি সমুখা-সমুখিকৈ থিয় হয় আৰু কমাল জোকাৰি জোকাৰি আগ-পিছাকৈ নাচিবলৈ ধৰে। এই নাচত গাৰ লতা টনা, ধৰি চহা কৰাৰ ইংগিত পোৱা যায়। নৃত্যৰ লগে লগে গীতো গোৱা হয়। ডেকা গাভৰু দুভৰীয়ে গোৱা গীতবোৰ প্রেম-প্রীতিমূলক।

তলে এফাকি গীত উলেখিবলৈ:

গাভৰু: লিং লিঙা গাছতে উৰা কৌ নাচিছে
লাচা মাগে পাৰি দেলা ওং।

ওকা: ধৰিবাকো জাল নাই উৰিবাকো লেৰা নাই
লেৰা ডাবা পাৰিবা নাগায়।

লেৰা নৃত্যত গোৱা এই গীতবোৰৰ লগত ঢাকি (ঢোল) আৰু পেঁপা বজোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এই ঢাকি আৰু পেঁপাই গাওঁসকলৰ অকীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ। আজিকালি অৱশ্যে কৰতাল, ঢোলক, খঞ্জৰী, তাল, চোঁৰৰ আদি বাদ্যযন্ত্ৰও গাওঁ-সমাজত সোমাই পৰিছে।

জাকিমৰা নৃত্যত গাওঁৰ সকলে হাতত জাকি লৈ আৰু কোৰা লগা নৃত্যত ওকা সকলে হাতত কোৰ লৈ নাচে। এই নৃত্যৰ দুটাও মূলতঃ কৃষিৰ লগতে জড়িত।

গাওঁসকলৰ লোকনাট্য বুলি সাধাৰণতে গীতলুগাথান আৰু কালীদেমেনা গানকে উল্লেখ কৰিব পাৰি। গীতলুগাথান কালীদেও-খুজাত কোৰা অনুষ্ঠান। এওঁলোকে পদ্মা আৰু বেউলা লখিন্দৰৰ কাহিনী গায়। কালীয় দমনৰ ঘটনাক লৈ কালিদেমোলা অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰা হয়। ঈয়াৰ বাহিৰেও বকাসুৰ বধ নামৰ আন্য এক লোকনাট্যানুষ্ঠান গাওঁসকলৰ মাজত আছে। নৃত্য আৰু নাট্যৰ দৰেই কীৰ্তন গান, গোপিনী গান, বাৰমাহী বা বন্দী গান আদি ওলেমান সংগীতানুষ্ঠানৰ সঁচলো গাওঁসকলৰ মাজত আছে।

কীর্তন গান আৰু গোপিনী গান আৰিষ্কাৰণত্তে হৃতবৰ শ্ৰাদ্ধ, পূজা- পাৰ্বণ, বিয়াহ ইত্যাৰ আদিত পৰিবেশন কৰা হয়। বাৰমাহী বা বৰ্ষী গান প্ৰেমিক বিলাকে আদৰাদৰ স্থান বাঙুতে গায়। কোন মানুহে কি কাম বন হয় আৰু তাৰ লগতে মানুহৰ মন বিলাক কেনে ধৰণে পৰিৱৰ্তন হয় তাৰ আওভাগ এই বাৰমাহী গানত পোৱা যায়।

উল্লেখিত গীত পাদসমূহৰ উপৰিও- আজু; সমাজত অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ দৰেই নিচুকনি গীত, বিয়া গীত, সাধু- সাঁথৰ, প্ৰবাদ- প্ৰবচন আদি প্ৰচলন লক্ষ্য কৰা যায়।

৫.১ শুকনী শাক : আহিন - কাতি মাহত পথাৰৰ বা বাৰীৰ মৰাপাট কটাৰ সময়ত গোলটি দিয়া আগ থিনিৰ পৰা ভাল ভাল পাত খিনি ছিঙি ছিঙি সংগ্ৰহ কৰি কিছুদিন ৰ'দত বাগৰি লৈকে শুকালে গোলোলা বান্ধি মাখিৰা পুৰণি ভালৈ- পাচি আদিত ভৰাই লৈকে মৌ মন গালে বা শাক- পাচলি নোপোৱা হ'লে পৰিমাণ মতে উলিয়াই লৈ বুই- পথালি সাৱ মাছৰ সৈতে আৰেৰে আঙ্গা কৰি খোৱা। মৰাপাট দুৰিৰ। এৰিৰ মিঠা আলৰিৰ তিতা। মিঠাতকৈ তিতা বিৰিই বেছিকৈ বাখে। কাৰণ- তিতা বিৰি পেটৰ পেলু আদি নাশ কৰাত ঔষধ হিচাপে কাম দিয়ে। কেতিয়াবা কাৰোবাৰ জ্বৰ উঠিলে আৰু জ্বৰে মুৰত গা মুৰ গৰম হ'লে তেতিয়া মাজ সকলে এই শুকনী শাক (মৰাপাটৰ শুকান পাত) পানীত তিয়াই লৈ কপালত বা মুৰৰ মাজ ভাগত তামুত কাপোৰেৰে বান্ধি দিয়ে। তেঁলোকে ইয়াক 'ভেণা' দিয়া বুলি কয়। মৰাপাটৰ এই তিয়নিৰ পানী শীতল হয়। সেয়েহে ইয়ে জ্বৰ কমোৱা বা মুৰ শীত পেলোৱাত দৰবৰ দৰে কাম হয়।

৫.৩ শোয়ালি শাক (শোয়ালি শাক):
শরৎ শ্বাতুত নিশা শোয়ালি ফুল ফুলি পুরা পরি তল ভরি থাকে। ফাগুং সকলে এই শোয়ালি ফুল যতনেরে বুটলি বাদত বাদায় আরু তেলেকে শুকালে যতন করি খৈ দিয়ে। আবতরত সরু চাউল গিত তেলেরে অলপ কৈ ভাজি নিমান-গলবিরে পানীত সিজাই খায়। শোয়ালি ফুলর পাত বর উপকারী বুলি বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক সকলে কয়। সেয়েহে ফাগুং সকলর লাজোর নামত ই ওষধি সেরন করা হোল হে স্যু।

৫.৩ চুঞ্চুনি বা চাবেম্বুল ভিজা:
চুনচুনি বা চাবেম্বুল ভিজা এবিধ ভিজা ফুলর চাহ। মিয়াব ফুল রঙা- গুলবীয়া হয়। এই ফুল অবহকে সংগ্রহ করি কিছুদিন বাদত মচমচীয়াকৈ শুকুরাই খাবলি খৈ দিয়ে। আরু আবতরত নিজর পছন্দ মতে সিজাই বা ভাজি খায়। চুনচুনি ফুলে ভিজা হজুকে পেটর পেলু নাশা করাত সহায় করে।

৫.৪ কুমুরা শুকনা (শুকান কোমোরা):
ওদ মাগুত খরর চালর কোমোরা বুঢ়া হলে বা পকিলে ওপরর বগা আহুটা বাকলি যিনি হুচাই আরু ভিতরর বিজলুরা কোমল অংশ

Scanned with OKEN Scanner

মেলি লোলাই বাকী মাওঁহ- তেওঁ চকল চকল
লৈ পাতল পাতলকৈ কাটি তাওঁৰ চালনী
ৰ চাৰিত বহুলকৈ মেলি প্ৰখৰ ৰ'দত
খাব লাগে। কোমোৱাত পানী ভাগ বেছি
বণে শুকাবলৈ অধিক দিনৰ প্ৰয়োজন।
লৈকৈ শুকোৱা হ'লে মাজঁ সকলে মিয়াক
কোনো পুৰণি খালৈ, পাচি নহিবা পুৰণি চট
পোৱেৰে টোপোলা বান্ধি থৈ দিয়ে।
গাছত কেতিয়াবা কোনোবা ডালৰী আহিলে
হিবা শাক- পাচলি নোপোৱা হ'লে নহিবা
খাবলি মন গ'লে সৰু বা তাওঁৰ মিকোনো
ৰাচৰ লগত তেল জাৱ মা- আদলাবে চুতি
লগাকৈ ভাজ্জা বনাই খায়। মাছ- পুখি
নহলেও- অকল কুমুৰা শুকনা (শুকান-কোমোৱা)
ৰেও- ভাজ্জা বান্ধি খায়। মিয়াক খাবলৈ
তঁলোকৰ (মাজঁ সকলৰ) মাতে মওহ
খোৱা থেল বুলি কয়। -মেয়ে মাজঁ মুটা-
মোলা সকলোৱে 'কুমুৰা শুকনা' খাবলৈ বৰ
পছন্দ কৰে। -কোমোৱা কাটি শুকাই
সংৰক্ষণ কৰাৰ উপৰি গোটে গোটে তুলি
মুগালৰ ওপৰত চাং সাজি ধোঁৱা লগাকৈ
ৰাখিও- মাজঁ সকলে -কোমোৱা সংৰক্ষণ
কৰে। -কোমোৱাত আদ্য প্ৰাণ অধিক থাকে
বুলি বিজ্ঞানিক সকলে কয়।

৬.৫ মৌচটা চাহ :

মৌচটা চাহ (চাহ মৰা)- ৰ পাত আঙ্গা খোৱাৰ উপৰি ইয়াৰ ফল পকি ৰঙা হ'লে গুটিৰ ওপৰৰ ৰঙা চাকনি বা বাকলি খিনি এৰুৱাই লৈ ৰ'দত কিছুদিন ওলোৱাকৈ শুকুৱাই সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিয়ে। কিছুমান উৰালত খুন্দি গুড়ি কৰিও ৰাখে। পিছত কেতিয়াবা চাহ মৰা আঙ্গা খাবলৈ মন গ'লে প্ৰথমে সকলে ইয়াক সাদৰ লগত জোল বান্ধি খায়।

৬.৬. বেলৰ চাহ :

বেল গাছত কলি পুৰণ মৌশুমতেই কুমলীয়া অৱস্থাতে পাৰি আনি বাকলিৰে সৈতে পাতল পাতলকৈ কাটি প্ৰখৰ ৰ'দত ওলোমান দিন ৰ'দাই শুকুৱাব লাগে। ওলোকে শুকাই মচমচীয়া হ'লে উৰালত খুন্দি গুড়ি কৰি থৈ পিছত চাহ খাওঁতে বজাৰত কিনা চাহ পাতৰ সলনি এই বেলৰ গুড়িকে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। এই চাহ পাতৰ দৰেই বং ৰঙৰ গুহাটু গোন্ধ এটাই - মন প্ৰাণ জুৰি যায়। অতীতত গাঁৱৰ কৃষিজীৱী আঙ্গ- নিয়ে। অতীতত গাঁৱৰ কৃষিজীৱী আঙ্গ- জ্যোতিষ্মক সকলে বজাৰৰ চাহ পাতৰ পৰিৱৰ্তে

কুমলীয়া বেলেৰে নিজে বনোৱা বেলৰ চাহকেই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল। সেয়েহে নেকি অতীতত মাজং সকলৰ পৌৰ কোনো অসুখ নাছিল আৰু সুস্থ-সবল হৈ থাকিছিল।

৬.৭ শুকান মাছৰ মিদল:

মাছ শুকাই মিদল বনাই খোৱা মাজং সকলৰ এক পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি। বিশেষকৈ কোৱা, পুঠি আদি সৰু মাছ সৰহকৈ শুকুৰাই লৈ ৰান কৰুৱে ঠাবিবে সেতে উৰালত খুন্দি বাঁহৰ চুঙাত থকেচি থকেচি ওবাই লোৱাৰ পিচত তিল বটা, অবিখহ বটা, নাইবা শুকান কল পচুৰাৰ লোৱা ছাই আদিখিনি কে নুখৰী বনাই চুঙাৰ মুখটো লেপি বন্ধ কৰি আনুতীয়া ঠাইত থৈ দিয়ে। ইয়াক মাজং সকলে মিদল বা চিদল বুলি কয়। এইদৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা মাছ বহুত দিন লৈ নষ্ট নোহোৱাকৈ থাকে। মিদল মাজং সকলৰ মিমাৰেই প্রিয় যে আগীয়া-স্বজনক যদি বা আগীয়া-স্বজনৰ ঘৰা জুমি খাবলৈ দিব পাৰে তেওঁলোকে যথেষ্ট আনন্দ পায়। আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত মিদল মাছৰ আঞ্চা এটা দিলে যথেষ্টখিনি গুহুমুহু জনৰ ঘৰ প্রশংসা কৰে আৰু গুণগান গায়।

খাদ্য সংরক্ষণের কুটারশিল্প বা ব্যবস্থা আদিম
যুগে সমাজেই নয়, এখনও অনান্য সভ্যতার
কম-বেশি পরিমাণে পরম্পরাগত ভাবে চলি
আসছে দেখিবলে পাওয়া যায়। উল্লিখিত
খাদ্য দ্রব্যগুলির সংরক্ষণ এখনও ঘরে ঘরে
সমাজেতে বিদ্যমান। এইগুলির উপরি গুণীয়া,
শুকেবা ঢেলো, বগরী। আমলখী, শিলিখা,
তেঁতেলী, মানকচু, ঝুলা, লাফিলাফ আদি বিভিন্ন
খাদ্য দ্রব্যও আমার সমাজেত প্রতীয়মান পরা
সংরক্ষণের ব্যবস্থা চলি আসিছে।

সপ্তম অধ্যায়: "সাম্প্রতিক সময়ে সকলের বৈবাহিক পদ্ধতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

এক সমাজতাত্ত্বিক চমু বিশ্লেষণ : ক্ষুদ্রতম জনগোষ্ঠী হিচাপে সকলৰ ৰীতি-নীতি, ধৰ্মীয় - বিশ্বাস, বিবাহ পদ্ধতি আদি অন্যান্য জাতি - জনগোষ্ঠী বোৰতকৈ যথেষ্ট পৃথক। যদিও বৰ্তমানকালত গোলকীকৰণ, আধুনিকীকৰণ, পাশ্চাত্যৰ প্ৰভাৱ এই জনগোষ্ঠীটোৰ ওপৰতো যথেষ্ট। যিনি পৰিলে আদিম জনগোষ্ঠীৰ আদিতে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও পৰ্ব্ব আছে সম্পন্ন হোৱা দেখা যায়, য'ত নেকি ধৰৰ পৰা চাই-চিতি দিয়া জনৰ লগত বিবাহ প্ৰাথী গৰাকী আগন্তুক হব লাগিছিল। বিবাহৰ পূৰ্বে ব্ৰিজলে-গিজনক দেখা নাছিল। কইনা আনিবলৈ গা-ইনৰ নিয়ম আছে। দৰা ধৰীয়াই কইনা বিচাৰি যোৱাটো বাধ্যতামূলক আছিল। কিন্তু এই পদ্ধতিকাণ্ড ভৰি দিয়া সমাজত হাজং-জনগোষ্ঠীকো বিশ্বায়ন- আধুনিক পাশ্চাত্যই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাত বিপৰীত দৰি পৰিলক্ষ্য কৰা হোৱা দেখা যাচে। হাজং জনগোষ্ঠীৰ আদিম কালৰ এই পদ্ধতিৰ সাম্প্ৰতিক তুলনামূলক সমাজ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীৰে অধ্যয়ন চোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা।

হেছে। ২১শতিকাত, সমাজ- সবল ধাজং সমাজত এক বিস্তৃত পবিবর্তনে দেখা দিছে। পূর্বে তেকা- গাওঁবং অকল শবীয়াকৈ কথা- বতবা নাতাত সমাজে সমালোচনা কবাব ভয়ব পবা আঁতবি গকাব পবিবর্তে বর্তমান ওহং গোঁৱাই নামানি সকলোবে আগত আলিংগন কবি ধুবা দৃষ্টিগোচব হৈছে। তদুপবি পবিত্র প্রেমব নামত অন্ধাবব সুযোগ লৈ যৌন আক্রোশত লিপ্ত হৈ মানব সমাজক কলংকিত কবা, অবিবাহিত গোৱালী সন্তান জন্ম দিয়া এনে বোব ঘটনাও- সমাজলক্ষ্য হৈ পবিছে। ধাজং সমাজত বহিঃ বিবাহত প্রকা কঠোব বাধা- নিষেধি আজি নবয়া হৈ পবিছে। আনকি বিবাহত এটা প্রজন্মব কেটি সাত পুৰুষলৈকে ভোগ কবা কঠোব অপমানবোধো আজি নবয়। সব বাবে আজি প্রজন্মই ধাজং সমাজব বীতি- নীতি ভবিবে গঢ়কি অন্য জাতিব গোৱালী বিনাদ্বিধাই আনিবলৈ কুণ্ঠা বোধ নকবা হৈছে। যিসকল তেকা সামাজিক বীতি- নীতিবে বিবাহত সন্মতি জনাই তেওঁ- লোকেও এক বৃহৎ অংকব ধন লৈছে বিবাহ কবা দেখা গৈছে। এই সম্পর্কে বিস্তাবভাবে

বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হ'ল-
২১ শতিকাত আজি সকলর শিক্ষিতের
হার খুবেই কম। তুলনামূলক ভাবে ল'রা-
ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা যায় তেন্তে
প্রায় সমান। সহি যদিহে ভাতিভাবক সকলে
ছোৱালীৰ শিক্ষাত অলপ যত্ন লয় তেন্তে
ল'রাবোৰতকৈ দুগুণ আগুৱাই যাব পাৰে
মোৰ অনুভৱ। আজি ভাৰতৰ সকলো
ছোৱালী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাণ কৰাতে
দেখা যায়। ইয়াৰ নেপথ্যত কেতবোৰ কাৰণ
অন্তৰ্নিহিত আছে। কৃষি জীৱি; গ্ৰাম্যবাসী
প্রায় সংখ্যক ছোৱালীৰ শিক্ষাকালে শিশু-
কালতেই বিয়া দিবৰ বাবে যোঁ-জাঁ চলাই।
কিয়নো আজিৰ ২১ শতিকাৰ আজি যুৱক
সকলে ছোৱালী ২১ বছৰ পাৰ হ'লেই বুঢ়ী
হৈ যুলি ইতিকিং কৰে, বিবাহৰ বাবে
এক বৃহৎ সংখ্যক ধনৰ দাবী কৰিলা ধৰিয়াৰ
দিয়ে। তেওঁ দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ছোৱালী আজি
সমাজত খুবেই কম বয়সত বিবাহ দিয়া
দেখা গৈছে। সাম্প্ৰতিক সময়ত আজি
কাম-বন নকৰি, পঢ়া-শুনা নকৰি, গা-
ধেলাত খুসি থাকে। সেই তেলোকে বিবাহ

বাবে বীন লৈ বিবাহ কৰা দেখা যায়।
দুই ভবিষ্যতৰ বাবে শুভ সংকেত নহয়।
নৰ্থৰ অভাৰৰ বাবে সুচবিত্ৰ, গুণৱতী,
শিক্ষিত চোৱালীয়েও উপযুক্তীন হৈ কৰ্মহীন,
সুচবিত্ৰ, অশিক্ষিত, চাদাৰীৰ ঘৰেৰে সংসাৰ
চলাব লগীয়া হৈছে।
অভিৰ দিনত সহিবোৰ কথাই অধিক
চিন্তিত কৰি তুলিছে।

অষ্টম অধ্যায় : মাজং সকলর বিবাহ পদ্ধতি :

মাজং সকলর মাজত বিবাহ যোগ্য কন্যাত সামাজিক বিয়া পতাৰ নিয়ম আছে। সাধাৰণতে এজন ছোকে গোসে বা নিকনীৰ মাজত বিয়া পতা নিষেধ। বিবাহ উপলক্ষে এজন ঘটক থাকে। এওঁক 'জাম্বুৰ' বোলে। বিবাহ কার্য্য 'দৰা' বা কইনা যিকোলো এঘৰত সম্পন্ন হয়। দৰাক মাজং সকলে 'দামাদ' বা নয়া 'জাওয়' বোলে। বিবাহ উপলক্ষে এটা মণ্ডপ সজাব লাগে। এই মণ্ডপৰ চাৰিওফালে চাৰিও কোণত চাৰি ডাল কলগছ পুতিব লাগে। কলগছ পোতাৰ নিয়ম হৈছে 'দামাদৰ দুই হাতে বহলাই দি দুই হাতৰ আঙুলিৰ মুৰে মুৰে মাপ লৈ গাঁত খান্দি প্রথমে পোৱে ডালোৰা-পাণ দি পিছত এখোৰ কলগছ পুতিব লাগে। মণ্ডপৰ ওপৰত সাধাৰণতে চাল বা চান্দ কাপোৰ দিয়া হয়। মণ্ডপৰ আল্পনা আদিও আঁকা নিয়ম। বিবাহ বিয়াত সাধাৰণতে পাঁচ সাত নহুবা 'ন' জনী সধৱা নাৰ্যতী থাকে। এওঁলোকে প্রয়োজন বোৰ তৈয়লি দিয়াৰ লগতে আনান্য কামো কৰে। বিয়া উপলক্ষে প্রথমে জোৱণ দিয়া হয়। ইয়াক 'পাণচিনি'

বা 'ওঝা-খোৱা' বোলে। পাণচিনিত সাধাৰণতে কাপোৰ, অলংকাৰ, তেল, সেন্দুৰ, ভাতোন-পাণ আদি দিয়া নিয়ম। বিয়াৰ দিনা আয়তী সকলে পানী তুলি কইনাক গাঁ-ধুৱায়। ইয়াক 'চৰাপানী বা পানী তোলা' বোলা হয়। বিয়াৰ বাবে দৰা বা কইনাৰ লগত থোৱা যাত্ৰী সমূহক 'জৱালী' বোলে। বিয়াৰ পুৰোহিত বা আঁচিকাৰীৰ উপৰিও- বোৱা, নাপিত আদিকো প্ৰয়োজন। সাধাৰণতে পুৰোহিত থোৱা সকলে পুৰোহিত দ্বাৰা বা নোথোৱা সকলে আঁচিকাৰীৰ দ্বাৰা বিবাহ কাৰ্য্য সমাপ্ত কৰে। বিয়াৰ সময়ত দৰা আৰু কইনাক উৎযে ধুটান বা ওৰণি লয়। দৰাই ক্ষত্ৰিয় নিয়মমতে ভৰোৱাল লোৱা দেখা যায়। বিয়াত দৰাই কইনাক গা-ধন দিয়াৰো নিয়ম আছে। ইয়াক 'খালি' বোলে। বিয়াৰ পিচদিনা অৰ্থাৎ ফুলশয্যাৰ নিশা কটাৰলৈ দৰা-কইনাক যিটো ঘৰ দিয়া হয়। সেই ঘৰক 'জৱাঘৰ' বা 'খোপৰা ঘৰ' বোলে। সাজং সৰঞ্জাম

বিয়া সাধাৰণতে দুদিন। প্ৰথমা দিনা
ওৰ বিয়া আৰু পিছদিনা বাঁহী বিয়া।
সাধাৰণতে বাঁহী বিয়াৰ দিনাখনেই নিগদিও
সকলক খুওৱা নিয়ম। বিয়া উপলক্ষে
খোৱা-লোৱা আগদিনা চলে যদিও
বিয়া শেষ নোহোৱা পৰ্যন্তে ধৰুৱা আৰু
জোঙো মাদ খাবলৈ দিয়া নহয়। বিয়াৰ
দুয়ো দিনেই বিয়া নামৰ উপৰিও কীৰ্তন,
গীতলু, গামুচা আদি ধোৱা প্ৰথা। প্ৰায়ঃ
সকলৰ এই সামাজিক বিয়াৰ উপৰিও
দায় পৰা বিয়া বা পলুৱাই নিয়া
আৰু হাঙো বিয়া বা ববলা বিয়াৰ
প্ৰচলন আছে। সাধাৰণতে দায় পৰা বিয়াত
বিধিমতে ৰাইজক খুৱাই উদ্ধাৰ পৰাটিত
হব লাগে। হাঙো বিয়া অৰশ্যে ভাওঞ্চৰ
শূন্যঘৰে অনুষ্ঠিত হয়।

অসমিয়া : পশ্চিমবংগ, অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর আৰু বাংলাদেশত বসবাস কৰা প্রায় জনগোষ্ঠীৰ এক বর্ণিল ইতিহাস আছে। অসমীয়া ভাষাত কথা কোৱা লৰা-ছোৱালীক পাঠ-শুনাও কৰে অসমীয়া মাধ্যমত। বৰ অসমত তিলঙ্গীয়া প্রায় সকল অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগ, অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুৰ আৰু বাংলাদেশত বসবাস কৰে যদিও তেওঁলোকে নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিয়ে।

কিন্তু অসমীয়া বুলি চিনাকী দিয়া এই সকল লোক এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে। চুবুৰীয়া ৰাজ্যত বসবাস কৰা প্রায় জনগোষ্ঠীৰ লোক সকলে অস্তিত্বৰ সংকটত পৰি ৰূপান্তৰ কৰিব লগা হৈছে। নিজ দেশতে বিদেশীৰ দৰে জীয়াই থাকিব লগা হৈছে। সময়ে সময়ে প্রায় লোক সকলক চুবুৰীয়া ৰাজ্যত বাংলাদেশী সজাব বিচৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে।

৯.২ গ্রন্থপঞ্জিকা :

১/ ড° নবীন চন্দ্র শর্মা : অসমর সংস্কৃতি-সমীক্ষা ২:১
ড° কনক চন্দ্র চহবীয়া অধ্যয়ন পৃষ্ঠা : ৩০৯

২/ Google — https://as.vikaspedia.in>education

৩/ Google — https://as.vikaspedia.in>education

৪/ Google — https://m.facebook.com>photos

Scanned with OKEN Scanner

৯.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী —

১/ শর্মা, ড° নবীন চন্দ্র : অসমর সংস্কৃতি-সমীক্ষা
চহবীয়া, ড° কনক চন্দ্র

২/ Google — https://as.vikaspedia.in > education

৩/ Google — https://as.vikaspedia.in > education

৪/ Google — https://m.facebook.com > photos

Scanned with OKEN Scanner

৯.৪ সমলদাঁতা :

ক্রমিক নং	জীবিকা	ঠিকানা
১/ ড° অনুপমা বাংগা	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
২/ ড° আছমা ইয়াছমিন	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৩/ চন্দ্রানী দেবী বর্মন	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৪/ আসাদুল ইসলাম	গ্রন্থাগারিক	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৫/ রূপালী রাজং	গ্রন্থাগারিক	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৬/ পায়েল সাহা	ছাত্রী	চুনারী
৭/ মনিজা খাতুন	ছাত্রী	শিমুলবাবী
৮/ অংকিতা দাস	ছাত্রী	লক্ষীপুর

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্ৰকল্প পত্ৰ

বিষয়ঃ অসমৰ লোকনাট।

তত্ত্বাৱধায়িকা
ড° অনুপমা বাৰ্তা

প্ৰস্তুতকৰ্তা
নামঃ মাফিয়া চুলতানা
শ্ৰেণীঃ স্নাতক ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক
ৰোল নংঃ UA-201-101-0060
পঞ্জিয়ন নংঃ 20023052
শ্ৰেণী ৰোল নংঃ 269
তাৰিখঃ 15-05-2023
কাকতঃ প্ৰকল্প (ASM-HE-6056)

Scanned with OKEN Scanner

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Axomar Lukanat"** submitted by MAFIA SULTANA. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor
Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

Scanned with OKEN Scanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ

" অসমৰ লোকনৃত্য" শীৰ্ষক বিষয়টি অধ্যয়নৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰাৰ পৰা আদি কৰি অধ্যয়ন সম্পন্নলৈ যুগুত কৰি উলিওৱালৈকে দিয়া পৰামৰ্শ দি তথা তত্ত্বাৱধায়িকা স্বৰূ ড° অনুপমা বাগে বৰিদেউৰ লৈ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা স্বাচিছোঁ।

আমাৰ অধ্যয়ন কৰ্মৰ সঠিক মূল্যায়ন কৰি দিয়া আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আহ্বান আৰু প্ৰেৰণা দি অহা লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ড° অনুপমা বাগে বৰিদেউৰ লৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছো লগতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো।

প্ৰকল্প পত্ৰখন পুংখানুপুংখ নিৰীক্ষণ কৰি দিয়া লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকাৰ লগতে সহকাৰী অধ্যাপিকা ড° আছমা ইয়াছমিন, অধ্যাপিকা চন্দ্ৰানী দেৱী বৰ্মন, অধ্যাপক বফিকুল ইছলাম, ছাৰৰ লগতে বিভাগৰ আটাইকেইগৰাকী অধ্যাপক অধ্যাপিকা লৈ আন্তৰিকভাৱে শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো।

Scanned with OKEN Scanner

-সূচীপত্র-

বিষয়ঃ পৃষ্ঠা নং:

- প্রথম অধ্যায়: অবতরণিকা:

১.১. পরিচয় : ০০ – ০১

১.২. অধ্যয়নর লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যঃ – ০২

১.৩. অধ্যয়নর পদ্ধতি: – ০৩

১.৪ অধ্যয়নর পরিসর: – ০৪

- দ্বিতীয় অধ্যায়: মূল বিষয়ৰ আলোচনা:

২.১. লোকনাট্যৰ বিষয়বস্তু : ০৫ – ১০

২.২. লোকনাট্যৰ ইতিহাস বা কাহিনী : ১১ – ১৩

২.৩. লোকনাট্যৰ বিশেষত্ব বা গুৰুত্ব : ১৪ – ১৫

২.৪ লোকনাট্যৰ স্বৰূপ : – ১৬

২.৫ লোকনাট্যৰ ৰঙ্গমঞ্চ : ১৭ – ১৯

২.৬ লোকনাট্যৰ অভিনেতা অভিনেত্রীৰ কার্যকলাপ: ২০ – ২১

২.৭ লোকনাট্যৰ শ্রেণী বিভাগ : ২২ – ৫৭

২.৮ লোকনাট্যৰ পৰম্পৰা : ৫৮ – ৬৬

বিষয়ঃ

পৃষ্ঠা নংঃ

- তৃতীয় অধ্যায়ঃ ৫৪

৩.১. আরবনিঃ -৫৪

৩.২. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ -৫৫

৩.৩. পাদটীকাঃ -৫৬

৩.৪. অমলদাতাঃ -৫৭

Scanned with OKEN Scanner

১.১ পৰিচয় :

লোকনাট্য হৈছে লোকপৰিবেশ্য কলাৰ এটা অন্যতম ভাগ। আদিম সমাজৰ ঐতিহ্য-পাৰ্বণৰ লগত জড়িত নৃত্য-গীতৰ সৈতে নাটকীয় উপাদানৰ অন্তৰ্ভোগৰ ফলত লোকনাট্যই জন্ম লাভ কৰে। নৃত্য-গীত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰৰ ফলত অংগ্ৰোজন হোৱালৈ লক্ষ্য কৰিলে ইয়াক নৃত্যগীত বাদ্যযন্ত্ৰৰ ত্ৰিবেণী সংগম বুলি আখ্যায়িত কৰিব পাৰি। লোকনাট্যৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশত লোক-গীত আৰু লোকনৃত্যৰ ভূমিকা সুদূৰী প্ৰসাৰী।

লোকনাট্য প্ৰধানতঃ গীতিপ্ৰধান। সমাজত বাস কৰা ব্যক্তি আৰু লোক মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে লোক-নাট্যৰ ঘটনা-বলী আহৰণ কৰা হয় লোক সমাজৰ পৰা। ইয়াৰ কোনো লিখিত বাপ নাই; দুৰ অতীতৰ পৰাই ই মুখ পৰম্পৰাত প্ৰচলিত হৈ আহিছে। সৰলতা হৈছে ইয়াৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। লোক সমাজৰ দৰে ইয়াৰ ৰীতি-নীতিও পৰিবৰ্তনশীল। সমাজৰ বিবৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত ই সম্পৰ্কে লিখিত বাপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে।

১.২.

অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য :-

অসমীয়া সংস্কৃতিত লোকনাট এখন উল্লেখযোগ্য বিষয়। লোকনাট আঁবাৰনতে মানুহক লৈ কৰা হয়। লোকনাট মঞ্চুহৰ প্ৰতি মানুহ বৰকৈ আকৰ্ষিত। কিয়নো লোকনাট্য মঞ্চুহ মানুহক আনন্দ প্ৰদান কৰে। লোকনাট এখন অনুষ্ঠিত হয় পাছৰ উৎসৱৰ অনুষ্ঠান মঞ্চুহত। লোকনাট মঞ্চুহ মুকলি চাইত পতা হয়। ইয়াত মঞ্চ সাজ- সজ্জা, পাত্ৰ- পাত্ৰীয়ে কৰা নানা ভংগী- ভংগী নৃত্য - গীত, মুখা কথা- বতৰাৰ ছল চালনা আদি কৰি মানুহৰ ভাৱ আৰু বিশ্বাসত প্ৰতিফলন ঘটায়। লোকনাট্য কোনো ধৰা বন্ধা নিয়মৰ বশৱৰ্তী নহয়; ৰসিকৰ মনোৰঞ্জনেই ইয়াৰ প্ৰধান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই লোকনাট মঞ্চুহৰ প্ৰচলন দিনক দিনে নাইকিয়া হৈ গৈছে। আঁবাৰনতে বৰ্তমান যুগত কম্পিউটাৰ, টেলিভিচন আদিৰ জৰিয়তে নাটকসমূহ চায়। তাৰ বাবে লোক-নাট মঞ্চুহ অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি মানুহৰ মনোৰঞ্জন কমি আহিছে যেয়ে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাই হৈছে মোৰ আলচ বিষয়ৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য।

১.৬. অধ্যয়নের পদ্ধতি :

লোকনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমি তুলনামূলক পদ্ধতি আলোচনা করা নাই। অন্যান্য লোকনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন অবলম্বন করিছো। বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করি এই বিষয়ে আলোচনা করিছো।

Scanned with OKEN Scanner

১.৪. অধ্যয়নর পরিসর :

অধ্যয়নর পরিসরক দুটা ভাগত ভাগ করিব পারি যেনে— (i) ক্ষেত্র পরিসর

(ii) বিষয়র পরিসর ।

(i) ক্ষেত্র পরিসর : লোকনাট্যর পরম্পরার পরিসর য-তিকৈ দক্ষিন পূর্ব সছিয়ার মালয় - কম্বোদিয়া, থাইলেণ্ড ঘরদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, ভিয়েটনাম তিব্বত - চীন আরু জাপান, নেপাল আদি দেশত এই অনুষ্ঠান বিস্তার লাভ করিছিল । লোকনাট্য অধ্যয়নর ক্ষেত্র পরিসর হিচাপে বিশ্বখনকে অসমর লোকনাট্যর তিতকরা তথ্য যিদি অধ্যয়ন করার উপরিও আনুসাংগিকও তথ্যর বাবে এই আন্তর্জাতিক অসমকে আমরি লৈছে । বাহিরর দেশ সমূহত ব্যবহার হোৱা লোকনাট্যর কথা আলোচনা করা হয় ।

(ii) বিষয়র পরিসর : মোর আলোচনার বিষয় হৈছে কেৱল অসমর লোক নাট্য । ইয়ার বাহিরি ইয়াত, বাদ্যযন্ত্র, লোকনৃত্য, লোক বিশ্বাস আদির কথা ইয়াত আলোচনা করা নহি । যিহেতু মোর আলোচনার বিষয় হৈছে কেৱল লোকনাট্য । গতিকে. মোর আলোচনার পরিসর ইয়াতেই সীমাবদ্ধ ।

2.3. লোকনাট্যের বিষয়বস্তু:

লোকনাট্য লোক সমাজের দ্বারা রচিত কলা। লোক সমাজে প্রচলিত বিষয় বা ঘটনাকে লোকশিল্পীরা লোকনাট্য রূপ দিয়ে। তদুপরি ই প্রকৃত সৃজন কলা নয়, ই সমষ্টির প্রচেষ্টার ই ফলশ্রুতি। লোকনাট্যের বচনরীতি সম্পর্কে সমালোচক সুধীর কুমার করণ মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন —

লেখার দলের জন্য লিখিত বা নাটকের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু প্রয়োজন হয় একটি কাহিনীর। সেসব কাহিনী কখনও নিয়মবদ্ধ ভাবে নাটকের রূপ গ্রহণ করে না। বস্তুতঃ কাহিনী সংক্রান্তে ও একটি অবলম্বন মাত্র। গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত নানা গল্প থেকে, কিংবা প্রচলিত লোক-কথা থেকে বিষয় আহরণ করা হয় কিংবা "দলের সর্দারের তার যুক্তিমত কোন একটি বিষয় নিয়ে আবশ্যক অভিনেতাদের বুঝিয়ে দেন। কিন্তু তার ফলেও অভিনেতা তাঁর অভিজ্ঞতা মতো সংলাপ তৈরী করার ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীন।

লোকনাট্যের বিষয়বস্তু হল লোকজীবন আশ্রিত; ইহাদের কাহিনী আশ্রিত চরিত্র, চরিত্রানুযায়ী সংলাপ, লোকগীত,

লোকনৃত্য ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত, লোকনাট্যের কাহিনী কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাব প্রধান বা ধর্মনিরপেক্ষ হোয়া দেখা যায়। লোকনাট্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নবীন চন্দ্র শর্মাই মন্তব্য আলোচনা করিয়াছেন—

"লোকনাট্যের কাহিনী ধর্মনিরপেক্ষ আর ধর্মীয় ভাব প্রধান হয় পারে। ধর্ম নিরপেক্ষ কাহিনীও আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্য নিহিত হয় থাকে আর ধর্মীয় ভাব প্রধান কাহিনীও অকল্যানকারী শক্তিক বিদুরন আর কল্যানকারী শক্তিক আহ্বান এই দুই আদর্শ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে। পরবর্তী কালও রাজনৈতিক আর সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিকথা, জনশ্রুতি, লৌকিক কাহিনী আদি লোকনাট্যের পরিসীমাত প্রবেশ করে। এই প্রসঙ্গে Faubion Bowers র উক্তি প্রনিধানযোগ্য—

" The connection between danee and religi on is depp Particularly in hinduism where Siva is supposed to have created the very world by setting its trust rhythm in motion by danee, Mythology abounds in descripitions of the gods danching under Variety of circumstanees."

উল্লেখযোগ্য যে লোকনাট্যত প্রচলিত কাহিনী কোনো সকক ব্যক্তিৰ মৌলিক সৃষ্টি নহয়, ই লোকগোষ্ঠীৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত, সমাদৃত আৰু উপভুগিত কাহিনী হে ধৰ্মীয় কাহিনী, পৌৰাণিক বৃত্তান্ত আৰু সামাজিক ঘটনাক্ষেত্ৰিয়ে মৌনমুখি লোকনাট্যৰ উপজীব্য দেৱ-দেৱীৰ মহিমা মানৱ শক্তিৰ ওপৰত দৈৱ শক্তিৰ প্ৰাধান্য ইয়াত ফুটাই তোলা হয়। পাপ পুণ্য, নীতি - দুনীতি, ধৰ্ম - অধৰ্মৰ দ্বন্দ্ব দেখুওৱা হয়। কিন্তু শেষৰফালে পৰাজয় আৰু পুণ্যৰ জয়, নীতিৰ পুৰস্কাৰ, দুৰ্নীতিৰ শাস্তি, ধৰ্মৰ মহিমা অধৰ্মৰ গ্লানি ফুটাইতোৱে ফুটাই তোলে। মানুহৰ বিশ্বাস, ত্যাগ আৰু ভক্তি জাগি তোলাই লোকনাট্যৰ উদ্দেশ্য। গীত, নৃত্য অভিনয়ৰ সমন্বয়ে লোকনাট্যত গীত-পদে অধিক সুবদ্ধ লাভ কৰে। ৰামায়ণ বা মহাভাৰতৰ বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি কাহিনী গঢ়ি উঠিলেও কাহিনীভাগৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিবোৰত ভাটীয়া বা ভাৱবীয়াই হাস্যসম্পদ ব্যাখ্যা দিবলৈ প্ৰয়াস কৰে। প্ৰধান লোকনাট্যৰ মুখ্য ঘটনাৰ লগে লগে ৰাণ্ডুৰ জীবনৰ লগত সম্পৰ্কযুক্ত বিভিন্ন ব্যংগাত্মক পৰিস্থিতি সংযোগ কৰি স্থূল হাস্যৰস উদ্দীপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। প্ৰখ্যাত নাট্য সমালোচক অজিত কুমাৰ ঘোষে লোকনাট্যত ধৰ্মমূলক কাহিনীৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি কৈছে —

"লোকনাট্যের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মমূলক। যে সব ক্ষেত্রে সামাজিক বিষয় বস্তু গ্রহণ করা হয় সে সব জায়গাতেও ধর্ম ও নীতির সর্বজন গ্রাহ্য আদর্শ জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।"

কেতিয়াবা গাঁৱলীয়া নৰ-নাৰীৰ প্ৰেমৰ অভিজ্ঞতা জনিত কাহিনী অন্তর্নিহিত কৰে ইয়ে কাহিনীক অধিক আকর্ষিত আৰু উপভোগ্য কৰে। ৰামায়ণ, মহাভাৰত বা পুৰাণ আদিৰ প্ৰেমৰ চিত্ৰৰ লগা লগা গাৱলীয়া জীৱনৰ চিত্ৰও পৰিস্ফুট হোৱা দেখা যায়। এই প্ৰসঙ্গত আশুতোষ ভট্টাচাৰ্যৰ মন্তব্য প্ৰণিধানযোগ্য—

-Rural drama in the real sense of the term is based solely on episodes from the lives of the rural people. No puranic or historical character can intrude into the themes, which must be unitraditional in character. Such dramas have become very rare in the rural areas just as in most folk-song, Krishna and Radha occupy the position of hero and heroine and every love songs they play the role of the lover and the beloved.

লোকনাট্য বা আনুষ্ঠানিক নাট অর্থনাটকীয় অনুষ্ঠানের পরা অদ্ভুত হয় আখ্যিকথা, আখ্যিকথার কথন শৈলী, ধর্মীয় যাত্রা যেনে: ঝাকুরা হলি বা বিষ্ণুর দোলাবোহন কৃত্য, বাসযাত্রা বিবাহর ঐতে অনুষ্ঠিত যাত্রা, বন্ধুরাব অভিনয়, হানাযোঁবা, জন্মাষ্টমী, পচতি, নবোদ্যোত্তর, মথনী বা মথেনী, মহো- হো বা হু মহৌ- হৌ সোনাবায় পুজা, হদেনী দিয়া, দব পুজা কাতি পুজা, কালি চত্তিনাচ, চড়ক পুজা, নাম প্রসঙ্গ ঢোল আৰু ঢেল পরিবেশন, ঢেপা ডুলীয়াব নৃত্যানুষ্ঠান, নাগাবা বা নাহোবা পরিবেশন, ঝোমোবা পাটী, ঝাড়ীনাচ, বাইজোবা নাচ, বীয়ম অনুষ্ঠিত ঐতে জড়িত বিভিন্ন গুজাপালি বাপ, তেলদবে মনসা অনুষ্ঠিত ঐতে অনুষ্ঠিত বিবিধ গুজাপালি বাপ, দেওধনী দেবধানি, দধনী, দেওঁরা, দেউলা আদিব নৃত্য গীত অভিনয় আধাবতেই লোকনাটব জন্ম হয়। গতিকে গীত, নৃত্য, অভিনয় আৰু কাহিনীযুক্ত লোক অনুষ্ঠানব সকলোবোব সমন্বয়েই লোকনাট্যব বিষয়বস্তু। কিবা উত্তেজক বা উদ্দীপক যাবব শুনিলে মানুহে আনন্দব আনন্দত বা বিষ্ময়ত নাচিবলৈ ধৰে। বণ্ডিঢ়াল অবস্থাত নবি- ডাপবি, জাপখাই প্রত্যেক যুগতে আৰু প্রত্যেক সমাজত মানুহ অনুকবাত্মক অনুগ চালনাব মনব ভাব প্রকাশব বাহিব হিচাপে বিভিন্ন কবা কথা অব্যাহত বাখিছিল। এই প্রথাই কালক্রমে

Scanned with OKEN Scanner

ক্রমত পৰম্পৰাগত লোক নৃত্যত পৰিবৰ্তন হ'লে সুবিধা পালে। অৰ্জিত আৰু অৰ্জিত দৈহিক অংগ-ভংগিক যেতিয়া মাৰ্জিত ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰু নিখুঁত কৰিবলৈ ছন্দ, তাল আৰু লয়ৰ লগত পাদচালন, দেহৰ অংগচালন আৰু দৰা, ঢোল, কাঁহ, ডোঁপা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্ৰৰ সংযোগ হ'ল। ভৰৰ শব্দ আৰু গতি অংগ-ভংগিৰ প্ৰদৰ্শনৰ মাজেদি লোকনৃত্য হৈ পৰিল উদ্দেশ্যমূলক। মানুহৰ ধাৰণা, বিশ্বাস প্ৰভৃতি লোকনৃত্যৰ মাজেদি উপভোগ্য হৈ অভিনয়ত্মক হ'ল হ'য়ে ধৰ্মীয় আমাজিক আৰু নাট্যাভিনয়ৰ বিভিন্ন দিশত প্ৰদৰ্শিত হ'লে ধৰিলে।

উপৰোক্ত আলোচনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা যায়। লোকনাট্যৰ বিষয়বস্তু যিকোন লোকজীৱন সংপৃক্ত হব পাৰে তেৰেকে পৌৰাণিক বা ধাৰ্মিক হ'ব পাৰে। তদুপৰি লোকনাট্যৰ উৎস ঐতিহ্য, ইতিহাস, ধৰ্ম, জীৱন, লোক-কথা আৰু আনন্দ বিনোদন আদি বিভিন্ন লোক সংস্কৃতি বিষয় দেখা যায়।

2.02. লোকনাট্যের ইতিহাস বা কাহিনী :

লোকনাট্যের কাহিনী আধারনুযায়ী নিম্নে দিয়া ধরণে শ্রেণীকরণ দেখুয়ার পারি। যেনে —

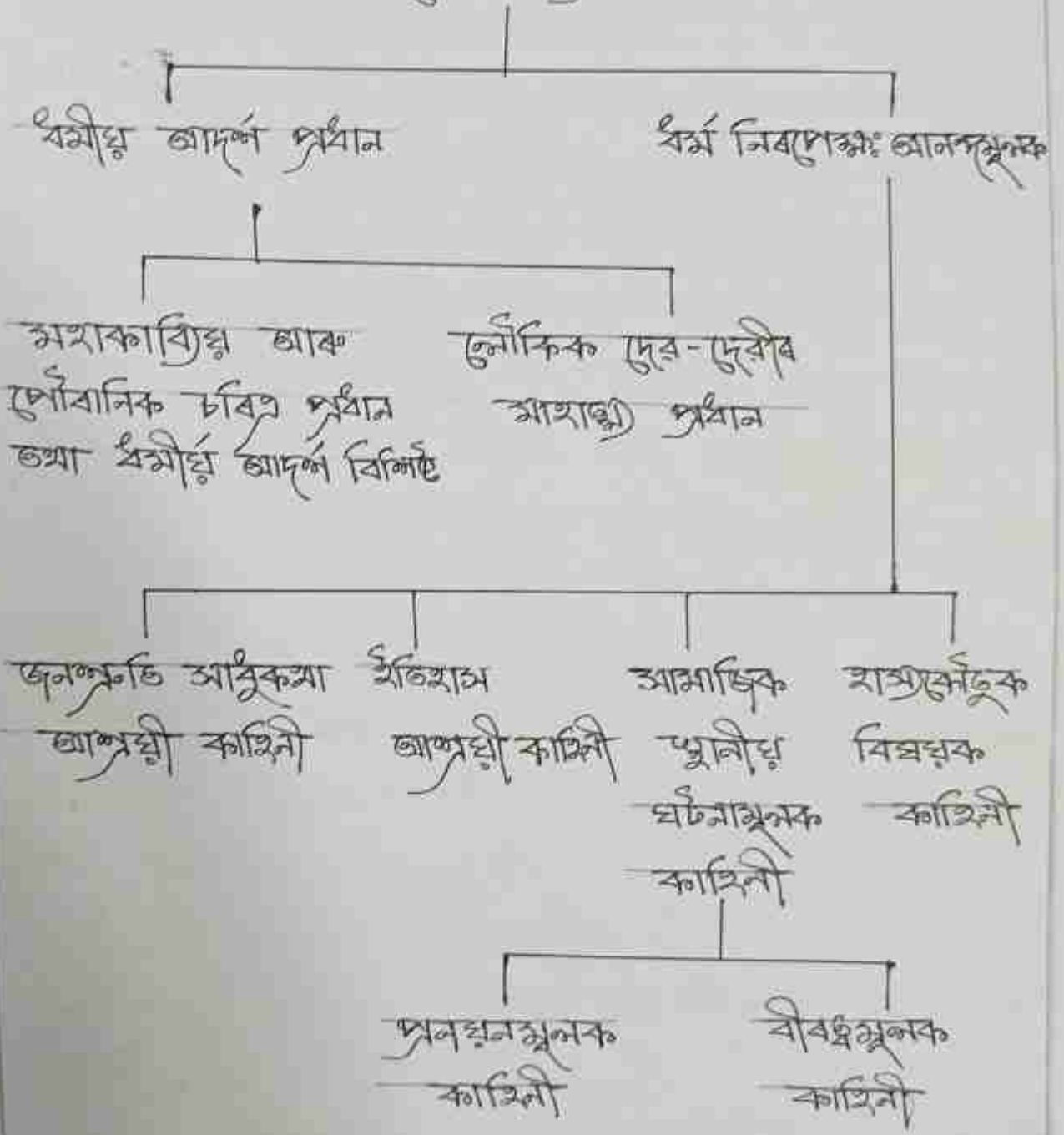

উপরোল্লিখিত ভাস বা শ্রেণী অনুসরি অসমর বিভিন্ন

আজলৈ প্রচলিত আৰু জনপ্রিয় কেইটিমান কাহিনীৰ নাম তলত উল্লেখ কৰা হল। যেনে:

(i) মহাকাব্যিক আৰু পৌৰাণিক চৰিত্ৰ প্ৰধান আৰু ধৰ্মীয় আদৰ্শ বিশিষ্ট কাহিনী :

সিন্ধুমনি বধ, ৰামৰ বনবাস, সীতাৰ বনবাস, লৱণ দৈত্য বধ, হৰধনু ভঙ্গ, সীতাহৰণ, বালীবধ, ৰাৱণ বধ, লৱ-কুশৰ যুদ্ধ, আৰিণী- সত্যবান, ৰজা হৰিশ্চন্দ্ৰ দুৰ্বাসাৰ অভিশাপ, পাণ্ডৱৰ ৰাজসূয় যজ্ঞ, কুলাচল বধ, অঘাসুৰ বধ, লক্ষ্মণ বৰ্জন অভিমন্যুৰ চক্ৰব্যূহভেদ, কৰ্ণবধ বিৰাট পৰ্ব, কুৰুক্ষেত্ৰ, অৰ্জুন বিজয়, লক্ষ্মণৰ শক্তিশেল, দ্ৰৌপদীৰ প্ৰতিজ্ঞা, দুঃশাসন বধ, কুম্ভবধ, অজামিল পৰ্ব, নল-দময়ন্তী স্বয়ম্বৰ চিন্তা, কৃষ্ণলীলা, ঈশ্বৰ লৱশস্ত্ৰ, বভ্ৰুবাহনৰ বিজয়, ঘটোৎকচৰ পৰাক্ৰম কুন্তীৰ ক্ৰন্দন, কীচক বধ, শকুনিৰ প্ৰতিশোধ, সীতাৰ পাতাল গমন, মহিষাসুৰ বধ, শুম্ভ নিশুম্ভবধ, দেবী- বিজয়, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, হৰ-গৌৰীৰ বিবাহ, ভাৰকাসুৰ বধ, পৰশুৰামৰ বিজয়, কামাখ্যা মহিমা, নৰকাসুৰ বধ, স্বয়ম্বৰ চিন্তা ইত্যাদি।

(ii) লৌকিক দেৱ-দেৱী বিষয়ক কাহিনী:

মনসা বিজয়, পদ্মাৱতীৰ মহিমা, হাচন-

হোড়েনৰ পালা, চান্দো সদাগৰৰ পালা, বেউলা লখিন্দৰৰ পালা, কাতিৰ জন্ম, সত্যপীৰৰ কাহিনী, মনাই মাগাৰ কাহিনী, ঊষা অনিৰুদ্ধৰ পালা, ইত্যাদি।

(iii) জনশ্রুতি আধুকথা কাহিনী:

কমলা কুঁৱৰীৰ কাহিনী, ভেজীগলাৰ আধু নয়ান ঝৰীৰ কাহিনী, মদনামতীৰ কথা, চাৰুখুগী কেচাবন্দী, গোপী চন্দৰ পালা ইত্যাদি।

(iv) ইতিহাস আশ্রয়ী কাহিনী:

মইমনসিংহ গীতিকাৰ পালা, দুলালমতীৰ পালা, জয়মতীৰ কাহিনী, পদুম কুঁৱৰীৰ কাহিনী হৰদত্ত বীৰদত্তৰ কাহিনী, কালা পাহাৰৰ পালা ইত্যাদি।

(v) সামাজিক আৰু স্থানিক ঘটনামূলক কাহিনী:

ভূমিকম্পৰ দুঃ, হিং. আৰ. পি. বিদ্যুৎ, বানপানীৰ দুঃ, কল্লোল পুৱানৰ দুঃ, চাহৰৰ দুঃ মৰীৰ দুঃ, অসম আন্দোলন দুঃ ইত্যাদি।

(vi) স্থায়ী কৌতুক বিষয়ক কাহিনী:

তামোল চোৰৰ দুঃ, চাহ পুৱানৰ দুঃ, চোৰৰ দুঃ বামুন আৰু মোল্লাৰ দুঃ, নিং নিং তাম্ভবীয়াৰ দুঃ, বিয়া পতাৰ দুঃ, বামুনৰ দুঃ গোঁসাই ঈশ্বৰৰ দুঃ, মহন্ত অহন্তীৰ দুঃ ইত্যাদি।

Scanned with OKEN Scanner

2.6 লোকনাট্যের বিশ্লেষণ বা শ্রেণিবিভাগ :

লোকনাট্য এক প্রকারের গীতাভিনয়। এই নাট্যের নির্মাতা অভিনেতা দর্শক, শ্রোতা, কলাকুশলী, পাত্র-পাত্রী, নর্তক - নর্তকী, বাদ্য যন্ত্রের করোতা প্রভৃতি সকলেরই লোকায়ত সমাজের। লোকনাট্য আর অভিনয়ের কোনো নির্দিষ্ট রূপ বা ফর্ম বা লিখিত রূপ পেতে পারে না। দূর অতীতের পরই লোকনাট্য কলার বিবিধ কাহিনী আর রূপ অলিখিত ভাবেই পরম্পরাগত ভাবে প্রবহমান হয়ে বর্তমানলোকে চলি আছে। এই বিধি কলা যিহেতু লোকসমাজের সৃষ্টি আর লোকসমাজের ভেতর ইহার স্থিতি আর ব্যাপ্তি পতিকে ইহাক লোক-নাট্য কলা আখ্যা দিয়াও আপত্তি নুচাই স্বাভাবিক। পক্ষ সমাজের জনগনর পাচলিত যি নাট্যধর্মী রচনা মৌখিক রূপত রচিত হয় আর মুখ পরম্পরা প্রচারিত হয় তাক লোক নাট্য বুলিব পারি। এই প্রকারে লোকশ্রুত কাহিনী, কাহিনী আশ্রিত চরিত্র, চরিত্র মুখাপেক্ষী অনুলাপ লোকগীত, লোকনৃত্য স্বল্প অনুলাপ আর লোকবাদ্যের একত্রিত মাধ্যমত "যাত্রা দৃশ্য" তার জোগীর দ্বারা লোকাকীর্ন উপযুক্ত আঙ্গিকত অভিনয়ের অনুষ্ঠানত আক প্রদর্শন করা হয় তাকেই লোকনাট্য। লোক নাচ বা নাট, নৃত্য গীতর সমন্বয়। আনকি গান-লাপর তুলনাত গীত আর নৃত্যর আধিক্য পরিবর্তি নাটর প্রাণতম বেশিহে। আন পিনে বর্ণীয় কৃত্তি

Scanned with OKEN Scanner

আৰু ইয়াৰ অনুষ্ঠানৰ লগতো লোকনাট বিশেষভাৱে জড়িত। মুখা, পোশাক পৰিচ্ছদ, অঙ্গ অভিনয় ধুনি, বিশিষ্ট সঙ্গীতময় ক্ৰিয়া আদি লোক নাটৰ আনুষ্ঠানিক এককবোৰ। যেনৰ আচৰণো এইবিধ নাটত থাকিব পাৰে। লোকনাটৰ কাহিনী বা কথাবস্তু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আৰু ধৰ্মীয় ভাৱে প্ৰধান হব পাৰে। ধৰ্ম নিৰপেক্ষ কাহিনীত আনন্দ উপভোগৰ উদ্দেশ্য নিহিত হৈ থাকে আৰু ধৰ্মীয়ভাৱে প্ৰধান কাহিনীত অকল্যান কাৰী শক্তিক বিদূৰন আৰু কল্যানকাৰী শক্তিক আহ্বান এই দুটি আদৰ্শ প্ৰচ্ছন্ন ভাৱে থাকে। পৰৱৰ্তী কালত বাজনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিবৰ্তনৰ পৰিনতিত সাধু-কথা, জনশ্রুতি, লৌকিক কাহিনী আদি লোকনাটৰ পৰিসীমাত প্ৰৱেশ কৰে। লোকনাটৰ কথাবস্তু অনেক ক্ষেত্ৰত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হব পাৰে, কিন্তু অধিকাংশ লোক নাটৰ উদ্ভৱ হৈছে ধৰ্মীয় পৰিপ্ৰেক্ষিত ভিত্তিত। তাৰেই নাট পৰম্পৰাৰ উদ্ভৱ আৰু গতি-প্ৰকৃতিৰ ইতিহাস বিশ্লেষন কৰিলে ইয়াৰ মূলতত্ত্ব বোলকৈ উপলব্ধি কৰিব পৰা যায়।

২.৪. লোকনাট্যৰ স্বৰূপ :

জনআধাৰনৰ দ্বাৰা নিৰিলাকৰ মাজতে পৰিবেশিত নাট। আধাৰনতে গাঁৱৰ উৎসৱ, অনুষ্ঠান আদি উপলক্ষে প্ৰদৰ্শনৰ আয়োজন কৰা হয় আৰু বহুত বুজি হয় মুকলি আকাশৰ তলত নহয় তাৰেৰকে তৰা বহা চনিৰ তলত ইয়াক অনুষ্ঠিত কৰা হয়। লোকনাট্য নৃত্য গীত প্ৰধান আৰু আধাৰন লোকৰ সংস্কাৰ, ভাৰ আৰু বিশ্বাস ইয়াত প্ৰতিফলিত হয়। লোকনাট্য কোনো ধৰাবন্ধা নিয়মৰ বন্ধনৰ্তী নহয়, বাইজৰ মনোৰঞ্জনেই ইয়াৰ প্ৰধান লক্ষ্য। ইয়াৰ উদ্ধাত সৰ্বসাধাৰনৰ কথিত ভাষা। আমঠিক ভাৱে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হল ইয়াৰ স্বতঃস্ফূৰ্ততা।

অসমত লোকনাট্যৰ পৰম্পৰা যথা অভিনয়ত পোৱা যায়। আন্ধাৰলেণ্ডৰ জাতীয় থিয়েটাৰ আন্দোলনৰ বিষদ বিচাৰ কৰি চালে লোকনাট্যৰ বিষয়ে আমাক আভাস পোৱা যায়।

অসমৰ প্ৰত্নপালিকো আংশিকভাৱে লোকনাট্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। আংশিকভাৱেহে পাৰি কাৰণ ইয়াৰ নাচবোৰ ক্ৰমপদী ৰীতিৰহে। পুতলা নাচকো আংশিকভাৱে লোকনাট্যৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰি। অচেতন লেখকে লোকনাট্যক পনৰেলা জাগৰিত কৰাৰ বাবে আহিলা। চিচাপো লোৱাৰ নজীৰ আছিত্যত আছে।

2.৫. লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য :

লোকনাট্য স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই অভিনীত হয়না, খোলা চাঁইে দর্শকের উপস্থিতিতে এই শ্রেণীর নাট্য অভিনীত হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানমূলক কৃত্যের অনুষঙ্গরূপে বছরের কোন সময় এরা চাঁইে লোক-নাট্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আঙ্গিকগতে অভিনয়ের বারো বাজানোর আঁকাজোকা খুব বৃত্তাকার বা বর্গাকারে রূপত রাখি ইহার চারিপাশে দর্শকমকল বসে। কোনো ধরনের মঞ্চ নির্মান নকরাকে এই খোলা চাঁইে নাট্য অভিনীত হয়। অবশ্যে যেসব চাঁই ভে-সবের ধান ঘের পাকি দিয়ে ঘেরা যায়। তাঁতিরা আঁকড়া জ্বালাই পোহরের ব্যবস্থা করে। খুব বিশেষে প্রেট্রোমাক্স লাইট বা হাত-বাতি জ্বলায়। আজ অঞ্জা-দির বারে খুলীয়ড়োরে পোরা পোছাক পরিচ্ছদ, কাঠির তরোয়াল, বাঁইর ধনু-কাঁড়, মরাপাটির চুলি, পিতাম্বরী, ঘাগরী, ছাই আদি ব্যবহার করা হয়।

খুলীয়ড়োরে পোরা কাঠ, চাঙেছ আদির দ্বারা মুখা প্রস্তুত করি অভিনয়ের প্রসঙ্গত ভারবীয়াবিলাকে ব্যবহার করে। রাম, সীতা, লক্ষ্মন, দ্রৌপদী, অর্জুন, কৃষ্ণ, আদির নিচিনা চরিত্রই মুখা ব্যবহার নকরে। রাবন, বিভিষন, কুম্ভকর্ন, বানর, হনুমান, বালি, সুগ্রীব, নীল, নল, জাম্বুরন্ত আদি চরিত্রই এই চরিত্রসমূহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর লগত কিছু পরিমানে আদুসী থকা মুখা দিশো। মহাকাব্যীয় বা

Scanned with OKEN Scanner

পৌরাণিক কাহিনী ভিত্তিক লোকনাট্যের অভিনয়ের মাঝে বিষাদ-বিয়োগাদির প্রতি চক্ষু রাখি মাঝে মাঝে হাস্য-কৌতুক প্রধান সংকোটা দৃশ্য অভিনয় করে দেখানো হয়। মূল কাহিনী তাদের শৈল্পিক লক্ষ্যে এই নেখীয়া দৃশ্যের সংযোজন ভালোই লাগে। বুড়া-বুড়ীর অভিযান, বুড়ার বিয়া, বাঘের লগত যুঁজ, বামুনের বহুরালি, মন্ত্রী, প্রম-সল-ঐ, বিষয়া অভিছোর আদি বিভিন্ন কার্য্যাবলীর অনুকৃতির-আবাবও সৃষ্টি ধরনের দৃশ্যাবোর পুষ্টি।

অভিনয়- খোলা বা মঞ্চ বা খুনত ভাওরী স্থাই প্রবেশ আরু প্রস্থান করিবর বাবে তিনিকালে তিনিটা অরু পথ থাকে। এই পথ কেইটা যুতি পুতি ভাবে দীঘল বা বাঁহ বান্ধি চিহ্নিত করা হয়। পথ তিনিটাত দর্শক নবহে বা মিঞ্চ হৈ নাথাকে। ঘরর চৌতাল, নামঘরর প্রাঙ্গন আদিতো এইবিধ নাট হতে নীত হব পারে। লোকনাট অনুষ্ঠিত হোবার পরাগত কোনো ধরনর ধ্বনি বিরর্ধক; অথবা ধ্বনি তরঙ্গ গ্রাহী যন্ত্র; অর্থাৎ 'মাইক' ব্যবহার করা নহয়। খোলা চাঁহিজন আবাবনর আজও ধ্বনি বিরর্ধক যন্ত্র ব্যবহার নকরাকৈ লোকনাটর ভাওরীয়া বা নির্বাহিক (Performer) সকলে তেওঁলোকর গীত পদ বা সংলাপ

-বচন আদিরে দর্শকক শক্তি সহজে আকর্ষণ করিব পারে। লোকনাট্য বা লোকপরিবেশ কলার অভিনাত্মক দিগর ভিতে জনসাধারণর মাঝ আরু অনুষ্ঠানির মাধ্যমরে সম্বোধ স্থাপন করিব পারি। এনে বিধর অনুষ্ঠানর প্রদর্শনে (Performance) সামাজিক বার্তা অভিব্যক্তন করে, আরু এই প্রদর্শনর লগত দর্শকে অন্তঃক্রিয়া স্থাপন করিব পারে।

2.৫. লোকনাট্যের অভিনেতা অভিনেত্রীর কার্যকলাপ :

লোকনাট্যের অভিনেতা আর অভিনেত্রী উভয়েই পুরুষের হিজড়েতে সীমিত। এই বিশ্ব নাট্যে অভিনয়ত নারী চরিত্রর অভিনয় করে পুরুষে, অর্থাৎ এই বিশ্ব অভিনয়ত অহ অভিনয়র পরম্পরা নাই। অনেকক্ষেত্রত পুরুষে মহিলার চাদর - মেখেলা পিন্ধি মুখত বুঢ়ীর মুখর দরে নির্মিত মুখা পিন্ধি বুঢ়ীর অভিনয় করে। অভিনয় নির্দেশকারীক বোলে মেনেজার বা চরকার বা সূত্রধার বা ওঝা বা গুজা। ইয়ার বাহিরেও অভিনয়র সহায়ক-স্বরূপে গায়ক বা গায়ন, বায়ক বা বাইন, নর্তক বা পানি বা পায়ন, দোহারী, বহুরা বিদূষক আদি চরিত্রই থাকে। মূল কাহিনীভাগর অভিনয় আরম্ভ হোরার পূর্বে বাদ্য বাদ্য বজাই মূল বা গুজা বা সূত্রধারে ভেই বাতি অভিনীত হব লগীয়া পালা বা নাটক সম্পর্কে দর্শকক অবহিত করে। ইয়ার পিছত আর্কা বাদ্যাদি বজোরা হয়। ইয়ার পরবর্তী স্তুতি বন্দনা। বন্দনার অন্তত মূল কাহিনীভাগর অভিনয় করা হয়। মূল পালা বা কাহিনীর অভিনয়র অনুষঙ্গত অকলশরে বিবিধ রীতি অবলম্বন করে। মূল অভিনয়, নৃত্য-গীত আর অভিনয়র সমষ্টি। অভিনয়ত গীত আরু নৃত্যই প্রাধান্য লাভ করার নিচিনাকৈ কথা বা সংলাপেও গুরুত্ব লাভ নকরাকৈ নাথাকে। অনেক ক্ষেত্রত নৃত্য - গীতরহে কথোপকথন সম্পাদন করা হয়। সংলাপবোর প্রায় ছন্দ সংযুক্ত;

ঘরণী হাস্য - কৌতুককারী চরিত্রগুলোর অভিনয় প্রায়ে পদ্যধর্মী। গীত নৃত্যর অতিরিক্ত প্রাধান্যর বারে লোকনাট্যক "গীতি - ধর্মী - নাট্য প্রধান" আখ্যা দিব পারি। এই সন্দর্ভে মোহন খোরে প্রাচীন ভারতীয় নাটকর বৈশিষ্ট্য বাজির সন্দর্ভে উল্লেখ করা মন্তব্য টি লোকনাটকের ক্ষেত্রত প্রয়োগ করিব পারি। যেনে :

Having regard to these characteristics of hindu Plays they may Perhaps suitably be called 'lyrico - dramatic spectacless'. or some sord of operas but not drama' from which their aim and spectators considerably differ.

লোক নাট্যাভিনয়র লগত লোকবাদ্য যন্ত্রর সম্পর্কে অতিকৈ গভীর। এই বিধ অভিনয়র সূচনা করা হয় বাদ্য বাজনারে আরু পরিসমাপ্তিও ঘোষণা করা হয় বাদ্য বাজনারে। লোকনাট্যাভিনয়র অধিকাংশ ঢোল, খোল, মৃদঙ্গ, তাল বাহী, বাঁশী, মুখ-বাঁশী দোতোরা, সরতারা বা নাইটোকারী, টোকারী, কালি, খঞ্জরী আদি ব্যবহার করা হয়। আঞ্চলিক কোনো বিশেষ ধরণর তেরেঙ্গা আরু সোনিয়াম আদি এই অভিনয়র প্রসঙ্গত সংগত করিবলৈ লোৱা হয়।

2.7. লোকনাট্যৰ শ্ৰেণীবিভাগ :

অসমৰ লোক-নাট্যসমূহৰ শ্ৰেণীবিভাগ কৰিবলৈ লৈ কেইবাটিও অসুবিধাৰ সম্মুখীন হব লগীয়া হয়। প্ৰথমতে ইয়াৰ যাব লগীয়া হয়, লোক-নাট্য সমূহৰ অন্তৰ্নিহিত বিচাৰি। কালৰ নিৰ্মম আঘাতত আৰু পৃষ্ঠপোষক-তাৰ অভাৱত বৰ্তমান অনুষ্ঠান লুপ্ত হৰণ্ডাত আছে। সেইবোৰৰ স্বৰূপ উদ্ঘাটন কৰিব লোৱাৰাটিকে এই বিষয়ক চিন্তা-চৰ্চাই সম্পূৰ্ণতা লাভ কৰিব নোৱাৰে। প্ৰচলিত লোকনাট্য সমূহৰ শ্ৰেণীকৰণ নিঃসন্দেহে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হব পৰা নাযায়। কাৰণ, সেইবোৰৰ অৱয়বগতে লিখিত ৰূপ নাই। তাৰতৰ আন আন ঠাইৰ লোক নাট্যৰ আধাৰত অসমীয়া লোক-নাট্যৰ শ্ৰেণীনিৰ্ধাৰণ অটিকৈকে কৰিব নোৱাৰি। কাৰণ, বহুলো ক্ষেত্ৰত তাৰতীয় লোক-নাট্যসমূহৰ মিল আছে যদিও আঞ্চলিক বিশেষত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে তেওঁ বিভাগবোৰ নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। অসমীয়া লোকনাট্যৰ প্ৰকৃতি হেনে ধৰণৰ বিভাজনৰ আজোদি তলদৰে পৰিস্ফুট হৈ নুঠে। লোকনাট্যত সংগীত, নৃত্য আৰু অভিনয়ৰ সমন্বয় সাধিত হয়। অসমৰ বৰ্তমান লোকনাট্যানুষ্ঠানত কেউটা উপকৰণৰ পৰিমাণ অনেদৰে মিহলি হৈ আছে যে সেইবোৰৰ তাৰতম্য বিচাৰ কৰা টান হৈ পৰে আৰু সেই-বাবে সেই অনুষ্ঠান সমূহক উপকৰণৰ

ভিত্তিত নির্ণীত কোনো এত শ্রেণীরেই অন্তর্ভুক্ত কবিব নোৱাবি।

আলোচনাৰ সুবিধার্থে অসমৰ লোকনাট্য সমূহক প্রধানকৈ তিনিটা ভাগত বিভক্ত কবিব পাৰি — ① নৃত্য-গীত প্রধান, ② অর্ধনাট্যীয় আৰু ③ যাত্রা। প্রথম শ্রেণীত ধৰিব পাৰি — ① নৃত্য-গীত প্রধানৰ ভাগঃ ওজাপালি, ডুলীয়া ভাওনা, পুতলা নাচ, জয় ৰ ডুলীয়া, ঝুলীয়া ভাওনা, আপী ওজা, কুশান গান, দোতৰা গান, ভাৰী গান, বাঁশী পুৰান গান, মৰাই পুজাৰ গান, মইনামতী, নয়ানসুৰী ইত্যাদি অনুষ্ঠান। লোকনাট্যৰ আৰ্টিষ্টিৰোৰ উপাকৰণযুক্ত এই অনুষ্ঠানসমূহ নৃত্য আৰু গীতৰে সমৃদ্ধ।

দ্বিতীয় শ্রেণীত ② অর্ধনাট্যীয়ৰ ভাগঃ ভাওৰীয়া, পাচতি, নাম ভাওনা, চড়ক পুজাৰ গীত, কাতি পুজাৰ গীত, মদন ৰ কামৰ গীত, ধুমুহা পুজাৰ গীত, জোনাবায় পুজাৰ গীত, মথনী আদি। অনুষ্ঠানসমূহক অন্তর্ভুক্ত কবিব পাৰি। লোকনাট্যৰ সকলো উপাকৰণেৰে পূর্ণ নহ'লেও এইবোৰ অনুষ্ঠানৰ ক্রিয়া কলাপত স্পষ্ট নাট্য লক্ষণ জড়িত হৈ আছে।

তৃতীয় শ্রেণীত পৰে, ③ যাত্রাৰ ভাগঃ গোৱালনী যাত্রা, অনাই যাত্রা আৰু ভাসান যাত্রা প্রমুখে যাত্রা নামক অনুষ্ঠান সমূহ। লোকনাট্যৰ উপাকৰণ সমূহ কম-বেছি পৰিমাণে অন্তর্ভুক্ত হৈ থকা

এইবোৰ অনুষ্ঠানৰ পৰিৱেশন- পদ্ধতিত নৃত্য গীতৰ প্ৰাচুৰ্য্য পৰিলক্ষিত হয়। অৱশ্যে, এই প্ৰসঙ্গত এধাৰ কথা পাহিবৰ লাগিব যে আলোচনাক সুঁচি অনুষ্ঠিত বাপ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে আমোন উল্লেখিত অনুষ্ঠান সমূহৰ এই তিনিটা শ্ৰেণী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। প্ৰকৃততে, অনুষ্ঠানসমূহৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য সুস্পষ্ট নহয় আৰু সেইবাবে বিচাৰ কৰি চালে এটা শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত অনুষ্ঠানৰ বৈশিষ্ট্য যে আন শ্ৰেণীৰ অনুষ্ঠানতো কিছু পৰিমাণে পৰিলক্ষিত হব সেই বিষয়ে একো সন্দেহ নাই।

ওজাপালি :

অসমৰ প্ৰাচীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত ওজাপালি অন্যতম। কোন যুগত ওজাপালি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভ হৈছিল সেই কথা সঠিকৰূপে জনা নাযায় যদিও প্ৰাক্ শঙ্কৰী যুগৰ পৰাই যে এই অনুষ্ঠান অসমত প্ৰচলিত হৈ আহিছে সেই বিষয়ে সন্দেহৰ অৱকাশ নাই। ওজাৰ গীতত উল্লেখ কৰা বাসবোৱৰ নামৰ পৰা চাই প্ৰদীপ চহিলাই ওজাপালিক ৮ম - ১০ম শতিকাৰ অনুষ্ঠান বুলি অনুমান কৰিছে। দৰং আৰু কামৰূপ জিলাতেই অধিক জনপ্ৰিয় এই অনুষ্ঠানক মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱে সমাজে প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু তেজিয়াৰে পৰা সমসাময়িকে ওজাপালিৰ চৰ্চা কৰি অহা হৈছে।

নরবৈষ্ণব ধর্ম প্রচারত শংকরদেরে এই অনুষ্ঠানর অহায় লৈছিল বুলি জনা যায়। অসমর শিল্পী বাহী আৰু লোকপ্রিয় আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান হিচাপে ওজাপালি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ওজা' শব্দ 'গুৰু' অর্থত আৰু পালি শব্দ 'শিষ্য' অথবা সহকাৰী অর্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ওজাই পালিৰ সহযোগত নৃত্য-গীত অভিনয় সম্বলিত যি অনুষ্ঠান কি পৰিবেশন কৰে সেয়ে ওজাপালি। একোটা ওজাপালি দলত এজন ওজা আৰু পাঁচ ছয় জন পালি থাকে। ওজা জন নৃত্য-গীতত পাৰ্গত হব লাগে। ওজাই দিহাৰে আৰম্ভ কৰি একোটা পৌৰাণিক কাহিনী বিভিন্ন ৰাগত গাই যায় আৰু পালি সকলে খুটিতাল বজাই সেই গীত দোহাৰে আৰু তৰবে তাল বান্ধি থাকে। গীতৰ লহা লগে ওজাই হাতৰ মুদ্রা প্রদর্শন কৰে আৰু বিভিন্ন ভঙ্গীৰে নাচে। প্রধান ভাৱভংগী হিচাপে ওজাই বিশেষ ধৰনৰ আজু-পাৰো পিন্ধে। পালিসকলৰ পোছাক আ-ধাৰন, ধৰনৰ দুটি ধুতি আৰু চোলা। পালিসকলৰ আজুত আকৌ এজন মুখ্য পালি থাকে। তেওঁক 'জইসা পালি' বোলে। তেওঁ ওজাৰ আঁহাতস্বৰূপ। জইসা পালিজন সুৰক্ষিত হব লাগে। তেওঁৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব আছে আন সকলৰ সৈতে পদ দোহাৰি ওজাৰ ওপৰি

অসমীয়া সমাজত ওজাৱে সৈতে হোৱা কথোপকথনৰ ছলেৰে তেওঁ সীতৰ আখ্যান ভাগ অতি সহজ-সৰলভাৱে প্ৰকাশ কৰে। হাস্যৰসযুক্ত এই কথোপকথনেই দৰ্শকৰ আকৰ্ষণৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰ হৈ পৰে। আখ্যানৰ অতি জটিল কথাও ডাইনা পালিয়ে বহাল আৰু ঘৰুৱাভাৱে দাঙি ধৰে। আৰু দৰ্শকৰ মনো ৰঞ্জনৰ কাৰণে প্ৰসংগক্ৰমে ধেমেলীয়া কথাৰ অৱতাৰণা কৰে। ওজা আৰু ডাইনা পালিৰ কথোপকথন আৰু অংগী-ভংগীয়েই ওজাপালিক নাট্যধৰ্মী অনুষ্ঠানত পৰিণত কৰিছে। কিন্তু পুৰাংগ নাটকৰ অভিনয়ৰ দৰে ওজাপালিৰ বাবে কোনো আঁৰকাপোৰ অথবা বিশেষ কোনো মঞ্চৰ প্ৰয়োজন নহয়। দৰ্শকৰ মাজৰ অথবা দাঁতিৰ সমতল খালী ঠাইতেই অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰা হয়।

ওজাপালি অনুষ্ঠানক প্ৰধানকৈ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি—

① মুকলাবায়নী হোৱা ওজাপালি ② বাঁহ হোৱা ওজাপালি আৰু ③ বামায়ণ হোৱা ওজাপালি। বাঁহ আৰু বামায়ণ হোৱা ওজাপালি মনসা পূজাৰ সৈতে জড়িত। আৰম্ভণিৰেপৰা এই তিনিটা শাখাৰ আগনি হৈ-ফৈ হোৱা দেখা

যায়। মঙ্গলদেও ব্যাস গোরা গুজা বাসায়ন গোরা গুজার পরা পৃথক নহয়। বরপেটা অঞ্চলত আরু আন ঠাইত গুজাপালির প্রচলন আছে। তেওঁলোকক বৈষ্ণবী গুজা বোলা হয়। বৈষ্ণব যুগত রচিত কীর্তন ঘোষার পদ লৈ নাচে বাবেই তেওঁলোকে এনে নাম পাইছে।

② সুকনাৰায়নী গোরা গুজাপালি :

সুকবি নাৰায়নদেৱে রচিত পদ্মপুরানর পদ আবৃত্তি করে বাবেই এই শাখার গুজাপালিক সুকনাৰায়নী বোলা হৈছে। কথিত আছে এইগৰাক 'সুকনান্নী' গুজা বোলা হয়। সুকবি নাৰায়ন দেৱে নামটোরেই জনসাধাৰনর মুখত সংকুচিত হৈ সুকনান্নী হলগৈ বুলি অনুমান করা হৈছে। গৰকৈ, নাৰায়নদেৱর উপাধি দুর্গাবর, মনকর রচিত পাঁচালীও এওঁলোকে কৈভিয়াবা গায় আরু পাছুলৈ ঘি কোরা পাঁচলী গোরা গুজাই সুকনান্নী নামেরে জনাজাত হয়। পদ্ম পুরানর বেউলা - লখিন্দরর কাহিনী এওঁলোকর গীতর বিষয়বস্তু। সেইবাবে, মনসা অথবা আৰৈ পুজাত এই শাখার গুজাপালিয়ে নৃত্য - গীত পরিবেশন করে। এই কারণে সুকনাৰায়নী গুজাক আৰৈ গোরা গুজা বুলি জনা যায়। মনসা সর্পর অধিষ্ঠাত্রী দেৱী। অতি প্রাচীন কালরে পরা

অসমৰ কামৰূপ, দৰং আৰু গোৱালপাৰা জিলাত মনসা পূজাৰ প্ৰচলন হৈ আহিছে। আধি অবক নিবাৰণৰ অৰ্থে অনুষ্ঠিত কৰা হয় বাবেই বোধ কৰোঁ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভণি জনজান হৈছে। মনসা দেৱীৰ স্তুতিসূচক গীত পাঠ কৰি ওজাপালিয়ে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ পাছতেই মূল বিষয় অৰ্থাৎ বেউলা লখিন্দৰৰ কাহিনী গাবলৈ ধৰে। মনসা পূজা ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱাভাৱে এদিনীয়া অথবা অবহ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হব পাৰে। পূজা শেষ হোৱাৰ আগদিনাখনক ভেঁদক বোলা হয়। ওজাপালি আৰু দেওধনী নৃত্য অসমৰ মনসা পূজাৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য বুলি কোনো কোনোৱে মত প্ৰকাশ কৰিছে। দেওধনী অবিৰাহিত অৱস্থাত থকা এগৰাকী তিতোৱা। দেৱদাসীৰ দৰে, তেওঁ দেৱীৰ নামত নিজকে উছৰ্গা পৰিত্ৰ জীৱন যাপন কৰে। ভেঁদকৰ দিনা দেওধনীয়ে চুলি মেলি প্ৰথমে বহি আৰু পাছত থিয় হৈ ঢোলৰ ছন্দে ছন্দে উৎ স্মৃতিৰে নাচিবলৈ ধৰে। ওজাই লখিন্দৰক মৰণৰ হিচৰত আপে দংশন কৰি মূৰ্ছা যোৱাৰ পাছ হোৱাৰ লগে লগে দেওধনীয়ে দঁকত পৰি অচেতন অৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু অজ্ঞাতসাৰে অকলো লবচৰ নকৰাকৈ শুই থাকে মৃতদেহৰ নিচিনাকৈ বগা কাপোৰ এখনেৰে তেওঁক ঢাকি ৰখা হয়। বেউলাই নৃত্য গীতেৰে দেৱতা সকলক খুহি লখিন্দৰক জীয়াই তোলাৰ প্ৰণাম

পদ্ তেজাপালিয়ে আরাম্ভ করে তারপরে লহো লহো দেওধনীয়ে হাত ধরি নবায়। তেহি হাত নুতন কাপোর লৈ দেওধনীক জাবিবলি ধরাত এই দেওধনীয়ে উঠি বহে আর ক্রমে মিথ্য হে দেবী আর বাইজক সেরা জনাই বিদায় লয়। দেওধনীর তেজ তেজা-পালিয়ে সমাপ্ত করা সই দৃশ্যই অনুষ্ঠানটিক অধিক নাটধর্মী আকর্ষনীয় করি তোলে। অকলাবায়নী তেজই পদর নমুনা দাঙি ধরা হল —

দিহা ।। দারুন বিধি কি লেখিলা আমার কপালে।
দারুন বিধি কি লেখিলা তোরে ।।

পদ ।। প্রভু প্রভু বুলি বেউলা ডাক চারি বোলে।
ডাক দিলা দেবেসরেতোরর উপরে ।।
নাকান্দা নাকান্দা তুমি বেউলা সুন্দরী।
অরণ্যে পাইবা নগরিক তোলে দেবপুরী ।।
দেবেগন বচন বেউলা নুশুনিল কানে।
হা প্রভু হা প্রভু বুলি বেউলাই কান্দে ।।
না হইল আস পক্ষ দিন আঠ চারি।
কাল বাঘিত পদ্মরতী মোক কৈল বারী ।।
বিষাদ ভাবিয়া বেউলা করয় ক্রন্দন।
শুনিতে উপজে দুখ শুনে থিবা ঘন ।।
কোন দোষে প্রভু মোর হৈল দক্ষিন।
তুমি অবিহনে মই জীয় কিবা কারন ।।

হা প্রভু হা প্রভু আমাক এবি গৈলা তুমি কোথায়।
কোন দোষে মোক কৈল এমন অবজ্ঞা ।।

দিশা ।। বেউলা বালিতোরে লখাই হেনর উপর।
বেউলা বালিতোরে ।।

পদ ।। লখাই লৈয়া বেউলা বালিত জলর উপর।
ভেলপার করে বাজ চম্পক নগর ।।
নানা মতে বাদ্য বাজে ঢাক ঢোল বিক্যাল।
পুবী জুবী ভূমিকম্প হৈল উথল মাথল ।।
ভাল করি খোল বাজে দপরে পরে বারী।
দেখিবার স্ত্রী পুরুষে করে লবালবি ।।
ঘর দুয়ার নাড়েহে কেহো হয় পর্ব্বত।
কোথলার চুরাল কেহো ফেলই ভূমিত ।।
বিনয় করি লোক বেউলা করিলা বিদায়।
দেখিতে দেদুহে বেউলা বায়ু বেগে যায় ।।

মুকনারায়নী পুজাপালির আন এটা নাম বং ডোরা পুজাপালি।

রামায়ন গোরা পুজাপালি:
আমির কন্দলি রচিত রামায়নর পথ অথবা গ্রন্থান করিবর মাথোন রামায়নমূলক রচনা আবৃত্তি করে

বাবেই বীত্ত অঞ্চলের এই অঞ্চলের বাসিন্দের দ্বারা পালিত হোরা পূজা বুলি জনা যায়। কথিত থাকে এই-পঁউলোকক "বহিমানর পূজা" বোলে। 'বাসায়ন' শব্দই 'জনসাধারণর চক্ষু করনর পদ্ধতিরে 'বহিমান' হলেও বুলি অনুমান করা হোছে। পঁউলোকর কোথা কোনো 'দুর্গাবিবী পূজা বুলি জনাজাত। দুর্গাবর বচিত গীতি বাসায়নর পদ আবৃত্তি করে বাবেই এই নাম দিয়া হোছে। গীতি বাসায়ন মাধব কন্দলির বাসায়নর জনপ্রিয় অনুকরন। বাসায়ন হোরা পূজার আজ-পাব আরু নৃত্য পদ্ধতি বীতর পূজার লগত মিলে। কিন্তু বীতর পূজার আমলে পঁউলোকর গীতর বাচার প্রধান পরিলক্ষিত নহয় বুলি কোরা হোছে। নাটকীয় ভঙ্গী আরু হাস্য রসাত্মক অভিনয় বাসায়ন হোরা পূজাপালির বৈশিষ্ট। সেইবারে এই শ্রেনীর পূজাপালিক ওজাইবা' (ওঝাবীয়া) পূজা বুলি কোরা হয়। জলঙ দুর্গাবিবী পূজার পদর নমুনা দাঙি ধরা হল —

আ কি বিধিহে
কোন কালে মই জনম লভিলো।
কৈলো মই মহাপাপ নুহুচে হৃদয় তাপ
রাম স্বামী অনাথ করিলো॥
বাঘর ওর্খাক ধরি বারহে নিজোক হরি
এহি দুখিবেক বাজে বাজে।

Scanned with OKEN Scanner

পবিত্রতা ধর্ম মোর অন্তে নষ্ট ভৈলা হে
কেন্তে প্রাণ ধরো হেন লাজে ।।
আ কি নয়ন
হৈল সীতা শোক উপেক্ষীয়া ।
তৃনত সমুল মোর বন্ধু পরিবান হে
এহি দুখ মনে আলচিয়া ।।
এরেম্নে জানিলো সীতা বাসব স্বয়ম্বর হোন্তে
এবি মোর ভৈলা কোন চিত ।
একক লক্ষ্মন যেন আমিও ভৈলো তেন হে
সহজে চঞ্চল তিবী- জাতি ।।
সম্পাদে সুন্দরী নারী আপদত ভৈলা পরি
সই জক জানাহো খবরে ।
জনক দুহিতা হয়া শ্বশুরক ভেজিল হে
কেন্তে জীউঁ সতেক সন্তাপে ।।
আর্যুটি করিয়া শোক মুনক পাঠাইলা হে
তোমাকো পাঠাইলা কোন কবি ।
সই নাজানিলো জান কপট হৃদয় হে
বনে দুখ সহিতে নপারি ।।

শ্রীমহোরা গুজাপালিঃ

শ্রীমন্তের রচিত পুরান, মহাভারতর পদ
আবৃত্তি করার পরাই পঠনোক এই নামেরে বিখ্যাত

হৈছে। কশ্যিত তাখাত পউঁলোকক 'বিষ্ণুহৰ ওজা' বোলে। ব্যাস ওজোপালিৰ সৰা ছোৱক অন্তীয়া ওজাপালি বোলা হয়। অন্য সম্প্রদায়ৰ নহয় ওজাপালি অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যাসৰ ওজাই বিষ্ণু পুজা, দুর্গা পুজা অথবা বাজেহৰা নাম প্রসঙ্গ আদিত ভাগৱত পুৰান, মহাভাৰতৰ আদিৰ পাদ গায়। বৈষ্ণৱ পৰম্পৰাত গঢ় লৈ উঠিলেও অসমীয়া অঞ্চলত দুর্গা পুজাৰ সৈতে জড়িত জাগৰ গীত অকল পউঁলোকেহে গোৱা নিয়ম প্রতিষ্ঠালিকে প্রচলিত হৈ আহিছে। দেৱীক জাগ্রত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই গীত গোৱা হয়। সেইদৰে দুর্গা অথবা শিৱৰ স্তুতি বিষয়ক আলহী গীতো পউঁলোকেহে গায়। আলহী বাগত গোৱা শিৱ দুর্গাৰ বন্দনামূলক গীতকে আলহী গীত বোলা হয়। নৃত্য-গীত বাগত ব্যাসৰ ওজা আৰু সুকনাবাঢ়নী ওজাৰ মাজত স্পষ্ট পার্থক্য আছে। এইবোৰৰ বিষয়ত ব্যাসৰ ওজাৰ জ্ঞান সুকনাবাঢ়নী ওজাতকৈ সুযোগ ওপৰত। সেই বাবেই বোধ কৰোঁ আগৰ দিনত সংগীত শাস্ত্রত ব্যুৎপত্তি থকা কলাৰ অধিকাংশকলক 'ব্যাস' উপাধি দিয়া হৈছিল। শাস্ত্রীয় বাগৰ সুৰ আধিনাত ব্যাসৰ ওজাৰ বিশেষত্ব অহাজ চকুত পৰে। পউঁলোকৰ গীতত বাগৰ প্রাধান্য মন কৰিব লগীয়া।

সাজ - সজ্জা আর অলংকার - পাতিত্যে ব্যাসর ওজার বিশিষ্টতা আছে। নওঁলোকর কঁকালত জোরা আরু কমরবন্ধনী, গাত চাপকন চোলা আরু চাদর আরু মূরত মোগল ডাঢ়র পাগুরী থাকে। নওঁলোকে কানত আরু গলতো সোনর অলংকার, হাতত আরু আরু ভরিত নেপুর পিন্ধে। সুকনাবায়নী ওজার পোছাক ব্যাসর ওজাতকৈ অবল। নওঁলোকে গাত চাদর লয় আরু মূরত আবাবন পাগুরী আরে। ভরিত কৈতিয়াত নেপুর নিপিন্ধে। খুটিতাল দুয়োবিধ ওজাপালিরে সকলো বাদ্যি - যন্ত্র যদিও বজোরা পাৰ্ৱতি দুয়োবিধর সকে নহয়। ব্যাসজোরা পালিয়ে দুযন হাতত দুপাত তাল লয়। নওঁলোকে সোহাঁতেরে তাল বজাহি বাঁওহাতর মুঠা দেখুৱাই থাকে। ব্যাসর ওজাই গোরা পদর পছোরা উদ্ধৃত কবা হল :

দিয়া ।। কৃষ্ণ সি হবি বান্ধর বাম সি
পদ ।। জয় জয় কৃষ্ণ পুত্রে বান্ধর মাধব ।
তেকত - বংসল হবি দয়াল আদরে ।।
হেন মাধবর পদে করো নমস্কার ।
বাঁচবো পাতালী যত কথা অতি আর ।।
পবম পুরুষ বিনজয় অবতার ।

আসিলা দুর্জয় বীর দানবরক্ষ আরি ।।
তথ্য দিকেপালে নক্ষো কুম্ভক কুম্ভাসুর ।
অসংখ্য যোদ্ধা তেজ ছেলন্ত উদগ্র ।।
কলাক্ষয়ে মৃত্যু যিনি কোটি কোটি বার ।
হেন পূর্ণব্রহ্ম কাছে নর অবতার ।।
আহার চরণে দুই বীর প্রণমিত ।
কহিবোহো পাক পাণ্ডবর কথা যত ।।
বৈশম্পায়ন বদন্তি শুনা জন্মেজয় ।
কহে পাচ কথা যত নকরা অতুলায় ।।
প্রতি মতে সদাদত্ত বীর মহাবীর ।
করত সহায় দুই নিকট শরীর ।।
নাহি ভেদ দেখা যায় গায়ে ঘাম বহে ।
তিনিবাক সমতি তার শরীরে নসাহে ।।
ভোজনে পীড়িলা যেবে রাক্ষস দুর্ব্বার ।
যুদ্ধে করি দুরন্তে দেখর অন্ধকার ।।
প্রলয়ে রুকোদর ছিদ্রক আকলি ।
ঘোর নাদ করি ধীরে যায়ে অলখলি ।।
ভেদ দিয়া মহাক্রোধে কোর এক দিলা ।
আঘাতকি নসহিনা আচিত পরিনা ।।
মূর্চ্ছিয়ত পরা ধীরে নহিয়া ভাসা ছুরি ।।

কার্তিকোপো কোব দিলা দুবাচাব গোট্ট ।।
অর্জুনে বোলন্ত দাদা কিবা ভোরা আব।
দুবাচাব বাক্ষসব চিন্তিত্রোক আব ।।

গোরালপাবা জিলাত প্রচলিত মাবাই (মাবে) পুজোব গান অথবা পদ্মপুবানেব গান ওজোপালি অনুষ্ঠানবেই আঞ্চলিক অনুক্ষবন বুলি কব পাবি। গোরালপাবা জিলাত মনসা পুজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। মনসা দেবী ইয়াত বিষহবিব নামেবে অধিক জনপ্রিয়। সেই বাবে মনসা পুজাব সৈতে এই অনুষ্ঠানক বিষহবিব গালো বোলা হয়। ওজোপালিব দবে ইয়াতো প্রজন্মা প্রধান গায়ক আৰু জেউঁব সহযোগী দল পালি থাকে। মনসা- পুজা উপলক্ষে নউঁলোকে পদ্মপুবানব আৰু প্রধানকৈ নাবায়নদেবব পদ্মাপুবানব বেউলা - লখিন্দাবব কাহিনী গীত, নৃত্য আৰু কথোপ-কথনব জবিয়তে দাৰ্ঢি ধবে। গতিকে, মাবে ভোরা ওজোপালিব পবা নউঁলোক পৃথক নহয়। ৰ পার্থক্য মাত্রোন ইমানেই যে মাবাই পুজাত গানব প্রধান গায়কজন 'মূল' বা 'গীদাল' বোলা হয় আৰু জেউঁব হাতত প্রধান চোঁবব থাকে। ওজাব নির্দেশকে জেউঁ

গীত - পদ লগাই দিয়ে পালিসকলে মুঠিতাল বজাই, তাৰেই তাল বাখি তেই গীত দোহাৰি যায়। কাহিনীৰ মাজে মাজে মূল আৰু ভাইনা পালিৰ মাজত কথোপ কথন চলে। স্থানীয় ভাষাত এই ৰীৰঙ্গুক ভাঙতি দিয়া বুলি কোৱা হয়। কাহিনীৰ কোনো কোনো অংশ আৰু প্ৰধানকৈ লি লখিন্দাৰৰ মৰ্ম-দহন আৰু পুনজীৱন (দঁকত পৰা আৰু দঁক উঠা) আৰু চাই বিলেহৰ চান্দ সদাগৰৰ বিপৰ্যস্ত জীৱনৰ ঘটনা প্ৰতীকী অভিনয়ৰ যোগেদি পৰিবেশন কৰা হয়। পদ্মপুৰাণৰ বেউলা - লখিন্দাৰৰ কাহিনী পৰিবেশিত হোৱা গোৱালপাৰীয়া গান এটা অনুষ্ঠানক বাঁশীপুৰাণ গান বোলা হয়। এই অনুষ্ঠানত পদ্মাপুৰাণৰ গীত এক বিশেষ ধৰণৰ বাঁহীৰ সহযোগত গোৱা হয়। ইয়াতো নৃত্য- গীতৰ লগতে অভিনয়ৰ ৰীৰঙ্গা আছে। কিন্তু চৰিত্ৰসমূহে ইয়াত মুখা ৰীৰহাৰ কৰে।

গুজাপালি অনুষ্ঠান প্ৰাচীন অসমৰ লোক-শিক্ষাৰ প্ৰধান মাধ্যম আছিল। মহাপুৰুষ শংকৰ-দেৱেও নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ অৰ্থে এই অনুষ্ঠানৰ সহায় লৈছিল। দৈত্যাৰি ঠাকুৰ বাচক শংকৰদেৱৰ আঁবৰদেৱৰ চৰিত'ৰ পৰা এই বিষয়ে জানিব পাৰি।

ঐতিহ্যৰে পৰা অসমৰ অসংখ্য গুজাপালি নৃত্য-প্ৰচলিত হৈ আহিছে। অসৰ ওজাপালি, ব্ৰাস ছোৱা ওজাপালি আদিৰ অন্তৰ্ভুক্ত। নৰবেশৰ ধৰ্মৰ বিস্তাৰে ওজাপালি অনুষ্ঠানৰ অনুশীলনত পৃষ্ঠপোষকতা দান কৰিছিল। কিন্তু আধুনিক যুগত ওজাপালি অতকৰ অনুষ্ঠান হৈছে। আধ্যাত্মিক নৃত্য-গীতৰ উপকৰণ এক্কা আৰু লোক নাট্য উপাদানেৰে পুষ্ট এই অনুষ্ঠানটি লোপ পাই অহাৰ উপক্ৰম হৈছে। শিক্ষিত লোকৰ অনাদৰ, চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাৰ অভাৱ জাতীয় কলা অপদৰ প্ৰতি উদাসীনতা আদিয়েই অনুষ্ঠানটিক ক্ৰমে অপমৃত্যুৰ পথলৈ ঠেলি দিছে। এই প্ৰসংগত প্ৰদীপ চলিহাই কোৱা কথাখিনী মন কৰিবলগীয়া :

'দুখৰ বিষয়, এই ঐতিহ্যবাহী নৃত্য কলা বৰ্তমান অৱনতি আৰু অৱলুপ্তিৰ পথত। অসমৰ শিক্ষিত লোক সকল, বিশেষকৈ জাতিৰ আশা-ভৰসাৰ স্থল, যুৱ সম্প্ৰদায়সকল এই নৃত্য ধাৰাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ উদাসীন। এই অনাদৰ অৱহেলাৰ কাৰণেই এই প্ৰাচীন নৃত্যধাৰা ওজাপালিয়ে লগৰ পৰা বহু দূৰত, শিক্ষিত লোকৰ পৰা আঁতৰত শিক্ষা-দীক্ষাত

পিছপাবা পাবঁব দবিদ্র জনলব আগত আশ্রয় লৈছেহি।....

ওজোপালিব সাম্প্রদায়ব বাদ্যব বহু নাচ উপযুক্ত শিল্পীব হাতত পবি উন্নত হৈ জনপ্রিয়তাব চমক লগাইছে; আনহাতেদি ওজোপালিব নাচও প্রায় সকলো শাস্ত্রীয় উপাদান থকা সত্ত্বেও ই কলাদব অবহেলাত মৃত্যুব কাল পাবিছে।

এই দিশব আক্ষেপব সুব শুনিবলৈ বহুনাতো আছে। অবশ্যে কোহলীয়াবে দেশীয় ঐতিহ্যব ভিত্তিত শিল্পকলা প্রতিষ্ঠা কবাব এক আগ্রহ পবিলক্ষিত হৈছে। দেশীয় পবম্পাবাব পদা আঁতবি গল্প সৃষ্টিব স্বকীয়তা আৰু গভীবতা খেদিবই যায় বুলি কথা পলমকৈ হলেও উপলব্ধি কবা হৈছে। বঙ্গীয় নাট্যকলাব ক্ষেত্ৰে জড়িত শম্ভু মিত্ৰই (বৰ্তমানে প্রযোজ্য) এই দিশটোব প্রতি নাট্যশিল্পসকলব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিছে। বিদেশী কলা- কৌশলব পবিবর্তে দেশীয় নাটবাপ প্রয়োগ কবাব চেষ্টাবে আবশ্যিক লোক-নাটব ধাবা অব্যাহত কবাব প্রবণতা চেষ্টা হকদ্ধ আবোপ কবিছে। এই উদ্দেশ্যেই দিল্লীত হবিব অনবীবে 'হয়া

যিয়ে নাৰ' প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে প্ৰচলিত লোক-নাট অথবা লোক-কলাৰ আৰ্হিৰে তেওঁ নাটক পৰিবেশন কৰিছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিজেন্দ্ৰ তেন্ডুলকাৰ, কৰ্ণাটকৰ গিৰীশ কাৰ্নাড, মণিপুৰৰ ৰতন থিয়াম আদিয়ে যেনুৱা লোক-কলাৰ কৌশল আগত ৰাখি ৰচনা কৰা নাটকে সমগ্ৰ ভাৰততে বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছে। ঘোৰা শংকাৰ আশীৰ দশকৰ পৰা অসমতো এই অচেতনা আৰম্ভ হৈছে। অৰ্থাৎ অসমীয়া নাটকেতো আঞ্চ পৰিচয়ৰ সন্ধান কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাবে কোনো-কোনোৱে ওজাপালি, টুনীয়া ভাওৰীয়া, খুলীয়া ভাওৰীয়া, সিঘ নাম, বিয়ানাম প্ৰমুখে লোক-নাট্যসমূহৰ পদ্ধতি নাটকত প্ৰয়োগ কৰিছে। তেনে অভেদাই ওজাপালিৰ লেখীয়া অনুষ্ঠানৰ উন্নতিত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে।

আপী-প্ৰজা :

ওজাপালি অনুষ্ঠানত অধিবাসতে পুৰুষেই ভাগ লয় যদিও কামৰূপৰ কোনো কোনো ঠাইত দুই এটা চাৰিটা ওজাপালিৰ দল আছে, যত সকলো ছোৱালী

Scanned with OKEN Scanner

হে অনুষ্ঠান গ্রহণ করে। কামরূপী ওঝাগোষ্ঠীর ভোরালীক 'আপী' বুলি কোৱা হয়। হেইফালৰ পৰা এই অনুষ্ঠানে আপী গুজা নামেৰে জনজাত হৈছে। অন্যান্য প্রজাপালিৰ নিচিনাকৈ ইয়াতো গুজা, ভইনা পালি আৰু পালি আছে। গুজাৰ ভূমিকা গ্রহণ কৰা ভোৱালীজনীয়ে বিশেষ ধৰণৰ আজ - পাট আৰু অলংকাৰ পিন্ধে। দীঘল জামা আৰু চাদৰ বা ঘুনাম মেখেলা আৰু চাদৰ ভেউঁৰ আজ - পাটৰ বিশেষত্ব। কানত দুল, ডিজাইন আলামনি গথৰা গলপাত, হাতত আৰু আৰু ভৰিত লেপুৰ পিন্ধি ভেউঁ জাকত জিলিকা হৈ উঠে। ভইনা পালি আৰু পালিসকলে মেখেলা পিন্ধে আৰু বিয়া - চাদৰ লয়। আপী গুজাৰ অনুষ্ঠান পৰিচালনা পদ্ধতি পুৰুষৰ গুজাৰ দৰেই। পোছাক - পৰিচ্ছদ, আ- অলংকাৰ আৰু সংগীত আদিৰ লৈপৰত বামায়ণী গোৱা প্রজাপালিৰ লগত আপী গুজা পালিৰ মিল আছে। গুজালোকে গীতৰ সুৰত বামায়ণ, মহাভাৰত, আৰু পুৰাণৰ আখ্যান বৰ্ণায়, নাচে আৰু গুজা আৰু ভইনা পালিয়ে কথোপকথন ছলেৰে জটিল পদ সমূহ ব্যাখ্যা কৰে। অবিবাহিতে মহিলাই আয়োজন কৰা উৎসৱ - পাৰ্বণত আপী গুজাৰ অনুষ্ঠান পৰিবেশিত হয়। কামৰূপৰ দৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ কোঞা কোনো চাহিতে আপী গুজাৰ দল আছে।

দোতৰা গান :

বুমান গানৰ বাহিৰে গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰচলিত অৱসৰকাল নাটবৰ্মী অনুষ্ঠানতেই দোতৰা গ্ৰীৱহাৰ কৰা হয় যদিও দোতৰা গানেও অপৰিহাৰ্য বুলি বিবেচিত হোৱা বাবেই অনুষ্ঠানটোক দোতৰা গান আখ্যা দিয়া হৈছে। বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। বুমানৰ দৰে ইয়াতো মূল, পালি আৰু বায়ন থাকে। কিন্তু বিষয়বস্তু আৰু পৰিবেশন - পদ্ধতিৰ ফালৰ পৰা অনুষ্ঠান দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। বুমানৰ বাজাধুনৰ আবাবিত পৌৰাণিক কাহিনীৰ বিপৰীতে, দোতৰা গানৰ বিষয়বস্তু লোক-কাহিনীৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰা হয়। লৌকিক কাহিনীক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় উঠা বাবেই অনুষ্ঠানটোক কেছাবন্দী (কেচ্ছা = মাধুৰী) আৰু পালবন্দী বুলিও কোৱা হয়। বুমানত মূলে যেনা বজাই যি কোনো সজন পালিৰ সহযোগত বিষয়বস্তু পৰিবেশন কৰে। কাহিনীৰ মাজে মাজে মূলে পালিৰ ভিতে হোৱা কথোপ কথনৰ জৰিয়তে কাহিনীভাগ দৰ্শকৰ বোধগম্য কৰি তোলে। এই কথোপকথন আৰম্ভ কৰাৰ বাবেই প্ৰধানীক পালিজনৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ইয়াতেই অনুষ্ঠানটোৰ নাটকীয় ধৰ্মিতা পৰিলক্ষিত হয়। দোতৰা গানত অঙ্গী-ভঙ্গী আৰু দৃশ্যাভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰা নহয়।

ভাৱী গান :

ভাৱীগান গোৱালপাৰাৰ আৰু বিশেষকৈ দক্ষিণ গোৱালপাৰাৰ এটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। ভাৱীগানক কোনো কোনোৱে "ভাও গান" বুলিও কোৱা শুনা যায়। ইয়াৰ কাৰণ পৰা ভাৱী শব্দ ভাৱৱীয়া শব্দৰেই বিকৃত ৰূপ বুলি ভাবিব পাৰি। ভাৱী গানৰ বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন পৰা গ্ৰহণ কৰা হয়। অৱশ্যে অনুষ্ঠান ৰ দৰে, ইয়াত মূলৰ হাতত বেলা অথবা দোতৰাৰ পৰিবৰ্তে থাকে সৰল চেঁৱৰ। হাতত চেঁৱৰ লৈ নাচি নাচি মূলে গীত গাই যায় আৰু পালিসকলে সৰু চাকিত থিয় হৈ খোল, তাল বজাই তেওঁৰ সহযোগ কৰে। দোতৰা গানৰ বিপৰীতে, ভাৱী গানত অঙ্গী-ভংগীৰ স্থান আছে; কিন্তু অংগভাৱ ৰীতিৰ প্ৰায় নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি। গীতৰ লগে লগে মূলে বিষয়ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নাটকীয় ভংগী প্ৰদৰ্শন কৰে।

ভাৱী গানৰ বিষয়বস্তু হিচাপে সীতাহৰণ আৰু ৰাম-ৰাৱণৰ যুদ্ধই বিশেষভাৱে চাই পায়। চৰিত্ৰসমূহে ব্যৱহাৰ কৰা মুখা অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰধান আৰ্কষণ। কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ ৰাম আৰু সীতাৰ বাহিৰে ৰাৱণ হনুমান প্ৰমুখে সকলো চৰিত্ৰই মুখা ব্যৱহাৰ কৰে। কাঠেৰে নিৰ্মিত এই মুখা পিন্ধিয়েই চৰিত্ৰ সমূহে মঞ্চত প্ৰবেশ কৰে। ৰাম, লক্ষ্মণ

আৰু বাবহে যুদ্ধত তাক হিচাপে ধৰা- কাঁড় নহয়।
বান্দৰৰ পিছত ওঁচ বাঘ লখিমাই যুদ্ধৰ ভেওঁী প্রদর্শন কৰে। মূলে পালি অকলৰ ভেঙে কাহিনীটো গাই থাকে। কাহিনীত ছোৱা লোৱা চৰিত্রসমূহৰ উপৰি ভাৰী গানত কেডুৱা নামৰ অতিৰিক্ত এটি চৰিত্র সংযোগ কৰা হয়। দৰ্শকক আনন্দ যোগাল ধৰাষ আৰ্হিই এই চৰিত্রটোৰ সমাবেশ কৰোৱা হয়। প্রকৃততে কেডুৱা চৰিত্র বহুৰূপীৰেই আঞ্চলিক সংস্কৰণ বুলি কব পাৰি। কেডুৱাৰ বহুৰূপিৰ দৰে ভাৰী গানত দৰ্শকৰ মনৰ আৰাক যোগাবলৈ দুই এটা লঘু দৃশ্যৰ অৱতাৰণা প্রদর্শন কৰা হয়। কাহিনীৰ ভেঙে এইবোৰ দৃশ্যত আঙ্গিকৰ বিষয়ৰ কোনো সম্পর্ক নাথাকে।

ভাৰবীয়া :

খুচুৰীয়া কথা- বতৰা আৰু অংগ চালনাৰে এক শ্রেণীৰ লোকে জন মানসক আনন্দ প্রদান কৰি আহিছে। সেউঁলোকক ভাৰবীয়া বোলা হয়। বহুৰূপৰ দৰে সেউঁলোকৰ মিল নাথাকিলেও ভাৰবীয়া আৰু বহুৰূপ মাজত ওপৰছ পার্থক্য নগণ্য নহয়। বহুৰূপী আচহুৱা আজপাৰ পিন্ধি উদ্ভট আচৰণ কৰে। আৰু অংগী ভংগীৰে হাস্যৰসৰ যোগান ধৰে; আনহাতে ভাৰবীয়াৰ হাস্যৰসৰ প্রধান অৱলম্বন হল সংলাপ। অংগী-

- ভংগী ব্যবহার করিলেও ভারবীয়াই প্রবাসকে বসাল কথার জবিয়তেই হাঁহির উদ্রেক করে। অবশ্যে, ভারবীয়ার বারে কোনো নির্ধারিত অংলাপ নাথাকে। তেওঁলোকে উপস্থিত বুদ্ধিরে চাহিতে প্রস্তুত করা তাৎকালিক অংলাপ ব্যবহার করে। তেইবারে, প্রকৃতি বিষয়তে আবশ্যক অনুসরি নানা কথা অংযোগ করি ভারবীয়াসকলে জনসাধারণর মনোরঞ্জন করিব লাগে পারে। ভারবীয়ার কারণে বিশেষ ধরণর মঞ্চ আরু আজ-সজ্জারো প্রয়োজন নহয়। দর্শকর মাজর যি কোনো সুযোগর চাহিতেই আরু দৈনন্দিন জীবনত ব্যবহৃত আজ-পার পিন্ধিয়েই তেওঁলোকে অনুষ্ঠান নিবেদন করে। অর্থাৎ, ভারবীয়ার অনুষ্ঠান লোপ পাইছে বুলিবই পারি। কমলাপর বিখ্যাত নিঙনি ভারবীয়ার ওপ্তা চারলৈ একালত মানুহ চাই থাই পরিছিল। কিন্তু যুগ বাগরার লগে লগে এই নাটসুলত অনুষ্ঠানর প্রতি মানুহর আগ্রহ কমি আহিল আরু ভারবীয়াও ক্রমে নাইকীয়া হল।

গায়ন - বায়নঃ

কামরূপর কোঁৱৰ অঞ্চলত ব্যাপ্তিত গায়ন - বায়নৰ দলে প্রথমতঃ কেইটামান বছৰলৈ অঙ্কীয়া ভাওনাৰ চাই অধিকাৰ কৰি লৈছিল। বাজনী অঞ্চলতেই এই অনুষ্ঠানে পোনতে গা কৰি উঠিছিল বুলি জনা যায়। অঙ্কীয়া ভাওনাৰ দৰে গায়ন - বায়নো পৰিচালনা কৰিছিল সুসঁাৰে; কিন্তু অঙ্কীয়া ভাওনাৰ বিপৰীতে, ইয়াত জনপ্রিয় উপাদানে প্রাধান্য লাভ কৰিছিল। গায়ন বায়নেও বঙ্গদেশৰ যাত্রাৰ প্রভাৱত নতুন উপকৰণ সংযুক্ত হৈছিল আৰু নাট, অভিনয়, সাজ-পাৰ আদি সকলোতে পৰিবর্তনৰ বা লাগিছিল। যাত্রা - নাটৰ আৰ্হিতেই নাট লিখি অভিনয় কৰা হৈছিল আৰু অভিনয়ো শিথিল আৰু অভিনাটকীয় পদ্ধতি গ্রহণ কৰা হৈছিল। অৱশ্যে, অভিনয়ত কোনো কোনো চৰিত্রই "মুখা" ধাৰণ কৰিছিল। যদিও যাত্রাৰ আধুনিক বাদ্য যন্ত্রকো গ্রহণ কৰি লোৱা হৈছিল।

উনবিংশ শতিকাত বঙ্গদেশৰ যাত্রাৰ দলে অসমত পৰিক্রমা কৰিছিল। এই দলসমূহে পোনতে বাঙালী শ্রোতৃমণ্ডলীৰ অঞ্চল যাত্রাবিনয়ৰ আয়োজন কৰিছিল। কিন্তু যাত্রা নাটক বাঙালীসকলৰ সাজত গ্রহণ হৈ নাথাকিল লাহে লাহে যাত্রাভিনয়ে অসমীয়া সকলোকে আকর্ষণ কৰিলে। আৰু যাত্রাৰ প্রভাৱে অঙ্কীয়া নাট -

Scanned with OKEN Scanner

ভাওনার জনপ্রিয়তার বাঁধার সৃষ্টি করিলে। ঠিক সেই সময়তে অন্যরা অনুষ্ঠানর ভেতে আরও উপাদান সংযোজার চেষ্টা চলিল। ফলে চেষ্টার পরিনতি স্বরূপেই এই লেখীয়া অনুষ্ঠানে জন্ম লাভ করা বুলি ধরিব পারি। অরশ্যে, এনে ধরনর অনুষ্ঠানে যাত্রার প্রতি-পত্তি নষ্টকীয়া করিব নোরারিলে। বিংশ শতিকার আরম্ভনির লগে লগে বাঙালী-যাত্রার অনুকরনত গঠ-মতো যাত্রা-দল আরু গঠিত হল।

পচতি :

নাট্যলক্ষনযুক্ত প্রাচীন অনুষ্ঠানসমূহর ভিতরত পচতির নামো উল্লেখযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণর জন্মক কেন্দ্র করি অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত প্রকৃত ভিত্তোতসকলরে অংশ গ্রহন করে। শ্রীকৃষ্ণর জন্ম দিন জন্মাষ্টমী হিসাপে পালন করা হয়। জন্মাষ্টমীর পাঁচ দিনর ওচত থকরা অথবা রাজসুয়াতরে পচতি অনুষ্ঠিত হয়। লৌকিক বিশ্বাস মতে সন্তান জন্ম হোরার পাঁচ দিন লৈকে প্রসূতি অশুচি অবস্থাত থাকে। গতিকে ষষ্ঠ দিনা প্রসূতিক মাহ-শালীরে পা-পা ধুবাহি শুচি করোরাই লগতে নবজাতকর নামকরনর ব্যবস্থা করা হয় হয়। এই বিশ্বাসক কেন্দ্র করিয়েই শ্রীকৃষ্ণর জন্ম উপলক্ষে পচতি উৎসর পালন করা হয়।

জন্মদিনৰ পাচদিনৰ মুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বাবেই অনুষ্ঠানটোক পাচতি বোলা হৈছে যদিও অনুমান কৰিব পাৰি। আঁধাৰলতে সপাৰাকী তিৰোতাৰ নামত পাচতি অনুষ্ঠান পাত হয়। বন্ধ্যা তিৰোতাই এই অনুষ্ঠান পাতি মাতৃত্বৰ অধিকাৰ হৰ পাৱে বুলি জন আঁধাৰলৰ আজও প্ৰচলিত বিশ্বাস ইয়াত জড়িত হৈ আছে।

দিলাচো হোৱা কাৰ্যসূচীৰে পাচতি উৎসৱ পালন কৰা হয়। যি সাৰাকী তিৰোতাৰ নামত অনুষ্ঠান পাত হয় তেওঁকেই আঁধাৰলতে মুখ্যদেৱৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ কৰোৱা হয়। বাতিপুৱা মুখ্যদা আৰু নৰাজাতক গা-পা ধুৱাই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰা হয়। আৰু পৰুনিৰ লগে লগে অনুষ্ঠান আমৰা হয়। পাচতি হোৱা তিৰোতাজনৰ বাবে নতুনৰ ঠাই মুকীয়াকৈ বাহি অৰ্ধবৃত্তাকাৰে দৰ্শকক বহিবলৈ দিয়া হয়। সেই ঠাইখিনৰ সন্মুখত ভাগত মাহ-চাউল লৈ মুখ্য সজোৱা হয় আৰু বাকীখিনাত আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। পাচতি অনুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰা তিৰোতাজনে আৱশ্যকীয় সাজ-পাৰ দিয়ি নিৰ্ধাৰিত ঠাইত আসন লয়। তেওঁলোকৰ ভিতৰৰে সপাৰাকীয়ে মুখ্যৰ ভূমিকা লয়। তেৱেঁই গোটেই অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰে। তেওঁৰ নিৰ্দেশ মতেই আনোন্যকুলাত জোন লোৱা সকলে দায়িত্ব সম্পন্ন কৰে। ইয়াত পুৰুষৰ ভূমিকাও স্ত্ৰীসকলেই লয়।

প্রথমতে যশোদাই আশীর্বাদসূচক শুভাশীষ কৃষ্ণৰ গালৈ চুমা চুটিয়াই। তাৰ পাছতেই মুকলিবাৰীয়ে তেঁক তামুলখণ্ড আদৰি আনি মঞ্চৰ সাঁথাত বহুৱাই থয়। আৰু অভিনীত বিষয়ৰ চমু পৰিচয় দাঙি ধৰে। তেহি সময়তে চুয়াজনী অৰু অৰু ছোৱালীয়ে হাতত দিয়ে আৰু বাদ্য অকা কৃষ্ণক নিচুকায়। তেতিয়া মুকলিবাৰীৰ নিৰ্দেশমতে কেইজনীমান ডিৰোজাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম বিষয়ক গীত গায় আৰু সময়ে সময়ে নৃত্য ভংগী প্ৰদৰ্শন কৰে। গীতৰ হিতে অনুগীত বাযি পৰ্গা খাযিয়ে পাঙ্কিকা ঝলি আদি লৈ মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰে. গীত পদ ঘোৰা হিৰাণ অকলে কৃষ্ণৰ গালি ভেল আলখিপানী ছুটিয়ায়। নৃত্য-গীত আৰু হাঁহি বিমালিৰ এক আনন্দময়ীৰ পৰিবেশৰ মাজত আপৰেলাৰ কাৰ্যসূচী অন্তপাৰে। কিছুসময়ৰ বিৰতিৰ অন্তত পাছৰেলাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হয়। ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশু লীলাই প্ৰাধান্য লাভ কৰে। গৰু চৰোৱা, দধি - মথনকে আদি কৰি পুতনা বধলৈকে অকণমী দৃশ্য আকৰ্ষণীয়ভাবে প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। শিশু কৃষ্ণই প্ৰচণ্ড মহিমাৰে পুতনা ৰাক্ষসীক বধ কৰাৰ লগে লগে পাচলি ইংঅৰৰো তামৰনি মৰা হয়।

কুশান গান:

গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰচলিত লোক-নাট্যানুষ্ঠান-সমূহে অসমৰ লোক সংস্কৃতিত এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। কিন্তু অসমীয়া লোকৰ অৱহেলা, উদাসীনভাৱ বাবে এইবোৰ আজিও গোৱালপাৰা জিলাৰ ভিতৰতেই আৱদ্ধ হৈ আছে। আধুনিক সভ্যতাৰ নিষ্ঠুৰ আঘাতত এই অনুষ্ঠান সমূহৰ অৱস্থিতি ইতিমধ্যে উদ্ভৱি পৰিছে যদিও, অলুৱা পাৱলীয়া জনসাধাৰণৰ অকৃত্ৰিম চেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে কেইবাটিও অনুষ্ঠানৰ প্ৰচলন পৰিস্ফুটিত হৈ আছে। এইদৰে বৰ্তি থকা অনুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত কুশান গানৰ জনপ্ৰিয়তা আটাইতকৈ বেছি। নৃত্য, গীত, সংলাপ আৰু অভিনয়ৰে পুহি এই অনুষ্ঠানক জনপ্ৰিয়তা ফলৰ পৰা ব্ৰজধামৰ ৰাসলীলা, ৰাসলীলা আৰু কৰ্ণাটকৰ যক্ষ গানৰ লগে তুলনা কৰা হয়।

কুশান গানৰ কাহিনী ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় যদিও, ৰামায়ণৰ ঘাই নেই কুশানত অধিক পৰিমাণে চাই পাই। আচলতে, ৰাম - বন্দনাই কুশান গানৰ প্ৰধান বিষয়। ৰামায়ণৰ লৱ-কুশৰ লগে কুশানৰ বিশেষ সম্পৰ্ক আছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে। ৰামৰ দুজ লৱ কুশৰ, 'কুশ' শব্দৰ পৰাই কুশান শব্দটো আহিছে বুলি

আৰু অনুষ্ঠানটোৰেই নৰ কুশৰ গানৰ দৰা চমুকৰণৰ ফলত কুশান গান আহ্যা পহিছে বুলি ক'ব পাৰি। কুশান গানৰ সকলীয়া দলত ১৫/১৬ জন মানুহ থাকে। দলটোৰ নেতাজনক মূল অথবা গীদাল বোলা হয়। তেঁৱেই পৰিচালনাতেই দলটোৱে অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰে। মূলৰ হাতত 'বেনা' নামৰ এক তাঁৰযুক্ত এটি অনুৰূপ বাদ্যযন্ত্ৰ থাকে। ওজাপালিৰ ওজাৰ নিচিনাকৈ তেওঁ গীত-পদ লগাই দিয়ে আৰু গীতৰ ছন্দে মাত্ৰাপতি বাঘিয়ে হাতত থকা বেনাত সুৰ তোলে। দলটোৰ আন লোকসকলৰ ভিতৰত আছে, সজন দোৱাৰী বা দোহাৰী, দুজনমান বহিল (বাদ্যন) কেইজনমান নৰ্তকী-বেলী লৰা-ছলুৱা ডাঙৰাত ছোঁৱালী অথবা ছোকৰা এসৰা চৰিকা। অনুষ্ঠানটোত দোৱাৰীৰ ভূমিকা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। ওজাপালি অনুষ্ঠানত ডহিলা পালিয়ে যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, কুশান গানৰ দোৱাৰীৰ ওপৰতো অনুৰূপ দায়িত্বই ন্যস্ত হয়। প্ৰকৃততে, তেওঁৰ ওপৰতেই অনুষ্ঠানৰ কৃত কাৰ্যতা বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে। তেওঁ গীত আৰু নৃত্য আগুৱা গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰি আখ্যান গীতৰ মাজত মূলৰ সৈতে আৰু কোঁৱৰা পালি দুই সজনৰ সৈতে মোৱা কথোপকথনৰ জৰিয়তে পৰিস্থিতি ব্যাখ্যা কৰে আৰু অনুভূতি প্ৰকাশক বিভিন্ন ভংগী প্ৰদৰ্শন কৰে। ছোকৰাৰ

হাতে নাচি নাচি ভেউঁ যুহুলীয়া কথাবো অৱগৱনা কৰে। অভিনয়ৰ সময়ত বৈয়োলীয়া কথা আথবা বহুৱা লিৰে দৰ্শকক আনন্দ দান কৰি দোৱাৰীয়ে অভিৰিক্ত দায়িত্ব পালন কৰে। বায়ন সকলৰ কাম হল, নৃত্য-গীতৰ হাতে তালগতি ৰাখি বাদ্য সংগীত পৰিৱেশন কৰা। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভনি আৰু অন্তত সঁউলোকে বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই আৱশ্যকীয় পৰিৱেশ সৃষ্টিত সহায় কৰে। পালি সকলে নিৰ্দিষ্ট স্থানত বহি মূলে হোৱা জীৱৰ ভোঙ্গাভঙ্গা দোহাৰি যায়। বিৰতি সময়ত সঁউলোকে দোৱাৰীৰ লগত ধেমালীয়া অভিনয়ৰো ভাগ লয়। চেঙড়াসকলে আখীনগীতত যোগ দিয়ে আৰু আখীন গীতক উপলক্ষ দিবৰ বাবে পৰিৱেশিত হোৱা বহিবতা গীতও প্ৰধান অংশ গ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানৰ আদিৰে পৰা অন্তলৈকে নৃত্য-ভঙ্গীৰে দৰ্শকৰ মনোৰঞ্জন কৰাৰ দায়িত্ব সঁউলোকে বহন কৰে। স্ত্ৰীচৰিত্ৰৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ চেঙড়াসকলে অভিনয়ভঙ্গাকো বৰ্ণনা যোগায়। লাহে লাহে চেঙড়াৰ চাহি ছোৱালীয়ে অধিকাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সঁউলোকক ছুকৰী বোলা হয়।

পুতলা নাচ :

অসম বুলিয়েই নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতৰে প্ৰাচীন আদিবাসী অনুষ্ঠান হিচাপে পুতলা নাচ বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। সমগ্ৰ ভাৰতৰ দিনৰে পৰা এই নৃত্য

আৰ্ম্বাভূমিত চলি আছে বুলি কব পাৰি। তেনেবাকৈ, ভাৰতীয় নাটকৰ স্তৰ হিচাপে কোনো কোনো পণ্ডিতে পুতলা নাচৰ কথাকেইটি উল্লেখ কৰিছে। ভাৰতৰ বাহিৰৰ চীন, জাপান, ব্ৰহ্মদেশ, মালয়, বাটা আদি দেশতো নাচৰ পৰম্পৰা অতি প্ৰাচীন বুলি জনা গৈছিল। অৱশ্যে-কো যদিও ভাৰতৰ আন কেইবাখনো ৰাজ্যত আৰু বিশে-ষকৈ ৰাজস্থান, ওড়িষ্যা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাড়ুত সতিয়াই পুতলা-নাচৰ প্ৰচলন আছে। তেৱে-তও দুই প্ৰকাৰৰ পুতলা নাচ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এবিধত সমন কলা পৰ্দাৰ আঁৰৰ পৰা সূতা টানি মঞ্চত পুতলাসমূহক নচুওৱা হয়। আনবিধত সমন পৰ্দাৰ পিছফালেৰে পুতুলা সমূহ ৰাখি পোহৰৰ সহায়েৰে প-ৰ্দাত পুতুলাৰ ছাঁ পেলাই ছায়ানাচ দেখুওৱা হয়। অসমত প্ৰথম বিধৰে প্ৰচলন আছে। অসমত পুতলাভিন্ন পৰিৱৰ্তন কেতিয়াৰ পৰা হ'ল, সেই কথা নিশ্চিতভাৱে জনা নগলেও অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰাচীনত্বৰ প্ৰমাণ কালিকাপুৰাণৰ পোৱা গৈছে। কালিকাপুৰাণত পুতলাক বুজাবলৈ "পাৰ্কালিকা" শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কালিকাপুৰাণত আৰু "পাৰ্কালিকা বিহাৰৰ" উল্লেখ নিশ্চয় পুতলা নাচৰ কথাকেই সূচাইছে। কালিকাপুৰাণৰ খ্ৰীষ্টীয় একাদশ শতিকামানত কামৰূপত

বাচত হৈছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। হেইফালৰ পৰা পুতলা নাচক সকাদিনা আতিকাৰ আগৰ অনুষ্ঠান বুলি নিঃসন্দেহে কব পৰা যায়। কোনো কোনো লেখকে পুতলা নাচক ওজাপালিৰ পূৰ্বৰ অনুষ্ঠান বুলি অনুমান কৰিছে আৰু পুতলা নাচৰ কিছু পৰিবৰ্তন ঘটাই ওজা পালিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে বুলি অভিমত প্ৰকাশ কৰিছে। সেই অভিমত সমৰ্থনযোগ্য হ'লেও নগ্নত্ব আঁচিকে কোৱা টান যদিও, নাটুলঙ্কনযুক্ত প্ৰাচীনতম অনুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত পুতলা নাচো যে এটি সেই বিষয়ে সন্দেহৰ অৱকাশ নাই। তাৰ লগতে, নৰবেষ্ণৱ আহিলত পুতলা নাচৰ উল্লেখ সেই কথাৰ সত্যতা পতিপন্ন কৰিছে।

টুলীয়া ভাওনা বা টুলীয়া ভাওৰীয়া :

অতি পুৰণি কালৰে পৰা টুলীয়াৰ ক্ৰিয়া-কৌশলে অসমীয়া সমাজক আমোদ দি আহিছে। কামৰূপ আৰু দৰৰঙৰ টুলীয়াৰ ভাও অসমীয়াৰ আদৰৰ বস্তু। কামৰূপীয়া টুলীয়াৰ বুধ্নি অথবা 'ঘোৰ' লোকসমাজত অতি জনপ্ৰিয়। এটোটি টুলীয়া দলত চাৰি-পাঁচজনৰ পৰা কুৰি পঁচিশজনলৈকে মানুহ থাকে। ভেঙলোকৰ মাজত সজন ভালী অৰ্থাৎ ভাল বজোৱা মানুহো থাকে।

ভুলীয়াৰ দলে ঢোল- তাল বজাই আৰু বিভিন্ন ক্ৰিয়া-কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰি বাহিৰৰ আলোবহুল কৰে। বিয়া-বাৰু অথবা বাজেহুৱা কোনো অনুষ্ঠানত ভুলীয়াসকলে ঢোল বজোৱাৰ লগতে সকোঁচে বিহোলিয়া পৰিস্থিতিৰ নাতিৰাপ প্ৰদৰ্শন কৰি মানুহৰ মনৰ খোৰাক যোগায়।

আন আন লোকনাট্যৰ দৰে ভুলীয়াৰ ক্ৰিয়া কলাপো নৃত্য, গীত আৰু অভিনয়ৰ সমষ্টি। ভুলী য়াসকলে প্ৰথমে ঢোল বজায় আৰু ঢোল আৰু তালৰ ছেৱে - ছেৱে নৃত্য কৰি গীত- পদ গায়। ইয়াৰ পাছত অৰ্বসাধাৰণৰ পৰিচিত কোনো পৌৰাণিক কাহিনীৰ আলমত ভেঁউলোকে সকোঁচে নাটকীয়া দৃশ্য উপস্থাপন কৰে। কোনো কোনো দলে মুখৰ ভাঁতে সঙপতি বক্ষা কৰি সমসাময়িক আমাজিক আৰু বাজনৈতিক জীবনৰ ব্যংগ চিত্ৰ দাঙি ধৰে। এই ব্যংগ চিত্ৰক ছহ বুলি কোৱা হয়। হাস্যবসৰ আজেদি সমাজৰ অসংগতি দুৰ কৰাই ছহৰ প্ৰধান লক্ষ্য। এই ধৰণৰ দৃশ্য উপস্থাপন কৰোতে ভুলীয়াসকলে কোনো লিখিত নাটকৰ সহায় নলয়। সংলাপ সংযোজনা আৰু পৰিৱেশন পদ্ধতি সম্পূৰ্ণৰূপে ভেঁউলোকৰ নিজা। নাটখনৰ বাবে ভেঁউলোকৰ পূৰ্ব পৰিস্থিতি নাথাকে। তৎকালে উদ্ভাৱন কৰা ধৰণৰ ভাষাৰ সংলাপ আৰু অংগ- ভংগীৰ সহায়েৰে পৰিস্থিতি ব্যাখ্যা কৰি ভেঁউলোকে এক হাস্যৰসৰ

পরিবেশনা সৃষ্টি করে ডুলীয়ার কোনো কোনো দলে বহুডুলীয়া নামেরে পরিচিত। প্রত্যেক প্রধানকে বিষ্ণুর - অবতার হিসেবে জানে। নৃত্য, গীত বাদ্য আর অভিনয়। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের শুরুতে। ডুলীয়ার বারে বিশেষ কোনো অবতার প্রয়োজন নয়। বাইজের মাজের প্রত্যেকের গায়কেই তেওঁ লোকে অবতারপে লয় আর তেওঁলোকের হাতত একো ঢোল তালকেই দৃশ্যর বারে প্রয়োজনীয় আভিলাখ্রবাপে ব্যবহার করে। ডুলীয়াসকলর পোছাক - পরিচ্ছদো তেনেই আড়ম্বরপূর্ণ দৈনন্দিন জীবনর চুটি ধুতি আর কোকামিজ অথবা ধুতি আর বনিয়ন জাতীয় চোলা পিন্ধিছেই তেওঁলোকে অনুষ্ঠানত অংশ গ্রহণ করে। অবশ্যে, অভিনয়র অসময়ত কোনো কোনো দলে আর বিশেষকৈ বহুডুলীয়ার দলে আর বিশেষকৈ বহুডুলীয়ার দলে প্রয়োজন অনুসরি মুখা ব্যবহার করে।

গোৱালপাৰা জিলাত প্রচলিত জয় ডুলীয়া গীত ডুলীয়া অনুষ্ঠানর ধর্ম নিহিত হৈ আছে। নৃত্য - গীত, অভিনয়, ক্রিয়া - কৌতুক আদি সকলো দিশৰ পৰা এই অনুষ্ঠান ডুলীয়ার সহধর্মী। ইয়াতো ঢোলর ছন্দে ছন্দে নৃত্য - গীত পরিবেশন কৰা হয় আৰু ৰামায়ণ - মহাভাৰতৰ কাহিনীৰ আধাৰত একোটি বৈচিত্র্যময়া দৃশ্যর অভিনয়র পৰিকল্পনা কৰা হয়। ইয়াতো অভিনয়ত মুখা ব্যবহাৰ কৰা হয়

Scanned with OKEN Scanner

আৰু হাস্যৰস সৃষ্টি স্বভাৱত সুকদ্ৰ আৰোপ কৰা হয়। পাৰ্থক্য সম্মিলনীতেই যে টুলীয়া ভাওনাত টুলীয়াৰ সৰু দল থাকে। আৰু জয়টুলীয়াত দুটা দল থাকে— সৰহি মাহোল ঢোল বাদ্য আৰু আনটো দলে ঢোল নাই গীতৰ লগে লগে নৃত্য পৰিবেশন কৰে।

অসমীয়া সাংস্কৃতিক জীৱনৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান হিচাপে একালত টুলীয়া ভাওনাৰ বিশেষ আদৰ আছিল। বিয়াহি- অবাহে টুলীয়াৰ উপস্থিতি অপৰিহাৰ্য আছিল। কিন্তু সময়ৰ টুলীয়া সকলে হেৰি আদৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বঞ্চিত হৈছে। হেঁইবাবে, টুলীয়া দলো লাহে লাহে নাইকীয়া হবলৈ ধৰিছে। অৰ্থনৈতিক অংকটৰ বাবে টুলীয়াসকলে ঢোলৰ বিদ্যা পৰি জীৱিকাৰ আন উপায় গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে।

2.7 লোকনাট্যৰ পৰম্পৰা:

অসমৰ লোকনাট্যৰ পৰম্পৰা যে অতিকৈ প্ৰাচীন তাৰ আভাস লিখিত প্ৰমাণৰ যথেষ্ট পৰাও দিব পাৰি। আঁধাৰতে মৌখিক পৰম্পৰাও প্ৰচলিত হ'লেও বা আচৰণেই লিখিত পৰম্পৰাত প্ৰবেশ কৰে। পণ্ডিত অকলৰ মতে ভৰতমুনিয়ে নাট্যশাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল খ্ৰীঃ পূঃ প্ৰথম শতিকাত। তেওঁ যে মুখ্য পৰম্পৰাত অথবা লোকসমাজত প্ৰচলিত নাট্যকলা পৰম্পৰাৰ আধাৰত নাট্যশাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল তাত সন্দেহ নাই শতিকে ভৰতমুনিৰ জন্মৰ বহুকাল পূৰ্বৰ পৰাই যে লোকনাট্যাভিনয় প্ৰচলিত হৈ আহিছে সেই বিষয়ত কাৰো আপত্তি উঠিব নোৱাৰে। আনহাতে - লোকনাট্য কলাক উপজীব্য কৰিয়েই লিখিত বা শাস্ত্ৰীয় নাট্যকলাৰ জন্ম হব পাৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে লিখিত বা শাস্ত্ৰীয় লোকনাট্যকলাৰ পৰাও লোকনাট্যৰ জন্ম হব পাৰে। মুঠতে লোকনাট্য কলা আৰু শাস্ত্ৰীয় নাট্যকলাৰ মাজত চিৰন্তন আদান প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে।

প্ৰাগজ্যোতিষ কামৰূপ ৰাজ্য অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা যে গীত, নৃত্য, অভিনয়ত অগ্ৰণী আছিল তাৰ আভাস পোৱা যায়। নন্দিকেশ্বৰ কৃত অভিনয়দৰ্পণ নামৰ গ্ৰন্থৰ পৰা। এই অভিনয় শাস্ত্ৰৰ মতে নাটনৃত্যৰ পৰম্পৰা বান কৰ্ণা তাৰ পৰা

দ্বারকার গোপিনীসকলে শিকে আৰু গোপিনীসকলে সৌৰাষ্ট্ৰৰ নাৰীসকলক লাস্যনৃত্য শিকায়। এইদৰে লাস্য নৃত্য শৈলী পৰম্পৰাগত ভাৱে প্ৰচলিত হয়।

ৰঙ্গোদ্ভূতো কামৰূপী অংগনাৰ ৰতি বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে কৰলৈ যোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এলেদৰে কোৱা হৈছে যে কামৰূপী অংগনাগীত আৰু বাদ্যত নিপুন, গীতে বাদ্যে চ নিপুনা: সা কামৰূপ কামিনী।

মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰীয়ৰ মতে খৃষ্টাব্দ্বুৰ্দ্ধ ৰচিয়িতা পাল কাপ্যৰ পিছত আছিল আমগায়ন। তেওঁৰ নাম-টোৰেই বুজাই যে, তেওঁ সংগীত উচ্চ শ্ৰেণীৰ আস-পাদক আছিল। অৰ্থাৎ ঢোৰৰ আশ্ৰম বেদধ্বনিৰ চিৰ মুখৰিত আৰু সিদ্ধ গন্ধৰ্ব অপ্সৰাসকলৰ দ্বাৰা সমাকীৰ্ন হৈ আছিল বুলি কোৱা হৈছে। আমগায়ন নামটোৰ আধাৰত অনুমান কৰিব পাৰি যে প্ৰাচীন কালত প্ৰাগজ্যোতিষ কামৰূপত আমগানৰ পৰম্পৰা প্ৰচলিত হৈছিল।

আমগায়নৰ উপযুক্ত পুত্ৰ আচাৰ্য্য পাল কাপ্যৰ জন্মস্থান আৰু আশ্ৰম গিৰিৰাজ হিমালয়ৰ উচৰত লৌহিত্যৰ পাৰত অৱস্থিত আছিল:

শৈল ৰাজোপ্তিত: পুন্য: লৌহিত্য: আকা: প্ৰতি

শাস্ত্রীর মতে পালকাপ্যর আশ্রম অমৃতঃ পরশুরাম কুরুর উচরতে অবস্থিত আছিল। মহামহোপাধ্যায় ডং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে পাল কাপ্যর সময় খ্রীঃ ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতক। পালকাপ্যর হস্ত্যায়ুর্বেদ নৃত্য গীত বাদ্যর উল্লেখ পোরা যায়। এই গ্রন্থত ঋগ্বেদর উপবেদ গান্ধর্ব বেদ আৰু যজুর্বেদর উপবেদ নাট্যবেদরো অনুবাদ দিছে। ইয়ার পরা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি যে খ্রীঃ ৫ম – ৬ষ্ঠ শতিকার পূৰৱেপৰা প্রাচীন অসমত নৃত্য গীত অভিনয় আদি কলাবিদ্যার চিন্তা – চর্চা হৈছিল। অনুমানর অনুকূলে শাস্ত্রীর এটি মন্তব্য উপস্থাপন কৰিব পাৰিঃ

যিটো সময়ত হস্ত্যায়ুর্বেদর নিচলা প্রণালীবদ্ধ বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসাশাস্ত্র এখন ৰচিত হৈছিল সেই সময়ত প্রচলিত নৃত্য গীত আদি কলা বিদ্যাবোৰ যে তেনেই অনালোচিত আৰু অনাদৃত হৈ আছি অনুমান কৰা টান পাৰি আছিল সেই কলা কল্পনা কৰি লোৱাটো অযৌক্তিক। গতিকে, ৰামায়ণ, মহাভাৰতৰ প্রামাণ্যৰ বলত ভাৰতবর্ষত যি ধৰনৰ উন্নত প্রণালীবদ্ধ নাট্য-কলাৰ অস্তিত্ব আনি লোৱা হয়, তেইদৰে মহর্ষি পালকাপ্যৰ বাক্যৰ প্রামাণ্যৰ বলত ভাৰতবর্ষৰ পূর্ব প্রান্তত অসমতো তেনে উন্নত ধৰনৰ প্রণালীবদ্ধ নাট্য-কলাৰ অস্তিত্ব আনি লোৱাটো যুক্তিসংগত।

প্রাগজ্যোতিষ অসমত নৃত্য-গীত, বাদ্য আৰু অভিনয়ৰ পৰম্পৰা প্ৰচলিত থকাৰ যথেষ্ট প্ৰমাণ পোৱা যায়। ভৰতমুনিৰ নাট্যশাস্ত্ৰৰ অনুযোগত। এই গ্ৰন্থখনৰ চতুৰ্থ অধ্যায়নত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচলিত চাৰি প্ৰকাৰৰ নাট্য প্ৰবৃত্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে—

চতুৰ্ৰিধা প্ৰবৃত্তিশ্চ প্ৰোক্ত নাট্য প্ৰয়োগতঃ।
আৱন্তী দাক্ষিণাত্য চ পাঞ্চালী চৌদ্ৰমাগধী॥

অৰ্থাৎ আৱন্তী, দাক্ষিণাত্য, পাঞ্চালী আৰু ওদ্ৰমাগধী নাট্য প্ৰবৃত্তিৰ হৈ বিভাজন চতুঃ প্ৰকাৰ বৃত্তিৰ (ভাৰতী, সাত্বতী, কৈশিকী আৰু আৰভটী) আধাৰত পৰিকল্পিত। স্বয়ং ভৰতমুনিয়েই নাট্যশাস্ত্ৰত প্ৰবৃত্তিৰ ব্যাখ্যা কৰাত দিছে। পৃথিবীৰ নানা দেশৰ নানা বেশ ভাষা, আচাৰ বৃত্তি আদিৰ বৰ্ণনাই প্ৰবৃত্তি। বৃত্তি আৰু প্ৰবৃত্তিৰ অৰ্থ সংবাদ। পৃথিবীৰ নানা দেশৰ মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰাদিৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰভেদে মিল আকিলেও দেশভেদে মানুহৰ বেষ হুৱা, আহাৰ ব্যৱহাৰ আদি বিভিন্ন হোৱা স্বাভাৱিক আৰু এই বিভিন্নতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই চতুঃ প্ৰকাৰ প্ৰবৃত্তিৰ কথা ক'ব হৈছে।

নাট্যশাস্ত্ৰত উল্লেখিত ওদ্ৰমাগধী প্ৰবৃত্তিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কলিঙ্গ, বঙ্গ, ওদ্ৰ, মগধ, পুণ্ড্ৰ, নেপাল প্ৰাগজ্যোতিষ

যদি অঙ্গলক্ষে আমরে —

প্রাগজ্যোতিষাঃ পুলিন্দাশ্চ বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
প্রাচ্য প্রদ্বেষ্য ভৈক্ষ্য ভুজন্তি চোড্র মাগধীম্॥

ইতিমধ্যে উল্লেখ করি আমা যেছে যে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর পূর্বেই রচিত হতেক ইহার পরা অনুমান করিব পারি যে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর পূর্বরে পরা প্রাগজ্যোতিষ কামরূপত স্বকীয় প্রবৃত্তি অনুযুক্ত নাটকৈলী প্রচলিত হৈ আছিল। নাট্যশাস্ত্রত উল্লেখিত সেই নাটকৈলীয়ে লোকনাট্যক সূচয় পারে। উড্র মাগধী প্রবৃত্তিত প্রথমতে প্রাধান্য লাভ করে। নাটকর কবেলর প্রাম্ভে সরু। পূর্বরাঙ্গত আশীর্বাদ আরু মঙ্গলাচরণ থাকে, কথোপকথন বেছি, সংস্কৃত পাঠ প্রধান, পুরুষর অভিনয় বেছি, স্ত্রীর অভিনয় কম। অংকীয়া নাট আরু বৈষ্ণবযুগর নাটবিলাকত ইয়ে দাক্ষিণাত্য প্রবৃত্তির প্রভাব প্রচুরভরে থকা দেখা যায়। বোধ হয় বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদর জোঁতর জাহিরেই এই প্রবৃত্তিয়ে দেশত প্রাধান্য লাভ করিছিল। দ্রাবিড় ভক্তিবাদর প্রাধান্যর কথা ভাগরতত আছে। কিন্তু আচরিত কথা এই যে দেশত উড্র মাগধী প্রবৃত্তির কথাখিনি যেন লুকাই লুকায়ে চলি আছে। নানাবিধ ডুলীয়ার জাতির হিতর ডোরবীয়া অর্থাৎ খিজলু সমাজত

হাঁহি বোল হুলিব পাৰে তাৰ প্ৰাধান্য অবাধিক পাৱলীয়া
ভাৱনাবিলাকতো বহুৱাজলে সমাজৰ হৃদয়ত মাস্যৰসৰ
অৱতাৰণা কৰিব সক্ষা নবজুৱালে ভাৱনাই ছালকৈ চলিব
নোৱাৰে। ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰি যে গুজাপালি,
চুলীয়াৰ ভাৱৈবীয়া বা ভাওনা আদি লোকনাট্যানুষ্ঠানত
নাট্য শাস্ত্ৰত উল্লেখথকা প্ৰায় আগবী প্ৰবৃত্তিৰ প্ৰাধান্য
মুদ্ৰী প্ৰসাৰী।

অনেদৰে আলোচনা কৰি আমি পাও যে
প্ৰসমৰ লোকনাট্যৰ পৰম্পৰাৰ দিশেও বহুখিনি কথা
জড়িত হৈ আছে। ইয়াৰ আজও লোকনাট্যৰ বিশেষ
দিশাবোৰ উজলি উঠিছে বুলি কব পাৰি।

৩.২. আমৰনি :

অসমীয়া সংস্কৃতিত লোকনাট এখন উল্লেখযোগ্য বিষয়। লোকনাট আঁবাবনতে মানুহক লৈ কৰা হয়। কিন্তু এই লোকনাটৰ সমূহৰ ব্যৱহাৰ আগৰ তুলনাত দিনক দিনে কমি আহিবলৈ ধৰিছে। কিয়নো আগৰ দিনৰ মানুহে লোকনাট সমূহ বিবিন্ন ঠাইত পাতি তাৰ মনোৰঞ্জন আকৰ্ষন কৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সময়ৰ পৰিবৰ্তনৰ ফলত লাহে লাহে এই লোকনাটসমূহ নাইকীয়া হবলৈ ধৰিছে। বৰ্তমান সময়ত টিভি, মোবাইল, কম্পিউটাৰ, টুইটৰ আদি প্ৰচলনৰ বাবে এই লোকনাট সমূহ মানুহে তাৰ পৰাই চায়। বৰ্তমান যুগৰ মানুহে যদি এই লোকনাট সমূহ আগৰ দৰে মাজে মাজে পাতি ইয়াৰ মনোৰঞ্জন আৰ্কষন কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহলে এই লোকনাট সমূহ বৃদ্ধি পালেহেঁতেন। বহিজক মনোৰঞ্জন কৰা লোকনাটৰ প্ৰধান কাম। সেয়েহে এই লোকনাট সমূহ বৃদ্ধি কৰাটো এক আশু প্ৰয়োজন।

৩.২. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

	লেখক	গ্রন্থ
(i)	নাথ শ্রীমতী শিখা দাস,	অসমৰ লোকনাট্যৰ এক সমীক্ষামূলক অধ্যয়ন।
(ii)	শর্মা ড° নবীন চন্দ্র,	অসমৰ লোকনাট।
(iii)	বেৰালী ডেকাফুকনৰ,	অসমীয়া লোকনাট্যৰ পৰম্পৰা।
(iv)	শর্মা ড° অজেন্দ্র,	অসমীয়া নাট আহিত্য।
(v)	আহমদ ড° পাচান আলী, বুবুল তালুকদাৰ	অসমীয়া নাটক আৰু পৰিবেশন শৈলী। Exam Idea.
(vi)	ভট্টাচার্য্য ড° হৰিচন্দ্র,	অসমীয়া নাট আহিত্যৰ ক্ৰমবিকাশ।

৩.৩. গ্রন্থপঞ্জী :

১। শ্রীমতী স্নিগ্ধা দাস নাথ, অসমর লোকনাট্যর এক তাত্ত্বিক আলোচনা মূলক অধ্যয়ন পৃঃ ৫৪ – ৫৭

২। ডঃ নবীন চন্দ্র শর্মা, অসমর লোকনাট পৃঃ ১৯ – ২০

৩। ডঃ পাচলা আলী আহমেদ, বুবুল তালুকদার অসমীয়া নাটক আরু পরিবেশন কলা পৃঃ ৫২

৪। ডঃ পাচলা আলী আহমেদ, বুবুল তালুকদার অসমীয়া নাটক আরু পরিবেশন কলা পৃঃ ২৮

৫। ডঃ নবীন চন্দ্র শর্মা, অসমর লোকনাট পৃঃ ২০ – ২১

৬। ডঃ নবীন চন্দ্র শর্মা, অসমর লোকনাট পৃঃ ২১ – ২২

৭। ডঃ হৈলেন ডেকা, অসমীয়া লোকনাট্য পরম্পরা পৃঃ ২৮ – ৫৭

৮। ডঃ পাচলা আলী আহমেদ, বুবুল তালুকদার, অসমীয়া নাটক আরু পরিবেশন কলা পৃঃ ৫৫ – ৫৮।

৩.৪. সমলদাতা:

ক্রমিক	নাম	জীবিকা	ঠিকনা
১/	ড° অনুপমা রাণে	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
২/	ড° আছমা ইয়াছমিন	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর
৩/	চন্দ্রানী দেবী বর্মন	অধ্যাপিকা	
৪/	তৌহিদুর রহমান	ঠিকাদার	পশ্চিম কাটিরী তোরণ পাড়া
৫/	আশ্রাফুল ইছলাম	গ্রন্থাগারিক	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৬/	রূপালী রাজ	গ্রন্থাগারিক	
৭/	রোজিমা আক্তার	ছাত্রী	মালাম পাড়া তোরণ পাড়া
৮/	মামুনি আক্তার	ছাত্রী	নিদান পুর তোরণ পাড়া
৯/	নাসিচু ইয়াছমিন	ছাত্রী	লক্ষীপুর তোরণ পাড়া
১০/	জান্নাতুল আহমেদ	ছাত্রী	নিদান পুর তোরণপাড়া

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তগত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয় লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ-অসমীয়া সংস্কৃতিত গামোচা আৰু জাপিৰ মাহাত্ম্য।

দাখিলকর্তা.....

-তত্ত্বাবধায়িকা
ড° অনামিকা ব্রাহ্মো

নামঃ- মামুনি খাতুন

শ্রেণীঃ- স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নংঃ-UA-201-101-0063

পঞ্জীয়ন নংঃ-20023055

শ্রেণী ৰোলনংঃ-253

কাকতঃ-ASM-HE-6056

তাৰিখ : - 15 - 05 - 2023

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Axomiya songskritit gamusha aru japir mahattya"** submitted by MAMUNI KHATUN. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

নমস্কার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক মহলার তৃতীয় বর্ষর ষষ্ঠ ~~ষষ্ঠ~~ ~~ষষ্ঠ~~ ষাণ্মাসিকর অসমীয়া বিভাগর অনুমোদিত একখনি প্রকল্প পত্র বিলোমত জমা দিব লাগে। এই প্রকল্প পত্রর বাবে আমাক বিভাগীয় অধ্যক্ষর পরা বিষয় বাছনি করি দিয়ে আমার বিভাগীয় অধ্যাপিকা ড° অনুপমা বরা বরাইদেউ। বিষয়টো বাছি দিয়োর বাবে বরাইদেউলৈ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলো। প্রকল্প পত্রখন সম্পূর্ণ করি তুলিওবা সকলো খিনিতে আমাক লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়র অসমীয়া বিভাগর অধ্যাপক/ অধ্যাপিকা সকলী আরু লগতে মোর বন্ধু বর্গ সকলে সম্পূর্ণ রূপে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে।

মোর প্রকল্প পত্রর বিষয় আছিল অসমীয়া সংস্কৃতিত নামোচা আরু জোনিবর স্থান। বিষয়টো অধ্যয়ন করিবলৈ আমার পাঠ্যর কেইজনমান স্নাতক পুথি আরু লিখিত তথ্যবোৰ পরা তথ্য সংগ্রহ করি প্রবন্ধটো রচনা করিলো

পদ্ধতি অবলম্বন করি প্রবন্ধটি লিখিয়া প্রস্তুত করিলো।

উক্ত প্রবন্ধ পাঠের কথাটো অনুষ্ঠানের বাবে ওচৰ ৰবীয়িকা অধ্যাপিকা ডঃ অনুপমা ৰাজখোৱাক লৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগতে আমাৰ বিভাগৰ অধ্যাপিকা ডঃ অহিমা ইয়াছমিন বাইদেউ আৰু শ্ৰী চন্দ্ৰমী বৰুৱন বাইদেউলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো লগতে আমাৰ গাঁওৰ কেইজনমান ছাত্ৰ আৰু মোৰ দুগৰাকি বান্ধুৱী বুৰঞ্জিমা খাতুন আৰু ৰাফিয়া চুলতানাই মোক সহায় কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। ইয়াৰ লগতে তথ্যাথিনি সংগ্ৰহ কৰাত মোৰ প্ৰিয় বান্ধুৱী নাগিছ ইয়াহমিন লৈও মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো।

- সূচীপত্র -

বিষয় পৃষ্ঠাসংখ্যা

১. প্রথম অধ্যায়

১.১ পরিচয় ০৩-০৫

১.২ অধ্যয়নের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য ০৭-০৮

১.৩ অধ্যয়নের পদ্ধতি ০৯

১.৪ অধ্যয়নের পরিসর ১০-১১

২. দ্বিতীয় অধ্যায় (সাম্যোগ)

২১ সাম্যোগের ইতিহাস ১২-১৯

২.২ সাম্যোগের ব্যবহার ২০-২৪

২.৩ সাম্যোগের প্রকার ২৫-৩৩

২.৪ আংকৃতিক বিশ্লেষণ ৩৪-৩৫

২৫ বিতর্ক ৩৬-৩৭

৩. তৃতীয় অধ্যায় (জাপি)

৩.১ জাপির ইতিহাস ৩৮-৪৩

৩.২ জাপির ব্যবহার ৪৪-৪৭

৩.৩ আপিল প্রকার - - - - - - - - - ৪৮-৫২

৪. চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ আসামি - - - - - - - - - - - ৫৩-৫৪

৪.২ পাদটীকা - - - - - - - - - - ৫৫-৫৬

৪.৩ অমিল দাতা - - - - - - - - - - ৫৭

৪.৪ অনুসন্ধান প্রক্রিয়া - - - - - - - - ৫৮

প্রথম অধ্যায়

১.১ পরিচয়

গামোছা অসমীয়া সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠিক অসম আন্দোলনর সময়ৰ পৰাই অসমত গামোছা অন গ্যালাক গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ্ভ কৰে তাৰ আগলৈকে আৰোই অসমীয়া বিভিন্ন অতিথিক ফুল কথালা বিলোৱাই পৰম্পৰা চলি আহিছিল। ইয়াৰ গুৰুত্ব মানুহে কেতিয়াৰ পৰা কৰিছে কথা অধিকক্কে জনা নাযায় যদিও আহোম ৰাজৰ কালোতো গামোছা গুৰুত্ব কৰাৰ কথা ডঃ লীমা দত্তৰ লেখাত আছে। এডুৰাড গেষ্টৰেল্ড হিচি আমাৰ ভ্রমণ তেঁও উল্লেখ কৰিছিল যে ষেই সময়ত অৰ্থাৎ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দত এখন গামোছাৰ মূল্য ৫ টকা আছিল। ইয়াক পবিত্র বস্ত্র হিচাপে গুৰুত্ব কৰা হয়। আমি গৌৰ ৰুবোৱা কাৰো কপালত গামোছাখন দেখিলে। গামোছা কাকতটো দুটা কাৰণে কৰা আহিছে। এটা আৰু আনটা কাৰণে কৰা আহিছে। শৰীৰ অংশৰ কপালে

ব্যবহার করা হয়। জোলি অসমীয়া সংস্কৃতির বাহক অসমীয়া জাতি আৰু সংস্কৃতি বিলোপ প্রেতিক বাবে অধিজন বিদিত প্রসঙ্গে জোলি যেখিবলৈ টুকিৰ দৰে আছিল। জোলি আবীধন তে টঙ্কোলাতেন্ত্রে তৈয়াৰ কৰা হয়। আগোভৰ দিনত গোজেৰীয়া অকলে অৰ্মদা অনুযায়ি বিভিন্ন জোলি প্রস্তুত কৰিছিল। জোলি অসমৰ অন্যতম লোক কলা। অতি পুৰনি কালৰে জোলিৰ ব্যবহাৰ অসমত দেখা যায়। শ্বশুৰেই অথবা জা গোজেৰীয়া অকলৰ ওপৰত বৰা যেজেনে জোলিটো বহু বছৰ নগাকৈ সন্মান অনুকাৰে বহি লৈ যোৱা হৈছিল।

১.২ অধ্যয়ন লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য

গামোচা আৰু জাপি অসমীয়া সমাজত অতি সম্মানীয় প্রতীক। গামোচাখন বিভিন্ন উৎসৱ অনুষ্ঠানত সম্মানীয় ব্যক্তি সকলক সম্মান জনাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। জাপি অসমীয়া সমাজত এক অনবদ্য অমূল্য সম্পদ। ই একাধাৰে গাভৰুক সম্মান আৰু ঘৰুৱা অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰে। প্রথমতে জাপি দেউথিবলৈ চৌকিৰ দৰে আছিল বৰ্তমান সমাজত গামোচা আৰু জাপিৰ ব্যৱহাৰ কিমানদূৰ প্রাসংগিক লোভ কৰিছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাই এ বিষয়ৰ মুখ্য লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগতে গামোচাৰে মানুহে সম্মানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমান গাভৰুীয়া সমাজত দেখা যায় যে গামোচাৰ মাহাত্ম্য বজি নাপায় আৰু যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে যে গামোচাৰ অপমান হয়। সেইবাবে মই এই বিষয়টো বাছি লৈছো। গামোচা আৰু জাপিৰ বৰ্তমান সমাজত

কোনটি আয়াত প্রকাশ করতে সেগুলি তার
গবেষণা প্রবন্ধ লেখা তার উদ্দেশ্য ।

১.৩ অধ্যয়ন পদ্ধতি

এখোজা আৰু আলিৰ ব্যৱহাৰ অধ্যয়নৰ আহি তুলনা মূলক পদ্ধতিৰে আলোচনা কৰিব লোৱাৰো। এতিকৈ মই সেই এখোজা আৰু আলি অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰেত বৰ্ণনা মূলক পদ্ধতি অবলম্বন কৰি বিষয়-বস্তু আলোচনা কৰিছো।

১.৪ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ

অধ্যয়নৰ পৰিসৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰি আলোচনা কৰিব পাৰি।

I ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ

II বিষয়ৰ পৰিসৰ

I ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ :- গামোচা আৰু জাপিৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ হিচাপে বিশেষকৈ অসমৰ সংস্কৃতিত ব্যৱহাৰ হোৱা গামোচা আৰু জাপিৰ বিষয়ে অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্যে প্ৰয়োজনীয় তথ্য তথা মই আমগ্ৰীক অসমক লৈ লিখো।

II বিষয়ৰ পৰিসৰ :- মোৰ আলোচনা বিষয় হিচাপে কেৱল গামোচা আৰু জাপিৰ ব্যৱহাৰ। ইয়াৰ বাহিৰে মেখেলা চাদৰ আৰু অন্যান্য বস্ত্ৰৰ বিষয়ে ইমান আলোচনা কৰা নাই। মিহেকু মোৰ আলোচনা বিষয় হিচাপে কেৱল অসমীয়া সংস্কৃতিত গামোচা আৰু জাপিৰ ব্যৱহাৰ। গতিকে গামোচা আৰু জাপিৰ লগত জড়িত

প্রীতি - নীতি আলোচনা এবং আপনার প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত আর কোনো বিষয় আলোচনা করা যাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

2. গামোচা

2.১ গামোচার ঐতিহ্য :-

অসমীয়া লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ বস্ত্র।[1] আধীয়নতে গামোচা চাদিওখলে বহা অৱস্থাৰে ~~(=জেৰ্জিয়া)~~ (জেৰ্জিয়া বহা থাকে) লাৱি দি ৰোৱা এজন দীঘলীয়া কাপোৰ। কপাহি অৱস্থাৰে বিশেষভাৱে গামোচা তিয়াৰ কৰা হয়। 2022-চনৰ ১৩ ডিচেম্বৰত বস্তুৰ ভৌগলিক ও বাণিজ্যিক পঞ্জীয়ন তথা সংৰক্ষণ অধিনিয়ম ১৯৯৯ অনুসৰি ভাৰত চৰকাৰে অসমৰ গামোচা ক ভৌগলিক চিহ্নাঙ্কন পঞ্জীয়ন চহকি GI. Tag ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে।[2][3][4] আনহাতে অসমীয়া মানুহে গামোচাক এক সংস্কৃতিক তথা ~~সংস্কৃতিক~~ সন্মানৰ প্রতিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে নিজ নিজ গামোচা ব্যৱহাৰ কৰে। উদ্যমবন্ধকলে কন্যাৰী আৰু বিয়াসকলৰ গামোচা মূলবীয়া বৰণৰ তিয়া অকলৰ কঁহলা বৰণৰ বা বাঙাসকলৰ বঙা।

গ্রন্থ বধূৰ সাজোৰ আৰু উজনি অসমত সৃষ্টি হৈছিল আৰু ইয়াৰ মনুৱা দুমিদৰ চতিয়া, দেউৰী গৰাল ইত্যাদি জনগোষ্ঠী লোকে ব্যাবস্থাৰ কৰিছিল। অন্ধ্ৰ দেওলোকে ব্যৱসাৰ কৰা সাজোচাৰ বহু কথা মোৰাৰ এটা বিবেচক কৰন আছে। প্ৰাচীন কালতে উজনি অসমৰ জন জাতিয় অস্ত্ৰীক বৰ্দ্ধৰ প্ৰচলন আৰু এই সব অদ্ভুত- দেউৰী সুজোৱীয়া বুজো কৰিছিল। দেউৰী নীতি নিয়ম অনুসৰি মানৰ ভিতৰত কথা বতৰ বস্ত্ৰৰ অলনি আৰু শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি জোমোৱা নিষেধ আছিল। লোক বিশ্বাস মতে দেউৰী কথাৰ থাকিলে অন্য বতৰ কাৰণে গ্ৰহ নকয়ে। সেইবাবে দেউৰী অন্তুষ্ঠ কৰি থাকিলে সাজোচাৰ লগতে মদিৰেলি পিন্ধা মোৰা সাজে কাৰো কথা বতৰলৈ আছিল। আজিও দেউৰী জন গোষ্ঠীয় সমাজত এই নিয়ম কঠোৰ ভাৱে পালন কৰা হয়। ৰাবিভাল গোআঁৰীৰ দেহ কাঢ়িবাৰ লগত সাজোচাৰ এক বিশেষ সম্পৰ্ক আছে।

এই সম্পর্কের কথা বিভিন্নভাবে কুলিবলে শোনা যায়। আদিয়োর সাগোরের কিছু বিশ্ব নাগত এলেদের উল্লেখ শোনা যায়।

ও গাতলি মুবালে বতাহে বলিব।
মুচিত লৈ ফবারে বেল।
এআগে বাহিলো জেটিতী মালতী।
এআগে বাহিলো মুল।
এআগে বাহিলো বাধে তোলোকে।
বাটে মানুহ বীবি আই।
এআগে বাহিলো ববাই হালবীয়া
বীবি কাদিয়াক্লে যায়।

ঐতিহাসবিদ ড° লীলা গগৈ মতে আহোম অধ্যাজ্যব দিনতো অগমব সাগোরব প্রচলন আছিল। কিন্তু দুকগমগই অসমলি সাগোরা লৈ অহাব ঐতিহ্যিক পাইবলি শোনা নাযায়। মহাপুরুষ শংকবদেবব অগমতো সাগোরব প্রচলন হোবাব কথা জনা যায়। আজিও

নাগা ধৰৰ আপনাত আঙোঠা ব্যৱহাৰ কৰা
হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এডৰেইট হেইবৰে
A History of Assam গ্ৰন্থত উল্লেখ কৰা
মতে ১৮ শতিকাত আঙোঠা এখন আঙোঠা
মূল্য ৫ পাইচা আছিল। ইয়াৰ দ্বাৰাই গৌৰৱ
কৰা যায় যে অসমত অতি প্ৰাচীন কালৰে
পৰা আঙোঠাৰ প্ৰচলন হৈ আছে। অসমৰ
বৰঞ্জীৰ আঙোঠাৰ এটা বিশেষ উল্লেখ পোৱা
নাযায়। মাত্ৰ এখন বৰঞ্জীত (সংৰক্ষণ কৰা)
হে আঙোঠা উল্লেখ কৰা দিহে। এই বৰঞ্জীৰ
পৃষ্ঠা ১৪ত উল্লেখ কৰা মতে আৰু এই-
বজা দেৱৰ (চুকাপা) দিনৰ পৰিবীন কৰা
বৃদ্ধ মৃত পক্ষী অমত (তমাপিত)
দুই মূৰে বজা আছুৰ ফুল দিয়া কলাগীৰ-
আঙোঠাৰ মৃত মোৰাই বন্ধা নিয়মনে
আছিল। অৰ্থাৎ- মৃত পক্ষী মৰা আছিল।
অধিক লক্ষত আঙোঠাও ব্যৱহাৰ কৰা দিছিল।
অপৰত থিকেৰ পৰা চুকাফাৰ লগত

অসম হলেজীয়ে আন ঠাই গোষ্ঠীৰ দৰে
মুৰত পাখৌ (সাজি মুলিত কয়) গবিছিল
আৰু ছিলিপুত্ৰ ৰবাখি অকলৰ লাৰা
গামোচা মাৰিবলি শিকিছিল। উল্লেখযোগ্য
যে অসুৰা মনিৰ এই ৰবঙ' আন প্ৰেকৃতত
কাশিনাথ তামলি মুকলৰ ৰবঙৰ সংকলন
কৰা গ্ৰন্থ হে আছিল আৰু কাশিনাথৰ
আগল ৰবঙটো অলত গামোচাৰ উল্লেখ
পোৱা নাযায়। ইয়াৰ উপৰিও দুসোমাল
বুৰঞ্জীতে লাহুলি উল্লেখ আছে 'মিনুতৰ
(ৰাৰ-দুক্ষ) বচোৱাল চঙলী হাতি এই-
অকলৰ আৰ্কা লালে। আতআৰী বুৰঞ্জীত
উল্লেখ আছে, " দুক্ষো হুতক জিনি বচোমাল
অথ্যমে ওলৰৰ কথাৰ খবিধাৰ কৰে কাৰু
উভালী- বচোমাল ৰাৰ দুক্ষো -অকলৰ লাৰাই
গ্ৰহন কৰিছিল বুৰ্ব্ব গামোচাৰ বিষয়ে
উক্ত কথাসাৰ লেখকে প্ৰথমতে নিজে অনুভৱ
কৰিছিল।

মেখলা বস্ত্রটি গামোছা শব্দটো সংস্কৃত গাত্র মার্জনী শব্দৰ সাদৃশ্য হেতুৰেই আৰ অৰ্থ দিহে একেবে গা দুই লালিটোকন অৰ্থ কলোৱ এটাকৈ তামোল বস্ত্ৰ বা মুখত বন্ধা অৰ্থ কলোৱ ৫° বিবিক্ত কুমাৰ বৰুৱাৰ মতে গামোছা মূলতে আছিল অংশ বস্ত্ৰ (অংগবস্ত্ৰ > অংগমোছা > গামোছা) কৰ্মভেদে ব্যৱহাৰ কৰা গামোছাৰ আকাৰ তিন ধৰণৰ। ই দীঘলে ১.৩০ চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা ৪৫ চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত। সকলো বৰণৰ গামোছাৰে দীঘৰ দুই ফালে পাৰি থাকে। পথালিৰ দুই ফালে আঁচু বা আঁচু পাৰি দিয়া হয়। গামোছাৰ পাৰি আঁচু ফুল সাধাৰণতে বঙা। জেউজীয়া বা আন বৰণে ব্যৱহাৰ নকৰা নহয়। পাৰি দিয়া গামোছাৰ চাহিদা আছে বিশ্বৰ কলৰ বিহুৱা তেকেহে মুখত গামোছাত গাঁঠি মাৰি লয়, কৰ্কালত টোপনি যাওঁতে নামঘৰলৈ যাওঁতে

বিভিন্ন সামোগোঅন ধেবাই লোৱাটো বহুত্ব। পূজা সেবাৰ অলতো বিভিন্ন সামোগোঅন আকৈ। আন অন্তকাৰ কামতো ঠিয়াৰ প্ৰয়োগ হয়। কাম বন কৰোঁতে গাৱলীয়া লোকে সামোগোঅনকে মোৰাই লয়। গা ধোৱা কালত গাখীই গা কৰাত অথবা গালীত নামি কাম কৰা কালতো অসমীয়া সকলো লোকৰ অতি বন্ধু হল সামোগা। ডঃ লীলা গগৈয়ে তিনি সামোগা পানী সামোগা আৰু মুৰ্ত্তিকী দিয়া সামোগাৰ লেখ দিছে। লোৱনী গীতত লোৱা যায় যে চাই সামোগা আনকি ধুনুৱা কৰাল চাই আনহে ধুতি, বিহুগীত হো সামোগাই এডেখৰি বিহি লোলোৱা নহয়। গভৰেক জিলাৰ সুতৰা ৰেয়া মাৰবি ফুলীয়া ৫ আখুদেউৰ সামোগোঅন পাৱলি অকলোৱে হেলাহ কৰে; কিন্তু বোৱাতে, বাৰবি ফুৱীয়া ৭ আখুদেউৰ সামোগোঅন পাৱলি অকেলোৱে দুমেৰে নাম ধুন লৈ এ ধুলি সামোগা বিহিয়ো ফুলতো

লাগিলে কেনা। বিহুতী বাবে বিহু-বিহু করার লগে লগে মাক, মাকেক, দেউতাক অথবা মৰমৰ, জনীয়েক, ' মৰমৰ দীঘ দি চোলেৰে ধৰি এই গোহৰ আঁচুৰে যেৰো '-ৰ গামোচাখনি বিন্ধবান কৰো পুতেক, ভাইয়েক, ককায়েক অথবা মৰমৰ জনলি আমৰণৈ কিন্তু যাৰ মাক নাই মৰমৰ লাহৰী নাই তাক গামোছ এই দিব কোনে?

তেনেকৈ দুখেৰে গায় :

আই নাই মাৰিৰো
তিনি নাই ধৰলা
গামোছা দিওতা নাই।"

নামঘৰৰ গুৰু আচন অথবা ঈশ্বৰ সিংহাসনতো গামোছা দেখন লাবি বিদিলেই নহয়। এনেবোৰ উদাহৰণে আৰু কি প্ৰমাণ কৰে যে অসমীয়া সংস্কৃতিত গামোছাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লবলৈ সমৰ্থ হৈছে।

২.২ গামোচার ব্যৱহাৰ

অসমীয়া সমাজত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ গামোচাৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায়

চিত্ৰ: অসমীয়া গামোচা

এক কথাত অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতি আৰু নীতি সকলো ক্ষেত্ৰতে গামোচাৰ বিশেষ অৱদান আছে। [6]

*) গামোচাক দৈনিক কৰ্মত গা মোহাৰ পিন্ধুত পৰিষ্কাৰ মচিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

*) নাম ধৰৰ আলনাত কোনো শাস্ত্ৰ পেকি ৰাখিবৰ বাবে ইয়াক ব্যাবহাৰ কৰা হয়

চিত্ৰ:- গামোচা সজুৱাই

*) কোনে অতিথি বিশিষ্ট ব্যক্তিক সন্মান জনাবৰ বাবেও গামোচা ব্যৱহাৰ কৰা হয়

*) নামঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত ইয়াক টিঙেৰে ওলোমাই থোৱা হয়।

১) মোতিয়াৰে ঈয়াক ককাঁলত বন্ধা টাঙলি
বা ককালত কিথাপ কালোৰ ফিতালে ধৰুৱাব কৰে
ৰাতি দুপৰলৈ ধনটি অৱশ্যেই।
বৰলি বিহু যাব ধলো।
বঙাকৈ আঁজুৰে বাহি পালে বাঢ়ি।
টঙাতে লুকুবাই থলো"।
বিহুজীতৰ মাজেৰে এইদৰেই অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ
বিহুৱান অতি ধ্যান লাভ কৰিছে। ঈয়াৰ
পৰাই অনুভৱ কৰিব পাৰি বিহুৱানৰ প্ৰতি
বিশ্বাস আন্তৰিকতা। কিন্তু সেই আন্তৰিকতা
প্ৰতিয়া আছিলে অসমৰ গাভৰুৱে পতিয়ঁ
আৰু আঁতঁকালত আমোহা বৈ প্ৰিয়জনলৈ
লুকুবাই নথয়। পূৰৰ দৰে প্ৰতিয়া অসমৰ
গাঁৱে ভূঞে বিহুৰ পূৰ্বে শুনা নাযায় তাত-
কালত থাকৰ কোৰ। তাতৰ লগত যদি
অসমীয়া গাভৰুৱে পতিয়া চেনাইলৈ হৈযাৰ-
নকৰে আমোহা। নালাগে সেঁউৰ কালত
আঁউলি। অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ বিহু আজি—

-গামোছাৰ আছে এক অন্যৰিক। অসমীয়া জাতিৰ খ্যাতিমানৰ প্রতিক গামোছা। এই গামোছাৰ আছে বিভিন্ন ধৰণ। অসমীয়া ই-ধ্যান কৰি— গা মচিবৰ ব্যৱহাৰ কথা গামোছা, গোসাঁই চাৰত কৰা গামোছা, ঈশ্বৰৰ দিহলৈ ব্যৱহাৰ কৰা গামোছা আৰেলোৱে আছে এক পৃথক বৈশিষ্ট্য। গামোছা অসমীয়া জীৱনৰ অপৰিহাৰ্য বস্ত্র। যদিও বঙালী, বিহাৰী, টিৰিয়া বন্ধুতে গামোছা ব্যৱহাৰ কৰে। অসমীয়া গামোছাৰ লাগিকে আছে। অসমীয়া গামোছা সাংস্কৃতি ক্ষেত্রত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গাওঁৰ দেওধৰী বোৱাগীয়ে ওঁতঙ্কালত- খৰি খৰকী ধৰো আৰু মূলাৰে গামোছা যুতি লগাই অতি ব্যস্তভাৱে চেনেহৰ জনলি ফেকা ফেকা চানেকীয়ে ফুল বাচি অনোন বাচি বাচি জাত জাত বিধ নামৰ হেৰে হেৰে ওঁতঙ্কালত দোলাতি— সৰকা কিবিলিকি ফুল বাচি গামোছা ৰ'বলি প্রেৰনা যোগাই। চেনেহৰ দিধ আৰু মেলাহৰ ধালিৰে

বোৱা গামোছাখনক লৈ অসমীয়া জাতিৰ
ৰাবে ই অমূল্য সম্পত্তি। অসমীয়া মানুহৰ
প্ৰতিক্ষণ ধৰে ধৰে যেন তাঁত শিল্প অৰ্থনৈতিক
জীৱনৰ এক এবাৰ হোৱাবা দিশ। বোৱা
কটাত অসমীয়া শিল্পীয়ে অসাধ্য কীৰ্তিনীয়ে
নিজস্ব প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে।
অসমীয়া জন জীৱনত গামোছা বহুত ধৰণে
ব্যৱহাৰ হয়। নামঘৰৰ থাকলাত কোনো শ্ৰদ্ধেয়
চাকি ৰাখিবৰ বাবে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাহয়।
গা মোহাৰ সময়ত টিচিতে ওলোমাই লোৱা
হয়। আকৌ বন্যা বিহুৰ সময়ত জেষ্ঠ
জনক বিদায় দিয়াৰ সময়ত আৰু অন্যান্য
অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট জনক সন্মান জনাবলৈ
গামোছা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিহু নাচিবলৈ
গুৰুসে মুৰত ৰঙা ফুলৰ গামোছা বান্ধি
লয়। প্ৰেমিকে গামোছা কাকলত বন্ধা
টোপোলা বা কাকলত লিখা কাগোৰ হিয়ালোও
ব্যৱহাৰ কৰে। অসমীয়া জাতিৰ গামোছাখন

যে ককালত বেংবল অসমীয়াই ব্যবহাৰ
কৰে এনে নহয় আন অসমীয়াইতো ইয়াক
আগ্ৰহেৰে গ্ৰহণ কৰে অভিজেৰে পৰা আলোচা
সেন ব্যবস্থায় শিক্ষিত লোকৰ সমিতে বাহিৰৰ
পৰা বাহিবাতে ব্যবসায়ী অকলে আলোচনা
বিদ্ধ কৰি ঠিক দুটি- তিনিলো তৈয়াৰ কৰি
অন্তৰাষ্ট্ৰিয়া বজাৰৰ দখলত- প্ৰোটিৰ দুই তিন দিছে
কিন্তু অসমৰ এই বস্ত্ৰশিল্পক জীয়াই বাখিবলৈ
বজাৰ জনমান অকলোৱে অযোমোহিতাৰ প্ৰয়োজন
নহলে এই সম্বাদ বিলুপ্তি হবলৈ বেছি
দিন নালাগিবি ।

2.৩ গামোছার প্রকার

অসমীয়া সমাজত গামোছার ব্যৱহার ৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰি ইয়াক বিভিন্ন ভাগত ভগোৱা হৈছে।

(2.৩.১) হাঁতি :- এইবিধ গামোছা আধীবনতে বিভিন্ন কাম কাজতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইখন উৰুকাৰৰ কপাহী সুতাৰে বোৱা হয় আৰু ইখনলৈ বহল পাৰিৰ মূল বস্ত্ৰ হয়। বিভিন্ন পূজা পাৰ্বণ বিয়াৰ অনুষ্ঠান আদিত পুৰুষ আৰু মহিলা সকলে ডিঙিত মালাৰ দৰে ওলমাই লয়। এইবিধ গামোছাক হাঁতি বোলে।

(2.৩.2) অবিবন গামোছা :- এইবিধ গামোছা কেৱল গা ধা মুখ মচিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই গামোছা কপাহী সুতাৰে বোৱা হয়। ইয়াৰ দুয়োমূলে আধীঞ্চনতে বহল পাৰিটি বোৱা হয়। সকলো সময়তে আৰু সকলো কামতে ব্যৱহাৰ উপযোগীকৈ এইবিধ গামোছা

কিছু আসল ধরনৰ কি দেখা যায়।
গাঁৱৰ মুকলি আকলে এইবিধ গাখোৰা শিয়ালেও
ব্যৱহাৰ কৰে।

(২.৩.৩) মুলাম গাখোৰা:- মুলাম গাখোৰা আমাৰ
জাতিৰ সাংস্কৃতিৰ বৈজোৰাত্মক পৰম্পৰা সমাজৰ
সন্মানীয়া ব্যক্তি সকল; অন্য ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰৰ
কি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক এই মুলাম গাখোৰাৰে
সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। এইবিধ গাখোৰা
অতি উন্নত- মানৰ কপাহী সুতা লহিবা লাই
ৰঙা সুতাৰে বুলিয়া এৰকাখুলিয়া ফুল বগা
এইবিধ গাখোৰা দেখিবলৈ অতি সুন্দৰ।
এনে গাখোৰাই বঙালকলে অন্য ৰাজ্যৰ বঙা-
সকলক বন্ধুত্বৰ চিন স্বৰূপে আগবঢ়াই সন্মান
প্ৰদৰ্শন কৰিছিল।

(২.৩.৪) বৈৰ্ম বস্ত্ৰ:- এইবিধ গাখোৰা বৈশিষ্ট
থকনা মনিকুট আদিত প্ৰচলন কৰা দেখা
যায়। এই গাখোৰাত অসমীয়া সমাজৰ আন
এক আমুকগীয়া সন্মান জনাই- ধৰতাল

আদিবে ফুল থয়া হয়। কেতিয়াবা দেৱে গামোচা ৰ মোটেই গাত নহে থাকে হুকহ নাম্নিবা কীর্তন নামঘৰৰ সুন্দৰ ধোৱা আদি ধর্মমূলক বাক্য তথা শব্দ লিখা দেখা যায়। ইয়ে ইমাক ধর্ম প্রতি ধোলাহে অনুভব।

(2.3.6) বিশ্বাস :- বিশ্বাস আমাৰ অতি অমূল্য সম্পদ। পৃথিবী গামোচা বিশ্বৰ সকল সকু জাতৰক সেৱা প্রকৃতিৰ আৰু জাতিৰে সকলো মৰমৰ তথা আদৰ্শবাদৰ চিন ধৰনো আগৰজাই চৰ আগমনিৰ লগে লগে গাৰেকুত প্রভু হে পাৰে বিশ্বাস ধৰিলে আমাৰ সমাজত বিশ্বাস আছে যে গামোচা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে। সেয়েহে হাজাৰ প্রভুতাৰ মাজতো কিলিনিয়ে চৰ কেইদিন মান আকোতেই গামোচা তাতকালৰ গামোচা ঠিক কাটি- ডলিয়াই। গামোচাত অসমীয়া কিলিনী গাৰেকুতে সলোন বহু বিভিন্ন গামোচাত থয়া হুলিয়া ফুলবোৰে অসমীয়া নাৰীৰ সুন্দৰ শিল্পী মনৰ পৰিচয় দিয়ে।

অসমীয়া শিশিনী সাহিত্যৰ পৰা আলোচন যাবৰ বিভিন্ন সাহিত্যত বহু দুনীয়া ফুলবোপে অসমীয়া নাৰীৰ সুন্দৰ শিল্পী মনৰ পৰিচয় দিয়ে। সাহিত্য হ'ল নিজৰ মানৰ বাতৰা প্ৰিয় জনক দিবলৈ লোহঁৰ দীঘ আৰু চেনেহৰ ধনীবে বিশ্বৰান বৈ উলিয়াই আৰু বিশ্বত দিলা নিজৰ প্ৰিয়জনক বিশ্বৰান আগবঢ়াই বিশ্বৰ ওলগ ওখ শুভেচ্ছা জনায়। এই বিশ্বৰান আমাৰ অসমীয়া সমাজে হৃদ্যস্পন্দন প্ৰকল্প আমাৰ ধনাতি আহোৰি। অসমৰ সমাজে জীৱনত সাহোচাৰ প্ৰেমৰ সেলাৰি সীমা। ধৰলৈ কোনো মানুহো যান আলহী আহিলে তেঁওলোকক নতুন ৰ সাহোচাৰ সন্মান জনোৱা হয়। কওঁনা যাবলৈ অহা লোক সকলকো ছোৱালী জনীয়ে সাহোচাৰ মান বৰি নিজৰ লাবিয়ে দিয়ে। আমাৰ সমাজত সাহোচাৰ নিজস্ব এক সুকীয়া আসন আছে আৰু আছে ঠাইৰ গুৰুত্ব। গেয়ে আমি সাহোচাৰ প্ৰহাৰ কৰাত গুৰুত্ব দিয়া উচিত।

ইয়াৰ অলঙ্কাৰস্বৰূপে আমাৰ সমাজলৈ চেৰুকি কঢ়িয়াই আনিছ আৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক পৰিবেশ মিলিটি হব।

*) বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ গামোচা ব্যৱহাৰ কৰে। অসমীয়া গামোচাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে।

গোঁসাই আলনাৰ গামোচা :- এই গামোচাখন গোঁসাই আলনাত আৰু মনি কুঠিত ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়।

চেকতিয়া গামোচা :- দুই সালে ফুল থাকে চেকত বিন্যাসে নামধৰত আঁকি ব্যৱহাৰ কৰা হব ফুলৰ গামোচা :- দৰা গামোচা। ~~ফুলগামোচা~~ মুগামোচা গামোচা :- সৰু আকাৰৰ গামোচা কমৰ বন্ধা গামোচা :- কৃষি কৰ্মৰ সময়ত মূৰত বা কঁকালত মাৰি লয়। [৭]

পানী গামোচা / তিয়নী গামোচা :- এই গামোচা আজলীয়া কেঁচা সুতাৰে তিয়াৰ কৰা হয় খুটা সুতা প্ৰয়োগ কৰা আৰু আঁচৰ ওপৰত পাৰা এই গামোচা হল

সাধারণতে নামনি অসমত বহুল ভাবে প্রচলিত তেওলোকে ধরতে পারিমান কবে আৰু সা বোৱাৰ সময়ত লিখে যাবে তিনটি সাধোচা বুলি কোৱা হানীতোকা সাধোচা:- মহিলা সকলে চুলিৰ হানি চুকিবৰ বাবে চুলিত বান্ধি লয়।
অনাকটা সাধোচা:- এই- সাধোচাসন নামনি অসমতে বহুল ভাবে প্রচলিত। এৰাতিতে বিভিন্নবা সাধোচাসনৰ বিশিষ্ট হৈছে বিয়াৰ দিনা বৈয়ৰি কনে কবাতো এবাই- সাত লৈ আবিলে বিবাহ কার্যত কোনো বাধনৰ আগত অন্তৰঙ্গলৰ অনুমতিনি নলয় বুলি বাধনা কবাহয়। অন্য কটা হৈছে মকা:- এই সাধোচাসন ভেঙৰ আহে যাত বহল, চাবি যাত দীঘল ঠিনাক কবাই- সুতাবে যা মাহুৰাজ লাৰ্ড মুতাবি বোৱা হয়। এই- সাধোচাসন মাংগলিক কামত ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়।
বহুমকলৰ আবলাই:- যজ্ঞোপকলেত বিভিন্ন ধৰণৰ আহু সুতাবে সাধোচা কয়।

এই আয়োজন (আবনাই) বড়ো কন্যারী অকলে
-জাতো নমিতিত দিয়াব উলাবি জেবোই- মাসাক
খা আদি বৃত্ত গতিত তিতিত মোকিয়াই
লয় কিছুমান গীত মাতব অমায়ত কবলেও
এই আয়োজন বান্ধিও লয়। বড়ো কন্যারী
এই আয়োজন অতি আদৃষ্টব, জাতিয় বিশিষ্ট
আৰু জাতিটোব চিনাকি। বামবেছু আতো বঙব
কামাবেশোবে বিভিন্ন বঙব আচুঁ সূতাবে বি
তিলিওবা আবনাইজন বড়ো জাতিক এবি দেকিয়
মহিলাবে উলিয়াই তুলিবলি অনুকম হৈছে।
আবনীয় কন্যাবীব মচবম :- আবনীয় কন্যাবীসকলে
আয়োজনব মুচকা বুলি কয়। মুচকাক দুয়ো।
মুবে বজা বহা মুগুবা বুলি কয়। মুচকাক
দুয়ো। মুবে বজা বহা ফুল তুমি কয়। মুচকা
বহা মাহবাজ লাহি সূতাবে বি তিলিহিল। এই
আয়োজন তিতিত লোৱাব উলাবি তেকা (হেংবা)
সকলে লিখাও সহায়তি আবনীয় কন্যাবীব
মুচকাবোব তেউজীয়া বঙব দুয়ো মুবে বাঁহ

লোগাইর ছবি এগা বংগটো কাবনীয়া কহাবী
অকলে যব ভাল লাগয়। মেডিজীয়া বঙব
লিছে বজিতা খুবাই মেডিজীয়া আজে লোমুবক
ব্যাবহাব হবা হৈ কাবনীয় কহুবী জোতিভৌব
বৈশিষ্ট। ই হৈছে ও জোতিভৌব অংকুতিক
এভিগাভিক বিশ্লব অর্থান চালেকি ~~ধাতোসকলে~~
বাণোসকলব লাজোব :- বাতো জনগোষ্ঠীটো
গামোচা অনক জেলা মায় লাজোদ বুলি ই
প্রায় এক মুটি বহল আক ভিনি হাবি মুগন
দীঘল বিভিন্ন বঙব আচুবে মোরা হয়। গামো
চা এবা লাজোব আবীবনতে হালধীয়া বঙ বেঙুনীয়া
বগা কলা আচুবে মোরা হয় দুফো মুবে
মুখবকে দহি মুতা দীঘলকৈ বান্ধি বিভিন্ন বঙা
বহা চালেকিবে মোরা দেখা যায়। এই গামোচা
লাজোব আগে অমিতিভ অথবিনা হিনালো দিমোব
টেবি হুত আদিত এই লাজোব ককালত আক
বিভিভ মেকিমাই লোরা দেখা যায়। লাখুব বাতো
জনগোষ্ঠীব অতি আদবব আক সন্মানব প্রতীকা
মথাহি কহুবীব আলন মথাহি কহুবী জনগোষ্ঠীব
গামোচাব আলন। ই বঙা বঙব আচুবে
মোরা আক মুবে হালধীয়া আবু মুল গোলা

আলনর দুয়ো কাম হালধীয়া পাব দি বোরা।
তেওলোকে কিয়া- অবাহ উওমর- পাবিন আদিত
ডিঙিত আলন লয়। আথিলাঅকলেও নৃত্য
আদিত এই আলন'লি নৃত্য কবা দেখা যায়।
উকঁ গামোচা :- অবীবলতে অসমীয়া লোকে
গা মোবাব লিমুত গা মবিবব বাবে ব্যবহাব
হয়। এই- গামোচা কেচঁা সুতাবে বোরা দুয়ো
পাতিত বঙা চেৰেজীয়া সুতা ব্যবহাব কবা
হয়। এই অতি প্রয়োজনীয় আৰু প্রচলিত
অসমীয়া সমাজত ব্যক্তি বোৰে উলাহোগী
কোচ বাজবংশীব- আওচাই :- কোচ বাজবংশীব
লোক অকলে গামোচাক আওচাই কয়।
আওচাই প্রায় ডেৰ ফুটমান ব্যক্তি আৰু
তিনি চাবি ফুট দীঘল হালধীয়া বঙব
আবীবলতে কোচ বাজবংশীসকলব লোচনীয়ে হওঁক
বা আওচাই হওঁক হালধীয়া আচুবে বে
কামত হালধীয়া সুতাবে লাবি দিয়ে। আওঁচাই
সুবত চেৰেজীয়া আৰু সুতাবে ফুল তুলি
সুন্দৰকৈ বোৱা হয়।

২.৪ সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ-

গামোছা আৰু বিহুবান। বিহুবান দুয়োখন পুৰুষৰ বস্ত্ৰ। দুয়ো ৰঙেৰে ৰঙা আৰু দুখন বস্ত্ৰখন হিচাপে গামোছা আৰু এডাল দীঘল ফুলা মেখেলা খন হিচাপে বিহুবান। আজিৰ দিনত অৱশ্যে বস্ত্ৰতে ৰঙা ফুল মেখেলা বিহুবালো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে। প্ৰকৃততে এই বিহুবান বা ফুলাম গামোছা খনেই অন্যান্য বস্ত্ৰ। গামোছাখন আৰম্ভণিতে দৈনিক কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিহু বিবাহ অনুষ্ঠান বা অন্যান্য মিকোলো সামাজিক অনুষ্ঠানিক বিহুবানক সন্মানৰ প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অসমৰ অলেলো শ্ৰেণীৰ জাতি জন জাতি সেই গামোছা ব্যৱহাৰ কৰে। অসমৰ বিহু উৎসৱৰ লগত গামোছাৰ বিশেষ সম্পৰ্ক আছে। বিহু নৃত্যৰ সময়ত যুবসকলে ফুলাম গামোছা যুৱতী মাইকী বিহু নৃত্যত অংশ গ্ৰহণ কৰে। বিহুবানত ৰঙা ফুলবোৰৰ বিশেষ

মহত্ত্ব আছে। এই ফুলগোৰ প্রেম আৰু মিলনি
ৰ লগতে বসন্ত ঋতুৰ প্রতীক আৰীবনতে
অসমীয়া সমাজতে হোৱালীয়ে চলি বোৱালৰা
জেনৰ বিহুৰ প্রতিত বিহুধানত দি নিজৰে
প্রেম প্রকাশ কৰে। তদুপৰি অকণে তাতৰক
গখীৰ জানবলি যা নামঘৰ। আগলাত সমা
নৰ প্রতিক হিচাপে বিহুধান সলনি কৰা হয়।
আনহাতে এনু বিবাহ অনুষ্ঠানতো অকোলো
জেঁকতে উলহাৰ দিয়াৰ বৰ্তমানৰ আমোল
~~অমিশ্বাসৰ~~ অমধুৰ প্রতিক হিচাপে পাখি
গলিত হোৱা দেখা গৈছে- [৪]

২৫ বিতর্ক

২০২৩ সনৰ আন্দোলনক লৈ সৃষ্টি হোৱা

মোৱা বিতৰ্ক :-

জি আই— ডেগ :— অসমীয়া— আন্দোলন ঐতিহাসিক ধ্বংসী পাশ্চাত্যিক নিক্ষিপ্ত ৰাজত বিস্ফোৰকলি বিতৰ্ক ৰ সৃষ্টি হৈছে। আঞ্চলিক ভাৱে অসমীয়া সমাজৰ বিস্ফোৰৰ ওপৰত এক ধৈৰ্য্য-ৰাজ নমকাৰ ফুলত প্ৰেক্ষো কিনল হয়। অসমীয়া আন্দোলন জি আই লাঞ্ছনৰ বাবে প্ৰথম এন আবেদন দাখিল কৰিছিল ২৩শিল্প ক্লাষ্টৰ প্ৰতিষ্ঠান (আই-পইহু টি) বৌৰেং— (লাওভোগা) বৰপথাৰ গাঁও লোলাধাৰ্ট জিলাৰ মালৰ লাখা। পোৱাৰ্টৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (এ এ ইউ) লৈ পইহু ক্ষেত্ৰত কৰাবিকৰি সহায় আগবঢ়াইছিল আই ডিগ্ৰী দাখিল কৰা প্ৰাৰম্ভিক আবেদনত ফুলাম আন্দোলন বাবে জি আই ডেগ বিনাৰো পইহু আবেদনৰ জি আই প্ৰদত্তীয়ন নং আছিল GI 8 0018 ।

সেন্টচ আইডি -আবেদনৰ ওৱাৰত আপাত্তি জনাই- হুজুতাঁত- আৰু বৃদ্ধ অঞ্চলৰ কথলে দুটা যুক্তি উপস্থাপন কৰিছিল, আৰু- গাঁওবাৰ ভিজ আই- পঞ্চায়িতৰ বাবে অসমীয়া বা আসামীয়া কথাটো- বিবেচনা কৰিব লাগে যুক্তি পৰাৱৰ্শ দিয়ে। নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত লোক সকলক চেলেদৰে চিনাক্ত কৰিবলৈ ইয়াৰ প্ৰয়োজন। ওদুপাৰি ভিজ আই- পঞ্চায়িতৰ উন্নত বলবহু কৰণৰ বাবে ভিজ আই- লগত অসমীয়াৰ ঠাইত ইংৰাজী আৰু হিন্দীত অসমীয়া গাঁওবা নামটো থাকিব লাগে যুক্তি আগবঢ়াইছিল। বাংলা আইডি সভা, অসমীয়া চমুকৈ বি এছ এছ চমুকৈ এয়ে 2020 চনৰ অধিবেশনত এক অনুষ্ঠানত অতিথিসকলৰ সম্বৰ্ধনা- জনাতো অসমীয়া গাঁওবা আৰু বাংলা গাঁওবা আৰু বৰ্ণটি চিনাই- এক প্ৰকাশৰ মাধ্যমেৰে গাঁওবা প্ৰেক্ষিত কৰিছিল কবিতাৰ সামাজিক মাধ্যমত এই গাঁওবাৰ ফটো ভেটুৰেই হৈ পৰাৰ লগে লগে এই সন্দৰ্ভত বাঙ্ময়ত বিতৰ্ক সৃষ্টি হয়। লিখুত আজিলৈকে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতীক্ষা কৰে।

তৃতীয় অধ্যায়-

৩. জোপি

৩.১ জোপির ঐতিহ্যঃ-

হিউয়েন চাঙের বর্ণনা অনুযায়ী খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মণিপুর নামের জাতি এটা- উপাদান দিছিল। ঐসময়ে লাহুত জোপিত উল্লেখ তুতীয়া রজার হেফেত পোয়া যায়। ১৬২৩ চনত চুতিয়া নীতিপালে আহোম রজা চুহুংমুঙের লগত অন্তি করিবলৈ কাকার জোপি উপহার দিছিল।[১][২][৩][৪] ঐসময়ে লাহুত চুহুমুঙের রজাই- চুতিয়া রাজবীনী কাছিয়া দখল করি বহুতো জোতি লাকে করিছিল।

[চ] বহু পুরনি কালরে পরা অসমত জোপি নৃত্য হৈ আহিছে। আহোম রাজত্ব কালতো জোপির ব্যাপক প্রচলন আছিল।

চিত্র:- জোপি নৃত্যরত

তুতীয়া রজার হিন্দু জোতি নির্মান করিবলৈ।

জোনাকিয়া বুলি দেউা থৈল বাজিছিল কিন্তু থৈলৰ লোকে পাছলি আহোম বঙ্গা সকলৰ কাৰণেও জোনা নিৰ্মান কৰিছিল। [6] ঈয়াৰ বাহিৰে মধ্য অসমৰ বাৰ ভেঙ্গা সকলেও জোনা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আতনাথী- ধুবুৰীৰ আজেত আহোম বঙ্গা সকলে বাঁহৰ চালি, চুজোলি আৰু ঢেকী নাওঁয়া জোনা ভেঙ্গা সকলৰ লগা লৰালৈ কিকিছিল। [7] আহোমৰ দিনত জে ডাঙৰীয়া সকলে মৰাণ অনুসাৰি বিভিন্ন জোনা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। যেনে বুঢ়া গোহাঁই- ৰৰলাত্ৰ গোঁহাঁই- ৰৰগোহাঁই সোণৰ চুলাৰে লানী জোনা আৰু- দুখিৰা জোনা। ৰৰফুকন সকলে ৰূপৰ চুলোৰে জোনা ঢেকা ৰৰজোনা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। লোককলা, প্ৰকৃতিটো- জাতিৰ সাংস্কৃতিক পৰিচায়ক। এনে লোক কলা সম্বন্ধে জাতিটোৰ শুচি ব্যৱহাৰ আৰু ~~শিল্প~~ শিল্পিক পৰিচয় দাঙি ধৰে। মানুহ স্বাভাৱিকতে সমাজে থিয় হোৱা দেই প্ৰয়োজন হয় তেনেমান বস্তু বা সামগ্ৰিৰ এনে নিত্য প্ৰয়োজন বস্তুৰ দুই-

একদল সেই অঞ্চলের প্রচার কিন্নীকুলের লোকে নিয়ে নিজের ইচ্ছানুযায়ি আকর্ষনীয়কে জাতি তুলিল বিশেষ সেই বস্তুদলে জাতিটোর লোক বলা হলে স্কুতী পায়। জাতি অঞ্চলের অন্যতম লোককলা। অতি পুরনি কালের জালির ব্যবহার অঞ্চলে দেখা যায়। ব্যবহার অনুযায়ী জালি আবিষ্কৃত তিনি প্রকারের। টেকা জালি, বর জালি আর ঝুলোম জালি। টেকা জালি আবিষ্কৃত প্রায়শ্চলতে মাতির অলনি ব্যবহার করা হয়। বিশেষকে জ্যেতিপাথারত দ্বন্দ্ব বস্তুনের পরা বঙ্কা পাবলে টেকা জালির বহুল প্রচলন দেখা মিলিল যদিও অন্যশ্রুতি এলে জালির ব্যবহার যথেষ্ট হ্রাস লোরা পরিলক্ষিত হিছে। এলে জালিক হালোরা অঞ্চলে পানী হৈয়া জালি নামেও অঞ্চলে চিহ্নি বিশেষ জেলা যায়। কালে অর্জনে বিদ্যি।। প্রেমরে জালি দেখিবলে টুলির মরে আছিল। কালক্রমত পার -আকার এং আজোর অর্থাত তৈয়ারী করা

অঞ্চলিত বিভিন্ন ধৰণৰ হয়। যাৰ ভেতে নাহৰ লাত জাপি অজোৱা ধাই- উপকৰণ। কোনো কোনো দেশত গাখলাত আৰু কেতুৰ মালেৱেও জাপি সজা হয়। ধনী অঞ্চলৰ গৰখীয়া লৰা ছোৱালীৰ বেছি দুটা মুগোৱা জাপি আৰু এটা জাপি। জাপিৰ ইতিহাস বহু পুৰণি। ৰাজ পৰিয়ালৰ লোকে নিজৰ মূৰটো ৰক্ষা কৰিবলৈ ঔদ্যোগিক কাঠেৰে মানুহে আজি তৈলিয়াই জাপি। জয় জয়ান্তে চীন দেশত জাপিয়ে আত্মৰক্ষা কৰাৰ এটি মত অস্ত্ৰ আছিল। প্ৰথমতে জাপি দেখিবলৈ আছিল দুটা চকৰ দৰে। অনুক্ৰমে ভৰ আকাৰৰ অস্ত্ৰশস্ত্ৰৰ ঘটে। মাঁহ- বেত আৰু গছৰ লাত জাতি অজাৰ ধাই উপকৰণ। কোনো কোনো দেশত চৰাইৰ উপকৰণ। আৰু জন্তুৰ মালেৱেও জাপি সজা হয়। চীন দেশৰ জাপি লোৱাৰ মূৰটোত দুৰে জোঙা। চীনৰ লৰা ধনীকন ৰূপৰ পোহিয়া হৈ অসম দেশে পোৱাৰ লগে লগে ই বাদুম গঢ়িয়া ৰূপ লয়। জাপি অসমৰ লোক কলৰ পাটি

সুন্দর নিদর্শন। ইয়াক উলুমাৰ সাধাৰণকৈও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিশ্বাসত আছে। মাইলো খাও নি উজনি ৰাজ্যলৈ

তোমালৈ আনিমনো কি?

তোমালৈ আনিমে সৰু দেখা জালি

দুলত ধাপৰ চলা দি।)

জালি দৈনন্দিন জীৱনৰ এক অতিবিহাৰ্য অংগ। সেই বাবে এটা সোজেলাত কিছু জালি, লাহি, তিয়ৰী,— টনা। ইয়াৰ সেবিলে দিনত কণা।। জালি অসমৰ ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে পুৰুষ স্ত্ৰী ডিঙেৰে ব্যৱহাৰ কৰে। পৰ্বত লৈয়াম ডিঙেৰে ইয়াৰ সম ব্যৱহাৰ। আগতে গে গেছেৰিয়া অথবা অস্ত্যাবিকশৰ অকল প্ৰমন কৰিবলৈ যাওঁতে ৰৱমালি বিনি সোৱা নিয়ম আছিল। বিয়াত পানী তুলিবলৈ যাওঁতে লিও— ডিঙিওতে আৰকি স্যোজেকাড়ি বিয়া কৰাবলৈ যাওঁতে ৰৱজালি বিনি হোৱাইছিল। দুখুৰ ধৰত অত্যনাৰায়নৰ পূজা কৰত গৈৰা অথবা বীত ৰ গোৱত নাচনি খুটি দাঁত লুতি তাৰ

গুলবত বন্দুকটি ঐটা হৈ তাৰ ওলত টৈৰেদ্ৰ
বা গাই চাউলি পানী জাপি আৰু টুপি জাপিবা।
ওৱাহীজীৰ বন্ধুকলৈ আহিছিলে ধানতেৰে বুজা
দিয়া বন্দুকটি কাণৰ দুলাৰে পানী জোপা
তথা টুপি জাপিবা। দুপৰীয়া অকলে কাণৰ চলোৱ
পানি জাপি অথবা টকা এৰ জাপি থৰহৰ
কৰিব পাৰিছিল। আজি কালি বন্দুকটিৰ প্ৰয়োগ
কমি আহিছে। নগৰীয়ালোকে ৰ'দ বন্দুক কাণৰ
বন্ধুকা পাৰলৈ ছাতিকে আদৰি লৈছে। অৱশ্য
অতিয়ক অকলে ভেটিয়াও জাপি এৰা নাই।
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ফুলাম জাপিৰ
প্ৰয়োগ ~~কমিছে~~ বাঢ়িছে।

৩.২ জালির ব্যবহার :-

জালির অসমের অন্যান্য লোকগুলো অতি পুরনি কালরে জালির ব্যবহার অসমত দেখা যায় ব্যাবহার অনুযায়ী জালি আবিকাতে বিনি প্রকারর- উকা জালি যব জালি আরু ফুলাম জালি। উকম জালি আধীবলতে গ্রামাঞ্চলত ব্যবহার করা হয়। বিশেষকৈ তোতি পথারত বদ্ধ বরষুনর পরা রক্ষা পাবিলে উকা জালির বহুল প্রচলন দেখা গৈছিল মদিও আশ্রাতি এনে জালির ব্যবহার যথেষ্ট হ্রাস লোক্র লক্ষি- লক্ষিত হৈছে। পন্থ জালিক হালোরা জালি অথবা পানী দিয়া জালি নামেও অসমর ঠাই বিশেষে জনা যায়। যবজালি- পুরনি কালত জা জেউরীয়া অথবা সম্ভ্রান্ত লোকর অন্দরমহলে ব্যাবহার করা মিছিল দেখাদেউ- অথবা জা জেউরীয়া অকলর যুবর ওনরত জালি বিয়া এজনু জালিতে বন্দ বরষুন নলবারকৈ সন্মান অহিকারে বাঁহি লৈ গৈছিল। তেনেদরে সম্ভ্রান্ত পরিয়ালর আহিলসকলক

জোলি বৈবা ওজনে আধাসেৰ অথবা আঁওবত মিকা কৰি আঁৰ দি আনা নিয়া কৰিছিল। সেৱক কথাক বৰজোপি কেৱল বৰমুৰীয়া লোকৰ মাজেই পুৰণি কালত বিয়োগকে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সদিও সম্প্ৰতি এনে ধৰণোপি স্মৃতিৰ সৰাসুত আনমাতে, মুলাম জাতি বিহলাচ আৰু ধৰ্ম্মস্তুৰি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মুলাম জাতিক অসমৰ সংস্কৃতিৰ শ্ৰেণীক হিচাপেত ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে। সেয়েহে কোনো ব্যাক্তি বিচ্ছেদক সন্ধান পাবিলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মত অসমীয়া জাতিৰ পৰিমান নিহিত হৈ-আছে। এক এক বাঁহুৰ দিৰে এনে জাতি তৈয়াৰ কৰা হয় যাবে অন্তত ঐয়াক এক দিহা জাতি মাজেও জনা যায়। পুৰণি কালত প্ৰজাৰ খেল চবাত লগুৱা হিচয়াৰ কৰ্ম্মালয়ত মুলাম জাতি ৰ জাতি অজৈই থোৱা হৈছিল। দুৰ অতিতত কামৰূপৰ ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাই তিনি বন্ধু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিউৱেনচাঙলৈ সন্মান আৰু

বৈশাখ হিচাপে ফুলাম জাতি শ্রেণীভুক্তি
লভিছিল বুলি কোনো কোনো গ্রন্থত উল্লেখ
আছে। অশ্বতি ফুলাম জাতি এই ওৰলিৰ
উলহি অন্যানৰ প্রতিক হিচাপে অসমীয়া লোকে
মৌ ধৰৰ বেৰত অথবা আলকোচাৰ বেৰত
আৰি মোৱা দেখা যায়। কোনো ব্যক্তিক বটা
বান্ধৰ লগতে সম্মানার্থে ফুলাম জাতি প্রদান
কৰাটো অশ্বতি কৰাটো এক প্রকাৰ পৰম্পৰা
ৰূপ লাভিনত হৈছে। অৱশ্যে ফুলাম জাতিৰ
চাহিদা যথেষ্ট বেছি আৰু প্রত্যেক ঘৰে বহুতে ফুলাম
জাতিৰ চাহিদা বাঢ়িবলৈ লোৱাটো শুভ লক্ষণ।
বহুতৰো অভিযোগ যে মাজে ফুলাম জাতি যুগুতাৰ
কথা হয় বাবে চাহিদা বাঢ়ি গৈ সকলো লাভিলাগিহে
হৈছে। বিশেষকৈ প্রজাতি বিশ্বৰ প্রভাৱত চাহিদা
যথেষ্ট বৃদ্ধি লোৱা দেখা যায়। এনে চাহিদা
পূৰণ কৰিবলৈ হুহুজোম যুগকুচি অঞ্চলৰ সেই
সকল শিল্পীয়ে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি জাষি
তৈয়াৰ কৰে। যুগকুচিৰ ওলাবি তেজেপুৰৰ সমী

পৰ্তী জাপি অজীয়া আৰত জোপা তৈয়াৰ কৰে আন এখাম শিলাই। সেই অকলেও কেবল জোপা তৈয়াৰ কৰিয়েই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। অৱশ্য জাপি অজীয়া গাঁৱৰ শিল্পী অকলেশ্ৰেষ্ঠত কথা জাপিৰ মূল্য বিভিন্ন কাৰণত বেছি হোৱাত তেনে জাপিয়ে সততে বজাৰ— এখন দখল কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আনহাতে— হুতুৰ মুগবুঠি জাপিৰ মূল্য তুলনা মূলক ভাবে কম হোৱাত অসমৰ ইমুৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ইতিমধ্যে এখন সুষ্ঠুভাৱে বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অৱশ্য অসমৰ জাপিয়ে ঘৰি বাজ্য অথবা বিদেশত এতিয়াও বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। যি সময়ত আমদানি কৃত অসমীয়া লোকৰ ধৰষ্ণ ক্ষুন্ন, কৰিছে, তেনে সময়ত মুলাম জাপিয়েও ঘাই বাজ্যত অথবা বিদেশত অসমৰ নাম কৰাৰ যুগ নিশ্চয় আছে।

৩.৩ জাপির প্রকার :

অসমর লোক সংস্কৃতির এক অন্যতম পরিচয় হৈছে - জাপি মূলত: আহিলা চহা কুসুমে প্রস্তুত করা এবিধ পরম্পরাগত যতন। পুরণি দিনত চাউলৰ প্রচলন অধিক হোৱা বাবে অতিরিক্ত বাঁহৰে আজতে বদ বহুলয় পৰা নিজেকে রক্ষা কৰিবলৈ মুৰত জাপি লৈছিল। এতিয়াও কৃষিকামৰ বাবে জাপি আহিল এক প্রয়োজনীয় অংগ। মূলত: বাঁহ আৰু টকৌ পাতেৰে আজি উলিওৱা অসমৰ জাপি নির্মান প্রক্রিয়া এক অন্যতম মনুৰা কুটীৰ শিল্প হিচাবেও পৰিচিত। বাঁহ আৰু টকৌ গছ এবিধ অনুজলেও গহ লোৱা বাবে অসমৰ গ্রামাঞ্চলত জাপি অজা কুটীৰ শিল্প এতিয়াও বিৰাজমান. যদিও বর্তমান মুলাম জাপি নির্মান শিল্পই বোধ হয় জনপ্রিয়। জাপি কেইবা প্রকাৰো আছে। ইয়াৰ বিভিন্ন - বৰ জাপি টকা জাপি অথবা হালোৱা জাপি, ঢকুৱা জাপি অথবা মুলাম জাপি আদিয়েই প্রধান।

বহু জাতি আৰম্ভণিতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সমাজৰ বৰষুৱাসকলে। বিভিন্ন উৎসৱ-পাৰ্বণ আদিত সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ লোকসকলে বৰজোপি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। জোকাৰ প্ৰচলন আহোম ৰাজত্ব কালতো আছিল। আহোম ৰাজধানীৰ চিত্ৰত ওলোৱা চিত্ৰত কৰি এই বৰজোকাৰ প্ৰচলন আছিল। ধুতা গোঁসাই, বৰপাত্ৰ গোঁসাই আদি পদবীৰ বিষয়াসকলে সোণাৰ চুলাৰে নিৰ্মিত জোপি ব্যৱহাৰ কৰিছিল. অসমতে বহুতকেইজন পদবীৰ বিষয়াসকলে পিন্ধিছিল ৰূপাৰ চুলাৰে নিৰ্মিত জোপি। উক্ত জাতি মূলতঃ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কৃষক তথা বনুৱা সকলে বিভিন্ন কাৰ্যত নিয়োজিত হৈ সকলৰ সমস্যত ধৰ বহুতৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ। এই জাতিক হালোৱা জোপি অথবা গৰখীয়া জোপি হিচাবেও জনা যায়। বৰ্তমান এই জাতিৰ প্ৰচলন খুবেই কম। জোপিৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ চিত্ৰবোৰত ফুলাম জোপি অথবা অৰুদিয়া জোপি বৰ্তমান আৰৈখিতকৈ জনাযায়। সৰু বাহুৰ

দৈ অথবা মিহি কাঠিত্বে তেনে জাপি আজো
হয় যাবে ইয়াক অৰ্দ্ধেয়া জাপি হিচাপে
গণ্য যায়। বৰ্তমান বাধৰ প্ৰস্তুতি কৰিবলৈ
অথবা বিশ্বটি বিস্তৃতি এই জাপিৰ প্ৰচলন
সৰ্বাধিক। অসমৰ জাতিয়া জীৱনত জাপিয়ে এক
গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। বিশ্বৰ লগত
ই অতি প্ৰাচীনতাৰে জড়িত হৈ আছে। বিশ্বৰ
লগতে পৰিজনাগত বিষয় গীত অন্যান্য জাপিৰ
উল্লেখ আছে। মুগলাম জাপিৰ বৰ্তমান অসমৰ
ৰ সংস্কৃতিৰ সন্মানৰ এক প্ৰতিক হিচাপে
গণ্য কৰা হয়। জাপি অসমৰ অন্যতম লোক
কলা অতি পুৰণি কালৰে জাপিৰ ব্যৱহাৰ
অসমত দেখা যায় ব্যৱহাৰ অনুযায়ী জাপি
আবীৱনতে তিনি প্ৰকাৰৰ হৈকা জাপি বৰ জাপি,
আৰু মুগলাম জাপি। হৈকা জাপি আবীৱনতে
গ্ৰামাঞ্চলতে ছাতিৰ অলনি ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
বিশেষকৈ খেতিয়াৰে ঘৰ্ম প্ৰশমনৰ লগা ৰক্ষা
পাবলৈ হৈকা জাপিৰ বহুল প্ৰচলন দেখা যাইছিল

যদিও আজকাল এনে জালিব ব্যবহার যথেষ্ট হ্রাস পেয়ে পরিলক্ষিত হয়েছে। এনে জালিক হলেও জালিক অথবা নাম দিয়ে জালি নামেও অসমীয়া নিষ্ঠ বিশ্লেষে জানা যায়। বরজালি পুবনি অসমত ডাঙৰীয়া অথবা অন্যান্য লোকৰ সন্মানাৰ্থে ব্যবহাৰ কৰা হৈছিল। স্বর্গদেউ অথবা অন্যান্য সকলৰ মুখৰ ওপৰত জালি ধৰা এজনে জালিটো বহু যত্নেৰে নিজকে সন্মান সহকাৰে বহি লৈ থাকিল। তেনেদৰে অন্যান্য পৰিয়ালৰ মহিলাসকলক জালি ধৰা এজন জালিটো অলপ অন্তৰত থিৰ কৰি আঁৰ দিওনা নিয়া কৰিছিল। এক কথাত বিয়েৰ ব্যবহাৰ কৰা হৈছিল যদিও অধুনাতি এনে বরজালি স্মৃতিৰ গৰাহতে। আনহাতে মুগাম জালি বিহু নাচত আৰু ধৰ পুৰণি কৰিবলৈ ব্যবহাৰ কৰা হয়। মুগাম জালিক অসমৰ সংস্কৃতিৰ প্রতিক হিচাপেও ব্যবহাৰ কৰি আহা হৈছে। সেয়েহে কোনো

ব্যক্তি বিশেষক সন্মান আৰিহণে ফুলাম জাপি প্ৰদান কৰা হয়। যত অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতিমান নিহিত হৈ আছে। অৰু অৰু ধাঁচত বিভিন্ন ধৰণে জাপি তৈয়াৰ কৰা হয় সাধাৰণতঃ ইয়াক সৰুকৈয়া জাপি নামেৰেও জনা যায়। পুৰণি কালত প্ৰজাৰ মেলাঃখাত নাইবা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ফুলাম জাপি সজাই থোকা হৈছিল। দুৱ অতিত কামৰূপ ৰাজ্য ধ্বংসৰ পাছত ৰজা ধুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাই চীন ৰাজ সন্নুসী হিউৱেনচাঙলৈ সন্মান আৰু উপহাৰ হিচাপে ফুলাম জাপি পাঠিয়াইছিল বুলি কোনো কোনো ঐতিহাসিকে লগতে সন্মানাৰ্থ ফুলাম জাপি প্ৰদান কৰাটো অদ্যাপি একপ্ৰকাৰ লক্ষণীয়ভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ অসবনি ঃ-

আতি ধৈর্য, ধর্ম নির্বিশেষে প্রোটেষ্টি অসমত মানুষে সাধোন আৰু আশা পুরয়াব কৰে। প্রতিজন অসমৰ আমেজ সাধোনৰ লগত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। প্রোটেষ্টি অসমৰ মানুহৰ মিলা প্রীতিৰ এক প্রতীক হিচে সাধোন। সাধোন প্রোটেষ্টি অসমীয়া আতিক এটি সোণালীৰে বন্ধাৰ মূল হিচেবে সাধোন। আমাৰ সাধোন-গুলি পাকিয়া বলুবতী। সেয়েহি অসমীয়া বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এজন আনজনৰ পৰা নিজৰ নিজৰ ধৰণেৰে সাধোন বৈ সাধোন গুলত বৈশিষ্ট্য আনিছে। সেকেদৰে আজিকালি অৰণ্যত জালিৰ প্রয়োগ কৰি আহিছে যদিও গুহ শোভাৰ ৰঙ্গকৰণ হিচাপে আঁঠুনিয়া উপযোগ হিচাপে আৰু তেৱন আদি সজাৰ কামত ইয়াৰ প্রয়োগ কৰা হৈ আহিছে। জালিয়ে সংশ্লিষ্ট এক নৃত্যইও অসমত জনপ্রিয় অর্জন কৰিছে। অসমৰ প্রতিজন লোকৰ কাণ্ডত সাধোন গুলন থাকিলেও ইয়াৰ আঁচুৱে আকে অসমীয়াক হেৰুৱাই।

সেই সকলে জাতিয়ৰ আবেগক লৈ হয়তো অনি
ধুনকুত ভৱি গৈ কাম কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰতিবাদ
কৰিবে হাতিয়াৰ নাই। তেওঁলোকে বুজি ওঠা
ভাষাত অসমীয়া গাভিৰলৈ গাখোৱা গলক বগাই আনি
কামোৰাৰ গাখোৱা দখল আনি চিলাই দিব নালাগে
। সেই অসমীয়াবোৰ মনত গিতৰৰ পৰা জন্ম হব
লাগিব। আজি ভাষাৰ লক্ষণ বৰ্মী, প্ৰেচাৰ ভূমী আৰামি
কোৱাৰ কৰলত পৰা গাখোৱনক উদ্ধাৰ কৰাৰ
দায়িত্ব সকলো প্ৰেতিজন অসমীয়াৰ।

8.2 গ্রন্থপঞ্জী :-

১. Boruah, J. & Chakrabarty, N (2019) Gamosa. An identity of the Assamese Community : Extent of legal Recognition in India. Traditional Knowledge and Traditional cultural Expressions. National and Community perspective,, pg. 71-80

2. PTI (১৪ ডিসেম্বর 2022)" Assamese 'Gamocha' gets GI tag: State in jubilation" ↗ Indian express https://indianexpress.com/article/lifestyle/lifestyle/assamese-gamocha-get-gi-tag-state-jubilation-8324209/ ↗ আহরণ করা হয়েছে : 15 December 2022

৩. Sentinel Digital Desk (১৫ডিসেম্বর 2022) "Assamese gamocha gets Geographical Indication Tag ↗ Sentinel Assam.

https://www.sentinalassam.com/north east-india-news/assam-news/assamese gamocha-gets geographical indication Tag 627931 ☐ আহরণ করা হৈছে 15 December 2022

৪. আলি, বৰিন (১৯ ডিচেম্বৰ 2022) "অসমীয়া আৰু আফ্ৰিকা আছেন. জাতীয় ঐতিক পৰিচালনৰ আগোচগমন" অসমীয়া অৱশ্য

৫. Mahanta, S Assam Buranji D.H.A.S 1945 P.9 ☐

৬. Gowami, Hemchardra, purani Asam Buranji. P. 41 ☐

৭. Bhuyan, Surjya Kumar Satsari Buranji P. 135 ☐

৮. http://igmca.gov.in/Asi_data/72269.pdf ☐

Dutta. Sristidhar, Mataks and their Kingdom 1985. p30

৪.৩ অনুশীলনী :-

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	পেশা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
1.	মফিদুল ইসলাম	27	ব্যবসায়ী	শিক্ষিত
2	নুরজামাল হক	51	কৃষক	অশিক্ষিত
3	আতিকুল ইসলাম	48	ব্যবসায়ী	শিক্ষিত
4	আমজাদুল আমিন	21	কৃষক	অশিক্ষিত
5	কায়েস আমিন	34	শিক্ষক	শিক্ষিত
6	আকবর আলী	49	শিক্ষক	শিক্ষিত
7	কলিমুদ্দিন শেখ	45	কৃষক	অশিক্ষিত

৪.৪ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :-

১/ গোস্বামী হেমচন্দ্র
— পুরনি অসম বুরঞ্জী

২/ ডেইজা স্বর্গ বুঢ়াবা
— আতঅৰী বুজৰ্ঞী

৩/ গড়ে চাও লোকেশ্বর
— অসমৰ লোক সংস্কৃতি - ৩

৪/ ফাইকিয়া দেবেন
আতঅৰী
—

৫/ গড়ে দীপালী আ -
—অসমিয়া প্রতিদিন বুধবাৰ ২১
এপ্রিল 2012 (বাতৰি কাকত)

৬/ শৰ্মা নাৰায়ন
ৰাজবংশী সৰমানন্দ } সম্পাদক
— অসমীয় সংস্কৃতিৰ কলিকা

৭/ মহন্ত চন্দ্র — অসম বুৰঞ্জী

৮/ বুঢ়া বৰুৱা পাল্লবী ডেকা — } সম্পাদক
অসমৰ সংস্কৃতিৰ ইতিহাস

ধন্যবাদ

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- অসমীয়া আ-অলংকাৰ।

কাকতঃ- ASM-HE-6056

দাখিলকর্তা-

নাম ঃ- মনিজা খাতুন

শ্রেণী ঃ- স্নাতক মহলাৰ ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নং ঃ- UA-201-101-0075

পঞ্জিয়ন নং ঃ- 20023067

শ্রেণী ৰোল নং ঃ- 89

তাৰিখ ঃ- 15-05-2023

তত্বাৱধায়িকাঃ-
ড° অনুপমা ৰাভা

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Axomiya Aa- Alongkar"** submitted by MONIJA KHATUN. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College.

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত লক্ষীপুৰ কলেজৰ স্নাতক মহলাৰ ষষ্ঠ ষাণ্মাসিকৰ অসমীয়া প্ৰধান বিষয়ৰ সকলো সেমেষ্টাৰ প্ৰকল্প পত্ৰ বিভাগত জমা দিব লাগে। এই বিষয়ৰ বাবে আমাক বিভাগীয় তৰফৰ পৰা বিষয় বাছনি কৰি দিয়াৰ পিছত পেপেৰ সমাপ্ত কৰি উলিওৱাত সকলো দিশতে আমাক লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা মণ্ডলী আৰু ইয়াৰ লগত মোৰ বন্ধু বৰ্গই সমস্যাকালে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়।

মোৰ প্ৰকল্প পত্ৰৰ বিষয় আছিল "অসমীয়া আ- অলংকাৰ"। এই বিষয়টো হাতে পৰিলত কৰি প্ৰকল্প পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰোতে তত্ত্বাধিকা অধ্যাপিকা ড° অনুপমা বাৱো বাইদেউ লৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।

প্ৰকল্প পেপেৰ পুংখানুপুংখ নিৰীক্ষা কৰি দিয়া লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া সুবকী অধ্যাপিকাৰ লগত অনুকাৰী অধ্যাপিকা ড° আছমা ইয়াছমিন, অধ্যাপিকা চন্দ্ৰানী হেৰী বৰুৱা, অধ্যাপক বফিকুল ইছলাম হাৱৰক মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।

সূচীপত্র

বিষয়ঃ — পৃষ্ঠা নং

প্রথম অধ্যায়ঃ অবতরণিকা — ১- ৪

১.১ পরিচয়

১.২ অধ্যয়নর লক্ষ্য আরু উদ্দেশ্য

১.৩ অধ্যয়নর পদ্ধতি

১.৪ অধ্যয়নর পরিসর

① ক্ষেত্র পরিসর

② বিষয়র পরিসর

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মূল বিষয়র আলোচনা — ৪- ৫

২.১ বিভিন্ন প্রকারর অলংকার — ৫- ১১ ৭

২.১.১ টোটিত লিপ্সা অলংকার — ৭- ১১

২.২.২ নাকত লিপ্সা অলংকার — ১১- ১৩

২.২.৩ কালত লিপ্সা অলংকার — ১৩- ১৮

২.২.৪ স্বাত আরু আঙ্গিলির অলংকার — ১৮- ২৫

২.২.৫ হেবিত লিপ্সা অলংকার — ২৫- ২৯

২.২.৬ অন্যান্য অলংকার — ২৯- ৩৯

① লোকলার

② কম্মরধনি বা কর্ধনি

③ চিতিলাটি বা চিতিলাটি

④ মসরদানা
⑤ মতামনি
⑥ বিবি
⑦ কলানি বা টিকনি
⑧ ফোনবিবি
⑨ ঢেলাবিবি
⑩ কাংকাই কেব

তৃতীয় অধ্যায়ঃ উপসংহার
৩.১ আমরাণী 80
৩.২ পাদটীকা 81
৩.৩ গ্রন্থপঞ্জী 82
৩.৪ অমলদাঁতা 8৩

প্রথম অধ্যায়

১.১ পরিচয় :

সোণ আৰু ৰূপৰ পৰা অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও বীজু আৰু তাৰৰ বিভিন্ন মণি মুকুতাৰে অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰা হৈ থাকে। প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত যি-অলংকাৰসমূহ সোণ আৰু ৰূপৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু সুন্দৰ পৰা ছোৱালীক তাক পিন্ধান কৰিছিল। প্ৰাচীন কালৰ পৰা অসমৰ পুৰুষ মহিলা দুয়োৱে অলংকাৰ পিন্ধান কৰিছিল। বৰ্তমান যুগত বিশেষকৈ মহিলাসকলে বেছিভাগ মহিলাই পিন্ধান কৰে। অসমীয়া মানুহৰ অলংকাৰ গহীন আৰু জাকজমকীয়া। এই অলংকাৰৰ পৰাই অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয় পোৱা যায়। অসমৰ বিগত কালৰ অলংকাৰৰ বিষয়ে ইতিহাস, পুৰাণি সাহিত্য আৰু শিলালিপিসমূহৰ পৰা এটা স্পষ্ট ধাৰণা লাভ পাৰি। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাই হৰ্ষ-চিন্তামণিত লিখি গৈছে যে বিভিন্ন উপলক্ষত গজমুকুতা সাজোৱা বালা অন্যতম। বনমালা বৰ্মাৰ ভেজপুৰ আগন কালত কিংকিণীৰ উল্লেখ আছে।

১.2 — অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য :

— অলংকাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ। মানুহৰ দেহৰ অংগৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীয়েই হৈছে অলংকাৰ। পুৰণি কালত পুৰুষ মহিলা উভয়ে অলংকাৰ পৰিধান কৰিছিল। মানুহৰ সাজোন-কাচোনৰ অভ্যাসৰ ফলতে অলংকাৰৰ সৃষ্টি হৈছিল। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে গুহাত বাস কৰা মানুহবোৰে বন্যপ্ৰাণীৰ কিল, দাঁতৰ হাড়, চৰাইৰ পাখি আদিক অলংকাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। বৰ্তমান সময়ত সেইবিলাকৰ ব্যৱহাৰ কিছু দিন নাইকিয়া হৈছে। মানুহৰ সভ্যতাৰ লগে লগে নানা ধাতুৰ আবিষ্কাৰ হয় আৰু ধাতুৰ অলংকাৰৰ ব্যৱহাৰ বাঢ়িবলৈ ধৰে। অলংকাৰে মানুহৰ দেহৰ সামাজিক মৰ্যাদা, কাঁচিবাৰি, আৰ্থিক অৱস্থাৰ পৰিচয় দিবলৈ ধৰে। অলংকাৰ বোৰ সোণ, ৰূপ আৰু নানা বিধ মণি মুকুতাৰ গঢ়ীত। আমাৰ অসমীয়া সমাজত অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা চলি আহিছে। অসমীয়া সমাজত লিঙ্গ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অলংকাৰৰ বিষয়ে

আলোচনা কৰাই হৈছে মোৰ বিষয়ৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য।

১.৩ অধ্যয়নৰ পদ্ধতি:

অসমীয়া সমাজত আৰু অলংকাৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁতে তুলনামূলক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি এই বিষয়টো আলোচনা কৰিছো।

১.৪ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ:

অধ্যয়নৰ পৰিসৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰি আলোচনা কৰা হৈছে—

① ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ

② বিষয়ৰ পৰিসৰ

① ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ:

অসমীয়া সমাজত আৰু অলংকাৰৰ বিষয়টো অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ হিচাপে বিশেষকৈ অসমৰ অসমীয়া সমাজত আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰ অলংকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ উপৰিও আনুষংগিকভাৱে সেই আনুষংগিক অসমীয়া সমাজো আমাৰ লৈছো। অসমৰ

বাহিৰেও অন্যান্য দেশৰপৰা অলংকাৰ পৰিধান কৰে। ইয়াত অসমীয়া সমাজত অলংকাৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়েই আলোচনা কৰিছোঁ।

② বিষয়ৰ পৰিসৰ :

মোৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে অসমীয়া সমাজত পৰিধান কৰা অলংকাৰৰ বিষয়ে। প্ৰাচীন কালত অসমীয়া সমাজত অলংকাৰৰ ব্যৱহাৰ পুৰুষ মাইকী উভয়ে পৰিধান কৰিছিল বৰ্তমানযুগত আৰু অলংকাৰসমূহ কোহীয়াকৈ মাইকীয়ে পৰিধান কৰে। অসমীয়া সমাজত বিভিন্ন প্ৰকাৰ আৰু অলংকাৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাই হৈছে মোৰ বিষয়ৰ পৰিসৰ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষৰ দেহৰ অংগৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহেই হৈছে আ-অলংকাৰ। পুৰণি কালত পুৰুষ মহিলা উভয়ে অলংকাৰ পৰিধান কৰিছিল। মানুহৰ সাজোন কাচোনৰ অভ্যাসৰ ফলতে অলংকাৰৰ সৃষ্টি হৈছিল। ৰাজাৰ ৰাজাৰ যুদ্ধৰ পূৰ্বে যুদ্ধৰত যাত্ৰা কৰা মানুহলোকৰ বৰ্হীন কালি, দেহৰ ৰং, চৰাইৰ পাখিৰ আদিক অলংকাৰ চিহ্নাল ব্যৱহাৰ কৰিছিল। মানৱ দেহৰ সভ্যতাৰ লগে লগে নানা ধাতুৰ আবিষ্কাৰ হয় আৰু ধাতুৰ অলংকাৰৰ বিষয়ে ব্যৱহাৰ বাঢ়িবলৈ ধৰে। অলংকাৰে মানুহৰ দেহৰ সামাজিক মৰ্যাদা, কৰ্তিবৰি আৰ্থিক অৱস্থাৰো পৰিচয় দিবলৈ ধৰে। অংগৰ আ-অলংকাৰবোৰ সোণ, কাঁহ আৰু নানাবিধ মণি মুকুতাৰে গঢ়িত আছিল। আমাৰ অসমীয়া সমাজত আ-অলংকাৰৰ কথা অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা চলি আহিছে। পুৰণি কালত অসমীয়া সমাজত পুৰুষ মহিলা উভয়ে অলংকাৰ পৰিধান কৰাৰ কথা সুবিদিত হোৱা যায়।

— বর্তমান যুগত — আ — অলংকারবোর — বেছিলেস — সহিলাই
লোবিধাঁন — করা — হৈছা — সায়।

— আশ্রমা — বিষয়ীত — বিভিন্ন প্রকারর — অলংকারর
— বিষয়ে — আলোচনা — করা। — দুসার — উলাবিত — অন্যান্য
— অলংকারর — বিষয়ে — আলোচনা — করা — হৈছে। — কিয়লো
— অলংকার — শিকিলে — লোকবিলে — বেছি — দুনীয়া — নয় — বারু
— বিক্ষাকে — সহিনার — জরুত — আধিক — আরু — সেই — নহলে — বার
— ছোকালীর — ন — অহিনার — আতি — সবসর। — আমি — সকলোরু
— অলংকার — শিকি — দুনীয়া — ই — সকার — লগতে — অসমর — আলু
— কনীয়া — সাঁজনুরে — সংরক্ষণ — কবি — বাখিব — লাগে — কিয়লো।
— হৈয়া — আমার — কর্তব্য।

2.1 — বিভিন্ন — প্রকারর — অলংকার:

— বিভিন্ন — প্রকারর — অলংকারবোর — হ'ল —

— চিত্রিত — লিঙ্গা — অলংকার
— নামকত — লিঙ্গা — অলংকার
— কারণত — লিঙ্গা — অলংকার
— স্বাত — আরু — আবৃত্তির — অলংকার
— ভেবিত — লিঙ্গা — অলংকার
— অন্যান্য — অলংকার

বিভিন্ন প্রকার অলংকারর বিষয়ে বর্ণনাই আলোচনা করা হ'ল —

2.১.১ ডিৰেত লিখা অলংকার ঃ

— অসমীয়া মাইলাসকুলে ডিৰেত বিভিন্ন ধৰণৰ অলংকার লিখিছিল। অসমীয়া তিৰোতা বা ছোৱালীয়ে ডিৰেত অলংকার লিখিলে সুন্দৰ দেখা যায়। ডিৰেৰ অলংকারে নাৰীৰ সৌন্দর্য বৃদ্ধি কৰে। ডিৰেত লাগি একাষৰ আৰু ডিৰেত ওলোমাই লিখা আৰু ডিৰেত চাৰিওকাললৈ ঘোৰি থকা অলংকার দেখা যায়। ডিৰেত লিখা অলংকারবোৰ হ'ল — গলপতা, দুগছুগি, মালাগনি, মটৰমালি, গোফেৰা, হাৰ, আতজষী, নেকলেচ ইত্যাদি।

এইবাৰ অলংকারৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল —

গলপতা ঃ

— অসমীয়া মহিলাই ডিৰেত গলপতা লিখিছিল। গলপতীয়া ডিৰেত কলকলীয়াকৈ লাগি থকা গলপতাডালৰ দুয়োমূৰে দুডাল সৰু বা শিকলি থাকে।

তার সাথে কোরালি বা ছোটিআলী ফুলর ফাটিকের মাত লগালগিকৈ সোণর ফুল থাকে। এই ফুলবোর বাসর পাতোরাও হৃদ্ধ লাগে। গলপতা শিরিতে লিঙ্গা এবিধ আপুরুগীয়া অলংকার। এইবিধ অলংকার ডোইত লিলিচি সাই লবাকৈ লাবিধান করা হয়। গলপতা লগোরা ফুলবোর বিভিন্ন চাপলকির আরু বং বিবর্ণের বাসর পাতোরা হৃদ্ধ লাগে। আমার দিনত গলপতার ফুলবোর পোরাল সাধিবর গঁথা হৈয়াইল। আজিকালি অরণ্য সিকাগুলা সাধিবেই গঁথা হয়। গলপতাত ব্যবহৃতে ফুলবোর তলে তলে দুবাবি মালিমালাবর বান্ধি গঁথা হয়। বহুসময় গলপতা আরু গুলিয়া গলপতা নামর দুবিধ গলপতার নাম প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করিলে প্রায়ই জানিবলৈ পোরা যায়। এই দুবিধ বাসর পাতোরা আরু ইমাত একোটাকৈ লটকন ওলাই থাকে। উত্তর ভারতত এলে অলংকারর প্রচলন আছে। ডোইত লিলিচ সুবাই লিলিচিব লবাকৈ গলপতা বাবর দুসোমুহ তাত লব সুতা লগোরা থাকে। এই সুতাবোল বঙা, নীলা,

— সেউজীয়া বা অন্যান্য বর্ণৰ হয়। গলপতাৰ কুলাৰ সোণ, কেঁচা সোণ বা লাটিসাপুৰও গঢ়ৰা হয়। কোনো কোনো ঠাইত গলপতাক কণ্ঠীমালো নামেৰে জনা যায়।

— ডুগডুগি :

— ডুগডুগি হ'ল তিৰিৰ পৰা বুকুলৈ পিন্ধা এবিধ অলংকাৰ। ই দেখিবলৈ পাণ এখিলাৰ দৰে। সোণত সাজি আলিঅগুটীয়া বাসাৰেৰে ইয়াৰ লটকনটো তৈয়াৰ কৰা হয়। ইয়াৰ হৈছে চেইন বা ডাৰ লগাই তৈয়াৰ কৰা হয়। অসমীয়া গীত-মাতত ইয়াৰ উল্লেখ অনেক পোৱা যায়।—

" কোনবিবি লিকিলি ডুগডুগি লিকিলি
— কাণত লিকিলি কেন,
— মেখেলা লিকি হৈল জাকিত তোলা লিকিলি
— নাচাগুত নলাৰ বুকু।"

— আগৰ মহিলাসকলে কোনবিবিও লিকিছিল।

— মালামালি:

— মালামালি — হল — সোনার — মালি। মালামালির বাসরঘরটায় — মালামালিত — পোরাল — মালিও থাকির পারুর।

— মউরমালি:

— মউরমালি — হল — ডিজিত — লিক্সা এবিধ অলংকার। মউরমালি — হল — মউরমাহর দুরে — সোনার মালির — মালা।

— সোজ্বা:

— ডিজিত — লিক্সা — আন — এবিধ — অলংকার — হল — সোজ্বা। — ই — হিন্দু — সাজর — মাজর — ওইলা অংক, — অলপ — চেপেটা — আরু — গোলাকীবির — দারু — উত্তেসমুর — ঘোর — সোরা — আরু — গাত — বাসর — পরা — অসমীয়া — মাইলার — ডিজির — অলংকার।

— হার:

— ই — হল — ডিজিত — লিক্সা — আন — এবিধ — অলংকার। এই — হার — চেইনর — দারা — গরা — এবিধ — মালা।

নেকলেছ :

নেকলেছ হ'ল টিটিটোঙ্গ চাবিওকাল ঘোৰি সকা এবিধ অলঙ্কাৰ। নেকলেছ নামটোৰ পৰাই বাৰিব পাৰি যে ই টিটিটোঙ লিঙ্গা এবিধ অলংকাৰ। নেকলেছ বং বিবৰ্ণৰ লাগৰ, আঁহুজা আদিৰ কুকাই বা মিলা কৰাই এইবিধ গহনা প্ৰস্তুত কৰা হয়। কেবল বিয়াহিতা মাইলাইহে এই অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নেকলেছ বিভিন্ন চালকিৰ হব পাৰে। নেকলেছ টিটিটোঙ চাবিওকাল ঘোৰি আছে মাইলাজবাকীক আধিক ছুৱানি কাৰি তোলে। এই অলঙ্কাৰটো কইনাৰ বাবে অলবিহাৰ্য অলংকাৰ। এই নেকলেছে কইনাক সৌন্দৰ্য কাৰি তোলাত সহায় কৰে।

2.2.2 নাকত শিঙ্গা অলংকাব

নাকত শিঙ্গা সোবিঁ অলংকাব হলা নাকফুলী।
নাকফুলী নাকত শিঙ্গা সোবিঁ ক্ষুদ্র অলংকাব। বিবাহিত
অবিবাহিতা ইয়াক পাবিধান কাব। আগব দিনত অকল
বিবাহিতা মহিলাইহে নাকফুলী ব্যবহাব কবিহিল।
নাকত শিঙ্গা অলংকাবব জনপ্রিয়তা অতন্ত বেছি।
ধনী, দুখীয়া, অব বেছব অক্কলোহে ইয়াক পাবিধান
কাব। অঞ্চল বিশেষে ইয়াক নাকফুলা, নাকচঁা,
নাকঝাচা, নাকবঙ্গা, নলক আব নথ নামেবেও
জনা যায়। নাকফুলী আব নথ নাকব ঔঁকালব
পোহিত কুটা কাবি নাকব ছিদ্রবকালে অব
পেঁচ গজালব সহায়ত লিঙ্গা হয়। নাকফুলাটো
নাকব পাহিব হৈতে দুদবলেকৈ লিলিত আই থাকা
ই মুখব সৌন্দর্য বর্ধনত সহায় কাব। নলক শিঙ্গা
হয় নাকব দুয়ো কুটাব আগত বেবশন কুটায়।
নাকটো ওপবব ওঁঠব অলপ ওপবত পবি থাকে।
ইয়াক সোণ বা আনব ধাতুবে সাজেবা হয়। নাকফুলাটো লং

জাতীয় ফুলৰ নাকফুল বা নুং বুলিও কোৱা হয়। নাকফুলৰ এটা চামেকি টিপে পদুম ফুল। ছিত্ৰ কৰি পৰিধান অলংকাৰবোৰক অলেংগ অলংকাৰ বোলা হয়। কিছুমান আদিবাসী জাতীয় আইতা গড়ায়া ডুয়াক পৰিধান কৰে। বাৰ্মাৰ আটোৱা নাকফুলী তৈয়াৰ কৰা হয়। আগতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কমি আহিছিল। আজিও এতিয়া ইয়াৰ বহুল প্ৰচলন হৈ আহিছে। চোণৰ নাকফুলো ওকাই-নিকাইত যেনে কৰা বাবে ছিদ্ৰ কৰি সাতিকলি পেলাই দিয়ে। ফলত সাতিকলি আৰিবত গাতত ছিদ্ৰ আৰু কীতনা ফলত সাতিকলি আ বাবে যেনে কৰিব লাগে। কপৰ নাকফুলৰ দ্বাৰাও একে কামেই সাধিত হয়। নলকূপ প্ৰাণ কাষ্ঠি বৃদ্ধি কৰে। নাকত লিঙ্গা অলংকাৰসমূহ কঁকৰ বিকাৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়ে। নাকত লিঙ্গা পিন্ধা মহিলাসকলৰ নাকৰ পৰা হৃদ পৰা চেঁকাৰৰ পৰা কিছু পৰিমাণে পৰিত্ৰাণ কৰে।

2.2.৩ — কাণত পিন্ধা অলংকাৰ

— অসমীয়া মহিলাসকলে কাণত বিভিন্ন ধৰণৰ অলংকাৰ পিন্ধে। অসমীয়া মহিলাসকলে কাণত পিন্ধা অলংকাৰবোৰ হ'ল — কাণফুল, কেৰু, খুৰীয়া থোকা বা সোনা, ঝুমকা আদি পিন্ধিছিল।

— অসমীয়া মহিলাসকলে কাণত পিন্ধা অলংকাৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল —

কাণফুল বা কাণফুলি :-

কাণফুল বা কাণফুলি হ'ল কাণৰ লতিত ফুটা কৰি পিন্ধা অলংকাৰ। সোণ ৰূপৰ উপৰিও অন্যান্য অনেক ধাতুৰে কাণফুলি বা কাণফুল গঢ়িয়া হয়। ই বিভিন্ন চানেকিৰ হয় পাৰে। কিছুমান কাণফুলিয়ে পিছলিন পিন্ধিবৰ বাবে পেঁচ-গজাল লগোৱা থাকে। কিছুমানত আকৌ হুকাটো। কিছুমান কাণফুলি কাণৰ লতিত ওলাই থাকে আৰু কেতিয়াবা ভাইন চানেকিৰ কাণফুল কাণৰ লতিত লাগি

থাকে। অঞ্চল বিশেষে কিছুমান কাণফুল বোলগ বেলেগ চানাকিৰে গঢ়োৱা হয়। সেইবাৰে তাৰ নামো হয় বেলেগ বোলগ। নামনি অসমৰ কোনো কোনো ঠাইত ইয়াক কাণলোহা বুলিও কোৱা যায়। ওলামি অঞ্চল সাধাৰণ ধৰণৰ কাণফুলিক দুল বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ চানেকি অন্যান্য সকলো অলংকাৰতকৈ বেছি। প্ৰাচীন কালত মাইকীয়ে কাণসজা (সংস্কৃত-কালীক) পৰিধান কৰিছিল। ইয়াৰ ওলাবিত বাঘৰ লেতেৰা মুকুতা লগোৱা, সিনা কৰা, ওকা মোণ বা ৰূপোৰে গঢ়োৱা অনেক আহিৰ কাণফুলি দেখা যায়। কাণৰ লতিৰ ওপৰৰ ফালৰ ফুটা কাইও ঘুৰণীয়া ফুলৰ চাকিৰ দৰে বোৰি কাণফুলী লিঙ্কা হয়। সেনু ধৰণৰ কাণফুলিক লিপালিপটা নতুবা তাকিকালাই বুলিও কোৱা হয়। কাণলোহা সাধাৰণতে বকুল, গুটিমালি, কোৱালি, সাৰিকাজাই আদি ফুলৰ আহিত নতুবা মাছ, পোৱ, সাধাচৰাই, সাপ, জোনবাই, বিজুলী, জালি আদিৰ চানেকিত গঢ়োৱা হয়। কিছুমান কাণফুলি সুধীয়া গঢ়ৰ; কেবল ইয়াৰ বাৰিলেলাহে দুটি।

কেৰু ঃ

কেৰু কাগত লিখা এবিধ অলংকাৰ। ইয়াক অকল সোণৰে গঢ়া হয়। বাসৰ সাটোৱা নহয়। অসমৰ বৰপেটা অঞ্চলৰ বয়সীয়া মহিলা সকলে পৰিধান কৰে। অধিকাংশ আধুনিকালি বৰপেটাৰ ওপৰি অন্যান্য ঠাইৰ মহিলাসকলে পৰিধান কৰে। ই আহিল বৰপেটা অঞ্চলৰ বিশ্বাস সমাদাসসকলৰ অলংকাৰ। এতিয়া বৰপেটাৰ বাহিৰ অন্যান্য ঠাইতো কেৰু গঢ়োৱা হয়। সেটা অসমত এইপদ অলংকাৰৰ ব্যৱহাৰ কমি যোৱাত যদিও এতিয়া ই কিছু পৰিমাণত হলেও পুনৰ ব্যৱহাৰ হ'বলৈ ধৰিছে। আজি দুখীয়া সম্প্রদায়ৰ মহিলাই সোণৰ সলনি ৰূপেৰ কেৰু গঢ়াই পৰিধান কৰে। চাৰলাকি অনুসাৰী কেৰুৰ নাম বোলগ বোলগ। যেনে - সোণৰ কেৰু, ৰূপেৰ কেৰু, বাঘনখ কেৰু, বৰ মিঠা কেৰু, জোৰহাই কেৰু, লং কেৰ ইত্যাদি।

মুৰীয়া :

ই কানত লিন্ধা এবিধ অলংকাৰ। ইয়াক আগৰ দিনত বয়সীয়া মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এইবিধ বিশেষ ধাতুৰে সেইদৰে অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। মুৰীয়া লিন্ধিবলৈ কাণৰ ফুটাটো যথেষ্ট ডাঙৰ হব লাগিছিল। সেইবাবে সকলোৱে ইয়াক পৰিধান কৰিব নোৱাৰিছিল। আজিকালি অৱশ্যে ইয়াক বিশেষ কৌশলেৰে সৰুৱা হয়, যাতে সকলোৱে লিন্ধিব পাৰে। ইয়াৰ চানেকি হৈছে ফুলৰ গঢ়ৰ। মাজুসৰ ফুলটোৰ লিচুকাচুলি বেলেল আলা থাকে, এই কলাফোলে কাণৰ লাউৰ মুমুৰাই দি লিছুপিনৰ অংকাটো লৈ গড়ালৰ সৰু পকাই পৰিধান কৰা হয়।

মুৰীয়াই লিন্ধোতাৰ গাল দুখনিত প্ৰায়েই হৈকা সাই থকা দেখা যায়।

থোকা বা মোনা:

কাণত লিঙা বিশেষ চানেকিব সোবিঁ অলংকাব। আগতে ইয়াক বৰাপেটাব কাবিকবেহে পিন্ধিছিল। আৰু সেই অঞ্চলব দীঘলী-বোৱাৰীয়েহে পিন্ধিছিল। ই বৰাপেটা অঞ্চলব সোবিঁ আলকগীয়া অলংকাব। থোকা মোনাত বাস্তবত কাণ নাথাকে। কাণৰ লতিত ছেঁচা গজালব সহায়ত এই পাহ অলংকাব পিন্ধান কবা হয়। ইয়াব ওপৰ ফোমত চিকনি সোণালী আকে। সেইবোলে কাণৰ সন্মুখভাগৰ ওপৰৰ নি লিহ লিনুৰ কাণৰ লতিত লগাই লিঙা হয়। আজিকালি সৰুসুৰা অসমীয়া ই জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে। বিবাহৰ দিনা কইনাসুদ্ধা কেতিয়াবা পিন্ধান কবা দেখা যায়।

সুমকা:

কাণৰ লতিত ওলমাই লিঙা সোবিঁ অলংকাৰ। ইয়াৰ ওপৰৰফালে কাণৰ লতিত লাগি থকাকৈ সেপাহ ফুল বা অন্যান্য চানেকি আৰু লতিৰ তলফালে ওলমি থকা সোণ সুতাৰে গাঁথি থকা সেউজীয়া আঁহৰ থোপাৰ দৰে ওলমি থাকে। ইয়াকো ছেঁচা-গজালৰ সহায়ত পিন্ধান কবা হয়।

2.2.8 হাত আৰু আঙুলিৰ অলংকাৰ

অসমীয়া তিৰোতাই হাতত মুঠিযাক বা সুতুৰীয়া সাক লিন্ধিছিল। মুঠিসাকৰ নিচিনা দীঘলীয়া অনেক প্ৰকাৰৰ হাতৰ অলংকাৰ পুৰণি চিত্ৰসমূহত পোৱা যায়।

আৰ্থিক সামৰ্থ অনুসাৰে মুঠিযাক সোণ আৰু ৰূপাৰে সাজোৱাই লৈছিল। সোণৰ মুঠিসাকত বাঘৰ পেটেণ্ডাও আছিল।

মুঠিসাকৰ বাহিৰেও অসমীয়া মহিলাই হাতত নাগসাক, লটীয়াসাক, জলীয়া, চোটাসাক, বালা, বাউটি, বাজু আদি লিন্ধিছিল। অসমীয়া মহিলাই হাতত লিন্ধা অলংকাৰৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল —

সাক:

সাক হাতত লিন্ধা অলংকাৰ। হাতৰ আঙুঠিৰ পৰা আৰু আলহ ওপৰলৈ যাব পৰা ঘুৰণীয়া নানা ধৰণৰ আকৃতিৰ অলংকাৰ। সাক হোৱালীৰপৰা গাভৰু জীয়াৰী বোৱাৰী আটাইৰে নিত্য ব্যৱহাৰ্য অলংকাৰ হ'ল সাক। সোণ, ৰূপ, লো, তাম, লিঙলা, শংখ, হাতীৰ দাঁত, কাঁচ আৰু অন্যান্য পদাৰ্থৰে সাক তৈয়াৰ কৰা হয়। সাক কেইবা বিধৰ যেনে নাগসাক, মুঠিসাক, কংকণ, লেচেকাৰ, কঙ্কা, সুতুৰীয়া

—সাৰু, —বালা, —কলি, বাওটি, পাটিয়া সাৰু ইত্যাদি। পাটিয়া সাৰুক কোনো কোনো অঞ্চলত চুবি বুলিও কোৱা হয়। ই অসমৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ অলংকাৰ। অসমৰ এই সাৰবিলাকৰ সুৰৰকাললৈ কোনো আহিত হাতী, সিংহ, বাঘ, মেখেলা আদিৰ সুস্থ সাম্প্রীষ্ট কৰা নাই। ই অসমীয়া মানুহৰ প্রকৃতি প্রীতিৰ নিদর্শন হাতি বাঘ। সাৰ কস্তাবিৰ। যেনে— মালি, বা দেওসাৰ, গাঁসসাৰ, মুঠিসাৰ ইত্যাদি।

গাঁসসাৰ, মুঠি সাৰ:

—অসমীয়া পুৰুষ মহিলাৰ সৌন্দর্যবোধৰ স্বাক্ষৰ হ'ল গাঁসসাৰ আৰু মুঠিসাৰ। গাঁসসাৰৰ সম্পর্কে বহুবাহি লিখিছে "আমগুৰু তাক শিৱৰ নামেৰে লিখিছিল, সেওকে পুৰুষে লিখা সোৱৰি সাৰ। সেই সাৰ আধাবপাত তিনি শিৰীয়া আৰু কলৰ। সোণৰ গাঁসসাৰখা প্রচলন নোহোৱা নহয়। গাঁসসাৰ অসমীয়া গহনাৰ সোৱৰি পুৰণি অলংকাৰ। পুৰণি দিনত ইয়াৰ ব্যবহাৰ সর্বাধিক আছিল যদিও বর্তমান বিশ্বৰ সমস্যাত্ব নাচনীৰ হাতত গাঁসসাৰ দেখা যায়। অসমীয়া পুৰুষ মহিলা উভয়ে হাতত গাঁসসাৰ সোৱৰিবান কৰে। অলংকাৰৰ দিশৰত আগেই আৰু সাৰৰ প্রধান। সেই অনুসৰ দিশৰত ওকা হোলাৰ

- গামোচাক, সোণৰ চাকিলতীয়া গামোচা, মেখেলা চাক, বাহৰ লতা চাক, কংকণ সোণৰ চাকিলতীয়া চেলা ইত্যাদি। গামোচাক পুৰণি কালত অসমৰ জনজাতীয় যুৱতীয়ে মূৰত পিন্ধিছিল। পূৰ্বতে পুৰুষ লিঙ্গা এই চাক বিভিন্ন বৰ্তমান সময়ত নাচনা অনুষ্ঠানত পৰিধান কৰা দেখা যায়।

মুঠিচাকৰ পৰিচয় প্রসঙ্গত হেমাকগুৰ লিখিছে— "মুঠি মাৰে মুখুৰা চাক, কেইবাডোল চেচলটা বান্ধা লগলগাই অজা পৰিধি চাক।" ইয়াৰ আধিকাংশ দিবলৈ হৈ শিল্পী মুগল দাসে অসমৰ লোক কলাত লিখিছে— "অসমীয়া বিভিন্ন জনজাতি মানুহে হাতত মুঠিচাক বা মুঠুকীয়া চাক লৈছিল। মুঠিচাকৰ নিচিনা দীঘলীয়া হাতৰ অলংকাৰ আনক পুৰণি লোকসত লোৱা যায়। হাস্কি নৃত্যৰ আইৰনী মাদিৰৰ সাহিত্য সাধিনী দুগৰি হাতৰ চাক আৰু মুঠিচাক যেন লাগে। লোৰ মুঠিচাকত বাহৰ লতাৰাও হৈছিল। অনুমান বজাৰ কুঁৱৰীসকলৰ মুঠি চাকবোৰত হেনো হীৰা লাতৰা হৈছিল আছিল। মুঠিচাক অলংকাৰিক গঠনত কিছু পাৰিমাণ লোক শিল্পৰ পৰিকল্পনা দেখা যায়। গামোচাক, মুঠিচাক অসমীয়া সমাজত ভাগ্যিও প্রচলিত।

বালা :

বালা হাত শিল্প অলংকার। সোনা, রূপা দুয়েটা ধাতুর বালা গড়ানো হয়। গোটা আকৃতির বালাগুলোর ভেতরে লোহার চিক থাকে। বালা সাধারণত দুজন হাতে পড়তে দিতে হয়। বালাগুলোর মুখ দুটোতে হাতী, সিংহ, ময়ূর, সোনার আদির আকৃতির গড়ানো হয়। কারিগরী নৈপুণ্যের কারণে অলংকার। বাঙালি মেয়েরা সাধারণত বালাগুলোই নিজের হাত সাজানো শুরু করে।

বাউটি :

বাউটি হাতে শিল্প অলংকার। সোনা, রূপা আদির গড়ানো হয়। উপরে গড় দুই ধরণের। কিছুখানি লোগ আর কিছুখানি ঘেরে সুতো। বাউটিগুলোর ওপরের কাজ চকুর দেয়া অংশে বিভিন্ন নকশার সুন্দরভাবে থাকে। বাউটি সাধারণত বাসর সাজানো নয়। অনুষ্ঠানে সোনার মিনা করি লয়।

বাজু :

বাহুত পিন্ধা অলংকারবিধৰ নাম হ'ল বাজু। সোণ আৰু ৰূপেৰে গঢ়া বাজু এপদ দুপদীয়া অলংকাৰ। বাজুৰ ওপৰৰ ফালটোত ফুল বা অন্য আহিৰ চমুনকি থাকে। বাজুৰ দুই মুৰত সাপৰ চমুনকিও থাকে। এটা মুৰত এটা আংঠি আৰু আনটো মুৰত কিকণি হুকাচটা লুগাবা থাকে। হুকাচটা তোল ইটো মুৰৰ বিন্ধুটোত সুমুৱাই দি পিন্ধা হয়। নাইবা কোঁচমাৰা দুটোৰো মুৰত তোল ৰঙৰ সুতা লগাই গাঁথি আৰিও পিন্ধা হয়। সোণৰ বাজুক সুকুণৰ চাৰে আৰু অঞ্চল বিশেষে কেঁচুৰ বুলিও কোৱা হয়। আজিকালি এইবিধ অলংকাৰৰ বিকাশ প্ৰচলন নাই যদিও কেতিয়া কোনোবা বিশেষ্য ঠাইৰ আদি সুচুৱাই বাজু সদৃশ এপদ অলংকাৰ পিন্ধিবলৈ লৈছে। কিছুমান গোলীকাঙৰ বাজুৰ ভিতৰত লা বাঁহৰ পিঁয়লাহো থাকে। সোণৰ বাজু পৰিধান কৰিলে বক্তসঞ্চালন সুচাৰুৰূপে হয় আৰু আঙুঠিৰ ওচৰতেই পৰা বুজ হৈ পৰা যায়। ই হৃদয়ৰ কাৰ্যদক্ষতা বৃদ্ধি কৰে। কাণ আৰু হাতৰ বিষয়া উপক্ষাম হয়।

হাতের আঙুলিতে শিল্পা অলংকারের বিন্যাস আলোচনা করা হল।

আঙুটি:

হাতের আঙুলিতে শিল্পা ঘুরনীয়া গড়ের অলংকার হল আঙুটি। আঙুটি সোণ, রূপ, তাম, পিতল, কাংস, হাতীদাঁত আদি বিভিন্ন ধাতু আরু পদার্থরে গছোরা হয়। আঙুটির আকৃতিরে জীব-জন্তু, গছ-লতা, তরু-তৃণ, ফুল-ফল আদির আকৃতিত গছোরা হয়। আকৃতি অনুযায়ী আঙুটিবোরক বিভিন্ন নাম দিয়া হয়। যেন- কেরল সোণরে গড়া ঠেকা আঙুটি, বাঘর পেতা আঙুটি, জোতিলক্ষীয়া আঙুটি, সাকুদিয়া জাপি আকৃতির আঙুটি, গরু চকুরা আঙুটি, শোলপতা আঙুটি, হাবিনচকুরা আঙুটি, সরা পেদুসকানি আঙুটি, চাবিপতা হীরোপ তোরা আঙুটি, লেসীয়া আঙুটি, বাবরিফুলীয়া আঙুটি, আঠ আঙুটি, সাপ আঙুটি, পোহারী আঙুটি ইত্যাদি। আন এবিধ আঙুটি হল তর্জনী আঙুটি। পুরুষে তর্জনী আঙুলিত এই আঙুটিটো পরিধান করিছিল। হীরা পাতোরা

আঙুঠী বিধি বৰ মূল্যবান আছিল বাবে অসমত বহুত সময়ৰপৰাই ইয়াক পৰিধান কৰিছিল। আন এবিধ বিকাশ আঙুঠি আছিল টিক ধৰা আঙুঠি। সোণ আৰু বৰণে মিহলি কৰি এই আঙুঠীটো গঢ়ৰা হৈছিল। বিবাহৰ নীতি-নিয়মতহে এই আঙুঠীটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বাস্তৰ পৃথিৱীত আঙুঠীটো বিভিন্ন ৰঙৰ বাস্তৰ সজা থাকে। লোহাৰী আঙুঠীটো লোহাৰীবিলাকে সুৰত হৈ ফুৰোৱা পাতিটোৰ দৰে। মিনা কৰা আঙুঠিত ৰঙে, ৰেঙজীয়া আদি মিনা কৰোৱা হয়। পুৰুষ লিঙ্গ হোৱৰ আঙুঠীটো হোৱৰৰ সাঁচ দি গঢ়ৰা। ই আভিজাত্য আৰু চকী শ্ৰেণীৰ লোকে সুচনা কৰে। আৰ পুৰুষ আধিকাংশে আঙুলিত হোৱৰৰ আঙুঠী লিখিছিল। হোৱৰবাৰ টকাবলবা আৰেছু কাৰ চৰতীসালিকে আছিল। হোপৰ আৰু ৰূপৰ দুয়োবিধ হোৱৰ অৱস্থা অনুসাৰি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। আঙুঠীয়ে ইচ্ছা, ইচ্ছাবাস, মানসিক উত্তেজনা আদি দুৰ কৰে। বেলেগ বেলেগ আঙুলিত আঙুঠি পৰিধান কৰাৰ ফলও ভিন্ন ভিন্ন হোৱৰৰ

— উপশম — করে। — কলিজা — আক্রান্ত — আক্রান্ত লোকদের — কারণে — ভোগে — যুবক — বিষ, — জ্বর — আমাশয় — রোগের পরে — আরাম — পেয়ে — যায়। — অতি — দাস্তের — আক্রান্তে — লোকের — মলদ্বারে — চুলকানি — চুলকানোর — অভ্যাস — বিকাশ — হয়। — সোনা — কালের — পরীক্ষা — চর্মরোগ — নিরাময় — করে। — খাদ্য — বস্তু — সোনা — কালের — পরীক্ষা — লোকের — ত্বক — বিশুদ্ধ — হয় — বলে — বিশ্বাস — আছে। — অবশ্য — আক্রান্তের — চিকিৎসকের — পরামর্শ — গ্রহণের — করে — কথা — প্রয়োজন। — নয়তো — উল্টো — পরে — নানা — প্রকারের — বিজাতীয় — আক্রমণ — হে — চর্মরোগ — বিস্তারের — সম্ভাবনাই — অধিক।

2.2.৫ — ছেবিত লিঙ্গা অলংকাৰ:

— অসমীয়া আইলাই ছেবিত অলংকাৰ লৰি ধান কাৰিছিল। অসমীয়া আইলাই ছেবিত লিঙ্গা অলংকাৰ বোৰ হ'ল — নুপুৰ, সাৰু, ওজাপৈ আৰু লাখুপাল লিখিছিল। ছেবিৰ অলংকাৰবোৰ আধাৰণতে কলৰ। — মোন ছেবিত নিলিখিছিল। ছেবিত লিঙ্গা সাৰুবোৰ ফোঁপোলা আৰু তাৰ ভিতৰত চাঁলগুটি ভৰোৱা থাকে। এইবিধি সাৰু ছেবিৰ সৈতে গাঁঠিত লিখিছিল। সাৰু লিখি ভোজ কাৰিলে ভুনুকাৰ মূহ সাৰু হৈছিল।

নেপুৰ বা নুপুৰ:

নুপুৰ হ'ল ছেবিত লিঙ্গা এবিধ অলংকাৰ। এইবিধি আধাৰণতে কলৰ অলংকাৰ বুলিব লাগি। নেপুৰৰ চানেকিবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ। কেতেবা কেতেবা নেপুৰত সৈতে সৈতে ফুলকাৰও লগোৱা থাকে, যাতে ভোজ কাৰিলে ফুলকাবোৰ লাজি উঠে। কথাত এটি মৃদু অনুভৱ হয়। এইবিধি অলংকাৰ সৰু সৰু লৰা ছোৱালীৰ বেছি বিখ্যাত অহিলাকলিকে সকলোৰে পৰিধান কৰে। ইয়াৰ এডাল ঘুৰত যেতেলে আৰেই পৰিধান কৰে। লগোৱা থাকে। আৰু আনটো ঘুৰত ভৰুকে যেতেল

বৈকা আলস্যা। তারক তানি আনি ইটোমুবর আকুষ্টি
হৈত লাগোয়া থাকক। আজিকালি ইয়াব নেপুব
নাম লোপ লাই পোয়ল নামেরেই ই পরিচিত হৈলে
ধাবিছে। আগব দিনত ইয়াক লো-জোলা বুলি
জনা হৈছিল। ইয়াক অতিজাত পরিয়ালব মহিলাইহে
ব্যবহার কবিছিল। এইবিধ গহনা সাধাবণ
আইবে গঢ়াই লিব্ধিলে তাব লাওপাত্র বুলিও জনা
হৈছিল। প্রাচীন কালত মহিলাই চবিত সাকও
লিব্ধিছিল। সেই সাকব নাম আছিল ওদনি।
ওদনিব মুখ দুটাত মিহুব, বাতী, সাপব আদিব চমুকি
সোদিত কবা হৈছিল। এই সাজবিলাক আসল অনুসাবে
সোণ বা কলে দুসাবি ধাতুবে গঢ়াই লিব্ধিছিল। চবিত
লিঙ্কা সাকবা বাড়ি বুলিও কোৱা হয়। চবিব লগত
লিঙ্কা আন কেইবিধমান অলঙ্কাব হল লা-জোল,
লা-লাম্প, বিছুবা আৰু আনাবাট। আনাবাট বা
বিছুবাত সাধাবণতে সাপ বা বৃশ্চিকব কামোকে হেন্দা
হৈছিল। কিছুমান সাধাবণ শ্রেণীব মহিলাই চবিত
কাণিব মালাত লিব্ধিছিল। নিয়মিত কলব লাকুমান বা

নেপুর লাবিধান কাবুল নেকস্থা, কলাকুল আর লিখিব নিয়াংজাও বিষ নহয় বুলি কোয়া হয়। উ বঙ সঞ্চালনাত্তে সহায় কাব। নেপুর বা লাপুল লাবিধান কবিলে হিছবিয়া আসতন্ত্র আর মুত্র সম্বন্ধীয় বেমাবব লাবা কিডু অঙ্গ লাব লাবি।

2.2.৫ অন্যান্য অলংকার:

—অন্যান্য অলংকার বোর হ'ল——

(ক) লোকপার

(খ) কমরধনি বা কর্ধনি

(গ) চিটি পাটি বা চিটিপাটি

(ঘ) মগরদানা

(ঙ) মতামণি

(চ) বিবি

(ছ) কপালি বা টিকলি

(জ) ফোলাবীবি

(ঝ) ঢোলাবীবি

(ঞ) ফাংফাই কের

এইবোর অলংকারর বিষয়ে আলোচনা

করা হ'ল——

(ক) লোকপাৱ :

এইবিধ অলংকাৰ পুৰুষে কাণত পিন্ধিছিল। ইয়াৰ মূল চমনাটি হ'ল চাবিটা। পাৱচৰাই আৰু ইয়াত আৰনাথৰ সিংহৰ দৰে চাবিওফাল মুখ কৰা। পাৱ চৰাই চাবিটাৰ পিছফালৰোৰ সেতেল হাকাটাৰ অনুমতি লাগেবা। লোকপাৱ সাধাৰণতে সোণৰ আৰু ৰাসৰ লৈতাৰা আকৈ। বঙ্গ আৰু ব্ৰহ্মদেশীয়াসকলেই ইয়াক ঘাইকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল।

(খ) কৰ্ণবলি বা কৰ্ণনি :

কৰ্ণবলি বা কৰ্ণনি এইবিধ কাকালত পিন্ধা অলংকাৰ। প্ৰাচীন অসমীয়া সমাজত আঠুৰগুণ পৰিয়ালৰ লোকে বিশেষকৈ পুৰুষসকলে এই অলংকাৰ পৰিধান কৰিছিল। এতিয়া ইয়াৰ প্ৰচলন বেছিকৈ নাই বুলিবই পাৰি। অৱশ্যে সৰু সৰু লৰা ছোৱালীৰ কাকালত কিছু সৰলীকৃত অলংকাৰ দেখা

বলেত কৰবীনি গঢ়াই লিখুৱা হয়। কিছুমান কাঁলা সুতাত কাড়ি আ বলেৰ আ তামৰ সুতা দুটা কাৰি লিখুৱা দেখা যায়। জন বিশ্বাস মতে স্বাস্থ্য ভেদুল বাসীবৃদ্ধি প্রতিকাৰ হিচাপে কৰবীনি লিখুৱা হয়। বাসামি অসমত ইয়াক চোৰা বুলি কোৱা হয়। অতীতত গোমৰ সানুহ কঁকালত টঙালিৰ দৰে পৰা হিচুলোম নামৰ অলংকাৰৰ লগত কৰবীসিৰ আনুক মিল আছে। চকুহাৰ বুলি সোৰি অলংকাৰ কঁকালত লিখা দেখা যাইছিল। কঁকালত লিখা সেই আভুষণাবলি কঁকালক ভোগবমুক্ত কৰি ৰাখে। ইয়াকে পৰিধান কৰিলে পেটন আৰু হাঁহি পায়। ই মাইলাৰ সানুহকীয়া নিমখীয়া কাৰি বসাত সহায় কৰে। কঁকাল আৰু লিঠিৰ বিষ, ৰাৰিয়া আদিবোৰ উলঙাম ঘটোৱাত ই সহায় কৰে। পেট সম্বন্ধীয় ৰোগৰ লগে লগে কঁকালৰ তলৰ অংশ অকালে বেয়াৰৰ বাবে লাভদায়ক। কলেৰ কমৰবীনি ব্যক্তিৰ

কাৰিলৈ কংকালৰ বিষ পুৰুষালেই নাকৰ ওচৰ ডালি বিস্তাৰ আছে। ই লেটৰ অনাবৃষ্টিৰ চাবি বোৱা কাৰ আৰু কঁকাল সুস্থ আৰু নিৰোগী কৰি ৰাখে।

চিটিলাটি বা চিটিপাটি :

মহিলাসকলে সুৰত বা শিৱত পৰিধান কৰা কটিৰ অলংকাৰ হ'ল চিটিলাটি বা চিটিপাটি। ইয়াক বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে তৈয়াৰ কৰে। কোনোবাই তেলেনী বিভাৱে কিনা কইনাক লিখিবলৈ হয়। ইয়াৰ তিনিটা ভাগ থাকে। আগৰ ভাগ শিৱৰ ভেঁটুৰ লিগাই দিয়া হয় আৰু কাষৰ দুয়াৰ দুডোলা কইনাৰ মুখামুখি ৰাওৰ বন্ধাৰ দুফাল বান্ধি ৰাখে। চিটিলাটিৰ লটকনটো কপালৰ মাজ ভাগত অলপ ওলমৰ কৰি লোৱা সকলে পৰিধান কৰা হয়। ই মহিলাৰ শিৱৰ শোভাবৰ্ধন কৰে। কেইবাৰো চিটিলাটিক শিৱৰাক্ষাভৰণ বোলা হয়। প্ৰাচীন কালৰ চিটিলাটিৰ লটকনটো ভৰাৰ পৰৰ ঘাইলা

ধ্রুবতৰাই চক্ষু আধিক জ্যোতিষ্মান কৰাৰ দৰে কপালৰ তৰাগড়ী চিটিপাটৰ লটকনটোৰ তিৱাতামানুহৰ মুসাসন আধিক-ওজুন কাৰ তোলে বুলিয়েই তৰা। সহজ লটকনটো চিটিপাটত জাঁৰি লোৱা হৈছিল। পিছত তৰাৰ সলনি অনেক ন ন আহিব ইয়াক তৈয়াৰ কৰিবলৈ লোৱা হল। কিদুমান বাপৰ মাটোৱা গড়ৰ লটকনো ওলায়। ই মাইলাৰ কপালত দিলিকি থাকে। চিটিপাটিৰ হাৰৰ কোষৰ অংশ দুনিত মাৰিবলৈ হনুকাটা লগোৱা থাকে। চিটিপাটৰ পৰিধান কৰাৰ জাঁৰত এটি জনবিশ্বাস প্রচলিত আছে। সেইটো হৈছে তিৱাজ মানুহৰ মৃৰত জেঠী পৰাটো মঙ্গলৰ চিন যেনেহে অসমীয়া তিৱাতেই মৃৰত জেঠীলৈ কীয়া চিটিপাট পৰিধান কৰিছিল। মৃৰণৰ জেঠ বুলি জেঠীলৈ কীয়া চিটিপাট পৰিধাগো পূৰ্বতে প্রচলন আছিল। চিটি-লাগুত দুনিৰ তলশু কপালত লিখা অলংকাৰ। লোনীক সেওঁতা কলা মৃৰত সেওঁতাৰ পৰাৰ আৰু দুপো কাপ দুখাৰ হাতৰ সমাটিলেই চিটি-লাগুত।

চিটি-লাগুতিৰ পৰা মাৰ কপালত বেটা

লটকণ থাকে। তিনিও ধাৰ সোপাত বন্ধা হয়। এইবিধ অলংকাৰ নৃত্য পৰিবেশন কৰোঁতে প্ৰয়োজন অনুসাৰে শিল্পী গৰাকীয়ে চিটিপটি ব্যৱহাৰ কৰে।

মগৰদানা :

মগৰদানা অসমীয়া পুৰুষৰ চকুত লগা এবিধ অলংকাৰ। মগৰদানা ধাৰৰ দুসোতাৰে মগৰৰ ফটিক থাকে। মাজুলেখৰ মাহ বা মগৰৰ বাকলিৰ দৰে।

কিছুমানৰ মতে এই মগৰ ফটিক মহুগলীয়া ড্ৰেগনৰ বলোণ্ডৰ মাংস।

মতামালি :

পুৰুষে লিঙ্গা এবিধ অলংকাৰ হ'ল মতামালি। মতামালিকাৰ সোণৰ বাখৰ লহুতাৰা মণি হিতৰি হোপালা হিতৰত লা বা মাটি হুৰোৱা আকা।

বাৰি :

হিহঁত পুৰুষে বাৰিও লিন্দিছিল। বাৰিবোৰ কোঙৰাবা মতামালিত তলোমাই লিন্দিছিল।

কপালি / টিকলি :

অসমীয়া মাইলাই কপালত পৰিধান কৰা আন এবিধ অলংকাৰ হ'ল কপালি / টিকলি। ই লটকন সেউজীৰ সৈতে সোণৰ শিকলি এডালেৰে সংযুক্ত। কোঁচমাৰা সোণৰ শিলালিৰ সলনি মুকুতাৰ সালাৰেও লটকনটো গ�ঁঠা হয়। চিতিলাটৰ দুৱৰ ইয়াৰো লটকনটো কপালৰ মাজমাজত পৰাকৈ শিকলি দুডালৰ শিৰৰ ওপৰৰ নি পিছফালে টুলিত লগাই পৰিধান কৰা হয়। পৰিৱেশ আৰু প্ৰয়োজন অনুযায়ী এইবিধ গহনাক হত্য শিল্পীসকলে পৰিধান কৰে। কইনাৰ বাবে ই অপৰিহাৰ্য। শিৰস্ত্ৰাণ বা কপালি পৰিধান কৰাৰ ফলত মস্তিষ্ক সুস্থ হৈ থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। অনুভূতি সায়ুসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ই সহায়ক হয়। শিৰত সোণৰ অলংকাৰ পৰিধান কৰাৰ ফলত চুলি নিৰোগী আৰু স্বাস্থ্যকৰ হয় আৰু ই অগজু কীটৰ পৰা ৰক্ষা কৰে।

জোনবিবি:

জোনাবীবি অসমীয়া লোকসাধাৰণতে এবিধ গহণা। কাঁচৰ চুৰিৰ আকৃতিত গহণা বিধৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু হয় সেইবাবে গহণাবিধৰ নাম জোনবিবি। পুৰণি দিনত অসমীয়া হিন্দু বোৱাৰীয়ে নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিয়া বাৰু, উৎসৱ পাৰ্বণ, বিভিন্ন সাংগঠনিক অনুষ্ঠান আদিত সিঙ্গাৰলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কিন্তু সময় সলনি হোৱাৰ লগে লগে, আধুনিকতাত অসমীয়া লোকসমাজে এই অসমীয়া সকলো ধৰণৰ গহণাৰ বিষয়ে আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ পাহৰিবলৈ ধৰিছে।

জোন চাইজ গহণা কাঁচিজোনটোৰ দৰে লেটকন বেৰ আদি চেইন বা হাৰত লগাই সিঙ্গা হয়। কাঁচিজোনে আকাঙ্ক্ষিত শোভা কৰাৰ দৰে নাৰীৰ বুকুত শোভা কৰে।

কিন্তু সিসময়ৰ অসমীয়া হিন্দু বোৱাৰীৰ অসমীয়া গহণাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আজি তেওঁলোকক

লিখা হৈছে। পুৰণি কালত ঢোলাবিবি অসমীয়া সোণৰ গহণা আছিল আছিও অসমীয়া মহিলাৰ লগে লগে ছিলহে। কলাৰ ওলোৱা সোণৰ পানীচৰাৰ ব্যৱহাৰ বাঢ়িছে।

ঢোলাবিবি :

ঢোলাবিবি ঢোল আকৃতিৰ। ঢোলাবিবিৰ আন এটা নাম মতাবিবি। আকৃতিত ঢেৰৰ আৰু বাসৰ লোহাৰাক লগা ঢোলাবিবিটো আগতে কেৰল মাজা মানুহহে লিখিছিল বাবে ইয়াক মতাবিবি বুলি কোৱা হৈছিল। আজিকালি ঢোলাবিবিৰ মুখতো বাসৰ সাঁচোৱাৰ ওলাবিও কলা, বঙা, চেউজীয়া বৰণৰ ৰিমনাও কাৰোৱা হয়। লগতে মাজিলাহুয়া লিহুতে ইয়াক লাবিধাৰ কাৰিবলৈ লৈছে।

অসমীয়া বিহুবতী গাৱেঁ নাচনীকালে প্ৰত্যেক গলাতে ঢোলাবিবি লিখিছিল। বিহু মাৰিবলৈ ঘোৰা গাৱেঁকলাৰ গলাত ঢোলাবিবি নহ'লে সেই গাঁও ওকা, সৌন্দৰ্যহীন। কাৰণ নাৰীৰ অলঙ্কাৰৰ এক অন্যতম অলংকাৰ হৈছে ঢোলাবিবি। অসমীয়া সংস্কৃতিত এই ঢোলাবিবিৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। লোকগীত, লোকসাহিত্যৰ ওপৰে আধুনিক সাহিত্যতো ঢোলাবিবিয়ে এক

বিশিষ্ট স্থান অধিকার করি আছিছে। বিশেষকৈ অসমীয়া গীত-সাহিত্যত ঢোলবিহুয়ে লোকসকলৰ হৃদয়ত আজিও নিজৰ স্থান অদ্বিতীয় হিচাপে বহি আছিছে। জোঁকাই কেৰু ঃ

এইবিধ অলংকাৰ আদিতে জনজাতীয় অলংকাৰেই আছিল। বিশেষকৈ মিচিং দেওৰী আদি জনজাতিসকলৰ মাজত এই অলংকাৰসমূহৰ জনপ্রিয়তা আছিল। জনজাতিসকলৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লোক সকলেও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি লিচিংবিলে নহয়। জনবিশ্বাস মতে জোঁকাই লিচিংলে গাৰ বৰণ উজ্জ্বল হয়। কেৰুহৰ দেহাত কাকত ঠাবিৰ এলাহ মুকলি লদুমসুলে সেন। অসমীয়া সাহিত্যসকলে লা-জাতীয় জোঁকাই কেৰুও লিচিংছিল। জোঁকাই কেৰুৰ দুয়োমুখে চোকা সতৰা আৰু বাঁহৰ পাতৰা থাকে। অলপ আৰু কেৰুবাবক খুবীয়া বুলিছিল। ই বিধি অলমলীয়া গোৰ বৰণীয়া গোটেৱা গছৰ আঠাৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা অলংকাৰ। লদুমৰ পাহৃ পাহৃ জালিমহুচীয়া বৰ্তা বৰ্তৰ বাঁহৰ। ঠাবিৰ তলাহোমতো বাঁহেৰে কৰা হয়। বীৰ দিয়া কেৰুত আৰুহী আৰু আৰু বাঁহৰ পাতৰা লতকান মুখৰ ঠাবিওফালে ওলাই থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ সারসংক্ষেপ:

এনাদের আলোচনা করে চালে আসছি। সমাজে ব্যবহার করা বিভিন্ন প্রকার অলংকারের বিষয়ে জানিবে পারা যায়। প্রাচীন কালে বর্তমান কিছু, জন্তুর হাড়, চামড়ার পাশে আর্থিক অলংকার হিসাবে ব্যবহার করিছিল। প্রাচীন কালে পুরুষ মহিলা উভয়ে অলংকার পরিধান করিছিল। মানুষের সভ্যতার লগে লগে নানা ধাতুর আবিষ্কার হয় আর ধাতুর অলংকারের ব্যবহার বাড়িবলে ধরে। অলংকার মানুষের দেহের সামাজিক মর্যাদা, রুচিবোধ, আর্থিক অবস্থা পরিচয় দিবলে ধরে। বর্তমান যুগের আ-অলংকার বোধ হোয়, কলে আরু নানাবিধি শারি সুকুতার গড়িত। অলংকার মানুষর দেহর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন ধরণর অলংকারর ব্যবহার কিপরি দিনে সম্পর্ক হয়ি পারিছে। সেসব কথা পরি হয়ে এনাদের আলোচনা করি আমর বক্তব্য কিছা লক্ষ্য করিব পারি।

৩.2 পোহনীকা

১/ বুবুলা তালুকদাৰ : অসমৰ সংস্কৃতি পৃষ্ঠা : ১৮১

২/ ড° নাৰায়ণ দাস
ড° পৰমানন্দ ৰাভৰংশী : অসমীয়া সংস্কৃতি কণিকা
পৃষ্ঠা : ৩৫

৩/ Google : https:// satintha.in

৪/ Google : https:// as.m.wikipedia.org > wiki

৩.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী —

লেখক — গ্রন্থ

১/ বুবুল তালুকদার : অসমর সংস্কৃতি

2/ দাস ড° নারায়ণ : অসমীয়া সংস্কৃতির কালিক
বাস্তবংশী ড° পরমানন্দ

৩/ Google: https://satintha.in

৪/ Google : https://as.m.wikipedia.org>wiki

৩.৪ সমলদাঁতা :

ক্রমিক নাম	জীবিকা	ঠিকনা
১/ ৫ অনুপমা রাও	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
২/ ৫ আইমা ইয়াছমিন	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৩/ চন্দ্রানী দেবী বর্মণ	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৪/ আঞ্জারুল ইসলাম	গ্রন্থাগারিক	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৫/ কল্পালী হালদার	গ্রন্থাগারিক	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৬/ পায়েল সাহা	ছাত্রী	চুনারী
৭/ কানিকা সাহা	ছাত্রী	চুমোরঘাট
৮/ বন্যিমা সাহুন	ছাত্রী	মানাগল্পাবা

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তগত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

(অসমীয়া বিভাগ)

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- অসমৰ লোক নৃত্য

প্রস্তুতকর্তা.....

নামঃ-মুন্নী ইয়াছমিন

শ্রেণীঃ- স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নং ঃ- UA-201-101-0084

পঞ্জীয়ন নং ঃ-20023076

শ্রেণী ৰোল নং ঃ-150

কাকত ঃ প্রকল্প (ASM-HE-6056)

তত্ত্বাবধায়িকাঃ

ড° অনুপমা বাভা

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Axomar Luka nitya"** submitted by MUNNI YEASMIN. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30.05.2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়ের একান্ত সহযোগিতা ছাড়া এই প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব হতো না। তাই তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ, ধৈর্যশীল দিকনির্দেশনা এবং নিয়মিত খোঁজখবর আমাকে কাজটি সময়মতো শেষ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই কাজ এতটা সুন্দর হতো না।

এছাড়া আমার সহপাঠী ও বন্ধুদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ, যারা বিভিন্ন সময়ে তথ্য সংগ্রহ, লেখা যাচাই এবং মতামত দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছে। পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য ও সহযোগিতাও এই কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

পরিশেষে, যাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু যাঁরা পরোক্ষভাবে এই কাজে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

-মই এই বিষয়টো বুজিবলৈ সক্ষম হৈছো।

প্রথমতে তেখেতে প্রকৃতিক সুন্দৰকৈ সজাই কামৰীয়া নাম-পুথি বোৰত ৰেখাচিত্ৰ অংকন কৰিছে। বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ চাহাবি, ভক্ত, নাম-ঘোষা আদিৰ ৰেখাচিত্ৰ অংকন কৰিছে। তেখেতে ৰেখাচিত্ৰ অংকন কৰোঁতে ৰঙৰ ব্যৱহাৰো বিশেষ ভাবে কৰিছে। তেখেতে ৰঙৰ ব্যৱহাৰত প্ৰাকৃতিক ৰঙ ব্যৱহাৰ

সূচীপত্র

অধ্যায়		পৃষ্ঠা নং
প্রথম খণ্ড: ১০০		
	ভারত পরিচয়	
১.১	ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাস	০৪-০৮
১.২	ভারতীয় নৃত্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৬-৭
১.৩	ভারতীয় নৃত্যের পদ্ধতি	০৮
১.৪	ভারতীয় নৃত্যের শ্রেণিবিভাগ	০৯
১.৪.১	ধ্রুপদী নৃত্য	১০
১.৪.২	লোক নৃত্য	১১
১.৪.৩	শ্রেণি ও বর্ণ ভিত্তিক নৃত্য	
দ্বিতীয় খণ্ড: ২০০		
২.১	ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ	১২-১৬
২.২	ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন ঘরানা	১৭-২২
২.৩	ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন মুদ্রা সমূহ	২২-৩১
তৃতীয় খণ্ড: ৩০০		
৩.১	লোক নৃত্যের অনুসংগিক বাদ্য সমূহ	৩২-৩৫
৩.২	লোক নৃত্যের শ্রেণী বিভাজন সমূহ	৩৫-৩৭
৩.৩	মিশ্রিত নৃত্য ও গীত মাত	৩৮
৩.৪	বাংলার সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী নৃত্য	৩৯-৫০
চতুর্থ খণ্ড: ৪০০		
৪.১	সমসাময়িক	৫১
৪.২	পাঠ্যসূচী	৫২
৪.৩	প্রশ্নপত্র	৫৩
৪.৪	সমাপনী	৫৪

২.১ পাখি চমৎ,

তোমার মুখের সৌন্দর্য আমি কোথায় পাই। তোমার মুখের সৌন্দর্য আমি কোথায় পাই। তোমার মুখের সৌন্দর্য আমি কোথায় পাই।

২.২ অধ্যয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :-

বাংলার গার্হস্থ্য জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে হলে বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। লোকসংস্কৃতি হল লোকসমাজের সংস্কৃতি। লোকসমাজ বলতে বোঝায় সেই সমাজকে যেখানে মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করে। লোকসমাজের মানুষ লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। লোকসংস্কৃতি বলতে বোঝায় লোকসমাজের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সমস্ত কিছু। লোকসংস্কৃতি হল লোকসমাজের মানুষের সমস্ত কাজকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি, লোকবিশ্বাস, লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোকনাট্য, লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকক্রীড়া, লোকচিকিৎসা, লোকপ্রযুক্তি ইত্যাদি। লোকসংস্কৃতি হল লোকসমাজের মানুষের সমস্ত সৃষ্টি। লোকসংস্কৃতি হল লোকসমাজের মানুষের সমস্ত সৃষ্টির সমষ্টি। লোকসংস্কৃতি হল লোকসমাজের মানুষের সমস্ত সৃষ্টির সমষ্টি। লোকসংস্কৃতি হল লোকসমাজের মানুষের সমস্ত সৃষ্টির সমষ্টি।

বর্তমান সময়ে লোকসংস্কৃতি হারিয়ে যেতে বসেছে। লোকসংস্কৃতি হারিয়ে যেতে বসেছে কারণ লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক লোকসমাজের মানুষ আজ আধুনিকতার ছোঁয়ায় নিজেদের ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে। লোকসমাজের মানুষ আজ আধুনিকতার ছোঁয়ায় নিজেদের ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে। লোকসমাজের মানুষ আজ আধুনিকতার ছোঁয়ায় নিজেদের ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে। লোকসমাজের মানুষ আজ আধুনিকতার ছোঁয়ায় নিজেদের ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে।

পাল্টাচ্ছে। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাকরি-ও। একারণে নারী-কীর্তন হয়ে যেতে। এবং এই মূল্য-বোধের প্রতি কোনো কোনো একের সংঘর্ষ-মনোভাব। লিটমাস-এইরোধ নারীর নারীত্ব-অস্তিত্ব হারাচ্ছে বাড়িতে এবং কোনো কোনো চাকরি-পুরুষ হিসেবেই।

3. অনাদিম-পুরাণ-মূল্য হিসেবে ও প্রয়োগ-ক্ষেত্রে-এবং কোনো মূল্যের-মুখ্য উদ্দেশ্য-

2. কোনো মূল্য-ই-অপরিবর্তনীয় এবং স্থান-কাল-পাত্রে নিরপেক্ষ-হিসেবে বৈশ্বিক-এবং-সমস্ত সংশ্লিষ্ট।

3. কোনো মূল্যের ক্ষেত্রে-এবং-অনাদিম-ধারণা-ও-বৈশ্বিক-নিয়ন্ত্রণ-থাকে। তাকে কোনো-না-কোনো-ভাবে হয়ে আসে।

২.৬ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

এই গবেষণা প্রকল্পে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করি। তথ্য এমন করি এমনভাবে তোমরা আমি যে উদ্দেশ্যে কিছু তথ্য সংগ্রহ করি তাদের সাথে কিছু মানুষের বিশ্বাস যে নিশ্চিন্তে প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করিতে। প্রকল্প সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিতে। প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতে।

৩.৪ অবৈধ আমদানির শাস্তি :-

অবৈধ আমদানির শাস্তি সম্পর্কে কাস্টমস আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ১৫৭ তে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আমদানি করে অথবা আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি করে অথবা আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি করার জন্য কোন কাজ করে অথবা আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি করার জন্য কোন কাজ করে অথবা আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি করার জন্য কোন কাজ করার চেষ্টা করে তাহলে তিনি অনধিক ৩ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এছাড়া

৪.১ বিসমুর পাকিসর:-

বিদেশালয় কর্মরে ঈক্ষিত হলক্রমতিত পারে শীর্ষ-বিন্দুর কলমেত ক্রমধারা। সরেমাদ ক্রেতে-বিসম্ব সরোক্ষিত শীর্ষ-ক্রমত ক্রমধারা-ও পারিকাক্ষত তেমারিত স্রোতিত। ঈক্ষাদ লেগত-বিসমুরোদ সাক্ষিতে ধ্রুবক-তেত ক্রমধারা-ক্ষিত ক্রমত স্বরক্ষত তেমারি

৪.৩ প্রাক্তন ছাত্রদের :-

বোধ হয় ছাত্রজীবন আর কোনোদিনই ফিরে আসে না। কিন্তু ছাত্রজীবনের স্মৃতি-কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সেই স্মৃতি-কথা মনে করে আমরা আনন্দ পাই। সেই আনন্দ পাওয়ার জন্যই আমরা প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে সভা করি। সেখানে সুযোগ্য ছাত্রদের সম্মানিত করা হয়। তাদের সাফল্যের কথা শুনে আমরা আনন্দিত হই। সেখানে সুযোগ্য ছাত্রদের সম্মানিত করা হয়। তাদের সাফল্যের কথা শুনে আমরা আনন্দিত হই। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ বিদেশে চাকরি করছে। তাদের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করি। তাদের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করি। তাদের মধ্যে যারা ভালো করছে তাদের কথা আমরা ছাত্রদের জানাই। তাদের মধ্যে যারা ভালো করছে তাদের কথা আমরা ছাত্রদের জানাই। এতে ছাত্রদের মধ্যে ভালো করার প্রেরণা জাগে। এতে ছাত্রদের মধ্যে ভালো করার প্রেরণা জাগে। ছাত্রজীবনের সাথে সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। ছাত্রজীবনের সাথে সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

2.2 অসমীয়া লোক নৃত্যৰ ইতিহাস :

জনজীৱনত অন্তৰ্ভুক্ত উপচি পৰা আনন্দৰ ৰূপ - সমূজুলা আৰু জ্ঞানোন্মেষ প্ৰকাশ হৈ লোক - নৃত্য। ভাৰতৰ ভৌগোলিক পৰিবেশ আৰু জীৱনৰ যি ৰূপ আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ভাব - ধৰ্ম জন - শিক্ষাই এক ভাবময় সৃষ্টি নীলাময়িত হৈ সুবীলা সুৰ ঐতিহ্যৰ সাধিকাৰ সাধু কোৱা অঞ্চলৰ বুকুত সঞ্চয় কৰিলে। সাধনজা সুন্দৰ ব্যঞ্জনা আৰু জ্ঞান থাকি উজলি উঠা মহাকাব্যৰ দৰে হৈই ৰূপ ভাৰতৰ জন জীৱনৰ ইতিহাসৰ পাতে পাতে বিস্তাৰিত হৈ আছে। কত বীৰত্বৰ, কত বাজৈ - নৈতিক যুগ পাৰ হৈ গ'ল — কিন্তু সেই বীৰত্বৰেই চমকুৱা কাহিনী অনিৰ্বাণ দীপশিখা নিৰ্বাপিত কৰিব নোৱাৰিলে। বৰং বঙালৰ কপালি লাগিয়া ইয়াৰ ৰূপ আৰু জ্ঞানোন্মেষ হ'ল। সাধনাৰ সাধ্য বিনাশ নাই। পৃথিবী যিমান দিন মানুহ থাকিব যিমান দিন আবেগ আৰু অনুভূতিও থাকিব, যিমান দিন আবেগ আৰু অনুভূতি থাকিব যিমান দিন ইয়াৰ বিচিত্ৰ প্ৰকাশো থাকিব।

আবশ্যিক জীবনের কথা। সংস্কৃতির ছেড়ে জাতি
ই থাকা নিজের কপোলী নাড়োনো বতাসের
হাসিজোলি পরা বনলাতিকার ন ন লয় লাগে
চালিবিরা সমূহের মহীর ছোটমাছ, খাদু পরি-
বর্তনের লগে লগে ছোরা প্রকৃতির বর্ণনা
মাড়োছে, জীবনের প্রাকুমই আদিম মনটো
বিক্ষুব্ধ বিহ্বল কাবিলে। নাম নজেনা
আনন্দই পাব ছোড়ি চাল মানব সই আরে
গামছা উল্লসিত অবশ্যই নয়নে সাগরত ঢেউ
ই মেলিছে বাহুলতা আঙুলি পাল্লবত ছোলালি-
দি গাল। গছ লাভিকার আলি জালি পরা-
ছেড়ে অধীরেও ভদ্রমা চিলে দুলি উঠিল।
মতস্পর্শের কানের পরাতেই সত্য। ছোতিয়াই
আমার মনত ভেদ আনন্দ বা বেজারে বিভিন্ন
আনুভূতির সৃষ্টি করে ছোতিয়াই আমি ছেই-
ছোকের বা ভয়ের বতরা ছেই আনন্দের
এছোতোরা আবেগো দিবটিল বিচারো। অর্থাৎ
আমার আদিম মনে ছোতিয়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে
আনুভূতিক আপ দিছে ——— বিভোর বিমানিত
বিস্ময় প্রতীকত বা হাত ভরি চকুর আঙ্গি
ভেদিত। তথা মানুহে খাভাবিক অনুভূতির
আনুসরণ করে চকুর সম্মুখর দৃশ্য বস্তুক
বাপায়িত কবিক ছোড়ে।

—————

ভাষার ব্যবহার—ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার বিশুদ্ধতা নিয়ে অত্যধিক মাত্রায় উদ্বিগ্ন হন না। তাঁরা মনে করেন, ভাষা একটি জীবন্ত প্রক্রিয়া। ভাষা সবসময় পরিবর্তনশীল। ভাষার এই পরিবর্তনশীলতা ভাষার জন্য স্বাভাবিক

মি. শিক্ষিত – আপনি, বুদ্ধিজীবী – তাদের প্রতি প্রশ্নের
উত্তর দুই ভাবে পাবে।

নমুনা প্রশ্ন – ১ম ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন
আছে। উদাহরণ – ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন
ভিন্ন ভিন্ন

মোবাইল আওয়াজ করে উঠল। ফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠল একটি অপরিচিত নম্বর। কৌতূহলী হয়ে রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল একটি ভারী পুরুষালি কণ্ঠস্বর। "আমি ইন্সপেক্টর রাকিবুল হাসান, থানা থেকে বলছি। আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি বিষয়ে কথা বলতে চাই। আপনি কি এখনই একবার থানায় আসতে পারবেন?" কণ্ঠস্বরে ছিল গাম্ভীর্য আর কর্তৃত্বের ছাপ। কথাটা শুনে মুহূর্তেই বুকের ভেতর ধক করে উঠল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মনে পড়ে গেল সেই রাতের ঘটনা—অন্ধকার, ভয়, আর সেই অচেনা মানুষটির মুখ। তবে কি পুলিশ সত্যিই কিছু জানে? নাকি এটা নিছক একটা সাধারণ তথ্য সংগ্রহের ফোন? মনের ভেতর হাজারো প্রশ্ন ভিড় করতে লাগল। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার—এই ফোনটি আর উপেক্ষা করা যাবে না। পরদিন সকাল ১০টা নাগাদ থানায় পৌঁছে রিসেপশনে নিজের পরিচয় দিতেই একজন কনস্টেবল তাকে নিয়ে গেল ইন্সপেক্টর রাকিবুল হাসানের রুমে। ভদ্রলোক বয়সে মধ্যবয়সী, চোখে চশমা, সামনে কিছু ফাইল খোলা। তিনি ইশারায় তাকে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিনি বললেন, "আপনার নামে একটি অভিযোগ এসেছে। অভিযোগকারী দাবি করছেন, আপনি তার ব্যবসায়িক তথ্য অবৈধভাবে সংগ্রহ করেছেন। এ ব্যাপারে আপনার কিছু বলার আছে?" প্রশ্নটা শুনে আমি একটু থমকে গেলাম। ব্যবসায়িক তথ্য? আমি তো কোনো ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নই। তাহলে কি এটা সেই রাতের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত? নাকি অন্য কোনো ভুল বোঝাবুঝি? আমি ধীরে ধীরে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করলাম। বললাম যে আমি একজন ফ্রিল্যান্স ডিজাইনার, আমার কাজ শুধুই ডিজিটাল ডিজাইন, কোনো ব্যবসায়িক তথ্য নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। ইন্সপেক্টর মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন, মাঝে মাঝে নোট নিলেন। তারপর বললেন, "আমরা আপনার বক্তব্য যাচাই করব। তবে আপাতত আপনাকে কিছুদিন শহর ছেড়ে কোথাও যেতে নিষেধ করা হচ্ছে।" কথাটা শুনে আমার মাথা ঘুরে উঠল। তার মানে কি আমি সন্দেহের তালিকায় আছি? নাকি এটা শুধুই একটা সাধারণ সতর্কতা? বাসায় ফিরে সারাটা দিন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি নিয়ে কাটালাম। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ফোনটা হাতে নিয়ে ভাবছিলাম, এই ছোট্ট ঘটনাটা কি আমার জীবনে বড় কোনো পরিবর্তন আনতে চলেছে? নাকি সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে? উত্তর জানা ছিল না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছিলাম, সেই রাতের অন্ধকার আর অচেনা মানুষটির মুখ আমার জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে, যা সহজে মুছে যাবার নয়।

2.2 উৎসের - অনুষঙ্গ লগত ভেবিত মূল্য:

বৈয়াকরণিক কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো উৎস-অনুষঙ্গ সম্পর্ক। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাষার শব্দ ও বাক্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয় তাকে আমরা বলি উৎস-অনুষঙ্গ লগত ভেবিত মূল্য। এই মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কোন ভাষার কোন উপাদান অন্য ভাষার কোন উপাদানের সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই সম্পর্ক শুধু ভাষাতাত্ত্বিক নয়, বরং ভাষা শিক্ষা, অনুবাদ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উৎস ভাষা বলতে সেই ভাষাকে বোঝায় যেখান থেকে কোনো শব্দ, বাক্য বা ধারণা অন্য ভাষায় গৃহীত হয়। আর অনুষঙ্গ ভাষা হলো সেই ভাষা যেখানে উৎস ভাষার উপাদানটি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজি থেকে বাংলায় অসংখ্য শব্দ গৃহীত হয়েছে। এখানে ইংরেজি হলো উৎস ভাষা এবং বাংলা হলো অনুষঙ্গ ভাষা। এই সম্পর্কের শক্তি নির্ভর করে কতগুলো শব্দ গৃহীত হয়েছে, সেগুলো কতটা ঘনঘন ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সেগুলো কতটা স্থায়ী হয়েছে তার ওপর।

ভেবিত মূল্য বলতে বোঝায় কোনো একটি উপাদান অন্য উপাদানের সঙ্গে কতটা শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরি করেছে। যদি কোনো শব্দ বা বাক্য অন্য ভাষায় খুব সহজে গৃহীত হয়, দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হয় এবং ভাষার মূল কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে নেয়, তাহলে তার ভেবিত মূল্য বেশি ধরা হয়। আবার যদি কোনো শব্দ খুব অল্প সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে হারিয়ে যায়, তাহলে তার ভেবিত মূল্য কম বলে বিবেচিত হয়। এই মূল্য নির্ধারণে ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

বাক্যগঠনের ক্ষেত্রেও উৎস-অনুষঙ্গ সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেক সময় অনুষঙ্গ ভাষা উৎস ভাষার বাক্যগঠনের কিছু বৈশিষ্ট্য ধার করে। বিশেষ করে যখন দুটি ভাষার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যোগাযোগ চলে, তখন বাক্যের গঠনেও পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের মাত্রাও ভেবিত মূল্যের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং-এর ক্ষেত্রে এই ধারণা আরও গুরুত্ব পেয়েছে। বর্তমানে বড় ভাষা মডেলগুলো উৎস-অনুষঙ্গ সম্পর্ক বুঝে অনুবাদ করে। যদি মডেলটি উৎস ভাষার শব্দ ও বাক্যের ভেবিত মূল্য সঠিকভাবে শিখতে পারে, তাহলে অনুবাদ অনেক বেশি স্বাভাবিক ও নির্ভুল হয়। এই কারণে গবেষকরা এখন এমন মডেল তৈরি করছেন যা সরাসরি ভেবিত মূল্য হিসাব করে কাজ করে।

এই ধারণার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যানিক মডেল ব্যবহার করা হয়। যেমন, কোনো শব্দ কতবার উৎস ভাষায় এসেছে এবং কতবার অনুষঙ্গ ভাষায় গৃহীত হয়েছে, তার অনুপাত থেকে প্রাথমিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এরপর বাক্যের অন্যান্য শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক বিবেচনা করে এই মূল্য আরও পরিমার্জন করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় মিশ্র ধ্বনিতাত্ত্বিক (Mixed phonological) পরিমার্জন।

বিষ্ণু কুমার সাম্প্রতিক বিবাহ উৎসব বলে সাধারণভাবে
উল্লেখযোগ্য বিবাহ উৎসব প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়
থাকে তেমন সাধারণ ধরনে এবং এই বিবাহ 2
নাম নাম্বার বিষ্ণু নামক যবে বিবাহ নামেও খ্যাত
আন্তর্জাতিক। এই নাম সম্পূর্ণ বিবাহ খ্যাত বিষ্ণুর
নাম। বিবাহ নামক ইন্দ্রিয় তেমন এবং এবার
উৎসবে সাধারণ বিবাহ নাম - সম্পূর্ণ বিবাহ
উৎসব। এবার বিবাহ সাধারণ বিবাহ নামক
বিবাহ নামক বিষ্ণু নামক বিবাহ নামক
বিবাহ নামক বিষ্ণু নামক বিবাহ নামক
বিবাহ নামক বিষ্ণু নামক বিবাহ নামক
বিবাহ নামক বিষ্ণু নামক বিবাহ নামক
বিবাহ নামক বিষ্ণু নামক বিবাহ নামক

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলোর বানান শুদ্ধ করে লিখ।

ইতিমধ্যে, ইতিহাস, ইতিহাসবিদ, ইতিহাসবিদগণ, ইতিহাসবিদদের, ইতিহাসবিদদেরকে, ইতিহাসবিদদেরকেও, ইতিহাসবিদদেরকেও, ইতিহাসবিদদেরকেও

। এলাকা ও মানুষ সম্পর্কে লেখকের ধারণা
লেখক তাঁর এই প্রবন্ধে যে এলাকা ও মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তা হলো পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চল। এখানকার মানুষ সহজ-সরল, অতিথিপরায়ণ, কৃষিনির্ভর জীবনযাপন করে। তাদের জীবনে প্রকৃতি ও লোকসংস্কৃতির গভীর প্রভাব রয়েছে। লেখক এই অঞ্চলের মানুষের আন্তরিকতা, সাধারণ জীবনযাপন এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন।

লেখক এই এলাকার মানুষের সহজ-সরল জীবনযাপন, আতিথেয়তা এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এই মানুষেরা অল্পে তুষ্ট, পরোপকারী এবং সামাজিক বন্ধনকে গুরুত্ব দেয়। তাদের জীবনে লোকসংস্কৃতি, গান, উৎসব ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। লেখক এই অঞ্চলের মানুষের সরলতা ও আন্তরিকতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

সাধারণতে সাধারণিক (কথ্যভাষী) যদিও বক্তব্যগুলি প্রায়ই প্রমিত ভাষায় হয়ে থাকে। এখানে কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় না। যেমন কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, বা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় না। এটি সাধারণত পেশাদার বা কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এখানে ব্যক্তিগত তথ্য বা ব্যক্তিগত জীবন

২.৩ পূজা - পাতলব লগত জড়িত লোকনৃত্য :

(১) পাতুলনা নাচ : পূজো - পাৰ্বণত পাতলব লগত জড়িত লোকনৃত্যৰ বিভিন্ন ৰূপৰ ভিতৰত পাতুলনা নাচ এটি বিশেষ ৰূপ। পাতুলনা নাচ - নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত কাঠৰ পুতলা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ বিষয়বস্তু - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ উদ্দেশ্য - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ ইতিহাস - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ ৰূপ - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ সংগীত - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ বাদ্যযন্ত্ৰ - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ পৰিবেশন - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ শিল্পী - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ সাজ-পোছাক - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ বিশেষত্ব - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ বৰ্তমান অৱস্থা - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ ভৱিষ্যৎ - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ সংৰক্ষণ - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ উন্নয়ন - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ প্ৰসাৰ - পুতলা নাচ। কাঠৰ পুতলা - নৃত্যৰ প্ৰচাৰ

(ক) সুন্দর বন সুন্দরী গাছের জন্য বিখ্যাত। এখানে প্রচুর পরিমাণে সুন্দরী গাছ জন্মায়। এই গাছের কাঠ খুব শক্ত ও টেকসই। তাই এই কাঠ দিয়ে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ও নৌকা তৈরি করা হয়। এছাড়া সুন্দরী গাছের কাঠ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এই গাছের কাঠ পানিতে সহজে পচে না বলে এটি নদী ও সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকায় ঘর তৈরির জন্য খুব উপযোগী। এই গাছের কাঠ থেকে যে কয়লা তৈরি হয় তা অত্যন্ত উন্নতমানের। এই কয়লা থেকে প্রচুর তাপ ও শক্তি পাওয়া যায়। এই কয়লা ধোঁয়া কম সৃষ্টি করে। এই কয়লা থেকে যে ছাই পাওয়া যায় তা জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই ছাই জমিতে দিলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এই ছাই থেকে সাবান তৈরি করা হয়। এই ছাই থেকে কাচ তৈরি করা হয়। এই ছাই থেকে সিমেন্ট তৈরি করা হয়। এই ছাই থেকে ইট তৈরি করা হয়। এই ছাই থেকে টালি তৈরি করা হয়। এই ছাই থেকে রং তৈরি করা হয়। এই ছাই থেকে কাগজ তৈরি করা হয়। এই ছাই থেকে প্লাস্টিক তৈরি করা হয়। এই ছাই থেকে রাবার তৈরি করা হয়। এই ছাই থেকে কৃত্রিম সার তৈরি করা হয়।

কিন্তু মহাসমুদ্রের কাণ্ডারীরও একটি চক্ষু
ছোট। সুতরাং তিনিও একদিকে কম দেখেন।
তাই তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহার ন্যায় সকলেরই
একটি চক্ষু ছোট। সুতরাং তিনি সকলকে
ডাকিয়া বলিলেন যে, তাঁহার ন্যায় সকলেরই
একটি চক্ষু ছোট। কিন্তু তাঁহার ন্যায় কেহ
তাহা স্বীকার করিল না। তখন তিনি
ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার
ন্যায় সকলেরই একটি চক্ষু ছোট। যাহারা
তাহা স্বীকার করিবে না, তাহাদিগকে তিনি
শূলে দিবেন। এই কথা শুনিয়া সকলে
ভয়ে ভয়ে বলিল যে, তাঁহার ন্যায় সকলেরই
একটি চক্ষু ছোট। তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া
সকলকে ছাড়িয়া দিলেন। এই কথা শুনিয়া
সকলে হাসিতে লাগিল। তাহারা বলিল যে,
তাঁহার ন্যায় সকলেরই একটি চক্ষু ছোট।
তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন যে,
তাঁহার ন্যায় সকলেরই একটি চক্ষু ছোট।
তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সকলকে ছাড়িয়া
দিলেন। এই কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে
লাগিল। তাহারা বলিল যে, তাঁহার ন্যায়
সকলেরই একটি চক্ষু ছোট। তিনি ক্রোধে
অধীর হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার ন্যায়
সকলেরই একটি চক্ষু ছোট। তখন তিনি
সন্তুষ্ট হইয়া সকলকে ছাড়িয়া দিলেন।

। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আলোচনা কর।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি হল প্রত্যক্ষের প্রাথমিক স্তর। ইন্দ্রিয়ানুভূতি বলতে বোঝায় বাহ্যিক উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। ইন্দ্রিয়ানুভূতি হল প্রত্যক্ষের কাঁচামাল। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছাড়া প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি হল প্রত্যক্ষের ভিত্তি। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ—

ইন্দ্রিয়ানুভূতি হল প্রত্যক্ষের প্রাথমিক স্তর। ইন্দ্রিয়ানুভূতি বলতে বোঝায় বাহ্যিক উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। ইন্দ্রিয়ানুভূতি হল প্রত্যক্ষের কাঁচামাল। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছাড়া প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি হল প্রত্যক্ষের ভিত্তি। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ—

সেখানে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে পারি। এই অভিজ্ঞতা আমাদের সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেক বিস্তৃত করে। এছাড়া, এই ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন বন্ধু পাই, যাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব আজীবন অটুট থাকে। এই ভ্রমণ আমাদের জীবনের একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকে।

আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে শহরের বাসা পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য আমরা বাস ব্যবহার করি। বাসে করে যাতায়াত করতে আমাদের প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। বাসে যাতায়াত করতে আমাদের খুব কষ্ট হয়। বাসে ভিড় থাকে বলে আমাদের দাঁড়িয়ে যেতে হয়। অনেক সময় বাসে জায়গা না পেয়ে আমাদের ফিরে আসতে হয়। বাসে যাতায়াত করতে আমাদের অনেক টাকা খরচ হয়। বাসে যাতায়াত করতে আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়। বাসে যাতায়াত করতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়।

মানুষ কিভাবে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করবে তা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমরা শুধু চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো রেজাল্ট করে ভালো চাকরি করবে। ভালো চাকরি করে প্রচুর টাকা কামাবে। তারপর বিয়ে করে সংসারী হবে। সংসারী হয়ে তারা আমাদের মতো একই জীবন কাটাবে। একই জীবন কাটিয়ে একদিন মারা যাবে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য শুধু এটুকুই। এর বাইরে আমাদের আর কোনো চাওয়া নেই

২. চলমান নং: বেতাগা-হুকুম তোর বোঝা-তোমাকে
দিয়েছে মাদী- সুরক্ষা কাজ- তোমা- তুলসীমা- তুলে
মাদ্রাসা-ধারণ- তোর- তোমা- সম্পর্কে- তোমা-
তোমাকে- তোমা- তুলসীমা- তোমা- তোমা- তোমা-
তোমা- তোমা- তো

...।। তুমি কার কাছে যেতে চাও বলো তোমার
মনের কথা খুলে বলো। আমি তোমার
সমস্যার সমাধান করে দেব।

নিরুপমা : তোমার কাছে কী বলব তা আমি
ভেবে পাচ্ছি না। তুমি আমার
ভালো চাও। তাই তুমি আমার
ভালো করতে চাও। কিন্তু আমার
ভালো কিসে হবে তা আমি
জানি। আমার ভালো-মন্দ
আমাকে বুঝতে দাও। তুমি
আমার ভালো করতে গিয়ে
আমার সর্বনাশ করে ফেলো।
আমি তোমার কাছে হাত
জোড় করে বলছি, তুমি
আমার ভালো করতে যেয়ো
না। আমার ভালো আমাকে
বুঝতে দাও। আমার
ভালো-মন্দ আমাকে বুঝতে
দাও।

।। আমার ভালো-মন্দ আমাকে বুঝতে দাও।।

নিরুপমা : তুমি আমার ভালো করতে
চাও। তুমি আমার ভালো
করতে গিয়ে আমার সর্বনাশ
করে ফেলো। আমি তোমার
কাছে হাত জোড় করে
বলছি, তুমি আমার ভালো
করতে যেয়ো না। আমার
ভালো আমাকে বুঝতে দাও।
আমার ভালো-মন্দ আমাকে
বুঝতে

ঘরে, মধ্যে ঘরে। তুলোধুনো ইলেকট্রিক বা হাতে চালানো যন্ত্রে তুলো ধুনে নেওয়া হয়। তুলো ধুনে নেওয়ার পর তা দিয়ে তুলোর পাতলা চাদর তৈরি করা হয়। এই চাদর তৈরির কাজটি করা হয় তুলো বিছানোর যন্ত্রে। এই যন্ত্রে তুলো ধুনে নেওয়ার পর তা দিয়ে তুলোর পাতলা চাদর তৈরি করা হয়। এই চাদর তৈরির কাজটি করা হয় তুলো বিছানোর যন্ত্রে।

৩. তুলোধুনো যন্ত্র: তুলো ধুনে নেওয়ার যন্ত্রকে তুলোধুনো যন্ত্র বলে। এই যন্ত্রে তুলো ধুনে নেওয়া হয়। তুলোধুনো যন্ত্র দুই ধরনের হয়। যথা: (ক) হাতে চালানো তুলোধুনো যন্ত্র এবং (খ) ইলেকট্রিক তুলোধুনো যন্ত্র। হাতে চালানো তুলোধুনো যন্ত্রে একটি ধনুকের মতো বাঁকানো লোহার ফলা থাকে। এই ফলার সাথে একটি তার যুক্ত থাকে। তারটি একটি কাঠের হাতলের সাথে যুক্ত থাকে। হাতলটি ধরে তারে টোকা দিলে তুলো ধুনে নেওয়া হয়। ইলেকট্রিক তুলোধুনো যন্ত্রে একটি বৈদ্যুতিক মোটর থাকে। মোটরের সাথে একটি ঘূর্ণায়মান দণ্ড যুক্ত থাকে। দণ্ডটিতে অনেকগুলো ছোট ছোট করাতের মতো দাঁত থাকে। এই দণ্ডটি ঘুরলে তুলো ধুনে নেওয়া হয়। ইলেকট্রিক তুলোধুনো যন্ত্রে একটি বৈদ্যুতিক মোটর থাকে। মোটরের সাথে একটি ঘূর্ণায়মান দণ্ড যুক্ত থাকে। দণ্ডটিতে অনেকগুলো ছোট ছোট করাতের মতো দাঁত থাকে। এই দণ্ডটি ঘুরলে তুলো ধুনে নেওয়া হয়।

ওপরের প্রশ্নের উত্তরে যা বলা হয়েছে তার সারকথা হলো :

(ক) সমাস না হলে পদগুলোর অর্থ বোঝা যায় কিন্তু সমাস হলে পদগুলোর অর্থ বোঝা যায় না ; (খ) সমাস না হলে পদগুলোর মধ্যে যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি থাকে কিন্তু সমাস হলে পদগুলোর মধ্যে যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি থাকে না। (গ) সমাস না হলে পদগুলোর মধ্যে বিভক্তি থাকে কিন্তু সমাস হলে পদগুলোর মধ্যে বিভক্তি থাকে না। (ঘ) সমাস না হলে পদগুলোর মধ্যে ব্যাসবাক্য থাকে কিন্তু সমাস হলে পদগুলোর মধ্যে ব্যাসবাক্য থাকে না।

২. সমাস-সিদ্ধ পদগুলোর ব্যাসবাক্য-সহ বিগ্রহ করে সমাসের নাম লিখ।

(ক) দুঃখ দূর করে যে = দুঃখহর (খ) মনকে হরণ করে যে = মনোহর (গ) মন ও প্রাণ = মনপ্রাণ (ঘ) ঘর ও বাড়ি = ঘরবাড়ি (ঙ) দিন দিন = দিনদিন (চ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ছ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (জ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ঝ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ঞ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ট) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ঠ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ড) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ঢ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ণ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ত) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (থ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (দ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ধ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ন) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (প) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ফ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ব) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ভ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ম) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (য) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (র) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ল) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (শ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ষ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (স) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (হ) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ড়) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (ঢ়) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড় (য়) ভাত ও কাপড় = ভাতকাপড়

৩.১ লোক নৃত্যের অনুষঙ্গিক ভাব সমূহ:-

যে কোন নৃত্য মানুষের নৃত্য ক্ষুধার নিবৃত্তি। নৃত্যের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয় এই চারটি নৃত্যের প্রধান অঙ্গ। নৃত্যের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয় এই চারটি নৃত্যের প্রধান অঙ্গ। নৃত্যের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয় এই চারটি নৃত্যের প্রধান অঙ্গ।

লোকনৃত্যের অনুষঙ্গের বিভিন্নতাই নৃত্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। নৃত্যের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে নৃত্যের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। নৃত্যের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে নৃত্যের বিষয়বস্তু, নৃত্যের ভাব, নৃত্যের রূপ, নৃত্যের গতি, নৃত্যের ছন্দ, নৃত্যের তাল, নৃত্যের লয়, নৃত্যের মুদ্রা, নৃত্যের অভিব্যক্তি, নৃত্যের পোশাক, নৃত্যের অলঙ্কার, নৃত্যের বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যের সঙ্গীত, নৃত্যের কণ্ঠ, নৃত্যের অভিনয়, নৃত্যের ভাব, নৃত্যের রূপ, নৃত্যের গতি, নৃত্যের ছন্দ, নৃত্যের তাল, নৃত্যের লয়, নৃত্যের মুদ্রা, নৃত্যের অভিব্যক্তি, নৃত্যের পোশাক, নৃত্যের অলঙ্কার, নৃত্যের বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যের সঙ্গীত, নৃত্যের কণ্ঠ, নৃত্যের অভিনয়।

প্রশ্ন : মেঘনাদবধ কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র কে? মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন কোন চরিত্রকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন? মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক কে? মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর : মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক নির্বাচন নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। কারো মতে রাবণ, কারো মতে মেঘনাদ, কারো মতে প্রমীলা, কারো মতে সীতা, কারো মতে বিভীষণ, কারো মতে সরমা, কারো মতে চিত্রাঙ্গদা

অর্থাৎ V শব্দটি বাংলা ভাষায় এসে একটি স্বতন্ত্র শব্দের রূপ নিয়েছে অর্থাৎ শব্দটির কাজ হচ্ছে। তাহলে বলা যেতে পারে V শব্দটি বাংলা ভাষায় ক্রিয়ার কাজ করছে। তাই

প্রমাণ করলে তোমার ছাত্রত্বের একটি ক্লোজারের কোয়ান্টিফায়ার সাবের সাথে সম্পর্ক... তোমার এই কাজটি করতে হলে তোমাকে ফ্রেডরিক্স-স্টাইল সাবস্টিটিউশন থিওরেম ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে কোন ফ্রি ভেরিয়েবল থাকা চলবে না। এর মধ্যে যে ভেরিয়েবলগুলো আছে তার সবগুলোর ওপর ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার বসাতে হবে। (শেষ) বাকিগুলো ফ্রি ভেরিয়েবল হিসাবে থেকে যাবে। এখানে ফ্রি ভেরিয়েবল আছে মাত্র একটি, সেটি হচ্ছে x। সুতরাং আমাদের ফর্মুলাটি হবে $\forall x$ (শেষ)

তোমাদের ফোল্ডারগুলো ওপেন করলে ওপেনসার্চ—এর ফাইল ডিরেক্টরিতে নতুন নতুন ফাইলের সন্ধান পাবে। ফোল্ডারগুলো সাজানো আছে ক্লাস অনুযায়ী। ক্লাস শুরু হওয়ার আগে ফোল্ডারগুলো ডাউনলোড করে নিয়ো।

৩.2 লোকনৃত্যের শ্রেণী বিভাগ:-

আমাদের নৃত্য সমূহ মূলত ১৩ টা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ---

১/ কলীবুড়ী নাচ ২/ বেড়ে বিহু ৩/ ঝুমুর
৪/ ভেওলী নৃত্য ৫/ বোধকাগী নৃত্য ৬/ বাঁহরা নাচ
৭/ কাশদ-ঘুমা ৮/ বিহু নৃত্য ৯/ আদি ভাওনা
১০/ লেহাচাঁনা নৃত্য ১১/ ফুকন-মাইমরি ১২/ মুগলীবাদ
নৃত্য ১৩/ ছত্রা নাচ

১/ কলীবুড়ী নাচ:- কলীবুড়ী নাচ বা কলী-বুড়ীর নাচ একদা বিহুর মৌসুমে ব্রাহ্মণ ও অন্য-কায়স্থদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এটি মূলত শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের একটি অংশ ছিল। এই নাচের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। এই নাচে একজন পুরুষ নারীর ছদ্মবেশে নাচে। নারী-বেশী পুরুষটি মাথায় ঘোমটা দেয়। তার হাতে থাকে একটি ঝাঁটা। ঝাঁটা হাতে নিয়ে সে নাচের মাধ্যমে বাড়ির উঠান ঝাঁট দেয়। নাচের মাঝে মাঝে সে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি করে। নাচের শেষে সে ঝাঁটাটি ছুড়ে ফেলে দেয়। এই নাচের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

ক. নিম্নে প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

"সেদিন সন্ধ্যায় আমি ও আমার বন্ধু রাজীব বাসায় ফিরছিলাম। হঠাৎ আমাদের সামনে একটি ছোট ছেলে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, তার মা অসুস্থ। তার কাছে টাকা নেই। ওষুধ কিনতে হবে। ছেলেটির কথা শুনে আমার খুব মায়া হলো। আমরা তাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা তাকে নিয়ে একটি ওষুধের দোকানে গেলাম। সেখানে গিয়ে ছেলেটির মায়ের নাম বলে ওষুধ কিনলাম। ওষুধ নিয়ে ছেলেটি খুব খুশি হলো। সে আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল। আমরা তার ঠিকানা নিয়ে রাখলাম। পরে তার মায়ের খোঁজ নিয়েছিলাম। তার মা এখন সুস্থ আছে।"

ক. ছেলেটি কেন কাঁদছিল?

খ. ছেলেটির মা কোথায় ওষুধ কিনতে গিয়েছিল?

গ. ছেলেটির মা কেমন ছিল?

ঘ. ছেলেটির মা সুস্থ হয়ে ওঠায় আমরা কী করেছিলাম?

ঙ. তোমার জীবনে এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে কি? যদি ঘটে থাকে, তবে তা লেখো।

২. ঐশ্বর্য বিষয়ক :- ঐশ্বর্য বলতে কোনো সম্পদ বা ধনসম্পদকে বোঝায়। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের গুরুত্ব, ঐশ্বর্যের প্রকারভেদ, ঐশ্বর্যের সুফল ও কুফল, ঐশ্বর্যের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়। এই ধরনের রচনায় ভাষা হবে সহজ ও সাবলীল। বাক্য গঠন হবে ছোট ছোট। বানান ও যতি চিহ্নের সঠিক ব্যবহার করতে হবে। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের প্রতি মানুষের লোভ, অর্থের জন্য হানাহানি, ধনসম্পদের অপব্যবহার ইত্যাদি বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের সুফল ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের কুফল ও অপব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের গুরুত্ব, ধনসম্পদের প্রকারভেদ, ধনসম্পদের সুফল ও কুফল, ধনসম্পদের সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের প্রতি মানুষের লোভ, অর্থের জন্য হানাহানি, ধনসম্পদের অপব্যবহার ইত্যাদি বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের সুফল ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের কুফল ও অপব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

(ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের গুরুত্ব, ধনসম্পদের প্রকারভেদ, ধনসম্পদের সুফল ও কুফল, ধনসম্পদের সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের প্রতি মানুষের লোভ, অর্থের জন্য হানাহানি, ধনসম্পদের অপব্যবহার ইত্যাদি বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের সুফল ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের কুফল ও অপব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঐশ্বর্য বিষয়ক রচনায় ধনসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।)

// —ইতি

ভোরে উঠে, মাথায় তুলে নেয় ঝুড়ি
ঝুড়ি ভর্তি ফুল, ফুলের সুবাস
ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।
ফুলের ঝুড়ি নিয়ে সে যায় বাজারে
ফুল বিক্রি করে, কিছু টাকা পায়
সেই টাকা দিয়ে সে কেনে
চাল, ডাল, নুন, তেল।
ফুল বিক্রি করে যে টাকা পায়
তা দিয়ে সংসার চলে না।
তাই সে ফুল বিক্রি করে
আবার কাজ করে অন্যের বাড়ি।
কারো বাড়ি ঝি-এর কাজ,
কারো বাড়ি রান্নার কাজ,
কারো বাড়ি বাসন মাজা,
কারো বাড়ি ঘর মোছা।
এভাবে সে কাজ করে
সারাদিন।
সন্ধ্যে হলে সে ফিরে আসে
তার ছোট্ট কুঁড়েঘরে।
ঘরে ফিরে সে রান্না করে
খায় আর ঘুমিয়ে পড়ে।
এই হলো তার জীবন।

৩. মুমুর :-

মুমুর অসমাপিকা ক্রিয়া। ক্রিয়াপদের মূলধাতুর সঙ্গে মুর যুক্ত হয়ে মুমুর হয়। মুমুর অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে কর্তা ও ক্রিয়ার কাল অনুযায়ী ক্রিয়াপদ বসে। মুমুর অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ও ক্রিয়ার কাল একই হয়। মুমুর অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ও ক্রিয়ার কাল ভিন্ন হয়। মুমুর অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ও ক্রিয়ার কাল ভিন্ন হলে মুমুর অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তার সঙ্গে সম্বন্ধ পদ বসে। যেমন: মুমুর + সম্বন্ধ পদ = মুমুরস্য। মুমুরস্য পরে ক্রিয়াপদ বসে। যেমন: মুমুরস্য + ক্রিয়াপদ = মুমুরস্য ক্রিয়াপদ। মুমুর অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ও ক্রিয়ার কাল ভিন্ন হলে মুমুর অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তার সঙ্গে সম্বন্ধ পদ বসে। যেমন: মুমুর + সম্বন্ধ পদ = মুমুরস্য। মুমুরস্য পরে ক্রিয়াপদ বসে। যেমন: মুমুরস্য + ক্রিয়াপদ = মুমুরস্য ক্রিয়াপদ।

মুমুর অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ও ক্রিয়ার কাল একই হয়। মুমুর অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ও ক্রিয়ার কাল ভিন্ন হলে মুমুর অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তার সঙ্গে সম্বন্ধ পদ বসে। যেমন: মুমুর + সম্বন্ধ পদ = মুমুরস্য। মুমুরস্য পরে ক্রিয়াপদ বসে। যেমন: মুমুরস্য + ক্রিয়াপদ = মুমুরস্য ক্রিয়াপদ।

৪. চেতনা নৃত্য :-

চেতনা নৃত্য একটি আধুনিক নৃত্য। এটি মূলত একটি সমাজ সচেতনতামূলক নৃত্য। এই নৃত্যের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়

৫ ভৈরবাচারী তন্ত্র :-

আদিধর্ম ভৈরবাচার সম্প্রদায় ধারণ করে আসছে এক শ্রেণীর লোকেরা ভৈরবাচারী বলে পরিচিত ছিল। তারা ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠান করত। তারা ভৈরবাচারী নাম

৬. বইয়ের নাম ঃ-

বইয়ের নাম- প্রেমময় ঈশ্বরের সন্ধানে - রচয়িতা মাদার তেরেসা / সংগ্রহকারক - ফাদার বিপ্লব ডি'কস্তা / প্রকাশনায় - ক্যাথলিক বিশপ সম্মেলন বাংলাদেশ / প্রকাশকাল - ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ / মুদ্রণ সংখ্যা - ১০০০ কপি / মূল্য - ৪০ টাকা / পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪০ / বইয়ের ধরন - ধর্মীয় / বইয়ের বিষয়বস্তু - এই বইয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈশ্বরের সন্ধানে। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের ভালবাসেন। তাঁর ভালবাসা পাওয়ার জন্য আমাদের কি করা উচিত তা নিয়ে এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বইয়ে ৪০ টি ছোট ছোট অধ্যায় আছে। প্রতিটি অধ্যায়ে ঈশ্বর সম্পর্কে মাদার তেরেসার চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে। এই বইয়ের ভাষা খুব সহজ ও সাবলীল। বইয়ের শুরুতে ঈশ্বর সম্পর্কে মাদার তেরেসার কিছু উক্তি দেওয়া হয়েছে। এরপর ঈশ্বর সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইয়ের শেষে ঈশ্বর সম্পর্কে মাদার তেরেসার কিছু প্রার্থনা দেওয়া হয়েছে। এই বইয়ের প্রচ্ছদ খুব সুন্দর। প্রচ্ছদে একটি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি দেওয়া হয়েছে। এই বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই ভাল। বইয়ের কাগজ মোটা ও সাদা। বইয়ের অক্ষর বড় ও স্পষ্ট। বইয়ের শেষে কোন নির্ঘণ্ট নেই। এই বইয়ের মূল্য ৪০ টাকা। বইটি ৪০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট। বইটি ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০ কপি। বইটি ধর্মীয় বিষয়ের উপর লেখা। বইটির বিষয়বস্তু ঈশ্বর সম্পর্কে। বইটির ভাষা সহজ ও সাবলীল। বইটির প্রচ্ছদ সুন্দর। বইটির ছাপা ও বাঁধাই ভাল। বইটির কাগজ মোটা ও সাদা। বইটির অক্ষর বড় ও স্পষ্ট। বইটির শেষে কোন নির্ঘণ্ট নেই। বইটির

।

।

।

9. বাগদত্তা :-

বাগদত্তা বলতে বিয়েতে যাদের সম্মতি — বোঝায়। বাগদত্তা হওয়া মানে বিয়ে নয়। বিয়ের আগে বাগদত্তা হওয়ার রীতি আছে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের কাছে উপহার পাঠায়। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের বাড়িতে যায়। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঘুরতে যায়। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে ফোনে কথা বলে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে চিঠি আদান-প্রদান করে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে ই-মেইল আদান-প্রদান করে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে ফেসবুকে যোগাযোগ করে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে ছবি আদান-প্রদান করে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে গান আদান-প্রদান করে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভিডিও আদান-প্রদান করে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে ফোনে কথা বলে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে চিঠি আদান-প্রদান করে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে ই-মেইল আদান-প্রদান করে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে ফেসবুকে যোগাযোগ করে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে ছবি আদান-প্রদান করে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে গান আদান-প্রদান করে। বাগদত্তা হওয়ার পর ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভিডিও আদান-প্রদান করে।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"বিদায় বিদায়কে দে আমার পাখনা মুছালিতে চায়।
বিদায় বিদায় আমার নিশিথের নিশাকালি সাথের
তোমার চোখের বিদায়ছবি লেখনীটির ক্ষমা ধরে
নিমেষটির তরে। তোমার সমস্ত আমার চোখের
উপরে তোমার মুখ চেয়ে রইব। আমার মুখ তোমি
মুছে ফেলো। আমার মুখ তোমি মুছে ফেলো।
আমার মুখ তোমি মুছে ফেলো।"

৮. বিষ্ণু নৃত্য :-

বিষ্ণু নৃত্য হিন্দু ধর্মের প্রধান দেবতা বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা এবং আনন্দ প্রকাশের জন্য পরিবেশন করা হয়। বিষ্ণু ভগবান ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পুরাণে বর্ণিত আছে যে বিষ্ণু নৃত্য করে সৃষ্টি রক্ষা করেন। বিষ্ণু নৃত্য ভারতের উপমহাদেশে জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া, বিষ্ণু নৃত্য বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে পরিবেশন করা হয়। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র হলো ঢোল, মৃদঙ্গ, করতাল, বাঁশি ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত পোশাক হলো ধুতি, পাঞ্জাবি, উত্তরীয় ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত অলংকার হলো মুকুট, কুণ্ডল, হার, বাজুবন্ধ, কঙ্কণ ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত অস্ত্র হলো সুদর্শন চক্র, গদা, শঙ্খ, পদ্ম ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত প্রতীক হলো শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত মুদ্রা হলো অভয় মুদ্রা, বরদ মুদ্রা, কটি মুদ্রা, নমস্কার মুদ্রা ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত ভঙ্গি হলো ত্রিভঙ্গ, অভঙ্গ, সমভঙ্গ ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত গতি হলো ধীর, মধ্য, দ্রুত ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত তাল হলো চৌতাল, ঝাঁপতাল, তেওরা ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত রাগ হলো ভৈরব, কল্যাণ, বসন্ত ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত গান হলো ভক্তিমূলক গান, দেশাত্মবোধক গান, প্রেমের গান ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত কবিতা হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত সাহিত্য হলো গীতাঞ্জলি, গীতবিতান, নজরুল গীতি ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত সংগীত হলো ভক্তিমূলক সংগীত, দেশাত্মবোধক সংগীত, প্রেমের সংগীত ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত নৃত্য হলো ভরতনাট্যম, কথক, মণিপুরি, কত্থক ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত নাটক হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত চলচ্চিত্র হলো সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত চিত্রকলা হলো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় ইত্যাদি। বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত ভাস্কর্য হলো রামকিঙ্কর বেইজ, সুবোধ গোপাল, প্রদোষ দাশগুপ্ত ইত্যাদি।

বিষ্ণু নৃত্যে ব্যবহৃত কয়েকটি মন্ত্র হলো ওঁ নমো নারায়ণায়, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ হরি ওঁ ইত্যাদি।

- ঢোল - বিষ্ণু নৃত্যে প্রধান তালবাদ্য।
- মন্দিরা, করতাল, খঞ্জনী - বিষ্ণু নৃত্যে ছন্দ রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- বাঁশি - বিষ্ণু নৃত্যে মধুর সুর সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়।

বিষ্ণু নামের প্রকাশ: বিষ্ণুর অবতার গ্রন্থসমূহ
বিষ্ণুর বাহন গরুড়। বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী। বিষ্ণুর
দুটি স্ত্রী ও সাতটি ছেলে। বিষ্ণুর নাম
বিষ্ণু। বিষ্ণুর অবতার পুরুষোত্তম। বিষ্ণুর
একটি নাম ও বিষ্ণুর একটি না

৯. মাটি পোকা : সাধারণ কৃষকের কাছে মাটি পোকা পোকামাকড় নামে পরিচিত। ইহারা ছোট বড় নানা রকমের হইয়া থাকে। ইহাদের কোন কোনটি ডানাযুক্ত আবার কোনটি ডানাবিহীন। ইহারা মাটির নীচে বাস করে। ইহারা মাটির নীচে বাসা তৈরি করে। ইহারা মাটির নীচে বাসা তৈরি করে। ইহারা মাটির নীচে বাসা তৈরি

...
...
...

ব্যবসায়ীদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। ব্যবসায়ী সংগঠনের মধ্যে বণিক সভা, ব্যবসায়ী সমিতি, শিল্প সমিতি, বাণিজ্য সমিতি, ব্যবসায়ী সংঘ, ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বণিক সভা ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে পুরনো সংগঠন। এটি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে। ব্যবসায়ী সমিতি ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন। এটি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে। শিল্প সমিতি শিল্পের উন্নয়নে কাজ করে। বাণিজ্য সমিতি বাণিজ্যের উন্নয়নে কাজ করে। ব্যবসায়ী সংঘ ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন। এটি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে। ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন। এটি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে। ব্যবসায়ী সংগঠনের মধ্যে বণিক সভা সবচেয়ে পুরনো। এটি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে। ব্যবসায়ী সমিতি ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন। এটি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে। শিল্প সমিতি শিল্পের উন্নয়নে কাজ করে। বাণিজ্য সমিতি বাণিজ্যের উন্নয়নে কাজ করে। ব্যবসায়ী সংঘ ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন। এটি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে। ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন। এটি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে।

উল্লেখযোগ্য যে, ব্যবসায়ী সংগঠন সাধারণত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ক) ব্যবসায়ী সংগঠন (খ) শিল্প সংগঠন। ব্যবসায়ী সংগঠনের মধ্যে বণিক সভা, ব্যবসায়ী সমিতি, ব্যবসায়ী সংঘ, ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বণিক সভা ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন। এটি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে। ব্যবসায়ী সমিতি ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন। এটি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে। শিল্প সমিতি শিল্পের উন্নয়নে কাজ করে। বাণিজ্য সমিতি বাণিজ্যের উন্নয়নে কাজ করে। ব্যবসায়ী সংঘ ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন। এটি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে। ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন। এটি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে।

20. রেলস্টেশনের দৃশ্য :-

রেলস্টেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। এখানে বিভিন্ন স্থান থেকে ট্রেন আসে এবং বিভিন্ন স্থানে যাত্রী ও মালামাল নিয়ে ট্রেন ছেড়ে যায়। তাই স্টেশনে সবসময় ব্যস্ততা ও কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। স্টেশনের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করলে প্রথমেই চোখে পড়ে টিকিট কাউন্টার। এখানে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে যাত্রীরা। কেউ যাচ্ছে দূরের গন্তব্যে, কেউ আবার কাছের কোনো শহরে। টিকিট কাউন্টারের পাশেই রয়েছে বুকিং অফিস, যেখানে আগাম টিকিট সংরক্ষণ করা হয়।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলো সাধারণত উঁচু করে তৈরি করা হয়, যাতে যাত্রীরা সহজে ট্রেনে উঠতে ও নামতে পারে। প্ল্যাটফর্মের ধারে ধারে বসার বেঞ্চ, পানির কল, শৌচাগার এবং মাঝে মাঝে ছোট ছোট দোকানও থাকে। কুলিরা মাথায় ও কাঁধে ভারী মালপত্র বহন করে যাত্রীদের সাহায্য করে। তাদের ডাকাডাকি ও হাঁকডাকে স্টেশন সবসময় মুখর হয়ে থাকে।

ট্রেন আসার ঘোষণা দেওয়া হলে প্ল্যাটফর্মে ভিড় আরও বেড়ে যায়। কুলি, হকার, চা-বিক্রেতা, ফেরিওয়ালা সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ট্রেন থামার পর যাত্রীরা একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে উঠতে ও নামতে চেষ্টা করে। এই সময় স্টেশনের পরিবেশ হয়ে ওঠে খুবই কোলাহলপূর্ণ। ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পর আবার কিছুক্ষণের জন্য স্টেশন শান্ত হয়ে আসে।

স্টেশনের আশেপাশে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের দোকান, যেখানে খাবার, পানীয় ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি হয়। অনেক স্টেশনে রয়েছে ওয়েটিং রুম, যেখানে যাত্রীরা বিশ্রাম নিতে পারে। রাতের বেলা স্টেশনের পরিবেশ অন্যরকম হয়ে ওঠে। তখন যাত্রী কম থাকে এবং চারদিক তুলনামূলক নীরব থাকে। দূরে কোথাও থেকে ট্রেনের হুইসেল বা ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসে।

সব মিলিয়ে রেলস্টেশন শুধু একটি যাতায়াতের স্থান নয়, এটি মানুষের জীবনের নানা আবেগ, আনন্দ, বিচ্ছেদ ও মিলনের সাক্ষী। এখানে কেউ হারায় প্রিয়জনকে, আবার কেউ ফিরে পায় হারানো মানুষকে। তাই রেলস্টেশন আমাদের জীবনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

২২. অনুশীলনী মূল্য :

অনুশীলনী মূল্য বোধের সংগীত শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। সংগীত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংগীতের মূল্য বিচারের ক্ষমতা সৃষ্টি করা। সংগীত শিক্ষার্থীরা সংগীতের মূল্য বিচার করতে পারে। সংগীতের মূল্য বিচার করতে পারা সংগীত শিক্ষার্থীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

১২. সুদের হার নির্ণয়:

সুদের হার নির্ণয় করিতে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত সূত্রটি ব্যবহার করা হয়। এই সূত্রটি ব্যবহার করিয়া সুদের হার নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে সুদের পরিমাণ, আসল এবং সময় জানা থাকিতে হইবে। সূত্রটি হইল

$$\text{সুদের হার} = \frac{\text{সুদ} \times 100}{\text{আসল} \times \text{সময়}}$$

মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এটি একটি পবিত্র চুক্তি। ইসলামে বিবাহকে অর্ধেক ধর্ম বলা হয়েছে। বিবাহের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ একে অপরের জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে। এটি সমাজে নৈতিকতা ও পবিত্রতা রক্ষা করে। বিবাহের মাধ্যমে বংশধারা রক্ষা হয় এবং সমাজে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের অধিকার ও কর্তব্য পালন করে। ইসলামে বিবাহ বিচ্ছেদকে অপছন্দনীয় বলা হয়েছে, তবে প্রয়োজনে তালাকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয় এবং পরিবার সমাজের ভিত্তি। পরিবারে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকে। ইসলাম বিবাহের মাধ্যমে যৌন সম্পর্ককে বৈধতা দেয় এবং অবৈধ যৌন সম্পর্ককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে। বিবাহের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। বিবাহের মাধ্যমে সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষার দায়িত্ব পালন করা হয়। বিবাহের মাধ্যমে সমাজে সুস্থ প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। বিবাহের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিবাহের মাধ্যমে সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায়। বিবাহের মাধ্যমে সমাজে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বজায় থাকে। বিবাহের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। বিবাহের মাধ্যমে সমাজে সুখ ও শান্তি বজায় থাকে। বিবাহের মাধ্যমে সমাজে উন্নত জীবনযাপন নিশ্চিত হয়। বিবাহের মাধ্যমে সমাজে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিবাহের মাধ্যমে সমাজে মানবিক উন্নয়ন সাধিত হয়। বিবাহের মাধ্যমে সমাজে সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়।

১৩. মূল্য নাই :-

হায়রে নাই মিছে তোমাদের বড়াই-সকলই। এত
সত্য। এই যে সুন্দর সুগন্ধ ফুলটি তোমার সম্মুখে
রহিয়াছে, ইহার কি মূল্য আছে? ইহা কি
তোমার কোন উপকারে আসিবে? ইহা কি
তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে? ইহা কি তোমার
পিপাসা দূর করিবে? ইহা কি তোমার রোগ
আরোগ্য করিবে? ইহা কি তোমার শরীরে
শক্তি দিবে? ইহা কি তোমার মস্তিষ্ক পরিষ্কার
করিবে? ইহা কি তোমার হৃদয়ে আনন্দ
দিবে? ইহা কি তোমার আত্মার উন্নতি
সাধন করিবে? ইহা কি তোমার ধর্ম্ম-কর্ম্মে
সহায়তা করিবে? ইহা কি তোমার ইহকাল
পরকালের কোন কার্য্যে আসিবে? ইহা
কি তোমার কোন অভাব মোচন করিবে?
ইহা কি তোমার কোন উপকারে আসিবে?
তবে ইহার মূল্য কি? ইহার মূল্য নাই।
ইহা অমূল্য। ইহা অমূল্য বলিয়াই ইহা
ঈশ্বরের এত প্রিয়। ইহা অমূল্য বলিয়াই
ইহা ঈশ্বরের এত আদরের। ইহা অমূল্য
বলিয়াই ইহা ঈশ্বরের এত সুন্দর। ইহা
অমূল্য বলিয়াই ইহা ঈশ্বরের এত সুগন্ধ।
ইহা অমূল্য বলিয়াই ইহা ঈশ্বরের এত
কোমল। ইহা অমূল্য বলিয়াই ইহা ঈশ্বরের
এত পবিত্র। ইহা অমূল্য বলিয়াই ইহা
ঈশ্বরের এত নির্ম্মল। ইহা অমূল্য বলিয়াই
ইহা ঈশ্বরের এত মধুর। ইহা অমূল্য
বলিয়াই ইহা ঈশ্বরের এত শান্তিময়।
ইহা অমূল্য বলিয়াই ইহা ঈশ্বরের এত
আনন্দময়। ইহা অমূল্য বলিয়াই ইহা
ঈশ্বরের এত প্রেমময়। ইহা অমূল্য
বলিয়াই ইহা ঈশ্বরের এত করুণাময়।
ইহা অমূল্য বলিয়াই ইহা ঈশ্বরের এত
দয়াময়। ইহা অমূল্য বলিয়াই ইহা
ঈশ্বরের এত ক্ষমাময়। ইহা অমূল্য
বলিয়াই ইহা ঈশ্বরের এত মঙ্গলময়।

কোথায় যাবে। ঘরে সবাই অপেক্ষা করছে তার জন্য। সে ঘরে ফিরে যাবে। কিন্তু ঘরে ফিরে যাওয়ার পথ তার জানা নেই

আমার নাম মহম্মদ ইদ্রিস।

ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ায় আমি ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আজহা, শবে-বরাত, শবে-কদর, মহরম, ঈদে-মিলাদুন্নবী, রমজান মাস ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি আমরা খুব আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পালন করি। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানও আমরা ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে পালন করি। যেমন বিয়ে, আকিকা, খতনা, জন্মদিন, মৃত্যু ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠানগুলিতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। এই অনুষ্ঠানগুলিতে সকলে একত্রিত হয়ে আনন্দ করে। এতে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। এই অনুষ্ঠানগুলি আমাদের সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এগুলি ছাড়া আমাদের সমাজজীবন কল্পনা করা যায় না। এই অনুষ্ঠানগুলি আমাদের সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে তুলেছে। এগুলি আমাদের সমাজজীবনের প্রাণস্বরূপ। এগুলি ছাড়া আমাদের সমাজজীবন অর্থহীন ও প্রাণহীন হয়ে পড়বে। তাই এই অনুষ্ঠানগুলি আমাদের সমাজজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

চিত্র : ধামসা-মাদল নৃত্য

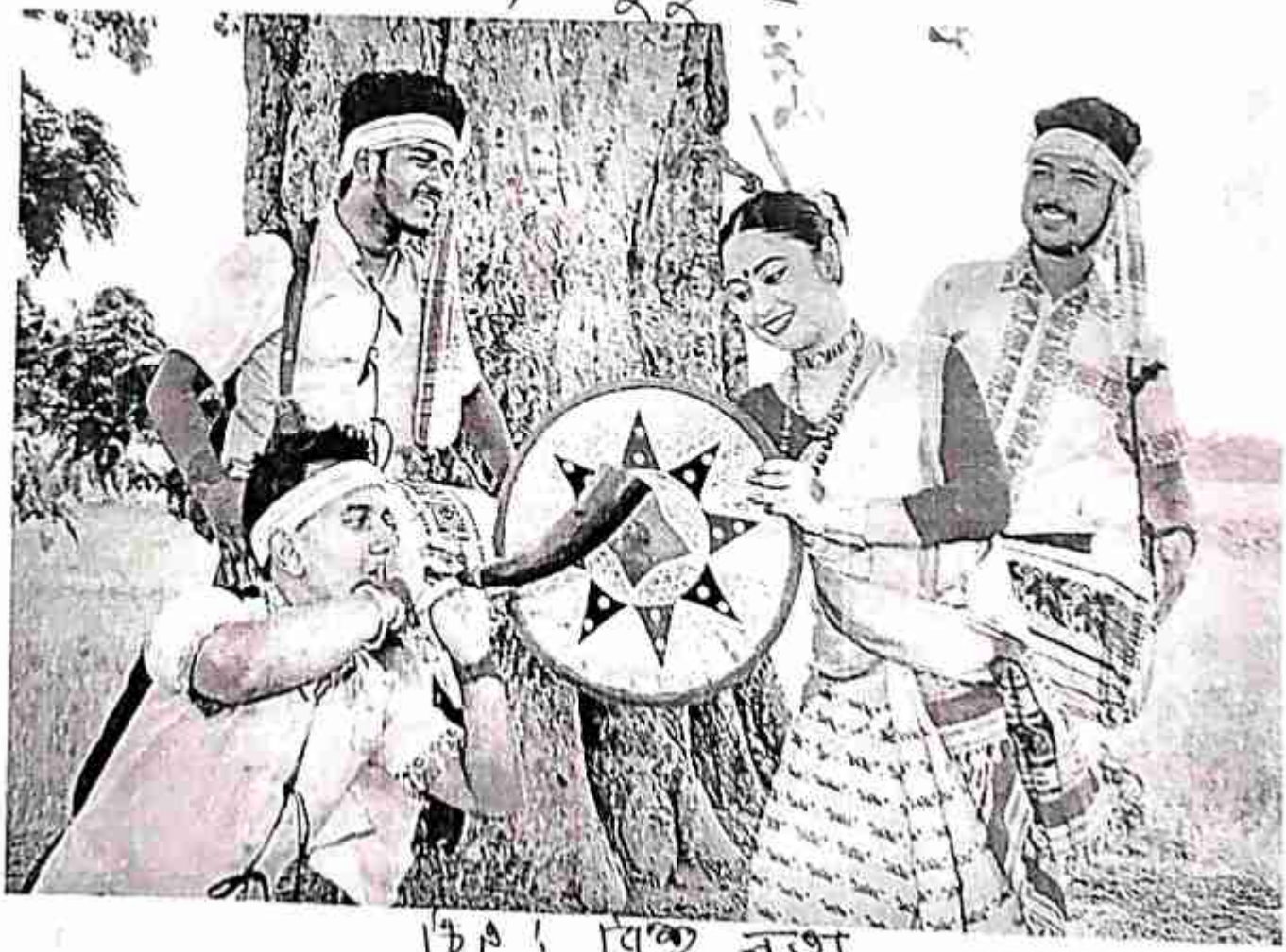

চিত্র : ছৌ নৃত্য

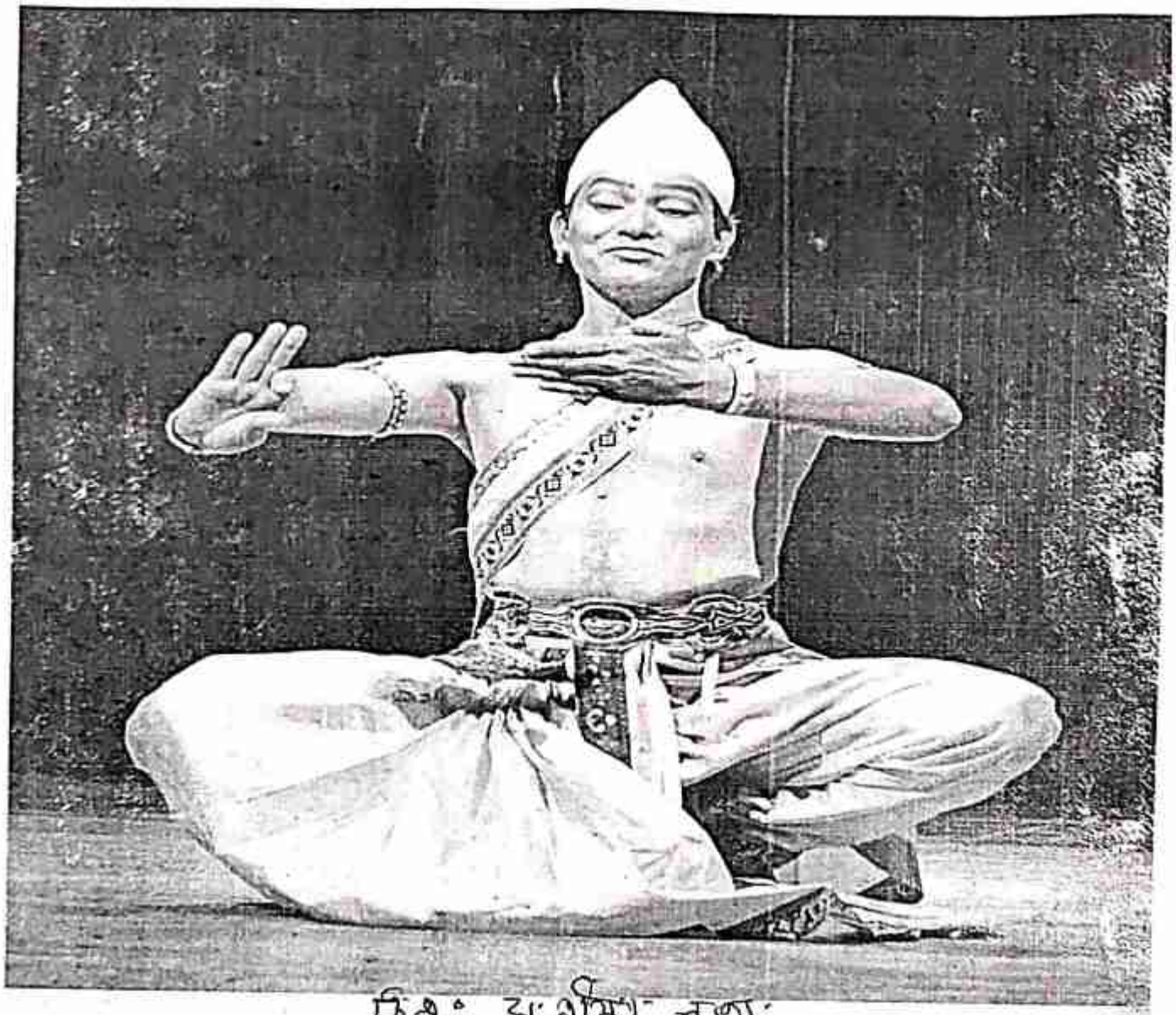

চিত্রঃ মণিপুরী নৃত্য

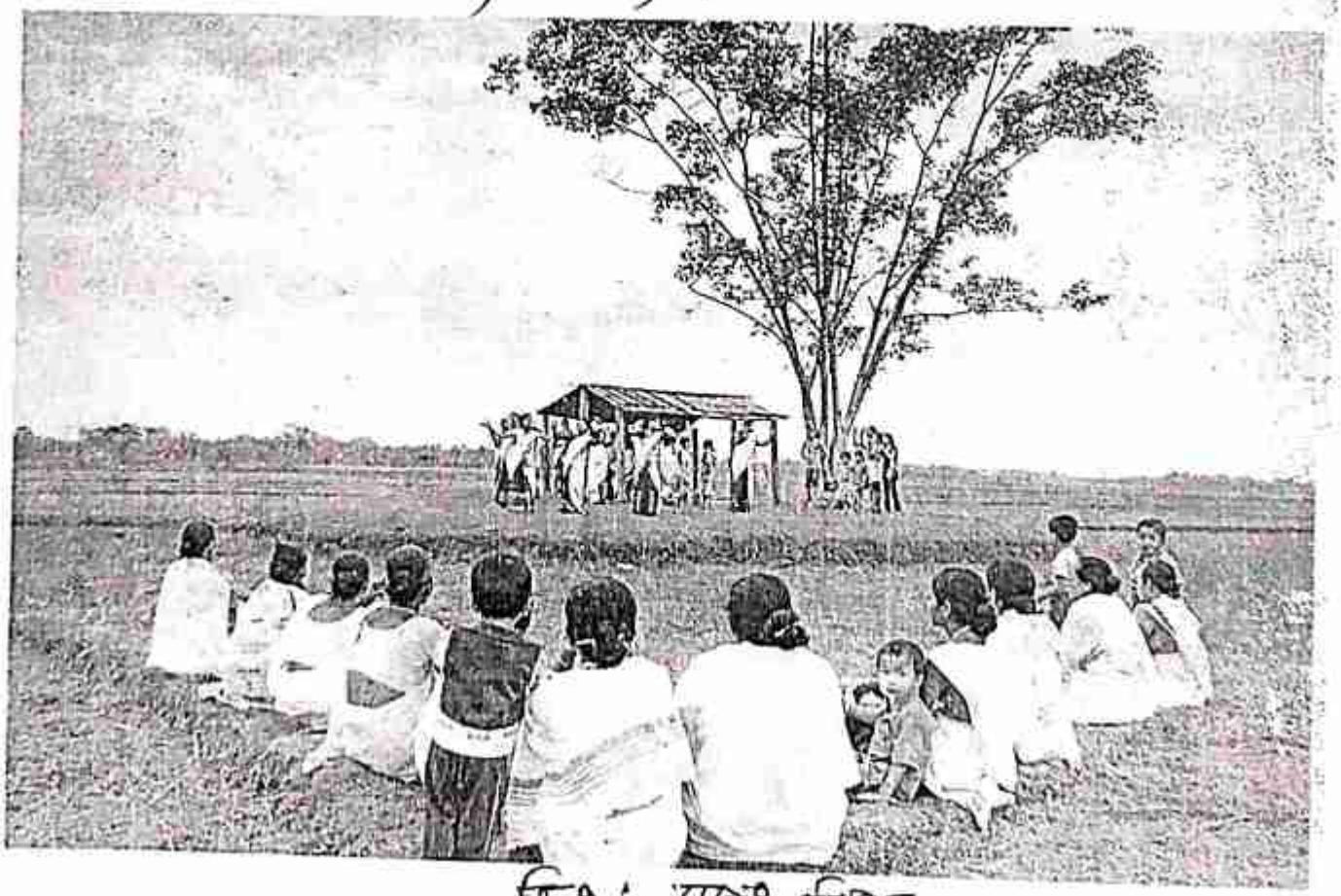

চিত্রঃ ক্লাস বিষ্ণু

৭.৩ শিখিং নৃত্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ:-

ছোট প্রোকোকোর বোর্ড কথার তথ্য যোগাড় বিভিন্ন জায়গায় ঘোরা ফিরা করা। ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা। বিভিন্ন ধরনের ছবি তোলা। বিভিন্ন ধরনের ভিডিও ধারণ করা। ছবি ও ভিডিও সম্পাদনা করা। বিভিন্ন ধরনের ছবি ও ভিডিও সংগ্রহ করা। বিভিন্ন ধরনের ছবি ও ভিডিও সংগ্রহ করা। বিভিন্ন ধরনের ছবি ও ভিডিও সংগ্রহ করা।

শিখিং নৃত্যের ইতিহাস সম্পর্কে জানা। শিখিং নৃত্যের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে জানা। শিখিং নৃত্যের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে জানা। শিখিং নৃত্যের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে জানা।

শিখিং নৃত্যের ইতিহাস সম্পর্কে জানা। শিখিং নৃত্যের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে জানা। শিখিং নৃত্যের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে জানা। শিখিং নৃত্যের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে জানা।

৩.৪ বাক্যে সংক্ষেপে ক্রিয়াবিশেষণ প্রয়োগ :-

সাহিত্যে যিনি বেশি ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহার করেন, সেই লেখকের রচনা সংক্ষিপ্ত হয়। ক্রিয়াবিশেষণ বাক্যের অর্থকে সংক্ষিপ্ত করে। যেমন - সে ধীরে ধীরে হাঁটে। এখানে 'ধীরে ধীরে' ক্রিয়াবিশেষণ পদটি 'হাঁটে' ক্রিয়াপদের ধরন বোঝাচ্ছে। ইংরেজি বাক্যে ক্রিয়াবিশেষণ পদটি ক্রিয়াপদের পরে বসে। যেমন - He walks slowly. বাংলা বাক্যে ক্রিয়াবিশেষণ পদটি ক্রিয়াপদের আগে বসে। যেমন - সে ধীরে ধীরে হাঁটে। ক্রিয়াবিশেষণ পদটি বাক্যের যে কোনো জায়গায় বসতে পারে। যেমন - সে ধীরে ধীরে হাঁটে। / ধীরে ধীরে সে হাঁটে। / সে হাঁটে ধীরে ধীরে। ক্রিয়াবিশেষণ পদটি বাক্যের যে কোনো জায়গায় বসতে পারে বলে বাক্যের অর্থ বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। যেমন - সে ধীরে ধীরে হাঁটে। / ধীরে ধীরে সে হাঁটে। / সে হাঁটে ধীরে ধীরে। ক্রিয়াবিশেষণ পদটি বাক্যের যে কোনো জায়গায় বসতে পারে বলে বাক্যের অর্থ বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। যেমন - সে ধীরে ধীরে হাঁটে। / ধীরে ধীরে সে হাঁটে। / সে হাঁটে ধীরে ধীরে। ক্রিয়াবিশেষণ পদটি বাক্যের যে কোনো জায়গায় বসতে পারে বলে বাক্যের অর্থ বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। যেমন - সে ধীরে ধীরে হাঁটে। / ধীরে ধীরে সে হাঁটে। / সে হাঁটে ধীরে ধীরে।

/ ... — ...
... ...
... ...
... ...

আত্মকথা

আমার নাম [illegible]। আমার বাবার নাম [illegible]। আমার মায়ের নাম [illegible]। আমার বাড়ি [illegible]। আমার গ্রামের নাম [illegible]। আমার ডাক নাম [illegible]। আমার ভাই-বোন [illegible]। আমার শখ [illegible]। আমার ভবিষ্যৎ ইচ্ছা [illegible]।

8.2 গ্রন্থপঞ্জী:

১/ [illegible] পূর্বা — ৩৫ - ৩৫

২/ [illegible] পৃঃ ৩৬-৩৯

৩/ [illegible] পৃঃ ৫০-৫৩

৪/ [illegible] Xahidya org — পৃষ্ঠা — ৪০

৫/ [illegible] ——— পৃষ্ঠা — ৪৩

৬/ [illegible] Scholar throws light on Bihus origin — পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭

৭/ [illegible] Thakur. Sudarsha Culture Reportage — পৃষ্ঠা ৫২

৮/ [illegible] Folk Arts and Social communication by Durga Das Mukhopadhyay পৃঃ ৫৩-৫৭

১১/ [illegible] — পৃষ্ঠা — ৪২

৪.৩ গ্রন্থসূচী

(১) অসমীয়া উপন্যাস – সংক্ষিপ্ত আলোচনা
লিখক : ড° নবীন চন্দ্র কাশ্যপ ।

(২) অসমীয়া সাহিত্যর
লিখক : ড° হরি প্রসাদ দেওধরা । অনিলা বরুৱা ।

(৩) অসমৰ লোক সংস্কৃতি
লিখক : ড° নগেন্দ্র নাথ দত্তবৰুৱা ।

(৪) অসমীয়া লাচাৰি আৰু অঙ্কীয়া নাট : এখন সমীক্ষা
লিখক : ড° মহেশ্বৰ নেওগ ।

(৫) মুকলি অসমীয়া সাহিত্য চৰ্চা আৰু সংস্কৃতি আৰু
সাহিত্যিক বন্ধুৰ অৱদান আলোচনা ।
লিখক : ড° মহেশ্বৰ নেওগ ।

(৬) অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ লোক উৎসৱ
লিখক : ড° নলিনীধৰ বৰুৱা ।

(৭) সাংস্কৃতিক ভূগোল
লিখক : ড° ৰমেশ চন্দ্র শর্মা ।

(৮) অসমীয়া লোক সংস্কৃতি
লিখক : ড° নবীন চন্দ্র কাশ্যপ ।

www.axomiyahahitiyaratsanuki.com

৪.৪ সমজাতীয়:

ক্রমিক	নাম	জীবিকা	চিকানা
১.	ডঃ আনুপমা রাও	অধ্যাপিকা	লক্ষ্মীপুর
২.	ডঃ আভুমা ইয়াভুমিল	অধ্যাপিকা	মহাবিদ্যালয় লক্ষ্মীপুর
৩.	চন্দ্রালী দেবী বর্মন	অধ্যাপিকা	
৪.	মাণিক্য চুলবাহা	ছাত্রী	পশ্চিম কাছারী
৫.	আফ্রাহুল ইজুলাম	প্রত্নতাত্ত্বিক	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়
৬.	ঝুপাঙ্গী হাওলাং	প্রত্নতাত্ত্বিক	
৭.	মাঙ্খুনি সাভুন	ছাত্রী	নিদানপুর
৮.	মাংনিঙ্গু ইয়াথমিল	ছাত্রী	লক্ষ্মীপুর
৯.	জ্যোৎস্না পুনাথা	ছাত্রী	সোহেলাবাদ
১০.	অংজামিনা সাভুন	ছাত্রী	নিদানপুর
			হাতিমুরা

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয় লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ-অসমীয়া সংস্কৃতিত বাঁহ-বেতৰ শিল্প।

তত্ত্বাবধায়িকা-

ড° অনুপমা বাংগা

দাখিলকর্তা.....

নামঃ- নার্গিছ ইয়াছমিন

শ্রেণীঃ- স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক

বোল নংঃ-UA-201-101-0087

পঞ্জীয়ন নংঃ-20023079

শ্রেণী বোলনংঃ-93

কাকতঃ-ASM-HE-6056

তাৰিখ:- 15-05-2023

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Axomiya songskritit baah- betar shilpo"** submitted by NARGIS EASMIN. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

INDEX

NAME: _____ STD: _____ SEC: _____ ROLL NO: _____ SUB: _____

S. No.	Date	Title	Page No.	Teacher's Sign / Remarks

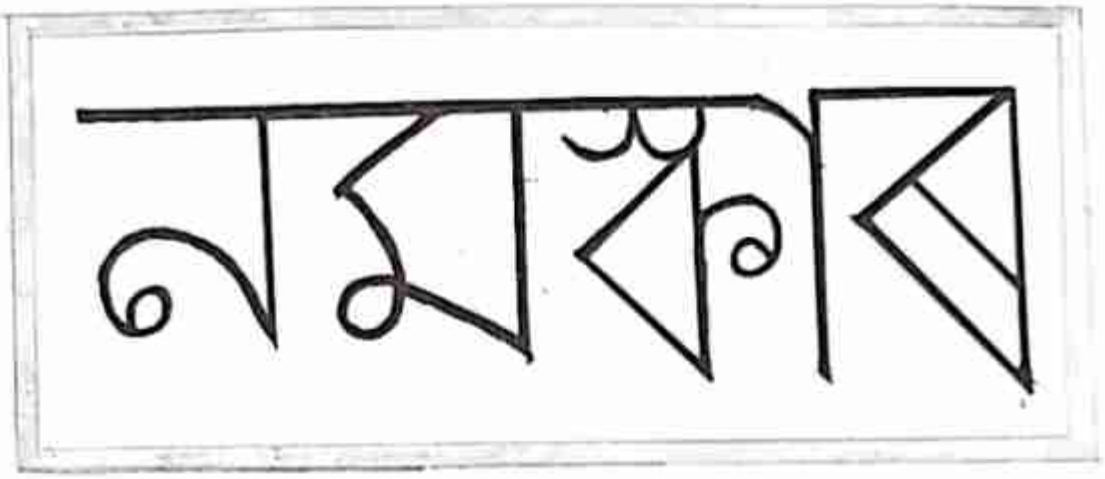

কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক সমলাৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ষষ্ঠ ষাণ্মাসিকৰ অসমীয়া বিভাগৰ সকলোৱে প্ৰমনি প্ৰকল্প পত্ৰ বিভাগত জমা দিব লাগে। এই প্ৰকল্প পত্ৰৰ বাবে আমাক বিভাগীয় তত্ত্বাৱধান পদ্ধা বিষয় বাছনি কৰি দিয়া আমাৰ বিভাগীয় মুৰব্বী অধ্যাপিকা ড° অনুপমা বাগ বাইদেউ। বিষয়টো বাছি দিয়াৰ বাবে বাইদেউলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো। প্ৰকল্প পত্ৰখন সম্পূৰ্ণ কৰি উলিওৱাত সকলো দিশতে আমাক লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক / অধ্যাপিকা সমুলী আৰু লগতে মোৰ বন্ধু বৰ্গ সকলে সম্পূৰ্ণ ৰূপে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়।

মোৰ প্ৰকল্প পত্ৰৰ বিষয় আছিল বাঁহ - বেতৰ শিল্প অধ্যয়ন। বিষয়টো অধ্যয়ন কৰিবলি আমাৰ গাঁওৰ কেইজনমান ব্যক্তিক সুধি তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পদ্ধা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি বৰ্ণনাত্মক পদ্ধতিৰ প্ৰকল্প পত্ৰখন লিখি প্ৰস্তুত কৰিলো।

এই প্রকল্প পত্র কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য তত্ত্বাবধায়িকা অধ্যাপিকা ড. অনুপমা বাগচী মহোদয়াকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলো। এছাড়া আমার পরিবারের কোই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আর যেসব বন্ধুরা জাহানারা আহমেদ এবং সাফিয়া সুলতানাই সেসব সময় করার জন্য তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিছো। তার উপরিও যেসব লোক তথ্যগুলি সংগ্রহ করাতে যেসব এদের অতি প্রিয় বান্ধবী- আসুনি আইন লিও এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিছো।

এই প্রকল্প পত্র কাজটি সম্পূর্ণ করি উলিউল্লাহ আমার বিভাগের অধ্যাপিকা ড. আছমা খায়াংমিন বহিদেই আর চন্দ্রানী দেবী বর্মন বহিদেইকে যেসব সময় করার জন্য তাঁদেরকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলো।

—— সূচীপত্র ——

বিষয় — পৃষ্ঠা নং

১. প্রথম অধ্যায়ঃ

১.১ পরিচয় ০৪

১.২ অধ্যয়নর লক্ষ্য আরু উদ্দেশ্য ০৫

১.৩ অধ্যয়নর পদ্ধতি ০৫

১.৪ অধ্যয়নর পরিসর ০৭-০৮

২. দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

২.১ বাঁহ-বেতর ইতিহাস আরু উৎপত্তি ০৯-১৭

২.২ বাঁহ-বেতর ব্যহার ১৮-৩০

২.৩ আদ্য হিচাপে বাঁহ-বেত ৩১-৩৭

২.৪ বাহকেন্দ্রিক উদ্যম-অনুষ্ঠান ৩৮-৪১

২.৫ মেল বৈশালিত বাঁহ-বেত ৪২-৪৫

২.৬ লোকবিশ্বাসত বাঁহ-বেত ৪৫-৪৯

২.৭ উদ্ভিদত বাঁহ-বেত ৫০-

২.৮ বাঁহ-বেতর লগত জড়িত যোজনাপাকর .. ৫১

২.৯ সাম্প্রতিক বাঁহ-বেত ৫২-৫৩

৩. তৃতীয় অধ্যায়ঃ

৩.১ সাৰসনি ৫৪-৫৫

৩.২ পাদটীকা ৫৬

৩.৩ সহায়দাতা ব্যক্তি ৫৭

৩.৪ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ৫৮-৫৯

প্রথম অধ্যায়

১.১ পরিচয় :

বাঁহ-ৰ তৈৰ লিলা হিছে অসমৰ এক কুটীৰ শিল্প। বাঁহ প্ৰাৰম্ভি বহুমুখী কেঁচামাল আৰু ই গৌৰাণিক দিনৰে পৰা অসমৰ জীৱনশৈলী আৰু অৰ্থনীতিৰ এক অংগ। বাঁহ হিছে প্ৰৰিৰ্ধ ঘাঁহ জাতীয় বৰ গছ। বাঁহ গছ গ্ৰামিণীৰ গতিবত খুব কম সময়ত পৰিপ্ৰক্ষৰে বৃদ্ধি হোৱা গছ সমূহৰ গতিবত অন্যতম। অসমৰ প্ৰতিখন গজলাতেই বাঁহ-ৰ তৈৰ নানা সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয় যদিও কোনো কোনো বিশেষ অঞ্চলত এই শিল্পৰ চৰ্চা অধিক। ব্যৱহাৰিক মূল্যৰ কথাকৈ লক্ষ্য কৰি বাঁহ উদ্ভিদক অতিশ্ব সৌন্দৰ্যমা হোৱা বুলি অভিহিত কৰা হয়। অসমৰ বিভিন্ন কুটীৰ আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ বিভিন্ন ৰঙৰ আৰু নলৰ যোগানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। অসমৰ এই শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত মূখ্য কেঁচামাল হিছে বাঁহ আৰু বেত। বাঁহক গৃহ নিৰ্মাণ, কাগজ, ঘৰুৱা সামগ্ৰী, খাদ্যৰ উৎস আৰু বিভিন্ন ৰঙৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

১.২ অধ্যয়নের লক্ষ্য আরু উদ্দেশ্য :

অসমীয়া সংস্কৃতিত বাঁহ এবিধ মূল্যবান সামগ্রী। ইয়াক বিভিন্ন কামত ব্যৱহার কৰা হয়। বাঁহ আৰু বেতেৰে অসমীয়া সংস্কৃতিত ব্যৱহার হোৱা অতি মূল্যবান বস্তু তালিৰ, বাঁহৰ শলাই, আৰু কাগজ আদি বনোৱা হয়। মোৰ এই বিষয়টো বাছি লোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এই বাঁহ সংস্কৃতি চুবনি দিলৈ লগাই চলি আহিছে। মানুহে বাঁহৰ ঘৰ নির্মান, ঘৰৰ আচবাব, বাঁহেৰে বাঁহী, চেপা, চুঙা আদি নির্মান কৰিছিল। সংসাৰত প্রয়োজনীয় প্রায় সকলো বস্তুকে বাঁহেৰে নির্মিত। বর্তমান দিনতো বাঁহ - বেতৰ ব্যৱহার প্রায় কমি আহিছে। বর্তমান আধুনিক যুগত মানুহে বাঁহ বেতৰ সলনি টীন, প্লাষ্টিক আদি সামগ্রী ব্যৱহার কৰি বহু তিমাষ কৰে আৰু মানুহেও সেই বোৰৰ প্রতি সুধৰ নিলে। বর্তমান বাঁহ - বেতৰ ব্যৱহার কি ধৰণে কমি আহিছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাই মোৰ আলোচ্য বিষয়ৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য।

২.৩ অর্থায়নের পদ্ধতি :

বাঁহ-বেতের শিল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে আমি তুলনামূলক পদ্ধতিরে আলোচনা করিব লোগাছো। সেইভাবে কই বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করি বাঁহ-বেতের শিল্পে অর্থায়নের বিষয়টো নিয়ে আলোচনা করিছো।

১.৪ অর্থায়নের পরিসর :

বাঁশ - বেতের শিল্পে অর্থায়ন

কোনো অর্থায়নের পরিসর দুটো হতে পারে। তার কথা আলোচনা করার পারি —

① ক্ষেত্র পরিসর।

② বিষয়ের পরিসর।

① ক্ষেত্র পরিসর :

বাঁশ - বেতের শিল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্র পরিসর বিশ্লেষণে বিশেষজ্ঞের অভিমত সংকুচিত ব্যবহার হোয়া বাঁশ - বেতের সামগ্রীর বিষয়ে অর্থায়ন করার উপরিও আনুসংগিক তথ্য তারে এই সামগ্রিক অভিমতকে সামর্থ্য নেছো। বাহিরের বাজে সম্মুখে ব্যবহার হোয়া বাঁশ - বেতের সামগ্রীর কথাও ইথাতে খুলখুলকে আলোচনা করিছো।

② বিষয়ের পরিসর :

কোন আলোচনায় বিষয় যেই হেউল বাঁশ - বেতের শিল্প। ইহার বাহিরে কাঠ, প্লাস্টিক আদির কথা ইথাত আলোচনা করা নাই। যেহেতু কোন আলোচনার বিষয় যেই হেউল

বাঁহ - বেতন শিলা গাড়ি বাঁহ - বেতন লগত জড়িত রীতি - নীতি -, বাঁহ - বেতন ব্যবস্থা ইত্যাদি বাহিরে কোনো বিষয়ে ইয়াত আলোচনা করা নাই। কোন আলোচনার বিষয়ৰ পরিসর ইয়াতে সীমাবদ্ধ বা কোন বিষয়ৰ পরিসর ইয়ানতে সীমিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

2.1 বাঁহ - নৃত্যৰ ইতিহাস আৰু উৎপত্তি:

অসমত বাঁহশিল্প প্ৰচলনৰ ইতিহাস বহুদিনীয়া। বাল্মীকি ৰামায়ণত উল্লেখ আছে যে অতীতে অসমৰ বাঁহ-শিল্প বৰ উন্নত আছিল। গ্ৰন্থখনৰ মতে, কামৰূপৰ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মাই হৰ্ষবৰ্দ্ধনলৈ বহুবিধ বাঁহৰ - চুঙা আৰু বাহন পঠিয়াইছিল। এনেদৰে সংগ্ৰহশালীয় জনজাতিৰ সমাজত বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰা এই বাঁহ শিল্পই অসমীয়া বাঁহ-সাংস্কৃতিক কালক্ৰমত আৰ্য, নিষাদ আৰু সংগ্ৰহশালীয় সংস্কৃতিৰ ত্ৰিবেণী সংগমত গঢ় লোৱা বিশাল অসমীয়া সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধ কৰি তুলিলে। অসমীয়া কবিতা, প্ৰবচন, ডাকৰ বচন, যোজনা, লোক-বিশ্বাস, লোক-ঐতিহ্য, লোক সাহিত্য কলা, লোকগীত, স্থাপত্য - ভাস্কৰ্য আদিত বাঁহৰ প্ৰচলন দেখা যায়। অসমৰ মাদ্য শিল্প, সুকুমাৰ কলা আৰু ব্যৱহাৰিক জীৱনলৈ বাঁহৰ গুৰুত্ব পূৰ্ণ ভূমিকা আজা দেখা যায়।

ইংৰাজী (Bamboo and cane culture of Assam) হৈছে অসমৰ এক কুটীৰ শিল্প। অসম প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে ভৰকী আৰু ইয়াৰ অধিকাংশ অৰণ্যত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাঁহ-বেত পোৱা যায়। [1] বাঁহ হৈছে এবিধ বহুমুখী কোঁচাকাল আৰু ই মৌজানিক দিনৰে পৰা অসমৰ জীৱনশৈলী আৰু অৰ্থনীতিৰ এক অংগ। বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন নামেৰে, কাছাৰ, মিকিৰ আৰু উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰ আৰু লখীমপুৰ জিলাৰ মাজত বাঁহ-বেতৰ বিশাল বিস্তৃতি দেখা যায়। [1] পাল্পিং, বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু বেহা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে তথা অনুষ্ঠানৰ পাটি, মৰাহি, চালনী আদি নিৰ্মাণ উদ্যোগৰ বাবে বাঁহ-বেত অত্যন্ত কোঁচামাল হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়।

অসমত বাদ্যযন্ত্ৰ ব্ৰহ্ম-সংখ্যক শিল্পীয়ে বাঁহ আৰু বেতৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰে। ইয়াক চৰকাৰী উদ্যোগ হিচাপে চৰ্চা কৰা হয় আৰু কোনো যান্ত্ৰিক যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। [2] অসমত

বেত আৰু বাহৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপকভাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। [২] এই উদ্যোগ সৃষ্টিমূলক সকলক তেওঁলোকৰ আজীবি হিচাপে অব্যাহত আৰু কালীন নিয়োগ প্ৰদান কৰে আৰু বাণিজ্যিক ভিত্তিত চৰকাৰ নিধি সঞ্চালন যোগানো, আচবাব আৰু যৌ উৎপাদন কৰা কৈছিলাম উদ্যোগ দক্ষ শিল্পীক পূৰ্ণ কালীন নিয়োগ প্ৰদান কৰে।

অসমত বাঁহ-বেতক ভিত্তি কৰি আৰু ইয়াৰ বাঁহ-বেতৰ শিল্পৰ বিশেষ খ্যাতি আছে। অসমৰ মাটিত উন্নত জাতৰ বেত আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতৰ বাঁহ পোৱা যায়। অসমীয়া সমাজ আৰু সংস্কৃতিয়ে বাঁহৰ লগত প্ৰত্যক্ষ ভাবে জড়িত। অসমীয়া বাঁহ-বেতৰ শিল্পীয়ে ইয়াৰ কৰা সামগ্ৰী ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন লগতে বিদেশলৈও বপ্তানি কৰা হয়।

বাঁহৰ ৭৫ টা জাতৰ ২,২৫০ টা প্ৰজাতি আছে। ইয়াৰ ২২ জাতৰ ১২৫ প্ৰজাতিৰ বাঁহ ভাৰতত পোৱা যায়। ইয়াৰে ২৫ টা জাতৰ ৮৯ টা প্ৰজাতিৰ

বাঁহ উদ্ভব - পূর্বাঞ্চলত পোৱা যায়। অসমৰ মুঠ বনাঞ্চলৰ ৩৪.৫ শতাংশ অঞ্চল বাঁহেৰে আগুৰা। বিভিন্ন কামত ব্যহাৰ কৰা অসমৰ কেইবিধ মান বাঁহ হ'ল :— জাতি, চুলুকা, মকাল, কাক, কঠিয়া, বড়োল, কেঁচুৱা আদি।

অসমত পোৱা কেইবিধমান বেত হ'ল : বাইদাং, লেজাই, পানী লেজাই, চোঁকা, জাতি, নলা, আনি, চুলেং আদি। বিভিন্ন গড়, কাৰ্বি আংলং, পোলাথাই, ডিমা হাছাও; লোহিতপুৰ, দৰং, নগাঁও আদি জিলাত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ বেত পোৱা যায়।

বাঁহৰ উৎপত্তি চীন দেশত, যত পৃথিবীৰ কাগজৰ উৎপাদন হৈছিল। অতি- প্ৰাচীন কালৰ প্ৰাগৈতিহাসিক তথ্যানুসাৰি জানিব পাৰি যে- বন -বিষ্ণুৰ আহিলা পাতি- কৃষি কৰ্মৰ যন্ত্ৰপাতি, গৃহ নিৰ্মাণৰ আঁজুলি, প্ৰশাসনীয়- তথ্য লিপিবদ্ধ কৰা নথি পত্ৰ- বাঁহৰ পৰাই উৎপাদন কৰাৰ- ইপাতিত- কাগজ উৎপাদন কৰা কেঁচামাল হিচাপে-

ব্যবহার করি আসছি। চীন দেশের আনুষ্ঠান বংশবাদ্য করা বাবীমন আছিল এনে বঁবলর মলা বাবীর গোপালে গুয়া-গুয়া ঢাপা আবি-লেওনা দিয়া, বাঁহর মুহা খোরা, বাঁহরে গছ পুতি আত্মরক্ষা করা আরু বাহুর খোঁদে পুতি বিলাই অকোরর গছ বন্ধা, আর দ্বারা আতিনর বস কৌশল খুদি করা ইত্যাদি। বাঁহর কুটীর শিলপ আরু চিগারেক আদি চীনা কলের অর্থ অবদান।

এই বিলাকেই চীনা অনবসাজত বাঁহু গছক বিশেষ ঠাই দি আছিল।

আনকি অর্থোপি চিকিৎসার ক্ষেত্রত বাঁহর অতীব প্রয়োজন।

বাঁহর প্রজাতি ভেদে কিছুমান ফুলে আরু কিছুমান ফুলা দেখা নাযায়। ইয়ার বিতরত ওলুকা বাঁহু কোতিয়ারা ফুলে কিন্তু সৃষ্টি নহয়। কেইা নামর বাঁহবিধ লমালমে ফুলে আরু বোজা বঁবাকন করে লমালমে। কিছুমান বাঁহর বীজবোর সাতটা বাবি দহদিন হৈ থাকে। যদ্যপি অভাবত এনেনি এদুবে আহি কিছুঁতর

বংশ বৃদ্ধি করে। বিভিন্নের উদ্যানতত্ত্ব-
অনুযায়ী বীজের নোরবা হয়। তেজিয়া-
অনুযায়ী কয়েক দেশজ চুক্তিক সমাগত।
উল্লেখযোগ্য যে বাঁহফোপান আমাদের
বাঁহ ফুলিলে মোকবরা- আর কেহ মেলখান
ফুলিলে বিক্ষিপ্ত বুলি কয়। আম ফুলের
নিচিনাকি বাহ ফুলের পাহি নামাকৃ। আঁব-
হেষ দীঘল কাহানে চামনি থাকে। চামলিকামন
শুক্ল পত্রের লেখিয়া। বাঁহফুলের গর্ভমুণ্ড-
বিহগের পাখির দরে খুব কমল আরু পাতলী।
বতাহর দ্বারা ইয়ার পরাগযোগ হয়।
বাঁহ ফল বা গুটি পাকিলেও আম ফলের দরে
ফাটি নামায়। ফলের ভিতরত বীজ থাকে
কেবল এটা আরু বীজত্বক ফলত্বক উভয়ে-
লগ লাগি থাকে।

বাঁহ-বেতর লিলাহ প্রাচীনগ;
ইতিহাস আরু উদ্যানতত্ত্বির বিষয়ে এটা সু-
নির্দিষ্ট তথ্যসূত্র আজুলিয়াই দীঘ পরাকৈ কোনো
নির্দিষ্ট তথ্য উপলব্ধ নহয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক
উপাদান উপরত ভিত্তি করি মতামত এক্ষেত্রে
উপাদান লগা লগে কুহলীহয়। অতীতর পরাই যে

অসমত এই শিল্পৰ অনুশীলন কিছিল সেই সম্পৰ্কে বিভিন্ন মতেৰক মত প্ৰকাশ কৰে। [৩] [৭] [৩] [৫] অসমত প্ৰাৰম্ভিক কালত বাঁহক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া কিছিল আৰু "শুভে দিনত" বাঁহ কটা নিষিদ্ধ আছিল। বৰ্তমানো এই নিয়ম খানি চলা হয়। অসমীয়া সমাজত বাঁহক শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু ইয়াৰ বংশীয় ঐশ্বৰ্য আছে বুলি বিশ্বাস প্ৰচলিত। পৌৰাণিক অসমীয়া গীত-মাত, সাহিত্য আদিত বাঁহৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে উল্লেখ পোৱা যায়।

অসমীয়া লোক সাহিত্য কথা-যোজনা আদিত বাঁহ-বেতৰ কাম-কাৰ্য বা ইয়াৰ গুৰুত্বৰ উল্লেখ আছে ——

"যাৰ নাই বাঁহ, তাৰ নাই সাহ"

দেহবিচাৰ গীতসমূহ- কাঁকাৰিষ উল্লেখ পোৱা যায়:

বাঁহীৰে চুকৰে জোতি বাঁহ এজুপি
বিয়ে মোৰ সাহোদৰ ওই,
জীয়াই থাকো আনে কৰো কাঁকাৰি
আনিলে লগতে যায়।

অসমীয়া বেত আৰু বাঁহৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ সমৃদ্ধিশালী ঐতিহ্যৰ বিষয়ে আমাৰ বহুতো ধাৰণা বৰ্মনৰ (খ্ৰীষ্টীয় চতুৰ্থ শতিকাৰ অন্তৰ্ভুক্তি অংশ) সময়ত লোৱা গৈছিল। পেৰিপ্লাছ চি. চি. ৱৈৰ্ছীয়ৰ 'এন্ড্ৰুজ প্ৰভু ৱ অফ দ্য এৰিথ্ৰিয়ান সাগৰৰ ইতিহাস' ত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে —

প্ৰাৰম্ভিক আমিজিত বনী লোক সকলে ব্যৱহাৰ কৰা সুগন্ধিত আৰু বহুমূল্য শীতল পানীৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। [৪] এই পানীয়ৰ আধাৰণাই বেতৰ পাত্ৰ তিয়াৰ কৰা হয়। অসমৰ বনাঞ্চলত বেতৰ প্ৰাচুৰ্যৰ সাক্ষ্য ইংৰাজী লেখক সকলে ইতঁলোকৰ আগিত আগবঢ়াইছিল। উদাহৰণ স্বৰূপে চৌলমিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে চৌকিৰ পূৰ্ব পশ্চিম, মাক আমি অসম বুলি চিনাক্ত কৰিছো, ইয়াৰ আহাৰ আৰু পলাশমূলীয়া বেতৰ উৎপাদন যোগাৰ লগতে এই সমূহ বাঁহো বিশেষ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। বেতৰ সামগ্ৰী উৎপাদনৰ আন এক প্ৰমাণ 'মৰ্মাৰিক' ত পোৱা যায়, যাত বেতৰ বস্তুসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। বাঁহৰ শিল্প আৰু বিভিন্ন

আমাদের ইতিহাস ব্যবহারের সমকালীনের পরিচিতি। যার ওপরই এই অতি উন্নত শিল্পকার্যের সাক্ষ্য যে উল্লেখ করেছি সেই ওস্তাদের হলেন। বিভিন্ন ধরনের মানুষের ইতিহাস করা যাচ্ছে। তাই বাঁশের নলী, আর বাঁশের পিচকারীর বিভিন্ন ছবিই পাওয়া গিয়েছিল। এই সমকালীনকার প্রধান কারণ যে অনেকের প্রাথমিক কালের বিভিন্ন ঔদ্যোগিক কলার বিকাশ ঘটেছিল আর এরকম আর প্রান্তর শিল্পী সকলের মধ্যে যেমন পরম্পরায় হয়তো পরিস্থিতি করি সাংস্কৃতিক সম্পর্কিকে চলে আছে..।

২.২. বাঁশ আর বেতের ব্যবহার :

① বাঁশ :

বাঁশ হচ্ছে একটি ঘাস জাতীয় বহু গুল্ম গাছ। বাঁশ গাছ পৃথিবীর বিভিন্ন মৃদু-ক্রম সমন্বিত ক্ষীপ্রগতিতে বৃদ্ধি হোয়া গাছ সমূহের বিভিন্ন অন্যতম। এই গাছ দক্ষিন এছিয়ার দেশ সমূহে অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আছে। দক্ষিন এছিয়া আর পূর্ব এছিয়াতে ইহার গৃহ-নির্মান, কাগজে, ঘরের সামগ্রী, মানুষ তৈরি-আদি বিভিন্ন প্রকারের কাজে ব্যবহার করা হয়। অবশেষ সাথিত বর্তমান বাঁশের বিশাল-আকারে সমাদর আছে। মিয়ু বহু উৎপাদন শীল কাজের মধ্যে বাঁশের ব্যবহারের পথা সুকলি করিবে পারে। অসংখ্য-

চিত্র : বাঁশ গাছ

চিত্র : বাঁশের সামগ্রী নির্মান

পোরা প্রজাতি সমূহের বিভেদক ব্যবস্থাপনা
গুরুত্ব অথবা কোই বাদুড় প্রজাতি উপলব্ধ——

১. মুলি (আলোকানা বাদুড় হচ্ছে),
২. পামোরীয়া জোতি (অস্ট্রিলোপ্লেনা পাকরিকোলা),
৩. কাক বাঁদুর (ট্রেক্সি কেলোসাস বেসিলটনি)
৪. দালো (ট্রাইনোপোট্রাস ডালিয়া) অন্যান্য।

অসমত ৫১ টা প্রজাতির বাঁদুর মধ্যে আজ এই সমূহ বিভিন্ন কারণে ব্যবহার হয়ে আসছে. মূলতঃ গুহা নির্মান, আচরাব আদির নির্মানত বাঁদুর-বেতর ব্যবহার হয়। লঘু কংক্রিটর গাঁথনির বাবে মূদু তীমার রূপে ব্যবহারর ফলনি আকৃতিবর্ধক বিভাগত ব্যবহার করিলে বাঁদুর উপযুক্ততা সম্পর্কে ভালতর দক্ষিমান সন্ধেষনা কেন্দ্রত অধ্যয়ন চলি আছে। ইয়াবোপরি খাদ্যর লাল, লাখুটি, বিভিন্ন সবুজির ফেঙ্গুল, আহ বৰা সবুজি, তরুর মুল, ৰহী, জেমলা, মোৰ, আমেৰ্ঠ, খেলনা, বিছনী আৰু বিভিন্ন ঘৰুৱা আৰু কৃষি সবুজির বাবেও বাঁদুর ব্যবহার কৰা হয়। এই সকলোবোৰ সামগ্রী— কাৰু বাৰু অন্তত সমাধান কুটীৰ আৰু প্লাষ্টিক ডিব্বিত ইয়াক্সন কৰিব পাৰি।

৫) বেত :

অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰু প্ৰায় সকলো ঠাইতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেত পোৱা যায়। এই বেতবোৰ অসমৰ মানুহৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেতৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেনে — চকী, টেবুল আৰু শোফাসেট।

চিত্ৰ : বেত গছ

বিভিন্ন ধৰণৰ শুকান বেতৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰী আৰু কাৰিকৰী আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গ্ৰাম্য অঞ্চলত কাঁচা বেতবোৰো উৎপাদন যথেষ্ট। আঁহবাৰ আৰু বাঁহেৰে বনোৱা বেৰে ঘুনীয়ম ঘৰে ঘুমিংগা আৰু বেখুৱা নামেৰে জনাজাত আৰু দুবিৰ বাঁহ আৰু পুনীয়ম ঘৰে ঘুমী, বৰজোলী, মুৰুৱা, গোল্লা আদি বিভিন্ন

চিত্ৰ : বেতৰ সামগ্ৰী

ছোতৰ বেতৰ প্ৰয়োজন হয়। 'মুৰ্তা' নামৰ নল মাৰিয়ালৰ বা পাৰীদি উদ্ভিদ সহায়ত নিখ্যাত "কৌতল পাখি" বনোৱা হয়। ছোপি-নিমাৰিষ বনুৰ স্থানীয়লেৰ বাঁহ, "টেকৈ পাত"ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই মুলাম ছোপি তিয়াৰ কৰিবলৈ টেকৈ পাতৰ উপৰিও আমগ্ৰীৰ বং আৰু বাৰ্নিচ কৰাৰ বাবে বঙীন তেল, কমাহু, বং কৰা মৃত্তা মাইকা আদিৰ প্ৰয়োজন হয়, ইয়াকোপনি লিপিচি সকলে তেতৰ মেন, হৈড়া মেছা, অমিতা পাত, মেছেনী (এবিধ বাষায়নিক বং কৰা বস্তু), কলাবতি চাচ (লাক) ৰজন, মিমাই লেতে দিপাৰ্টি, ৰাবি মুক্তাকি আদি ব্যৱহাৰ কৰে। প্ৰযুক্তিৰ বিকাশৰ ফলত বৰ্তমান এই নিমানি কাৰ্য বহু সৰল হৈ পৰিছে।

অসমীয়া অলুৱা পদ্ধতিত গৃহ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰী যেনে— খুটা, চাতি, আৰুলি, ৰুণা, কাঠী, কাৰি, চিমাল, কবিলা, ছেৰী, চাপলিকা, পিঁয়াল, টাঙি, বসলী বাঁহ, দলঙ্গা, বহি-মোৰা, চালি, বৰগাঁ আদি সকলোবোৰ বাঁহেৰে সজা হয়। অসমীয়া ভাঁত আন সমৰ মুকুৰা মোৰা, মোৰা-টুকুৰা, চালি আৰি, দোপাতি, সৰকা, নিমনি খুটা,

মাটনী, দাওয়ালী, ইয়াং, চেংমেচীৰ সকলো কাঁকোৰ শালিকাইলেকে আৰু সকলোবোৰ বস্তুৰেই বাঁহৰে নিৰ্মিত। কৃষিভিত্তিক সমাজ জীৱনত নিত্য ব্যৱহাৰ্য সকলোবোৰ সামগ্ৰীয়েই বাঁহৰে তৈয়াৰী। অসমৰ উৎপাদন হোৱা ডলুকা, জাতি, বেৰী, মলি, অকাল, কাক, চলৌ, বাঘোল, বাঁধুলী, কটৰ, বগলী, ইত্যাদি প্ৰজাতিৰ বাঁহ আৰু তাৰ সমা উৎপন্ন সামগ্ৰীয়ে অসমীয়া সাংস্কৃতিক জীৱনক এক সুকীয়া মৰ্যাদা তথা বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰিছে।

অনুপাতি দৈনন্দিন জীৱনৰ লগতিয়ান আহিলা যেনে: চাং, আচি, মৰাহি, চালনী, কুলা, দলা, ডালা আদি বাঁহ আৰু বেতেৰেই নিৰ্মাণ কৰি লয়। অনুপাতি বেতৰে, চকী, মূঢ়া, চকা, বেতৰ টেবুল, বটা, জপা আদি বেতেৰেই নিৰ্মাণ কৰি লৈছিল।

মাছ মৰা বঁজুলিবোলো বাঁহ-বেতেৰে নিৰ্মাণ কৰা হয়। যেনে:- মলহা, পাহুৰা, চেপা, আইনি, পলা, জোকা, চৈয়া-বা খোকা আদি বাঁহ বেতেৰে নিৰ্মাণ কৰা হয়। চলাই পুহিবলৈ মাহ, মৌ, আদি তাঁতিশালৰ আহিলা যেনে: — আকোঁ, ইষা

চেবেলী, বাঁহ চুঙা, আলিআলী, চটাই, মাদুৰ, কাণত দিয়া বাঁহ, মাছুধা আদিও বাঁহ বেতেৰে নিৰ্মান কৰি লোৱা হয়।

গছৰ ফোপোং, শিলৰ আঘোণ, চলাইৰ বাবুত থোৱা বস্তু আদি বাখিৰ পৰা প্ৰাকৃতিক অৰ্থমনে বাঁহ-কাঠেৰে থোৱা বস্তু আদি বাখিৰ পৰা প্ৰাকৃতিক অৰ্থমনে বাঁহ, কাঠেৰে থোৱা পাত্ৰ আদি উলিওৱা শিল্পত নিশ্চয় প্ৰথম খোজ দিয়াসলে বাঁহৰ চুঙাত পানী থোৱাৰ অতীজৰ নিদৰ্শন এতিয়াও অসমৰ কোনো কোনো জন জাতীয় লোকৰ মাজত আছে। বাঁহেৰে সজো বান থোৱা ডুলি, পাচি, মৰাহি, বান লোমা দোন, বিভিন্ন সমযত প্ৰয়োজন হোৱা কুলা, চালনী, ডলা, দৌন, মাৰি, ডালি, বাঁহৰ বিচনী, বাড়নী আদি অস্ত্ৰ বস্তুৰ উপৰিও লোৱা চাং, পানী চাং, ফেতুৱা, জাপনা, চলং, চকোৱা আদি বাবেই নিৰ্মিত। তদুপৰি পথাৰ বটীৰ জনা অসমীয়া-ঘৰত অপূৰ্বৰ দিশিকি শীতল পাটীও বাঁহ জালেৰে। এওঁৰ বেতৰ বিচনীৰ কাৰিকৰী চালে চকুলোৱা। বাঁহৰ শলীৰে সোণ দি বেতেৰে সজো

ছেপা, বেতৰ বটা, কাঁহি, কুঠা, আকৰ্ষণীয়া লোক শিল্পৰ ভাল চানেকী। সময়ৰ লগে-লগে এই শিল্পই উৎকৰ্ষতা লাভ কৰিছে। আধুনিক যুগৰ প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন সাজসজ্জা : বেগ, মোজে, চকী, দোলনা, বাকচ, ফুলৰ পাত্ৰ আদি বেতৰে অতি সুন্দৰকৈ নিৰ্মিত হৈছে।

শঙ্খ, মাংহ, ছাগলী আদিৰ কাৰণে পোহালিঘৰ বাদি দিয়াৰ উপৰিও ছাগলীৰ কাৰণে ঔষধ চাংঘৰে অথবা পোহালি ঘৰৰ ভিতৰতে চাং বান্ধি দিয়া হয়।

ৰন্ধন শালত আছে শুকুৰাবৰ বাবে বা অন্য বস্তু শুকুৰাবৰ বাবে চাং পাত। এনে চাং বাঁহ-বেতৰে তৈয়াৰ কৰে। চাযত সাঁপিন কৰা খাদ্য বস্তু বিলাক ঘুনে ধৰাত বা পোক লগাই নষ্ট কৰাত কোনো হেঁয় নাথাকে। ডাঙৰ ডাঙৰ আছত চেপাটুলোৱা বাহিৰ কৰি ৰন্ধন শালৰ ভুইৰ তাত সাবৰ বাবে উলমাই ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছে। ৰন্ধন শালত ব্যৱহাৰ অন্যান্য সঁজুলিবোৰো বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰি লয়।

চকাই মোৱা বাঁহ, পিলিঙা আহৰি মোৱা মোকা আৰু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আদিও বাঁহেৰে

ব্যবহার করে। শব্দ – শাস্ত্র প্রসঙ্গে বলা ——
টেলিফোন, ফ্যাক্স, গাড়ি, ট্রেন, বাস, বিমান, লাঠি, পেন্সিল ইত্যাদি।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহার :—

(১) ভূমি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে :

জমি, তার খাতা, কলা গাছ, ইক্ষু উৎপাদন, ফসলের, সোনা, ভূমি অফিস, চালনী, থালি, বিনা ইত্যাদি।

(২) চারু ক্ষেত্রে :

—শাড়ি, শাদা, ঘোমটা, সিঁদুর, ঘড়ি, চুড়ি, কপালের টিপ, সেফটি, আর-পালি বিন বসা চাকরি, টাই, হেলমেট ইত্যাদি।

(৩) জাপির ক্ষেত্রে :

টুপি জাপি, হলুদের জাপি, দাগ, বাঁধ দেয়া, জল দেয়া, সোনার চুলায় শাদা জাপি, রূপার চুলায় শাদা জাপি, টাকা পয়সা সোনার অলঙ্কার, শাদা জাপি, ~~লাইন~~ লাইনিংয়ের জাপি, বন্ধনীয়া জাপি, বন্ধনীয়া জাপি, বানাতের আগুটি নইয়া, শুনারের বন্ধ কথা, ফুলাম জাপি ইত্যাদি।

④ গাঁচির ক্ষেত্র :

চিপা গাঁচি, বকরী গাঁচি, কোসোরা গাঁচি, (এলেঁয়া আরু মুলেঁয়া) আইকী গাঁচি, সোচরা গাঁচি, আগুনী গাঁচি, ঘোচনি গাঁচি, সতা গাঁচি ইত্যাদি।

⑤ মঁসাত সোরাব ক্ষেত্র :

বাঁহুর বোঝা সোরা বা হোকা আছে, য'ত বাঁহুর নলিচা সংযোগ করি লয়। অনিরুদ্ধর দেরাদর গীতত বোঝা সোরাব বর্ণনা আছে।

⑥ হেঁবাল সজোব ক্ষেত্র :

মাইঁ, বেত, মুগা, চাল, কোলা, জেঠী, কাঙী, আবলি, বরিসোরা, ফাঁকাম, আল, চাঙি, চুঁকী, ফুল চাঙি, কানি তেমেরা, মবুরা, গাঁরিলা, মট-মটী, জালি-বাঁহু ইত্যাদি।

। বাঘীরে হেলুকা বাঁহরে কবিলো
হেঁবাল ঘরারে চাং,
নরীর বানরু ইটি মায় এতিয়া
চালরে সুখরে বাস।

(৭) বাড়ীর ক্ষেত্রে:

চেয়ার, টেবিল, বই, কলম, পলথা, খুটি, হেরিকেন, চকোরা ইত্যাদি।

(৮) রান্নাঘরের ক্ষেত্রে:

পানি চাং, পাতিল চাং, বাটি, চুলা, মাটির মশা, ঘুঁটে, পাতিল, বড় চালনী, মধ্য চালনী, মশারি ইত্যাদি।

(৯) ব্যবসার সঁজুলিত:

নাউলের ঝুড়ি, মুরলি, পালসাবি, সে-টেকা, টেস, পিলা, তেচাবি, বিশ্বা, কোদাল, কাস্কিয়া, মোলোডা, বিবিয়া, লাইনী নাল, দলিসাবির নাল, বি-সাবি, নিগনি খুঁটি, পাতি, সাত্তির নাল, মুগোরা, তরাল, ওখান, কাচির নাল ইত্যাদি।

(১০) গরু গাড়ীর ক্ষেত্রে:

মুরলি, পালসাবি, তেচাবি, চাপ্পি বা চ্ছালি, লেজুরা, কেপেয়া, ঝুড়ি-সাবি, বাঁশ বা বরনী, ঝুড়ি-কানসাবি, কাশী ইত্যাদি।

(২১) তৈজস ক্ষেত্র:

থোবা, বাড়ী, কটৈ, পাতি, কুলা, বড়ী, চালনী, গুড়ি চালনী, লুড়ি, খোঁচানি, ঝরাই, কটৈ-পলা, সৌ, পাচি, দোন ইত্যাদি।

(২২) বাদ্য যন্ত্র ক্ষেত্র:

খুবখেঙা, টকা, গগনা, বাঁহুর পিপা, চরিল, বাদিদিকা, বাঁশী, ঝুমুর, থোবাং, বেণু, কাড়া, বণাডেবী (সনপা), নালা শুংলাম, বাদুলী ইত্যাদি।

(২৩) জৈবিক ক্ষেত্র:

বৈজ্ঞানিক মুগত বাঁহুর পল্লা সৃষ্টি জৈবিক সাবক জৈব শক্তির সাহিত্যিক হিসাপে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ স্বরূপে — — থোবরুর পল্লা গোছ সৃষ্টি করি বিজুলী পোহর করে। তথা গোছিস্ত্রীকুচসব থোগোদি আন উদ্যোগ সাড়ি তোলার সাহায্য আরু শত বছরর পাছত কাটির ভিতর ঘোরি, এই ভাবে বাঁহুগছে দূর করিবি বুলি আশা করা যেহু। বাঁহুর পল্লা মূলা উদ্যম করি কাপোর বস্ত্র।

(১৪) তাঁত শালৰ সঁজুলিঃ

মূৰ চিৰি, বাহনি চিৰি, ঘটি মুঁটি, ফকৰা, কোৰ শলা মুঁটি, চালি-বাৰি, ৰ-শলি, দাণ্ডি-বাৰি, ৰ-চুগা, গৰকা, গৰকা-মুটি, ঢোলোটা মুটি, পুলি মুঁটা, তাঁতশালৰ মুঁটা, জেখলা বাৰি, কষ্টী, চুতুৰেকী, ইত্যাদি। প্ৰতি-বিলাক শিলাৰ লগত বিভিন্ন আখোৰ থাকি-থাকে।

(১৫) স্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰতঃ

কুৰুৱা-বাৰি, মৰা নিয়া চাপৰী, ঘাঙ্গি (মাটি কটিওৱা), খোঁচনি বাৰি, বাঁহৰাৰি, ৰোঁৱা ইত্যাদি।

(১৬) কুটিয়াৰ শালৰ ক্ষেত্ৰতঃ

কাঁতৰি, লোটিপোটি, ৰেণ্ডত, কেপেহা, পেচৰী কটা, চালনি, জাকি চালনী, ধোঁনি বাৰী-ইত্যাদি।

(১৭) জলাশয়ৰ ক্ষেত্ৰতঃ

খোজ পখাৰত পানীৰ অভাৱ হ'লে তুমং চাইৰ পৰা পানী আনি কৃষি-কাৰ্য কৰিছিল। পানী আনিবৰ বাবে কলীয়া বাঁহ-এডালৰ

তলত আন এটা যোগা দিছিল। নেত আৰিষ আদি নখমুহিষ বাবে শুকিত বাঁহৰ বাস দিছিল।

(২৮) আন আন প্ৰয়োজন:

হাঁচুতি, বড়নী, মোমাঘ বাঁহৰ আকোঁ, পাত কণী চাঁৱ, বহু মেলা ডাঁৱ, লাও - কোমোৰা বগোৱা ডাং, বাদাৰ লগা শুকতিৰ বাবে সঁজো ডাং, মাছুৰে নিঠা মাৰিলে সঁজো ডাং, মাৰি - খেৱ ৰখা ডাং, পাম্বৰ ৰখা ইত্যাদি। ফলীয়া বাঁহেৰে ধৰৰ চাউনীও দিয়ে। বাঁহ পলিথীনেৰে বাঁহৰ মূঢ়া, আৰু গা-গছৰ পৰা অনেক আৰিক বুনীয়া পলিথা বস্তু তৈয়াৰ কৰে।

বিয়া, নকাম, সবাহ আদিত বাঁহেৰে ৰঙা দিয়ে। বেহ মাজে আৰু তোৰণ আদি সাজে। বোৱৰা জীৱন আৰু ধৰ্মানুষ্ঠানত বহা আসনৰ প্ৰয়োজন। এইবোৰ বেত কুহিলাৰে কৰা হয়। এইবোৰৰ মূৰত বৰ্শা, ত্ৰিশূল, বজ্ৰৰেখা, ধৰলৰেখাত বাপ দুটা উঠে।

২.৩. খাদ্য হিসেবে বাঁশ-বেতের ব্যবহার:

বাঁশকাজে আর খাবিচা আরুমীয়া অলুরা খাদ্য সম্ভারের ভিতরেও। বাঁশের চুঙাত দেশীয় মদ নাম করাকো জেনজোতি সকলর সংস্কৃতিত প্রচলিত। বাঁশর চুঙাত জাদ বা পানী খোরার উপরিত দৈ পাত। শুকান মাছর খুধাচু 'বিদল' প্রস্তুত করা, খাবিচা রখা আরু নানা বিজনর খাদ্য বস্তু জুইত সেকা আদি প্রথা-এতুবি কামত ব্যবহৃত হয়। চুঙাত পাত দৈ প্রস্তুত আরু অপখপীয়া খোরা শুনে — গাভোগাত বান্ধি দৈ কাঢ়িবার পাছা যায়। খোরালাবীয়া লোকগীতত বর্নিত 'গাভোগা বান্ধা দৈ' কথাসারে এসময়র কাঁক বাঁশের সবিশেষ দক্ষিন খোরালপাছা-গাভোগাপাথারর মাবি উলীয়া চাইত বহাতি করা শুরা সকালে খোরান রিছা এনে চুঙা দৈর কথাদরর কথাকে কুলয়। জেনজাতি সকলে বিশেষ রিজনুরে আছ শুকুরাই আম কচু আরু নানা রিজনর মহলীরে খুদি, শুরি কবি কোঁরা বাঁহুর চুঙাত চাহি চাহি ওকাই শুকান করা পাতেরে ভোগা দৈ ফুই চাঁইরে খোরাখাদিয়াক লিপি-বহুদিনলে ওদল বহার কৌটিল জানে। এইরেই

চুণা মাছ (আমি - আনথু, মিচিং - নাম্বু, বড়ো - নাফাম, গারো - নাগাম, বাঙো - নাঙেম, কোচ - নিছো) মাবলৈ ইমানেই বেছি লগা নহয় আনহে নালাগে। চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণৱসকলে (নিকামিমাৰী) বিধুৱা স্ত্রীয়ে মাছী, পকালেও ইয়াক (শিমল) তেওঁলোকৰ মাদ্য তালিকাৰ পৰা ৰেহাই নাই। গোৱালপাৰা আৰু উত্তৰ বংগৰ কোচ - ৰাজবংশী সকলৰ মাজতো প্রৱীণ চুণা মাছৰ (শিবৰল) প্রচলন আছে। ইয়াৰ অত্যাধিক জনপ্রিয়তাৰ লক্ষ্য কৰি- আজিকালি ডেকান মাছৰ ব্যৱসায়ী সকলে ফলা বাঁহৰ চুণাৰ আকৃতি তৈয়াৰী কৰিলেও চুণা মাছ (তিনি চাৰি কিলোমা বা ততোধিক ওজনীয়া) বজাৰত দুৰ্লভ হৈ থকা লক্ষণ দেখা যায়। চুণাত কাঁইটৰ পৰিমাণ পকা সৰিষাৰ তুলনা যোৱাই অনাকি তিয়া সকলৰ আকৃতি সৰু হোৱাত বিশেষ ধৰণৰ জ্ঞান - বুদ্ধিৰ ব্যৱহাৰ কৰি মই ইয়াৰ কণা কুহকুহীয়া - মাছিলাৰ চাটনিৰ বাবেও চুণা অতি প্রয়োজনীয় - কঁজুলি।

জনজাতি সকলৰ বিশেষকৈ গাৰতীয়া জনজাতি সকলে চুণাক ভাত আৰু পিঠা - পনাই খোৱাত অতি সিদ্ধহস্ত। এইসকল গ্রাম সকলো

"জলজোতিষ্ক" মুদ্রণ আতিমান নহৰা পদবজে পাৰিশ্ৰমম কৰোঁতে বহুপাতিৰ বাহিৰে অইন বেলেগ ৰঙা বাচন বৰ্তন কাঢ়িছিল লৈ দুজন বেঙেলালিকৰ পৰা অব্যাহত লাভ কৰিছিল —— একমাত্ৰ যাতে ভাত খোৱা— বাঁহৰ চুঙা যেমতৰ সুবিধাৰ বাবে। পাহাৰীয়া গাঁওসকলে এতিয়াও বজাৰ-মহাৰ কৰিবলৈ যেমতৰ চুঙাৰ নামি আহিলে নীৰৰ পাৰৰ এফেমৰ সুঠাম ঠাইত- আইকৰ ভাত এমাজ চুঙাত বান্ধি মাহি দৈনিক তথা-মানসিক ক্ষুধা নিবাৰণ কৰিছিল। কাৰি আৰু ৰাজসকলৰ বাবে অবশ্যে বাঁহি ভাতৰ সৰু পেৰুগুৰা কালত চুঙাত ভাত আৰু পিঠা-সিজাই খোৱাত বাধা নাথাকিলেও; একমাত্ৰ দেৱতাৰ বাবে প্ৰযোজ্য। এনে পবিত্ৰ পাত্ৰত দৈনন্দিন জীৱনত ভাত বান্ধি খোৱাত বাধা আছে। চুঙাত কেৱল যে ভাত- মাংস- পিঠাহে- সিজাই দেৱতালৈ তাগকৰা হয় এনে নহয় অন্যজেনকৈ: সাম্মানীয় অতিথিক ভোজ যেৱা আয়োজন কৰোঁতেও (কাৰি-সকলে) তিতা লাউৰ খোলত এমাল মদ (ঃৰলাং) আৰু চুঙাত সিজোৱা মাংস (ৰুকবিমুং) এই দুবিধি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয়। চুঙাত সিজাই

পৰীক্ষা কৰা হৈছিল, সফলতাৰ আধি বীজলুৱা আছু কম-বেছি পৰিমাণে প্ৰয়োজন জনগোষ্ঠীৰ অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন। সৰু সৰু আছু বা বোনা আছু চুহাত পৰি নিৰন্তৰ হেলকীয়াকৈ আনি ভোজন পাতত পৰিল কোন হালুৱা হজুৱানলৈ গৃহিনীৰ প্ৰতি সদয় হোৱা চুহাতে চকি চুচিব। নকৈ জপা গাইগৰুৰ দুঁহু চুহাত- বিজাই চকলা হকলাক কাঁচি লগে-বেলে মাৰিলে কন কন অকনিহঁতৰ- আজত মকা-মকা লগা নেদেখিলে চুহাৰ আহিয়া বুজো নাম।

জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতিত বাঁহ-গাজ আৰু সৰিণা:

"তোমাক ৰবিছেই বাঁহ-গাজ কাঁচি
তাৰে কৰিছোঁ সৰিণা,
আজি সলনি বাস এমোস লৈছোঁ
কমাটি মন কৰিছা।"

এয়া সে কোচোৱা অনাৰী গীতাকাংক্ষীয়ে ৰচিত- তেনেই অ', বোন অসমীয়া গুহাৰু এতেক আকিমানি দিয়া অকল এঁ' সে পাঠকলৈ এনে নহয়,——

ইয়াত অনুনিহিত হৈ আছে মাৰ সোৱা অসমীয়া- সকলৰ মূল্যবোধক কাঁহুৰি-সাৰিলিৰ লগতে- জীয়াৰ জুতি বঢ়োৱা পকা সৰিণা আৰু শুকান

অবিভাব (নামনি অসমীয়া নজিমুটিয়া) প্রতি অকা অযৌক্তিক দুর্বলতা।

হেমকোষত অবিভা সম্বন্ধে লিখা আছে — "অ, আ (অং, অঃ, অৱচি, অঁহি নোযোৱা শুদ্ধি) যাঁৰ গাত্তৰ পৰা কৰা এবিধ খাদ্য দ্ৰব্য; যি দুই প্ৰকাৰৰ; কুঁহি আৰু শুদ্ধা কৰা বাঁহ গাজ পানী দি কলহত ওৱাই আলে মেলিয়া যি হয় তাক শুদ্ধা অবিভা কোৱে, আৰু তাৰ আঙ্কা মোৱা হয়। কুঁহা বাঁহ-গাজ শুকাই গুড়ি কৰিলে তাৰ নাম শুকান অবিভা বা ডিমা অবিভা হয়, তাকো আঙ্কাত মোৱা যায়।

ডাঃ ভাণ্ডাৰী আৰু ফাৰকুহাৰে অসমীয়া লোক-সাহিত্যৰ ভাৰত নিৰ্বেৰলীল কৃষিজীৱী আৰ্য সকলৰ আগুৱী-বগুৱী অসমীয়া বৰ্ণ হিন্দুসকললোকৰ আৰ্থিক চিত্ৰ এই বাঁহগাজ আৰু তাৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা দুগোবিধ অবিভাৰ ব্যঞ্জন — বাঁহ-কাঁজিভাৰ ৰৱিশাবাসী অংসোলীয় সকলৰ অবদান বুলি নৃতাত্ত্বিক তথা সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত সকলে স্বীকাৰ কৰিছে। অংসোলীয় জনগোষ্ঠীৰে ওৱা অসমৰ তথা উত্তৰ-পূৰ ভাৰতত আৰু বাহে-বহনীয়া সংস্কৃতিৰে অবিচ্ছেদ্য বৰ্ণাঢ্য অসমীয়া

সংস্কৃতিত বাঁহ গাছ আৰু মাখিওৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বাঁহ-গাছ আৰু মাখিওৰ অৱদান শ্ৰেষ্ঠনতঃ বহুখিনীয়া লোক হিচাপে ভুলি কোৱা যায় মাখিওৰ এওলোকৰ আগমনৰ বহু পূৰ্বৰে পৰা বসতি কৰি অহা আদিবাসী সংস্কৃতিৰে সমৃদ্ধ কাৰ্বি-আংলং আজিও বাঁহ-গাছৰ বিভিন্ন ব্যঞ্জন আৰু বাঁহ-গাছ সম্পৰ্কীয় লোকাচাৰৰ বিশেষ প্ৰাচুৰ্য দেখা যায়।

গছ এজাতিয়াই চেঁকীত খুন্দি সুতা পাতিত ৩-৪ দিন ধৈ কেঁচা মাখিওৰ আৰু বহুত দিনলৈ সংৰক্ষণ কৰি পকা মাখিওৰ তৈয়াৰ কৰে। পকা মাখিওত কেঁচা আঁহ-পুৰাই এক সপ্তাহলৈ সংৰক্ষণ কৰে। কেঁচা মাখিও চেপি তাৰ ৰস সংৰক্ষণ কৰি কুকুৰা বা আহুৰুৱা আজ্ঞা বনাই খায়। চেপা মাখিও খিনি বাদত কনকনীয়াকৈ গুকুৰাই চুজাত ভৰাই সংৰক্ষণ কৰে। খোতিৰ দিনত তাৰে আহ বনাই খায়। আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্ৰত মাখিওৰ এখন বিশেষ মৰ্যাদা থাকি যায়।

আতিথেয়তা নামৰ বাঁহৰ পাৰ তেজাই

দুধ কাটি দুধ ছাইল যায়। বাঁহুর ঘোঁটনি বাষি মুচ মৈত্র, দৈক বাষি আদি আছে।

২.৪. বাহুকেন্দ্রিক উৎসব - অনুষ্ঠান:

বড়ো সকলে আড়ম্বরে বৈশী উৎসব পালন করে। এই উৎসব উদ্দেশ্য হিসেবে মানুষ আমার অমঙ্গল বিনাশ করা আর সৃষ্টি কামনা করা। তাঁদের বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীর সৃষ্টি হয়নি কোনো জীব - জন্তু বাস করে আকাশে নেমে আসে। সৃষ্টিকর্তা জীবন বাঁচানোর জন্য ধরিত্রী মাতার কাছে বাঁর পূজা করি সেই ওঁখিনী মাঁতাও বাঁর উদ্দেশ্যে দিয়ে। তাকে বড়োরা নমঃ, অসমীয় প্রাণবিলাক জনজাতিয়ে এই নিয়ম পালন করি আসিছে।

বড়ো সকলে মহী পূজা উৎসব ব্যবহার করা প্রধান মাদিমার মন ভলুকা বাঁরের লাগী।

অসমীয় বাহুকেন্দ্রিক উৎসব সমূহর ইতিহাস কামরূপর প্রচলিত হৈলী অন্যতম। মাঘ বিহুর মেজি, চুলোঘর নির্মাণ, চুতাঘর পোরা, দুখুরু লামজাকরা উৎসবর বাঁহুজোরা কৃত্য, বিবাহ অনুষ্ঠানর বিভিন্ন কৃত্য, নামনি অসমীয় পাচতি উৎসবর মূল সংশ্লেষীয় বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কর্মত, দুখুরু

পুতলা উৎসৱ, মতু উৎসৱ, আদি কৃত্যত বাঁহৰ চুঙৰ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়। সমালিক বাঁহু আদি কথা আলোচনা অসমীয়া পুথিনি পৰলক্ষ্য। নামনি অসমৰ অনেক উৎসৱ, বাহোম পিঠা উৎসৱ আদি জনপ্রিয় লোকনৃত্য সমূহত বাঁহৰ চুঙকোনেই বাদ্য ভূমিকা। ববজেঁউৰ হোলী উৎসৱত বাঁহ-ওজা অনুষ্ঠান অতি জনপ্রিয়।

নামনি অসমত বাঁহক কেন্দ্র কৰি ওঠেলি উৎসৱ পালন কৰা দেখা যায়। নলবাৰীত অনুষ্ঠিত এনে উৎসৱ প্রাচীন ভাৰতবর্ষত অনুষ্ঠিত ইক্ষুবিজ পূজাৰ সৈতে আহিছে বুলি ক'ব পাৰি। ইক্ষুবিজ উৎসৱৰ বিষয়ে নাট্যশাস্ত্রকাৰ ভৰতে মুনিয়ে এনেকৈ কৈছে — "অয়ং বৈবজ অহঃ শ্রীমান মহেন্দ্রস্য প্রবর্ততে। অস্মিন্নহনি অয়ং লোকো নাট্য সংজ্ঞঃ প্রমুজ্যতেস্ম।"

ওঠেলি উৎসৱত 'নাউৰা' আৰু 'ওঠেলি ঘৰ' নামৰ দুটা বস্তুৰ গুৰুত্ব। মূলাসহ আগুৰ-দীঘল জাতিবাঁহ- এডাল কাটি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে নিমজ কৰে। ইয়াৰ অন্তত বিবিধ

বহুত কাহোসেহে মুদ্রাকে মোবিয়ায়। এয়ে পাউবাব কাচ। পাউবাব কাচ একাধিক বহুত আঁচি সহ ভাবা পাবিত্র বস্তু হেন জ্ঞান কবি মানুহে তাক স্পর্শ নকবে। বাঁহ বোলব একবিংশ অশুভে অশুভে চোহ্বযোগ আবম্ভ বাখে। চোহ্বযোগ চলব সময়া শুনে আমোলে- অশুভ আকৃতিব সপা সহ আকৃতিব মানুহ কথাত, ইয়াক দেখিবলৈ বাহত জিলিকা- হৈ পবে।

এই বাঁহ বোলক পবিত্র বস্তু বুলি সকলোবে ধেপা জন্মায়। আনকি ঐ অশুভ সাহুতো বাঁহবোল কোনেও কাষত নলয়ায়। এলোক অলংকৃত কথা বাঁহবোলক পাউবা বোলে।

—ছুটলি ঐ সময় পালন কবা অলীলৈ গাবুব দুটা চুকত পবা দুটা পাউবা সমাবিষ্টিত প্রভাবে একাধিক ব্যক্তিয়ে কাহেবি কবিবলৈ আবম্ভ। পাউবা দুটা হ'ল এটা বহু আনটো কইনা। পাউবাব পাছে পাছে ঢোল-খোলব সহ বাদ্য বজাই চৌদিশ ঐ সময় মুখব কবি তোলে। ইয়াব পাছে-পাছে ঢোলা মাত্রা কাবী সকল মাত।

পাইপ মুখের প্রধান গঠন আবশ্যক হয়।

হেঁতালি বাঁশ কলমচাষের আদর্শ। ইহার আকৃতি মাঝারী মাঝারী হয় পাতলা বা মুটকী মাঝারী হয় পাতলা। ইহার জীবনকাল অন্যান্য বাঁশের তুলনায় বেশী। হেঁতালি অন্যান্য প্রচলিত হেঁতালি বাঁশের চেয়ে সহজে পুঁটোর আক্রমণ কিছুটা কম করে। উপরন্তু অন্যান্য আনুষঙ্গিক চলতেপা— মুখোলাদেপা। ঝড়ের প্রকোপ বিশেষ বাঁশের গুড়ি মাটি-জলসি দিয়ে। ইহার ব্যাপার হল বাঁশের গায়ে বৃদ্ধি হোরা।

বিভিন্ন উপরন্তু সংগত করা বাঁশের বাদ্য যন্ত্র যেমন:— ঢোল, গগনা, বাঁশি, আদিত বাঁশের ব্যবহার করা হয়।

2.৫. বিভিন্ন লোকসংগীতে বাদ্য-যন্ত্রের ব্যবহার :

বিভিন্ন লোকসংগীতের গীতে বাদ্যের বর্ণনা :

বিহু গীতে :-

'হৈ দিলোঁ- নিদিলোঁ-
বেলি দিলে ধোঁই
কোন গৰখীয়াই খিহু-মাখি
কোমল তলুকা লৈ-ল'-লৈ-ল'।'

গৰখীয়া এগাৰি লোকগীত :-

'এলেং বাঁহৰ তলেং মাটী
ধপৌ পৌ কোনৰ গাঁতি
গৰুসৰীয়া কোপাইয়া-
হাতত এগাৰি গৰখীয়া।'

তিৱাৰ পৌৰাণিক গীত :-

'জকাই ঘুৰি ঘুৰি বাবি লোৱা লহৰা-
জকাই ঘুৰি ঘুৰি বাবি।....'
'অ' মাজি নাওঁ আছে জকাই নাওঁ আছে
এ নাওঁ আং বিলবে আছ
এ নাং আং মাজুৰে ছোৱালী মানিবি-
জকাই বাই পুখুৰাই আছ।'

বাই গেলত :—

'বাই জাগো, আকাশে কাঁপিলোঁ বাত.
পলাষ কবিলো আবি,
তাকে তোলে মবি মবি।...'

কোমোষা গেলত- :—

'হুবিকতি- মিবিকতি বাঁহুষ আলা-
কোমোহৈব পদুলি যঁতবষ আলা।'

বিভিন্ন গীতত বাঁহুষ বর্ণনা:

চাকনৈ গীত :—

চাকনৈ এ লীতলী তলি
আষ বাপেষ আহিব পবুলি ঘুলি
কাঁহাল গছ পাবিব কাঁহাল এটা লাগিব
আম গছত ....'

বাঘেৰোল - পিটা- গীতত :—

'তেলুকা বাঁহুৰে আমি মবি মবি
তেলুকা বাঁহুৰে আঁমি;
বতাহে বৈষ হালি আহিবা লাগিছি.
আমাকো নমষা বাখি।'

গোয়ালপাৰীয়া বিহা গীত :—

'এই যে মালা বান্ধা- কাঁহিনা ও প্রান আবুরে
আই বান্ধ নাহোৱ (নাৱৰ) শুৱা (নাৱৰ শুবি)।'

ওৱাইহা গীত :—

'বন্ধুৰ বাৰে মোহম বাঁহীৰে
কি বন্ধু আমায়- বাবহি ভুল।
মাৰে নিহে অশেষ মোতাৰে
কি কানে চঙা ফুল।'

গোয়ালপাৰীয়া অপেষাপ্ৰধ গীত :—

'ৰেই অইয়া- যম আৰি, উজাই লাগিল আছু.
অতেষ বালি আতি ঘুমুইয়া, কানাই আছে আছু।'

ৰেঁহেলিয়া গীত :—

'উপজেদি উৰি আয়া উজা আহাৰ
তলত আছে সিৰি
বাঁহৰ গছত ফুলা লাগি-
এফোপেন গল ৰাড়ি।...'

অথৰা, 'বাঁহৰ ফুলা বসবি শুৱা
কাৰ লগা আহিলি চহু চেলোৱা বুৱা।'

বন গীত ঃ—

বাঘীরে ঢেলুকা বাঁহরু কঢিলোঁ
ছোলা ঘরর চাং।
নদীরে বানত উঁহি আব এতিয়া—
চালরে মূখরে বাঁন।'

বঁনুর বর্ননাত ঃ—

'বাঁহরে আগত কৌ ভবাই হালি
বেঁনু নর্বাজিবা আমি

নাহর বর্ননাত ঃ—

নাহ হেঁদুলীয়া বচা হেঁদুলীয়া
আৰু হেঁদুলীয়া চৈ
চেনাই মূখরে আমি হেঁদুলীয়া
বিজুলী বাঁহরে হৈ ॥'

বাঁহ ব্যবহার হোৱা কিছুমান খেল খেলঃ—
ছোলোৱা পিঁয়া, হোলা খেল, জাকৈ বাঙুঁ
মাৰি বাঙুঁ, ঢেং খেল, গৰখীয়া এৰাকি খেল,
চাংগুটি খেল, বাঁহৰ বঁনুৰে লক্ষ্য ভেদ, কুমিয়াৰ
জাল খেল, লাফি পৰীক্ষা খেল, এখল বা দুখল—
বাহৰ দুফালৰে বাঁহ খেল ইত্যাদি।

২.৫. লোক বিশ্বাসত বাঁহ-বেত :

আমোৰ তথা অন্যান্য সম্প্রদায়েও বাঁহগছ মূলিলে দুর্ভিক্ষ হয় বুলি কয়। ইয়াৰ মূল মটি এমুহে বংশ বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত দেশত দুর্ভিক্ষ হয়। আমোমে বেত, বাঁহ আদি বহুত দিন হোজাই নহয়। ইয়াৰ ফলত ঘুনে নৰিয়ে বহুকাল সমৰ্থকে আকে। কঠীয়া সিঁচা আনুহানে মূৰত বান্ধি লৈ জিনমুটি কঠীয়া সিচিঁ। অৰে একমুটি গুৰুকাল, একমুটি একতলে আৰু একমুটি পঁচা লাহীৰৰ উদ্দেশ্যে সিঁচাৰ ৰীতি-নীতি আছে। ঘৰ সজা ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ গাঁতি সমূহ দি লোৱা নোহোৱালৈকে দুৱাৰ পিছিকী বন্ধ নকৰে, এনে কৰ্ম পালন নকৰিলে ঘৰ সদস্য অমংগল হয়। দুহন চাল একেলগে বান্ধিলে (মুহীয়া-গাঁথী) দিলে ভাই-ককাইৰ মাজত কদন লাগে। নাকঘৰৰ পাৰেতি চাং, পানী চাং স্নান কৰি সাৰ্ল নকৰিলে লক্ষ্মীয়ে নেওচা দিয়ে। বাৰ্ষিক বিহু-সংক্রান্তিত ঘৰৰ মূল খুঁটাত চাকি-বত্তি জ্বলাই পূজা নিদিলে ঘৰ দেৱতাই অন্যায় কৰে। ঢেঁকীৰ মোৰা বাঁহৰে দাড়ি মলে ঢেঁকী দিওঁতাৰ দেহত অসুখ হয়। শনিয়ে-মংগলে বাঁহ কাটিলে

বাঁহ ফুলে। তাকেরা বাঁহ ব্যবহার করিলে চ'লা ঘৰ সদা লোকৰ অমংগল হয়।

গৰ বিষ্ণু দিনা চাউলাৰি, আমিহুতী আদি নিওঁতে চালনী ব্যবহার নকৰিলে ক্ষতি কালত গৰুক কষ্ট দিয়াবোৰৰ পাপ অন্তুন নহয়।

অন্ধকাৰৰ ক্ষেত্ৰত লোকে বিশ্বাস— এনেবৰষৰ —— অৰিশালি গছকিলে গছবোপাৰ তলায় অমংগল হয়। অৰিশালিলৈ নিয়া-ছাড়ি, বাঁহ বা অৰি আদি হেই গলে বিপদ্ আহে। অৰিশালিত অৰি দিব মোৱা মানুহ গাত ভূত— পিশাচে লক্ষ্য কৰি বুলি বিশ্বাস কৰে। সেয়ে চিতল পখা ঘূৰি আহোঁতে জলাশয়ত গা-পা ধুই, নিজ-নিজ ঘৰত পদুলিত দ্যাপন কৰা জুইত-হাত-ভৰি সেক দি ভূত-প্ৰেতবোৰ খেদায়। অৰি-শালিত ব্যবহাৰ কৰা যিকোনো বস্তু ব্যবহাৰ নকৰে। কাৰণ এনেবোৰ বস্তুত ভূত-প্ৰেত থাকে বুলি বিশ্বাস কৰে। অৰিশালিত ভূত-প্ৰেতৰ বাসস্থান বুলি ল'ৰা-ছোৱালীক ভালে যাব নিদিয়ে। যৈ, যৈটকা— কুমি কমত আহশ্যক।

ইয়াৰে সদা আঁজুলি খেনে ঃ— জাকৈ, পান, জুলুকি হোৱা আদিৰে মাহ আৰিলে মাহ পাই বুলি বিশ্বাস

করে। বেইর বাঁহর মূলত স্থাপন করা কলাগিলৈ প্রজননর প্রতীক। বেইফল কইনার ককায়েক বা ভায়েকে সাজে আরু রোপে। বেইফলর প্রতিটো অংশ পবিত্র বুলি জ্ঞান করে। বেই ডেরার অন্তত ইফাল খুঁটা, বাঁহ আদি আহুতীয়া চাইত সংরক্ষন করে। এনে বাঁহত কু-মন্ত্র করি কইনাজনীক অপকার করে বুলি বিশ্বাস করে। বেই ডেরাতে কলাগিলৈ মুক্ত বাঁহুলৈ মিকালে হালে, সেইকালেই কইনাজনী বিবাহ যোগ্য হৈছিল দিয়ে।

আমোমে গধালি ওলোরা বাঁহ নাকাটে। এনে কামত বাঁহ দেবতাই অপমান পায়। বাঁহে বাঁহে ঘঁহনি যাই সৃষ্টি করিলে ব্রহ্মবীয়া (দেবতা) আখিহে বুলি ব্রহ্মবীয়ালৈ অলপ ভাগোল-মানষ যৈপোলা বাঞ্ছি ঈশ্বর যজ্ঞ সমস্ত পূজা-সকাম পাছে। বাঁহে বাঁহে ঘঁহনি যাই ভুই লাগিলে অগ্নি দেবতাই আহি ঘরত জুই দিবে বুলি ভাবি অগ্নি দেবতাক সন্তোষক অর্থে অগ্নি পূজা বা সকাম পাত। বাঁহ আক যাবিলে বহা ভাহাক অতি উত্তম বুলি ভাবে, যাক প্রকৃত পৌক্ষ অজ্ঞতা কোনো অপকার নহয়।

সন্তানে যাতে কাঁদতে পারলে খুশী হোক তাঁর সাথি পাশ করলে সন্তানে দীর্ঘ হোক বুলি বিশ্বাস করে।

বাঁশী, বাঁশের তৈয়ারী করে। বাড়ি বাঁশীর সাতত গেরান আছিল বুলি বিশ্বাস করে। বাঁশীর সাতত সর্বদা কলী থোলা হয়। মিজোসো সকলত পেঁপা বজোরা নিষেধ। এনে কার্য করিলে অমংগল হয়। সাধু লিখত পেঁপার লগত বাঁহর কুচি বা বাঁহ নলিকা, মুখটি আদি আছে বাঁহরো পেঁপা আছে।

২.৭. অমিশ্রিত বাঁহ-বেত :

আমোলকা দাঁত 'বনকাই' কবে। বনকাই লক্ষণ অর্থ হৈছে, দাঁত বং কথা বা বেছুল হাইলম দিয়া। বনকাইত বাবে সুকাম জেওবা সবিষ আৱশ্যক। আকৌ দাঁত বিষালে কুমলীয়া লেকোচিব আগতে। সাধাৰণ মেতেকিয়েই ভুঁহ জুইত থেক নহি বিষোৱা দাঁতত প্ৰয়োগ কৰে। বাঁহ স্তচিৰ ৰঙ্গ মালে পাণ্ডানহীনাৰ সন্ধান হয়। জলাতংক ৰোগ নহৱৰ বাবে নৱজাতকৰ নাৰী বাঁহৰ চোঁৰে হেমল কৰে। বাঁহৰ দুখাত, অন্যান্য জুলীয়া- বস্তু মালে- এফুলীয়াকে আদি কৰি অন্যান্য ৰোগ নহয়। বাঁহ স্তচি মুন্দি ঘেহ জাতীয় এবিধ তাইল উলিয়াই ভাত খিজাই খায়। বাঁহ গাজ মালে চকুৰ অসুখ নাশ হয়। বাঁহ গাজে হস্তী-শক্তি বঢ়ায়। বাঁহপাতৰ ৰস মালে বহি ৰোগ নাইকিয়া হয়। বাঁহফুলৰ ৰস কানত দি কাণৰ ৰোগ আৰোগ্য কৰে। বাঁহস্তচি আৰু পাতৰ ৰস- মুৰাই সৰ্পই থকা বিষ নাশ কৰে ইত্যাদি।

২.৮. সঠিক / ভুল বাক্য লেখ :

(১) আমরা ধানের বড়াল নাশিবা।
আমাইত বাঁহর ভড়াল লগাবা।
(২) ফুল বগা হলে ঘর, ধরগ হলে বর ঘর।
(৩) চুড়াত সোণা ওলা পাতর, সেই আছে সুরাকি জাতর।
(৪) পুটি মালিহরা ওবাই দিয়া, বাত বিহত আনন্দ পাবা।
(৫) বৈকাকে পাহুলি ঠিকুনাকে মতলা।
(৬) কোভিদাও সেই ঘর নহয় বলা।
(৭) জেরা বিষার আপি, জকাই চুকর আপি।
(৮) লালকাচির অকিকা আছি। ডালনীত পানী ওলা।
(৯) কুমলীয়া ঘাঁহে মুগা বাঁহ দোরায়।
(১০) দুই তোপ আশুর কর।

২.৯ —সাধু কথাত বাঁহ-বেত ঃ

① এ'মন দেশত এজন —জা আছিল। তাৰ এজনী —সুন্দৰী কন্যা আছিল। যথা —সময়ত —জোৱাই —সন্ধান —পাতিলে। কন্যাই ভালপোৱা— দেখা বাহিৰেও আন বহুত —দেখা আছিল। —জা বিপদত —পৰিল। সেয়ে —জোৱাই শক্তিৰ —পৰীক্ষা —পাতিলে আৰু কলে যিজনে ডেলুকা— বাঁহকেই জোপোৱা —পৰা— এজোপা ডেলুকা বাঁহ এক আজোৰে উঘালিব, সেইজনাক কন্যাক বিয়া দিব। প্রতিযোগিতা আৰম্ভ —হ'ল। এজন এজনেকৈ আহি কেইজন —পৰাজিত —হ'ল। শেষত বুঢ়ু নামৰ এজনহে বাকী আকিল। —পূৰ্বৰ বুদ্ধি অতে বুঢ়ুৱেই জিকিল। —জোৱাই বুঢ়ুক কন্যাগৰাকীক বিয়া দিলে।

② এজনী অতিশয় সুন্দৰী ছোৱালী আছিল। ধৰ্মৰ অপেক্ষাৰ নিচিনা গড়নটি। তাইক বিয়া— কৰিবৰ বাবে দুজন ডেকাই আবেদন জনালে। দুয়োজন ডেকাই আছিল সুন্দৰ চেহেৰাৰ। সেয়ে কন্যাগৰাকী বিপদত —পৰিল। কোন জনীক বিয়া —হ'ব। সেয়ে— —পাৰুষ —আইজ্ —মোজেই চুলি —পাতিলে। চুলিত—

-মেলত কোনজনীলে বিয়া হ'ব খিবাং কৰিবলে দিলে। তাৰে বিচাৰ কৰি প্ৰতিযোগিতা পাতিলে। প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে খোজা বাঁহ প্ৰবেশৰ আৱশ্যক হ'ল। বাঁহুকাষৰ গাঁঠি নিকলাকৈ দীঘলীকৈ দুটি-খোজা অংশ প্ৰয়োজন দীঘলীকৈ কাটা হ'ল। ছ'ত হ'ল যিজনে প্ৰথমে বাঁহত বহিব পৰিবই জয়ী হব।

এলে কথা তেনে কাম। প্ৰথমে এজন প্ৰতিযোগিতা নামিল। কিন্তু তেওঁ পৰাজয় হ'ল। দুয়াৰ পাছত আন প্ৰতিযোগিতা নামিল। দুলে-তেওঁক পৰিকাত পাছ সীমাৰ মূৰে মূৰে পেলালে। তেওঁ জয়ী হ'ল। কিন্তু মুহূৰ্তমত পৰিল। সেয়ে জয়ী হ'ল আনজন তেজা। আচলতে জয়ী হ'বলোৱা তেন আছিল নৰ-মনিহ আৰু আনজন আছিল অপৰীহ লোক। নৰ-মনিহ তেজাৰ লগত যুদ্ধজীৱ বিয়া হ'ল।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১. সামগ্রী:

অসমীয়া সংস্কৃতিত বাঁহ-বেতৰ শিল্প অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত বাঁহ-বেতৰ শিল্পৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰৰ সাপেক্ষে বিভিন্ন নামবোৰ পোৱা যায়। বাঁহ-বেতৰ সামগ্রী তৈয়াৰ কৰিব পৰা অসমীয়া মানুহক এক সুকীয়া গৌৰৱ। বৰ্তমান এই বাঁহ-বেতৰ শিল্প অধ্যয়নৰ লক্ষ্য হৈল সমাজৰ আৰ্থিদাতে হেৰাই যাব ধৰিছে। প্ৰায় সকলোৱেই এতিয়া বজাৰমুখী হৈ পৰিছে। বাঁহ-বেতৰ সামগ্রী বনোৱাৰ ধৈৰ্যহীনতা লাহে লাহে নাইকিয়া হোৱাৰ দৰে হৈ পৰিছে। এতিয়া এই বস্তুবোৰৰ ব্যৱহাৰ নাইকিয়া হ'ব ধৰিছে। প্লাষ্টিক, ষ্টীল আদিৰ সামগ্রীয়ে বাঁহৰ সামগ্রীৰ ব্যৱহাৰ কমাই আনিছে। যিহেতু বাঁহ-বেতৰ সামগ্রীৰ ব্যৱহাৰ দিনক দিনে কমি আহিছে সেইবাবে শিল্পী সকলোৱে বাঁহ-বেতৰ সামগ্রী বনোৱাত তেওঁলোক কমি আহিছে। এসময়ত বাঁহ-বেতৰ সামগ্রী বনোৱাৰ বাবে শিল্পী সকলৰ প্ৰচা সময়ো আছিল। সততিকে, শিল্পী সকলৰ এনে সময়ক ঔপাল

কৃষি বাসিবলি বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীৰ উচিত-
আদৃশ আৰু ব্যৱহাৰ আতিকৈ প্ৰয়োজন।

৬.২. পাদটীকা

① [1] – Google – https://ignca.gov.in/divisionss/janapada-sampada/notetheastern-regional-centre/bamboo-and-cane-culture-of-assam/।

② [3] – Khanikar.s. – পূর্বীয়া জাতির ইতিহাস- অষ্ট. শ্রেণী - সংস্কৃতি, ১৯৯১, পৃষ্ঠা - ১০০.

③ [5] – Mahanta.s. অসমৰ বুৰঞ্জী. D.H.A.S.1995 – পৃষ্ঠা – ৪৯ ।

④ [6] – গোস্বামী হেমচন্দ্র – পুৰণি অসমৰ বুৰঞ্জী. পৃষ্ঠা - ৪২ ।

⑤ [8] – অদ্ভুতৰেন চৌধুৰী তত্ত্বনিধি – শ্রীশ্রীৰ ইতিবৃত্ত – পৃষ্ঠা - প্রথম খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়।

⑥ [9] – https://www.indianetzone.com/41/bamboo-cane-crafts-assam.htm § — Google.

⑦ [11] – Google – https://assam.gov.in/citizen/428 ।

৫.৫. অসনদাতা বা তত্ত্বাবধায়ক ব্যক্তি

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	পেশা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	ফজলুল হক	৫৫	কৃষক	নিরক্ষর
2	শামস উদ্দিন মন্ডল	৫৬	ব্যবসায়ী	শিক্ষিত
৩	ফাতেমা আক্তার	২৭	গৃহিণী	শিক্ষিত
৪	ছেকান্দার আলী	৪০	ব্যবসায়ী	শিক্ষিত
৫	আব্দুল হাকিম মন্ডল	৬৪	ব্যবসায়ী	শিক্ষিত

৩.৪. সমাধান প্রশ্নপঞ্জী

(১) বরফা বিবিচি কুমার
—— অসমৰ লোক-সংস্কৃতি।

(২) গগৈ চাও লোকেশ্বৰ
—— অসমৰ লোক-সংস্কৃতি— ৩

(৩) হাকচাম ঢেলেন বাজা-
—— অসমৰ জনজাতীয় সংস্কৃতি-

(৪) বৰফুলৈ নিৰ্মলপ্ৰভা-
—— অসমৰ লোক-সংস্কৃতি-

(৫) দাস নাৰায়ণ
ৰাজবংশী পৰমানন্দ } অধ্যাপক
—— অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কণিকা-

(৬) চেভিয়া- উমেশ
—— অসমৰ লোক-সংস্কৃতিৰ বাসৰেখা-

⑦ বরুণ কাঞ্জিলাল কৌশিক
— Physical অসম ইয়ুথ বুক।

⑧ বুদ্ধদেব গুহ — পল্লবী গুহ — দত্ত — সুমন } সম্পাদক
— সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাস।

ধন্যবাদ

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তগত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- মিচিং সকলৰ সমাজ জীৱনৰ লোকচাৰ

প্রস্তুতকর্তা

নামঃ-নাজমা আকতাৰা

শ্রেণীঃ- স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নং ঃ- UA-201-101-0089

পঞ্জীয়ন নং ঃ-20023081

শ্রেণী ৰোল নং ঃ-296

কাকত ঃ প্রকল্প (ASM-HE-6056)

তত্বাবধায়িকাঃ
ড° অনুপমা খাভা

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Missing xakalar xamaj jibonar lukashar"** submitted by NAZMA AKTARA. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor
Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"মিটিং মকলের সমাজে বৌদ্ধদের লোকাচার" শীর্ষক বিষয়টি অর্ব্যায়নের জন্যে নির্বাচন করার জন্য আমি প্রথমে অর্ব্যয়ন প্রদর্শন মুসাত প্রথমে ঐনিওরাঞ্জনকে দিয়া অত্যন্ত দি অহা তত্ত্বাবধায়িকা শুভা ৎ অনুচমা বারো বাইদেউ লৈ শ্রদ্ধা আরু কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ।

আমার অর্ব্যয়ন কর্মর সহিক মূল্যায়ন করি দিয়া আরু প্রতিটো ক্ষেত্রত সাহস আরু প্রেরণা দি অহা লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়র অসমীয়া বিভাগর মুণ্ডরী অর্ব্যাপিকা ৎ অনুচমা বারো বাইদেউ লৈ শ্রদ্ধা নিবেদিছোঁ লগতে কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ।

প্রবন্ধ সাত্রয়ন সুষ্মসুসংহ নিরীক্ষন করি দিয়া লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়র অসমীয়া বিভাগর মুণ্ডরী অর্ব্যাপিকার লগতে সহকারী অর্ব্যাপিকা ৎ আছমা ইয়াছমিন, অর্ব্যাপিকা চন্দ্রানী দেবী বর্মন, অর্ব্যাপক ৰফিকুল ইছলাম ছাৰৰ লগতে বিভাগৰ আনেই কেইজনাকী অর্ব্যাপক - অর্ব্যাপিকালৈ শ্রদ্ধা নিবেদিছোঁ।

সূচীপত্র

বিষয় : পৃষ্ঠা নং :

• প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা

১.১ পরিচয় ০১

১.২ অধ্যয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ০২

১.৩ অধ্যয়নের পদ্ধতি ০৩

১.৪ অধ্যয়নের পরিধি ০৪

• দ্বিতীয় অধ্যায় : মূল বিষয়ের আলোচনা ৫-৮

2.১ মিশিং সম্প্রদায় ইতিহাস ৫-৮

2.২ মিশিং সমাজব্যবস্থার রীতি-নীতি ও লোকসংস্কৃতি ৯-১৭

2.৩ মিশিং সম্প্রদায় ভাষা ১৮-২০

2.৪ মিশিং সম্প্রদায় খাদ্যাভ্যাস ২১-২৬

2.৫ সামাজিক ও অ-আমলাতান্ত্রিক ২৭-৩৩

2.৬ মিশিং ধর্ম ও সংস্কৃতি ৩৪-৩৮

• তৃতীয় অধ্যায় : মিশিং সম্প্রদায় উৎসব-পার্বণ

৩.১ আলি আয়ে লুগাং ৩৯-৪০

৩.২ অংবাস ৪০-৪২

• চতুর্থ অধ্যায় : মিশিং সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ৪৩-৫৭

• পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার

৫.১ সারবত্তা বা মন্তব্য ৫৮

৫.২ পরিশিষ্ট ৫৯

৫.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ৬০

৫.৪ ধন্যবাদ ৬১

১.১ পরিচয়

মিচিং জনজাতী হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কিছু অংশের বসবাস করা অসমের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি। মিচিং শব্দের মূলতে মহত্ত্বপূর্ণ জনজাতীর মানুষ - তিব্বতী মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত। ভৌগোলিক দিক থেকে মিচিং সকল সাধারণতে নৈসর্গিক পরিবেশে সাজি সাঁজ জাতি বাস করে। মিচিং সকলে আদিতে অসমের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ত বাস করিলে আরু বর্তমান অবস্থানের চিয়াং কিজাতে দিক "মিয়ং" আরু "দাম্" দু নামের দুই জাতির সৃষ্টি হৈছিল। অসমের বেমাজি, তিনিচুকীয়া, লখিমপুর, ডিব্রুগড়, শিবসাগর, গোলাঘাট, যোরহাট, মাজুলী, দরং, লোমিত পুর জিলাত মিচিং সকলে প্রধানকৈ বাস করিছে। সাধারণতে নৈসর্গিক পরিবেশত বাস করা বাবে মিচিং সকলের জীবন-যাপনর পদ্ধতি নৈসর্গিক উপাদানত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১.2 অধ্যয়নের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য —

অসমাপ্তান বিভিন্ন জাতি-জনজাতির বেচবুরে প্রধান বিকাশন দেশ। মিটিং সকলন অসমর এটা প্রধান জনসংখ্যী। অসমায়ন যিহেতু বিভিন্ন জাতি-জনজাতি সংমিশ্রন সেইবাবে প্রতিটো জাতিয়ে প্রতিটো জাতি বিষয়ে জনবার জনাটো দরকার। আৰু এই আলোচনাটোৰ যোজেদি মিটিং সকলৰ বিষয়ে আলোচনা আমবঢ়াব বিচাৰিছো সেইবাবে এই এই বিষয়টো বাছি লৈছো।

মিটিং সকলৰ সমাজে জীৱনৰ লোকাচাৰ ৰ বিষয়ে আৰিচয় কৰি দিয়াটো এই বিষয়টোৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য।

১.৩ অধ্যয়নের পদ্ধতি —

মিচিং সম্প্রদায় সমাজে বীজের লোকাচার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমি তুলনামূলক পদ্ধতিতে আলোচনা করিব বোধহয়। সেইজন্যে আমি এই মিচিং সম্প্রদায় সমাজে বীজের লোকাচার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করিছো। বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করি এই বিষয়টো আলোচনা করিছো।

১.৪ অধ্যয়নের অভিমুখ —

অধ্যয়নের অভিমুখকে দুটো ভাগে ভাগ করিব আমি। সেই ভাগ দুটো হল —

ক ক্ষেত্র অভিমুখ,

খ বিষয়ের অভিমুখ,

ক ক্ষেত্র অভিমুখ — মিচিং সম্প্রদায় সমাজে জীবনের লোকাচার অধ্যয়নের ক্ষেত্র অভিমুখ হিসাবে বিবেচিত। অসমের মিচিং সম্প্রদায় সমাজে জীবনের লোকাচারের বিষয়ে অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে আনুসংগিক তথ্য ভাবে এই সামগ্রিক অসমকে সামিল করেছে।

খ বিষয়ের অভিমুখ — মোর আলোচনার বিষয় হচ্ছে কেবল মিচিং সম্প্রদায় সমাজে জীবনের লোকাচার। ইহার বাহিরে কোনো জনগোষ্ঠীর বিষয়ে আলোচনা করা নাই, যেহেতু মোর আলোচনা বিষয় হচ্ছে কেবল মিচিং সম্প্রদায় সমাজে জীবনের লোকাচার। অতিরিক্ত মিচিং সম্প্রদায়ের সমাজে রীতি-নীতি, ধর্মসূত্র-আচার-ব্রত, ভাষা ইত্যাদির বাহিরে আন কোনো বিষয়ে আলোচনা করা নাই। অতিরিক্ত মোর আলোচনার অভিমুখ ইহাতেই সীমাবদ্ধ করিছো অ মোর বিষয়ের অভিমুখ ইমানতেই সীমাবদ্ধ।

2.১ মিচিং সম্প্রদায় ইতিহাস —

অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতীয় জনগোষ্ঠী মিচিং সকল ইতিহাসৰ কোনটো সময়তে প্রকৃতিত ব্রহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্রৱেশ কৰিছিল বিষয়ে সঠিক ক'ব নোৱাৰি। সেইক্ষেত্ৰত লেখক আৰু গৱেষকসকলে আনুমানিক সময় এটা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে যদিও বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মত পোষণ কৰা দেখা যায়। মিচিং সম্প্রদায়ৰ নিজা কোনো লিপি নথকাত কোনো লিখিত ইতিহাস আবেলি নাই। মিচিং লোকসকলৰ পূৰ্বপুৰুষসকল সেইকালৰ চীন দেশৰ হিচাঙহে ব্যক্তিত হৈ আছিল। গুৰুত্বপূৰ্ণ, মিচিং সকল শান্তি প্ৰিয় জনগোষ্ঠী বা শাসকৰ লগত সংঘৰ্ষ লগাত অহা বিৰত আছিল। সেয়ে বহু বহু জাতিৰ ইতিহাসতে মিচিং সকলৰ বিষয়ে উল্লেখ খুবেই কমেইহে পোৱা যায়। উল্লেখিত কৰণবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক'ব পাৰি যে এতিয়ালৈকে কৰণবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ব্রহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত মিচিং সকলৰ প্রৱেশৰ বিষয়ে সঠিমান মতামত প্রকাশ পাইছে সেইবোৰ সবিশেষ তথ্য নিদিয়ে নহয়।

মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ইতিহাসৰ আগৰচোৱা ইতিহাস অবিহনে মিয়াত-য়াত বা মৰমিয়াত সকলৰ ঐতিহাসিক নৃগোষ্ঠীৰ ইতিহাস। চীনৰ ভূমন্তৰ এটা বৃহৎ নৃগোষ্ঠীয় বাৰ হল মিয়াত-য়াত। চীনৰ ভূ-ভাগত মৰমিয়াত প্রায় ছয়। সাত হাজাৰ বছৰীয়া এক ইতিহাস জড়িত হৈ আছে। চীনৰ হাং ৰাজবংশ আৰু চাউ ৰাজবংশৰ শাসন কালৰ সমান্তৰাল সময়ত এই ভেষ হাজাৰ বছৰ ধৰি চীনৰ মাটিত নানা ৰাজত্ব চলোৱা বহল প্রতিষ্ঠা মূলে মিয়াত-য়েত

বা মং সকলের বংশধর। সেই সূত্রে আদি মিচিং জনগোষ্ঠী হেজাং বংশ আসাম আদিবাসীর কেনা জনগোষ্ঠীর তাই গোষ্ঠীয় আদিবাসীর কেনা জনগোষ্ঠী হেজাং বংশ আসাম অন্তর্গত মেই বুর্হ বীন মিয়াও সকলের প্রকৃতি। শ্রেণীর অন্তর্গত মোনো বীন আছিল। ভেঁউলোকের পুরুষী লিখা প্রথা নথাকে, নিজের লিপি নথাকে, পূর্ব পুরুষের পূজন-পূজন, জীব-জন্তুর বলি বিধান, খাদ্যাখাদ্য, রীতিনীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানকে ধরি নানা ক্ষেত্রে উক্ত মিয়াও বীনের সাথে বিশেষ মিল আছে।

নৃজাতীয় বোধের ফলত অন্যান্য মিচিং সকলে চীন তিব্বতীয় বুর্হ আমিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত মিয়াওয়াও বীনের বোধের বংশধর, তিব্বতী বার্মা বীনের মতে ভেঁউলোকের বোধর মিশিনি সদৃশ্য দেখা যায় সেয়া মাত্রো তিব্বতীয় বা ব্রহ্মদেশের সময়ত অধ্য বিভাজিত প্রজারর ফলতে, আজির অধ্য প্রায় আঁচ-ছয়শো বছর পূর্বে মং-মিয়াও জাতিগোষ্ঠীর লোকসকলে চীনর মধ্য ভূমন্তত বসবাস মেন ব্রহ্মদেশর অজ আহি বসবাস নয়, পূর্বে মং মিয়াওসকল হুবাংহোর আশে পাশে বাসিন্দা আছিল। ভেঁউলোকের মতে 'we were in China before Chinese' অর্থাৎ ভেঁউলোক চীনর আদিমতম বাসিন্দা, যাক কোয়া হয় ভূমিপুত্র বুলি। যুঃযুঃ আঢ়ৈ হাজারটলে ভেঁউলোকের নিজর রাজ্যপ্রতি প্রতিষ্ঠা হয় চীনর মাটিত, কিন্তু কালক্রমত বাঢ়ি আয়া হোয়াংচিয়াং প্রতিষ্ঠার ফলত ভেঁউলোকে তিব্বত আরু পূর্ব চীনর মাটির অধ্য বিভাজিত হবলগীয়াত আছে। মুল মুল বাঁটি হুবাচিয়া

শক্তির সাথে যুদ্ধ করে করে তেঁতুলাকে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ চীনের অঞ্চলে প্রবেশ করে। এরপর পূর্ব চীন সাম্রাজ্যে অভিযান সম্রাট (220 খৃঃ পূর্ব) চীনের মাটিতে এক অদ্ভুতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সেইক্ষণে আমরা জানি চীনের মূল হল জোষ্ঠীর মানুষ যিনি সাকেত সাম্রাজ্যের উৎকর্ষ স্বাধীনতাই যা করে রাখে, সেই সময়ের অথবা চীনের মূল ভূখন্ডের অন্য আন জাতি-জনজোষ্ঠী সমূহের বিজয়ন প্রক্রিয়া শুরুর হয়ে রয়েছে অনেক বছরের জাতি জোষ্ঠীকে সেই সময়ের আগে আসে হল চীনীয়রাজ্যের চীনের মূল মূল ভূখন্ডের অঞ্চল বিস্তারিত করে।

মিচিংসমাজ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আদি বিভিন্ন জনজোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক আর সাংস্কৃতিক সম্পর্কে যদি তুলনা দেয়া যায়। যিনোর জনজোষ্ঠীর মধ্যে মিচিংসমাজের গুরুর সম্পর্কে যদি তুলনা করা হয় তেঁতুলাকের অন্যতম হল আহোম, তুরীয়া আদি জনজোষ্ঠী। সেইজন্যেই অসমের সমাজ-ইতিহাস সম্পর্কীয় গ্রন্থসমূহে আহোম-মিরি, তুরীয়া আদি মুরীয়া মতের উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়।

অসম বুরঞ্জী গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে আহোমসকলের মধ্যে মিচিংসকলের সামাজিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক যত দৃঢ় হয় তাঁহার বিপরীতে সংঘাতের অবিকল্প একটা সময়ে দেখা দিয়েছিল। এই সংঘাত কিন্তু রাজনৈতিক নাছিল, মনস্য চন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'অসম বুরঞ্জী' ও সূর্য্য কুমার ভূঞা সম্পাদিত 'তুংখুঙ্গীয়া বুরঞ্জী' কোষী

পুৰণী; অসমীয়া সাহিত্যিক বৰুৱাৰ অসমৰ বুৰঞ্জী আদিত মিচিং সকলৰ বহু সংযোগৰ উদাহৰণ পোৱা যায়, সমান্তৰালভাবে অসমীয়া সাহিত্যিক বৰুৱাৰ 'অসমৰ বুৰঞ্জী'ত মিচিং সকলৰ বহু আগ্ৰ জনজাতীকৰণৰ উল্লেখ কৰিছে। আহোম ৰাজত্ব কালত আহোম সকলৰ লগে লগে মিচিংসকলৰ দুটা এটা সৰু-যুদ্ধ সংঘাত হৈছিল। সেয়ে কিন্তু মমতা কেন্দ্ৰিক নাছিল, আত্ম ৰক্ষামূলক সংঘাতহে আছিল,

আহোম ৰাজত্ব কালৰ আগতে মিচিং সকলৰ পূৰ্বানগুৰি চুতীয়া ৰাজ্যত বসবাস কৰাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। চুতীয়া ৰাজ্যৰ অৱসানৰ পিছত আহোম ৰাজত্ব কালত মিচিং সকল পূৰৱ দিহিংৰ পৰা পশ্চিমৰ জীয়া ভৰেলী লৈকে আৰু উত্তৰ লোনাইৰ পৰা দক্ষিণৰ তিনিচুকীয়া, ডন মিৰি নৈ লৈকে বিয়পি পৰে। ষোল্ল শতিকাৰ পৰা পৰা আৰম্ভ কৰি ঊৱিংশ শতিকালৈকে অসমৰ বুৰঞ্জী গ্ৰন্থ সমূহ অধ্যয়ন কৰিলে দেখা যায় যে আদিত দিনত মিচিং সকল আহোম প্ৰজাৰ লগে লগে সৰু-যুদ্ধ সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল, যিবোৰক 'মিৰি বিদ্ৰোহ', 'মিৰি উপদ্ৰৱ' আদি নামেৰে জনা যায়, আহোম ৰজাসকলে অতি কৌশলেৰে এই বিদ্ৰোহ সমূহ দমন কৰি মিচিং সকলক 'মিৰি সন্দিকৈ' 'মিৰি কটকী' আদি বিষয় বাধ দিয়াৰ জৰিয়ে ৰাজনৈতিক চুঙ্গা আয়ত্তত আনি সম্পৰ্কক সুচাৰন কৰিছিল,

2.2 মিচিং জনজাতীয় রীতি-নীতি আর লোকবৃত্ত আরু বাদ)-

মিচিং সকলৰ বিবাহ কেই মূলতঃ দুটা পদ্ধতিৰে সম্পাদিত কৰা হয়। এই পদ্ধতিক 'মিদাং' (সাধাৰণ নিয়মেৰে বিয়া) আৰু আনটো পদ্ধতিক 'দুগলা লাংনাম' (অনুৱাই বিয়া) বোলা হয়। দুয়োটা পদ্ধতিয়েই মিচিং সমাজত সামাজিক ভাবে স্বীকৃতি দিয়া হয়। মিচিং সমাজতো ডঃমূনডেদ ডৈমাৰি আৰু ডঃমূন ডৈমাৰি ভিতৰ ভিতৰত হয়। ডঃমূন ডৈমাৰি আৰু ডঃমূন ডৈমাৰি বা মোৰৰ ভিতৰ- আৰু মাজত বিবাহ নিষিদ্ধ।

মিদাং — মিদাং বা সাধাৰণ নিয়মৰে বিয়াৰ ক্ষেত্ৰে সাধাৰণতে দলাংবীয়াই ছোৱালী খোজা- বৰ আৰু চোৱা- মেলা কৰা হয়, বিশেষকৈ আমোন, মাঘ, ফাগুন আৰু বহাগ মাহত মিচিং সকলে বিবাহ অনাৰ বাবে দিন বাছি লয়। ছোৱালী পক্ষৰ ঘৰত লগাৰ আগে দেৱতাক বা নেতিবোৰক লগা মৃতৰ লোক সকলৰ মৰণ-মেলা আৰু খোৱা বোৱাৰ বাবে সকলো যোগাৰ কৰি থয়। নিৰ্দিষ্ট দিনত লগাৰ অঞ্চলৰ মানুহ আহিলে ছোৱালী পক্ষই সম্বন্ধীয় লোক আৰু আত্মীয় স্বজনক লৈ বিয়া দিয়াৰ বিষয়ে মতামত দিয়ে, ইয়াক মায়নে 'তদনাম' বুলি কোৱা হয়। সকলো ঐক্যমত থাকিলেহে ছোৱালী

বিয়া দিয়াত নিয়ম। দুয়োফালর আলোচনা-বিলোচনাত অন্তত বিয়াত বান্দাবস্ত হ'লে লগাই চোরালীত যাওতে মাজে মাজে এসপ্তাহ-দহদিনত কেবলে কৈটেই মাকি কিবা কাম-বন কৰি দিব লাগে। ইয়াক 'মাগত-চুক্কানাম' ক'লে। মূল বিয়ালৈ দুই তিনি দিন আগতে দৰাকে নতুন সাজ-পোছাকেৰে সজাই-লগাই কন্যাই গাঁওলৈ যোৱা হয়। দৰাক লগত দুজন সমবয়সীয়া ল'ৰা আৰু দুজনী গাভৰু 'মাগন্তুক' হিচাপে সজাই সোঁমাজত দৰাক বহিবলৈ দিয়া হয়। দিয়াত দুয়োফালে দুটা আছিত শুকান মাছ ভৰাই দুজনে আছিটো কঢ়িয়াই নিয়ে। দৰা লগাই সেইদিনা কন্যাঘৰত যাবৰ বাবে বাৰে বান্দাবস্ত কৰাসতে নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাকে দঁতাল গাখৰি, ঘঃৰ-আহৰণৰ যোগানা আৰু তামোল-পান লগত নিয়ে। দৰা আহি ভোৱা লগে লগে কন্যাপক্ষৰ বয়সীয়া মহিলা সকলে দৰাক আদৰে। কন্যা ঘৰত ৰেতলত চালি এটা পাকি সেইনিমা দৰাক তাতে থাকিবলৈ দিয়া হয়। আচিদিনা ভুৱাৰ অন্য আচল বিয়া আৰম্ভ হয়। এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত দৰাক কন্যাঘৰৰ চালৰ ওপৰলৈ তুলি নিয়া হয় আৰু তাতে দৰা-কন্যা দুয়োকে একেলগে 'সিনভু-আছিন' তাতে যাবলৈ দিয়া হয়। সমাজুৱা সকলৰ মাংহ আৰু আহাৰৰ সৈতে তেজপাতে ঘুৰেৱা হয়। সমবেত সকলোৱে ঘোৱা-ঘেৰা শেষ হ'লে দৰা-কইনাই

পুরোহিত কন্যার মাথা - দেহের ওপর আশীর্বাদ সেরা জনায়। তেওলোকে দুজা - কন্যাকে দিয়ে আশীর্বাদ জনায়। আশীর্বাদ লোড়া শর্ত জেয় হোয়ার বিচত দুজাই কন্যাকে নিজ সম্বলে লৈ যায়, মিচিং সকলের বিয়াত দুজা - কন্যাই নিজ সম্বলে লৈ যায়, মিচিং সকলের বিয়াত দুজা - কইনার পরত নতুন জয়না 'কংবং' আরু 'কুরকেং' জয়নাত বন্ধা আছেরে মেতে 'নিংব' পরে, দুয়ার মুখত দুয়োফালে দুকেলহ আনী, চাউল আরু বাঁনর আচি আদি থাকিয়ালো এক অনিবার্য প্রথা। নতুন জয়না আরু বিভা এবিধ বিজেষ কোষেরে বনোরা হয়। 'দুজলা - লাংনাম' —

মিচিং সমাজত 'দুজলা - লাংনাম' জেখিয়ে ছোৱালী অনুরাই নিয়া প্রথাষেও বিয়া পঢ়ন হয়। অনুষ্ঠানত আরু ছেলে - মাকেরে কোনো অমান্য বিহু - মানুহ বিবাহত জেয়ত থাকিলে কিম্বা আত্মিক স্বজনত নাথাকিলে এই প্রথাষে বিবাহ সম্পন্ন হয়। অনুরাই অনাৰ এদিন বা দুদিনৰ বিচতেই ছোৱালীৰ পরত জনী দিবলৈ 'দুজবাদ' দুত এজনক পঠিওয়া হয়। দুজনদুজন লগাৰ সম্পর্কীয় বা গাঁওৰ কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হব লাগে। দুজনৰ জনীৰ বিচত ছোৱালীক পরত তোলা হয়। ন - ছোৱালীক পরত তুলিবৰ

সমাজে সাধারণতঃ বিবাহ দুই প্রকার জথা দুরোপ্রথা দুপ্রকার আনী, দুপ্রকার বীন বা চাউল আদিষ ব্যবস্থা করা হয়, আনী দুপ্রকারর মুখ্য আজের তাকি মৈনাকে বন্ধা যাকে। নয় - দাম্পত্যীয়ে একেলাজে নতুন জথলাদি ইষি বন্ধাচাত মালি যপ্রকার আনী অর্ম নেবে। আচিষ বীন বা চাউলে অর্ম করে আক্ত যাকে - দুইজাকের তষি দুই 'কুমনাম' মেড়া করে। ন - রোয়াষী অনাত দিনা সাধারণতে যাতি 'য়ামনী - অনচাং' অর্ব অনুষ্ঠিত হয়, ইয়াত ন - রোয়াষী অনাত দিনা সাধারণতে যাতি 'য়ামনী - অনচাং' অর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াত ন - রোয়াষীর চলে অংত - আসরেত. অভ্যাসত সকলক আপ্যায়ন করা হয়। রোয়ালী অনাত ত্রমাহ বা দুমাহ সিচত লগা অমত মানুহে রোয়ালী অমাত যতীলে 'অষাত - আনুস' দিবলে যায়। অষায় - আনুসত অর্ম কন্যামুলা বা মা - বীন, অষায় - আনুসকার্য সাধারণতে যাতি করা হয়,

লোকবাদ্য আরু লোকনৃত্য —

দিমচিং ভাষাত 'চামান' পুলি কলে নৃত্য লগতে আনুসংগিক গীত আরু বাদ্যকে বুজায়, 'মাকচু - চামান' পুলি কলে নৃত্যর বুজায়। অসমভাষাভাষীয়ে মালি অহা দিমচিং লোকনৃত্যক যাইকে চাষি ভাগত বিভক্তি করিব আছি —

১। ধর্মমূলক নৃত্য।
২। কৃষি - উৎপাদনমূলক নৃত্য।
৩। সাধারণ চংক্রমান নৃত্য।
৪। উৎসবলীয়া চংক্রমান নৃত্য।
৫। ধর্মমূলক নৃত্য —

মিচিং সকলের পূজা-পার্বণে পুরোহিত হল মিবু। পূজার সময়ত মিবুয়ে 'আংগা:' মন্ত্র উচ্চারণ করি নৃত্য করে আরু সারুঁর লোকে. সাদেমরে ভেঁউ লগে লগে পৃষ্ঠাকোর করি সাঁত লাগ নৃত্য করি ভেঁউক অনুসরণ করে। মিবুর হাতত থকা নামর এবিধ ভয়েরাল জাতীয় বিশেষ যন্ত্র থাকে। নৃত্য করোতে মেই যন্ত্রার জোকেরনি ৱে লগই বাদ্যর কাম করে, ইয়াক 'মিবু-দাসনাম' নৃত্য বোলে। বিশেষ লগই বাদ্যর কাম করে। এবিলাক বাদেলা আরু কাৰনতহে মিবু-দাসনাম অনুষ্ঠিত হয়, যেন - অ:ষাস উৎসরত, কর্ব:চাস পূজাত, আরু আনুষ্ঠানিকভাবে মংগল চোরা সময়ত।

২। কৃষি - উৎসরমূলক নৃত্য —

'হুমষাস' নৃত্য মিচিং সকলর প্রধান কৃষি-ভিত্তিক নৃত্য, আনি আই নৃত্যাং উৎসরত নচা নৃত্যক হুমষাস-আকোং বা হুমষাস চ:ষাস বুলি কোরা হয়। বীজ বা সিঁচত সিচত ৱৰি দুয়নেরে মোহরি দিওতে যি খালত ৱৰিত

চুমাচানের প্রস্তাবনা হয় তারেই নৃত্যদৃশ্য হিচে চুমবাস নৃত্যের মুখ্য মুদ্রা। এই মুদ্রাক মিচিং ভাষাত 'দাকেঃ-কেঃনাক' বুলি কোৱা হয়। কাষ্যই বীজেঁয়োত সজোলি মেলি লহৰাইক যাদি বসাই ডাঙি হালিজালি মাজেৰ ফালত দুয়ো ঘন হাত ওলমাই তুলি এবাৰ সোফালে আৰু এবাৰ বেঁওফালে কৰি নৃত্য কৰে। চুমবাস নৃত্যত তেনে - অলপ বৈচিত্ৰ্যও 'লীমং' আৰু 'মাৰাবাং' নামেৰ অংগিলীয়া বাদ্য ব্যৱহাৰ কৰে।

৩ সাৰাৱন চ:মান নৃত্য —

আলি আই পূজাং, অ:বাস, বিহু আদিত বৈচাৰি সাৰাৱনতেও মিচিং সমাজত চ:মান বা নৃত্য-গীত অনুষ্ঠিত হয়। কহৰৰ যিকোনো সময়ত সাৰুৱা ঘাইজৰ জৈবাং আহৱান কৰিলে, বিয়া - বাঙ, ক্ৰীড়া - দদজাং আদি সকলো অনুষ্ঠিত হ'লে সেইগোটৰ বৈচালৈকো চ:মান অহা হয়। মিচিং সকলে তিনিটাও বিহু নিজাৰবীয়াকে পালন কৰে। ৰেলাহ - নৃত্য তলত বিস্তৃত কথা হয়।

৪। ৰেমালীয়া নৃত্য —

সকলো, ঘুজো - আৰ্ঘৰ লেহ কৰাৰ মিচত পুৱা - পুৱী সকলে কেতিয়াবা চ:মান যাবে। কুমাত যিকোনো বৈষ্ণৱ নৃত্য কৰিব পাৰে। সাৰাৱনতে মুচৰি, চুমবেলী

নৃত্য আদি করা হয়, ইহাতে কোনো বিদেশি বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করা নহয়।

বাদ্যযন্ত্র —

মিচিং বাদ্য যন্ত্র তিনটা ভাগত ভাগ করিব পারি —

১। ফুদি বজোরা বাদ্য।

২। মুহত লগাই হাতেরে লগাই বজোরা বাদ্য।

৩। মাখিরে চোরাই বজোরা বাদ্য।

মৃতকর সৎকার —

মিচিং সকলে মানুহক মরণ হৈলেই মাটিরটেই মাটিবলৈ দিয়ে। মাটিবর সময়ত আগে এখিলা চুকি আকৃতি করি মাটিবলৈ যোৱা লোকর মুহত পানী ছোৱাং দিয়া হয়। মৃত লোকজনক মা-বুবাই নতুন কাপোর-কানি পিন্ধায় দিয়া হয়। মৃতকক কাপোর এলোচাকে পিন্ধোৱা হয়। মৃতক চুগুন হ'লে মুহত বাকুরী পিন্ধাই দিয়া হয়। ইয়াত পিছত মৃতকে চাংঘরর ককনক বা নামনিত মরণ হোৱা ঠাইলে তেওর বা জমিয়া দিলে মুহে লিতান দি থয়া হয়, নাতিনীয়কলে বিলেষকৈ তিনোত সকলে এক বিলেষ মুহত কেনেদান জুহে। মিচিং সকলর মৃতদেহ ভুমুত, দাহ নকরে, সমাধি দিবলৈ মাটিত খুব ডাঙ্গিমাকৈ গাঁয়ল নোৱা দা খাঁত খনা হয়; কাৰণ

নাও বা ওক্সাতে বাকে প্রাণ যেই তার বিবেত মৃতদেহ ভোরা হয়। কাঠর নাও বা ওক্সাতে বনোরা বাচকেতেই ঢোরা হয় যাতে ইয়াকে সৎকে আনা হয়, সৎকুক তৈত মৃতদেহ যখন সাঁতজোত অগ্নিকে আঁচ মুখে বাঁহ খানি লোড়া হয়। সাঁতজোত অবিত্তকালে মৃতদেহ লৈ আঁচবাত প্রদক্ষিন করাত মিচত সৎকুকেজোত মৃত দেহ অগ্নিসমকালে মুখত নিজান কেবি ভোরা হয়। সৎকুকেজে মকনিয়ে মজেরুকে দাকি দিজাত হজাত প্রকালে হেলনীয়াকে মাথী মাথী বাঁহর টুকুরা জোরি দিয়া হয়। বাঁহর টুকুরাজোরক সলং খুলি লেড়া হয়। মানকি মৃত নাতীয়ে বে হে মোরা কাজোত কোনিত কৈ। অহা ছোরালীক অর্পিবন করিবলৈ দিয়া নহয়, কেরুন সারর আদরীয়া বুঢ়া-বুঢ়ীসকলহে শুদ্ধি কার্য সম্পন্ন করে। প্রায় এমাহত মিচতহে বিশেষ শুদ্ধি কার্য করা হয়। ইয়াকে 'কৈচী:' বা কৈবক্ত-আনিন' খুলি লেড়া হয়। ইয়াত সাহরি আরু মুকুরা নরি হৈছে - মুটুমুকে জেকে - জোক ঘুওরা হয়। বহর ঢেরেকর মিচত শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত করা হয়। ইয়াকে 'দদসাং' বোলে। সামর্থ্য অনুসরি মিচিং সকলে দদসাং বিভাত আয়োজন আরু ধুমধামেরে সম্পন্ন করে। দদসাত

পিনা সমাজকে খোরাক বারো ভোজ - ভোজ আয়োজন করা হয়। এলাকার জন, মাংস মোষ, মোষের মৃতদেহ যাতে আজ, তা সমাধিতে দি হয়ে নেহাত নিয়ম, এই কার্যত সকল লোকে সকলের হাতে সমর্থনীয় যাব লাভে, মৃতদেহ বহন করা কেবা বন্ধুরোধ দি সকলোরে দুঃখ কেবে, এই কার্য্য সম্পন্ন হোয়া পিছত মৃতদেহ বারে আয়োজন করা শ্রাদ্ধর ৩য় দিনে, -

2.৬ মিচিং সকলৰ ভাষা

অসমৰ আন্যতম জনজাতীয় মিচিং সকলৰ ভাষা সাহিত্যৰ উন্নতিৰ উদ্দেশ্যে মিচিং আদাম ৰেপাংৰ জন্ম হৈছিল ১৯৭২ চনত। ইয়াৰেই মিচিং আদাম ৰেপাংৰ নেতৃত্বত চলা ভাষা আন্দোলনৰ ফল স্বৰূপে ১৯৮৫ চনত মিচিং ভাষাক বিদ্যালয় শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেতিয়াই আলোচিত হৈছিল যদিও ইয়াৰ বাবে দীৰ্ঘ বহুত বিষয়টো চলি থকাৰ পিছত বিষয়টো আৰু আলোচনাৰ প্ৰসংগলৈ আহে। কিন্তু সিমান দিন কিয় পিছ বাবি যাবিল্লে? সৰ্বভাৰতীয় চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিমতে প্ৰাথমিক অৰ্থাৎ শিশুক নিজৰ মাতৃভাষাত শিক্ষা লাভ কৰাটোক মৌলিক অধিকাৰৰ দাবী কৰিছে। কিন্তু হেজাৰ হেজাৰ কন কন মিচিং শিশুসকলৰো মাতৃভাষা মিচিংত প্ৰাথমিক অৰ্থাৎ শিক্ষা লাভ কৰাটো মৌলিক অধিকাৰ। কিন্তু মিচিং শিশু সকলে এই অধিকাৰ লাভ কৰিছে নে? এই অধিকাৰ খৰ্ব কৰাটো হ'ল শিশুৰ বাক্ স্বাধীনতা হৰণ কৰা আৰু মুদ্ৰ মুদ্ৰ জাতি জনজাতীয় ভাষাক অচমকুৱৈ মুখলৈ ঠেলি দিয়া। মিচিং সাহিত্য সভা আৰু বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন সমূহে এইবোৰ বিষয়ত কিমান দূৰ চিন্তা কৰিছে। শিক্ষাবিদ সকলে মতপ্ৰকাশ কৰিছে যে শিশুক প্ৰাথমিক অৰ্থাৎ মাতৃভাষাত শিক্ষা দান কৰিব লাগে। কিন্তু বৰ্তমান কন কন মিচিং শিশু সকলে অসমীয়া মাধ্যমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হোৱাটো বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। মিচিং সকলৰ বাবে মিচিং ভাষাটোৱে

প্রথম মাতৃ ভাষা, শিশুরে প্রথমে নিজের মাতৃভাষার
বিষয়ীতে ভাসমীয়া শিক্ষা দান করার ফলত বিভিন্ন ঠেক
মিচিং অধ্যুষিত সাঁত অন্তঃলষ ছাত্র-ছাত্রী সকলে শিক্ষা
গ্রহণ বহু সমস্যার সন্মুখীন হব লগা হৈছে, তদুপরি
কন কন মিচিং শিশু সকলে প্রাথমিক স্তরত থকাই
প্রথম মাতৃভাষাক এক প্রকারে ত্যাগ করার ফলত স্বজাতে
স্বকীয় মিচিং ভাষার ভবিষ্যতলৈ চিন্তার বিষয় হৈ পরিছে,
প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে বড়ো সকলৰ লগতে অন্যান্য
সমসাময়ীক জনজাতীসকলৰ ভাষা সংবিধানৰ অষ্ট অনুসূচীত
অন্তর্ভুক্ত হৈ প্রাথমিক পাক মাধ্যমিক স্তরত শিক্ষার মাধ্যম
হিচাপে প্রচলিত হৈ আছে, বড়ো সাহিত্য সভা গঠন
হৈছিল ১৯৫২ চনত আৰু বড়ো ভাষাই ১৯৬৩ চনত
প্রাথমিক স্তৰক পাক ১৯৫৮ চনত মাধ্যমিক স্তৰক শিক্ষার
মাধ্যম হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল, কিন্তু মিচিং সকলৰ
কাৰণে অতি দুঃখৰ বিষয় যে আজি অৱধি নিজৰ ভাষা
মাধ্যমত এলাচি স্কুল এখনো নাই হয়াৰ কাৰণে দায়ী
কোন? মিচিং আমম কেবাজনে সিমান দিনে কি কৰিছিল,
অৱশ্যে সকল মিচিং আমম কেবাজনেই দুখ নহয় জাতিটোক
নেতৃত্ব দিয়া বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন সমূহোৰ দুখ আছে,
সেয়েকে নিজে ত্যাগ কৰি জাতীয় স্বাৰ্থৰ কথাটো চিন্তা
কৰিবলৈ সময় হ'ল, নহলে নিজৰ মাতৃভাষাকো
হেৰুৱাব লাগিব আৰু নিজকে অসমৰ জনজাতি হিচাপে

বিস্তৃত চিনাকী দিবলৈ লাজ লগা অৱস্থা হব,
মিচিং বা হেঁয়াৰৰ মিচি বা
তাকৰ এক তনি কোৱা যি মিচিং লোকে কয়। মিচিং
লোৱা প্ৰায় অসমৰ নদীয়নভুত, লোনিতভুত, ধেমাজি,
ডিব্ৰুগড়, মাজুলী, শিৱসাগৰ, যোৱহাট, জোনাকাট, তিনি
চুকীয়া চিলাত আছে। মিচিং লোকৰ কেৱাং মিচিং
ভাষাত আই সাহিত্যিক অনুষ্ঠান,

28 গ্রাম) প্রনালী –

মিচিং সকলর কৃষিকর্মর বৈচিত্র চিকর কর্মযজ্ঞে বহু সাহায্য। মিচিং লোকসকলে সমুহীয়াকে যিকোনো ঠাইলয় - আহরন আদিত জাল - জুলুকিরে মাছ ধরে। সততাকে মাছ ধরি জীয়া চালত ওলোবাই যায়। আজি আগে যাই অথাকে নাকে সেই মাছখিনি কিংবাহত মুন্দি 'নামচিং' নামর শুকান মাছর গুড়ি কৰি বাহর চুলোত রোষাই যায়। এই নামচিং প্রস্তুতলে বহু সময়াদ। মিচিং সকলর নামচিং বহু প্রিয়। ভেঁউলোকে যেতিয়া অধিক মাছ আদি ধরিব নোয়ারে তেতিয়া সেই বাঁহর চুলোত রোষাই মোরা নামচিং আহারর হিচাপে যায়। এই নামচিং বাঁহর চুলোত বহু দিনলে সংরক্ষন কৰি রখা যায়।

মিচিং সকলর প্রধান আহার হৈছে ভাত। তাতেই ভেঁউলোকর প্রিয়। মিচিং সকল আমিষভোজী। মাছ, মাংস বাহুঁ সকল প্রকার মাংস আদি ভেঁউলোকে খায়। সাঁউ অনুষ্ঠানর মিচিং লোকসকলে প্রায়েই জেল-মহলা মিদিয়াকে সিজোইহে খাদ্যবস্তু খায়। সিজাই মোরার বাবে বেমার-আজাকে ভেঁউলোকর মাজত বেছি নহয়। অবশ্যে আজিকালি ইয়ার পরিবর্তন দেখা যায়।

মিচিং সকলর 'আপং' বহু প্রিয়, যদিও ভেঁউলোকে 'আপং' কুলি কয়। আলহী - অতিথি আহিলেও ভেঁউলোকে চাহর সলনি আপ্যায়ন করায়। মিচিং সকলর বিয়াস্ত দেউ - দেরীক ঘুজা অর্চনা কৰিবর বাবে

আচারের প্রয়োজন। আচার আমাদের প্রায়শোই জনজাতির সমাজে প্রচলন হোয়া দেখা জোয়া যায়। এই আচার কোনো বকোষ্ঠ বিলাতী আচার নয়, সমস্ত দিকে তৈয়ার করি বনোয়া আচারহে। মিচিং সকলে 'হেই' অর্থাৎ প্রকোমের ফলমূল আচার বৈশিষ্ট্য মুক্তমনস্কদের প্রসাদ হিচাবে দিয়ে,

"বেম্বিই মিশিং' নামের এনবাকী মৃত্তিকাবিদে বহু কেইটা মৌলিকের তিব্বত মুখেলিকে আনীয় (মদ) জাতীয় খাদ্য গ্রহন করাতে তিব্বতবাসী মানুহর এক বৈশিষ্ট্য পুলি চিনাক্ত করা জোছে,

আচার ভেঁতলাকে বিভিন্ন ধরনের - আর্চে জোল - আলি - আই - নুসাং, অংষাজ, সমস্যা প্রকোম যেনে - সাজনীয়া, নজনীয়া, বছেরেকীয়া বাংছীয়া আদি বিভিন্ন প্রকোমত এবিধ জোরাষা আনীয়। আচারত কোনো প্রকোমেই নহয় ভেঁতলোকম। এই আচারবোরক ভেঁতলোকে 'অংষ আচার' আরু 'নগিন আচার' পুলি কয়। অংষ আচারক ছাঁই মদ আরু নগিন আচারক বসা পুলিও কোরে হয়।

মিচিং সকলর সমাজত আচার তৈয়ার করাত বাবে তিরোতা সকলেয়ে প্রথমে মা-বা খুই অভিজ্ঞতা হে লাভ করিবলগা নয়। অংষ আচার তৈয়ার করিবর বাবে প্রথমে লগত প্রয়োজন। চাউলগিনি যিকোরার নিচত কেরেষ দুকুলী এটাত ভাতগিনি থাকা হলেহে আচারের দরব ভাতর লগে মিহলাব পারি। সকলো সময়ে আচারর দরব লগালে আচার গিনি জোয়া হয় পুলি মিচিং সকলে ভাবে।

আমলকী দরকে ভেঁতলাকে 'ঔষধ' বুলি কোয়াহেঁতে ঔষধ আমলকী দরৰ মিচিংসকলে মৰ্ত্তমানত গছৰ কুমলীয়া আঠা, মাটিকাঁঠলৰ কুমলীয়া আঠা, কেঁচা গছৰ কুমলীয়া আঠা আৰু চাউল ধুনি গুৰি কৰি এই সকলোবোৰ সামগ্ৰী একে সঙ্গে মিহালত ধুনি লয়। ধুনাৰ পিছত অকণমান পানী দি সৰু সৰু জোন আকৃতিত লাড়ু তেয়াৰ কৰা হয়, সেই লাড়ুযিনি জলকে ৰখত তেইবাদিনো শুকুৱাই ৰাখে। তেতিয়াহে আমলকী ঔষধ টান হয় আৰু বহু দিনলৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি।

সাধ আমৰ কোবৰ বাবে ভাতযিনি বাঁহা হৰলৈ দিয়াৰ পিছত অতিৰিক্ত বাঁহৰ বেৰ এখনেৰে ভাতযিনি জুলাই লোৱা হয়। বাঁনৰ বেৰ আৰু তুঁহ গুৰিযিনি আমি কৰি অলপ অলপকৈ জুলাই যোৱা হয়, সেইযিনি জুলাই ছাঁই হোৱাৰ পিছত বাঁহা হলে সেই সিজোৱা ভাতযিনিৰে সৈতে একেলগে মিহলাই লৈ শেষত 'ঔষধ' বনিয়াই দিয়া হয়। আমলকীৰ ঔষধযিনি যাতে জলকে লাগে তাৰ বাবে দুইহাত হাতেৰে মিহলোৱা হয়।

এইদৰে সকলোযিনি জলকে মিহলোৱাৰ পিছত মাটিৰ কলহত তেইবাদিনলৈকে থোৱা হয়। এই সাধ আমৰ এইদৰে কলহত থোৱা ক্ৰমাহ দুমাহ পৰ্যন্ত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা যায়, যেতিয়া আমৰ অসুখ হেতিয়া তাক খাবলৈ দিয়াৰ সময়ত- মাংসৰ লগত ভুজি লগাই মিচিংসকলে খায়।

অংশ আদা 'চা-চেলে' চলে হয়। অংশ আদা চেয়াত বসে চাহল দিতে হয়। এই আদা চেলে ভালভাবে নির্বে কলে ইয়াব বং। যদি লাহে লাহে চাকি ঘলে হয় তেন্তু এই অংশ আদাব ষ বং বলে হয়। যব সক্তি চালিলে ইয়াকে কলা যায় এলেচে লোয়া যায়। অন্যান্য আদাব তৈয়াব কলাব সময়ত দুঁহ দুবি জুলোয়া আৰু তেব জুলোয়া কাৰ্যব ভালভাবে নির্বে কলে এন ষলে বং হব লে নহয়। দুঁহ দুবিলিমনি কম দুইত জুলাই থাকিলেহে সিদ্ধ আদাব চলেব সময়ত ইয়াকে চাহব দিব বং হব ভঙ্গা যায়।

সেইদবে নদিন আদাব অর্থাৎ কেঁচা মাঁজো বেঙা চাউলব ভঙা তৈয়াব কলা হয়। অন্যান্য বেঙা চাউলব বাহিবেও অন্য চাউলব ভঙাও তৈয়াব কলা হয়। কিন্তু বেঙা চাউলব ভঙা তৈয়াব কলা নদিম আদাবত সোৱাদ বেছি। প্রথমে বব চাউলখিনি অভিজ্ঞষকে বানীত দুই চাউল মিজোৱাই লোৱা হয়। যেতখিনি মিজোৱাব সিদ্ধ যেলাত যেতখিনি পেলি দিয়া হয় তাক হবব বাবে। তাক হলে আধবখিনি অভিমানব আদাব তৈয়াব কলা হৈছে সেই অভিমানব নির্বাৰন কবি আধব দুই হাতেবে দুবি কবি তাক হেৰা যেতব লগে মিহলাই দিয়া হয়। আধবখিনি মিহলোৱাব সিদ্ধ মাটিব কলহত ভবাই থোৱা হয়। মাটিব কলহব আদাব ভবোৱাব সময়ত বেছি হেঁচা প্রয়োজন কবি নবলায়। কলহব মুখখন শুকান ধানব যেজেবে নাইবা কল সহছ শুকান আলেবে লাহেকৈ সোমা দি দিয়া হয়।

কেইদিনমানত মিচত খুব বেছি এসন্তুমানত মিচত নমিন আহৰ আৰম্ভ কৰে। সপ্তাহ দিনত সন্ধাকালে আৰু আন্তাত দিনত আকৌ দুপৰ হয় আৰম্ভ হয়। নমিন আহৰত তেতিয়া আৰু তেতিয়া জলি যায়। সেই আহৰত আগা আমোলমোলাই জোন্ধ এটা তৈলাই আছে আৰু এই জোন্ধত আগাই মিচিং সকলে অনুমান কৰে যে আহৰ আৰিহে পুলি। নমিন আহৰ দেয়াত বসা আৰম্ভ হয় সেয়ে কিছুমান ব্যক্তিয়ে ইয়াক বসা মদ পুলিও কয়। এই নমিন আহৰ চকাত মিচত মিচিং আৰুষ্ঠসকলে মাছ-মাংসত আগা বা হৈতে যেতি আগাতত আগা কাম কৰি আহাত মিচত সেৱন কৰে।

বৰ্তমান মিচিং সকলোত মাজত এই আগা আহৰ আৰু নমিন আহৰত প্রচলন কমি আহা দেখা যায়। আনকে আৰু তুলনাত মিচিং সকলত যেতি-বাতি জল নোহোৱাত বান পানীত কবলত বাঁন যেতি নষ্ট হোৱাত বাঁন-চাউলত নাটনিত ফলত আহৰ বনাবলৈ কিছু হলত এতি দিয়া দেখা যায়। কাৰণ আহৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ হলে বহুত চাউলত প্রয়োজন। তথাপিও মিচিং সকলোত প্রতিটো সকেমাতে আহৰত প্রয়োজন। সেয়ে যেতিয়া মাকৰা কাম-কাজ কৰ্ম হয় তেতিয়া এই আহৰ প্রসাদ হিচাপে এতিয়াও আপ্যায়ন কৰা দেখা যায়। এইদৰে আহৰ প্রচলন হলে মিচিং সমাজত অৰ্থনৈতিক দিশটো ভুকুনা হৈ আগাত আহৰকেও নোহোৱা

নয়। সেক্ষেত্রে আমিকোনি মিটিংসকলে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে আইনিকভাষ ফলে নোংরামি করাতে আপনার ব্যবস্থাপনা কিন্তু অধিকাংশ প্রসাদের জন্য বেশি নয় দেখা যায়।

আপনি যিদিন এখানে নোংরা ভেলেদরে মিটিং সমাজের ঠিক নামোন। আমি এখানে নোংরা করু। মিটিং সকলে সভাটেল আলসী। অভিযিয় অধিকাংশ নামোন। আন যাচে আপ যিজোনো সভাক্ষ সকাম নাইবা ভুজো। আর্কন, বিবাহ অনুষ্ঠানত নামোন। আনত ব্যবহার কলে।

মিচিং সমাজ-ব্যবস্থা আৰু তা-অলংকাৰ —

অলংকাৰ - অতীতে কেলৰ মিচিং সমাজত অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। অলংকাৰসমূহ বিভিন্ন ধাতু যেনে কিছুমান অলংকাৰ নিৰ্মিত হৈছিল, সাধাৰণতে দক্ষিণী, তাদক সকলো বয়সৰ অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। বয়স্কসকলে কানত তাবুম্বাৰ (কাণৰ কেঁচা) ব্যৱহাৰ কৰিছিল। মিচিং মিবু (দেউৰাই) সকলে দৈহিক হুলস্থূল কৰা দক্ষিণী, তাদক ব্যৱহাৰ কৰাটো নিয়মিত প্ৰচলিত আছিল, সম্প্ৰতি মিবুৰ সংখ্যাও প্ৰায় কমি আহিছে লক্ষ লক্ষ কৰা দক্ষিণী-তাদক আজৰ দিনে সহজেতে আৰু নোৱাৰা হৈছে, মিচিং সমাজত গাম গোঁও বুঢ়া) প্ৰধান আৰম্ভণিত বা ব্ৰিটিছসকলে দেশ-শুদ্ধ কাৰ্যত প্ৰশাসন কৰ্ম চলোৱা সময়লৈকে গামসকলে মুখ্যাৰান দক্ষিণী, তাদকৰ লগতে এবিধ বহল আৰু হাতত বিন্ধাৰ নিয়ম প্ৰচলিত আছিল, এই হাতেৰিধৰ 'আম হাৰু' নামে জনাজাত আছিল, বিভিন্নসময়ে গাম সকলে অৱস্থাগত সাজ-ব্যৱস্থা লগতে আকৰ্ষণীয় অলংকাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি ওলোৱা (মেলা) ফিচাৰ, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আদিত সদা শুৱনি কৰিছিল,

মহিলাৰ অলংকাৰ — মিচিং মহিলা সকলে বস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিকোৱা হলেও অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, আগতে তেওঁলোকে জাতীয় অলংকাৰ পৰিবৰ্তে গছ-লতা, মণি-

মুকুতা, জীব - জন্তুর শিং আর দাঁতের বনা আহরন করা বস্তুরে তৈয়ারী বিভিন্ন অলংকারহে অধিবাসন করিছিল। এই অলংকার মোহর ভিতরত চেং, তাকেজি, ফেন্তু, তাকেচাহ, বিহবিহ, মং:চুন্ন, লাকেচুন, দুচুন, তাল দুম্ব, তাহুং, তৌহীং, ইংতৌ বা চিত্তৌং ক্রত ক্রায় বা চিমুয় ক্রায়, দুম্বাব, দুমসাজ ঘোংচু, দকচিবি, দমনী, গাদম আদি উল্লেয় মিকোহ অনা কংজা, মিচিবিং, লাকেচ, কংমুং আদি ব্যবহার করিবলৈ ধরিলে,

চেং: 'চেং' হৈছে তাঁতি (মাজাবিজাতীয় নলসহ) সহায় ভিতরত যকো বনা অংশবিশেষতে সঁজা এবিধ দকচিবি, প্রকৃতিত অনা আহরন করা এই আকেক্ষনীয় মালাবিধ মিচিং মহিলাই মিজিলে বহু ভুরনি দেখিছিল, মিচিং লোকেজীবনত এথাইত এই চেংহে বিষয়ে এনেদরে উল্লেয় আছে -

(ছারাংর্য: তাঁতিয়ো সঁজা চেং মিজাজনীক, গাল-মুখ মিচিংকে দেখিবলৈ চুনীয়াজনীক, ইমান মহামূলসাকৈ চেনেহ. আদহ মাঁচিবলৈ নোপোনীক তিয়া আতি সোহ মন-প্রসাদ করিবলৈ বহু মন যায়),

বর্তমান মিচিং মহিলাহ এই আকর্ষনীয় বিভিন্ন অলংকারবিধ মিচিং সমাজহ অনা একেবারে নাইকীয়া হল বুলি কব আমি,

তাকেবি: 'তাকেবি' এবিধ চুনজাতীয় সরু সহ, এই তাকেবিহে অনা ইনোরা মনিলেখিয়া হুটি সুরুত হলে দকচিবি (মোনা) হিচাবে গাঁথি লৈ মিচিং ছোরালী - জীয়ারীয়ে ব্যবহার করিছিল,

বর্তমান কালত ভাকেভিত ব্যবহাৰযোগ্য বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসাধন।

কেন্দু — কেন্দু হৈছে অক্সোম মিচিং (কোঁচকেৰা) জাতীয়া এবিধ কাইটীয়া গছ) ৰ প্ৰক্ষ লেলেহে তৈয়াৰ কৰা বালত অলংকাৰ। এক ইঞ্চিমান দুডোখা ডালটোক কুণ্ডাত সুন্দৰকৈ ফুল কাঢি কেন্দু কালত বিভিন্ন আকাৰে পৰা হয়। বৰ্তমান কালত কেন্দুৰ ব্যবহাৰযোগ্য বিভিন্ন ধৰণৰ।

ভাকচৰ — ভাকচৰ হৈছে অক্সোম ইচিঙৰ অৰ তৈয়াৰী এবিধ কেক। এই কেকডোৰ দেখাত চকাৰ দৰে ঘুৰনীয়া, আলহ বহল, চেপেটা আৰু পাঁমফাত ফুটা কৰি মাজি দুডোৱা থাকে, ইয়াৰ চেপেটা অংশত সুন্দৰকৈ নক্সা দিয়া থাকে। বৰ্তমান কালত সকলোকে ভাকচৰৰ ব্যবহাৰযোগ্য বিভিন্ন ধৰণৰ।

বিৰবিৰ — এবিধ বনীয়া গছৰ আলুজাতীয় প্ৰক্ষ হাঁটি। ই অকলে চেপেটা আকাৰ ধৰিব নোৱাৰে। এই হাঁটিটোক সৰু আহাৰীয়া বাহঁৰ ছিং লগাই বা বেঁতেৰে বকোৱা ছিং লগাই বালত অধিষ্ঠান কৰে। ইয়াকে বিৰবিৰ গুমি কোৱা হয়।

ফাংচুন — ফাংচুন হৈছে ফং-বিৰক্তৰ সুতাৰে ফুলৰ দৰে তৈয়াৰ কৰি বালত ঝিন্কা অলংকাৰ। য়েক (কোন), আচুন (ফুল) শব্দৰ সংযোগ হৈ ফংচুন হৈছে। মিচিং আদেকণে নৃত্যৰ সময়ত প্ৰায়ে ফাংচুন ব্যবহাৰ কৰিছিল। দাঁতৰ সহনাৰ আগমনত বালত অধিষ্ঠিতি সাজোকাৰে ফাংচুন ব্যবহাৰ কমি আহিবলৈ

বৈষিত্রে।

লাকেচুন — লাকেচুন হৈছে বং বিভিন্নৰ সুতাৰে ফুলৰ দুটি মালা গাঁথি হাতত ধাৰণ কৰি নৃত্য কৰোঁতে, আলাজ (হাত), আচুন (ফুল) শব্দৰ সংযোগ হৈ লাকেচুন হৈছে। মিচিং মহিলাই নৃত্যৰ সময়ত লাকেচুন ব্যৱহাৰ কৰাটো অধিক হৈছে। সম্প্রতি এক শ্রেণী লাকেচুন বিহীন নৃত্য সমূহে মিচিং লোকনৃত্যক আকৰ্ষণীয় কৰাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লৈছে।

তালদুম্ব — তালদুম্ব হৈছে মৃদঙ্গ ধৰণৰ বাদ্য। ইয়াক বিভিন্ন অনুষ্ঠানত সন্দুৰীয়ে তৈয়াৰ কৰি মিচিং মহিলাই নিজৰ কৃষ্টি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, বৰ্তমান কালত তালদুম্বৰ ব্যৱহাৰো বিলুপ্তি পথিলৈ।

তাহুং — তাহুং হৈছে এবিধ বিশেষ ধৰণৰ মুকুতা মণি। ইয়াক মিচিং মহিলাই নিজৰ কৃষ্টি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, বৰ্তমান কালত তাহুংৰ ব্যৱহাৰো বিলুপ্তি পথিলৈ।

তৌৰোং — তৌৰোং হৈছে হাতীৰ দাঁত। চিতে (হাতী), আ: ৰৌং (শিং) শব্দৰ সংযোগ হৈ তৌৰোং হৈছে। হাতীৰ দাঁতৰ অলঙ্কাৰ তৈয়াৰ কৰা অনুষ্ঠানত মিচিং মহিলাই হাতত, চিৰিত ধাৰণ কৰা নিয়ম প্রচলিত আছিল। বৰ্তমান কালত তৌৰোংৰ ব্যৱহাৰো প্রায় নোহোৱা হল।

হ: ৰৌ বা চিৰৌং — চিৰৌং হৈছে নলগাহৰিৰ (শিং সদৃশ) দাঁত। হৰাং (দাঁত) আ: ৰৌং (শিং) শব্দৰ সংযোগ হৈ

চিকৌং হৈছে। এই নলসাহিত্যৰ প্ৰথা মিং সদৃশ দাঁতিয়োৱে মালা হিচাপে এসময়ত মিচিং মহিলাই অধিকাংশ কৰিছিল। বৰ্তমান কালত ইং: ৰৌ বা চিকৌংৰ ব্যৱহাৰো একেবাৰে নোহোৱা হ'ল।

ক্ৰব: ক্ৰীয় — ক্ৰব: ক্ৰীয় হৈছে মত বাঘৰ আদিৰ আচদাঁত। এই সৰু মিং সদৃশ দাঁতিয়োৱে মালা হিচাপে এসময়ত মিচিং মহিলাই অধিকাংশ কৰিছিল। বৰ্তমান কালত ইয়াৰ ব্যৱহাৰো একেবাৰে নোহোৱা হ'ল।

দুম্বাব — দুম্বাব দুনিলে সাধাৰণতে খোপাত লগোৱা কলিকা বুজোৱা হয়, মিচিং মহিলাসকলে আগতে চিংকম ইচিং (এবিধ মোনামুগাজীয় গছ) ৰ কাইণ বা মুকলিকে মুল কাটি সজা কলি খোপাত গুঁজি গুৱনি লগাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল। বৰ্তমান ইয়াৰ ব্যৱহাৰ নোহোৱা হ'ল।

দুমজাজ জো:চু — দুমজাজ জো:চু দুনিলে সাধাৰণতে খোপা কলিকে বুজোৱা হয়। মিচিং মহিলাসকলে আগতে বাহঁৰে চাঁ মালাকাঠী, চ:চু তলি: (কেঁচুৱা বহল কাঁইট) আৰু বিছনি বিভিন্ন ধাঁচৰ বা নিৰ্মিত মলাকাঠী দুমজাজ জো:চু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আধুনিক জলংকাৰৰ আগ্ৰাসনত বৰ্তমান ইয়াৰ ব্যৱহাৰো নোহোৱা হ'ল।

দমনী — দমনী হৈছে বগা, কলা, ৰঙা, হালধীয়া, সেউজীয়া, নীলা আদি বিভিন্ন ৰঙৰ মনি-মুকুতা, এই মনি-মুকুতাবোৰ সুঁতাই মালা হিচাপে আঁঠি বিন্ধিত অধিকাংশ

করে। সাজীর দাসনী সকলো বয়সর মহিলাই দাসনীকে ব্যবহার-নমনসল, জীয়াজা আদি নিয়ন্ত্রন করি অথা ক্ষমতা হলে বুলি ধারণা করা হয়। সেয়ে কোনোবার রেডে রোগ, দুর্ঘটনা আদি হলে পুজা করি দাসনী বিক্রিবলে দিয়া নিয়ম মিচিং সমাজত প্রচলিত। মিরু (মেরেঙাই) সকলেও যিত: রোগ সম্পন্ন প্রজীর দাসনীয়ে দেবতা-রাজারেজাই নগত সর্ম্পক স্থাপনরে মত বিনিময় করি রোগ নিরাময়র বিধান দিব পারে।

দাদসা: — দাদসারোগ দাসনীর দরেই বিভিন্ন ধরণে মনি-মুকুতা। দাদসারোগ দাসনীতকে অনেক রোগে, কিন্তু ইয়াক দাসনীর দরেই মালা সাঁথি ব্যবহার করা হয়, দাদসারোগ দরেই বিভিন্ন ধরণে মনি-মুকুতা। দাদসারোগ দাসনীতকে অনেক রোগে, কিন্তু ইয়াকে দাসনীর দরেই মালা সাঁথি ব্যবহার করা হয়।

দকচিবি: — দকচিবি রোগ হৈছে দাসনীর দরেই কিন্তু বিভিন্ন ধরণর মনি-মুকুতা। দকচিবিরোগ সরু সরু, কিন্তু ইয়াকে দাসনীর দরেই মালা সাঁথি ব্যবহার করা হয়। দকচিবি চেমনীয়া আরু গালেরে জেরালীয়ে বেছি আক্রান্ত করা দেখা যায়।

কংজে: — মিচিং মহিলাসকলে বাঁহর জাতীয় বস্তু ব্যবহার করিবলে জনাব পরা 'কংজে' (ছাগ) বিন্ধা আবশ্যক হয় বুলি কব পারি। কংজে সকলো বয়সর মহিলাই পরিধান করিছিল যদিও পরিধেয় আরু বয়স অনুসারে নক্সার ধরণ বিভিন্ন আছিল। বর্তমান সচরাচর বজারত লোরা কংজেসমূহকেই প্রায়কৈ মহিলাই ব্যবহার করা দেখা যায়।

মিচিমিং — কংজে ব্যবহৃত কেশা প্রসাধন অথাই মিচিংমাইলাই মিচিমিং (কানফুলি) ব্যবহার কৰিছিল বুলি কব পাৰি। মিচিমিং সকলো বয়সৰ মহিলাই বিভিন্ন অলংকাৰৰ পৰিধান কৰিছিল, যদিও পৰিধেয় আৰু বয়স অনুযায়ী অলংকাৰ ধৰণ বিভিন্ন আছিল, বৰ্তমান সময়ত বজাৰত ভোৰা মিচিমিং কেই প্ৰায়েই মহিলাই ব্যবহাৰ কৰা দেখা যায়। তাম্বোৰাপি লাংকু (হাতৰ বাজুত পিন্ধা), লাংলো ক:চুং (আৰেঠি জাতীয়), ক:চুং (কাণৰ বিং আৰু মুকলিযুক্ত কানফুলি) আদিও পৰিধান কৰি সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ পৰিবেশ সৃজন কৰিছিল।

মিচিংসকলৰ হৈয়ামলি অথা বহুকাললৈ পিছত আহোম সকলৰ অসমলৈ আহে। চুকাফাৰ ৰাজ অসমত সাংস্কৃতিক ভাবে মিচিং সকলেও এদিন চামিল হৈছিল। সেই বিষয়ে মিচিং ভিহু হুঁচৰি গীতৰ জন্ম ঘটন কৰিব পাৰি। তাম্বোৰাপি লাংকু (হাতৰ বাজুত পিন্ধা) আদি বিভিন্ন অলংকাৰ ব্যবহাৰ কৰিছিল মিচিং সকলে। মিচিং ভিহু হুঁচৰি গীত হল -

"ৰং ঘৰ ই ওৰো ঘৰ আ
ঘৰ (ঘৰ) সাঁৱৰিলে বিমান দুখ আ";

সেই হেতিয়াও পৰা মিচিং সকলেও আহোম ৰাজদিনীয়া অলংকাৰ - মাদলী, পলঙন, জেনবিৰি, জিন্থিৰি, চন্দ্ৰহাৰ, জাংফাই, খুৰীয়া, জেজেৰাইআদি ব্যবহাৰ কৰিবলৈ ধৰে।

2.৬ মিচিং ধর্ম আৰু সংস্কৃতি-

প্রতিটো জাতিৰ সংস্কৃতি আৰু অস্তিত্বৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰি ধর্মৰ ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয়। তেনেদৰেই আমি মিচিং হিচাপে বৈশিষ্ট বহন কৰি থকা মূল সংস্কৃতি, অস্তিত্ব, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক জীৱন ধাৰণেই দৃঢ়ক্তি আৰু ধর্মীয় বিশ্বাসৰ আলমতে গঢ় লৈছে। এই ধর্মীয় বিশ্বাসৰ আলমতে গঢ় লৈছে। এই কেইদিনমানত মেচবুক মিচিং গ্রুপ সমূহত মিচিংসকলৰ ধর্ম সম্পর্কে বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা দিছে আৰু তাৰ ওপৰত বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য আগ বঢ়াইছে। অতি দুখিনাহৰ কথা, কোনো কোনোৱে সংস্কৃতি অস্তিত্ব বজাই ৰাখি সমাজত স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হল, প্রতিয়া জানৰ চকু অলপ মেলি মিচিংক মেল মোহোতে নিজৰ জাতিৰ ধর্মটোক চিনি নোপোৱা হল, ইয়াতকৈও আৰু লজ্জাজনক কথা কিবা থাকিব পাৰেনে? কোনো অচিনাকী বিদেশী অৱর্তকে যদি নহয় আই মিচিং জাতি ভোৱ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, তেঁলোকে আমাৰ জাতিভোৱ বিষয়ে কিবা বিকৃত তথ্য দিবিগা কোনো, মিচিং জাতিভোৱ লিখিত ধর্ম গ্রন্থ নাই যদিও আমাৰ যি আছে সেয়া কোনেও নাই, সেইটোৱেই হল মিচিংৰ এটা দুর্বলতা, মিচিংৰ ধর্মৰ দুর্বল ভেলিষ্টবাদী সেই 'মিতু জনম মাত কিবা ঐশ্বৰিক শক্তি যদি আমাক সহায় কৰিব দিনতে বিশ্বৰ

বর্ষিয়েসেও নগত কোনো যোগসূত্র নয়কো, মাজয়ত যেচা যোজৰ ব্যৱস্থা লোহোৱা ওতি দুসময় মিচমজা জংমলৰ বাসিন্দা হৈও বিশ্বৰ জ্যোতিবিজ্ঞান আৰু বৃহৎ বৃহৎ ধৰ্ম গ্ৰন্থই স্বীকৃত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি তত্ত্ব কব চাবিলে, তেওঁৰ আঃবাক (শ্লোকে) তেই আছে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি আৰু সমস্ত মানৱ তথা মিচিং জাতিৰ অত্যন্তখানৰ পুৰুষী, মিবুত আঃবাঃ সমূহ মিবুত নগতেই আছে কবি নাৰাযি সৃষ্টিৰ সময়ৰ অথাই বিস্তাৰ আকাশে নিমিত্তে কবি ভ্ৰচাৰে কাৰ্য চলাই নহা হ'লে হয়তো বৰ্তমানৰ দৰে অস্তিত্বৰ সংকটোৱস্থাত নৈনিত নহলেঁহেতেন তথা বিশ্বৰ বিভিন্ন ধৰ্মসমূহৰ ভ্ৰক অন্যতম হলহেতেন, মিবু আঃবাকৰ সৃষ্টি তত্ত্বমতে কৌটি কৌটি বছৰৰ আগত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আৰম্ভনিজো আৰম্ভনিত অচল, নিষাকেশ, বৰ্ণহীন মহাশূন্যতাই বিৰাজ কৰিছিল। বিভিন্ন গ্ৰহ-নক্ষত্ৰ, দেৱ-দেৱী, অপদেৱতা, ভূত-প্ৰেত, জোকে-অপ্সৰ, জীৱ-জন্তু সৃষ্টি কৰিছে। আৰু দংক্তি অংলংৰ অথাই আমু তানি অৰ্থাৎ সমস্ত মানৱ জাতিৰ নগতে মিচিং জাতিৰ সৃষ্টি হৈছে, দেৱ-দেৱীবিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান মাঙ্গলিক আৰু আন কিছুমান অমাঙ্গলিক দেৱতা। মাঙ্গলিক দেৱতাবিলাকে আপোন সৃষ্টিত মগ্ন। সিহঁতক কোনো পূজা অৰ্চনা আচাৰৰ নালাগে, অমাঙ্গলিক দেৱতাবিলাকে ধৰ্মচেতনা অনিষ্টকাৰী। ধৰ্ম আৰু প্ৰতিশোধ অথা সাধিবলৈ কৰোতে মানুহে অমাঙ্গলিক দেৱতা অপদেৱতাসকলক

তেঁলোকে বিচরাত দণ্ডে পূজা বলি দিয়ে। এই বাজনাত অষাই মিচিংত ধর্ম নাক ধর্মীয় সংস্কৃতিসমূহ সৃষ্টি হৈছে। হয়াত বিত্তিয়েই মিচিংসকলে প্রকৃতিক সাক্ষী কবি দবুত, তৈয়ম তালং, তৈয়ু, তকেমুং, তৈয়ুং দদ্‌মাং, য়াল, তল্লনাম, মিবু দাম্‌নাম, কুম্‌চাক্, দলুং তৈয়ু, তুঃভাজ, জীবভাজ আদি ধর্মীয় সংস্কৃতি অষম্বাজত ভাবে অনুষ্ঠিত কবি আহিছে। বিক এক্কেদবে প্রকৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস আক কৃষিত ভিত্তি সৃষ্টি হোয়া অন্যান্য উৎসব - আর্ষন, সংস্কৃতি অষম্বাসমূহ যেনে - আলি আংয়ে লুগাং, অংষাজ আম্‌বাজ আদি উৎসব আক মৃতকত চিমা দুক্কাং, য়ুনাম, মৃতকত মিচু দিয়া, বিবাহ প্রথাত দুসবচুনাম, য়াম্‌চাং, দুক্তাদ, মিভুত, কুম্‌নাম, য়াজেচুনাম, ইত্যাদি প্রথা, অষম্বাজা মিচিং জাতি সত্তা সৃষ্টিত অষা চলি আহিছে। মিচিংত ধর্মত কেনোবাই কেতোবত উদেশ্যি কুকুথা কাটিলে লগে লগে প্রতিক্রিয়া দেখুয়ায়।

অসমত আহোমসকলত আগতেও সময়ত অষাই হিন্দু নাক মংকংদেয়ত কেরেলীয়া ধর্ম প্রভাবত ন অনুকরীয়া সকাম, অনুকরীয়া সকাম, মাহ সেরা, বিষ্টু সকাম, ভাকেরীয়া সকাম, কীর্তন ঘহাজ। জাতি। মাম মিহ, নাও চাওোরা সকাম, দেরী পুজা, দেয়ালী, সক্কাষী সকাম, মহিলাত মিষত মেন্দুত চলোরা আদি কেতোবত সংস্কৃতি, নীতি-নীতি সংযোজন হল। মিচিংসকলো কেতোবত সংস্কৃতি

সংস্কৃতি অসমীয়াত মিচিঙৰ কাজোৱেই অন্তর্ভুক্তি আদি।
অৱশ্যে সেই সময়ত হিন্দু আৰু মহেশী ধর্মই মিচিঙৰ
মূল ধর্মৰ বিকাশত প্রভাব পেলাব আৰম্ভ নাহিল।
বৰঞ্চ সেইবিলাকৰ নতুন অনুপ্রবেশ আহিবলৈ হৈ আছিল
ফলত এই দ - সুষমি সকলোবোৰ সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ত
এক অনুপম মিচিং জাতি সংস্কৃতি গঢ় লৈছে, মিচিঙৰ এই
অসমীয়া - সংস্কৃতিৰ সোনত মুকলি চৰাইহে যাদ্যত
জিয়ৱত যৱতে প্রস্তুত কৰা সাজে আনী অংগঃ আৰু নচিন
আৰং, মাহৰি মাংগ্ন, শুকান মাছৰ নামচিং, বন্ধুৰ মুনিমুনা
মিচিং মহিলাৰ হাতত প্রায় আই ৰঙা মুগলাম এজা মাফৰ,
মিবু গালুক, ওনিলেই হিয়া নাঁচি উঠে মু-মৰুৱা
ইনিংতম আদি, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ত কিছু বিজাতীয়
ধর্ম যেনে - ঔষ্ট্র হিন্দু, মহেশ্বদেৱৰ ভাগৱতী কৃষ্ণৰ, খ্রীষ্টান,
অনুকূল আদিত ধর্মান্তৰিত হোৱাৰ ফলত মিচিং সমাজত
প্রচলিত কথা কৰিত প্রকৃত ধর্মৰ মূল ৰীতিবিলাক লৈছে,
তেওঁলোকেও নিজস্ব ধর্মৰ ধর্মীয় সংস্কৃতিসমূহ আলন
কৰিবলৈ লৈছে। তেওঁলোকৰ ধর্মীয় বিশ্বাস আৰু মিচিং
ধর্মৰ বিশ্বাস, ধাৰণাৰ মাজত বিপৰীতমুখী অৱস্থান
কৰিছে। ফলত মিচিং সমাজে বিভক্ত হবলৈ লৈছে। সমস্ত
মিচিং জাতিৰ একতা, স্বকীয় সংস্কৃতি খর্ব হৈছে, যাব
যাবে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হৈছে,
সেয়ে আহক, আমি সকলো জাতীয়

সংগঠন - জাতীয় প্রেসক্লাব, বাংলা প্রেসক্লাব, ডি.এম.ডি.ই, এম.এম.ই, মিটিং প্লাজা আদিত ঘটিয়াদহ সকল ভূমিকাদের নিজের দৃঃস্থি দৃঃস্থ: অনুসারে ভবিষ্যতে কোন মিটিং কাজির ধর্ম সংস্কৃতির নজরে জাতীয় অভিন্ন ধরনের প্রয়োগ হয়।

মিচিং সকলৰ বৈহাগ - বাৰেন -

৩.১ আলি আংগ্ৰে নৃগাং - আলি আংগ্ৰে নৃগাং মিচিং সকলৰ এক বসন্ত বৈহাগ। প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম পূৰ্ণিমাতে এই বৈহাগ পালন কৰা হয়। এই বৈহাগক শস্য দেৱী কেচীয়া সিচাঁৰ আৰম্ভনি বৈহাগ বুলিও কোৱা হয়। প্ৰথম অৱস্থাত ফাগুন, চ'ত আৰু বহাগ মাহৰ কোনো এটা দিনত এই বৈহাগ পালন কৰিছিল যদিও সময়ৰ চনৰ লগে লগে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম পূৰ্ণিমাতহে ইয়াক পালন কৰি আহিছে। মিচিং ভাষাত "আলি" মানে শস্যৰ বীজ, "আংগ্ৰে" মানে ফল আৰু "নিগাং" মানে বৈহাগ বুজায়। সাধাৰণতে এই বৈহাগত মিচিং সকলে শস্য সিচাঁৰ লগতে তেজ-মাংসৰ, পুৱা-পুৰী সকলোৱে সমুহীয়া ভোজভাত খাই নানান নৃত্য-গীত কৰে। বৈহাগৰ তিনি সপ্তাহৰ আগতেই গৃহিনীসকলে ঘৰৰ আপং (চাউলৰ) আৰু নমিন আপং (ৰঙা মদ) আৰু আপং নৃগাংত ব্যৱহাৰ হোৱা বুজাং আপিন (তৰাপাতেৰে চাউলৰ গুৰিৰ প্ৰস্তুত কৰা বিশেষ ধৰণৰ) প্ৰস্তুতৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ যোগাৰ কৰে। নৃগাং বৈহাগত বিভিন্ন ধৰণৰ ছোৱালীসকলে মোহনীয় ভংগিমাৰ চিত্ৰ কে কিছুমান মচাং এগ, ৰিং বি মাচেম, লগং দুমচি আদি মনৰ-আনন্দদায়ক

মহাসাগর উৎসবের দিনের রাতে বংগোপসাগর আদি সাগর-মহাসাগরের তলদেশে, নদীর-বিল, জলাশয় প্রভৃতি অঞ্চলে মিলিত মাছ ধরে। উৎসবের দিনে সমুদ্রের গভীর জীবাশ্ম-প্রোটিন তৈরি নানান সিজনে। উৎসব দিনে সমুদ্রের প্রতিটি মানুষের মুখিয়ালজেনস নেতৃত্বে সবার কেইজেমালে বগাবত আহরণের সুবিধা দিচ্ছে কার্য অনুষ্ঠান করে। সেই মাটিতোতে চাবি চুকেও নাবিকেল বীজ (প্রোটেনো) সমুদ্র আসলি বেদি আনি হুজে। বীজের অলিত গ্রুপ বাতাসের প্রোটেনে মেরিয়াই বসা সুতারে বান্ধি রাখে। আর সুরেদি হুজি বীজ সমুদ্র আসবি তলের হুদিতে সঁচ লৈ ঘরে আসর আর নদিন আসর- তলি প্রার্থনা করে। এই অনুষ্ঠান সাতটি প্রতিপ্রবতে করা হয়। প্রথাদের সবা মাহি ভোজ-ভাত খাই সন্ধিয়া আকাশ-মনাম নৃত্য করে। এই নৃত্যত সকলারে নিরন্ন স্মরন লেবে।

৩২. ঘরবাস — ঘরবাস মিচির জনাসাধারণ আনএকউসম- ত। সার্বাঙ্গনতে মেতি চলোবারে পিছত এই উৎসব পরা হয়। সৃষ্টিকর্তা, মাছ সুরিয়ী তথা সুরসুরস্য সকলকে- দুষ্ট কবিবর বাদেশ এই উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসব সাতটি ভেলা- সাতের সকলে নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় কাপনে ঘর - আনন্দের মাজেদি পরা হয়। আলি আই

নৃসাধের দলে এই উৎসবে অনেক গীত-নাচ, নৃত্য-গীতের আয়োজন হয়। অন্যান্য উৎসব তিনদিন ধরে পালন করা হয়। প্রথম দিনের সকলে আয়োজন শেষ করার পর তৃতীয় দিনে 'মিবুং' আদিবাসিদের মিবু-দাসনাম অনুষ্ঠান পালন হয়। এই অনুষ্ঠানে মিবুংকে সেজে সকলো থেকে-আসে নারী-নারীকে নৃত্য করে। এই নৃত্যে আঃ বাঃ গীত গোয়া হয়। এই অনুষ্ঠানোত্তে মিবুং সেজে আসে বয়োবৃদ্ধ সকলে কর্ম করা সাহসি আসমর্থের আচনি-তাগিদ বা মঙ্গল চায়া দ্বিতীয়দিনে নিমন্ত্রিত অতিথি-মিনম সকলকে আদর শুভেচ্ছা করা হয়। অন্যান্য উৎসবে যুবতীয়ন নারীর ঐতিহ্যবাহী পুরুষের সাজে নিমন্ত্রন করা হয়, অন্যান্য উৎসবে নারীর মুখোশ অনুষ্ঠিত করা হয়। অন্যান্য উৎসবে নারীর মুখোশ অনুষ্ঠিত করা হয়। অন্যান্য উৎসবে সাজের সোমাজে নাইবা যিকোনো এমুখোত মুখোশি বাহে অথবা-অস্তি মাংসে বানোয়ে হয়। হামাক বাঁহ, কাঠ, আরু মেরেঙে নির্মান করা হয়। মুখোশবোত বেশ নাগাকে, হে এটা মুখোশি চাংঘর, হামার দুয়োমুহে চালে বৈঠা-মনা কবিবোলে অথলা নজারো থাকে। অন্যান্য বেস্তনিমা সাজে একে-সাথে আদ্য-মিনম সকলে একে লাগে মুখোশবোত মোরে। এমা মিচিং

সন্তানের জন্মগ্রহণের রীতি, সাধারণ উৎসবের অন্যতম অনুষ্ঠান হল - সাধ্ - কোলনাম্ নাম প্রদান করনাম, সাধ বাঁই - ছেলের মায়েরা চুরি আকৃতির একটি সাজ, হাতে আসতে চুরিগুলি ব্যবহার করা হয়, প্রসব - নামকরণ বা আইবি বরণ করা অনুষ্ঠান। এইদিনে তিনজন দিন, তিনদিন নিমন্ত্রণ করা - আনন্দ, ভোজনাদি নাম পূজা - অর্চনার আচার সাধারণ উৎসবের সমাপ্তি করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ মিচিং সংস্কৃতির ক্ষেত্রসমীক্ষা

বিস্তৃত অর্থে মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতিকেই সংস্কৃতি হিসাবে গণ্য করা হয়। ব্যক্তির সমষ্টিকেই সমাজ আর ব্যক্তির সামাজিক কর্ম - কলাপেই সার্বিকভাবে সংস্কৃতি। এবং সংস্কৃতির অধিগম্য ব্যাপক আর এই ব্যাপক - তাকে কোনো গণ্ডীতেই সীমিত করা যায় না। সেহেতু সংস্কৃতি শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কেও বিভিন্ন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়।

সংস্কৃতি শব্দটা কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতে ব্যবহৃত শব্দ হয়, কোনো প্রাদেশিক ভাষাতে এই শব্দটার ব্যবহার ছিল না। বর্তমান শতাব্দীর অষ্টম দশকের মাঝামাঝি সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহার হচ্ছে। যাকে ইংরাজীতে 'কালচার' বলে। অবশ্য কৃষি শতাব্দীর ভারতীয় ভাষাবিদ ড° সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ইংরাজী কালচারের প্রতিশব্দ হিসাবে কৃষ্টি'কে ব্যবহার করেছিলেন।

ই. বি. টেইলরের 'Primitive culture' নামক গ্রন্থটিতে সংস্কৃতির সংজ্ঞা এনেছেন - "সমাজের অংশীভূত সদস্যরূপে মানুষ যাহাকে

ভাষা ধর্ম, বিশ্বাস কলা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, উৎসব-অনুষ্ঠান, আইন-কানুন, নৈতিকতা, মূল্যবোধ আর অন্যান্য সামাজিক সামর্থ্যের সামগ্রিক যৌগিক রূপেই সংস্কৃতি।"

নীলা মজুমদার মতে — "সংস্কৃতি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে সম কৃতি হতে কৃতি, কর্ম যে কর্মে সম্যক সৃজনশীলতা আছে, সৌন্দর্য আছে, মানবতা আছে, সেটাই সংস্কৃতি।"

এইমতে নবীন চন্দ্র শর্মা বলিয়াছেন - "সংস্কৃতি সমাজিক ব্যবহার সহিতে সংস্কৃতির সম্পর্ক থাকে ব্যক্তির কথা নাহে। আনথ্রোতে মনস্তত্ত্ব ব্যক্তির সহিতে হে সম্পর্কে যুক্ত। ব্যক্তি বিশ্লেষণ মনস্তত্ত্বর বিশ্লেষন অবশ্য সামাজিক অধিবেশনতে সম্ভব।"

সমাজ সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরো পরিবর্তন হয়। ফলত মানব জাতিয়ে যুগনি অন্বেষণরে ত্রুটি নহুনকে আদরিবাকু আসবাটি আছে।

"জাতীয় সংস্কৃতিরো পরিবর্তন হয়, ফলত জাতীয় সংস্কৃতি একদিনতে গড়ি নুহে। যুগ যুগ ধরি জাতির যে জীবন মন্দাকিনী বহে আসছে তাহা অবশ্য নির্ভর করিছে জাতির সংস্কৃতিয়ে রক্ষীয় ধরি নয়। প্রাচীন

কলনৰ জৰা যিজেৰ কিয়া, কৰ্ম অনুষ্ঠান হৈছে সেই সকলোবোৰৰ সম্মুখত জীয়ন যাত্ৰা লাভৰ হৈছে সেই সকলোবোৰৰ সম্মুখত জীয়ন সংস্কৃতিৰ জন্ম।"

অসমত বসবাস কৰা কৰা অনাৰ্য্য সংস্কৃতিৰ লোক সকলক জনজাতি হিচাপে আখ্যা দিয়া হয়। অসমৰ আদিম সোধী সকলৰ অন্যতম সোধী হল মিচিং সকল। মিচিং সকলক জনজাতি হিচাপে গণ্য কৰা হয়।

অসমত বাস কৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত সকলো সময়তে এক বৰ্ণময় সংস্কৃতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বাহেৰেৰনীয়া সংস্কৃতিৰ মাজত ভ্ৰাতিত্বে জনগোষ্ঠীৰ ভূমিকা অন্যতম। অসমত বাস কৰা বিভিন্ন জাতি-জনজাতিৰ ভিতৰত মিচিং সকলো অন্যতম।

অসমীয়া সংস্কৃতিত যিদৰে ভিন্ন ভিন্ন আচাৰ-ব্যৱহাৰ, চিন্তা-ভাবনা সংযোজনত অসমীয়া সংস্কৃতিক সৃষ্টি হৈছে ঠিক সেইদৰে বৈশিষ্টপূৰ্ণ আচাৰ-ব্যৱহাৰ, চিন্তা-ভাবনা সংযোজনত অসমীয়া সংস্কৃতিক সৃষ্টি হৈছে ঠিক সেইদৰে বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ আচাৰ-ব্যৱহাৰ নিজৰ ভাষা, ৰীতি-নীতি, ধ্যান-ধাৰণাত মিচিং সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে।

মিচিং সকল অতীতৰেপৰা নানা সংস্কৃতিৰ

সমন্বয়ের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এক মিশ্র জাতি হিচামে নিজের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠা করিবে আসিতেছে। মিচিং সকলে আধুনিকালীন সমাজের ধর্মেতে নিজকে আগুরাই লৈ যাবলৈ কিছু কথনও নিমগ্ন, সাহিত্য আরু কলাৰ সাহিত্য চর্চা করিবলৈ বর্তমান সময়ত অগ্রসর হৈছে।

অতীতত মিচিং সকলে ভৌতলোকৰ আৰব নীতিক, লোক-বিশ্বাসৰ বৈষয়ত আজেৰাপানি লৈ আছিল। কিন্তু বৰ্তমান ধৰ্মৰ প্রভাৱত ভৌতলোকে নিজেক ভেদা বেছি আহিব সকলোৰে সৈতে একত্রিত হবলৈ প্রচেষ্টা কৰিলে। ভৌতলোকে নিজ সংস্কৃতি গ্রহণ কৰিও অসমত অসমীয়া সকলৰ সংস্কৃতি লৈ আগুরাই চলে। সেইদৰে বিভিন্ন সময়ত ৰাজনৈতিক, সামাজিক, আৰু অর্থনৈতিক পৰিবর্তনৰ যোগেদি আচাৰ-ব্যৱহাৰ, ৰীতি-নীতি ধৰ্মীয় লোক-বিশ্বাস, আদি সকলোৰে মিলিত্ব চলনি কৰি আসিছে। সকলো বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ সমন্বয়েৰে সৃষ্টি মিচিং সংস্কৃতি সৰু লৈ ৰৈছিল।

এইদৰে অতীতৰে আজি মিচিং সংস্কৃতি য়ে নিজ-কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ বৈষয়ত বিকাশিত হৈ আহিছে। সম্প্রতি ভৌতলোকেও নিজৰ সাঁও, ঘৰ নির্মান আদিত,

সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস, শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কীয় সংস্কার মৌখিক সাহিত্য আদি আলোচনার দিলাঙ তেঁওলোকর সাংস্কৃতিক দিশাটো প্রতিভাত হয়।

সাঁও — মিচিং সকলে নৈস আবত সাঁও আতি বসবাস করে। নৈস আবত মিচিংসকলে মাকি দেল খায়। তেঁওলোকে ব্রহ্মপুত্র, সোণকলিবি, দিবং, দিহিং, দিচাং, জীয়াভেঁমনী আদি নৈস আবত জনীজতে অধা বাস কবি আছে। মিচিং সকলে নৈ কেন্দ্রক। নৈস সৈতে মিচিংসকলর জীবনধারা ওতাত জোরা। তেঁওলোকে সদায় সহজ-সবলবাবে আরু নুকুবনি মুখীয়াকে মাকি দেল খায়। বর্তমান মিচিংসকলে বানবানীত কেন্দ্রত অবি নৈস আবত অধা আঁতরি আহি বিভিন্ন ধরণর সাঁও আতি বাস কবি আছে।

গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি —

মিচিংসকলে বাঁহ-বেঁত আরু কাঠেরে চাংঘর সাজি বাস করে। চাংঘর সাজিবলৈ যাতে প্রথমে বৈদিটো মংগলজনক হব লে নহয় তাক জ্যোতিষ শাস্ত্রর বিশেষ মংগল চোরাব ব্যবস্থা আছে। নক্ষত্রকে বেছলত মধ্য চাইন, নহলে অধা আকাশে মেঘিয়াই থাকিলে দুভোজ কবি থোলা মেহনত অধা সহজ ধরিবে বান্ধি নির্বাচিত বৈদিটো চাবিওফালে চুকত এক মুঠ বা দুই মুঠ মাটি খান্দি তুলি থোয়া হয়। ইয়াক তিনি, পাঁচদিন ধামি খান্দি তৈলিয়াই

চালনাকেই 'হচাষ' বলি বোঝা হয়। কিন্তু চালনাকেই চাষ অবস্থা থাকিলে বা চালনার সংখ্যা কমি গেলে চাইলোয়ের জেনিজ যাতে অনুকূলযুক্ত মৃত্তি বিবেচিত করা হয়। যদি চালনার সংখ্যা এত যাতে অধিক না থাকে বা চালনা অধিক থাই থাকে তেন্তে সেই চাইলোয়ের উপযুক্ত মৃত্তি বিবেচনা হয়। তেনিয়াতে সুই নির্মান কার্য আরম্ভ হয়, অবশ্যে সুই আর এত মারত সুই নির্মান কার্য মিচিং সকলে নকরে। অবশ্যে এই নিয়ম চাইলোয়ে করা হয়, আজি লেনি এই অভ্যাস নোহোয়া হৈ আহিছে।

মিচিং ঘরবোর ভবলে আঁচ তরঙ্গ আরু তল আঁচ তরঙ্গলৈ সজা হয়, সর্ম্মুত মিচিং ঘরবোর দহতরফীয়া। প্রতি তরঙ্গক 'ঘমঙ' বুলি কোয়া হয়। ঘমঙর অর্থ হল — আরম্ভ - তরম্ভ - আরম্ভ = আঁচ। এনদরে তল ভবলে ঘমঙ নাথাকিলে মিমুয়ে মিমু দাদ্‌দাদ্ অর্থাৎ সুতোহিলে যাত পেরেনি হৈ কার্য বাধিত নোহোয়ে। মৃত্তি বেবিন্যাসী আছে, ভবরত তরঙ্গ সমূহ ক্রম — দুজামিং, কংবাং, চঙীম, চজিং আরু জাবুনি তলত বোলত সমূহ তল) কংবাং বা বাংকং সাধারনতে কোঠ করা হৈছিল। কোঠ অলেরত বর্ত্তমান বাহরে কেনা দেখা যায়। বান্ধিবলৈ ব্যবহার করা বস্তিত বিশা বন্ধা নিয়ম নাই। চাল বা অন্যান্য হোত চাওঁতে বান্ধিবলৈ

ব্যবহার করা হচ্ছে তাকে চাংমাই বলি কয়। মরদেহ সাজানোর দায়িত্ব- হাতের মুঠোয়ে সজা হয়। ইয়াকে 'হংজাই' বলি কয়। হংজাইতে মুরাব কিছন সদাইকে জিবনি নবলে বা মালহী প্রথমতে বহিবলৈ দিয়া হয় আরু মুখ- দুয়ার বন্ধা লয়। এনেদরে একেবারে আসবেস চাং নিদিয়াকৈ রখা হয়, আরু কোনো বিশেষ নাম নাই। এই অবস্থান বাদ যান্ত্রিবলৈ 'কেংসেং' নোয়াই তেবাল নোরা তেবাল মাতি বাহ্নি বা রখা হয়। মৃতদেহ চন্দনবলৈ ঢাকিবলৈ লসোরা জয়লাডোকে 'কংবাক' বলি কয়। কংক্রেতে সাজানতে বিমুতীয়াকে কন্ধা হয়। কংবাক বাঁওফলাব মৃতদেহ চন্দনবলৈ উঠোঁতে ঢাকিবলৈ একান বাঁহ চাঁচি লসাই থাংতে বান্ধি দিয়া হয়। তাক 'লাংজোম' বলি কয়।

মৃতক থাংকং মিচিং সমাজত জাতীয়ত ভাবে আস আরু কৃষি উজনি আরু নামনি হৈ লসোরা অভ্যাস আছে। দল বা চংঘং জাতীয় কৃষিত অন্তিম ফলে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিত ফালে আরু আসতে খুব দিন অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিত ফলে আরু আসতে খুব দিন অর্থাৎ মাদাং (উজনি) হৈ মুষ কৃষি লসোরা হয়, কেতু বা কোনোবা জাতীয় লোকে দলে জাতীয় বিচি অনাটাকে থাংকং নসায়। (কোনোবেই হওক বা বাঁহতেই হওক)

ইয়াও হেমিনিই .গ্রো তা দলে ঔপনীবেশিকতাবাদে জোর আঘাত হানি ঐক্যবদ্ধ নাগরিক হন নজোরা অভিযোগ আছে।

ইয়াও হেমিনিই .গ্রো তা দলে ঔপনীবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে দায়ান দুর বেদিন ঔপচিন অভিযোগ হেমিনিই বৈশ্বিক অহা বৈন জেন্ড নোষীনেকে আসাও নোচিন। গ্রো বাংকং নজোরাতো এন হন বুকিন নেওয়া হন।

প্রতিটো ভাষাতে ধ্বনীকি রোজ আছে। ধ্বনীকি রোজ মোত হন —

ঔী - ঃৈঃব (জেনুক), কিনী - নানী (চাক মাছ), কিতকুং (অবঃ, দংকীং (জেন্ড কন্যা) আদ ঃীঃটী (অশ্বিনী)। ঔিক জোনাকে তল জেন্ড ধ্বনীকে যথাক্রমে কাজে আটাকে (যি শুদ্ধ মধুল জেন রোজে). আচিলকে দুঃনী (মাছর দরে প্রাণীর শরীর) নীঃজাক দুঃনী (মোনাঁযুক্ত কোনীয় প্রানী), নৃঃজাকে দনুং (নৃঃজাক - আঁত) আদ কাঃজে - নীঃজী (লক্ষ্মী দেবী) আদকুম) আবজো জোনটো প্রতীক ধ্বনীতে পরিণত হয়।

মিচিং প্রকৃতির চারপাশে তথাকথিত মুকুতা, হাঁহ, সাহিত্য আদি অপ্রাণীয়া জন্তুরাও নিজ মুবিধা মত আছে। মিচিং সকলর চাংঘরতো দীঘলীয়াকে নির্মাণ করা হয়। কিছুমান আঁহরে তের উঁচিদি নিজ মুবিধার্থে নির্মাণ করে। চাংঘরগুরার তলত গোরর চলি দিয়ে, কিন্তু

মোজেকোনি বিনজাতও চানিহে প্রায়োগ দিয়া দেখা যায়। এইদরে সমাজ পরিবর্তন লগে লগে মিচিং সমাজের চাংঘর লোকো পরিবর্তন হোয়া দেখা যায়।

চাংঘরত চাষিওফালে মুন্দরকে বাহেঁতে রেখা হয়। যাতে বেজে-বেয়ুনর বথা পরিত্রান পাবলৈ। চাংঘরত দুঘনহে দুয়ার আসফালে আরু পিছফালে থাকে। আসফালর দুয়ারখন মিটো বাইত বনোরা হয় সেই প্রকেই দিলাতে পিছফালে দুয়ারখন বনোরা হয়। চাংঘরত জিতরখন মুকলি। মাজত কোনো বেৰ দিয়া নহয়, ইয়ার পরা বুজা যায় যে মিচিং সকল এতেলে সকলোরে পরি ভাল পায়।

চাংঘরর পিক মাজেরখন বাইত জুহাল থাকে। এই জুহালটোকে তেওঁলোকে 'মৌষাম' বুলি কয়। "মৌষামত জেমেহকেণ নাইবা আয়ত মেহাকোতকাত ফ্রেম বনাই লোরা হয়। লেঠা ফ্রেমক 'জুলুং' বুলি কয়। তত আলচিয়া মাটি লেপাই জেলকে মিলিমি-মেলি টান কেবি লোরা হয়।"

মৌষামর সোমাজত কিংবা (জাকে) বহরাই জুই জ্বলোরার সুব্যবস্থা করা হয়। মিচিং সকলর জেবিশ্বাস যে মৌষামর পিক ওপরত বাচিবে বাকি ওলোমাই বসা হয়। মৌষারখন বাঁহেরে নির্মান করা হয়। ইয়াক ঘোঁরা চাং বুলিও কোরা হয়। মৌষারর ওপরত সজা বত সজুলির লগতে চৌকলি

ফেটেলি . মাংসাদ (চেতনা) রোগের বৈচিত্র্য আছে, মাংস শুকোনো অবস্থায় অনেক ধাতুতে বানি তৈরি করা হয়। ইহাকে আলেকজান্ডার মতো হয়। ইহা কিনতে তৈরাই করা হয় আর ফলতে অংশ আসর (ছাই মাদ), নিমিন আর (রসা মাদ) তৈয়ার করি করা হয়।

চাহের অনেক মাদ বানানো কিন্তু তৈরি ধাতুতে সোনকালে আর ঘরে আর ঘাবেলে হাল হয় তুলি মিচিং সকলে কয়, কারণ দুইত সময় লাগত আলসেমিনি সোনকালে বফিবেলি হৈছে।

আজিকালি মিচিং সকলের এই অবস্থার কমি আসিছে, কারণ বর্তমান যুগত সকলোরে সেতে ঘাব খুবেই চাহয়ের হৈছে অনেকে মাজিছে, যেবি মতে মলনি তিনখাতের ঘর মাজিছে। সমাজে অভিবর্তনশীল, সময়ের লগে লগে মিচিং সকলরো বিভিন্ন দিশত অভিবর্তন হৈছে। তথাপি তেঁওলোকে নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বলি দিয়া নাই।

মিচিং মহিলা সকলে ত্রয়োদশে চারি-পাঁচদিনীয়া মিলি বান খুন্দে, বান খুন্দা সঁউলিটো 'কিঃবাম' বুলি কয়। এই কিঃবামটি কাঠেরে নির্মিত, দেখাত নাওর দরে। কিঃবামর মাজরোখর অলপ তলতে কাটি লয় আরু তত বানখিনি অলপ অলপকৈ দি কিঃবামর মাজিরে বান খুন্দে।

সমাজে ব্যবস্থা —

মানুষ মাত্রেই সমাজপ্রিয়। কোনো মানুষ একলে বাস করিতে নোরাবে। মিচিং সকলো সমাজে প্রিয় ব্যক্তি। মিচিং সকলো এজোয়ন সমাজে আতি বাস করি ভাল পায়। দুই-তিনিজনীয়া অথিয়ান লস লানি মিচিং সকলে এজোয়ন মতত থাকি ভাল পায়। অবশ্যে আজিকালি হ'য়াত পরিবর্তন হেরা দেখা যায়। কাজন বিভিন্ন কর্মসূত্রে মানুহে বেলেজ থাকিবলগীয়া হয়।

মিচিং সাহেক, মোরাণীসকলে মততে গাহরি কুকুজ, হাঁহ, হাগলী, লক্ষ লোহে। সেই পোহনীয়া জন্তু বোর যতত কিনিয়াই লয়। কিছুমানে নিজর লতা-কুনার বাবে পিতাল-অত্র কিনে, কিছুমানে নিজর পিন্ধা-উৰা-সাজে-আৰু কিনে।

অনিবার্য প্রয়োজন বিহোন-সাহেকহঁতে তত্ক্ষণাৎ তাঁত বয়, এৰী সুতু আৰু চোমনীয়া মুগা আদি লোহে। সেইবোৰক প্রতিপালনো কৰে। এৰী আৰু মুগা সুতু বুহি তাৰ অন্য সুতা কিনিয়াই কাপোৰ বয়ন বাবে প্রস্তুত কৰে। এনেদৰে বিভিন্ন ধৰনৰ এৰী, মুগা, কেচাই আদি নকৰ-মেখেলা বই কিনিয়াই মিচিং মহিলাসকলে। এই কাপোৰ বই কিনিয়াই তেঁওলোকে বিক্রীও কৰে আৰু নিজৰ কামতো আৰু যতন প্রয়োজনত ব্যৱহাৰো কৰে।

মিচিংসকলৰ অলঙ্কাৰ নিজৰ যোতি

সমাধান কাম-কাজ চলায়। সমাজে চোরা-চিগ, ডাকাতদের আলোচনা করি নির্বাচন করে সাউদা হিচাবে। সেই সাউদ প্রধানের নির্দেশ মতেই সকলো কাম-কাজ হয়। সামাজিক কিছুমান কাম আঁত ধুবাই নির্দেশ দিলেহে হয়, সাঁত বুঢ়াজনক সমাজে সমীহ করে।

জীবিকা —

জীবিকার ক্ষেত্রত আজি চাবলৈ গ'লে মিচিং সকলে কৃষি জীবী লোক। কৃষিকার্য কৰিয়েই মিচিং সকলে জীবিকা নির্বাহ করে। মিচিংসকলে যেতিয়া আহাতত আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে মুগা, মাহ, আহ ধান, আলি ধান, সবিয়হ আদি খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। নিজৰ আৱশ্যক মতে আলু-কচু, নহৰু আদি খাই নিজ জীৱনৰ জীবিকাৰ পথ সুচল কৰিছে। বৰ্তমান সময়ত মিচিং সকলৰ বহুত উচ্চ শিক্ষিত হৈ চহৰে-নগৰে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানত চাকৰিজীৱী-বেচৰকাৰী চাকৰি, ব্যৱসা-বাণিজ্য চলাই নিজৰ জীবিকা অর্জন কৰিছে।

যেতি সময়ত বাঘে টুটুবাই নিয়াত মিচিং সকলৰ বহুতো সমস্যাৰ সম্মুখীন হয় কথন মিচিং লোকসকলে প্রায়েই নৈষৰীয়া, নৈৰ কাষত থকা তেওঁলোকে ভাল পায়। ফলত বানপানী, মাছহনীয়া আহি মস্য, যেতি সময়তো ধ্বংস হয়

মোম জীবিকের জন্য মুখে লোহোরা হৈ আছে। তিমোনা মুকোলে ভাঁত বায়, ঘরতে ফুকুরা, হাঁহ, মাছ, মাহরি আদি জীব-জন্তুরোর মুখি জীবিকের জন্য মুখ্য কেতা দেখা যায়।

৫.১ সামগ্রিক এ মন্তব্য —

অসমৰ দ্বিতীয় জনজাতি সমূহৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি হৈছে মিচিং। মিচিং সকলে মূলতঃ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে জনজাতীয় মান-কিৰ্ব্বাতী সাগৰ অন্তৰ্ভুক্ত। মিচিং সকলে সাধাৰণতে নৈষ আৰু চাংঘৰ সাজি মাটি বসবাস কৰিছিল। কিন্তু বানপানীৰ সময়ত নৈষ আৰু আকৌ নোপোৱাকৈ পৰিছিল। বৰ্তমান যুগত আহাৰীয়া অন্বেষণত মিচিং সকলে বসবাস কৰে। আদিম যুগত মিচিং সকলে চাংঘৰ সাজি থাকিছিল। বৰ্তমান যুগত সেই চাংঘৰ প্ৰায় নাইকিয়া হৈ পৰিছে। আধুনিক যুগত আজি ঘৰ, টিনৰ ঘৰ, কাঠৰ ঘৰ আদি সাজি মিচিং সকলে থাকে। মিচিং সকলে হাতী-বাঘ আদি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। বৰ্তমান যুগত সেই প্ৰচলন নাইকিয়া হৈ পৰিছে।

অসমৰ সোঁত হাত ধৰাকৈ মিচিং ভাই-ভনীসকলে সহজ-সৰল প্ৰকৃতিৰ। যুগ যুগ ধৰি অসমতে বসবাস কৰি অসমীয়াৰ হৃদয়ত আসোন ঠাই সাঁচি ল'ব পৰিছে। অসমৰ জনজাতীয় ভিতৰত মিচিং জনগোষ্ঠী অন্যতম এটা জাতি।

Q.2 গ্রন্থপঞ্জী

১। Google — https://as.m.wikipedia.org>wiki

২। Google – https://as.vikaspedia.in>education

৩। Google – https://as.vikaspedia.in>educalion

৪। Google – https://as.m.wikipedia.org>wiki

৫। Google – https://www.dailyassam.com>blog

৬। Google – https://tultulkutumonline.wordpress.com>—

৭। মিটিং সংস্কৃতি যেন শিল্পত বুনিয়ন. পৃষ্ঠা -26-02

৮। Google — https://blog.mygov.in>

৫.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। আয়ং সদানন্দ — মিচিং জনজাতি সমাজে লোক সংস্কৃতি
২। বাজসেরা রাজেন্দ্র — মিচিং সংস্কৃতির সুবাস,
৩। বরি মনোরঞ্জন — চিকিৎসা-বিজ্ঞান সমাজে লোক বিশ্বাস,
৪। চাদরী মালিনা — অসমস্থ জনজাতি লোক সংস্কৃতি
৫। তত্ত্বেশদের হেমেন্দ্র — মিচিং সংস্কৃতির ব্যান ক্রিয়ার ভূমিকা,
৬। Google — https://mahabahu.com.
৭। Google — https://blog.mygov.in
৮। Google — Google://www.dailyassam.com/blog...

৫.৪ প্রশ্নদাতা :

ক্রমিক	নাম	পেশা	ঠিকানা
১।	ঃ অনুপমা রায়	অধ্যাপিকা	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয় লক্ষ্মীপুর
২।	ঃ আছমা ইয়াছমিন	অধ্যাপিকা	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয় লক্ষ্মীপুর
৩।	চন্দ্রানী দেবী বর্মন	অধ্যাপিকা	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয় লক্ষ্মীপুর
৪।	আম্রাফুল ইছলাম	প্রভাষক	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয় লক্ষ্মীপুর
৫।	জোছালী হাজং	প্রভাষক	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয় লক্ষ্মীপুর
৬।	মামুনি খাতুন	ছাত্রী	নিদানপুর জোড়ালবাড়ি
৭।	নাসির্চ ইয়াছমিন	ছাত্রী	লক্ষ্মীপুর জোড়ালবাড়ি
৮।	প্রোবেমা খাতুন	ছাত্রী	মানাসবাড়ি জোড়ালবাড়ি
৯।	অর্থিতা দাস	ছাত্রী	লক্ষ্মীপুর জোড়ালবাড়ি

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয় লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র.

বিষয়: অসমৰ বিহু উৎসৱ

তত্ত্বাবধায়ী-কৰ্ব
ড: অনুপমা বাডো

প্রস্তুত কর্ব:

নাম:- নুৰ নেহাৰ বেগম
শ্রেণী:- স্নাতক ষষ্ঠ সাম্মাসিক
ৰোল নং:- UA-201-101-0095
পঞ্জিয়ন নং: 20022087
পুৰণী ৰোল নং: 152
তাৰিখ:
কাকত: প্রকল্প (ASM-HE-6056)

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Axomar Bihu Uttxab"** submitted by NUR NEHAR BEGUM. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

ঘোষণা

আমি [illegible] পিতা [illegible] গ্রাম [illegible] ডাকঘর [illegible] থানা [illegible] জেলা [illegible] ঘোষণা করিতেছি যে, আমার [illegible] নাম [illegible] ভুলবশতঃ [illegible] লিখিত হইয়াছে। উক্ত [illegible] নাম [illegible] একই ব্যক্তি। [illegible] ঘোষণা করিলাম।

[illegible]

স্বাক্ষর — [illegible]

সূচীপত্র

বিষয়ঃ

পৃষ্ঠা নংঃ-

- প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকাঃ-
  - ১.১. পরিচয় ০১
  - ১.২. অধ্যয়নের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য ---- ০২
  - ১.৩. অধ্যয়নের পদ্ধতি ---- ০৩
  - ১.৪. অধ্যয়নের পরিসর ---- ০৪
- দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মূল বিষয়ের আলোচনা-
  - ২.১. বিশ্ব ইতিহাস ..... ০৩—১১
  - ২.২. বিশ্বের ভূপ্রকৃতি ..... ১২—১৩
  - ২.৩. বিশ্বের প্রকার সমূহ ..... ১৪—৪৪
  - ২.৪. গ্রীক সংস্কৃতির পরিচয় -
    - বিহু ..... ৪৪—৪৭
    - ..... ৪৮—৫৪
  - ২.৫. বিহুগীত .....
- তৃতীয় অধ্যায়ঃ সমাপনী-উপসংহারঃ-
  - ৩.১. — সমীক্ষনি বা অনুভব ৫৫
  - ৩.২. — পাদটীকা ৫৬
  - ৩.৩. — সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ৫৭
  - ৩.৪. — সমাপ্তি ৫৮

১.১. প্রাবন্ধিক—

বিহু অসমের জাতীয় উৎসব। অসমিয়া আৰু অসমী-য়া জনসাধাৰণৰ নিৰ্ভেল দৰপোণ এই বিহু। বিহু মাগিয়া কৃষিভিত্তিক উৎসব বৰ্তমান ই কৃষিভিত্তিক উৎসৱ হে যেন নাই। ইয়াক সামাজিক ৰীতি নুজুলে-মানবিলে বাঁচিলে। বিহু আনুষ্ঠানিকৰূপত লক্ষ লক্ষ গছৰ তলত বিহু আহি পালে মকিলে। এই আনুষ্ঠানিক-কৰণে বিহুৰ সামাজিক ৰূপটিক সম্পূৰ্ণৰূপে লুপ্ত কৰা নাই। সময়ৰ লগতে বিহুও আনুষ্ঠানিক হৈ পৰিল।

বিহু শব্দৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে নানান মতামত আছে। কিন্তু কোনোটো মতেই সৰ্বসম্মত নহয়। কোনো পণ্ডিতৰ মতে সংস্কৃত 'বিষুব' শব্দৰ পৰা বিহু শব্দৰ উদ্ভৱ হৈছে। 'বৈদিক বিষুব' শব্দৰ অৰ্থৰ পৰিমাণে একত্ৰৰ বুলি অনুমিত হোৱা 'সূর্য' বা 'সংক্ৰান্তি' ৰ সময়ৰ দিশটিক বুজায়। অৰ্থাৎ দিন আৰু ৰাতিৰ সমান হোৱা দিশটোৱেই 'বিষুব' ৰূপে পাৰিচিত।

বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ। অসমৰ লগতে অসমৰ কোনো মাটি - কাষৰীয়া ৰাজ্যতো কোনো জাতি জনজাতিৰ লোকে বিহু বা ইয়াৰ সমাৰ্থক উৎসৱ পালন কৰা দেখা যায়। বিহুৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল = ই জাতি, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো লোকে একেলগে উদ্‌যাপন কৰিব পৰা এক উৎসৱ। বিহু মূলত এক কৃষি-ভিত্তিক উৎসৱ। অসমত পালন কৰা বিহু তিনিটা হল - বহাগ বিহু বা ৰঙালী বিহু, কাতি বিহু বা কঙালী বিহু আৰু মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহু।

১২. অধ্যয়নের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য :—

বিহু অসমর জাতীয় উৎসব। অসমীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বিহু এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিহু সম্বন্ধীয় বিভিন্ন জনশ্রুতির মাজত অনুমতি বলা হয়। বিহু উৎসৱৰ প্রতি মানুহৰ আকর্ষিত। কিয়নো বিহু মানুহক আনন্দ প্রদান কৰে। বিহু সম্বন্ধে মুকলি-হিয়ত অনুমতি বলা হয়। বিহু সম্বন্ধে তিনিটা = বহাগ বিহু, কাতি বিহু আৰু মাঘ বিহু। ইয়াত বিহু উৎসৱৰ যোগেদি মানুহক আনন্দ প্রদান কৰাই হ'ল বিহুৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। অসম আৰু অসমীয়া সমাজখনৰ লগত বিহু এই বিহু। বিহু মানিয়া কৃষিভিত্তিক উৎসৱ কথাটো কৃষিভিত্তিক উৎসৱ হ'ব পাৰে। ইয়াক এক সামাজিক ৰীতি বুলিও মানিব লৈ বাধ্য। সময়ৰ লগতে বিহুও আধুনিক হৈ পৰিল। সাংস্কৃতিক চেতনাৰ যোগেদি অসমীয়া মানুহক অনুপ্রাণিত কৰা মূলমন্ত্ৰ হ'ল গোপ প্রেমেৰে বিহুৰ কথাই মনলৈ আহে। অতীত সমাজৰ শ্রেণীৰ মাজত। সাম্প্রতিক সময়ত জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে অসমৰ মানুহে মাতিয়ে উৎসৱ বুলি আঁকোৱালি লোৱা উৎসৱটোৱেই হ'ল বিহু। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইতো বিহু অসমীয়া মানুহৰ আগতেই সাংস্কৃতিক পৰিয়াল। চাহানিৰ মুকলি পথাৰ আৰু জনুজলীয়ে বিহুৰে এক্সিয়া দুৱাৰখন ইমান দিনলৈ প্রেৰণা কৰিলে। স্বাভাৱিকভাবেই এনেবোৰ কাৰণতে বিহুক কেন্দ্ৰ কৰি সাংস্কৃতিক চেতনাৰ দিশে দিশেই নতুন জাতীয় চেতনা উদ্দীপনাৰ অগ্নিশিখা বাহক হ'লে আগুৱাই কৰিব পাৰি। বিহু হ'ল অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ প্রতীক। গতিকে এই বিষয়ৰ আলোচনা কৰাই হ'ল মোৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য।

১৩. অবিচ্ছেদন পদ্ধতি :-

দিয়ে অবিচ্ছেদন প্রক্রিয়া আমি কুল্পিত্তিক পদ্ধতি আলোচনা করা নাই। অবিচ্ছেদন দিয়ে অবিচ্ছেদন প্রক্রিয়া মাত্র বর্ণনাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করিছি এই কিছু আলোচনা করিছো।

১.৪. অধ্যয়নের পরিসর:—

অধ্যয়নের পরিসর দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবে পারি।

(i) ক্ষেত্র পরিসর

(ii) বিষয়ের পরিসর

(i) ক্ষেত্র পরিসর:— যেই অধ্যয়নের ক্ষেত্র পরিসর হিসাবে বিশেষকে অধ্যয়ন যেই দেশের অধ্যয়ন পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক তথ্য হিসাবে যেই সমগ্র অধ্যয়নকে আলোচনা করে।

(ii) বিষয়ের পরিসর:— কোন আলোচনার বিষয়ে হচ্ছে অধ্যয়ন বিষয়বস্তু। তার ভিতরে সেই নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। যেমন বাংলাদেশের ইতিহাস অথবা অন্য কোনো দেশের ইতিহাসের বিষয়ে আলোচনা করব সেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

2.৯ বিহুর ইতিহাস :- আমাদের সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিহু উৎসবের সংযোগিতা আমি আর্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ পাওঁ। মইনা পূর্বতন মাতৃতন্ত্রের অসমিয়া সংস্কৃতির বিভিন্ন আৰু এটি প্রক্রিয়া চলোমাই আছে। গাভরু কুমলি মূল জীবিকা কাৰ লৰালে স্বীকাৰ ক'ৰবাই যোত চপোৱাৰ সময়ত আনন্দ কৰিছিল, সোণ্ডাই সমুহীয়া ৰূপ পাই এক ৰাতিলৈ পৰিবৰ্তন হল আৰু কালক্ৰমত বিহু উৎসবত পৰিণত হল গৈ। অসমত কৃষিৰ প্রক্রিয়া ধোলতে অষ্ট্রিক প্রাক্‌মাটিক আৰু তিব্বতীয় ব্রহ্ম কমীয় সংগোলীয় সকলে আৰম্ভ কৰিছিল, প্রাক্‌ বিহু পোলতে এই মতাওক ভোটী ছেইটাৰু সৃষ্টি। কিন্তু মোৰ অসমত বৰ্তমান কোনো অষ্ট্রিক আস্ট্রাচাক ভাষা ভোটী ভূমা গৈয়া গোষ্ঠীৰ আৰু ডঃ এন. এ. প্রমাণৰ অনুসাৰে পূৰ্বৰ সকলে দ্বিতীয় কমীয় সকলৰ মাজত বিলীন হৈ গ'ল।

বাহুলি বিহু আৰ্য সভ্যতাৰ প্রভাৱ পৰে। আমাদিগত বিহুৰ সময়ত ঢুকা-মাৰৰ মিলি চত মাৰৰ ঘৰত নাচি-গাই আনন্দ কৰিছিল। এই কালছোৱাত ব্যক্তি এ ভিচাৰ আৰু প্রেমৰ প্রকাশেই বিহুৰ প্রাধান্য পাইছিল যদিও ধৰ্ম আৰু কৃষিত সামঞ্জস্যবালিৰ জড়িত আছিল। বিহুৰ উৎপত্তি প্রাচীন কালৰ পৰাই'ব পৰা

[illegible] জানা যায়। বর্তমানে বিহুর [illegible] জাতীয় অনুষ্ঠান। [illegible]

[illegible] বড়ো-সমাজের [illegible] বড়ো-সমাজের [illegible] বড়ো সমাজের জনজাতি [illegible], দেউরী, কছারী, মোরান [illegible] বিহু/ বিহু উদ্‌যাপন করি আহিছে। পূর্বতে [illegible] বাস্তুর দিনত এই বিহু-পর্বান উজাগি [illegible] আৰু চলিছিল।

• ঐতিহাসিক বিহুর রীতি-নীতি :- আহোম দিনত [illegible] মানুহে বাহি বিহু উদ্‌যাপন কৰিছিল। এই বিহু গাঁৱৰ পথাৰত [illegible] বা [illegible] পূজাৰী হৈছে সমবে [illegible] উদ্‌যাপন কৰা হৈছিল। [illegible] বিহুৰ অন্তত [illegible] প্রথম বুধবাৰৰ দিনা [illegible] পূজা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। পুৱাৰে [illegible] বুধবাই [illegible] বিহু পালন কৰা হৈছিল। [illegible] আজিও এই আহোম দিনৰে পালন কৰা হয়। এই প্রথা [illegible] ঐতিহ্য অনুসৰণে কৰা হয়। কণী-মুগা, [illegible] আদিয়ে [illegible] - [illegible] আয়োজন কৰে। এই দিনা আবেলি বিহু [illegible] নাম-ঘৰৰ চোতালত বিহুলৈ মোহা হৈছিল আৰু [illegible] দেৱীক দুধি চাকি আৰু গোসানিক [illegible] দিয়া হৈছিল। বিহুৰ আশীৰ্বাদ দিবলৈ নহাই [illegible]।

একাষাই "বিহু নামেই অসমীয়া কিছু প্রচলিত বিহু নামত
— আজিও [illegible] (চেচাই- গাতি) ৰ আভাসমাত্র কথা
উল্লেখ কৰা হয়। তেনে এক বিহু গীত হৈছে —

"কলমতী এ বাহি মুহি বহুমলৈ
— আহিবি নে নাই?
— আঁহ থাকিম। আঁহ থাকিম—
বাটলৈ চাই।"

কুমাতি নাচৰ পৰা বালি ঝিয়া কাৰ্য আৰম্ভ কৰা
হৈছিল। সেই দিনা অৰ্থাৎ মানুহ বিহুৰ দিনা দুপৰীয়া
'দুওৰীন' আৰু 'বমাকৈ' গাঁৱৰ ছকা-সমবয় গান
গাৱৰ হৈছিল মাজলৈ মাদ্ৰুল দিছিল। ঢেকীয়া সকলে
আমোলি বাল-বীন শেষ হোৱাৰ অন্তত নাচ-গাৱ। পাছ,
মাকুতে বামা বাপৰ মুখত আৰু কাগত চুকৰ
পাকি হৈছিল। বালি কঁহা স্থানত বাহি গাঁৱৰ কুশল-মঙ্গল
অথবা বিপদ-আপদৰ সম্পৰ্কত বাতৰি কোৱা হৈছিল।
বাতৰি শেষ কৰি দেওধনীয়ে নৃত্য কৰিছিল আৰু বিষয়া
বৰীয়াসকলে সহযোগ কৰিছিল। দুৱাৰীয়াই ঢোলৰ
চেৰত তাল কঢ়িয়াইছিল। আগমৰৰ চোতালত খুলুম
আৰু মাইলাৰ নাচৰ চুঙ বুলেৰা বুলেৰা আছিল।
দেওধনি নৃত্য অন্ত পৰাৰ পিছত গাঁৱৰ ছকা-সমবয়
বিহুৱা সকলে গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে গৈ বিহু কৰাইছিল।
সেইদিনাখন ওঁচৰ মুকলি কোৱা হয়। পিছৰ সপ্তাহৰ
বুধবাৰৰ দিনা সকলোৱে পুখুৰীয়ে থাপমৰৰ পৰা বিহু

তিনিয়াই লৈ আহিছিল আৰু তাৰিব প্ৰস্তুত থকা নহী
আগন্তা পুথুৰীৰ পাৰত বহি হা আহিছিল। সেই সময়ত
প্ৰতি বছৰে বিহুৰ হাঁচি গাজাইছিল, কেৰেল ছেউনিলি
নিদেশ পালেহে সেই বছৰত হাঁচি ভোৱা হোৱা হৈছিল। কেৰেল
দিপা বল চুকুৰাৰে নাও পাত্ৰ নাও খনত জৰা আৰু
অঘ ফুলৰে সজাই তোলা হৈছিল। আৰু লগতে এটা
সৰু চুকুৰা পোৱালী নাওত বান্ধি উঠুৱাই দিয়া হৈছিল।
আৰু পাছত ডাল পেপা সামৰি বিহুৱা সমাজ ভৰি লৈ
মুখি আহিছিল।

বিহুৰ উৎপত্তি কিয়ে এটি লোক কথা প্ৰচলিত
আছে। সেই লোক কথা অনুসাৰে বৰদোচলী এই ক্ষেত্ৰৰ
অধিকাৰী আছিল আৰু কোনোৱা সময়ত তেওঁলোক
কিয়া হৈ গৈছিল। প্ৰকৃত বহুতে বৰশ্ব খাদ্য বৰদোচলা
মাকৰ মলহে আছে। তেওঁই দেশটোত বিহুৰ আৰম্ভণি হয়ক
মুলি বিশ্বাস কৰা হয়। বৰদোচলী মুৰি অৰা দিয়া
বিহুৰ সামৰণি পৰ্ব। উল্লেখযোগ্য যে 'বৰদোচলী' শব্দটি
প্ৰকৃতেহে বহুৱা মূলীয়া শব্দ 'বৰদোচমলা'ৰ পৰা অহা হয়।
যাৰ অৰ্থ হৈছে 'বাঘ (বৰ) পানীৰ (দো) ছোৱালী (চমলা)'
আন্যান্য প্ৰাৰম্ভিক বিহুৰা আৰু এটা লোক কথা বহুলাকলৈ
গাজতক প্ৰচলিত হৈ আছে। বহুৱা জন জোয়াৰি লোকসকলে
বিহু / ৰঙালিৰ সময়ত 'বৰদোচমলা' নামৰ এটি নৃত্য কলা
দেখা যায়। ইয়াৰ পৰা বিহু এটি বহুৱা মূলীয়া উৎসৱ বুলি
অনুমান কৰা যায়।

বিহুর ঐতিহ্যিক উল্লেখ :-

অসমীয়া সমাজত এটি জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে।

"চেলেং বাই নহ? বলাপুত।
গোলাং বাই নহ? বলাপুত।
পুৱাই কলকলাই বাঘৰী নুগুচাই
বাঁহৰী বাঁহৰী চুচিয়াব মাত।"

বহুৱা পুত্ৰ আহিলে চুচিয়া কথা কৰ্ণবিদ্ধ পলে তাৰ নাম চেলেং। সেমেকাত সাধিকৈ হেঁচাৰে চিহ্ন লোহিলে তাৰ ডোলং, গোলং ইত্যাদি নামেৰে বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা হৈছিল। জিলে আগোজ্য যুগ বহুত পুৱৰ কাহিৰে নাম্ভত (মানিপুৰ আৰু মায়ামৰা সত্ৰৰ) ই গোৰ পৰৱৰ্তী কালত শংকৰদেৱে ইতৰ জাতৰ আগ বাঢ়ুৱা দত্ত মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰম্ভ কৰে আৰু হুঁহু, মাট, হুচাতি আদিৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল লয়। ইয়াৰ পৰা বিহু বা বিহুৰ ঢুলে জানি অসমৰ বাইজৰ আজও এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল বুলি প্ৰতীয়মান হয়।

ইয়াত চল লক্ষ্মীপুৰ জিলাৰ মিলামৰা অঞ্চলত জোৰ হোৱা ভূমি দাপৰ জিলৰ কালিৰ সাতে চুচিয়া কথা শতুনাৰায়ণৰ পুত্ৰ উগ্ৰবীৰ লক্ষ্মীনাৰায়ণে ১৪০৩ খ্ৰীষ্টাব্দত "পাৰিত্ৰ মহাভাৰত" নামৰ অনুবাদ কৰে।

"এতেক্ষে আমিপ্ৰাধা লক্ষ্মীনাৰায়ণে কয়ঃ
ক্ষিতিসূত্ৰ বিষ্ণুপ্ৰিয়ে (নিহৰে) পুত্ৰ নৰসিংহ পুত্ৰীমানু...।

অর্থাৎ অভিপ্রায় করাই বলা লক্ষ্মীনারায়ণে বাবিদ্রেক পুণ্য বিহুব দিনা চাটি দান করিছিল। ইয়াব পরা বুঢ়া লায়া বিহু উদ্‌যাপন অসমব বিভিন্ন গাওঁত জীবন মরণব চলেই আহি আহিছে। এতিয়ে ইয়াব পরা বুজিব পাবি যে মহু উৎসবটো কুচিয়া বজা সকলব দিনতে বাজকীয় স্বীকৃতি লাভ কবিছিল। উল্লেখযোগ্য যে বাজবাণী শাধয়পথী বজা সকলব অনুদেশ মাত্র অনুযায়ী শ্রৌত্রী সকলে চাবি শালি ঢোকাণীক আনি কাৰ বিহু বাজিলৈ নমাই আনিছিল।

১৮২৬ চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হাতে, অসম ব্রিটিছব অধীনলৈ যোৱাব লগে লগে অসমব সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকলো দিশতে যুগান্তকাবী পবিবর্তনব সূচনা হয়। পাশ্চাত্যীয়া শিক্ষা আৰু খ্রীষ্টিয়ান ধর্মাৱলম্বী হোৱাত প্রভুত্ব আমলৰ বাইজক নিজব মতুৱা কৃষ্টিব প্রতি উদাসীন কবি তুলিলে। ফলত লোকসংস্কৃতি সমাজ সাংস্কাবিক লোকে বিহুক, হুচৰ প্রাণীব নাচ গান, মুখে আপোনা পি অসমৰ জন জীবনত বিহুব গুৰুত্বক অৱমাননা কাবিবলৈ চেষ্টিত চলায়। সেই সময়তে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, বজনীকান্ত বৰদলৈ প্রমুখ্য অসমীয়া ভাষা সাহিত্যব চর্চা কবা ব্যক্তি সকলে বিহুব সপক্ষে মাত মাতি বিলুপ্তিব প্রবাহব পৰা বক্ষা কবিলে। আনহাতে বিহুব গাবত স্বাতন্ত্র্য প্রভাব লপলাকৈ নামাকিলে। এবিধি সংস্কৃতিক শিক্ষিত অসমীয়াই বিহুত ভেখাহ পলুৱাই আনন্দ কবাব পাৰিছে এক সামাজিক ভৱে পালন কবিব লগা বীতি

মুলিহে মালিবলৈ বাঁচিলে এনে সময়ত সাপ বিহ আৰম্ভ হ'ল।

ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন চাহ পানীয়া অঞ্চলৰ মানুহে আদৰ লৈছিল, তেওঁ আদা চাহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাইজৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবেও প্ৰচলিত হৈছিল। সেই সময়ত মোলাজাৰিৰ বেতিয়াগীত ১৯২৬ চনত গোপ প্ৰথম বাবৰ বাবে সাপ বিহ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। ১৯৪১ চনত মাহেশ্বৰ দেউৰী আদি ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত শিৰসাগৰতো সাপ বিহ প্ৰদৰ্শন কৰে। ১৯৩৪ চনত বাৰী গোবিন্দ বৰুৱা পুখুৰীপোখৰীত ওৰাইচীত বিহ সাধিলগত আয়োজন কৰা হয়। তাৰ পাছতে সাপ বিহুৰো সমাগম অসমৰ তুলি জন-প্ৰিয়তা লাভ কৰে। সাপ বিহুত বিহ প্ৰদৰ্শনকাৰীসকলে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ অংশত গুৰুত্ব দিয়া হয়। আৰু এই বিহ মূলতঃ দৰ্শকক আমোদ দিবলৈ কৰা হয়। এতিয়াও এই বিহ বহু নীতি নিৰ্দেশনা আৰু বুকাৰণ মতে পালি কৰা হয়। ইয়াৰ ফলত বিহ হ'ল এটি এক প্ৰদৰ্শন মূলক কলাৰ ৰূপ লয়। সাপ বিহুৰ জনপ্ৰিয়তাৰ কোৱত প্ৰকৃত স্বঃ সাপ চাহ তলৰ বিহ বিলুপ্তিৰ পথে।

২.২ বিহুর উৎপত্তি :—

বিহু শব্দর উৎপত্তি কিমান্তে নানান মতবাদ আছে, কিন্তু বেছিভাগ মানুহে সর্বসম্মত হৈয়া। কোনো পণ্ডিতর মতে সংস্কৃত 'বিষুবত' শব্দর পরা বিহু শব্দর উৎপত্তি হৈছে। ড্রাবিক 'বিষুবণ' শব্দর অর্থ পরিবর্তন এবছর ন্যূনি অনুযায়ী ছোৱা 'সূর্য' বা 'অন্ত'ৰ সময়ত দিনটোক সুতায় আৰম্ভ দিন আৰু বাতি সমান হোৱা দিনটোৱেই 'বিষুবত' বাবে পৰিচিত। সেই অৰ্থে কোচ বিহুৰ দিনটো 'বহাগ বিষুবত' বাবে পৰিচিত। নাম বিহুৰ দিনটো 'জেঠবায়ণ' আৰু কাতি বিহুৰ দিনা 'কোৱাত বিষুবত' বুলা হয়। কিন্তু যি সময়ত গ্রেগৰিয়ন ক্যালেণ্ডাৰ হোৱা নাছিল, তেতিয়াও বিহু আছিল। কাৰণ, বিহু কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান। অসমত আদিম মানুহে সমূহীয়া আনন্দ প্রকাশৰ উপৰেই বিহু উৎপন্ন। 'বিষুবণ' শব্দর পরা 'বিহু' শব্দর সৃষ্টি হোৱা হলে বিহুৰ সৰ্বজনীয় ৰূপ এটা বিষয় আলিলুইছেন, পণ্ডিতে সুকীয়া বৈশিষ্ট্যে অসমতো বিহু জীয়াই আছিল। অসমত, বিহু আৰু অনার্য সকলো জনগোষ্ঠীয় সমূহীয়া আনন্দ প্রকাশক এক উৎসব। যি সময়ত পৰিবর্তন বুজাত 'বিহু' নাম লৈ অসমৰ জাতীয় উৎসব হিচাপে বাতি আছে।

আন কিছু লোকৰ মতে, বড়ো সকলৰ 'বৈশাগু', ডিমাচাসকলৰ 'বুহু' কোচসকলৰ মিচুঙা, ত্রিপুৰী সকলৰ বিছু আৰু তিৰী সকলৰ 'পিচু' শব্দ ভিন্নি অসমৰ

বিহুর আগে আমরা আলি আদগর ও বড়ো আলিয়ে-দুটীয়া, -ডিকী, -কলাং আর -গোগোরোলি ব্যবহার বিচু'ও। 'বিচু' শব্দের -অর্থ হইছে 'আচাইওকে পরিত্র দিয়া'; -ঠিক একেদরে গোগোকে 'দুটীয়া' মানুষ হইছে 'পরিত্র পানীর ফাতা থাকা লোক'। পরবর্তী কালত অলিয়ে-ওয়াত "চ" আরো আগে "হ" ডি-বাদাও বিচু হয়। একেলনরে 'গোগোকে' চিচে হইলে হলং, হাবি আড়ী হলং না-চাপ আপ হলং। ও পরম চন্দ্র বাইকীয়াই 'দুটীয়া' দুটীয়াত অগ্য সহকারে উল্লেখ করিছে যে, 'দুটীয়া' ওয়াত বিচুক 'বিচু' বুলি ক্ষেরার হয়। "দি" শব্দের অর্থ "চু" মাচু-আনন্দময় বুজায়। গাইকে "বিচু" শব্দটি আলঙ্কারিক হে "পবিত্র" শব্দর প্রতিশব্দ হইছে।

-আনহাতে, একেক বিদ্বেশ্বর মতে- এ প্রকারে কবিছে যে টাই ওয়াত 'পায়ক' শব্দই গো-পূজা বা গো-উপাসনা বুজায়। "পায়" শব্দ মানে উপাসনা আর "ক" মানে একক।... -সহজ বিহুর আগ দিনা একক গা-উরাই গো-পূজা করা... আর পবিত্র একক স্থানক আমাকে অভিজ্ঞান দি গো-পূজার -মন্ত্রে সম্মান পাওয়া হয় বলে এই উপাসনাক 'পায়ক' বোলা হয়। সেই "পায়ক" শব্দর অপভ্রংশই "বিহু" হোবা বুলি করা কারণর অমূলক নহয়। অরশ্যে আমি অনেকে সে-রকমটি ভাব ছুদীক উপর নহয়-আরু কাও বা মানা বিহুত একেকটি একো নিয়ম করা নহয়। গাইকে বিহুর কথা আলি-দুটীয়া বিহু-আদি বিচার করিলে-দুটীয়া বিহু শব্দটোই অপভ্রংশ বুলি অনুমান করিব পারি।

2.৩ বিশ্ব প্রধান ধর্মগ্রন্থ :—

(i) বহাই বিশ্ব বা বাহাই বিশ্ব :— বহাই বিশ্ব বা বাহাই বিশ্ব বর্তমান কালের আন্তর্জাতিক উদ্ভাবিত ধর্ম। এই ধর্মের মূল বিশ্বাস হচ্ছে ঈশ্বর। বাহাই বিশ্বাসীগণ ঈশ্বরের মুক্তি কোরা হয়। এই ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে কিতাব-ই-আকদস বা পবিত্র গ্রন্থ, বিশ্বাস আগুনে বিশ্বাস করেন বিশ্বাসী ভাষায়। কুর্দী সংস্কৃতির আবর্তিত এই ধর্মের উৎপত্তি কালে আবির্ভূত হয়। বিশ্বাসীদের ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বরের অবতীর্ণ বাণী বিশ্বাস করে। বাহাই বিশ্বাসীদের ধর্মগ্রন্থ বাহাই বিশ্বাস করে। বাহাই ধর্মের প্রবর্তক বাহাউল্লাহ

বাতাবি লেবু বেঙ্গলী বরোচলিব চিনাকি হৈছে, গুণগি কমাইশীব মাজে অতিপ্রিয় জীয়নী আম। ডাকৰ পোৱালী বৰবোচলিই হৈছে ফলমূলে হেদোলেদোপে, লিলে বলমূলে, লগত লৈ মাকৰ গাখীৰ বিহ গালেই আছে। পাছে মাকহঁতে আপুনি বৰবোচলি কাপোৰে ঢোকোনী এবাকীকৈ পুজা কৰাইছিল। তেওঁলোকৰ মাজে বাবা মাপুনা নমাহে বৰ চুঁচুৱা, যে মাপে পানী না কাপুনা। চিগল মাপুনা মাকৰ বা ঢোকোনী বা আপেখবী। চহুটুক বৰবোচগলি মাপুনা হৈছে ৰঙচুৱা বা বৰমুৱা ঢোকোনী। এই বৰবোচগলোৰ পাছেই বৰবেকলো. বৰবোচাচলি, বৰবোচলি হৈছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে।

—অসমৰ কৃষিজীৰি মানুহৰ জীৱনৰ বিশ্বাসৰ লগিত অন্ন ছোৱা জড়িয়া জীৱনৰ ৰং, আনন্দ, আবেগ, অনুভূতিৰ উপৰত বহাই বিহুৰ আচাৰগুলি নাচনি পাই আৰু পাই উঠি—অসমৰ প্ৰকৃতি, চা-বাগিচা, পৰ্বত-পহাৰ, জোঁই-টিকিচি, দিহিং-ডিচাং-দিচাঙ, জাঁজি-ভোজাঙি, কপিলি, দিশাৰী আৰু বহুতিয়া পাৰ। কৃষি মেখেলা মাটিত হয়া প্ৰকৃতিৰ বুকুত হয়া তেনেকৈ মানুহৰ জীৱনতো হয়া। সেই হেঁতুকে স্বতঃস্ফূৰ্ত ভাবে হৈছে বিহু। বিহু সাৰ্বজনীয়া কৃষি আৰু কৃষিৰ লগে লগে। সকলো জীৱনতে নহয়, বৰ কুইৰ পাৰৰ জাতীয় জীৱনতো বহাগ বিহুৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। তাৰ এক সকীয়া বাপ আৰু সুকীয়া তাৎপৰ্য আছে। এই সকীয়াত্বৰ পৰিমিত আছে মহামিলনৰ উৰ্বৰ স্বভাৱ, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মুকুতা পাৰত মুখ মুখা বাবি নানা জাতি উপজাতিৰ মাজত বিভিন্ন কৰি থকা সমন্বয়। আৰু অসমীয়া এক ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঐতিহ্য। এই সমন্বয় আৰু অসমীয়া ইটো চুতীয়াক জাতীয়

কমিয়ে থাকেই যেন প্রতি বছরে বহুত আহু লুইতৰ পাৰিলে।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ে অসম। অসমৰ প্রতিটো মিলগীয়া জনগোষ্ঠী গেণে - বড়ো, তিৱাচা, বাঘ, নালুং, তিৱা, দেউৰী, চুতীয়া, লেপণোৱালি কচাৰী, মিচিং ইত্যাদি আদিহে অকীয়া বোশাকৰে বহু উৎ-যাপণ কৰি আহিছে। বসন্ত কালত প্রতিটো জন-গোষ্ঠীয়ে অকীয়া ৰীতি-নীতিৰে ভিন্ন ভিন্ন নামেৰে বহু উৎসৱ পালন কৰে। চুতীয়া সমাজে বহাগ-বিহুক বহু, তিৱাচা সকলে বিষু আৰু বড়ো সকলে বিহু বোলে। অসমৰ পাৰ্বত্যাঞ্চলীয়া বড়ো সকলে বৈচাগ্য বোলে। এতিয়া তেই দিনাৰ আমাই সকলৰ জন্ম কথা বুলি কৈ যাওঁ।

বিহুক অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বুলি স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ ৰাজত্ব কালত। (১৬৯৬-১৭১৪) স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই বহুত ভাল ভাল গায়ক-বায়ন, নৰ্তক-নৰ্তকী আৰু কলাকুশলী মানুহক ৰাজসভালৈ মাতি আনি আনুষ্ঠানিক ভাবে বিহু উপভোগ কৰিছিল। সুদীৰ্ঘ দিন ৰাজমহিষীৰ পথ প্রদৰ্শন কৰিছিল। অসমৰ সাংস্কৃতিৰ সেই সুবৰ্ণময়ী স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ, প্রমত্ত সিংহ আদিয়ে পৰৱৰ্তীকালত শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰত বাকচিত বিহু পথাৰ লগতে মহুজ, কুহুৰা মুঁজ আদিৰ আয়োজন কৰিছিল। আহোম ৰজাৰ দিনত পথাৰৰ আইঁত প্রচুৰ

তেলৰ পৰা দুইটা সৰু ডেকালিলেই নিছক বাওঁফালে যুৱলী
ঘীকুত পালে। বহুত বছীয়ালে প্ৰায়েই তাৰ তাকনীয়াই
দেউ কোৱা এই বয়াত নিছ বা বছালেই নিই সোৱনি বৰাগোহে
পালেগ কাৰবীয়ে অনুৰোধ কৰে। পুৰা বছৰটো হাবিয়ে
আমোলৰ লগত চাবলৈ এই নওা কাৰবীয়ে আৰু দেখা
চাল কাটি মাৰিলে আনি অভাবেই থয়। কেতো কেতিয়াই
যাবলৈ পৰা আতৰিবি আৰু কিছুমানৰ মাজে প্ৰায়েই তিতা
ঘোজাৰ কাৰণে হয়। নিহৰ দেখা গাৰীয়ে নিহঁতৰ আৰু ৰোহি দিয়া
নাই। এখন্তেক জীয়ৰী ছোৱালী সকলে ওৰণীত মুখ ঢাকি
পাচৰ মুখ কাটি ঢোকৰী পকাই লেচাই ওবাই হয়, এচামে
কপাৰ লেণ্ঠাণতি লেণ্ডচি মতৰত মুখা কাটি জোঙা পকাই
হয়। জীয়ৰী বোৱাৰী সকলে চোলাৰ কোৰ নৰা মুঠা
ফুলকলি লাখীয়ে লাখীয়ে জোৰ পাকমুখাণী ৰঙলি গাঁত
কাটি, কাই, আলত ঢোলোচিত পকাই, বাহুত মুখা ৰঙাই
ৰ' তুলি, পৰকাৰ মুঠিত এৰকা মাৰি, মাথুক-ইপাহাঁসপাৰ কৰি
দোৰপাত বুকুত থকা বাহুত তাঁৰ মাৰি কাণ-মাকৰি
ঢোলোচি পকাই নামা ৰঙাৰ ফুলবাটি মুখত বহু গাম লই,
চা-মোচা, বুঢ়া-মোচা, কী প্ৰাণী নাম, ওগাৰচা, মুগাবুলীয়া,
চিংা কুৰীয়া, বন কলা কাৰ চাপি ছোমাজৰ, মেজংকৰী
বিহা মেখেলা, চাদৰ, ছেলেং মনীয়া চাদৰ লৈ তাৰেয়াই
বিহুৱে বাৰু মাতু কৰি ৰাখে। গাৰুৰ সকলগুৰি হাবিৰ
পৰা কুহুমী ফুল চাই মুগাবাহৰ চুড়াত ৰোৱাই লৈ
ওজা হয়, নিহঁতলৈ নাচনীৰ গোপাত জাতি নাচৰৰ
বাদ্য। নিহৰ অহা দেখা ভিন্নকাৰ নিশা গাৱৰ সকলে পৰা

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিয়ে হয়ে থাকে তবে সবগুলো বিয়েই হয়ে থাকে। বাড়ি বাড়িগুলোয় বাংলাদেশে মানুষ হাজারী পোশাক করি থাকে। বিয়েবাড়ি ও বিভিন্ন কাজ-কাজ করার আগেই ঘোষণা দিতে হয় যে সবাই সকলের নিজের কাজে লাগে যায়। মানুষ হালকা বিয়ে হলো তাদের পরিবার, মা-বাবা মিলেই নিয়ে আসে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি বা নদীতে।

এই বয়স বিয়ে মুসলিম বর বিয়ে আর বড়রা বিয়ে। উপজাতি যে বিয়ে সাচাচর পড়া হয়, ছেলে বর বিয়ে। বড়রা বিয়ে আজকালে প্রায় লুপ পাইছে। বড়রা বিয়ে ছেলে মেয়ে তালব তালত এচাম ডেকারে বৈশুকার্ড নি চিকালীর ডেভাব্র মাম। এই বিয়ক ডিং বিয়ও হোচ্ছে।

বয়াগ বিয়ের সাতদিনিকে সাত বিয়ে বুলি হোয়া হয়। ডোক্তিজুর হোয়া মাত্র এই সাতবিয়ের ভিতরত গুরুত্ব সবত হোয়া নাম কীর্তনর সবে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান-ভুক্তি কথিত কথিত ছোটেই বহুবাড়ি আপায় আমোদালের পরা। হাত সাথি মাকু বুলি প্রবাদ আছে। এই সাতবিয়ে হৈছে গ্রুপ বিয়ে, মাতর বিয়ে, ডোমাই বিয়ে, ছেগেরী বিয়ে, মুর্হুমা বিয়ে, ডুলা বিয়ে, ডুলা বিয়ে বা এথা বিয়ে। বয়াগ বিয়ের পিচালোর পরাই হচবী হোয়া আরাম্ভ হয়। মোরাংবিয়া বিয়োহের পরাই তারপর বুজুগীত বয়াগ বিয়ে হচবী হোয়ার কথা উল্লেখ আছে। সব লাবাই বাঁতি বা ঘাগোচা পিন্ধি ককাঁলত ঢোলি তৈ-আর ডোরালি নিলাকে মুজার মাঁত পিন্ধি লোপাত কপৌ ফুল এপাই কোতকীর মোবালী

পাড়ি, কাঁসি, ঢাই ঘুঘেলা পাশ্চাত্য লাহরী অনুযায়ী মোচাকয়া যায়। এইসব সুরসুত ঘুগলম্ব বিহু গীত গাই সুরসুক্ত ঘোটেই বহুবাড়ো কুশলে থাকিবলৈ আশীবাদ দিয়ে। বিনিময়ত সুরসুই স্থানীয় দলটোক প্রোগাম এযাবি ক'ত যাই আবহণা পি পেরা কবে।

মিচিং সমাজত এইদবে হলী ঘুরিবি নিয়া আছে যদিও অসম বেলেগ ঠাইব। মিচিং ভেকা ডাঙৰ সকলে ইজন সিজনৰ হাত হাত ধৰি বহাগ বিহু গায়। এই কথাত আঘাত ঘোৱা বুলি কোৱা হয়। বিহুগীত বা বিহুমুখ্য কোনো সময়ত উনুজো কৰিলেই অসমীয়া আতীয় জীবনৰ সংস্কৃতিৰ কিছু আভাস পোৱা যায়। অতীতৰ বিহু নাম শুনাত ভেকা ডাঙৰৰ জীবন ঘৌবনৰ বিহু মিলনৰ বহি প্রকাশ যাচিছিল। লগতে প্রকাশ কৰিছিল জীবন নির্বাহৰ লগত সাঙোৱ খাই থকা বিভিন্ন দিশ। সকলো পিতাপুত্ৰ জাতক সাজি পিছিলা, নালগু বিনিয়ে ঘুৰে, দিয়ো পৰ কৰি কিয়া দিবা ভোকা, সৰু মাছ মাৰিব কোণে? শিকিলি সাহৰ ভেলত বাজুয়া তুলাৰ দলত উৰি ফুৰা মাৰব, গাভৰু হাঁৰ লগত সজনা, টকা ডোল, পেপা টুং ভোকতে গাইছিল, 'সবতে সবতে মাৰ্ক নাম্বী, পথাৰত নবতে মাৰ, শিমু মুলা বোৰ মোকৈ ভাবিছে তেওঁকৈ ভিবিবৰ মাৰ' বিহু গীতৰ গণছোৱা ভাওনাত আমোদ-আহ্লাদ ৰোৱে নাচনীৰ সৰা চৰেলা কৰে। এই জীবনৰ ঘৌবনৰ গীত, প্রেমৰ গীত, ঘোৱাৰ কাৰ্ত্তে ভেকা ডাঙৰৰ অবীমৰ

বিভিন্ন এ অঞ্চল ছাড়া লক্ষ্য আদি অধিবাস লোকসংস্কৃতি সম্পদের আদি প্রসারিত সামগ্রীর উল্লেখ আছে। বিভাগীয় আছে চাষাবাদ বিভিন্ন অলংকারের নাম। তালবিরি, তোলবিরি, চলপতা, লোহার দোহারদোষী, কুলমালি, খুরিয়া, লেকাপাত্র, গ্রাম মাঝ ইত্যাদি। বিভাগীয় আছে - মালোরোয়া, কাঁসিলা কাঁসিয়াতোলো, ছুই রোয়া, বাঁশ কাটা, চালান ঝাড়া আদি। কৃষক এভাবে আরও কার্যাই কৃষিজীবী সমাজ মানব কর্মময় জীবনের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাইছে।

বর্তমান সময়ের গ্রামীণ, শিক্ষার আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার লৌকিক সমাজ = জীবন ওপরও যথেষ্ট কারণ সমাজ সমাজ আধুনিক সভ্যতা - সংস্কৃতির সীমানত ছিন্নভিন্ন। লৌকিক আদমি-আমদানি - সমাজও কৃষি হোয়া কৃষি ঐতিহ্যের ভোরে কালক্রমে বিভিন্ন উপকরণ হিসাবে পরিচিত আর পরিণত হে সমাজ আর সংস্কৃতির সঙ্গে অনেক পরিবর্তন সাধনের বিভিন্ন উপকরণ। বর্তমান জাতীয় উপকরণ হিসাবে সমাজে পরিচিত।

(ii) কাতি বিহু :—

কাতি বিহু বা ডেকালী কণ্ডালী মহা অসমৰ আটায়ে ভুমুহুৱা বিহু হিচাপে আদৃতা। আহিন আৰু কাতি মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা কাতি বিহু পালন কৰা হয়। এই সময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ বাঁহ প্ৰায় শেষ হয়। আৰু আলি বাঁহ চপাবলৈ গাঁওৰ সকলো থাকে। অৰিহণা আদিবলৈ এই সময়ত উদযাপিত হোৱাৰ বাবে কাতি বিহুক কণ্ডালী বিহু বুলিও কোৱা হয়। এই বিহুত অসমীয়া মানুহে মনে মনে দুখক বিদায় দি ভবিষ্যতৰ বাবে সুখক আঁকোৱালি লয়। গাঁৱৰ চোতালৰ গাভৰুকালে আৰু গাঁৱৰ সকলোৰে মঙ্গল কামনা কৰি লাখেৰী আদিৰে চাকি জ্বলায়। কোনো কোনো ঠাইত আকাশ বাতিহো জ্বলোৱা হয়। কণ্ডালী বিহুত তিলৰ লাৰু, মাখন আৰু ভোগ প্ৰচুৰ পৰিমাণে নাসাধুকে। কিন্তু কণ্ডালী বুলিলে এই বিহুটি অনুপযোগী নহয়। কৃষি আচাৰ-অনুষ্ঠানৰে আৰম্ভ কৰিলেও এই কাতি বিহু শস্যৰ দেৱী লক্ষ্মীৰ সমাহিত বুলি গণ্য কৰা হয়। এইদৰে প্ৰাচুৰ্যৰ অহংকাৰ নাশ হ'লে মানুহৰ অন্তৰ আধ্যাত্মিকতাৰ ফালেৰে আলোকিত হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।

* কাঠ শিল্প লোকাচার :-

কাঠ শিল্প আমাদের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শিল্প। আসুন আমরা এই শিল্পের আমাদের লোক সমাজে আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠার ইতিহাসে সুপ্রাচীন কাল থেকে এখোরের দিনে পর্যন্ত কিভাবে আছে। এই শিল্প আজ সমাজের গায়ে আছে আমার জাতীয় ঐতিহ্য - সংস্কৃতি। আমাদের জাতীয় কাঠ শিল্প প্রচলিত লোকাচার বহুল সুন্দরভাবে মর্যাদা প্রদান করেছে। কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী কাঠ শিল্পের বহুলী শিল্প আর ভোজালী শিল্পের মধ্যেই মানুষ তার চেতনার ঠিকানা খুঁজে। বিভিন্ন কৃষি সম্পর্কীয় শিল্পের, বিবাহ আর আধ্যাত্মিক বিশ্বাস কাঠ শিল্প সবে লোকে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে আছে।

প্রতি, আহার, আশ্রয় মানুষের জীবন। মানুষ মাত্রই প্রেমের - ভালবাসা পবিত্রতার মোহে থাকে আর মনের মধ্যে কিছু কথা জন্ম করে। আমরা দুঁপাই এদের প্রেম গভীরে খোলা ভাবে, প্রেম হয় অকালের দিন। এই আপোন প্রেমা জীবনকে আমরা বলতে বিমুগ্ধতে হয়। শরৎের ফুলে ফলে, সোনালী মাঠের হয়। এত সময়ে শস্যের নবকাশে কীট - পতঙ্গগুলো জীবন রোধ হয়। পোকা-মাকড়, ঘরাই - চাষীকাঠি, নিশানি - এগুলো লাগে প্রাকৃতিক উপাদান মানুষ থেকে কুলায় হে পরা বাঁশের জোর গড়ে আপনার মানুষ

নোরালে, তাৰ বাবে গোস্তৰ ব্যৱস্থা হয়। সামুৰে নিমন্ত্ৰণ বাবে বিভিন্ন পৰিমাণ আয়োজন কৰে।

—অসমীয়া বাইজে কাতি বিহু ভোজ আৰু আনন্দৰ বিষয়ীয়ে সীমিত কথাত অনুষ্ঠানমূলক আড়ম্বৰ অৱশ্য পালন নকৰা আছিল। এই সময়ছোৱাত গৰহণত গোস্তৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ হয়, আনহি-অন্যান্য কৃষক বাইজক হেঁচা দিলে। হোৱেহে নিৰানন্দ আৰু হতাশাৰ মাজতো কাতি বিহু প্ৰাচীন কালৰে পৰা ঐতিহ্যিক একোটা সমৃদ্ধি মংগলৰ অৰ্থে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি পালন কৰি আহিছে।

ৰাকিব বচনত কয়— আহিন-কাতিয়ে বাঘিয়া পানী, মুগুটক বাঘে বজাই বানী। শস্যৰ সুবৃদ্ধা আৰু মংগলৰ অৰ্থে গাখীৰা মুগুৰে পৰাই জুইৰ ব্যৱহাৰ হৈছে গোস্তৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ প্ৰধান সাৰথি। এই জুইৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ৰমশঃ পৰিৱৰ্তন হোৱা মাটিৰ চাকলি পলি ওঁহা বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। এই মাটিৰ মাকি ওচৰেই তাহানিৰ হস্ত জুইৰ প্ৰতীক। মিছৰী চাকি কাতি মইৰ দিয়া মইৰ পৰাবণ মাটিৰে জ্বলোৱা হয়।

কাতি বিহু আলহৰ আতিৰ আমীয়াই মৰ— দুৱাৰ, আলি-পথালি, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰা। মৰৰ চোপাৰ বিছনাই ধুলদল কৰি থয়। লোক-বিশ্বাস মতে কাতি বিহুৰ দিনা মৰ-দুৱাৰ, চোতাল-পথালি চাকা-

ই আমলেও পথায় প্রতিমা লক্ষ্মী-দেবীর প্রথম মাটির আয়োজন হয়।

শাহিবে ঘেরা দিওড়ো প্রতিজন ঘরকেই নিজ নামায় ব্যস্ত হয়। ছোটদের আর বাঁশের কাঠ নতুন বছর মাটিতে টিপ ঘটি ছুলদী-ছুটি প্রদীপ করে। এটি সুন্দর তুলসী পুজো বই মাটি-কাঠি দিকা করে থাকে। কোনো কোনোরে ছুলদী-ছুটির চারিওকালে চারিদা কলর থুকিও রাখে। মাঝিয়া এই তুলসী ঘরের উপরি ছোঁসাই ঘর, ঘোঁয়াল ঘর, বাগানি পথার, ঢেঁকিয়াল, ছোহলি, পড়া কোণা, হাঁই - ছুখলীর ঘরলির সম্মুখত মাটির চাকি ঘুলোরা হয়। চাকি ঘুলোরির উদ্দেশ্যে দিগর আগতে মাটির চাকি আর আলিপা যোগার করি থা। আমার বাবু ঘরিতেও মাটির চাকির সমানি আমতী কালি বা ও ছৈতার বকলা ব্যবহার করু।

আবোলি পথার মল চাই আহার নাহিয়া/ঘরালে লাখিমিলে আরিহুঁত নাই বুলি ঘরে আর ছেগু ব্যক্তির ঘরলি লাখিমিথি আগমন নহয়। ফলত ভোগ লোক ঘরত অকাল হয়। মেয়ে সবর মূল মহিলা সবাকীয়ে হাত কাচি তৈল ঘিনা চারিও যায়। তাপি-থন মুছিয়া তথালে আজালি-কল পাত আর বড়াই বাগানি-পথার আরে মেরা লয়, আই লাখিমীক ঘরলি আমন্ত্রণ জানা।

সাজিয়া তোমার লাগি আসিনু হে বাস্তি-
প্রদীপখানি। কখন তুমি বাঁধন-হারা ফুটি মাটির
চাকি জ্বলাই আমার সাজের কামনা করে। আলো
সবার এক মুখেতে একটা লিখাইয়ি, কল; মুছিয়া আঁখুলি,
একটি পানীসহ মাটির চাকি জ্বলাই লক্ষ্মী আইলে মুখে
চিচ্চা করে। ওঁকাল যাক এটা মুখেতে একটা লিখাইয়ি,
কল: মুছিয়া আঁখুলি, একটি পানীসহ মাটির চাকি
জ্বলাই লক্ষ্মী আইলে বুলি ঠেকা করে। লক্ষ্মী দেবীর
সন্তুষ্টির বদলে এক্ষেত্রে কুসকে এই নিয়ম পালন করে।
একেত্রে লক্ষ্মী আসার পথ চোখেই থুলিবক বদলে
আমাতে উল্লেখ কথা গুলি মুখ, মুখের মুখ, কুঁড়ি
পাল; লোঁমাই মন আমিত মাটির চাকি ব্যবহার হয়।
আই সবখতীল লক্ষ্য দিক বুলি পড়া কেতিয়া ভিতরত
মাটির প্রদীপ ব্যবহার হয়। তুই দিনা বাসনী মনে
পরিষ্কার করি লক্ষ্মী আসার পথ সুগম করি রখা হয়।
তেই দিনা মোতিয়ে ঘর - দুবারী, কলহ - মাটি ঠাই ঠাই
থাকিলে লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হয়। আরু তেতে লোকর
কোনোও মুখ নুওচে এই কাম বিহিব আসিয়া পরাত
মোতিয়ে আকাশ বাতি জ্বলায়। আকাশ বাতি প্রজ্বলন
হেলে আমার উপরি পুরুষর আত্মা সন্তুষ্ট হয়।
কয়ে। সুখ আরু শান্তি আসরি দিন কটায়। আনহাতে
এই যাত্রি পশ্চিমা শ্মশানতো মাটির চাকি জ্বলাই মৃতদেহ

তুলসী পত্র আশির্বাদ নিয়মঃ

শাস্ত্রে বিষ্ণু আরাধনায় তুলসী পত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। তাছাড়া তুলসী পত্র ঔষধি গুণে ভরপুর। এই পত্র আয়ুর্বেদিক মতে প্রসাদের সাথে নিবেদন করলে তুলসী দেবীর নাম স্মরণ হয়। ঔষধি গুণের সুফলে সুস্বাস্থ্য ও সবার উপরি থাকুক। তুলসী পত্র ছিড়ার নিয়মঃ আকাশ পরিষ্কার থাকা অবস্থায় সূর্য উঠার পূর্বে ছিড়তে আমাদের শাস্ত্রে বলা আছে।

(i) তুলসী তুলসী ত্বং আই তুলসী / ত্বয়ী হ্যাদিত্বং ক্রিয়া / তোমাকে পুর্নিছো আই ত্বং তুলসী / শান্তি প্রকাশিনিয়া।

(ii) তুলসীর অগ্রে মূল পত্র ছিড়া / তাকে তুলসী বলা চলবে অবিশ্য ছিড়ে।

শাস্ত্রে বিষ্ণু মূল আরাধনা— স্বরূপ তুলসী সহ বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ব্যবহার আপনি গবেষণা করে যে উপকারী। সম্প্রতিক বিজ্ঞানে তুলসী সহজে আকারী নিউট্রন হলি ধরিতে প্রধান করা যে আজকেই কলিজিটি লোকে উপকারী হলি প্রত্য করি আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় আপে প্রদান করিছিল। সেগে তুলসী অতি চাকি অলাই আধুনিক গবেষণা করে: 'অকালে মৃত্যু হবণ্য, সর্বব্যাধি বিনাশনম'। এই ওষধি গুণ সম্পন্ন তুলসী ছাপার বৈজ্ঞানিক নাম হল Ocimum

Ocimum ই Labiatae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই তুলসী প্রচুর কাঁচা আর চাষি উভয় ওষুধি হিসেবে ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছে। তুলসীর সাথে অনেক পৌরাণিক কাহিনী জড়িত আছে। পদ্মপুরাণে আছে তুলসী গাছ যেখানে থাকে সেই জায়গা মাটি-মাখি আদি থাকবে না। সেই কারণে তুলসী গাছ প্রতিটি বাড়ি আঙ্গিনায় লাগানো হয়। আয়ুর্বেদে তুলসীকে অমৃতের সমতুল্য হিসেবে গণ্য করে। এই তুলসী পাতা সকাল বেলা মুখ-হাত ধুয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে গড়গড়ই করে বিশ্বাস করে।

কাতি মাহ হিন্দু দর্শন মতে পবিত্র মাহ। আহার, শাওন, ভাদ্র আর কাতি মাহত ঘরি পয়ন অশুভ থাকে। এই পবিত্র দিনগুলোতে নদী বা জলাশয় আর পানি তার আশে-পাশের মানুষ পবিত্র স্নান করবার জন্য পানিতে নামি আছে। সেদিনে এই কাতি বিহুর দিনার পরই বর্ষীয়ান চিন্তা-চর্চা, কৃষি শাস্ত্র পঞ্জি আর হুচুর চিন্তাত মগ্ন হয়। এই কাতি বিহু দিনার পরই সমগ্র কাতি মাহত তুলসী আর তাসমিয়া ঘরতে বাতি জ্বলায়। প্রদীপ বিশ্বাস এলে কার্তিক মাসের আশা পূর্ণ হয়। এই সময়তে আশা শাস্ত্র অর্থিয়ন কারি পুর্ণ অর্জনত যোগ্যিক সকলে ব্রতী হয়। আর

পাপ নাশন নামে ভগবানের অবতার প্রার্থনা করে।

বিহু দিনা অসমীয়া ঘৰে ঘৰে আনন্দে-উল্লাসে মাতি থাকে, আলোচনী চৰিয়া বুলি আখ্যা দিয়া হয়। দৰিদ্র জনৰ প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কৰি ছোৱা দিনা আজুকাল অসমীয়া লোকে আহাৰ গ্রহণ নকৰে। আৰু ছোৱা দিনা আজুকাল অসমীয়া লোকে আহাৰ গ্রহণ নকৰে। আৰু সেই দিনা ভাত খাব নোখোৱা বুলি এক জনবিশ্বাস আজিও প্রচলিত হৈ আছে।

মুঠতে কাতি বিহুক কেন্দ্র কৰি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত প্রচলিত হৈ আছে বহুতো যুক্তি সিদ্ধ নীতি হৈ আছে। কাতিৰ উদং ভঁৰালে গোটেই বছৰৰ অর্থনৈতিক অৱস্থাও পোচনীয় কৰি তোলে। ফলত মানসিক অৱস্থাও মানুহৰ ভাল নাথাকে। শুখন-বছৰে আনি কৰে; অর্থনৈতিক কাৰণৰ প্রতি ইঙ্গিত হয়। সেয়ে হয়তো কোনোবা অংশতে মানুহৰ মন সংযমী আৰু নিয়ন্ত্রণ কৰি ৰাখিবলৈ কাতি বিহুৰ সৃষ্টি এলে কিমিয়া-নীতি-নিয়মবোৰি সমাজ-ব্যৱস্থাত আহিল। সদায় সুকৰা আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰাকে সমাজে খিমলে কৰি আহিছে সেয়েই হল কাতি বিহুৰ সাম্প্রতিক ৰূপ। কতাল বা আহাৰ - অনাটন দিনত এই নিছি উদ্‌যাপিত হোৱাৰ প্রাসঙ্গিকতা এবাই চলিব লোৱাবে।

(iii) মাঘ বিহু :- দুই মাঘৰ সংক্রান্তিৰ দিনা হোজালী বিহু বা মাঘ বিহু হিচাপে পালন কৰা হয়। এই বিহু তিনিদিনি পালন কৰা হয়। প্ৰথম দিনা বাঁহ, মাহ, তিল, মহ, আদি আগুনত চপাই ভাতুৰে খোৱা হয়। এই সময়ত কৃষকসকলে গোটা চপাই খোৱা আচাই খায়। কয় এই বিহু হোজালী বিহু নামেৰে প্ৰচলিত। এই দিনা বনী-দমীয়া সকলোৱে ঘৰত দুযুটি বাঁহ কাঁহলি থাকিব থাকে। তেইকেৰে এই বিহুত ঘোৰা ঘোৰাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়। এই বিহুত নাদহ, চিৰা, নাখা কাৰ পিঠা, লাৰু, আৰু আদি মানুহৰ মনে মনে উপাদি পৰে। মাঘ বিহুৰ মূল আকৰ্ষণ হল ঘোৰা দৌৰা। এই সময়ত সূৰ্য্য মকৰ ক্ৰান্তিৰ পৰাৰ ওচৰলৈ যায় কয় এই সংক্ৰান্তিৰ বিহু বা ঔষাৰিক মকৰ সংক্ৰান্তি বুলা হয়।

মাঘ বিহু আদিম যুগৰ পৰা বহুতো মূলীয়া লোক সকলৰ প্ৰধান উৎসৱ আছিল। তুতিয়াদিনে পৰাই এই বিহু সমগ্ৰ অসমত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। চতীয়া আৰু আহুমৰ ৰাজত্ব কালত ৰাজকীয় ভাবে পালন কৰা হয় বুলি জনা যায়। ইয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতাৰে এই বিহু পালন কৰা হয় বুলি জনা যায়।

আহোম ৰজা সুৰ সিংহই বিহুৰ দিনা ৰং আৰু ৰঙালীত বিভিন্ন গুল- ৰেমালী, ৰং-বহুচৰ আয়োজন

কলা হইছিল। বাজারকালে ডা- ভাংবীয়া সকলের হাতে আসিও শাস্তি এই উপায় ঠিক করিছিল। আকাশ শোল-কচুয়া আদি চলাইক প্রক্রিয়ণ যদি বন্ধ লগোরা হইছিল। তেইদারে হাতী মুঁজ, বাঘুরা মুঁজ, কলী মুঁজ, মহ মুঁজ, কুলকুলি চবিষ মুঁজ আদিয়ো। সেই সময়াতে প্রচলন হয় হুলি জনা যায়।

উপসংহার— গারিব ভোকা সকলে নবা কাটি পুহতু ভোমর প্রভু বলে। উপকার দিলা ওঁলুকে লজা লাজি ভোজ জত মহি নাচি যাতি জনমারু থাকে। মেরিব নবারে ভোমরি সাজি গারিব বাহারু ভোমরও প্রেজত পায়। কিন্তু পদি গারিব বাহারে যিমি একলেরে দুই পুরাই নাম কীর্তন করে। ভোমরির কাছতে কষ্টি-কাঁহুরে সাজা মোচি আন্নি সংযোগ করা হয়। মেরি সাবিরাও প্রতিমোনিতামুলকরে ওখ হেরা দেখা যায়। মেরির ব্যবহার জানি অসমত তুলনামুলকরে বেছি। মেরির দুই বাহুরে সজা পানী হিলে ফুটোরাড়ে এক পরকরা। পানী জমা হেরা কোনো বাঁহক মেরির দুই তরহি দি দাম্পু আঘাত করা হয়। মেরির দুই জুলাই 'ভোগা হয়' 'প্রভু গল' যায় হল, আমার মেরি জুলা গল।' মেরির গল আশীর্বাদ লগে ঘাতির মণর আকাংক্ষা পুরণ হয় বুলি জনাবিশ্বাস আছে।

গার্মেন্টসে যেসব বোতাম ব্যবহার হয় তার মধ্যে প্রধান হলো চার ছিদ্রযুক্ত বোতাম। এছাড়া দুই ছিদ্রযুক্ত বোতাম আকার ভেদে দেখা যায়। কোথাও কোথাও তিন ছিদ্রযুক্ত বোতাম ব্যবহার করতেও দেখা যায়। এছাড়া বিভিন্ন আকারের আকৃতির ডেকোরেটিভ বোতাম ব্যবহার করতেও দেখা যায়। এছাড়া বিভিন্ন কালারের বিভিন্ন কিছু অফিসিয়াল কালারের বোতাম ব্যবহার করা হয়। জ্যাকেট, ওভারকোট ইত্যাদিতে হুক বোতাম ব্যবহার করতে দেখা যায়। হুক বোতাম হলো এক ধরনের ধাতব বোতাম। এছাড়া একটা ধাতব বোতাম অনেক জায়গায় ব্যবহার করতে দেখা যায়। ২ এক প্রকারের সিলভার বোতাম নির্মাণ করতে তামা কপার ব্রাস ইত্যাদি ধাতব পদার্থ ব্যবহার করা হয়। বোতামের উপরে আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন কালার করা হয়। বোতাম এক প্রকারের সৌন্দর্য বর্ধনের উপকরণ। ২ আধুনিক যুগের সমস্যার কারণে দ্রব্যাদি প্রভাবিত। বিভিন্নরূপ আর ভিন্নতা ভেদে বোতাম আকার আকৃতির ভিন্নতা দেখা যায়। যুগে-যুগে ভিন্নতার বোতাম আলাদা বোতামের এসেছে।

আদিতে বিভিন্ন ধরনের বা বোতাম ব্যবহার করতো কাপড়ে এবং মিলিয়ে করতে করিতেছিল। ঐতিহাসিক দিকের পর্যালোচনা করলে ২ টি ধরনের যুগের পর্যন্ত ইনি যুগের আবহাওয়ার

সমাজপতিক - মুচিয়া, যোগিয়া, মাঝুহে, তাঁতি- অন্তত তোহ মলাইছিল আৰু শস্য চপাই আলহ কৰিছিল। এফালৰ পৰা চাওঁতে প্ৰায়ে মানৱ সমাজৰ মধ্যে হাড়িলো মুচিয়া, মাছ ধোতি কামাৰ কামাৰ ভেৰল মালাক সমাজতেহে আঁতৰ কৰিছিল। ডোমাৰ বা ছোণিয়ে দুই দুপাই মানুহক প্ৰাণী সমাজৰ পৰা দূৰক কৰে আৰু মানুহৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠা কৰে। তেইদিনাৰ পৰা মাগ নিহৰ ইকা একমাত্ৰ হাতাৰ বহুলো আধিক প্ৰাণিণ-উপায়। পাৰাতিক খুত বা লোকাচাৰৰ দিশৰ পৰা অনুধাৱন কৰিলে দুয়া- মোত চণোৱাৰ কাৰণত বণ্য পশু উপদ্ৰৱ হানি পায়। হাতী মহ আহি আপদ সমূহত আক্ৰমণ কৰে আৰু ধকা বীণ আৰু শস্য নিষ্ট কৰে। যাৰ ফলত এখনিয়া বা গোটেই ভুই জ্বলায় আৰু পানী ছিটি কুটায়- বীলনি আৰু পথাৰ সমূহ বশ কৰে। পিছলে ইয়ে নিৰ্ভৰ বা বাপাণ্ডৰ মটি উজাৰ নাম পায়।

উজাৰ মাহ বিলাৰ পৰমাণ :-

ওপৰত উল্লেখ কৰি অহাৰ দৰে মানৱ সমাজৰ নিচাৰ মুহৰ পৰাৰ ফলিমুগালে উত্তৰণ মহিল। যদিও সম্প্ৰতীয়া- কালে উজাৰ কৰাৰ প্ৰথা একেবাৰে নাইকিয়া হৈছে। যাৰ ফলত সম্প্ৰতীয়া কটকাৰৰ ঠাইত আৰ্থনিক যুগা বা বৰ্ষা মুহাৰ পোৰ ফালে আধুনা উজাৰ কৰাৰ প্ৰথা প্ৰচলিত হৈছে।

বিশ্বের উৎপাদন বিল, নদী, পুকুরী, জলাশয় আদিতে একোটা চুবুরী বা একোখন গাবিব বাইজে মাছুহীয়াকৈ মাছ ধরে। জাতি বর্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো লোকে এই মাছ ধৰা উৎসৱ পালন কৰে। এই প্রথা অনুসাৰি বিল, নদী, পুকুৰী আদিত জাল, পল, জুলুকীয়া মাছ আৰি বাইজে সেই মাছুহে উৎপাদন ভোগ পায়।

উৎপাদন মাছ বিক্রয় নিমাল পৰম্পৰাত

পুহ আহি আম মাঘৰ সংক্রান্তি তথা দোমাহীৰ আগদিনা উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উৎপাদন বাতি ভোগালী বিহুৰোৱে গাঁৱৰ মানুহৰ বাবীৰ পথাৰ পৰি, শাক-পাচলি আদি তুলি কৰি তোলে। কাষেৰীয়া সৰু চুজলমান লগৰীয়া পিচি খোৱাৰ চলেৰে গোমাই আৰু বাকী চুজলমান মানুহৰ বাবীৰ পথাৰ কুকুৰা পাৰ, ভেকুৰা- জপনা, আদু-কৰি আদি তুলি কৰি লৈ যায়। এই প্রথাত ঘৰেই গৃহস্থালী সাধিগণে ওৰে বাতি যৰৰ বাবী উৎপাদন আদিৰ চুক বাগে। তেইবাবে এই বিহুক ভোৱ বিহু বুলিও কয়।

বাতি পুরার লগে লগে এগা পা দুই
মোজিও দুই লগাই দিয়া। জহ্ন ঝালি উঠিলে
সর্দ্দার গাভি মাহ, মাগুর, পিঠা, চাউল, মিঠা আদি
দি আত্মিক ভোজ করে। ভোজ খোবার শেষ অব
হইলে সকলোরে ফোঁট লগা অন্তে নবাব মুরিবী
নমকা দিয়ে কাচি খাঁই আদিরেই ভোজ কায়া।
এই বিধর মোজি খুবা আত্মি পূজারেই নাগাপুব বুলিব
পারি। ভোজি সব দহনর পিছে আবি খোবা বঁচোনি
লাগনী গছে গুলামরি দি ঐদিনর হাদিন করিবা
করা হয়।

বিশ্বাস করা হয় যে ছাই আরু আবি
খোবে বর্ষে পথার আরু বাতিচার উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
লে' টার্ন আরু সর্দ্দি প্রতিষ্ঠার দুই অলোরা ইতোপূর্বে
সকলেও উর্বরতার মাত্রিমা হিচাপে ছাই আরু আত-
চির কার্যকারীতার ওপরে বিশ্বাস করিছিল। তেওঁ-
লোকর বিশ্বাসর মতে গছর তল গছর মেজেরে
সুবর্ণচিরকে বন্ধার নিয়ম আছিল। এই দুইর রীতি-
নীতিরে অন্তে ঐতোপীয় মূলর বুলি বিশ্বাস করা
হয়।

বিহুৰ খাদ্যসমূহ-

গাখীৰ মিহি ডোখালি আৰু ডোখাৰ জুখাৰ দুবিধ হোৱা হয়। বিহু উপলক্ষে অসমীয়া ঘৰিত পিঠা বনোৱা হয়- জলপান, পিঠা-পনা আৰু লাৰুৰ প্ৰভৃতি। এই জুখাৰৰ এক বিশেষ পিঠা হৈছে তিল পিঠা। ইয়াৰ উপৰিও খোলাচাপৰীয়া পিঠা, ঢেকেলী পিঠা, পাটী পিঠা, দুধ পিঠা, মিলা পিঠা, নুগুলী পিঠা, তেল পিঠা, চুঙা পিঠা, ভেকা পিঠা, মালপোৱা, কল পিঠা, ঘিলঘিলী পিঠা ইত্যাদি তৈয়াৰ কৰা হয়। অনুপাৰি ভজা চাউল, হুকুম, কোমল চাউল, চিৰা, মদহ, মুৰী, আখৈ, চুৰা, চাউল ইত্যাদি জলপান তৈয়াৰ কৰা যায়। যৰতে পতা বিভিন্ন ধৰণৰ মেলে- টেঙা ঘৈ, চুৰা ঘৈ, একি ঘৈ, আখাপেৰে আলহী অতিথিক আপ্যায়ন কৰা হয়। বিহুমান- অবশ্যে জলপান আৰু বিভিন্ন মেলে = হাজো- বৰাদিয়াৰ ঘৈ, পৰভোজৰ গামৰি, জোলাঘাটৰ মিঠা- মৰাৰগুৰ, তিনিচৰ চাউল, জাগীৰ মহৰ চৰা ঘৈ। লাখিমি আহৰৰ হেঁপাহ নাজানো জোলা ঘোৰানপানীৰ গাদৰিৰ নদীয়ে ইলিচ, নগাৰৰ লাচিমি কাঙোনা, ডেকাৰ বণাৰৰ মাছ, কাকতোঙাৰ বাঘলি।

* আগ কাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোয়া বিভিন্ন খেল তেঁয়ালে ঃ—

(i) চাকাইন যুঁজঃ- অসমৰ প্রায়োত অনুষ্ঠিত হয়গ্রীৱ মাধৱ দেওালয়ৰ বুলবুলি সহিত যুঁজে এক মুকলি প্রতিযোগিতা কৰি আহিছে দুটা বুলবুলি চৰাইৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই যুঁজত সৰুটোক শক্তিশালী বুলবুলি চৰাইটোৱেই জয়লাভ কৰে। এই বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হোৱা সঠিকভাৱে নহয়। কথিত কাহিনী অনুযায়ী মাঘ মাহৰ প্রথম দিনা এজাকী দুষ্টলৈ হয়গ্রীৱ-মাধৱ মন্দিৰ দর্শন কৰিবলৈ আহি গত দুটা বুলবুলি চৰাইৰ মাজত এটা যুঁজ খেলি মুগ্ধ হৈ পৰে আৰু তেখেতৰে পৰাই গত বহুদি আমি এই যুঁজ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে।

ইয়াৰ বাবে বিশেষ ধানৰ বাহয়ত বুলবুলি চৰাই ৰখা হয় এমাহ মান যুঁজৰ প্রশিক্ষণ দিয়া হয় তেকাৰ দিনা নিচা জাতীয় ভোজ খুৱাই বুলবুলি ৰাৰ উত্তেজিত কৰি ৰখা হয়। আৰু পাছদিনা অন্যান্য বিহৰ দিনা যুঁজৰ বাবে সজা বিশেষ মঞ্চত বুলবুলি চৰাইৰোৰ এৰি দিয়া হয়।

এখন মুঁগত দুটা বুলবুলিয়ে জংগল করা আৰু সিহঁতে
কেনেকৈ শিকাৰী হয়: তাৰ পাছত মুঁগলৈ যাত্রা কৰা
হয়। মুঁগত হোৱা বুলবুলি চৰাইবোৰক আঁঠুকি
দিয়া হয়। মাটিলগত এখোপা চেঁচা ঘাঁহ ৰাখি
দেখুৱাই দুটা বুলবুলিৰ গাত মুঁগ লগোৱা হয়।
মুঁগ দেখুৱা পাদদৰ্শিতাৰ পিছত তিনিটা বুলবুলি-
চৰাইক প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ প্ৰদান-
কৰা হয়, চৰাইৰ মালিকে এই বঁটা লৈ কৰোঁতা
শেষ হোৱাৰ পিছত চৰাইবোৰ মুকলি কৰি দিয়া হয়।

বৰ্তমান বুলবুলি চৰাইৰ মুঁগ প্ৰতিযোগিতাৰ
যাজৰ অবিহনত (বিশেষকৈ সোণাৰী টিলা আৰু
ডালীটেলা গাঁও) প্ৰচলিত হোৱা দেখা যায়। অৱশ্যে
মাজে মাজে জীৱ-জন্তু প্ৰেমী সংগঠনি সমূহে এই
মুঁগৰ ব্যাপক সমালোচনা কৰাও দেখা যায়।

(ii) মহ মুঁগ ঃ-

মাঘ বিহুৰ সময়ত মহ মুঁগৰ আয়োজন সম্পৰ্কে
বিশ্বজিৎ ৰাভা মহোদয়ে কোৱা মতে এই মেল আহোম
ৰজাৰ সময়ত ৰংপুৰৰ ৰাপহী পৰাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল
বুলি জনা যায়। আহোম ৰাজসভাৰ সদস্যসকলৰ মনোৰঞ্জন
কৰিবলৈ এই মেল আয়োজন কৰিছিল।

মাঘ বিহুত মুঁতত আগত প্রহণ কৰ
মহলোৱৰ আহিল- কাতি মাহত প্রতিপালন কৰি
খাদু কৰোৱা হয়। মাহ মুগা গাভিলাত মুকলি
পথাৰিত হয়। আৰু দর্শকসকলে নিৰাপদ স্থানৰ পৰা
এই খেল উপভোগ কৰে।

মাঘ বিহুৰ মুঁতত দুবিৰ বস্তি- জাতি-
মাহে অংশগ্রহণ কৰা দেখা যায়। অসমীয়া আৰু
আদিবাসী অসমীয়া- মহৰ শিংযোৰ মোলাই, কপাল
বহল আৰু অবয়ব বাহুৰ। ইহঁত প্রতিপক্ষত ওচৰত
গৈৰাৰ লগে লগে লগা মুৰুটো জাঙি ফেৰ পৰে।
জোৱালে নাকি মুলি দিয়াৰ পাছত কপালে কপালে
মুখা মাৰি গিজেৰে ইহঁত ইজাৰে সিটিক আঘাত
পাবলৈ চেষ্টা কৰে। কিন্তু ইহঁতে বেছি সময়
মুষ্টুজ।

আনহাতে আদিবাসী মহে বহুসময় যুঁজি থাকিব
পাৰে। ইহঁতৰ শিংযোৰ মুখলীয়া। ইহঁতে ইজাৰে চাটিক
একৰকত আঘাত হানিবলৈ চেষ্টা কৰে। এই যুঁজক
কৈয়নি আসমত কাপ যুঁত মুলি কোৱা হয়। মাহে যুঁতত
দুই দুটা মুদি লয়। যুঁতত প্রবাৰ হোৱা মহে জাকত
চৰাত মুখৰ আগত মহৰ লগত যুঁজে।

(iii) কণী যুঁজ :-

কণী যুঁজ অসমৰ এটি প্ৰিয় খেলা বহাগ বিহুৰ দেই দিনা আৰু পাছদিনাই ই আৰম্ভ হে বিহু উকলা লৈকে কণী যুঁজ চলি থাকে। যুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰা কণীবোৰক যুঁজাই। খোলাৰ ওপৰত বিন্ধি থিৰ কৰা টান কণি কিনি আনি যুঁজালৈ লয়। টান কণীৰ নাম দিয়া বা হোৱা কঠিন অথবা নখেৰে চুকুৰীয়াই কণীৰ কাঁহীত নিৰূপণ কৰিব লগা। কণী যুঁজৰ আগতে দুই যুঁজাৰুৱে মাজত দৰ-দাম ঠিক কৰা প্ৰয়োজন। 'দৰ-দামৰ দ্ৰাবা' কণীক যুঁজোৱা হব বুলিয়েই বুজায়। দৰ-দাম ঠিক হোৱাৰ পিছত এজনে কণীৰ এটা ফালেৰে আনজনৰ কণীটোৰ মাজলৈকে দিয়া ফালটোত মুখা মাৰি দিয়ে। যাৰ কণী জয়ী হয় সেই কণীটো কণী নওজাতকক দিব লগা হয়। খোলা হোৱাৰে হাঁহ কণীৰ মাজত দুই এটা বুকুৰা অথবা ডিমিকিডলৰ কণী মিহলাই কণী যুঁজায়। পিছত বিশ্লেষ কৰা কণিবোৰ হেনো পাতহাঁহৰ কণীতকৈ টান। খোলা হোৱাৰে পাত বিহুলৈকে বা হোৱা কণী নওজাতকে বাহি হোৱাৰ ভাগী হয়। এনে কণীক কোৱা হয় পাত বিহৰ হেনো কণী। কণী যুঁজত অবাধ ৰঙ্গ-বঙ্গিতা প্ৰকাশৰে অংশ গ্ৰহণ কৰে।

(iv) কড়ি খেল :-

কড়ি খেল অসমীয়া, বেঙালি আৰু বাংলাদেশৰ এবিধ পৰম্পৰাগত প্ৰাচীন খেল। অসমৰ লোকসকলে পৰম্পৰাগত ভাবে বহাগ বিহুৰ সময়ত এই খেল খেলিহিল। কড়ি খেল হৈছে একক বা দলীয়ভাবে খেলা দহাকলৈকে খেলি পৰা এক প্ৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতা মূলক খেল। এইখেলত পুৰুষ মহিলা উভয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। বঙালি বিহুৰ সময়ত এই খেল এতিয়াও জনপ্ৰিয়। কড়ি খেল কেঁচা কৃষ্ণৰ লগত জড়িত আৰু ই প্ৰজননৰ প্ৰতীক হিচাপে অসমীয়া সমাজত গ্ৰহীত। কড়িখেলত যদি কোনো পুৰুষৰ কড়ি ফুটে তেন্তে সেই পুৰুষৰ ভাগ্যদেৱী হয় আৰু জীকিলে অবিবাহিত বিবাহৰ বেলা মিলে বুলি কোনো কোনোৱে বিশ্বাস কৰে। অসমীয়া বিবাহ পৰম্পৰাত দৈ কইনাৰ মাতত বিভিন্ন খেল-ধেমালিৰ লগত কড়ি খেলাৰ প্ৰথা প্ৰচলিত। এই খেলত মহিলা সকলে সংসাৰ চলোৱাত তেওঁ আৰিক পটু বুলি জনা যায়। ইয়াৰোপাৰি সন্তান জন্মৰ পূৰ্বে লৰা লৈ ছোৱালী জন্ম হ'ব সেইসম্পৰ্কীয় অনুমানৰ কাৰণেও কোনো কোনো অঞ্চলত কড়ি খেলাৰ নিয়ম প্ৰচলিত।

গোরুর গাড়ি গোরুর এক প্রকার ভুগ্রা খেলা বাংলা বহুপ্রচার করা হয়। ইহাতে চারিজন মানুষ একত্রে ১৬টা কাড়ি তৈরি করে। এই খেলা আশ্বিন মাসে দিনু উপর তিহার বা দীপাবলীর সময়ে সব আর বাজারের জন্য খেলা হয়। এর্কেনা উপরোক্ত এই কড়িগুলির দেবী লক্ষ্মী আর সমাদর প্রতীক হিসেবে উপাসনা করা হয়।

(৭) নাও খেলা :—

প্রাচীন কালের পরা মিলোর খেল আসাম প্রচলিত তার ভিতরে নাও খেল অন্যতম। আসাম এক নদীমাতৃক দেশ হোয়েছে পানির লগত জড়িত খেলসমূহ অতি পুরানি। ইহার ভিতর নৌকা চালনা মুখ্য। পুরানি কামরূপ সাম্রাজ্যর আগে পাছে উদ্ধার হোয়া শিলা লিপি, তাম্রপত্রর অনুদান আরু সমীক্ষা কাকত দলিল সমূহেত তাক প্রমাণ করে। বর্তমানেও নাও খেল অত্যন্ত জনপ্রিয় খেল। বিশেষত বর্তমান সংবাদ মাধ্যমর প্রচারর ফলতেই বহুলভাবে প্রসার পাইছে। নাওনি অসমর বর পেঁজা, নলবারী আরু পলাশবারী লগাত গোৱালপারা অঞ্চলত এই খেলে পর্যটকর দৃষ্টি

আবর্ষণ করে। এইগুলি বর্তমানে এক প্রতিযোগিতামূলক সর্বজনীন রূপ নিয়েছে। বিহু আর দুর্গা পূজা দুয়ো দিনসব লক্ষ লক্ষ মানুষ এই অনুষ্ঠানি পালন করা। নামনি অসমৰ সৌ ঐতিহ্যসমূহৰ এক বহুমূল্য রূপ লয়েছে নাওখেলৰ নাওসমূহ সাধাৰণ নাওতকৈ দীঘল আৰু ভিন্ন প্রকৃতিৰ আৰু ৰংবিৰঙিৰ। নাওখেলৰ লগত জড়িত আন এক লোকাচাৰ হৈছে নাওখেলৰ গীতসমূহ। ইয়াক নাৱৰীয়া গীত বোলে। এই গীতসমূহত মূলতঃ জীয়নৰ প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হোৱা দেখা যায়। ই অসমৰ লোকসংস্কৃতিৰ এক অনুপম উপাদান।

* মাঘ বিহু উপলক্ষে অসমত অনুষ্ঠিত বিভিন্ন খেলসমূহ :-

(1) জোনবিল মেলা :-

অসমৰ এটি অতি আকর্ষণীয় জনপ্রিয় হল জোনবিল মেলা। মাঘবিহুৰ জলাৰ মধ্যবর্তী অৱস্থিত এখন পথাৰ হৈছে তিনি কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এখন বিলৰ নাম হৈছে জোনবিল। এই বিলৰ পাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা মেলাৰ নামেই জোনবিল মেলা। মাঘ পিহৰ পিহৰ দিনহে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে পয়লা বৈশাখ মেলা। অনেকেই এ দিন বাড়ি থেকে বের হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। অনেকে এ দিন বাড়ি থেকে বের হয় না। অনেকে আবার বাড়ি থেকে বের হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। অনেকে এ দিন বাড়ি থেকে বের হয় না। অনেকে আবার বাড়ি থেকে বের হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়।

(ii) মাসী মেলা:—

মাঘ বিহু বা পূর্ণিমার দিনে সংগতি মাসি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিহু সম্মুখীয়াজের নাম পালন করা হয়।

উপলক্ষে, বাংলাদেশ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স গাজী মুর্শিদাবাদ বিশাল আয়োজন করা হয়। সমস্ত বিশ্ব এই অংশ বৈশাখ সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লক্ষ সংস্কৃতি বাঙালি মেলবো আয়োজন করা হয়।

2.৪। লোক সংস্কৃতি পরম্পরাগত শিক্ষা- জাতীয় চেতনাবোধ জাগ্রত করতে এক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা লয়। লোক সংস্কৃতির বিষয়ে। লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি কৃষিভিত্তিক বিষয় আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতীক বলা। জাতীয় জীবনত লোক সংস্কৃতির ভূমিকেন্দ্রিক বিষয় আমাদের জীবন ধরে এটা জাতির পরম্পরাগত প্রমূল্যবোধক প্রতিনিধিত্ব করা। লোক সংস্কৃতি বলা তাদিকি মুহূর্ত পরা ভারতীয় সংস্কৃতির বুঝত দুটা বিষয়ে প্রবাহিত হয়ে আসছে। আবিষ্কার ভিত্তিত থাকবেও শিল্প সংস্কৃতি আর অর্থি বোধ পরিপূরক বাড়ি লক্ষিকি আর লোক সংস্কৃতি হচ্ছে সিদ্ধির পরিপূরক রূপ হিচাবে গণ্য করা হয়। ভিন্নমাত্র বিষয় হেলে এটি লোক সংস্কৃতির উপাদান এই সংস্কৃতির অনুষ্ঠান অঞ্চলীয়ার জন্য জীবনচলে জীবনযাপন আচার পরোয়া বচ্চা, বিয়ে, মিটিং, উৎসাহ আদি জনজাতীয় সাংস্কৃতিক একেতার ভালেছে আদি বুঝত্ত্ব আমদিয়া জাতি গঠিত সহায় করিছে।

অসমীয়া প্রতিটো জাতীয় উৎসবসমূহ সামাৰি বিহুৰে ৰকীয়া ৰূপ লাভ কৰে। যদিও বিহু প্ৰসঙ্গে কোনোটো জাতীয় কালৰ পৰা আহিল কোৱাটো কঠিন। বিহু নামৰ পৰা বিহু আহোটো হৈছে বুলি অনুমান হয়। বিহুগীতৰ যোগেদিহে কয়-

"বিহুটি আহিলে কলিয়াবাৰে
বেহাইদেউ লৈছিহি চিহ,
গাঁৱৰ বুঢ়া-ডেকাই আদৰি আনিলে
বিহুগীত একাঁকি চাই।"

অসমীয়া ৰাহাজ মাহত অসমৰ বিভিন্ন জাতি-জনজাতী সমূহে ৰকীয়া ৰীতিনীতিৰে নিজ নিজ বিহু পালন কৰে। অসমীয়া বিহু চাৰি ভাগত ভাগ কৰা হয়। প্ৰথম দিনা চৰু বিহু। পুৱা মাহ হালিবৰে এটা নদী বা পুখুৰীত গোৱাই-ধোৱাই চালনিত কাঁচি লেহা কেঁচা হালধি, জাতিলাউ, ৰেঙুনা, কেৰুলা, খেকেহা আদি চৰুৰ ডাঙত বান্ধি লাউখা, জেৰেঙা মাখি দিলে দিলে বাঢ়ি যা, মাৰ পৰা বাপেৰ পৰা, ওই হবি বৰ চৰু বুলি মাগিয়তীয়ে কোৱোৱা হয়। আবেলি আজুৰোতাল, পাঁচ জোতাল আৰু বা ঘৰৰ মজিয়াত বান লেৰা, মুঁহ, লইজাবৰি, বিহ লতনী, জেৰুকা

আদিবাসী জাক দিয়া হয়। এত ধোঁইনিলে আহোতে
বিচনীত নহলে আমোচা দি বিচি নহলে পনা দিয়া
হয়। দুই পৰীয়া ইমসিকেন্দ্রিক অসমীয়ার ঘোৰ বৰষুণৰ প্রতি
হেঁয়া এক বিশেষ সম্মান। দ্বিতীয়া দিনা মানুহবে
বিহু। সেই দিনা খুৱা মাহ হালধি-বে আ দুই অসমীয়ার
আদৰৰ প্রমোচাখন বহুয়ানি হিচাপে ভিতিত পিন্ধি
জেকী অলক আছি জৈ হেঁয়া কৰি বিহু উদযাপন
কৰা হয়। পুন্যাৰে পনা হেকো সাৱেদকালে পৰম্পৰাগত
সাজ-পোহাক পৰিধান কৰি মুকলি প্রাঙ্গণত লগতে
মানুহবে মৰে মৰে হুঁচৰি নাচি আনন্দ উল্লাস
কৰে। অসমীয়া বহাগ বিহু মুখ্য ভূমিকা লয়া
আমোদোমাগে। বিহুত দিনা তেজপি আৰু আমোচা পিন্ধাই
সম্মান জনোৱা উপাৰি সকলে হুঁচৰি আহিলে মান
মান হিচাপে আমোচা পৰাই আসৰলৈ দিয়াৰ
পৰম্পৰা আছে। তদুপৰি ডেকাই ডেকাই মুলি হাতত
টিপগুড় দিয়া বিহুবান মাগেও যেন সৌৰভই দিয়ে।
যৌতুক আদানি কৰা বহাগৰ দিনা কেইটাৰ কথা।
অসমীয়াৰ সাজ-সজ্জাৰ এক বিৰল চালোকি হল
মুগাৰ মেখেলা চাদৰ। এয়াকী অসমীয়া গাভৰু
মুলিৰে প্রস্তুতি পৰাকে বঙ্গা কলেজনীয়া মোপাত
কলেজলৈ গুজি এবেলা জৈ গামুচীয়া কথাটোৰ মুচলমী
মুহুলি, আমোল, কঁচাৰী সেই জৈ হাত জুহকাৰ তোলে,

মুগল লোকেলা চাদৰ পিন্ধি নাৰীৰ এক পূৰ্ণ পৰিচ্ছদ ৰূপক সকলোৱে হাজি পায়।

নিধন দিয়া আমোলি আগ কলি, কঁচিল কলি, নিমপাত, কাচুৰ মইল আদি একেলগে মহিলাই গোৱালি এটা পলমনীয়া আছে। এই পলমনীয়া পদ্ধতিৰ পদ্ধতিৰ তিতৰত ইজনি আৰু নাগনিয়ে মাজে মাজে কিছু কিছু ভিন্নতা হকা দেখা যায়।

সময়ৰ গতি অতীতৰ হৰিডিগীৰি চিনিহৈ পৰীয়া বিহুৱে, আহোম মুগীয়া কৃষি সংস্কৃতি আৰু সময়ৰ প্ৰয়োজনমান মাত্ৰ বদলাই মাত্ৰ পৰিছে। ১৯৯১ চনত ৰাজা গোবিন্দ বৰুৱাৰ আশাগুৰীয়া প্ৰচেষ্টাত প্ৰথম ৰাজহুৱা অসমীয়াৰ বাপাত আহোম বিহুৱে ভিত্তিগড় মাত্ৰ পৰিছে। মাটিমুমি বিহুৱে আৰিক জাগ্ৰিয়তা লাভ কৰি বিশ্ব দৰবাৰত স্থান লভিলেও অতীতৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজত ভিন্নতা আহি পাৰিছে। জাতি-ধৰ্ম-ভাষা-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে উত্তৰ-পূৰৰ সম্প্ৰীতিৰ মাধ্যমে মৰিত বিহুৱে উনকিয়াল কৰিলেও আধুনিকতাৰ সাঁচে জাতীয় সংস্কৃতিৰ মুঠি লবাইছে। অতীতৰ ভোগ মোহিয়াল মনৰ জড়তা ভাঙি নতুন উদ্দীপনা অগ্ন্যুপ্ৰাণ ৰবীন্দ্ৰ বিহুৱে জন সমাজলৈ আনি দিছিল আনন্দৰ জোৱাৰ। কিন্তু বৰ্তমানৰ বিহু প্ৰতিযোগিতামূলক। অতীতৰ মুকলি মুকলা চলি অহা বিহুৱ মুকলিয়া সুৰে আধুনিকতাৰ চাপ লৈ দৃশ্য-শ্ৰাব্য কেছেটত স্থান ললে।

২.৩. বিহু গীত :—

—অসমীয়া লোকসংস্কৃতির বাপতি অনুষ্ঠান—
বিহুর সময় যিবোর গাওঁ হয়। সাধারণতে চারি
—প্রকার গীত সাধারণকে বিহুগীত বুলি কোরা হয়। বিহু
—অসমীয়া সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অংগ। বিহুগীত
কেইটা —অসমীয়া লোক আহিলর কোনর মূলসুরি
সম্পদেই নহয়, অসমর লোক দীঘলপুরা অবিচ্ছেদ্য
—অংগ। বিহুগীতর বিষয়বস্তু হুচরি গীত আরু বয়োগীত
দুজাবিকৈ পরে। হুঁচরি গীতবোর নির্দোষ কৈশোরর
—ভরা, আশীর্বাদ সূচক প্রহীন-তারর গীত। হুঁচরি
—চুলতে থিয় হৈ হুঁচরি প্রতিটো পিন্ধা আশীর্বাদর
—অসমীয়া মানুহর আন্তরিক বিহুগীতর মাজেরে
প্রকাশ পায় এনেদরে —

এটা বাঢ়িত নহওক, এটা বাঢ়িত পনক
এটা বাঢ়িত খুতরা থাকক,
খুবর চুলি চিরি আশীর্বাদ করিছোঁ
খুবই কুশলে থাকক।

—আগতে বর গীতবোর মৌন-পর গীত, পথারীতর

গীত। এই গীতসমূহের সাধারণতঃ বিয়ে তলিত মুহূর্তে গাওয়া হয়। নির্দিষ্ট কিছু সময়ের হেরফের হলেও মোটামুটি বাহুতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনুষ্ঠান করা হয়। বিয়ের গীতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এর সহজ সুরবিন্যাস। সুরবিন্যাস বলতে কিছুতে নিয়ে বিভিন্ন -কে বিভক্ত করতে নিয়ে গীতের সাহায্যেই প্রকাশ করা—

চৰাই হৈ চাকিমৰি চুঅ, বা পুষ্পবীত
লাও হৈ লাগিমৰি লগুত থালত,
সাম্মিকাকো ৰিবি কুমা সাই আহিমনি
তেমাত কুমলিয়া গালেত।

বিয়ে-গীত অসমীয়া ঐতিহ্য ঐশ্বর্যৰ অমূল্য সম্পদ। অসমত কম-বেছিমান, অসমীয়া সাধুতত আকা; ৰেছিমান আছিলনি, আনসমূহ ৰিমাহ, ধুলোৱা ঠনাধনোৱাত অনুষ্ঠিত চিত্ৰত পাহিছে প্ৰকাশ পাইছে বিহগীতৰ মাজেৰে।

বিয়নীত আৰু তাৰ নাম :—

অসমীয়া সমাজৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যত বিহু-গীতে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ সমল। তেওঁলোকৰ চিন্তা সুখদুখকে প্ৰকাশ পাইছে। যৌৱনৰ সপোন বহা তেওঁলোকলগৰ মাজে অসমীয়া গাভৰু। যৌৱনৰ সম্পৰ্ক আছে নিবিড়। তেওঁলোকৰ প্ৰেমত ভৰি দে-আছে। গাভৰু যৌৱনৰ সময়ত উদ্ভাসিত কৰা মনোৰোম আবেগ প্ৰকাশত অসমীয়া গাভৰু যৌৱনীয়ে বাৰীটোৰ ভিতৰতে চুমাৰ সুকুমাৰ মুহূৰ্তত লুকুৱা হৈ থিয়া কৰত কাণোৰ লৈ অসমীয়াৰ মুৰা বনাইলৈ গৈছিল। বাৰীৰ ভিতৰত সুতা কাটি কাপোৰ বোৱাৰ কথা বিহু-গীতটোত পোৱা যায়।

সাজনে মুনি দিয়া সাজনে প্ৰাণে খুবী
থিৰ মুনি দিয়া সাজনে
বাৰীৰ ভিতৰত কাপোৰ বৈ দিয়া
বঙালী কাই সাৰিবলৈ বাকী।

বিয়ে-বাদি অসমীয়া সমাজৰ এক সনাতনীয় প্ৰথা।
কাত চুলৰলৈ যুগলাই কাৰ্ডে অসমীয়া বিয়াবিলাকে
অলেৰ হৈ লাহেৰে বিয়ে-বাদ হৈ থাকিলগৈ।
বহুবেকৰ বিহুৰ মিলা ভেঙুজনক বিয়ে কৰোৱা
পিয়াৰেই অসমীয়া সমাজৰ এক লক্ষণীয়। সেইদুটি
— বিহুৰ মিলা ধৰণৰ প্ৰথাৰ প্ৰয়োগ আমাহাল
হোৱা লাগে দুয়োৰাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰোঁ বিয়েৰান
এনেদৰে কি ৰহণৰ আৰিবাদ দুয়োৰাৰে এক
প্ৰচলিত প্ৰথা। কিন্তু এৰণে বিয়াবিলি সম্পৰ্কেই যদি
বিহুবাদি এনেদৰে দিব পোৱাৰ্হে। হেনো বিয়াবিলি
পৰাকীৰ কাৰ অতিকায় লাগৰ কথা। বিহুগীতত
~~অসম্ভব~~ আছে:—

— মাৰত দুখালি-দুখালি বাৰীত ওই-দুখাই
তৰি দুখালি দুখালি বলা
— বহুবেকৰ বিহুতে ৰহণৰ নিমিলা
কলাৰ সমাৰি বলা

— অসমীয়া সমাজৰ সম্পৰ্কৰ সম্পৰ্কে কৰোঁ চুবিয়া চাবৰ হুমুনিয়া
— তিৰোতাৰ বিয়া হুমুনিয়া, ওলা: কৰি সনীয়া

কালৰ আগত উদ্দেশ্য বিহু-গীত গোৱা-যায়—
—তেতে হুঁহিলো তেতেকে চিনিলোঁ।
মোৰ জনম তেখাবি ওৰি
সাতলে কাঁহ ঠবিয়া শুনা কথা পাছুৰি
—আহিলো ওঁবে বিহে ফাৰি।

বিহু গীত আৰু এৰ মুহাইলি:—

বিহুগীতৰ মাধ্যমেৰে অসমীয়াৰ মুহাইলি চিত্ৰসমূহ
—ফুলনৰেকে মুগাই ৰাখিছে। —অসমীয়া মানুহৰ
—এৰত বৰএৰ, মৰলা এৰ, চুৰা এৰ, ৰাঙালী এৰ,
—ঘোমাই এৰ, তেৰাল এৰ, লোমালি এৰ, আদি
—মুকিয়া মুকিয়াইকে আছে। ইয়াৰ
—ওচৰতে অসমীয়াৰ আদৰৰ ৰীতি, সমাজ
—ব্যবস্থা আৰু জীৱন-সাধনৰ চিত্ৰসমূহ
—অতি সাবিধাৰকৈ প্ৰকাশ পায়।

—অসমীয়া এৰ সমাজ সাংস্কৃতি এৰত ব্যবহৃত
—কৰৰ মাৰনি কামী- কুলা- ৪।৫

—আদিত বহুল প্ৰয়োগ বিহু-গীতত গোৱা
যায়।

অসমীয়া সমাজৰ কাহৰ কাহী- বাটত - মোৰৰ
- চুলাত কথা হয় চুলাৰে ঘাটিৰ সুখ- দুখ
- বুজে—

ভেতে নাও বুলি পলো ভিতৰলৈ
- হাতত লোঁহাটি লৈ, ...

- বিহুনীত আৰু কুমি :—

বিহু মিহিলুকৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ, মোৰেহে
- বিহুৰ কৃষিজীৱী অসমীয়া লখাৰৰ লগত সম্পৰ্ক
- অতি নিবিড়। আহাৰৰ সাহ- সমোৱাৰ লগে- লগে
চুলতিয়ক লখাৰত হাল- কোৰ, মাটি সৃষ্টিৰ
- সপোন বুঢ়ী আহিনৰ সৰমাত লখাৰ মেৰিজীয়া
হয়। কৃষিজীৱী অসমীয়াৰ মন- প্ৰাণৰ আকাঙ্ক্ষাৰে
বুহপাহেৰে হিলাচি পৰে। আঢ়ুৱানৰ বতৰত হাৰনীৰ
- হাতত মুঠিও সোনগুটি আই- ওৰালত
- সমায়, ধিন হৰ্ষ অকা কলাহি- সমুকী
গাভুৰুনীৰ বুকুনেত আতুৰ সুখিল

- বুঢ়কাতিৰ মনত কথা- বিহু- গীত
প্ৰকাশ পাই- ঢেকনেকৈ :—

বয়লৈকে সমাজত বীন মই আছিলোঁ-
সৃষ্টি বাস্তিছিলোঁ আপোঁ;
তোমাকৈ চেনেহত পাবি বুলি লাহৰী-
চেনেহকো কাষিলোঁ মাতোঁ।

এনেদৰেই বিহুগীতৰ মাজেৰে কুসিৰ লগত
অসমীয়া চুকৈ লাভৰৰ প্ৰেমৰ এখনি মধুৰ চিত্ৰও
ফুটি উঠিছে। এনেদৰে চহস্ৰ বছৰ বিহু-গীত
অসমীয়া সমাজৰ আলোন খুজিলে। ইয়াৰ
প্ৰতি ফালিত-ফলু অসমীয়া জাতিৰ জীৱনৰ
ইতিহাস। সিয়েহে অসমীয়াৰ হিয়াৰ
আমঠু বিহু-গীতৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পোৱা
অসমীয়া জনগণীয়মৰ প্ৰেমানুভূতিৰ লগতে ইয়াৰ
সাহিত্যিক চমৎকাৰিত্বৰ- বিহু-গীত সমূহক
আৰহি চমোহনীয়া কৰি ৰাখিছে।

৩.২ — সাধাৰণী বা মন্তব্য :-

বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ। অসমীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বিহু এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিহু সাধাৰণতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বিহু উৎসৱৰ প্ৰতি মানুহৰ বৰ্ষক আকৰ্ষিত কিয়নো বিহু মানুহক আনন্দ প্ৰদান কৰে।

অসম আৰু অসমীয়া জনসাধাৰণৰ নিৰ্ভেল দাপোন এই বিহু। বিহু সাধিওঁতা কৃষিভিত্তিক উৎসৱ বৰ্তমান ই কৃষিভিত্তিক উৎসৱ হৈ থকা নাই। ইয়াক এই সামাজিক ৰীতি ঘুলিছে মানবিলৈ বীবলৈ। সময়ৰ লগতে বিহুও আধুনিক হৈ পৰিল। সাংস্কৃতিক চেতনাৰ সোঁতাদি অসমীয়া মানুহৰ অন্তৰ্জাত মনত হুম্বকি মাৰিলে গোন প্ৰথমে বিহুৰ কথাই মনলৈ আহে। সাম্প্ৰতিক সময়ত ধৰ্মবৰ্ণ, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অসমৰ মানুহে জাতীয় উৎসৱ বুলি মানি লোৱা উৎসৱটোৱেই হল বিহু।

বিহু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। বিহুত অসমীয়া সমাজৰ সকীয়া কলা-কৃষ্টি সুখ-দুখৰ মূৰ্ত হৈ উঠে। হৈ প্ৰেম, ভাইছবোৰ, মৰম চেনেহ, শান্তি আৰু একতাৰ প্ৰতীক। অসমীয়াসকলে এই বিহুক লৈ বিশ্ব দৰবাৰত গৌৰৱ কৰে।

৩.২ঃ — গ্রন্থপঞ্জিকা—

১। Google → http/WWW. festivalsofindia in/bihu

২। লোকিকা আলপ্রী বরা, " অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বহাগ বিহু', পৃ- ১৪-১৬

৩। ড° বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা, অসমৰ লোক-সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা— ১০৭

৪। ড° নাৰায়ণ দাস, ড° পৰমানন্দ ৰাভৱংশী, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কণিকা পৃষ্ঠা— ১৭০—১৭২

৫। Google— http/online. assam. gov. in/ web/guest/introduction of assam.

৬। Google— http/ assam dodge-tripod.com/ bihu1. htm

৭। ড° নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা, অসমৰ লোকনৃত্য পৃ— ৩০—৩২

৮। ড° নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা, অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ আভাস, পৃ— ৬৫—৬৬

৬.৩. — সহায়ক গ্রন্থ পঞ্জী —

① অৰ্মা ড° নবীন চন্দ্ৰ, — অসমীয়া লোকগীত।

② শৰৱন্না ড° বিবিকি বুঢ়াগোঁহাঁ, — অসমীয়া লোক সংস্কৃতি।

③ দাস ড° নাৰায়ণ, বাজবংশী ড° পৰমানন্দ — অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কণিকা।

④ অৰ্মা ড° নবীন চন্দ্ৰ, — অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ আহৰণ।

⑤ Google — http://www.festivalsofindia.in/bihu

6) Google — http://assamdaily.tripod.com/bihu1.htm.

৩.৪ সমাপ্ত দাঁতা

ক্রমিক নাম	জীবিকা	ঠিকানা
১। ডঃ অনুপমা রায়	শিক্ষিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
২। ডঃ আছমা ইয়াছমিন	শিক্ষিকা	লক্ষীপুর
৩। চন্দ্রানী দেবী বর্মণ	শিক্ষিকা	লক্ষীপুর
৪। আবুল বেপারী	ব্যবসায়ী	শাকওয়া
৫। আফরোজ হোসেন	প্রভাষক	লক্ষীপুর
৬। বাপালী হাওং	প্রভাষক	মহাবিদ্যালয়
৭। শ্যামলিমা তুলসানা	ছাত্রী	পশ্চিমকুড়িগ্রী জেরালপারা
৮। শিউলিরা খানম	ছাত্রী	কাশাপুর জেরালপারা
৯। নাজমা আকতারা	ছাত্রী	লক্ষীপুর জেরালেপারা
১০। নাসরিন ইয়াছমিন	ছাত্রী	লক্ষীপুর জেরালপারা

ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- ওজাপালি।

কাকতঃ- ASM-HE-6056

দাখিলকর্তা-

নাম ঃ- পায়েল সাহা

শ্রেণী ঃ- স্নাতক মহলাৰ ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নং ঃ- UA-201-101-0097

পঞ্জিয়ন নং ঃ- 20023090

শ্রেণী ৰোল নং ঃ- 102

তাৰিখ ঃ- 15-05-2023

তত্বাবধায়িকাঃ-
ডঁ অনুপমা ৰাভা

মুখবন্ধ

এই বিশ্বিত বিষয় বা প্রবন্ধ সংগ্রহের মুখ্যত মুখ্যত কথার অবতারণা করতেই পথা বাবিন প্রকাশক মহাশয় চাহিয়াছিলো। সমাজে সংসারে বিভিন্ন পাঠকদের বিচারি আসনি করিছিলো লোক প্রবোধ বিদ্যা শুধু তথা আকার নয়া বিদ্যালয় অবস্থিত বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান ডঃ অনুপমা বাড়া বাইলেকে। বিভিন্ন আলোচনার পাত খুলিয়াছি শুভাশালি সম্প্রতীর বিষয় যোগ বাবি ১টি লিখিতমাত্র কারণ করিলে লোক বহুপাঠী তথা বাঙ্গালী খুলিবা পাঠক আগ্রহ কলিকা রাহাছি। বাতিকে আলোচনা প্রবোধ বিদ্যা শুধু তথা বহুপাঠী দুরোপালীর বহু লোকের কথাতে কহি এই কথা বানি বিষয়গুলি প্রস্তুত করিবলে কৃতজ্ঞ হৈছো। যোগে লোক সহায়কারী লোক প্রবোধ বিদ্যা শুধু ডঃ অনুপমা বাড়া বাইলে লোকে লোক বহুপাঠী দুজনী লৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলো।

এই বিষয় মন প্রস্তুত করোঁতে বিবিধ লেখকের বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ পাতি লেখা আদির সাহায্য লোড়া হৈছে তেখেত কারলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন জানালো।

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"ojapali"** submitted by PAYEL SAHA. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/01/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor
Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা নং:

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা — ১-৫

১.১: পরিচয়

১.২: অর্থনৈতিক সমস্যা আর উদ্দেশ্য

১.৩: অর্থনীতির পদ্ধতি

১.৪: অর্থনীতির পরিধি

(1) ক্ষুদ্রতর পরিধি

(2) বিস্তৃতর পরিধি

দ্বিতীয় অধ্যায়: যুগোপযোগিতা জ্ঞান আর প্রসাদ — ৬-৭

তৃতীয় অধ্যায়: যুগোপযোগি আর বস্তুনিষ্ঠ সম্পর্ক — ৮-১২

৩.১: যুগোপযোগি আর বস্তুনিষ্ঠ মূল্যের সম্পর্ক

৩.২: ক্রমহ্রাসমান ভাগ

চতুর্থ অধ্যায়: যুগোপযোগির প্রকার ভেদ — ১৩-১৫

৪.১: যুগোপযোগির শ্রেণী বিভাগ

৪.২: সময়কাল আশ্রিত যুগোপযোগির ভাগ সমূহের বিস্তৃত আলোচনা

৪.৩: সময়কাল অনাশ্রিত যুগোপযোগির ভাগ সমূহের বিস্তৃত আলোচনা

পঞ্চম অধ্যায়: চেম্বারলিন সূত্র — ১৬-১৭

প্রথম অধ্যায়

অনুশীলনী

১.১ নিবন্ধ:

গুহাপালি অবশ্যই এক অনবদ্য সৃষ্টি। ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে গুহা আজ বাহুক গুহা পালি স্থাপত্য কলাকে নিয়ে অবশ্যই এক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে।

অতীতে যারা গুহা স্থাপত্য হয়ে আছে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত গুহাপালির উৎস বিশ্লেষণ আলোচনা করলে প্রথমেই আমি ভারতীয় স্থাপত্য স্থাপত্য গুহাপালির মধ্যেই বাদুড়া বিহার পাই। দক্ষিণাত্যে এই ভারতীয় স্থাপত্য স্থাপত্যের এক আশ্চর্যজনক বাস সাক্ষর অবশ্যই গুহাপালি আখ্যা দিয়া হয়েছে। এগুলি চলত অবশ্য হওয়ার জন্যই গুহাগুলো বিহারের জন্য নয়ই কোন জন্য বসবাস করা আর অবশ্য নয়ই ভারতীয় গুহাগুলো ক্রমান্বয়

রাষ্ট্রীয় কাজে সূচীত অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানের পরিবেশে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান স্বাধীন সার্বভৌমত্ব তুলে ধরে কাজ করে। অনুষ্ঠান রাষ্ট্রীয় সংগীত আর নৃত্যের ইহার বিশেষ স্থান আছে। গীত-নৃত্য আর অভিনয় এই তিনটি বস্তু ইহার সাথে জড়িত হয়ে আছে। এই সিদ্ধান্তে গীত আর নৃত্যের কাজ করে ঠিক তেমনি অভিনয়ের কাজ করে।

১.২ অনুষ্ঠানের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য:

গুরুত্বপূর্ণ যেই আমাদের অনুষ্ঠান বলতে প্রথম প্রচলিত অনুষ্ঠান। কিন্তু বর্তমান আমাদের উন্নত বলতে এই আধুনিকতার কালে আছেই যে আছে। আর নানান অনুষ্ঠান, প্রথা আদিতেও সাহিত্য রচিত হয়ে। যতদিন আসি অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদের বলতে ভাল-মন্দ সকলো বিষয় নীতি-নিয়ম, অনুষ্ঠান আদির

বিয়ের বাণিত লাগে। আজ এই বক্তব্য বিবাহ রীতি-নিয়ম তথা অনুষ্ঠান, আচার-ব্যবহার আদি নেই হয়ে এসব বক্তব্য তথা বাংস্কৃতির অস্তিত্ব। আশি প্রবান মানুষের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার জানতে পারে যে মানুষ এত কোথায় জন গোষ্ঠীর হয়।

শুভাপালি হচ্ছে আমার অঞ্চলীয় সমাজের এক অতি গুরুত্ব পূর্ণ আর প্রচলিত অনুষ্ঠান আর এই শুভাপালি আমার সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হোয়ার কারণে হয়ার আমার সমাজের গুরুত্ব বহুকালে কতি বাসির লাগে। রতি কে আমার সমাজের প্রচলিত এই শুভাপালি অনুষ্ঠান টো নিতি বাসির কারণে এই বিষয়ে আমি আলোচনা করাটো অতি গুরুত্ব পূর্ণ মনে করা আমি শুভাপালি সম্পর্কীয় কিছু-কথা বলতে বিষয় দিলাম তোর জানিত পারি। আজ এই শুভাপালি অনুষ্ঠান টো আমার অঞ্চলীয় সমাজের

সাথে কেন্দ্র করে তাদের আয় ব্যয় কেমন আছে জানি ও পারি ।

১.৩ — অর্থায়নের পদ্ধতি :

— অর্থনীতির বাজারে এক প্রচলিত অনুষ্ঠান হচ্ছে শুভাপালি । — আমি এই শুভাপালি বিষয়টা অর্থায়ন করতে কোন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করছে ।

১.৪ — অর্থায়নের পরিসর :

— অর্থায়নের পরিসরকে দুটা ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হচ্ছে —

(১) — ক্ষেত্রের পরিসর ।
(২) — বিষয়ের পরিসর ।

১/ — ক্ষেত্রের পরিসর :

— আমার অর্থনীতির বাজারে প্রচলিত শুভাপালি অনুষ্ঠান বিষয়টির অর্থায়নের ক্ষেত্র পরিসর হিসাবে বিশ্লেষণকে আমার অর্থনীতির অর্থনীতির বাজার তথা অর্থনীতি থেকে-কোন কোন ধরন-সুবা বাদ দেব । শুভাপালি বিশ্লেষণকে প্রচলিত স্থান নির্ণয় করা লাগা

স্থলে আমি অন্যদের কাছে লাবিব কারণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত এক অপরিহার্য সম্পর্কের অনুষ্ঠান।
অপরিহার্য রীতি-নীতির দ্বারাই এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয়।

ব্যক্তির ওপাপালি অর্থাৎ সমাজের শ্রেণীর পরিবর্তন বলতে বুঝি যে, একজন মানুষ যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই শ্রেণী থেকে কোনো একটা ধাপ অতিক্রম করে আরেকটি ধাপে উন্নীত হওয়া।

২/ বিষয়ের পরিচয় :

লোক আলোচনার বিষয় হচ্ছে ওপাপালি লোক আলোচনার বিষয়ের পরিচয় বলতে গেলে ওপাপালির নাম, ওপাপালির প্রকার, ওপাপালির পরিচালনা কৌশল, এই অনুষ্ঠানের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, পরিবেশনা কলা হিসাবে ওপাপালির শ্রেণীভুক্তি ইত্যাদি বিষয় গুলোই হচ্ছে লোক আলোচনার বিষয়ের পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছড়াপালির বন্ধ আর প্রসার

শুধু বাংলা ভাষার চর্চার ক্ষেত্রে তালেখিনি ছাড়া ছড়া পালি অনুশীলন প্রতীয়মান নহে বরং সংস্কৃত পড়া হয়। ইহার চেয়ে আর বিকাশ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে পারি হয়ে আছে। এই দৈনিক সংবাদ অনুসারে মহাপ্রজাপতী গৌতমের দ্বারা এই ভিক্ষু কথা প্রথম পড়া হয়েছে প্রচলিত হয়। পালিভাষা মাগধ প্রবেশকী অহিংসাই প্রমুখ দ্বারা এই বক্তব্য আরম্ভ করি বিভিন্ন সকলের শিক্ষাই বুলিত বিহারে ছড়াপালি বলতে বিস্তার করে। কিছু কলাই আর কেন্দুকলাই এই দুই সোপানের বাহ্যি বিক্ষোভে ছড়াপালির জন্ম বুলি বলা হয়। প্রচলিত।

বৌদ্ধিক প্রয়োজন জাতিকের পড়া বিভিন্ন পণ্ডিত তোচার্যের স্মৃতি তথ্যের অবদান ধর্ম্ম তাদ্র ভাষার বক্তব্য ও চর্চিত বাক্য। আর বৌদ্ধ সুত্র বিভিন্ন বাহিত্যে এই ছড়াপালি প্রাচীন কালের পর প্রচলন সকল তথ্য দেখা যায়।

গুলাপালির আর একটা নাম পাখরাজি। এই নামটা মূলত: সংস্কৃত পাখরাজিক বা পাখরালি থেকে এসেছে। পুঁথিতে ইহার অন্য আরও নাচও পুতলা। কিন্তু আদিতে এই নাচ গোপ পুতলা নাচ বলেই গোপে হইত। কিন্তু কথা অনুযায়ী বাসন্তীও লোপ লোপে এই পুতলা নাচ পাখরালি আর গুলাপালি দুটো ভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিণত হলো। পুরনো কালে অবশ্যই কাহিনী ছিলো, গল্প ছিলো, আর গোপালে আর ছিলো কিছুমাত্র মুকাভিনয়। কৃষ্ণ আবির্ভূত হলে বা নাচ আর অধ্যায় হলেই কবিতা ইহাতে ভিন্নতর গুলাপালি হলো অন্যতম।

ইহার খুব ভাল, লয়, সুর, তাল ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন গুলা চাপনি, তাল তথা কাহিনী ভালো করলো কেন্দ্রীয় লোককে অভিভূত করি তোলে। নাচিয়ে একজন গুলা আর পাঁচজন পালিয়ে এই নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেছে সচিত্র ছাড়ি বিশেষে ইহার বিস্তৃত দেখা পেয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়

ডুপ্লেক্স আর্থ ব্যবস্থার পরিচয়

৩.১ ডুপ্লেক্স আর্থ ব্যবস্থার ধারণা ও পরিচয়ঃ

ডুপ্লেক্স অর্থনীতি হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে বিশ্বের ব্যবসা ও বাণিজ্য একসাথে কাজ করে। বিশ্বের সব দেশের ব্যবসা ও বাণিজ্য একে অপরের উপর নির্ভর করে। আমরা যে জিনিস ব্যবহার করি তার অনেক কিছুই বিদেশ থেকে আসে। আবার আমাদের দেশের তৈরি অনেক জিনিস বিদেশে রপ্তানি হয়।

ব্যবসা হলো আর্থিক লাভের জন্য কোনো কাজ। আর বাণিজ্য হলো একাধিক ব্যবসা একসাথে।

গীত বোধি মূল মহাকাব্য বা পুরাণের কাহিনী ক্রমে শ্রোতাকে আবৃত্তি করি শিক্ষা দেয়। যেই বাহ্য বক্তাকে আচলতে আবৃত্তি কারকে তুলির পারি। পাণ্ডুলির মহাভারত থেকে শ্রীকৃষ্ণ কারকে বক্তাকে প্রতিবাদ (synonym) ও বলে থেকে নদিকেশ্বর 'অভিনয় দর্পণ' ব্যাখ্যা করেছে তার সাক্ষী কাজ লিখিছে, "বাক্যকে মূল মহাকাব্য (রামায়ণ আর মহাভারত) বা পুরাণের কাহিনী শ্রোতার আনেত পারি করে আর মূল সংস্কৃতের দরুণ লোক সুদক্ষ কাহিনী বক্তার নিচনাকে নীত বা সুনর্দ্দ আবৃত্তির ব্যাখ্যা করি প্রচার করে। শ্রীকৃষ্ণ বক্তাকে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পুরাণ বা অন্যান্য পুরাণ আবৃত্তি করে। ও বোধে আরো উল্লেখ করিছে যে শাস্ত্রীয়ভাবে বর্ণনায় উৎপত্তি উদ্দেশ্য কি মহাকাব্য আবৃত্তি করা হইছিল তার সাথে

কোনো এক শ্রেণীর অতি প্রচার দ্বারা গোষিত
হয়ে আছিল ।

বাস্তবতা কাল্পনা দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে
আবৃত থাকা উচিত নয়। বিশ্বাস
প্রাচীন সময়কালের গল্প আর গল্প হওয়ার
সম্মিলনে গোটা মানব এই বাস্তবতা বহিত
আজি নাটকীয় উপাদানের সন্ধান পাইত ।

কল্পিত সকলের বাস্তবের সাথে
একে তুলিত পারি । কিন্তু কল্পনা কল্পিতের
দ্বারে সীমা আবৃত করে । সময়কাল আর
পুরাণের আবৃত বহু পুরনি কালের গল্প চলি
আসিছে — ইতিহাস (Legends) আর
পুরাণ সমূহ (ancient tales) কল্পিত সেটি
সোনা তিনটি সত্যিকল্পিত কল্পিত সৌরাণিক নামের
এক শ্রেণী আবৃত্তি কালকে আবৃত্তি
করিছিল । এই কথা ডি. বাঘারুলে
স্বীকার করিছে । কল্পিত- সৌরাণিকের
আবৃত্তি প্রথা আর বাস্তবতার প্রথা
সমস্ত ভারত বর্ষতে আছিল । বাস্তবতার

প্রথম সাম্রাজ্য ভারতে মুঘল কালের প্রথা প্রচলিত আছিল। কুলত আৰু ওস্তাদ চৌদ্দম কলিলে সাধনী দিয়ে সে সাম্রাজ্য ভারতে সাম্রাজ্যত (সাম্রাজ্যত আশ্রয়) পড়া আৰু বাসী প্রথা আছিল।

এই দুই সুখ্যাতি সে বাসকতাত পাঠশালা হ'লে ৰাষ্ট্রীয় পাঠশালা। ই বিদ্যালে ভারতবর্ষত মুঘলি কালত বিস্তৃত আছিল। আৰু বর্তমানলৈ অনেক পাঠশালা হিচাপে চলি আহিছে। এই বাসকতাত পাঠশালা কেতিয়ালৈ সম্পূর্ণ হোৱাত সীমিত নাছিল, ই আজি হোৱালৈও প্রসারিত হৈছিল।

৩.২ বাসকৰ ভাগ :

বাসকক দুটা ভাগেত ভগোৱা যায়।

ক) পাঠক আৰু খ) শিক্ষক। পাঠকে কথিত চোৱাত আৰু শিক্ষকে শাসুহক

শিক্ষক সিটের দেয়ালে তাকে বাঁধা
করে। এই কাজে পানি ফেলে রাখা
উচিত পানি অনুচ্ছেদ তুলে আর
দাইনা পানিতে কাজ করি আছি।

চতুর্থ অধ্যায়

গুহাপাল্লির প্রকারভেদ

৪.১ গুহাপাল্লির শ্রেণী বিভাগ :

পাঠ, প্রসঙ্গ, গঠন আর পরিবেশের কারণের পরা গুহাপাল্লিক কেবলমাত্র ভালের ওপর পাল্লি। বসবাসের পরিপ্রেক্ষিতে পরা দিনের মূল বা চারণ পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করিলে, সেইদিকে বাসস্থানিক আর বংশীয় কারণ বাদ্যিত বা বসবাসের পরিপ্রেক্ষিতে পরা বিভিন্ন গুহাপাল্লির জন্ম হয়। বাহিনী পরিবেশন করিই গুহাপাল্লির সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য হলেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে বর্ণন করিবলে ভিন ভিন গুহাপাল্লি সৃষ্টি হইতে পারে।

বিভিন্ন কক্ষ অনুযায়ি গুহাপাল্লি অনুষ্ঠান হোক দুটি বড়ো ভাগে ভাগ করি

শাখা :

ক) মহাকাব্য আঙ্গিক ভিত্তিক আর

খ) মহাকাব্য অনাঙ্গিক ভিত্তিক ।

ক) মহাকাব্য আঙ্গিক ভিত্তিক :

মহাকাব্য আঙ্গিক ভিত্তিক যে বাহ্যিক মহাভারত আর রামায়ণের মতো পুরাণের কাহিনীর উপর নির্ভর করে । এই ভিন্ন ভিন্ন যে প্রশ্নাঙ্কের কিছু কথার বাহিরে অন্য কোন মাপাই ছিল । কিন্তু প্রশ্নাঙ্কের উপাদান সকা বন্দনা বা গীত ছোট্ট পুনা মাত্র হ'লেও এই বিষয়ে বর্ণনা বলে আধুনিক । এই মহাকাব্য আঙ্গিক ভিত্তিক বাংলা ভিন্ন ভিন্ন বা বড় ছোট্ট ভিন্ন ভিন্ন হলেও জানা যায় ।

এসব মহাকাব্য আঙ্গিক ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করা হলো :

১/ বাংলা বা বিদ্যাসুন্দর বা শিবায়ন ভিন্ন ভিন্ন

অমগা বাওা পোড়া গুণাপালি ।

২/ বাশমিন পোড়া গুণাপালি বা বাশারোব গুণাপালি ।

৩/ ভাইরা গুণাপালি বা ভাইরোয়া গুণাপালি বা ভাইরা ।

৪/ দুলাবরী গুণাপালি ।

৫/ কন্ত্রীয়া গুণাপালি ।

৬/ পাম্বালী গুণাপালি ।

৭/ দুলড়ী গুণাপালি ।

৯) মহাকাণ্ড অনাশ্রিত গুণাপালি :

মহাকাণ্ড অনাশ্রিত গুণাপালি মহাকাণ্ড আশ্রিত গুণাপালি তুলে বিশেষ বস্তু, গঠন আর প্রকৃতির মানের দ্বারা পৃথকীয়া । এই শ্রেণীর গুণাপালিয়ে সাধারণী মানুষের বিশেষ বস্তুর গুণও নির্ণয় করে । সাধু মূলা প্রথা (ophicialty) এটা প্রাচীন আর সাধারণ - বর্ণনাত মিলে

কেরল ভাষাতে সীমিত নাই, মুসলিমদের অন্যান্য জাতির মাঝেতো ই বর্তমান।

মহাকাব্য অন্তর্ভুক্ত গুপ্তাপালিকা সার্বজনীন মনসা বংশীত বুলিত পারি। কিন্তু এই শ্রেণীর গুপ্তাপালিয়ে তাত্ত্বিক ভাবে মনসা, বিসহরি, পদ্মা, বহুমানী বা বহুমানী (ব্রাহ্মণী) অর্থাৎ স্বর্গ দেবীর লীলা গায়। সর্পদেবীক বন্দনা করি বলে তেওঁ বর্ণীয় লীলা তোলক মনসা বংশীত বুলিত পারি। পরিবেশনর প্রসঙ্গ অনুসরি মহাকাব্য অন্তর্ভুক্ত গুপ্তাপালি বা মনসা বংশীতক কেইটা-মান শ্রেণীত ভাগ করিত পারি।

তলত মহাকাব্য অন্তর্ভুক্ত গুপ্তাপালি বর ভাল তোল দেখুওয়া হ'ল —

১/ বুকনানি বা বুকনাল্লি বা বং তোলা গুজা পালি।

২/ বিসহরি গান বা লীত তোলা।

৩/ মাহে মুনাহ গান বা মাহে গান।

৪/ — পদ্মা বা পাদ্মা পুরাণের যান ।
৫/ — হুকুরীয়া গুপ্তাপালি ।আদ্য
৬/ — পীতাম্বু নীড় — ।

৪.২ সমাকাল আশ্রিত গুপ্তাপালির তাদ্য সমূহের বিস্তৃত আলোচনা :

১/ ব্যাস বা বিয়াস বা বিয়াহ্ গুপ্তাপালি বা সতা পোণা গুপ্তাপালি :

— বিভিন্ন গুপ্তাপালি যানের ভিতর ব্যাস বা বিয়াস বা বিয়াহ্ গুপ্তাপালি বা সতা পোণা গুপ্তাপালি সেই প্রাচীনতম । এই বিং গুপ্তাপালি ঘং ভারতীয় বন্দরকতা - পরম্পরার গুপরে প্রতিষ্ঠিত । মহাভারত আর পুরাণ - আদুতি পরম্পরার মনা বিয়াহ্ গুপ্তাপালির যান । বিয়াহ্ - গুপ্তা পুরাণ বাদের কালে অর্থাৎ পৌরাণিক কাহিনী যারক কালেও পরিচিত । দূর অতীতে পক্ষির লক্ষ্য এই বিং গুপ্তা - পালি আকাশে উড়ে আসিল । দক্ষকের কাছে

পুরাণ কাহিনী ব্যাখ্যা করা প্রায়শই কঠিন। বিয়াহ উপাখ্যানের উপাদানের পুরাণ কাহিনী ব্যাখ্যা করে। যেমন বাবে কোঁচ বাঘ বা বিয়াহ নামক পরিচিত। দ্বিতীয়তে, সি গুলাহি বাঘদেহ কুত ক্ষমতাধর আরু পুরাণর পরা কাহিনী আবৃত্তি করে কোঁচ বাঘ উপাখ্যানে জনাযায়। তৃতীয়তে, বিয়াহ উপাখ্যানের বিভিন্ন প্রকরণত অনুষ্ঠিত হোৱা নীতি-নিয়ম প্রদর্শন করে, যেমন- এই বিধ উপাখ্যানিক কথা শুনা উপাখ্যানি শুনিলে। আদিত বাঘ উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আরু পুরাণর পরা কাহিনী আবৃত্তি করিছিল। পরবর্তী কালত এই বিধ কাহিনী কলাহি অবক্ষীয়া হোৱাত অনুষ্ঠিত নহাকৈ বিভিন্ন বস্তু বিশেষকৈ বাঘ সম্পর্কীয় কাহিনী আবৃত্তি করিবলৈ নয়। ইয়াৰ বাহিৰেও ওৰ চেৰু বিষয় নানাধৰ মুদ্দা,

বন্ধুনাম সহস্রস্য (অমুক - বাসনায়ৈ) আদিত পরা বাক্স শুণ্য পালিয়ে গীত - পদ্ম রোপণ করা যায়। খাতাশ্রুত দ্বিতীয় শ্লোক - পরিমায়ৈ, দুঃখত কায়স্থ (নীতি - বাসনায়ৈ) পরা অই তিন শুন্যপালিয়ে গীত - পদ্ম আহুতি করত প্রমান রোপণ যায়। বাক্স শুণ্যপালিয়ে কেতিয়াও মনলয় বা পদ্ম বন্ধন - মুক্ত পরা গীত পদ্ম আহুতি নকরে। বাক্স শুণ্যপালিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বাসুদেব - পূজা আত জাগৃত - পূজাত গীত - পদ্ম পরিকল্পনা করে। বাক্স শুণ্য পালিত পঞ্চজ্ঞান দল, চক্রিনি কাননজন আদিত বর্ণনানো প্রণালিত। - প্রতি শুণ্যপালিত থালি নকলে দুয়ো হাতেরে কপাল বজায়। শুণ্যই তাল নবজায়, কিন্তু দুয়োখন ভক্তি যেপুত পরিধান করে। জাগৃত পূজাত প্রথমতে শুণ্যই মুদ্রা মন্ত্র বা তৌর্য্যত্রিক মন্ত্র বাত হাতে বঁহি মালতী গীত গায়। বাসে শুণ্যই বাক্স শুণ্যই পড়িথাকা আন চাপকন ঢোলা দিবে।

মূলত তিনেসি বিলাত খাল (কোম্পাদীয়া খাল) নাম। খাল গুলোর একটা দলকে এলান গুলো, এলান মাইনা খালি, দুলান আল খালি আর দুলান গোল খালি থাকে। এই তিন গুলো খালি সংগীত তিন্ন বাদ্য-বাদিনী, গ্রহ বিন্যাস, তাল সুর ওগুলো আদিত ভিত্তি লক্ষ্য করিব পারি। যেইবাকে এই তিন গুলো খালি - মুণ্ডক লোক মুণ্ড আন্দা দিয়াত কৈ পরম্পরা মত মুণ্ড বুলি কোহা হে সম্বোধন।

2/ বাদ্যযন্ত্র লোড়া গুলো খালি বা বাদ্যযন্ত্র গুলো খালি :

যি খাল গুলো খালি যে বাদ্যযন্ত্র - পরম্পরাই বাদ্যতি লোড়া বীত- সাদ আনুষ্ঠি কবে যেই গুলো খালিক বাদ্যযন্ত্র লোড়া বা বাদ্যযন্ত্র গুলো খালি আন্দা দিয়া হয়। আচার্য্য মনোরঞ্জন শাস্ত্রীত পরে বাদ্যযন্ত্র যীত লোড়া খাল বা তিন্ন গুলো খালি যেই বাদ্যযন্ত্র গুলো খালি।

দুই দিনের সংবাদে ব্যাঙ্গ ও ব্যাঙ্গালি আর ও ব্যাঙ্গা সাময়ের ও ব্যাঙ্গালির ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নাই; কিন্তু ইহা কাগজের সংবাদের ব্যাঙ্গ ও ব্যাঙ্গালি আর বাজারের ব্যাঙ্গালির মাঝে বিস্তর; সংস্কৃতি আর রাজনীতিক দিকের কোনোও পার্থক্য লক্ষ্য করিব পারি। কাগজের সংবাদের ব্যাঙ্গন - ব্যাঙ্গালি চীৎকার পরস্পরা বলে প্রচলিত। ব্যাঙ্গ ও ব্যাঙ্গালির পালি সকলের নিচিনাকৈ ব্যাঙ্গন ব্যাঙ্গালির পালি সকলেও চুনো হাতেরে কথাল বলায়। ব্যাঙ্গ ও ব্যাঙ্গ নিচিনাকৈ ব্যাঙ্গন ব্যাঙ্গো তাল নবলায় আর পড়ুবোমা আর পাণ্ডুরি পরিচয় করে; কিন্তু এই দিং ব্যাঙ্গালির ব্যাঙ্গুরি কোনো পরিবর্তন নকরে আর রাজনীতিক মন্ত্রও বুঝায় নকরে। এই দিং পরিস্থিতি কলাগ রাজনীতিক দিসপত লোক বোলে

আজ আমরা মুণ্ডার স্থিতি লক্ষ্য করিব যাহা
৩/ ভাইবা গুণাপালি বা ভাইবীয়া গুণাপালি
বা ভাইহা ঃ
নাকীয় চামার অর্থাৎ ভাইব
গুপক্ত নি গুণাপালি যে বিশেষ ভাবে
গুণ্ড আরোপ করে সেই গুণাপালি বা যেই
ভাইবা বা ভাইবীয়া বা ভাইহা গুণাপালি
নামে পরিচিত। উক্ত কারবারের
কারিগর গুণাপালি যে হাঙ্গা বর অর্থাৎ
নাকীয় অভিগমন গুপক্ত বিশেষ ভাবে
প্রার্থনা আরোপ করে। ইহার নামেই
ভাইহা বা ভাইবা গুণাপালি। নানা চলি-
চলন আর কারবারে হাঙ্গাবরের সুবিধে
এগুলোরও সঙ্কটা উল্লেখ নোয়া। সেই
কারণে কারবারে এই তিন গুরুর
গুরু পুরুলি ভাইবীয়া (- ভাইহা) বোলা
হয়। এই- সময় মানে মানে নাকীয়
পরিস্থিতির হাঙ্গাবরাদের বাসাবাড়ি আর

নাকীয় উক্তি - প্রত্যুক্তি আদি বৈশিষ্ট্যসমূহ তাহাতে অনায়াসে বিদ্যমান। বাসরঘর গুপ্তাপালির বেদ-মুসা, বাদ্য মন্ত্র আর সংগীত শৈলীর মেলে তাহা অনুষ্ঠানের বাহুল্য প্রকাশ লভ্য।

৪/ দুর্বাবতী গুপ্তাপালি :

দুর্বাবর কন্যা 'নীতি- বাসরসজ্জা' ও পরিণয় আহুতি করা অনুষ্ঠান বিশেষ নামেই দুর্বাবতী গুপ্তাপালি। ইহার পরতে সহজে অনুমান করিতে পারি যে, দুর্বাবতী গুপ্তাপালি- সবকিছুর আদ্যন্ত আরম্ভ হইছে খৃঃ ১৫ শতাব্দীর পরে। 'বাসরসজ্জা গোড়া গুপ্তাপালি' অথবা 'বাসরঘর গুপ্তাপালি' - সবকিছুর পরে 'দুর্বাবতী গুপ্তাপালি' নামের গোড়ার অনুকূলে মত পোষণ করিতে পারি। কারণসমূহ অবশ্যই, দৃঢ় ভিত্তি আছে

তাহানি দুর্গাবতী গুজামালি নাম প্রিয় পরিচয়ে কলা বাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করিছিল।
বর্তমান হলো অপ্রকাশিত হে এই চিঠি গুজামালি রচিত। অতীত দুর্গাবতী গুজামালির গুজা আর মালির মালা গুজা মালির নিষ্ঠিনা কে নিয়ে হে গীত-গাঁথা-নৃত্য পরি বেশন করিছিল।

৪/ বঙ্গীয়া গুজামালি:

বঙ্গর চারি কোণ মাঝে রচিত গুজামালির সাধারণ ভাবে বঙ্গীয়া গুজামালি আখ্যা দিব পারি। বাসে গুজামালির সম্প্রসিত বা বঙ্গীয় সংস্কৃতি-কেই বঙ্গীয়া গুজামালি। বঙ্গীয়া গুজামালির লোক নৃত্য বুলি নকৈ পরম্পরা গত নৃত্য আখ্যা দিয়া হৈছিত। বঙ্গীয়া গুজামালির দিয়া অহ্যাত দুয়ো হাতে করতাল বলহি নৃত্য সহ বাদ্যয়ন, সহাস্যরত,

তালপত্র-পুথির আদির বাঁধ- দড় পরিচ্ছন্ন
করে অর্থ লো) পুথাই তালে নবরায় ।

৬/ পাশ্চালী পুথাপালি :

পাশ্চ চালীযুক্ত পুথা পালির
নাম পাশ্চালী পুথাপালি । । নাটেশাশ্রিত
চিল্লিসিত চাবীরেই চালী । পাশ্চ প্রকার
তাল বজায় রাখি পাশ্চ প্রকারে দাঁড়
চালন করার বারে এই বিং পুথাপালির
নাম পাশ্চালী । পাশ্চালী পুথাপালির
দল একোটিত প্রদান পুথা আর কেইজন
জান পালি থাকে । পুথাই বাঁহারেতে
চাঁদর নাচুয়ান আর মোঁহারেতে গলোর
নচ্ছিবা বজায় । পালি বকলার কেইজন
মানে মৃদঙ্গ বজায় । গঁওলোক
বাসিন নামেরে পরিচিত । বাকী
কেইজন পালিয়ে পুথা বা পাশ্চক
গীত গোরাত সহায় করে । পালিবকলে

দুই হাতে কতগুলো বাজায়। 'তালের-খুশবাদ' বা অন্য খুশবাদের সঙ্গে সাথীরা গুণা খালিয়ে গীত-নৃত্য আবৃত্তি করে।

৭/ দুলড়ী গুণাখালি :

দুলড়ী গুণাখালি 'দুলড়ী সমাজ' বাসেও জনাযায়। এই ধরণ গুণাখালিরা খালি হাতে দুই হাতে মুক্তি তাল বা নাচিয়া বাজায়ে খুশবাদী প্রদর্শন করি হরদম বহিত গীত-নৃত্য বিনোদনকে 'তালের-খুশবাদ' এ বিনয় বন্ধু আবৃত্তি করে।

নতুন গুণা খালি, আদী গুণাখালি আদি গুণাখালি সমাজ বাসে গুণাখালির একেটি বেশভূষা তুলিত খাকি।

৪.৩ — বাহ্য কাণ্ড আলোচিত শুলা পালির ভাষা সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা :

১/ — যুকনানি বা যুকনান্নি বা বংশোদ্ভূত শুলাপালি :

— সর্বশেষ গণনা বা সাম্প্রতিক সুযোগ প্রবর্তনে মি শুলা পালিতে যুকটি নামায়ন হেতুর দ্বারা গঠিত ধাতু-পদ মূল আর তদ্ধিতময় প্রত্যয় হেতুতে কর্তৃ যেই শুলাপালি যুকনাজনি বা যুকনান্নি বা বংশোদ্ভূত শুলাপালি বলে পরিচিত। যুকনানি বা যুকনান্নি শব্দটি (যুকটি নামায়ন হেতু নিপাতটি) বাক্যের প্রতিটি পদের আদ্য অক্ষরের সংযোগে সিদ্ধ হয়েছে; যেমন: যু (যু) + ক (কটি) + না (নামায়ন হেতু) + নি (নিপাতটি) = যুকনানি যু বা যুকনান্নি। আগে বা মাঝে সুযোগ এই ভিন্ন শুলাপালিতে ধাতু-পদ-মূল

পরিবেশন করে যাতে ইয়াক মোষে বোঝা
ওঠা যায়। ওজন হাতে
যুক্তনানি ওজনযায়ি বহু বোঝা ওজনযায়ি
নামেতেও পরিচিত। অসমিয়া মুসলিম
বিবাহত বরীয়ে নগরা-পূজোই বহু পূজা
আরু এই পূজাত গীত-মাত-নৃত্য পরিবেশন
করা যুক্তনানি ওজনযায়িয়েই বহু বোঝা
ওজনযায়ি। প্রথমাংশত বহু নাচগান
সহ অংশত পরিবেশ নৃত্য, গীত,
অভিনয় আদিক থাকিব। নগরা
পূজাত লগত নৃত্য, গীত, অভিনয়
আদি বিশেষ ভাবে জড়িত।
যৌথকৃত এই কাণ্ডেই নগরা পূজাক
আন নাম বহু পূজা আরু বহুপূজাৰ
লগত সম্পর্কযুক্ত ওজনযায়ি বোলা সম্ভব
'বহুবোঝা ওজনযায়ি' বোলে। দণ্ড বিলা,
পুৰ কাষমহল, পশ্চিম কাষমহল, দক্ষিণ
কাষমহল আরু দক্ষিণ কাষমহলত যুক্তনানি

গুপাপালি প্রচলিত। দক্ষিণে কাশবনাত্ত সুকনানি নামের প্রচলন থাকলেও বাঁশ কাশবনাস, উত্তর কাশবনাস আদিত ইয়াত প্রচলন লক্ষ্য করা নামায়।

মিহেত্ত পইতোর অনুষ্ঠানত হেদুনে 'গুপাপালি' নামটোহে প্রচলিত। কাশবনাস আত দইতত প্রচলিত আত মনসা-পুজোত নামত ভেদিত গুপাপালির নামেত সাংস্কৃতিক দিকত কৈয়াদুল্লা অতি অল্প। এই দিদি গুপাপালির গুনহি তালে নওপায়, পালিসকলেহে মোহাতেহে বাস গুপাপালির তালতকে বড় তাল বলামি। সুকনানি গুপা পালিতো একল গুপা, একল দাইনা পালি, দুগল ছোট পালি আত দুগল আপেপালি থাকে। সাধারণতে তেনাহে পুজো অনেক সাহে পুজো বা সাহি পুজোর তেনাকত

কিনা অথবা ডানদিকে ঘুরানো দ্বিতীয় কিনা
মুকনানি গুহাপালি অনুষ্ঠানের মধ্যে আরো
একটি অনুষ্ঠান থাকে যাকে আর
এই অনুষ্ঠান হলো নাদোই (দৌড়ানি) বা
'দেড় বৈনি'। মুকনানি গুহাপালির গীত আর
নৃত্য লোকসংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
কাশবা পর গুহাপালি (মনসা গুহাপালি)
ছাড়া বা অভিনয় প্রধান, অন্য হাতে হচ্ছে
মুকনানি গুহাপালি বর্ণনা প্রধান। গাজন
গুহা পালির মতো মুকনানি গুহাপালিতেও
নাচ আছে কিন্তু ভিন্ন ভঙ্গিতে অনুষ্ঠানে গীত
পরিবেশন করে।

২/ বিষহরী বান বা গীত তোলা ঃ

কাশবা বাঁশ আর বাসুন কুড়ানো
কুড়িয়ে এই বিষ গুহা-পালি প্রচলিত।
কন্যা বা বিষহরী পূজার প্রথমদিন এই বিষ
গুহাপালি অনুষ্ঠিত হয়। বিষহরী বান বা

শীত মোরা উপাদানের বস্ত্র অনুযায়ী তাদের নাম রাখি তাদের তৈরী প্রধান কারণ কি মনে হয় আর দুটোরও ছাতা বলে 'ছাতা - পাকালী' না পাল শীত- দাদু প্রধান করে।

৩/ নাকে মুখে কাল না নাকে বাস :

'নাকে বাস' বোঝাতে আমরা আর দক্ষিণের কাশফুলের চুমকুড়ি, বাসুনীপাড়ার ঠকো, নদীর পাড়া আদি অঞ্চলের পাতিবাড়া আর বড়ো-চড়াই বকুলের নামের পাশাপাশি তাদের স্থানের ছবি আঁকি। আদিতে নাকে বাস কোন পাতি বাড়া বকুলের নামের ছবি আঁকিত আছিল, ২ নদিপ্ত নামপ্রতি কে দক্ষিণে কাশফুলের বোঝাকলেও এই ছবি পতিবেশন করাতে অংশ গ্রহণ করি বলে লেখে। কাশদেহী বিনহরী না বড়োমানী (বা; শ্রবণাবী) মুখোশ প্রকৃতপক্ষে নাকে বাস অনুস্থিত হয়। নাকে বাসের লাগত দেহাবী বা চঠনী অর্থাৎ দেহ ঠনী অর্থাৎ হাসী। এই ছবি পতিবেশন করা

গীত-পদ বৃত্ত আদি আঁকিয়া অভিনয় সম্পন্ন। সাঁওতাল ওঝা আর পালিয়ে পাতিবাড়া সকলেই নৃত্যে নাচে বুধ পঞ্চাপল্লী অধিবাসী বিমলক লোক কথাকাব্য (folk epic) পদ্য বীজ-পদ্য যায়। সাঁচে থাকে প্রজন ওঝা আজ বেঁচে যান কান পানি থাকে। বহা আজ নিয়ে ভেরা আড়ম্বাতে সাঁচে-থাকে ওঝা আজ পালিয়ে বীজ-পদ্য আবৃত্তি করে। প্রথমত বিশেষে দর্শনী বা চৌদ্দীয়ে অনুকরণাত্মক (mimetic) অভিনয় প্রদর্শন করে। সাঁচে-থাকে ওঝাই ভাল নওয়ায়, পালিসকলেই থাকে কাজ ভাল বসোও কে কথায়।

৪/ পদ্মা বা পদ্মা পুরাণ গান:

সমগ্রেই পদ্মাবতী বা পদ্মাবতী-পূজাকে নিয়ে সম্পর্কযুক্ত পরিবেশিত কলা কাহিনীর ভিতর অধিকাংশ পোরালেখাতা বিলাস ভেতর থাকে প্রাচীনের তথ্যের আর দুর্লক্ষণাদির অপরূপ বিশ্লেষে প্রচলিত পদ্মা-পুরাণ বা পদ্মা-পুরাণ গান নিশ্চিত ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই ধরণ ভক্তিমূলক

নাচিয়ে কেও নাচত থাকলিত গীত- বাদ্য- আবৃত্তি
করে। 'পঞ্চা-সুলাপ গোন' গীত-বাদ্য, নৃত্য-
অভিনয়ের সমন্বিত। এই বিভ- ওয়াপারির
দল একোটিত একোন মূল গায়ক বা নটে বা
গীদাল (নু. ওঝা) আও বেহিগন নান
গাইল খোলি থাকে। 'পঞ্চাসুলাপ' ব গোনত
দহিনা পালির কয়জনায়ে দোহারি নাচত
অটি হিজ্র থাকে। দলটিত দুইজন বাদ্যিল অন্যান্য
গোন বাদক থাকে। গীত আও অভিনয়
পরিবেশনার সময়ত মূল বা গীদালে হাঁত তালি-
দে সুত্রা নাহ নৃত্য ভঙ্গী প্রদর্শন করে।
গাহি-নাচলে খুসি আনে বলিয়ি। দুই জনা
পালিয়ে বাদ্যিও বজায়। 'পঞ্চা- সুলাপ' ব
গীত কুসলাদলী নামর একিট নাচীত সমুদোয়ত
গোটা পঞ্চালিকা হিত গোটাল দ্বারা প্রচলিত।
এই অনুস্থানটোর নাম গোন্ধলী- সুলাপর 'পালি'।
এই অনুস্থানটিত নৃত্য-গীত আও
অভিনয়র সমন্বয়।

৪/ ডুকুরীয়া গুণাপালি :

'মাহে-পান'র বিভিন্ন ডুকুরীয়া গুণাপালিও মাতিবাসা বরগোত বাস্তব প্রসঙ্গক্রমত অতিকে জন-প্রিয় অনুষ্ঠান আছিল। অতুলেন্দু বতমান ইয়াত পরিবর্তন সংঘটিত হৈ সম্প্রতি কালবাপত তিরোধানকে বহুসংখ্যক পাতিগোষ্ঠী-বরগোত মাজত হে বীমিত হৈ পরিছে।

ডুকুরীয়া অর্থাৎ নারায়ণী উপন্যাস-পুরাণ প্রসংগত অনুষ্ঠিত গুণাপালিয়েই ডুকুরীয়া গুণাপালি। এই বিধ গুণাপালিত প্রকাশি দলত মাতিবসুতে এজন গুণা আৰু চাৰিজন পালি থাকে। পালি কাষিজন একে লগীয়ে হয়ে আৰু প্রতিজনক যোঁগাস্থত গুণা হয়। ডুকুরীয়া গুণাপালিয়ে বহা অবস্থাত পুৰা পৰিবেশ প্রতিত ডুকুরীয়া এটি অনুষ্ঠানে-ওঠরাই আনুষ্ঠানিক রূপ। মাহে-পানত নিভিন্নাকৈ ডুকুরীয়া গুণাপালিয়ো প্রথানী বা দুখনী দঠনী থাকে। দঠনীয়ে কাহিনী ভাগত অংশ নাটকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বুলাবাহ অভিনয় কৰি দেখুৱায়।

৮/ বীতালু নৃত্য :

হাজং সমাজের নানান প্রচলিত ধারার বিষয়ের মধ্যে অন্যতম - আদিবাসী হাজংদের বীতালু নৃত্য । বীতালে বোঝা নৃত্যের বীতালু নৃত্য । বীতাল বা বীতালু বলতে কাসী-কাঁসর পালি বাদ্যে পরিচিত । উঁহু দুহাত দুহাতে চৌত্র দুখই আনাদা হাতে দু বাঁশের তৈরি ঘুঙ্গুরযুক্ত প্রদর্শন করি মধুর তালিতালে ঘুরি ঘুরি নাচি নাচি মুখ সঙ্গীত প্রচলিত বিষয়ের বিষয়ক গীত-পদ লগাই নিয়ে আর পালি সকলে মোল-তাল বাদ্যত করি যেই গীত-পদগোত সুর করকাতে যোগাবে । মধুর তালিতালে সঙ্গতী আমাদের (অসমীয়া ধর্মনী বা ঘেঙর্তনী) বীতালের তলে তলে ঘুরি ঘুরি নাচে । কালে-কালে এই বীতালু গীতে অর্থ নাটকীয় উপাদান বিদ্যমান অনুষ্ঠান ।

পঞ্চম অধ্যায়

দেওঁনী নৃত্য

সুকনানি গুৱাহাটী গুৱাপাৰালৈ এক আঞ্চলিক অঞ্চলৰ নাম হল দেওঁনী নৃত্য। ব্যাপাৰত দেখা গুৱাহাটী লগতে দেওঁনী থাকে, কিন্তু সুকনানি গুৱাহাটী দেওঁনী এক সুকীয়া পৰিচয় আৰু নুলিয়া পাৰি আছিকালি এই দেওঁনী প্ৰায় লোপ পাই আছিছে। দেওঁনীলে কিছুমান অলৌকিক শক্তি সেমুৰাই মানুহক মন আকৰ্ষিত কৰে।

আমাৰ মতে বৈজয়ন্তী লক্ষ্মীকৰ কলিতাই চুলিবলৈ দেওঁনী আৰু কথা হতাশেই হল দেওঁনী নৃত্য। এই দেওঁনীৰ প্ৰাথমিক পদ চালন বুদ্ধা পালিৰ লেতে এক হোৱা যো হয়ে এই বাধাৰ বিশেষ।

কেওবিনী যুগের পোষাক বাঁধনকে বলা হয় আর বুকের নিচে নীচা বন্ধনকে মেখলা বলে। মেখলা চুলি পরিধান নচা নর্তকীরা এক অনন্য মাত্রা প্রদান করে।

এই যুগের মূল বাদ্যযন্ত্র যুগ বুলি বলা হয় আর ইহার সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে নিশিলো। পূর্বে অবশ্যই কেওবিনী নচা হোয়ানো নাছিল। সংস্কৃতির কোন বদলাও যুগছুয়া বাবেই গ্রহণ হৈয়ছিল।

আমরা যে যুগের মোবাদি হোয়ানের অধিক বড়ী লৈ লাহি নিজের স্বাধীনতা লাভিবার জন্যই হলি খেলা নাচিছিলো যাতে যমালে তেনে যুগ কথা হোয়ানীরা অবশ্যই বুলি শ্রেণীতে বঁচিছিলো আর সেয় কথিমুলা জানা কথার মধ্যে বিদায় অনোলী যুলি ওগিছিলো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওপাসাল্লিপাহ্যাক - পরিচ্ছদ, সাধনমুদ্রা

পোহ্যাক পরিচ্ছদ

পোহ্যাক পরিচ্ছদ হ'ল শুধাপালিক দের লক্ষণীয় বিষয়। বুকনানি শুধাপালিক শুধাই বলা হয়, যাত বলা হলেও মাদক আর কথালাত বলা হলেও কোঁচ লেয়। শুধাজনের পাশুরিতো দেখাত মাঝেমধ্যে মেন লাবিলেও হই কিথাকুতিত হয় আত বস্তু মনুষ্যের সমান। এটা তেখুলার চলে হয়।

কিন্তু বামনের ছোট্টা শুধাত মাঝে-মাত কিছু দুষিনক হয়। বামনে বা মতা ছোট্টা শুধাই বুকনানি শুধাত চড়ে মানকন ছোলা পিন্ধে মথিত কথালাত দীঘল বস্তা হলথীয়া বলত পাখোছা বান্ধে। চুলে শুধাই জরিত নূপুর, হাতত কপত মনান মালা

আও কলালত চন্দন ফোঁটা লয়।

আনহাতে দুয়োটি ওখাপাতি ঢে পালিত
পাণ্ডুটিয়ে বিলা একেই হয়। কেশাত
আশীবন সেন আরো সহিত দুই পাণ্ডুটিয়ে
বন্ধুমন ভাবে কাপুত চুমুহ পাখী কাদুলা হয়।
ইয়াও বরণ বলা হয় আও কালোত
দহই। ভাঁব দি ইয়াক বন্ধুত পাখীত নতে
কতি লোৱা হয়।

পুতনি কালত ঝুকনানি ওখালতে
তিয়োতাৰ নিচিনা কৈ দীঘল দুনি ঝুলিথিলে
আও সোপা বান্ধি দিলে সহিত বর্তমান
ই লোপ পাই গৈ বুলিব পাৰি। কতা
লোৱা গুলাই আমাৰ লগত বিভিন্ন
কিছুমান সুকুতীয়া কথাও কালেৰে বর্ণনা
দি চমকত হাঁহিও সোধাক সোপায়
আও কেই দকৈই সুতাগৈ আলোচনা
কৰি তোলে। কতা লোৱা ওখাই পুতিলা

বজায়।

কিন্তু বুকনানি শুদ্ধোপাধ্যায় পালিয়ে। আর কিছু লোকেরই ধারণা এখন হাতে বুনো আঙ্গুলিতে খাওয়া বাচ্চে মোটামুটি সন্তিকার বলায়।

পদক্ষুদ্রা :

মুখ্য গীত মানেই শুধাই অমলের প্রতি সুধা আর তার সাথে সংগ্রাহী সুদামের অনুষ্ঠান আলোচনা করে। তার সাথে দেহাই-দেহাই বলনা করা হয় আর লোমশ আছে গীত-পদ বিশেষ সুখবচাতি পরিস্থিতি। এই পদ মোটা দাগে শুধাই এমলে দিয়া বাস আদি লতাই দিয়ে আর পালি বকলে হয়া রহস্যের করে।

দাইনা পালি আর অন্য পালির চাওয়া শুধাই পরিস্থিতি করা গীত হোর কমিক সাধারণ বলাবাহুল্য অনুষ্ঠা অভিনয়ের্ত্তী দর্শকের সুখাই দিয়ে। সুখ; ও বঁশীর দিকের মেলে রহস্যময় হোয়া বাতে শুধাপালি বলনে বিশ্ব পোহাক দিয়ে পুনি বিশ্বস্তরির বলম।

বাষ্টম অধ্যায়

পরিবেশ রক্ষা হিসাবে পুজোপার্বণের ভূমিকা

সুবলি অবশ্য তার কাকাবাবুর পরিবেশ রক্ষা নিয়ে পুজোপার্বণ নিয়ে এই অবশ্য তার কাকাবাবুর প্রথম স্বীকৃতি সম্মতি করা। এই পুজোপার্বণ অনুষ্ঠানের প্রাচীনতার সম্মান করত। প্রত্যেকবার প্রতিবার বেশাচাঁদই শুধু করা প্রকৃতি রক্ষার প্রশ্নে কি সম্পর্ক সংগীত বাদ্যযন্ত্র নিয়ে করিতে খেয়া। দশাচলে পুজোপার্বণ সংগীত বাহিরে আন একো নয়ন মেলে লালে। আর হাতে আকৌ তারো আমের সম্পর্ক প্রতিকারে কাকাবাবুর বলো তাদের ঈশানে তেমন প্রকাশের প্রকাশ কাল তাদানীন্তন চীনা পরিপ্রেক্ষিত

হিন্দুদের ভাষা যুক্ত দাঁড়ে নাম বলেন করা হয়েছিল এবং ভাষাগুলি ব্যবহারে ঠিক পাইছিল যেন অনুমান হয় পুরুষ পুরুষ অনেকের তথা কাজের ভাষাগুলির এক ঐতিহ্যের প্রাচীন কথা কেবল তাতে বলেছে নয়।

অসমের নানে বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ যে বহুমুখী লোক কলা হোক তাহার চর্চে বিভিন্ন কি আছে তার নাম্বে এটা অনুভব করা হল ভাষাগুলি। অসম অঞ্চলের মূল চর্চা সংস্কৃতির দুর্লভ ক্ষেত্রে কলা বহুমুখী নাম ই এটা অভিনাটকীয় পরিবেশনা কলা।

ভাক সংক্রান্ত পুরনো আসের এই বিধি করা হল ষড়ভাষীয় অভিনাটকীয় তথা পরম্পরা বজ্র মূল বহুমুখ এটা ইস্কুল বাঁধা বাহুক।

অষ্টম অধ্যায়

পুলাপালির লগত জড়িত জনবসতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

পরিচেছদ কলা পুলাপালির লগত বৈশিষ্ট্যসমূহ জন শিয়ং বিশ্বাস দাড়িত হৈ আছে। তার ভিতত ① ঐশ্বুরিক বাত ② পারিপার্শ্বিক বাত আরু ③ ব্যাপক কলাগৈছ বাত প্রধান।

৮.১/ ঐশ্বুরিক বাত :

চৌতা সকলোর কাণত দৈহা সকলক অধ্যুনে সাবাহিত করাত হয় তেওঁক গুপত সম্ভব হ'লে। লগত অধ্যুনক আলোহ দিবলৈ উৰুলীক গুতা-পীত কবিবলৈ মতি আনিলে। গুতা-পীত কবি থাকোতে অধ্যুনক দেখি উৰুলী আকৃষ্ট হ'ল। উৰুলীয়ে হয়ত আগত তেওঁক লেখন বস্তা

অবতরণ করে। ইন্দ্রই বৃষ্টি বন্যা বাদির
দাতি অর্জুনক বৈষ্ণবী মন্ত্র প্রহণ করিবলৈ
অনুরোধ করে। কিন্তু দাক্ষিণ বৃষ্টি
মন্ত্রাগত মাগিনু নহ'ল। ইয়াতে বৈষ্ণবী
বিষ্ণুই হৈ একুহত্ত পাতলো অর্জুনক নমুঃকক
হৈ আকিবলৈ অভিশাপ দিয়ে। অর্জুন
মূর্ছালৈ ঢুলি আহিল আৰু নমুঃকক
আকিল। নমুঃকক হৈ সকল বন্ধন শিথিল
হ'বলৈ মন্ত্রটি বললৈ মুখস্থ কৰাত
দিলে অর্জুনে মন্ত্রটি মুখস্থ-বীত কৰি
লৈছিল। তেওঁ অলঙ্কারবোৰ সকল
পোহাক আৰু বান্ধা লৈ আহিছিল।
অর্জুনে হৰিণ সকল বন্ধন দিয়া অস্ত্রটি
ওলাসালি হৰিণ সকলক মূর্ছালৈ নমাই আনে।
এই কথা অনুসৰি অর্জুনেই ওলাসালি
কলা হৈছিলো মূল।

৬০ শতাব্দীর শেষের দিকে এই মতের বাংলা উপন্যাস কবি লিখিছে, "বুকপাতী ওপাপালি কলকের মাজেত প্রথা আছে, যি কারণে নুণ খাওঁ কলাবি মুছলমানো বাপী অখিনে ইশ্বর প্রবেশ নথা পুথিখীলে নথাহি অনা বুলি মন্তু। কোনো শুভাহি কাম কর্ম বিবাহ বিষয়ে ওপাপালি কলা কথাই খোলাতে হিন্দু মুছলমান কলোকে মাজেত প্রচলন কৰে।

৮. ২/ পাণিগ্রহণ মত :

বিয়াহ খোৱা ওপাপালি কলে বিশ্বাস কৰে যে বাহ খোৱা ওপাপালিত কলা কোনো পাণিগ্রাহী বাহিনীয়ে কথোপকথন পাইছিল। পাণিগ্রাহীয়ে তাত কথাসে যে শ্লোকেৰে এটা প্রার্থনা মুখ ওলিয়ালে পাৰে। তেওঁ ওপালি কে তাঁত কথাসে পথা দিয়া আহি আকাঙ্খালে চাই নাচ আৰম্ভ কৰিলে। বিভিন্ন ধৰণ আৰু ভালেত

আইনের বিধিতে। — এই দৃষ্টি কোণ হয়
যে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে বৃত্তান্ত কথা বলছে,
ভাষা, বাচনভঙ্গি আর আঙ্গিকী সাহিত্যতত্ত্বে
বলোনত পাঠিয়ে। — ইয়াত বিহুত
ছেঁড়া ছেঁড়া শিল্পী বাকলাক এই মূল্য-নীত
শিক্ষাবলে বিচিত্র। সাহিত্যতত্ত্বে বলোনত
শিক্ষা আর শিল্পী বাকলাক শিকোঁতা
কলাকৌশলী হোতে — তিমুহত অবস্থালি।

৮.৩/ বাস কলাই মত:

প্রচলিত সংজ্ঞা মতে বাস কলাই বিহুত
অবস্থালিত অলক। — বিশেষজ্ঞ কার্লাই
এই মত বাক্যকে একদল প্রশ্ন করিছে, তমি
বাকলা পদ্ধতিত রচনীত মূল্য বাক্যরত্ন আদি
কলাত ৮৮। কত সার্বভৌমি লাভ করিছিল, ?
ছেঁড়া লোকক বাস কলাই বুলিছিল। এই বাস-
কলাই কৈছি বাণী রচনীতাচার্য পদ্ধিত প্রথম
অভীত্ব — মতা হৰং বিলোত বাক্যপাতাত
বাস করি আছিলে।'

পুরাণ সাহিত্য ব্রাহ্মণ (কেতকী) রকমের বেশ
বাংলা বুলি শোনা যায়। বাংলা ঐ। উপাধি
বাহিরে আন প্রকৃতি নয়। বিশেষকে মাথা রাখত
বা পুরাণ আদিত্য যীত তোলাত যি রকমের
সাধিতানি আছে তেমন লোকত বাংলা বলেছি
হিচাপে বানা মেহিলা। বাংলাভাষী কাকত
বুঝাবিলত অর্থ হল বাংলা রচনীত অন্যান্য
মাথাতাত আরু পুরাণর যীত তোলাত
চিহ্নমান। মাহাপুরুষ শংকরদেৱ (১৪৪৯-১৫৬৮)
কালর বাংলা ভাষাত রচনা হৈছে
যুক্তিত এই দুটা উদাহরণ আছে -

বাঙ্গালী ই নামে ভাষেক আছয়।

তাহাকো শুনী নাহি জানিও বা মুখো॥

বাঙ্গালী ও চণ্ডিতো বাংলা ভাষার নাম
উল্লেখ আছে। চণ্ডি যুক্তিয়ে বাংলা ভাষা
ওপাশালি কলা কোনটীত চিহ্নমান আছিলে
বুলি কোনো কারণ নোলোজায়। সেই বাবে

বাসক কলাই আমি আলোচিত কক্ষিকা নয়ন্ত
মাষে। আমার আলোচিত বাদা কলাই
নামটা নামবাচক বিশেষ্য হিসাবে অনেকের
বড় ভাল প্রিয় আছিল। বাদ ছোলা ও্যাপাশি
সকলে বিশ্বাস করে যে বাদকলাই আতিথ্যের
পথা ও্যাপাশি কলাকৌশলী হো বিবেচিত।
আর এইমতে প্রথম ও্যাপাশি অনুষ্ঠানটো
প্রচলিত হ'ল।

প্রচলিত বিশ্বাস মতে বাদ্ধ কলাই
বাদ রংগীত আর কেন্দু কলাই ফুকনানি
ও্যাপাশি অন্যান্য মনসা রংগীত পদু
আছিল। বাদ রংগীত পদসমূহ
বাদ কলাই ও মোহেদি আর মনসা রংগীত
পদসমূহ কেন্দু কলাই ও মোহেদি প্রচার
হ'ল। কামরূপ বুরঞ্জীত আছে
" মাহে কেন্দু কলাই রাজাসে কামাখ্যাকে
পূজা করা লাগি যায়। সীত
দেবী দুর্গা হে দেবী শিবস্থলী হে নাচে।

— এই কথা শুনি বাবা বাসুকে বলে, "কাকা যা
— কি বলে গেছে তোর কে জানে।" বাসু বলে,
"তুমি কুড়ুল আনো — আর হে আমিনা,
— তুমিও তৈরিস্ত। — যাবে কেন্দু কলাই-মুড়ো
— খেয়ে চাষাড় বসাই, — বৌও যাবে, ছেলেও
— যেতে নাছোড় লাগিয়ে। বাবা কুড়ুল
— আনলে তুমি লাঙল নিয়ে তৈরি হলে
— বুড়ি ছুঁয়ে দিলে। মেয়ে হে বাবার
— কাজ দিলে, বলে, "তোর বংশে
— লোক থেকলে ও কালে মুড়ো হবে।
— কেন্দু কলাই হবে বংশ বৃদ্ধি হবে।

নবম অধ্যায়

উৎসব ও খেলাধুলা

জীবনের চৌমহিনী কথা বিভিন্ন বিনোদনের মাধ্যমে, বংশীত আন্য খুশী কথার এক মনোরম হ'ল খেলাধুলা। আক আংকী মুখরো কহ কাল আগেও খুহু কমেও প্রচলিত আছিল খেলাধুলি।

ইয়াক বন্দীয় অনুষ্ঠান হিচাপে গণ্য কবিলেও তেজিয়াও মনোরঞ্জনৰ খেলাধুলিক অসমীয়া জাতিৰ এটা অতি আমুহুতীয়া আৰু প্রধান কলা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল। এই কলাক জীয়াই বখাত বাবে কেতিয়া যে অসমীয়া লোকেই অহোপুৰুষার্থ কৰিছিল, তেনে নহয়।

এই খেলত আন আন জনগোষ্ঠীৰ লোকো মনোনে জড়িত আছিল। উদাহৰণ-স্বৰূপে দেওধনী খেলাত নাম ল'লোতে

বিশ্বাস করি পারি। এই তান লোক
দীনত ইহলোক আত্মিল মহিলত গুণাবাদ্বি
আর্য কেতকী স্থূলের বাড়ে অনোসুধনর্দ্দি
করিছিল।

তেওঁলোকে যমজ দুহলে নাম গুণাগুলি
বিশ্ব হয়। তেওঁর নাতি দল বেহিনগ নাম
বিশ্বাত পালি হ'ল মুঁচানগা ফেস্টিভ্যাল,
পলো চানা, চুবাল আৰু মুবাল।

আকৌ এই দলটোৰ লগত কেতকী
নুতা পৰিকল্পনা কৰা প্রমিলা বাহিনী
হ'ল হাস্যেজা চুবাল। দশ ডিলাৰ
দুহল নাম অৰ্দ্ধমিত প্রলোকা গুণাবাদ্বি
চুবাৰ নাম লগত ফেস্টিভ্যাল গুণাৰ সকলো
হ'ল বুলি কোৱা যায়।

আধুনিক বুদ্ধিজীৱী কিছু মুখা
লুটিয়াই চালে দেখা যায় যে বিশ্বসিংহৰ
ৰাজসভাৰ কোঁচ নৃপতি সকলে দখলী কৰা-

কৃষিতে বিকাশ তথা প্রসারের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার প্রদান করিয়াছিল। এই সময়ে বন্যা প্রকল্প আওতাধীন। তেমন বেশি লোক শুধু সার্বে পূজা করিয়াছে (অবশ্যই ভালো ফলনের জন্য সার্বে পূজা খুবই ভালো মাধ্যম) আর এই পূজাতে পশু উৎসর্গ করা হয়ে তথা খালি হাতেও পূজা প্রদান করিয়াছে। বর্তমান এই প্রক্রিয়াতে প্রয়োজন হয়ে মুরগি, কবুতর, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির মোকাবেলা করিয়াছে। আবার কোন মুরগি কবুতর প্রয়োজন হয়ে শুকনো মুরগি শুধু কোনো মোকাবেলা করিয়াছে।

জনশ্রুতি মতে কোচ বর্তমান রাজবংশের পূর্ব পুরুষ নারায়ণ হতে ১০,৫০০ পর্যন্ত শুকনো বা সাদা মুরগি দান করিয়াছিল। কিন্তু, কোন পূজা বা সার্বে পূজার সময়ই কোনভাবে আর কোন রকমের ভাড়ি পূজা দেয়া যায়। কঠিন।

শিশু আধো আধো বুলি আবার কেহ বা শোনে
ই বুকখানি ভরা যায়। ভুলো মনের
সাধনার গত গীত-পদ রাখুই রেখে প্রণালীবদ্ধ
ভাবে বুকটি আবার কেহ ভালোবাসে যে
যার সবা কে বলবা কেই বা কি ছিল সবচুকুর
আজ আর বলবা তার লেখা রেখে গিয়ে
চলি যায়। পাখিরে দুটো আজ
বলতে ভুলোমনি বকলে যার সবা কে
হয়ত সুখ বাসায় আজ অনেক কষ্ট
করে।

দশম অধ্যায়

শুণাপালির ভবিষ্যৎ আর কিছু আলোচনা

১০.১ — শুণাপালির ভবিষ্যৎ :

অনেক প্রকারের শুণাপালির মধ্যেই আদর আছিল। আছিল পণ্য প্রায় ২০০ বছর আগেই প্রবেশ শুরু খ্রীষ্টাব্দ শতাব্দীতে এই শুণাপালির আলোচনা সৃষ্টি করিছিল। অংকীয়া নাট আছে বরীয়া গুণ। সেয়াই বলিতিলে, পূজাই পাবলে বিভিন্ন বিষয়ে শুণাপালিয়ে বাস করিছিল মানুহর মনত অন্ধ: কোপত। কিন্তু মেজিয়াতে দেখা অনেকর চৌদিশর পরিস্থিতীয়া বংশ্রুতির ভাংচুরে হানি করিবলে ধরিলে, তেজিয়াতে দেখা প্রকল্পত: অধ্যয়ীয়া বংশ্রুতির মধ্যে সতিতো উপাদানে অধ্যয়ীয়া মানুহর রুচি প্রকল্পত: করি আহিবলে ধরিলে আরু কেনেদে

অহরোজ অনুপস্থিত থাকায় পরিচালক বকিলেন।

এই সংবাদটি শুনে গুলাপালিকে ঘাবড়িত হল। গুলাপালি দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে ভাবতে লাগল সারা সিনি জানুয়ারে আমিনার অনুপস্থিতি পুরো দলে প্রভাব ফেলবে। একেবারে ভালো নয়। তাদের দুশ্চিন্তা কথা কথা আমিনার কানে যেতে দেরি হল না। আমিনা ভাবতে লাগল কেন সে কিছু স্বার্থপর লোকের ঈর্ষার শিকার হতে যাচ্ছে।

বর্তমান সময়ের দিকে তাকালে দেখা যায় পরিবেশের বা নদীর কাছে বাংলাদেশের নাটকের মেয়ে চরিত্র চেঞ্জ লোকের কিছু স্বার্থপর গুলাপালির নাটকের আদান করছে ঈর্ষাক এবং নতুন প্রতিভা সৃষ্টি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু দোষ বোঝা যায়।

অভিজ্ঞতা কলা গুলাপালি মনে মনে আমিনার সম্পর্কে ভবিষ্যত বীরনতো নাকি শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ অনুযায়ী সম্পর্কে নানা কথা ভাবে। এই সম্পর্কের মধ্যে আসি শুধু নিয়ে অশান্তি

ভেবেছি।

১০.২ সারসংক্ষেপ :

১৯৭৪ সনে স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরাতন কাঠামো ও কয়েকটি আধুনিক সংযোজন নিয়ে যে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল তার সুপারিশমালা বাস্তবায়নের কার্যকারিতা অনুসন্ধান করা হয়। কিন্তু এই সুপারিশমালা আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে কোনো পরিবর্তন বা নতুন কিছু যুক্ত করা হয়নি। শুধু কাগজে কলমে থাকলেও বাস্তবে এটা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনুন্নত হওয়ার কারণ খুঁজে বের করা হয়েছে।

সুপারিশমালার যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ হিসেবে দায়ী করা যায়। শুধুমাত্র অনুসন্ধানে ঐক্যের উপর আরও গবেষণা করা যেতে পারে।

১০.৩ সাহিত্যিক

১. ড০ কনক চন্দ্র চহৰীয়া : অসমীয়া সংস্কৃতি
অধ্যয়ন, পৃ: ৮২

২. ড০ নবীন চন্দ্র লাহা : অসমৰ সংস্কৃতি বহিৰেখা,
ড০ কনক চন্দ্র চহৰীয়া পৃ: ১০১

৩. ড০ নবীন চন্দ্র লাহা : অসমীয়া লোক সংস্কৃতি
আভাস, পৃ: ৩৪১

৪. Google : Wikipedia, https://as.m.wikipedia.org.

৫. Google : assamintro.com, https://assamintro.com.

১০.৪ —অসমীয়া গদ্য :

ক্রঃ	গদ্য	লেখক
	অসমীয়া বঃ শ্রুতি অর্থায়ন	চন্দ্রধর শর্মা ও কনক চন্দ্র
	অসমীয়া বঃ শ্রুতি সমীক্ষা	শর্মা ও নবীন চন্দ্র চন্দ্রধর শর্মা ও কনক চন্দ্র
	অসমীয়া লোক বঃ শ্রুতিত আভাস	শর্মা ও নবীন চন্দ্র

Goole : Wikipedia, https://as.m.wikipedia.org .

Goole : assamintro.com, https://assamintro.com .

১০.৫ কলাম মাঁচা —

অভিনয় নাম	নীতিকা	চিকানা
১/ ডঃ আনুশমা খাতা	অধ্যাপিকা	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়
২/ ডঃ আমেনা ইয়াসমিন	সহযোগিকা	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়
৩/ চন্দ্রানী দেবী বর্মন	সহযোগিকা	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়
৪/ আক্তারুন ইসলাম	সহযোগিকা	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়
৫/ শাশানী হালদার	সহযোগিকা	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়
৬/ অনিকা খাতা	ছাত্রী	ঠুঁটুরা চরি
৭/ মুনিজা আক্তার	ছাত্রী	লক্ষ্মীপুর বাজী

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তগত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

(অসমীয়া বিভাগ)

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- বাদ্য-যন্ত্র

প্রস্তুতকর্তা.....

নামঃ- প্রীতি বর্মণ

শ্রেণীঃ- স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নং ঃ- UA-201-101-0098

পঞ্জীয়ন নং ঃ-20023091

শ্রেণী ৰোল নং ঃ-26

কাকত ঃ প্রকল্প (ASM-HE-6056)

তত্বাবধায়িকাঃ

ড° অনুপমা বাডা

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Badya - jantra"** submitted by PRITY BARMAN. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ওড়াবাড়ী বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সুমনা চক্রবর্তী মহাশয়ার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও সুযোগ্য নির্দেশনা ছাড়া এই গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাঁর ধৈর্য, সহনশীলতা ও অকৃত্রিম স্নেহ আমাকে বারবার উৎসাহিত করেছে। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী।

এছাড়া লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক ও কর্মচারীদের সহযোগিতা আমার গবেষণাকে সহজ করেছে।

পরিশেষে, আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা রইল, যাঁদের নিরন্তর উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

— সাধনা

আছে। শাংখ, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিতে আকাশ
ভরে উঠে। এই শাঁখের ধ্বনি শুনে শঙ্খচিল
ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যায়। তাই শঙ্খচিল
শাঁখারিদের শত্রু। শাঁখারিরা শঙ্খচিল দেখলে
চিল ছুড়ে মারে। এই শঙ্খচিল শিকারি পাখি
হিসেবে পরিচিত।

শঙ্খচিলের আকার প্রকৃতি পাখিটি সম্পর্কে
সবিস্তার বর্ণনা দাও।

উত্তর: শঙ্খচিল বাজপাখি গোত্রের একটি শিকারি
পাখি। এদের দেহের দৈর্ঘ্য ৭৫ সেমি থেকে ৮৫ সেমি
পর্যন্ত হয়। ডানা দুটি লম্বা ও চওড়া। ডানা
মেলে উড়লে এদের দেহের দৈর্ঘ্য ১৭০ সেমি থেকে
১৯০ সেমি পর্যন্ত হয়। এদের লেজ লম্বা ও
চওড়া। লেজে ৬টি কালো ডোরা থাকে। এদের
ঠোঁট বাঁকানো ও ধারালো। ঠোঁটের গোড়ায়
মোম জাতীয় পদার্থ থাকে। এদের পা ও
আঙুল হলুদ রঙের। পায়ের আঙুলে বাঁকানো
ধারালো নখর থাকে। এদের চোখ বড় ও
উজ্জ্বল। চোখের মণি কালো। চোখের চারপাশে
হলুদ রঙের চামড়া থাকে। এদের মাথা ও
ঘাড়ের পালক সাদা। পিঠ, ডানা ও লেজের
পালক ধূসর। বুক ও পেটের পালকে কালো
ডোরা থাকে। এদের ডানার নিচের পালক
সম্পূর্ণ কালো। ডানার ওপরের পালকে
সাদা ও কালো ডোরা থাকে। এদের
ঠোঁটের নিচে কালো রঙের একটি অনুভূমিক
রেখা থাকে। এদের চোখের মণি হলুদ।

উপযুক্ত কারণসহ আবেদন সহ যোগাযোগ
আপিলের মেমো এই কার্যালয়ে
অসম্পূর্ণ হিং বুঝিয়ে দেবেন...

তারিখ
২৬/০৬/২০২৬

ইতি.
প্রীতি বর্মন
কাশী মঞ্চ আঞ্চলিক
লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়

সূচীপত্র

অধ্যায় — পৃষ্ঠা নং

• প্রথম অধ্যায় : ১. অবতারনিকা

১.১ পরিচয় — ১

১.২ অধ্যয়ন লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য — ২

১.৩ অধ্যয়ন পদ্ধতি — ৩

১.৪ অধ্যয়ন পরিসর — ৪

• দ্বিতীয় অধ্যায় : ২. মূল বিষয় আলোচনা — ৬

২.১ বাদ্যযন্ত্র ইতিহাস — ৬-৯

২.২ পরম্পরাগত বাদ্যযন্ত্র — ১০-১৯

২.৩ বাদ্যযন্ত্র তালা — ২০-৪৮

২.৪ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার — ৪৯-৬৪

• তৃতীয় অধ্যায় : ৩.১ আমরনি বা মন্তব্য — ৬৬-৬৬

৩.২ পাদটীকা — ৬৭

৩.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী — ৬৮
৩.৪ অমিল দাঁড়ায় — ৬৯

১.১ পরিচয় :-

ভারতের অসংখ্য প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নালন্দা মহাবিহার অন্যতম। এটি ছিল বিশ্বের প্রাচীনতম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এটি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্মচর্চার এক অনন্য কেন্দ্র হিসেবে বিরাজ করেছিল। বর্তমান বিহার রাজ্যের রাজগীর শহরের কাছে অবস্থিত এই মহাবিহার এক সময় সমগ্র এশিয়ার শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করেছিল। চীন, কোরিয়া, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও মধ্য এশিয়ার বহু শিক্ষার্থী জ্ঞানের সন্ধানে এখানে এসেছিলেন। তাঁদের ভ্রমণকাহিনি ও লেখনী থেকে নালন্দার গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পারি।

নালন্দা মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৫–৪৫৫ খ্রিস্টাব্দ) এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর নামানুসারে এটি কুমারগুপ্ত মহাবিহার নামেও পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে গুপ্ত, পাল ও অন্যান্য রাজবংশের শাসকগণ এর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে নালন্দা ধীরে ধীরে একটি বিশাল শিক্ষা-নগরীতে পরিণত হয়।

১.২. অধ্যায়ন লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য :-

প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষা শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল তাদের মধ্যে ভাষার চারটি দক্ষতা — শোনা, বলা, পড়া এবং লেখার দক্ষতা সঠিকভাবে অর্জন করানো। এই চারটি দক্ষতা একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই চারটি দক্ষতার মধ্যে শোনা ও বলা দক্ষতা অর্জন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শোনা ও বলার মাধ্যমে ভাষার মৌখিক রূপটি আয়ত্ত করা যায়। ভাষার লিখিত রূপটি আয়ত্ত করার জন্য পড়া ও লেখা দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। ভাষার মৌখিক রূপটি আয়ত্ত করার পর ভাষার লিখিত রূপটি আয়ত্ত করা সহজ হয়। যেমন — মা, বাবা, ভাই, বোন, ইস্কুল, বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, রবার, ইত্যাদি শব্দগুলি শোনা ও বলার মাধ্যমে শিশুরা সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। ভাষার লিখিত রূপটি আয়ত্ত করার জন্য এই শব্দগুলি লেখা ও পড়া দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। ভাষা শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষার চারটি দক্ষতা সঠিকভাবে অর্জন করানো। ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষার চারটি দক্ষতা অর্জন করানোর মাধ্যমে তাদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষার চারটি দক্ষতা অর্জন করানোর মাধ্যমে তাদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষার চারটি দক্ষতা অর্জন করানোর মাধ্যমে তাদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২.৩. অবরোহ পদ্ধতি :-

আরোহ পদ্ধতির বিপরীত প্রক্রিয়া হল অবরোহ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সাধারণ থেকে বিশেষে যাওয়া হয়। অর্থাৎ সাধারণ সূত্র থেকে বিশেষ ঘটনা ব্যাখ্যা করা হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণ সূত্রকে ভিত্তি করে বিশেষ ঘটনা ব্যাখ্যা করা হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণ সূত্রকে ভিত্তি করে বিশেষ ঘটনা ব্যাখ্যা করা হয়।

২.৪. অবরোহ পদ্ধতির প্রকারভেদ :-

অবরোহ পদ্ধতি দুই প্রকার।

(i) বিন্যাস সংক্রান্ত অবরোহ
(ii) বৈধ অবরোহ।

(i) বিন্যাস সংক্রান্ত অবরোহ :- এখানে সাধারণ সূত্রের সাহায্যে বিশেষ ঘটনা ব্যাখ্যা করা হয়।

উপরোক্ত হেতু কারণ আলোচনা
করিয়াছে। এই সীমিত মেধা আলোচনার
পরিসর- হাইপোথিসিস।

(ii) হেতুর পরিসর :-

কোনো প্রতিপাদ্য বিষয়ের হেতুর
পরিসর হিসাবে বিশ্লেষণী অনুমান
কোনো বিষয় প্রতিপাদ্য- হাইপোথিসিস
অনুসন্ধানের জন্য হিসাবে যেই
সমস্ত অভ্যাস ব্যবহার লিখো।

২. মূল বিষয় আলোচনা :-

২.১ পাঠ্যক্রম- ইতিহাস :-

অসমের সংস্কৃতি বিষয়ক - ১৯৯ নম্বরের
দীর্ঘপ্রশ্নোত্তর । শ্রেণীকক্ষ আলোচনা- অসমের সংস্কৃতি-
বিভিন্ন ক্ষেত্রে- অসমীয়া জাতি গঠনত বিভিন্ন
জনগোষ্ঠীৰ অৱদান- শংকৰদেৱ আৰু তেওঁৰ
সমসাময়িক- ধৰ্মীয় আন্দোলন- বৈষ্ণৱ ধৰ্ম-
সত্ৰ- নামঘৰ- কীৰ্তনঘোষা- বৰগীত- অংকীয়া
নাট- ভাওনা- ওজাপালি- বৰগীত- ভটিমা-
অপসংস্কৃতি- ব্যাহাৰ- বিহু- ভেলুকা- ঝুমুৰা-
ডেকা চাংঘৰ- মাটিকাৰ- মৃৎশিল্প- তাঁতশাল-
বুৰঞ্জী- সাহিত্য- অসমীয়া ভাষা- ব্যাকৰণ-
অভিধান- সাময়িক পত্ৰ-পত্ৰিকা- সংবাদপত্ৰ-
ৰেডিঅ' - দূৰদৰ্শন- চলচ্চিত্ৰ- ক্ৰীড়া- খেল-
ধেমালি- ঢেকীয়াখুলী- ঢেকীশাল- ঢেকীয়া
নৃত্য- শিল্প- কাৰুকৰ্ম- চৰাই (=পক্ষী)
চৰাই- মাছ- মাছ ধৰা- মাছ ধৰা
(=মাছ) কলি- চৰাচৰ- মানুহ- জীৱ- জন্তু-
জন্তুৰ- শ্ৰেণী- স্তন্যপায়ী- জীৱ- বাঘ
(=বাঘ) হাতী (=হস্তী) গৰু (=গো) ঘোঁৰা
(=অশ্ব) ছাগলী (=ছাগ) ভেড়া (=মেষ)
(=চীনা) চীন- চীনা- চীনাভাষা- চীনা
ভাষা- চীনা ভাষাৰ- চীনা ভাষাৰ
ব্যাকৰণ- চীনা ভাষাৰ ব্যাকৰণ-

হোসনিবী তন্ত্রত- কুর্ণ, মুহাম্মদ, সাহিত,
কবিতা, চেতু, হেলী, সাদ্দ আলী সাধনপুরুষ
মুহাম্মদ সাহিত্য ওজন লাভ। প্রাকৃতিক্ষ
মাসুদ ফারি শ্রাদ্ধ কক্ষালিম তোমরত- সাধারণ,
কাহিনী / কাহিনী, কোহেদ্দা, চীনা, চীনাচাল,
হেমন্ত, হেলী, মুহাম্মদ, ইসহাক, সাধারণ,
কেন্দ্রীয় শিক্ষক, সাধারণ- সাধারণ তোমরত
লিঙ্কাকার্ড তন্ত্রত কিন্তিকন্যা- কার্ড)। ইন্দিরা-
সাধারণ- সাধারণ- সাধারণ তোমরত
সাধারণ- সাধারণ- সাধারণ- সাধারণ তোমরত
সাধারণ- সাধারণ- সাধারণ- সাধারণ তোমরত
সাধারণ- সাধারণ- সাধারণ- সাধারণ তোমরত
সাধারণ- সাধারণ- সাধারণ- সাধারণ তোমরত

সমৃদ্ধশালিনী - মালে - ঢেলেমেলে - প্রমোদ-প্রকাশ আজ।
। জাতে কাঁচামেলে - মেলবেন - আঞ্চিক ।
ঐশ্বর্যশালিনী - মালিনীমেলে । বিনা -
-ধানশ্রীর - ঠাকুরদা - হয়। অসংখ্য - ঢেলে - মুখিয়ে -
-প্রবীণ। ঢেলে গাড়ি প্রাইমারীতে - ঢে - আলাদাই
অমাবস্যা, - ঠাকুর, ডাবলিংস - মাঝে ঢিলেঢালা -
মুখস্থ, - মোহনী, - প্রথম, - আশ্রমালয়, - ঢেলেমেলে,
প্রথম মেঁদনা) - ঢলী, - মুখস্থই, - মন্দিরা, - মুক্তালী,
- ঢলকাহন, - ঐশ্বী, - চাঁদকালি (মুক্তি চলোদয়
- ঢুকুটি, - ঢেলেমি, - ঢেলেমি, - ঢেলেমি, - মালাবন,
- ঢুকুটি, - ঢেলেমি, - ঢেলেমি, - ঢেলেমি, - ঢেলেমি

2। মেঘ- মহাকাশ- প্রকৃতি- মানুষ - ভালোবাসানি
আমাকে একলাই- আসছি- ফিরছি- ওরা- তুমি নিয়ে যাবে
আমাকে একলাই। আসছে- মানুষ- ফিরছে- মেঘ
প্রিয়ত- প্রকৃতি- মহাকাশ- মেঘ- মানুষ- ভালোবাসা- ভেঙে
দোহন — মেঘ- নিয়ে যাবে, আমাকে- একলাই। আসছে
। ফিরছে- মানুষ- প্রিয়ত- প্রকৃতি- মহাকাশ- মেঘ-
প্রকৃতি- মহাকাশ- মেঘ- ভালোবাসা- ভেঙে- মানুষ
। ফিরছে- আসছে- একলাই- আমাকে- নিয়ে যাবে- তুমি
- ভালোবাসা- মানুষ- ভেঙে- মহাকাশ- প্রকৃতি-

২.২. পরমন্ত্রবাসাত বাদ্য-যন্ত্র :-

বিভিন্ন গতি - প্রকৃতি- তালালোকে সমৃদ্ধ অসমত বাদ্য - যন্ত্রের ইতিহাস মুসলি- আরব বণিজ। বিদেশি, যারা আরব মুসলি- মুসলিম ঐক্যের ফলে প্রাচীন কৃষি আরবিয়ান প্রভাবিত বাদ্য - যন্ত্র - বিদেশি বাদ্য - যন্ত্র মোহাম্মদ প্রাচীন - কুরআন বিভিন্ন ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ বাদ্য - যন্ত্র মোহাম্মদ চীন, ভারত, মিশর, আরব ও পারস্য - ইউরোপের সংস্কৃতির সমৃদ্ধ হয়েছে। মুসলিম শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য, বস্ত্র - মাইক্রোস্কোপ - বিভিন্ন - ঔষধ - চিকিৎসা - হুদা মুসলমান বিজ্ঞান - কৃষি - শিল্প - বাণিজ্য - ব্যবসা - বাণিজ্য - ব্যাংক - ব্যবস্থা

'অনুমতি-দাতা' ধ্বনি (ঃ মালিক) ধ্বনি-সমাসে দ্বন্দ্ব (ইঁদুর-ছানা) আর্থ সমাস (মাসিক-বেতন) তদ্ধিতান্ত (বাঙালি, দেশোয়ালি, মেয়েলি) ক্রিয়াবিশেষণ (খাইয়ে-দাইয়ে) অনুকার (ঝিকমিক, ঝিলমিল) ধ্বন্যাত্মক (ঝরঝর, টুপটাপ) ধ্বনি-পরিবর্তন (ঃ মালিক) ধ্বনি-লোপ (ইঁদুর-ছানা) ধ্বনি-বিপর্যয় (ঝিকমিক, ঝিলমিল) ধ্বনি-বিকার (ঝরঝর, টুপটাপ) ধ্বনি-আগম (খাইয়ে-দাইয়ে) ধ্বনি-সংগতি (দেশোয়ালি) ধ্বনি-সংকোচ (মাসিক-বেতন) ধ্বনি-বিপর্যয় (ঝিকমিক, ঝিলমিল) ধ্বনি-বিকার (ঝরঝর, টুপটাপ) ধ্বনি-আগম (খাইয়ে-দাইয়ে) ধ্বনি-সংগতি (দেশোয়ালি) ধ্বনি-সংকোচ (মাসিক-বেতন)

।। নিম্নোক্ত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করো ও ব্যাকরণিক পরিচয় দাও ।

১। ইঁদুর-ছানা = ইঁদুর + ছানা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস)

মানুষের-মতো = মানুষ + এর + মতো (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস)

ঝিকমিক = ঝিক + ঝিক (অনুকার ধ্বন্যাত্মক শব্দ)

ঝিলমিল = ঝিল + ঝিল (অনুকার ধ্বন্যাত্মক শব্দ)

ঝরঝর = ঝর + ঝর (অনুকার ধ্বন্যাত্মক শব্দ)

টুপটাপ = টুপ + টাপ (অনুকার ধ্বন্যাত্মক শব্দ)

খাইয়ে-দাইয়ে = খাইয়ে + দাইয়ে (ক্রিয়াবিশেষণ সমাস)

দেশোয়ালি = দেশোয়াল + ই (তদ্ধিতান্ত শব্দ)

মাসিক-বেতন = মাসিক + বেতন (কর্মধারয় সমাস)

মালিক = মাল + ইক (তদ্ধিতান্ত শব্দ)

।। নাম লেখো ধ্বনি পরিবর্তন ও ধ্বনি-বিপর্যয়ের

ধ্বনি-লোপ - ইঁদুর-ছানা, মানুষের-মতো

ধ্বনি-বিকার - ঝরঝর, টুপটাপ

ধ্বনি-আগম - খাইয়ে-দাইয়ে

ধ্বনি-সংগতি - দেশোয়ালি

ধ্বনি-সংকোচ - মাসিক-বেতন

ধ্বনি-বিপর্যয় - ঝিকমিক, ঝিলমিল

।। নিম্নোক্ত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করো ও ব্যাকরণিক পরিচয় দাও ।

ইঁদুর-ছানা, মানুষের-মতো, দেশোয়ালি, খাইয়ে-দাইয়ে, মাসিক-বেতন, ঝিকমিক, ঝিলমিল, ঝরঝর, টুপটাপ

তথ্য :

১। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম না আসা পর্যন্ত।

২। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙা পর্যন্ত।

৩। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

৪। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

৫। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

৬। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

৭। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

৮। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

৯। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

১০। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

১১। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

১২। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

১৩। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

১৪। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

১৫। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

১৬। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

১৭। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

১৮। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

১৯। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

২০। ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পর থেকে ঘুম ভাঙার পর ঘুমের ঔষধ জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

। ...ক...খ...ঘ...চ...ছ...ঝ...ট...ঠ...ড...ঢ...ত...থ...দ...ধ...ন...প...ব...ভ...ম...য...র...ল...শ...ষ...স...হ...ড়...ঢ়...য়...ৎ...ং...ঃ...ঁ...

ঐ. এক আরবজাতীয় সমস্ত। ফলের নাম, অনুষ্ঠান, সমস্ত আরবজাতীয় ঐতিহ্য ও ফলের নাম। ফলের নাম, অনুষ্ঠান, সমস্ত আরবজাতীয় ঐতিহ্য ও ফলের নাম।

চীনা ম মেল ৯'৪ ঐঁছ ছেলি-বজোনা-ঠাকোনা-ঝাঁ-চক্ষু। ঐতিহ্যবাহী-অনুষ্ঠান-সমস্ত-আরবজাতীয়-ঐতিহ্য-ও-ফলের-নাম। ঐতিহ্যবাহী-অনুষ্ঠান-সমস্ত-আরবজাতীয়-ঐতিহ্য-ও-ফলের-নাম।

ঘরের দেয়ালগুলি পুরু। সেগুলির গায়ে
কোনো অলঙ্করণ নেই। ঘরের মেঝেতে
একটি সতরঞ্চি পাতা। ঘরের এক কোণে
একটি কাঠের চৌকি। চৌকির উপর
একটি বিছানা। বিছানার পাশে একটি
ছোট টেবিল। টেবিলের উপর একটি
হারিকেন। হারিকেনের পাশে একটি
বই। বইটির নাম 'পথের পাঁচালী'।
বইটির লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে।
বইটির প্রকাশক ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
এন্ড সন্স। বইটির মূল্য ছিল তিন টাকা।
বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩০০।

মুদ্রিত ভাষা :

অসমর প্রকাশিত এই
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান
'বিজয়', 'বিজয়া', 'বিজয়ী' প্রভৃতি নামে
বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করে।
বইটির প্রচ্ছদে একটি ছবি আঁকা আছে।
ছবিটিতে একটি ছেলে একটি মেয়ে
একটি বিজয়ী নামের যন্ত্রপাতি নিয়ে
খেলছে। ছবিটি খুব সুন্দর।

৪-প্রাচীন বাংলার গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান বিবাহ ও
আদ্য। বিভিন্নপ্রকার মানুষ সুন্দরভাবে
জীবন যাপন করার জন্য কতগুলি নিয়ম
মেনে চলে। এই নিয়মগুলিকে সমাজ
বলে। সমাজ বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান
পালন করে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন,
উপনয়ন, চূড়াকরণ, ব্রতপালন, পূজা
ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠানগুলি সমাজের
মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে
জড়িয়ে আছে। এই অনুষ্ঠানগুলি
সমাজের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও
সংহতি বজায় রাখে। কিন্তু
সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে
এই অনুষ্ঠানগুলির কিছু কিছু
পরিবর্তন হয়েছে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ,
অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, চূড়াকরণ,
ব্রতপালন, পূজা ইত্যাদি।

প্রাচীন কালের সঙ্গে আধুনিক বিবাহের
অনেক পার্থক্য রয়েছে। প্রাচীন
কালে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল।
কন্যার বয়স ৮ বছর হলেই
তাদের বিবাহ দেওয়া হত। কিন্তু
বর্তমানে বাল্য বিবাহ আইনত
নিষিদ্ধ। বর্তমানে ছেলে ও মেয়ের
বিবাহের বয়স ২১ বছর ও ১৮ বছর
নির্ধারিত হয়েছে। প্রাচীন কালে
বিবাহ ছিল পিতা-মাতার
নির্দেশে। বর-কন্যা বিবাহের
আগে পরস্পরকে দেখার সুযোগ
পেত না। বর্তমানে বিবাহ
পিতা-মাতার নির্দেশে হলেও
বর-কন্যা পরস্পরকে দেখে
নিজেদের পছন্দ অপছন্দ
জানিয়ে বিবাহ করে।

ফরিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ইসলামপুর থানার অধীনে
চন্দনপাড়া গ্রাম। সেখানকার মুসলমানগণ প্রায়
সকলেই দরিদ্র। কৃষিকার্য ও গৃহপালিত
পশু-পক্ষী বিক্রয় করিয়া তাহারা
জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। তাহাদের
মধ্যে শিক্ষার প্রচলন নাই বলিলেই চলে।
কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার
ব্যতীত অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর।

চন্দনপাড়া গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়
আছে। ইহা ১৯৫৯ সালে স্থাপিত হয়।
বিদ্যালয়টি ইসলামপুর থানার অন্তর্গত
একমাত্র বালিকা বিদ্যালয়। ইহার
ছাত্রীসংখ্যা ১৫০ জন। ছাত্রীদের
বয়স ৬ হইতে ১১ বৎসরের মধ্যে।
বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন।
তাঁহাদের মধ্যে ১ জন প্রধান শিক্ষয়িত্রী,
৩ জন সহকারী শিক্ষয়িত্রী। ১ জন
দপ্তরী আছে।

—ভাষার। দিদার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাদের
কাছে, এমনকি যারা তাঁর রচনার পাঠক তাদের
অনেকে হয়তো জানেন না যে দিদার একজন
বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। তাঁর আঁকা ছবি নিয়ে
একটি একক প্রদর্শনীও হয়েছে। তাঁর
আঁকা ছবির বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যময়। তাঁর
আঁকা ছবির মধ্যে রয়েছে মানুষ, পশু-পাখি,
প্রকৃতি, ফুল, ফল, গাছপালা, নদী, পাহাড়,
সমুদ্র ইত্যাদি। তাঁর আঁকা ছবির মধ্যে
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর আঁকা
মানুষের মুখ। তাঁর আঁকা মানুষের মুখের
অভিব্যক্তি দেখে মনে হয় যেন মানুষের
মনের ভাব তিনি ছবির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে
চেয়েছেন

ঘরোয়া খেলাধুলা সুস্থ-সবলভাবে কাজ করে জেলাদের মধ্যেও লক্ষ্যে গণিত লাগে। তবে ইংরাজ ছিলেন এক শ্রেণীর অনুকূল পরিচয় দোড়াদৌড়ি সমবায় প্রতিযোগিতা আজ চালাক। জনগণের সমাজীকরণে ইংরাজ অবস্থান আছে, না ছিল হলেও ইহা এক বার্ষ চরম কাল। ব্যাপারটা প্রথম বিনিময়ের ছিল হিসাবে প্রতিযোগিতা হয়।

অসমান 'সমেলন', নিখিল চলাচল 'ওড়না'।

অসমান-অনে - ছড়ানো ছিটানো কিছু এলাকা - আলো - চড়ে - অসমান সমাবেশ-কয় : 'সংমেলন', 'সমেলন', 'সমেলন', 'স

৭। নিম্নোক্ত শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ লিখ।

অমর - মরণশীল, বিদ্বান - মূর্খ, ধনী - দরিদ্র, সাধু - অসাধু, ঐক্য - অনৈক্য, ঐতিহাসিক - অনৈতিহাসিক, সাধু - চলতি, আনুষ্ঠানিক - অনানুষ্ঠানিক, সাধু - চলতি, অনধীকার্য্য - অস্বীকার্য্য, বর্তমান - নিষ্প্রভ, অতি - অনতিদীর্ঘ

২.৬. বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণি :-

বাদ্যযন্ত্রকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন- তারযন্ত্র, ফুঁকযন্ত্র ও তালযন্ত্র। তারযন্ত্রের তার টেনে বা ছেড়ে সুর তোলা হয়। তারযন্ত্রকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ঝঙ্কার তারযন্ত্র ও ঘর্ষণ তারযন্ত্র। ঝঙ্কার তারযন্ত্রকে আঙুল বা কাঠি দিয়ে আঘাত করে বাজানো হয়। যেমন- সেতার, এসরাজ, বেহালা, গীটার ইত্যাদি। ঘর্ষণ তারযন্ত্রকে ছড় টেনে বাজানো হয়। যেমন- সারিন্দা, দোতারা ইত্যাদি। ফুঁকযন্ত্রকে ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়। যেমন- বাঁশি, সানাই, শিঙা ইত্যাদি। তালযন্ত্রকে আঘাত করে বাজানো হয়। যেমন- তবলা, খোল, মাদল, ঢোল, খঞ্জনি ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য যে কোন যন্ত্রকে মূলত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. ঘনবাদ্য
২. তত : বাদ্য
৩. সুষির বাদ্য
৪. অনদ্ধ বাদ্য বা আনদ্ধ বাদ্য

৭. ঘনবাদ্য :-

ইন্দিরীয় প্রাচীন লোক বাদ্য সমূহের ভিতরে ঘনবাদ্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর বাদ্যের ব্যবহার বেশি। লোক সাধারণের কাছে এগুলি খুবই পরিচিত বিশেষ ভূমিকায় থাকে। করতাল, খঞ্জনী, কাঁসর, সিঙ্গল আদি বিভিন্ন নামে ঘনবাদ্য সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের যেমন- ঘনতাল, চিমটা, ঘন্টি, মন্দিরা, খঞ্জনী আদিতেও ঘনবাদ্য। অসমের লোকসংস্কৃতিতে এই সমস্ত ঘনবাদ্য ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়ে আসছে।

২. তত : বাদ্য :-

তত : বা তন্ত্র অর্থাৎ তাঁতের যন্ত্রের বাদ্যসমূহকে তত : বাদ্য বোলা হয়। এই বাদ্যের ধ্বনি সৃষ্টিতে তাঁত বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। অসমের লোকসংস্কৃতির

বিভিন্ন জাতি বা জনজাতির মধ্যে অনেক ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র দেখা যায়। যেমন- বীণ, বীণা, চিকারী, সারেঙ্গা, হোরোগো, চাংগু, চেজা (চড়ক সন্ন্যাস বা লোকনৃত্যের বিশেষ) আদি প্রধান।

৩. সুষির বাদ্য :-

বায়ু প্রধান বাদ্যযন্ত্রকে সুষির বাদ্য বলা হয়। সুষির অর্থ ফুটো বা ছিদ্র, ছিদ্রযুক্ত নল ও তার সাহায্যে ধ্বনি সৃষ্টি করা বাদ্যযন্ত্রই সুষির বাদ্য। এইসব বাদ্য মুখ দিয়ে ফুঁ দিয়ে এবং আঙুল দিয়ে ছিদ্র বন্ধ করে বাজানো হয়। বাঁশি, বাঁশুরি, ক্লারিনেট, ট্রাম্পেট, সাক্সোফোন, অর্গান, হারমোনিয়াম ইত্যাদি সুষির বাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

লেকচার (লেকচা - মিনিং), লিডার, বাঁশী, ফুরফুরি (মিনিং ও বাঁশী), সার্পিন্ট (আকার বাঁশী), চিপ্পিং (চড়ের আঁশী), ভুক্তি লী, ভুক্তলী, শংখ আদি ভূমির বাস্তব প্রচলন আসাম আছে।

8. অবদ্ধ ও আবদ্ধ বাদ্য :-

মানুষের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের সাথে আবহমান কাল ধরে আবদ্ধ বাদ্য প্রচলন আছে। তাছাড়া কুল আদি দ্বারা তৈয়ার করা বাদ্যযন্ত্রগুলি ও আবদ্ধ বাদ্য মুলিং পাই। আসামের লোক শাস্ত্রীয় কলাও ঢোল, মাদল (চরু - গুনলোকী), দুদুংগা, নাগারা, মাদল বা গ্রামর (চড়ের ঢোল), দুমদুম (মিচিং ঢোল), খাঞ্জরি, কাকরা, আদিম (লামনি অসমত

ভালোবাসা কাকে বলে ? ভালোবাসা হল —
বাধাবন্ধ সঙ্কুচিত কিছুমানস চিন্তে তলে
হৃদয় সঞ্চারিত প্রচলিত । তখনও প্রচলিত
সমাজিল এমন নানান ধনাত্মক এই বাধ্যবাধকতার
সঙ্গতাসা হলেন । কৈশোর কোনো ভোজিয়া
সাহেবজীবন তখন হোল এই সাধুচিন্তার
বিভেদ - আড়ম্বর, ইঙ্গিত, দুর্ভাগ্য;
সুস্থির আলিঙ্গন হোলাসাইছে । এই বাধ্যবাধকতার
সমাজভুক্তে এই. সঞ্চারিত ভাষ্কর ভাবনা
হয়ে আছে নানান মানবীয় হোলাসাইছে
। প্রমাণ হিসাবে রাইমস হোলাসাইছে
সমাজ সমীক্ষা - দুইজন ছাত্রীর প্রতিবেদন

। দুজন ছাত্রীর নাম
হোলা, হোলা, হোলা, হোলা, হোলা,
হোলা, হোলা, হোলা, হোলা, হোলা,
হোলা, হোলা, হোলা, হোলা, হোলা,

২. ঘনবাহুল উদাহরণ :-

সমাধান :-

নানান বিষয়ে। আর বিশ্বায়ন এই ধারণাকে আরো ত্বরান্বিত করে। এই বাদ্যযন্ত্রটি আজ বিলুপ্তির পথে। একে আর দেখা যায় না। আগে মূলত লোকায়ত জীবনে এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। ছোট ধাতব ফ্রেমের মাঝে একটি জিভ থাকে। এটি মুখের কাছে ধরে আঙুল দিয়ে আঘাত করলে জিভটি কম্পিত হয়ে সুর সৃষ্টি করে। ইংরেজিতে এটিকে Jaws harp বলা হয়ে থাকে।

এখানে একটি মতবোলীয় উদাহরণ দেওয়া হলো:

বিকাল অবসান। অন্ধকার ঘিরিল চারিদিক। অনুরোধীয় জোরে গানের কিন শুরু হইল। বাদ্যযন্ত্রে তুলা যায়। গানের তাকাল হইল ইয়াদ আরবিন গানের (কুলীয়াই বলায়)। লিরিলি গানের (লাচনীয়ে বলায়), আদি নামেরে তুলা যায়। আর অনুরোধে গানের মাঝে কোন-কুনো ধরনের ঢোলের ঢোলেরা হয়। গানের শুরি এক-কুনো ধ্বনিক্ষমতা থাকে (fix tuned), ইয়াকে আরো বিভিন্ন ধ্বনিক্ষমতা (constant Pitch)। গানের শেষে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়।

গয়না বানাবলি ১ ইঞ্চি বহল ৮-১০ইঞ্চিমান লীঘল তামবলি বাঁহ চেচটি লাগো। বাঁহ চটাব আগত অংশত বাঁঅোলল গধা ফুলু তাকলৈ এচটি আলা কবি হয়। গয়নাটোব আলাওপলগ মুকত দুডাল তুলা বান্ধি দিয়া হয় যাতে তুলা আহে। গয়নাক চাবিদিশ এইদৰে অলকাওল লগ আহে।

১. মেকেলোৱা বা লাগি
২. আলা বা শিঙ
৩. চিঠি
৪. নক্স

গয়নাক মুখত পিন্ধোৱাৰ পিছত এযন আগুলে নমাব এইদৰে দুটিমুটি চাই শিলে আলা বা শিঙত দুডাল তুলা ভালকৈ মেলি যি ফাকনাৰ সৃষ্টি হয় তাক পিছলৈ নিয়ন্ত্রণ কবি ভুল দিয়া হয়।

অসমীয়া লোকবিশ্বাস মতে গয়না বনাবলি চুবহাৰ কৰা অঁউচটিৰ তুলোন মুক্তাহোৱক শিলিনীয়ে ওঁঠেৰাপৰ অঁউচ "ব" কুওৱাটিৰ কুলি কবি আনি তাক বালি দিলে ওলিয়াবলৈ চাওঁহাত আমণি কুহিয়া নাম ওলায়। ইয়াৰ ফলত গয়নাত চুবহাৰ কৰা ব্যক্তিগৰাকী বঙীয়াল হ'লে ওলি হয়। গয়না কাঢ়িলে

মাত্র দশ মিনিট আগে মিটি।

গীতি আবৃত্তিতে ঝর্ণাকে হারানো কঠিন। সারদাক্ষ অধিকাংশ কলি আবৃত্তি। সারদাক্ষ ঔদ্ধত্য তুলি-ধরার সময়কালীন—তাঁহাকে সকলেই একজন বিদ্যাসাগর বলিয়া অভিহিত করিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব সকলকে মুগ্ধ করিত। তিনি ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের একজন অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি তখন অতি বিরল ছিল। তিনি ছিলেন একজন সুলেখক। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বেতাল পঞ্চবিংশতি, বোধোদয়, কথামালা, চরিতাবলী, ব্যাকরণ কৌমুদী, ঋজুপাঠ, বর্ণপরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন একজন সমাজসংস্কারক। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও উদ্যোগে বহু বিধবার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও উদ্যোগে বহু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি ছিলেন একজন দানবীর। তিনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে অর্থসাহায্য করিতেন। তিনি ছিলেন একজন স্বদেশপ্রেমিক। তিনি ছিলেন একজন মহাপুরুষ।

বাঙালি আজ সারদা মৌলিকের স্মৃতি-তর্পণের আয়োজন করিয়াছে।

আজকাল সকলেই ব্যস্ত। সময় নাই কাহারও হাতে। আজকালকার দিনে কেহই সময় দিতে চাহে না। আজকাল সকলেই ব্যস্ত। সময় নাই কাহারও হাতে। আজকালকার দিনে কেহই সময় দিতে চাহে না।

বিষয়:-

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি এবং তার সঠিক ভূমিকা।

মান্যবর,

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নয়ন, অভিভাবক ও সমাজের সাথে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি বিদ্যালয়ের অভিভাবক ও সমাজের সাথে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

বিনীত

ক. খ. গ. ঘ. ঙ.

আলু :-

আলু একটি দুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। আলু - জাত ও মাটি ভেদে বিভিন্ন প্রকার হয়। এই জাতীয় খাদ্য সুষম খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। এতে প্রচুর পরিমাণ শ্বেতসার, আমিষ, ভিটামিন - সি ও খনিজ লবণ থাকে। আলু - চাষ অত্যন্ত লাভজনক। আলুর ফলন বেশি পেতে হলে সার ও সেচ প্রয়োগ সঠিক সময়ে করতে হবে। আলু - চাষে পোকা - মাকড় ও রোগ - বালাই দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

আলুর জাত :-

আলুর বিভিন্ন জাত রয়েছে। যেমন - দেশি জাত, উফশী জাত, হাইব্রিড জাত ইত্যাদি। দেশি জাত গুলো নিম্ন ফলনশীল। উফশী জাত গুলো অধিক ফলনশীল। হাইব্রিড জাত গুলো রোগ বালাই প্রতিরোধী। এছাড়া আরও কিছু জাত রয়েছে যেমন - আইলা, ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, ক্রাইসোলা, ক্যারোলাস

বিভিন্ন প্রকার তাল যেমন : যজ্ঞতী
তাল, যজ্ঞতীকা ; যুক্তিতাল ; পাণিতাল ; সন্ধিতাল
তাল ; ধর্মতাল আদি সাথে যোগতালের
আলোচনাই তাকলোজনি তাল আকর্ষিত হয় ।
এই তালে তালে পদতাল বা হস্ততাল তুলিও
তুলে ধরা যায় । দুটি তাল যোগতালের অন্য কথা
নাম । দুর্গাদাস, শিবের আদি যোদ্ধাসংগীত
যোগতালের তালিকায় প্রধান চারটি যোগ
অনুমান করা হয় যে এই সময় দুর্গাদাস নাম
প্রচলিত হয়েছিল ।

মাত্রাতাল :
মাত্রামিলন অনুসারে তাল বিচার
মাত্রাতাল যোগ করা হয় ।

দুটি তাল তাল সম্বন্ধে :-
১) অনিয়মিতভাবে তাল । ২) যোগতাল
মাত্রিক তুলিও তুলে ধরা যায় । দুটি তাল ধারণের
সাথসাথিক, তালকালীন পদক্ষেপ আকর্ষণীয় ভাবে
তুলে ধরা যায় । আকর্ষণীয় নৃত্যের যোগ
তুলে ধরা যায় । যোগতাল আদি নাম
তুলে ধরা যায় । যোগতাল, শিবের,
যোগতাল আদি ।

ভাষা আর সাহিত্যের :-

মুখের কথায় মেয়েরা সবার সেরা,
তাদের হাসি দেখলে মন হয় ভরা।
ইংরাজি বাংলায় তারা সমান পটু,
বিদ্যালয়ে তারা সবার সেরা।

বিজ্ঞানের :-

বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলি কিছু আর
সবার ইংরাজি সাহিত্যের মেলবন্ধন হয়। এই
সবার-সাথি সে হলো বিজ্ঞান। সাহিত্যের
সাহিত্যের সাথেতে নেই। সেইজন্য আমি
বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের আমি সাধিকা।
বলেছেন তাহার কথা হয়। অনুসারি তুলিয়া ওঠাই
রোজ সকালে তাদেরকে বিজ্ঞানকে বলায়।
মুলত : বিজ্ঞানী সে নয় আর ওরাও তাই
বিজ্ঞান-বিজ্ঞান-বিজ্ঞান করে ঘোরে সবাই।
তাদের বিজ্ঞান সে নয় ওরাও তাই
বিজ্ঞান-বিজ্ঞান করে ঘোরে সবাই।

২. অঃ বাদ্যযন্ত্র উদাহরণ :-

চীন :

অত্যন্ত লোকপ্রিয় প্রযুক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান চীনা। বিশেষ করে নববর্ষ উৎসব চীনা নববর্ষ ৭ দিন মূল বাদ্যযন্ত্র ড্রাম চীনা বাজানো হয়। ড্রাম ঐতিহ্যবাহী চীনা সংস্কৃতির একটি। ড্রাম বাজানো হয় বিভিন্ন ধরনের। চীনা

আবশ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়। আবার কোন ইন্টিজার
কোন অংশ হোমোলগাস করা হয়। হোমোজেনাস
ব্যক্তির সাথে হোমোলগাস ইন্টিজার তাৎক্ষণিক গরম
করলে সংশ্লেষিত হলেই সে-দলের হোমোলগাস
আকারের এঁচ কাটি দিয়ে হয়।

অধ্যায়ন্তে আবর্তকারিক হোমোলগাস
কারকের আলোর তাপ, এঁচ-এর সাথে সাথে
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হোমোলগাস কারকের
কারণে আলোর তাপ আলোর তাপমাত্রা
হোমোলগাস কোন আকার ধারণ করে
ব্যবহৃত হয়

ہی چاہئے۔ کوئی دعوی، کوئی ۔

۵ ۔ ۲۸

ہمارے معاشرے میں مذہبی تقریر تحریر کے ساتھ ساتھ
ہمارے علماء کرام نے بھی اپنے اپنے مسلک کی ترویج
کے لئے بہت کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
مختلف مسالک کے علماء کرام نے بھی اپنے اپنے
مسلک کی ترویج کے لئے بہت کام کیا ہے۔ اس
میں ہمارے علماء کرام نے بھی اپنے اپنے مسلک
کی ترویج کے لئے بہت کام کیا ہے۔ اس میں
ہمارے علماء کرام نے بھی اپنے اپنے مسلک کی
ترویج کے لئے بہت کام کیا ہے۔ اس میں ہمارے
علماء کرام نے بھی اپنے اپنے مسلک کی ترویج
کے لئے بہت کام کیا ہے۔ اس میں ہمارے علماء
کرام نے بھی اپنے اپنے مسلک کی ترویج کے
لئے بہت کام کیا ہے۔ اس میں ہمارے علماء کرام
نے بھی اپنے اپنے مسلک کی ترویج کے لئے
بہت کام کیا ہے۔ اس میں ہمارے علماء کرام نے
بھی اپنے اپنے مسلک کی ترویج کے لئے بہت
کام کیا ہے۔ اس میں ہمارے علماء کرام نے بھی
اپنے اپنے مسلک کی ترویج کے لئے بہت کام
کیا ہے۔ اس میں ہمارے علماء کرام نے بھی
اپنے اپنے مسلک کی ترویج کے لئے بہت کام
کیا ہے۔ اس میں ہمارے علماء کرام نے بھی
اپنے اپنے مسلک کی ترویج کے لئے بہت کام
کیا ہے۔ اس میں ہمارے علماء کرام نے بھی

৬. অমিল- সাদৃশ্য পার্থক্য :-

মিলন :-

অসমীয়া- তুলাকাওঁকৰ্তিক পালিচৰণ

চৰাই-পখীৰ প্ৰতিমাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰা হয়। তাৰ পিছত সেইবোৰ ৰঙেৰে ৰঙাই লোৱা হয়। ইয়াৰ পাছত সেইবোৰ ৰঙীন কাগজেৰে সজাই লোৱা হয়। এই প্ৰতিমাসমূহ ৰঙীন কাগজেৰে সজাই লোৱাৰ পাছত সেইবোৰ ৰঙীন কাগজেৰে সজাই লোৱা হয়। এই প্ৰতিমাসমূহ ৰঙীন কাগজেৰে সজাই লোৱাৰ পাছত সেইবোৰ ৰঙীন কাগজেৰে সজাই লোৱা হয়।

বাংলা :-

তুলাকাওঁকৰ্তিক পালিচৰণ

চৰাই-পখীৰ প্ৰতিমাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰা হয়। তাৰ পিছত সেইবোৰ ৰঙেৰে ৰঙাই লোৱা হয়। এই প্ৰতিমাসমূহ ৰঙীন কাগজেৰে সজাই লোৱাৰ পাছত সেইবোৰ ৰঙীন কাগজেৰে সজাই লোৱা হয়। এই প্ৰতিমাসমূহ ৰঙীন কাগজেৰে সজাই লোৱাৰ পাছত সেইবোৰ ৰঙীন কাগজেৰে সজাই লোৱা হয়।

ভূত, ভবিষ্যৎ কিংবা নতুন মিলিয়ে চলমান
ভাষাগোষ্ঠীর আনুমানিক বয়সি ছিসাব করাকে বলে
ক্রমবিকাশ। ক্রমবিকাশ নিয়ে যে শাস্ত্রে আলোচনা
করা হয় তাকে বলে ক্রমবিকাশমূলক ভাষাবিজ্ঞান।
ক্রমবিকাশমূলক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার বিভিন্ন
পরিবার নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই পরিবার
গঠিত হয় কিছু ভাষা নিয়ে। ভাষাগুলি আবার একই
পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা
যেমন বিভিন্ন ভাষায় পরিচিত। যেমন ভারতীয়
ইংরাজি "মেম্বার"; ফিজিয়ান ভাষায় "মুবি";
আফ্রিকান ভাষায় "ক্লিংস্লা" আবার বাংলা ভাষায়
"মেম্বারশিপ" বলা হয়। সংস্কৃত শিক্ষা
দুই প্রকার —

১. ঔপনিবেশিক শিক্ষা বা মেকলে শিক্ষা

২. স্বাধীন ভারতের শিক্ষা

শিক্ষা :-

ভারতের সুপ্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা
বিশেষ শিক্ষার সূচনা খ্রীষ্টপূর্ব 2800 অব্দ
থেকে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা "গুরুমুখী বিদ্যা"
নামে পরিচিত ছিল। গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণ
করতে হত। শিক্ষা সমাপ্তির পর গুরুদক্ষিণা
দিতে হত।

ইতিহাস হল মানুষের সুদীর্ঘ অনুসন্ধান কথা- ১৫ নং

বিজ্ঞানের শ্রেণীর সঙ্গে অনুষ্ঠ। শ্রেণী-

ভূগোলের শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক। কাল-

প্রাচীনকালে মানুষের জীবন ছিল যাযাবর। কৃষি-

আবিষ্কার হওয়ার পর মানুষ স্থায়ী বসতি স্থাপন

করতে শুরু করে। ধর্ম, শিল্প, ভাষা, সাহিত্য

শ্রেণী বিভাগের ক্ষেত্রে ভূগোলের ভূমিকা অপরিসীম।

শ্রেণীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা

করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে মানুষ

শ্রেণী :-

ভাই শিক্ষা- প্রদেশের নাম। ১৫ নং

শিক্ষিকা ছাত্রদের নাম, বয়স, শ্রেণী, অভিভাবকের

নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ছাত্র ও শিক্ষিকার

স্বাক্ষর, বিদ্যালয়ের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর

লিখতে হবে।

যদিও ভারতবর্ষে বেলেতাং সংগীত খুঁজে পাওয়া যায় অতি প্রাচীন।

তানপুরা :-

তানপুরা সাধারণ নিম্নশ্রেণির একটি তন্ত্রি বাদ্য। জনবিশ্বাস মতে, মানুষের নাভিদেশ থেকে একটি ছোট্ট খোলসের সৃষ্টি হয়। পরে তাতে তার পাখীর অনুকরণে খুঁটি লাগিয়ে তানপুরা তৈরি হয়।

প্রাচীন চীনদেশে তানপুরার মত একটি বাদ্যযন্ত্র প্রচলন ছিল। বর্তমানে তানপুরা বলতে ৪ তার (২ জোড়া) বোঝান হয়। তানপুরার সাতটি অংশ থাকে - তুম্বা (২ টি) বোঝান হয়। তানপুরায় সাতটি পর্দা থাকে। তুম্বা-তারের ওপর হয়। তানপুরা-বাহি প্রকারভেদ -

১. পশ্চিমবঙ্গী তানপুরা
২. দক্ষিণী তানপুরা
৩. শিতার তানপুরা
৪. খুঁদ তানপুরা

চিত্র :-

এশিয়ার তাৎপর্যপূর্ণ বিশাল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম। চারদিকে সুন্দর সীমান্ত-রেখা অনুসরণ করে।

অনুসন্ধিৎসু মানুষ বিভিন্ন ঘটনা, স্থান, বিষয়ে ছবি তুলে রাখতে চায়। ভ্রমণকারী ব্যক্তি তার ভ্রমণের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ছবি তুলে থাকে। ভ্রমণের সময় তোলা ছবি ভ্রমণকারীর কাছে অমূল্য সম্পদ। ভ্রমণের ছবি তুলতে ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। ক্যামেরা ব্যবহার করে ছবি তোলার জন্য কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। নিয়মগুলো না মেনে ছবি তুললে ছবি ভালো হয় না। ভ্রমণের ছবি তোলার কিছু নিয়ম-কানুন নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. ক্যামেরা স্থির রাখা :-

ছবি তোলার সময় ক্যামেরা স্থির রাখতে হবে। ক্যামেরা নড়াচড়া করলে ছবি ঝাপসা হয়ে যায়। ছবি তোলার সময় ক্যামেরা দুই হাত দিয়ে ধরে রাখতে হবে। ক্যামেরা ধরে রাখার সময় হাত কাঁপানো যাবে না। ক্যামেরা স্থির রাখার জন্য ট্রাইপড ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. ক্যামেরার লেন্স পরিষ্কার রাখা :-

ক্যামেরার লেন্স পরিষ্কার রাখতে হবে। লেন্স ময়লা থাকলে ছবি ভালো হয় না। লেন্স পরিষ্কার করার জন্য নরম কাপড় ব্যবহার করতে হবে। লেন্স পরিষ্কার করার জন্য কোনো তরল পদার্থ ব্যবহার করা যাবে না।

৩. আলোর দিকে খেয়াল রাখা :-

ছবি তোলার সময় আলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সূর্যের আলো সামনে থাকলে ছবি ভালো হয় না। সূর্যের আলো পেছনে থাকলে ছবি ভালো হয়। ছবি তোলার সময় সূর্যের আলো পেছনে থাকে এমন অবস্থান বেছে নিতে হবে।

মোগল - এর সময় ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে উন্নতি ঘটেছিল তার মূলে ছিল মোগল শাসকদের উদার ও সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি। মোগল শাসকরা বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষণ করতেন। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ নির্ভয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে পারত। মোগল আমলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পার্সি, ইহুদি, খ্রিস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল উল্লেখযোগ্য। মোগল শাসকরা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালনে স্বাধীনতা দিতেন। এছাড়া তাঁরা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান-ধ্যান করতেন। মোগল আমলে হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে ব্যবসা করতেন। এই সহনশীল মনোভাবের ফলে মোগল আমলে ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক উন্নতি ঘটেছিল।

মোগল শাসকদের উদার ও সহনশীল মনোভাবের ফলে ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক উন্নতি ঘটেছিল। মোগল আমলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরা নির্ভয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারতেন। মোগল শাসকরা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালনে স্বাধীনতা দিতেন। এছাড়া তাঁরা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান-ধ্যান করতেন। মোগল আমলে হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে ব্যবসা করতেন। এই সহনশীল মনোভাবের ফলে মোগল আমলে ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক উন্নতি ঘটেছিল।

ফোলে । কার্পিকাফলে ফোলের ফুঁ ফোলে ।
কার্পিকাফলে ফুঁফোল দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ মিমি এবং
প্রস্থ প্রায় ১০ মিমি । অন্যান্য ফোলগুলি ডিম্বাকার
বা গোলাকৃতি হয়ে থাকে । পরিপক্ক ফোলের
ফোল অংগসমূহ - বালি, ফুফল, আঁশনি
ছাল, কোষনি, কলাশি-, কলাশি কণী, মসৃণ,
কোল ফোলের, ঘনত্ব বা সমাধিত । ওলন ফোলের
প্রকার ভেদে বিভিন্ন — ১.৫ গ্রাম থেকে ২.৫ গ্রাম
পর্যন্ত হয়ে থাকে । ফোলের ফুঁ ফোল এবং
ওজন ফোল :- বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের
ভিত্তিতে ফোলের ফুঁ ফোল এবং ওজন
নির্ণয় করা হয়েছে । ফোলের ওজন নির্ণয়ে
ফোলগুলি সংগ্রহ করে সেগুলি শুকিয়ে
নিয়ে ওজন করা হয়েছে । ফোলের ওজন
নির্ণয়ে ফোলগুলি সংগ্রহ করে সেগুলি
ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে ওজন করা
হয়েছে । ফোলের ওজন নির্ণয়ে
ফোলগুলি সংগ্রহ করে সেগুলি
ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে ওজন করা
হয়েছে । ফোলের ওজন নির্ণয়ে
ফোলগুলি সংগ্রহ করে সেগুলি
ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে ওজন করা
হয়েছে ।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ও জটিল প্রশ্নটির
সমাধানের চেষ্টা বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে
করে আসছেন। সেই প্রচেষ্টার ফলে
সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য পরস্পরবিরোধী
তত্ত্ব। তেমনি একটি তত্ত্ব হলো
মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি
সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয়
তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি অনুযায়ী
বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছিল
মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে।
বিজ্ঞানীদের ধারণা
বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছিল
প্রায় ১৫ বিলিয়ন বছর
আগে।

প্রশ্ন নং ৩ঃ- নিম্নের অনুচ্ছেদটি
মনোযোগ সহকারে পড়ে
নিম্নের প্রশ্নগুলোর
উত্তর দাও।
[মাধ্যমিক ২০১৫]

সম্মুখে শব্দিনম ক্যালেন্ডে চাই প্রস্তুত করা
যোগাযোগীয় সাধ্য। পিসাচা সাফলাস নৃত্য-গীত
অনুষ্ঠিতব্য সাধ্য সুমন্ত পাঠক বর্ণাঢ্যের
সহ'ম ক্যালেন্ডে ত্রিবার্ষী। ইহাদে সম্মুখে হাতের
চোখাচোখি হয়।

ক্যালেন্ডারের চুক্তিনা সাধুর ক্যাল অসম
শব্দিনাম ক্যাল পাঠক সাধন। এই সুমন অন্যান্য
ভালোবাসীয় যোগাযোগ চক্ষুই দীপক। পরি ক্যালে
বক্ষা ভাই) ক্যেই ৩৯ল ম'হ ক্যালেন্ডে নির্মান করা হয়।

পড়ে অসম শব্দাবলী ক্যালেন্ডে চক্ষুর দীপালীর
আকৃতির যোগাযোগ সাধ্য ক্যুলি ক্যেখা হয়।
অসম সাধ্য সুমন অকৃতি সাধ্য সাধুক্ষেত্র
হেখার সাধ্য এই ক্যুইদিকে গ্রাফ লিখনের সাধ্য
সাধুক্ষেত্র সাধ্য ক্যুলি ক্যেখা হয়।

যোগাযোগ :-

অসম ক্যুং - সাধুক্ষীয় - সাধুক্ষীয় - ক্যাল যোগাযোগীয়
অনুষ্ঠানের চাকার হেখা এই যোগাযোগ নির্মান
প্রস্তুতি সাধ্য চক্ষুই সাধুক্ষেত্র ক্যেখা। চাকা
ক্যালীয় ক্যুলেন্ডে সাধুক্ষীয় সাধুক্ষীয় সাধুক্ষীয়

সমাধানঃ এখন ক্ষেত্রফল = আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল + অর্ধবৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল।

চিত্রে,

দৈর্ঘ্য = ১৪ মিটার, প্রস্থ = ৭ মিটার

∴ আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = ১৪ × ৭ বর্গমিটার = ৯৮ বর্গমিটার

আবার, অর্ধবৃত্তের ব্যাস = ৭ মিটার

∴ অর্ধবৃত্তের ব্যাসার্ধ = $\frac{৭}{২}$ মিটার

∴ অর্ধবৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $\frac{১}{২} \times \frac{২২}{৭} \times \frac{৭}{২} \times \frac{৭}{২}$ বর্গমিটার = $\frac{৭৭}{৪}$ বর্গমিটার

∴ নির্ণেয় ক্ষেত্রফল = $(৯৮ + \frac{৭৭}{৪})$ বর্গমিটার = $\frac{৪৭১}{৪}$ বর্গমিটার = ১১৭.৭৫ বর্গমিটার (প্রায়)

উত্তরঃ ১১৭.৭৫ বর্গমিটার (প্রায়)

সমস্যা ১৩। একটি বৃত্তাকার পুকুরের ব্যাস ১৪ মিটার। পুকুরের চারপাশে ১ মিটার প্রস্থের একটি রাস্তা আছে। রাস্তাসহ পুকুরের ক্ষেত্রফল কত?

সমাধানঃ

পুকুরের ব্যাসার্ধ = ১৪ মিটার

∴ পুকুরের ক্ষেত্রফল = $\frac{২২}{৭} \times ১৪ \times ১৪$ বর্গমিটার = ৬১৬ বর্গমিটার

রাস্তাসহ পুকুরের ব্যাসার্ধ = (১৪ + ১ + ১) মিটার = ১৬ মিটার

∴ রাস্তাসহ পুকুরের ক্ষেত্রফল = $\frac{২২}{৭} \times ১৬ \times ১৬$ বর্গমিটার = ৮০৪.৫৭ বর্গমিটার (প্রায়)

∴ রাস্তার ক্ষেত্রফল = (৮০৪.৫৭ − ৬১৬) বর্গমিটার = ১৮৮.৫৭ বর্গমিটার

উত্তরঃ ১৮৮.৫৭ বর্গমিটার

ছাত্রটি যে আমাদের সহপাঠী ছিল তা
আজ বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। সে
আমাদের মধ্যে ছিল খুবই প্রাণোচ্ছল
ও হাসিখুশি। তার অকাল মৃত্যুতে
আমরা সকলেই শোকাহত। তার
আত্মার শান্তি কামনা করি।

ইতি
তারিখ :- ১০/০৫/২০২৩ ইং
তোমার একান্ত বন্ধু
রাকিব হাসান
রোল নং- ১০
শ্রেণি- ৭ম
শাখা- ক
বিদ্যালয়ের নাম- সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়,
ঝিনাইদহ।

উপ—সম্পাদক নির্বাচন করুন এবং উপস্থিত সদস্যদের
—তথ্য সংগ্রহ করুন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক
সভাপতির সাথে আলোচনা করে সভার তারিখ
নির্ধারণ করবেন। সভার তারিখ, সময় ও স্থান
সকল সদস্যকে জানিয়ে দিতে হবে। সভার
আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সকল সদস্যকে অবহিত
করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী লিখে রাখতে
হবে। সভার কার্যবিবরণী সভাপতি ও সাধারণ
সম্পাদক স্বাক্ষর করবেন। সভার কার্যবিবরণী
সংগঠনের নথিপত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

সংগঠনের সভা ডাকার নিয়ম লিখ।

উত্তর : সংগঠনের সভা ডাকার নিয়ম নিম্নে
আলোচনা করা হলো—

সংগঠনের সভা ডাকার নিয়ম নিম্নে আলোচনা করা হলো—

সংগঠনের সভা ডাকার নিয়ম নিম্নে আলোচনা করা হলো—

ক্রমিক নং- ৪৮

বিষয়ঃ- বাংলা

শ্রেণি- অষ্টম

সময়- ৪০ মিনিট

তারিখ- ১৫/১১/২০২৩ ইং

বিষয়বস্তু- গদ্য

শিরোনাম- বিদ্যাসাগর

উদ্দেশ্য- শিক্ষার্থীরা-

- বিদ্যাসাগরের জীবনী বলতে পারবে।
- বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সম্পর্কে বলতে পারবে।
- বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবন সম্পর্কে জানতে পারবে।
- বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবন সম্পর্কে বলতে পারবে।
- বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবন সম্পর্কে লিখতে পারবে।

শিক্ষা উপকরণ- বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার, বই, খাতা, কলম, পেন্সিল।

শিক্ষণ পদ্ধতি- আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা, সমবেত, একক।

শিক্ষণ কৌশল- বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, সমবেত, একক।

শিখন ফল- শিক্ষার্থীরা বিদ্যাসাগরের জীবনী বলতে পারবে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সম্পর্কে বলতে পারবে। বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবন সম্পর্কে জানতে পারবে। বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবন সম্পর্কে বলতে পারবে। বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবন সম্পর্কে লিখতে পারবে।

শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই- বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তোমরা কি কি জানো? বিদ্যাসাগরের জীবনী সম্পর্কে তোমরা কি কি জানো? বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সম্পর্কে তোমরা কি কি জানো? বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবন সম্পর্কে তোমরা কি কি জানো? বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবন সম্পর্কে তোমরা কি কি জানো?

নতুন পাঠ- আজ আমরা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে জানব। বিদ্যাসাগর একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে অনেক অবদান রেখে গেছেন। তিনি একজন শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক, লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, ব্যবসায়ী, দানবীর, মানবতাবাদী, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভাষাবিদ, বৈয়াকরণিক, কোষকার, সম্পাদ

মুখস্থ করার।

ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চারণ-ভাষা-ভঙ্গি-ব্যবহার-আচরণ-সংস্কৃতি-সভ্যতা-ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকের ধারণা থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে ভুল শিখবে। ফলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এই বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আগেই শিক্ষকের সতর্ক হওয়া উচিত।

শিক্ষার্থীদের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেওয়া উচিত। কারণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে শিখতে আসে। তাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেওয়া উচিত। কারণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে শিখতে আসে। তাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেওয়া উচিত।

2.8 সাধুরূপ চলিত রূপ :-

'কুকুর-মারল' এই সাধুরীতির বাক্যটির চলিত রূপ হবে 'কুকুরে মারল'। এখানে সাধুরূপের কর্তৃকারকের বিভক্তি 'এ' চলিত রূপে লুপ্ত হয়েছে। আবার সাধুরূপের প্রতিনিধিত্বমূলক ক্রিয়াপদ 'মারল' চলিত রূপে 'মারলে' হয়েছে। সাধুরূপের 'কুকুর' শব্দটি চলিত রূপে 'কুকুরে' হয়েছে। এই ধরনের পরিবর্তন সাধুরূপের অন্য বাক্যেও দেখা যায়। যেমন, 'ছেলে-মেয়েরা খেলা করছে' বাক্যটির সাধুরূপ 'ছেলেরা-মেয়েরা খেলা করিতেছে'। 'ছেলে' ও 'মেয়ে' শব্দের পর 'এ' বিভক্তি লুপ্ত হয়েছে। 'করিতেছে' ক্রিয়াপদটি চলিত রূপে 'করছে' হয়েছে। 'করিতেছে' ক্রিয়াপদটি 'করা' ধাতুর সঙ্গে 'ইতেছে' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে। 'করা' ধাতুর সঙ্গে 'ইতেছে' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'করিতেছে' ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে। 'করিতেছে' ক্রিয়াপদটি 'করা' ধাতুর সঙ্গে 'ইতেছে' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে।

৯। নিম্নে দেওয়া শব্দগুলির সাধুরীতি লিখে বাক্যে প্রয়োগ করো :- মাসি-পিসি, ঝগড়া-ঝাঁটি, ভাত-কাপড়, ঘুম-পাড়ানি, ছেলে-পুলে, ঘর-বাড়ি, ঘর-সংসার, ঘর-দুয়োর

বিষয়- অসীমলাভে প্রার্থনা হেতু-

সম্প্রসঙ্গ সংকেত :

বিশ্বনাথ সাঁতরা- আলোচিত্রণ

আলোচ্য- বিশিষ্ট সাধক কবি সম্পর্কে জানা যায়।

এই সম্প্রসঙ্গ সংকেত সহায়ে আমি বিষয়টি

তোমাদের সামনে বিশ্লেষণ করব। সম্প্রসঙ্গের

প্রারম্ভিকায় বিষয়টি আর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রটি

তুলে ধরি। এরপর আলোচনা প্রসঙ্গে-

তোমরা সম্প্রসঙ্গটিকে- ৩টি ভাগে ভাগ করব—

তোমরা যে বিষয়ের প্রার্থনা করো সেটা হল—

১. টাকা

২. পোশাক

৩. খাদ্য

৪. জল

৫. চাল

৬. কোনটিও না কিছু

প্রাক্তন — বা — সাক্ষীদের — দ্বারা — কথা — বার্তাসমূহ

১. সাবণ্য

২. কুক্কিলি

৩. বিদ্যা

চরণদাসোক্তী অমাত্য-বাদ্যকলা উদ্যোগ (তাক) :-

চরণদাসোক্তী রাজার হল এক শিক্ষিত জ্ঞানী। ইনিও বর্তমান রাজার মতো শিল্প-সাহিত্য ও নাটকে একটি কবি-হৃদয় নীল, তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি অনিল — নিম্নরূপ — বক্তৃতাদি এরকমটি হোয়া উচিত। চলিছে যেভাবে ওপরওয়ালা-নিচুদের — সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে চরণদাসোক্তী অমাত্য ভালোমতোই — সাথে ব্যবহার করেছেন। তাদের — মধ্যে কোনো অহম নিয়ে অপমানজনক — কথা বলতে দেখা যায়নি। তাদের — সাথে ব্যবহারে তিনি — নিজেকে একজন সাধারণ মানুষের মতো — ভাবতেন

। ঈমানের অনুকূলে এমন কোনো কাজ করা যা ঈমানের বিপরীত অনুকূলে এমন কোনো কাজ করা যা ঈমানের বিপরীত
ঈমান ভঙ্গকারী কাজসমূহ বিভিন্ন। এমন কিছু ঈমান ভঙ্গকারী কাজসমূহ বিভিন্ন। এমন কিছু
কাজ আছে যা করলে ঈমান থাকে না, যেমন কাজ আছে যা করলে ঈমান থাকে না, যেমন
ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন অবমাননা করা। ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন অবমাননা করা।
বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত কাজগুলো ঈমান বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত কাজগুলো ঈমান
ভঙ্গকারী। যেমন- আল্লাহকে অস্বীকার ভঙ্গকারী। যেমন- আল্লাহকে অস্বীকার
করা, আল্লাহর সাথে শরীক করা, আল্লাহর করা, আল্লাহর সাথে শরীক করা, আল্লাহর
সন্তানের কথা বলা, ফেরেশতাদের অস্বীকার সন্তানের কথা বলা, ফেরেশতাদের অস্বীকার
করা, আসমানী কিতাবসমূহকে অস্বীকার করা, আসমানী কিতাবসমূহকে অস্বীকার
করা, নবী-রাসূলদের অস্বীকার করা, করা, নবী-রাসূলদের অস্বীকার করা,
পরকালকে অস্বীকার করা, জান্নাত-জাহান্নামকে পরকালকে অস্বীকার করা, জান্নাত-জাহান্নামকে
অস্বীকার করা, ভাগ্যকে অস্বীকার করা, অস্বীকার করা, ভাগ্যকে অস্বীকার করা,
ইত্যাদি। এছাড়া ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ইত্যাদি। এছাড়া ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ
করা, ইসলামের কোনো বিধানকে অস্বীকার করা, ইসলামের কোনো বিধানকে অস্বীকার

ফিটোল আকলোয়ে নথনাই বা নাজাযেয
অকল এটি অমাজ্য লোকদকালেই
ইমাক বনাই আর বজাই গতিকে ইমামগিনি
ওকোমন্ত অযোগ্য হয় আর ইমাক হাফজেদেরী
অমাজ এক প্রমাণ লোড়াম আমুপন্থ
দুলি লোড়ম হয়।

৩.১ আসবলি বা মনুষ্য :-

লোক-গীত, লোক-নৃত্য এবং লোক-নাট্যের আচরণে পারিবার কথা অসমের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন টিকা, ঢোল, পাতিঢোল, খোল, মৃদং, তাল, নাগাৰা, বায়েন, ধনতাল, কৰতাল, কালি, বেঁহুৱা, বাঁহী, গগনা, চোতাল, একতাৰা, বীণ, দোতৰা, তাল, মাজিৰা, খুটিতাল, ভাঁহ, ঘণ্টা, শংখ, ঢেমা, চাকলা আদিয়েই প্রধান, কিন্তু ইয়াতে টিকা, ঢোল, পাতিঢোল, বেঁহুৱা, গগনা আৰু তালেই প্রধান। বাদ্য, ঐশ্বীয় অনুষ্ঠানত নাগাৰা, ঢোল, ভাঁহ, খুটিতাল, তাল, ঢোলতাল ব্যৱহাৰ, ঘণ্টা, মৃদং, খোল, মাজিৰা, কৰতাল আদি উল্লেখযোগ্য, আনন্দ হুচাৰত ইয়াতে বায়েন, নাগাৰা আৰু কিছুমান ক্ষেত্রত কিছুমান ঢোলি, বেঁহুৱা আদি বাদ্যযন্ত্র, আনহে কিন সুঠ আগত বাদ্যযন্ত্র,

ঘনশ্যামিয়া, অসমীয়া, প্রাচীনকাল পাহাড়-
বেষ্টিত। চৰাধী দেশীয় মানুহে কাপোৰ,
দিয়াচলী, চীন, সোণৰ ৰূপ লৈ আচীমনদেৱে চীন
যায়। সোণালমাৰ অঞ্চলত পিলিজ সমাজ-
পতিত চোৱৰ, দেৱা, ৰাজিৰা, বুদ্ধি-অধিদেৱে
প্ৰথম। অসম প্ৰাচীন সাহিত্যিক সমাজৰ-
কৰ্মচাৰী ৰাজাৰ নাম যদিও প্ৰথম অসমীয়া
লিখা- লেখে।

৩.২ # গ্রন্থপঞ্জিকা

১/ বরুৱা, ড° বিভিন্নি কুমাৰ : অসমৰ লোক-সংস্কৃতি, পৃঃ ২৮১

২/ দাস, ড° নাৰায়ণ
বাজাবংশী, ড° পদ্মানন্দ : অসমীয়া সংস্কৃতিৰ- বগীকৰণ

৩/ বাজাবিকা, দেৱস্পতীম : https://as.vikaspedia.in/education/৯৪৫৯b৪৯aefo-৯b৪৯৪২৯b৪৯cd৯৯৫৯c৩ ৯a৭৯bf/৯৪৬৯ae৯be৯fo-৯aa৯fo৯ae৯cd৯aa৯fo৯be৯৯৭৯a৭-৯ac৯be৯a৬৯cd৯af-৯af৯a৪৯cd৯a৭৯cd৯fo

৪/ বৰদলৈ, নগেন্দ্রনাথ : অসমৰ সংস্কৃতি - সমীক্ষা, পৃঃ ২৭৮

৫/ শৰ্মা, ড° নবীন চন্দ্ৰ : অসমৰ লোকনাচ

৬/ Google — https://as.m.wikipediaorg/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A7%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6

৬.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

বরুয়া, ড° বিভিন্ন কুমার : অসমর লোক-সংস্কৃতি

চাহ, ড° নারায়ণ : অসমীয়া সংস্কৃতির চানিকা

বাজপেয়ী, ড° সত্যানন্দ

-চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ : অসমর সংস্কৃতি - সমীক্ষা

হাজরিকা, হেমচন্দ্র : লোক-সংস্কৃতির ভূমিকা

শর্মা, নবীন চন্দ্র : অসমর লোকনাট

৩.৪ আমার কথা :-

ক্রমিক নাম	জীবিকা	ঠিকানা
১/ উ° আনুপমা বালো	অধ্যাপিকা	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়
২/ উ° আনুমা হাজুমিন	অধ্যাপিকা	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়
৩/ চন্দ্রানী দেবী বর্মন	অধ্যাপিকা	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়
৪/ আক্তারুল ইসলাম	প্রভাষাগালিক	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়
৫/ বিজয়ন্তী হাজং	ছাত্রী	শ্রীমঙ্গল
৬/ আবহমান আর কুমার	ছাত্রী	লোকনাইঘুরী হিন্দু পাড়া

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্ৰকল্প পত্ৰ

বিষয়ঃ- গাৱোঁ সকলোৰ উৎসৱ-পাৰ্বণ ।

তত্ত্বাবধায়িকা -
ড° তনুপমা ৰাভা

দাখিলকৰ্তা-

নাম ঃ- ৰফিক আলী

শ্ৰেণী ঃ- স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নং ঃ- UA-201-101-0109

পঞ্জিয়ন নং ঃ- 20023102

শ্ৰেণী ৰোল নং ঃ- 295

তাৰিখ ঃ- 15-05-2023

Certificate

I have the pleasure to forward the project "**Garoo xakalar uttxab- parban**" submitted by ROFIK ALI. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :-

* আমার সাম্মানিক ইন্টার্নশিপ/গবেষণা প্রকল্প তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে করার সুযোগ করে দেয়ার জন্য আমি সর্বপ্রথম আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. [illegible] স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অনেক শিক্ষকের কাছ থেকে আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়েছি। তাদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। এছাড়া আমার ইন্টার্নশিপ/গবেষণা প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে যিনি সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন তিনি হচ্ছেন আমার বড় ভাই [illegible]। তার সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে এই প্রকল্প কাজটি সম্পন্ন করা কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। এই বিষয়ে আমাকে যিনি সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আমার বন্ধু

প্রথমতঃ আমার প্রকল্প পাশের ব্যাপারে কাগজপত্র সংশোধন করার জন্য তত্ত্বাবধায়িকা অধ্যাপিকা শ্রীমতী অনুপমা রায়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অধ্যয়নের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন গ্রন্থাগার পত্রিকার পরামর্শ আমাকে সাহায্য করিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্ণকান্ত মহাবিদ্যালয়ের পুথিবেত্তা অধ্যাপক আমার লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়ের পুথিবেত্তা গ্রন্থাগারিক জাহ্নবী অধ্যাপক অধ্যাপিকা মহাশয়-মহিলার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

রফিক আলী
ছাত্র (সপ্তম সাম্মাসিক)
লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়

সূচীপত্র

বিষয় :- — পৃষ্ঠা -

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা :- ——— ৪

পরিচয় ——— ৬-১০

অধ্যয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - ১১

অধ্যয়নের পদ্ধতি ——— 12-17

পূর্বসূত্র অধ্যয়নের সমীক্ষা - 18-20

দ্বিতীয় অধ্যায় : মূল বিষয়ের আলোচনা - 21-32

গায়োজকলের ইংরাজ- পার্বন ইতিহাস 33-37

গায়োজকলের ইংরাজ- পার্বনের পরিসমাপ্তি ——— 37

তৃতীয় অধ্যায় :- গ্রন্থপঞ্জী ——— ৩৪

পাদটিকা-

সাক্ষাৎকার ——— 41

* গবেষণা নিবন্ধ ঃ

প্রস্তাবনা

বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণা প্রশ্নের পরিকল্পনা

গবেষণার পদ্ধতি

উপাত্ত

গাৰো জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয়ঃ- উত্তৰ-পূৰাঞ্চলৰ এটা প্ৰধান অৰেবান জনজাতি হ'ল গাৰো। গাৰো সমাজৰ উৎপত্তি বা তেওঁলোকৰ আদি বাসস্থান সম্পৰ্কে সঠিক তথ্য বা প্ৰমাণ কৰা এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ। ফলত তেওঁলোকৰ ইতিহাসৰ বেছিভাগ লিখিত তথ্য পোৱা নাযায়। সেই কাৰণে গাৰো সমাজৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে জানিবলৈ হ'লে মূলতঃ নৃতত্ত্ববিদ আৰু ভাষাবিজ্ঞানীৰ গবেষণা তথ্য বিচাৰ বিশ্লেষণৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। ধাতুৰ পাত্ৰ ভেৰ্চন, বিজলী, ক্ষমিতত আদিৰ উপৰিও তেৱঁ নৃতত্ত্ববিদ্ বিৰজা আৰু কুহ আৰু ভাষা তত্ত্ববিদ সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ে আগবঢ়োৱা মতবাদ অনুসৰি তেওঁলোক মূলতঃ মঙ্গোলয়ড জাতিভুক্ত বিভিন্ন শাখাৰ পৰা আহিছিল বুলি ধাৰণা কৰা হয়।

1/ বোড্ৰো বা নেগ্ৰইড,

2/ প্ৰোট - অষ্ট্ৰিলয়ড বা চম্পিন জাতি,

3/ ইণ্ডোটিবেটানীয়ান বা ইণ্ডমঙ্গ আভাৰীয় জাতি।

৩/৫/ নেগ্রিটো বা পশ্চিমা প্রাচ্য কালিল জাতি।

৪/৫/ নর্ডিক বা টাসাড জাতি আর

৫/ ভূমধ্যসাগরীয় বা আলপীয় জাতি।

"মুবক্কী আর নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের আওতা আবোতা-কে আলপীয় গোষ্ঠীভুক্ত বিজ্ঞানীত - বলা হয়েছে লোক"।

আবো আলোচনার উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানে অতিক তথ্য প্রমাণ করা অত্যন্ত দুরূহ. বিভিন্ন বিকেন্দ্রে আবো শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কেও বিভিন্ন জনে বিভিন্ন বিবরণ আর অভিমত দিয়েছেন।

"বহুত্বে আর আবো নামটা আদি আদিবাসী বা বাহিরের আগন্তুক দিয়া। আবোরা-কেলে নিজের আত্মসম্মানের মুজাবলে এই শব্দটা ব্যবহার করে।

তিওঁলোকে নিজকে 'আচিক' (Achik) বুলিহে পৰিচয় দিয়ে। ফলে বহুকেইটা মতবাদৰ মতেই গাৰো শব্দটি প্ৰচলনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন মতবাদ আছে - "গাৰো পাহাৰৰ অধিবাসীসকলৰ গোষ্ঠীসমূহৰ এটি দলৰ পৰাৱাচক শব্দ (অন্যতম আঞ্চলিক) দলনেতা নাম আছিল 'গাৰো'। এই 'গাৰো' নামানুসাৰে জাতিটোৰো নামকৰণ হয় 'গাৰো' বুলি। এনেদৰে আন কিছুমানে ক'ব খোজে যে গাৰোসকলৰ এটি শাখা 'গাৰোগাননচিং'ৰ নামানুসাৰে 'গাৰো' শব্দটি প্ৰচলিত হৈছে। ওপৰৰ মতবাদৰোৰৰ পাছা গাৰোসকলৰ নামকৰণৰ প্ৰকৃত অৰ্থ বা উৎপত্তি বিষয়ে এটি আচিক ভাষালেখিকা তেনেই কঠিন। আকৌ 'গাৰো' পাহাৰত বসতি স্থাপন কৰাৰ বাবেও এই অঞ্চলটোৰ নাম 'গাৰো' হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি।

জনশ্ৰুতি অনুসৰি গাৰোসকলৰ আদিম পুৰুষ নাবি হালৰ নাম বালে গাচো আৰু জালে গাচো।

এই শিশার পরা চালে গাৰো কাৰণৰ উৎপত্তি আদি
ৰ পুৰুষ - নাৰীহালৰ নামৰ পৰা সে আহিছে জো-
ই কথা নুই কৰিব নোৱাৰি।

গাৰোসকল অষ্ট্রেলীয়- জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত। উত্তৰ-
পূৰাঞ্চলৰ অষ্ট্রেলীয়- জনগোষ্ঠীসমূহৰ পিতৃবংশ আ
ৰু মাতৃকে বুহুৱা জনগোষ্ঠীটোৱে হ'ল বড়ো। এই বুহুৱা
জনগোষ্ঠীটোৰ পৰাই বিভিন্ন ঠাললৈ বিয়েক হৈ অনা
পিতৃবংশ- বংশী জনগোষ্ঠীৰ সৃষ্টি হৈছে। বড়ো জন-
গোষ্ঠীৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা ডিমাছা, কছাৰী, বাগে,
মৰাণ, মিচিক নগা আদি বিভিন্নমান উপজাতিসমূহ
ঠাল। গাৰোসকলো বুহুৱা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ এটা
অন্যতম শাখা। গাৰোসকল পিতৃবংশ- বংশী লোক।
উত্তৰ- পূৰাঞ্চলৰ অন্যান্য অষ্ট্রেলীয়- অর্থাৎ পিতৃ-
বংশ- বংশী লোকসকলৰ দৈহিক গঠনৰ লগত
গাৰো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰো দৈহিক গঠনৰ
যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। উচ্চতাৰ পিনৰ
পৃথিৱীৰ অন্যান্য প্রজাতিৰ জনগোষ্ঠীৰ দৰে পুৰুষ-
সকলৰ অপেক্ষা মহিলা সকলেই উচ্চ।

"ডাবো পাহাড়ের উচ্চতা তাঁর পিছাপাত (পৃথিবীর অইন সজাতির জনগোষ্ঠীর) পাঁচ ফুট বেইশ্কি আরু ডাবো পিতাম্বোভার উচ্চতা তাঁর চাবি ফুট চয় ইঞ্চি। ডাবোডাকলার ডাব বরণ শিউরবরণীয়া চুই অইন অঞ্চোলীয় নরে ঠরডা; চকু ডারু, নাক চেপেটা, চাড়িকর্ণ। প্রোত্যেক জাতি, জনগোষ্ঠীরে ডামাজ কিছু ডুকীয়া রীতি-নীতি বাস্রথা বা পাদ্ধতিরে ডাঠিত।

এই ডুকীয়া রীতি-নীতিরোরেই প্রোত্যেক ডমাজের নিজস্ব ডামাজিক বৈশিষ্ট্য গাড়ি ঠরে। উত্তর-পুরাপ্তলর বডারাডা কথা প্রত্যেকটো জনগোষ্ঠীর কিছুমান ডুকীয়া বৈশিষ্ট্যে পরিলক্ষিত হয়। এই সেইও ডাবোডাকগোরো বুতিক্রম নহয়। তাইন জনজাতীডাকলর নরে ডাবোডাকলর ডামাজের প্রাদমিক স্তরটো হেছে পরিয়ান। "ডাবো গোষ্ঠ পরিয়ানক 'নোক' বোলে। 'নোক' শব্দর অর্থ হ'ল ঘরর আর্থাৎ ডাবোডাকলোকটো ঘরত প্রকোরো

অথবা, কানুমিলির জমিটুকু ওটা পরিষ্কার বুলি ভাগ করা হল। আরো তোমাত পরিষ্কার কানুমিনি, মরটো, আজ-কাল, যা-তাকে ওই আর্টিফিসিয়ালকে একেলাটা 'নোকাগা' বোলে।

অধিবেশনের লক্ষ্য আবহ উদ্দেশ্য:- "নেগ্রালয়ের সাংস্কৃতিক উৎসবের পরিচালনা আরও পরিবর্তন" শীর্ষক গবেষণা কার্যটি সম্পাদন করিবার জন্য যে উদ্দেশ্য করা হইল-

নেগ্রালয় রাজ্যের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, জন ভাঁথনি সমাজ বৈচিত্র্য আদিবাসী বিষয়ে পরিচয় জ্ঞাপন করা।

সাংস্কৃতিক উৎসবের আনুষ্ঠানিক পরিচয়ের লক্ষ্যে উৎসবের সাজগত লোক-উৎসব অনুষ্ঠানের প্রণালীবদ্ধ অধ্যয়ন করা।

সাংস্কৃতিক লোক-উৎসব শ্রেণীবদ্ধ করণে পরিভাষন করি বিশ্লেষণ করা।

নেগ্রালয়ের সাংস্কৃতিক লোক-উৎসবসমূহ ঔপনিবেশিক আগে, খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব, বিশ্বায়ন ওমানুষিকীয়া জাগৃতির প্রভাবগুলি আদি কোনোরূপ পরিবর্তন হইছে কিনা পরিবর্তিত রূপের পরিচয় আলোচনা আলোচনা।

বিবর্তনের পদ্ধতি :- প্রাচীন সমাজ হচ্ছে মানব জীবনের শৃংখলাবদ্ধ কিছু ব্যবস্থা। এই সমাজ পদ্ধতি মূলত প্রাথমিক পুরুষ ও প্রাগৈতিহাসিকদের বিভিন্ন দুই ভাগে (জোড়া) ভাগ করা হচ্ছে।

(ক) মাতৃ প্রধান সমাজ পদ্ধতি
(খ) পিতৃ প্রধান সমাজ পদ্ধতি

উত্তর-পুরাতনের পরিবর্ত-বর্মীয়- উইন জনগোষ্ঠী-সমূহের লক্ষ বছর গণনার দ্বীপ প্রাচীন প্রাথমিক জনজাতির আখিল দেখা যায়। প্রাচীন সমাজে বংশ গণনা মায়ের সন্তানের পাওয়া হয়। মাকে নিয়ে গোষ্ঠের (class) হয় লক্ষ- (ঘরোয়ালী) এক গোষ্ঠের হয়। তেমনভাবে সন্তানাদির অধিকাংশ মায়ের পরিচয় জীবনে পায়। আনহা-তে পরিবার পরিচালিত লক্ষ- ঘরোয়ালীর সব লোক আছে প্রাচীন ঘরোয়ালীর পরিবারের লক্ষ্যে বসবাস করে।

যদিও বহুতে ভাবো সমাজক মাতৃপ্রধান সমাজৰ পৰিকল্পনা কৰা; কিন্তু প্রকৃততে ভাবো সমাজে ব্যবস্থাত নাৰীৰ মাজত নহয়, পুৰুষৰ অধিকাৰৰ ওপৰেই তেওঁলোকৰো অধিকাৰ। ভাবো সমাজতো পুৰুষৰ সমানুপাতে অধিকাৰ পোৱাৰে লগতে স্বাভাৱিক জীবন-যাপনৰো সুযোগ পায়। জেইহাতে কব পাৰি ভাবো 'Matriachal' নহয় Matrilineal 'সমাজে ব্যবস্থাৰ পৰিকল্পন।

ভাবো গোষ্ঠীৰ মাতৃবংশীয় (Matrilineal), অর্থাৎ সন্তানৰ মাকৰ গোত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু আজীবন সেই মাতৃ গোষ্ঠীতেই অৱস্থান কৰে। গোষ্ঠী হৈছে ভাবো সমাজৰ, লৰিম্বালৰ ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ সামাজিক ভাগ। ভাবোসকলে গোষ্ঠীক 'চাপচী' বা 'কপচী' বোলে। গাঁৱৰ ভেটা পাঁচটা। প্ৰত্যেকৰ হাঁপা-চাপমা, মাৰাক, মোশিন, পচিবা আৰু ওমাৰে,০ / উমাহৰন-

ঐকলো চাংমা ভাষা বা চাঙটীৰ উপভাষা।
এই ভাষা অনুসৰি কিছুমান উপভাষা আছে।
এই ভিন্ন ভাষাক 'মাচং' বুলি কোৱা হয়। 'মাচং' শব্দৰ অৰ্থ হৈছে - " Ma'chang means a group of people descending from one common mother 'Ma' means mother and 'chang' means a (means) - heap or group)

গোষ্ঠীৰ ওপৰৰ আনাজিক স্তৰ হৈছে 'হাহ' (আহাৰী)। 'পনেকুৱা' প্ৰকৃত বহুজনগোষ্ঠী কৈ ভিন্ন ভিন্ন লোক-সমাজৰ অনাষ্টিক আহাৰী) বোলে। কোনো আহৰীৰ কিছু কিছু কোঁচাৰ লগত ওপৰত ঐতিহাসিকভাৱে থাকে আহাৰীৰ পনেকুৱা অনুষ্ঠান ভূ-অনাষ্টিক 'আখিং' বোলে। 'আখিং আধিকাৰী) আহাৰী। আখিং আধিকাৰী) মহিলা যিজন পৰিচালনাৰ 'নোকমা' বুলি কোৱা হয়। আখিংৰ পিতৃৰ কোনো বাহিৰৰ লোক আহি বাবাবাৰ বনিৰ খুজিলে বা খেতি কৰিব খুজিলে নোকমা পা-

বিয়ানৰ মুখ্য পুৰুষজনৰ [লোকমা] অনুমতি লৈ'ব লাগে। লগতে দু-এজন স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত এইকেলে আপানহু বিন পিয়ব লাগে। ইয়ে বিনৰ 'আৱিল' বোলে।

আকৌ আহাৰীলৈ (কৈঠ) হোঠ ভাষো অনাজৰ আজানৰ বিৰুদ্ধৰ। যেনে- 'আহাৰীলৈ-বিয়া-বাৰ, মাহ-বিবাহ' আদি আহুবোৰ পিকা (চাৰা-পিচা) কৰে। যদি ভাষাকী ব্যক্তি যি আহাৰীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আহাৰীৰ ভাইকী ভাষাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত অনুমতি ক্ষমতা থাকে।

ভাষো অনাজ ব্যৱস্থাত আজানৰ মূল পদ্ধতি হৈঠ প্ৰথাজতলোৱে চলি আহা- ভাষা নীতি-নীতিমা। ইয়ে নীতি-নিয়মবোৰ আনি চলিবলৈ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। তথাপি ভাষো লোক-জীকলে নিজৰ প্ৰথাগত নীতি-নিয়মমাস্থ

স্ব-ইচ্ছায় পালন করে তারা সমাজের শৃঙ্খলা বজায় চেষ্টা করে। 'গারো সমাজ ব্যবস্থায় কোনো লিখিত আইন-কানুন নাই, অথচ সামাজিক নীতি-নিয়মাবলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। সত্যই সমাজ জটিল পরিস্থিতির হয় নয়।

গারো গাঁও সমূহের কয়েকজনকে গাঁও বুড়া থাকে। গাঁও বুড়া গারো সমাজে গারো সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলা যায়। 'নোক্মা গারো গাঁও পরিচালনায় একটি প্রাচীনতম পদ্ধতি। গারো শব্দের অর্থ, নোক্ মানে ঘর আর 'মা' মানে 'মাতৃ'। অর্থাৎ ঘরের সর্বময় কর্তা বা গোষ্ঠীর সর্বময় কর্তা। নোক্মা যদিও তাঁর স্ত্রী বা গাঁও বুড়া কিন্তু নির্বাচনে পৈতৃক পিতৃসূত্রে সাধারণত। কারণ নোকমার কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতা নাই।

লোকসাহিত্যের আলোচনা করলে সমাজের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। লোকসাহিত্যে কোনো ভূমিকা নাথাকে। কিন্তু লোকসাহিত্য থেকে যে শিক্ষা করিব পারা ও পাবে নয়। তবে ডাক্তার সাহেব সমাজের শালন করা বিভিন্ন উৎসের লোকসাহিত্য খুবই বিশেষ। যেমন উৎসের কিছু মানুষ অংশও লোকসাহিত্য বিশে, অধিকার আছে। উদাহরণস্বরূপ 'ওরানডালা' আদি উৎসের লোকসাহিত্য যখন পাওয়া আমরা হয় তখন তেতুঁর খরচ তা- যনি করিব লাগে। আনহাতে 'ওরানডালা' র চাচারও ঝিনা জ্বলোয়ার নিয়ম। কিন্তু এই- ঝিনা কেবল লোকসাহিত্যে জ্বলার পারে। এইটো তেতুঁর বিশেষ অধিকার কথা ডাক্তার করা হয়। এই সকলর পারা লোকসাহিত্য তাদের জন্য অমানব সেতিক প্রতীক।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:-

মেঘালয়ের সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা- আদিবাসী সমাজ বিষয়ে গবেষণার জন্য এই গ্রন্থগুলি সহায়ক হবে। গ্রন্থগুলি হল- P.R.T Gurdon - The Khasis (1914) A. Playfair - The Garos (1909) Chie Nakane - Garo and Khasi (1967) D. N. Mazumdar - Culture Change in Two Garo villages of Meghalaya (1978). PC Kar - Glimpses of the Garos (1982). B. N Chowdhary - Some Culture and linguistic Aspects of the Garos (1982) N. K - Tradition and Modernity in Khasi Society (2004) S.K Chattopadhyay - Tribal of Meghalaya (1985) Pramit Devi - Structure of Garo (2015) H. G Rishi - Meghalaya past and present (1985). Dipankar Banerjee - Heritage Shillong (2010) Y. Satya - Occup. Occupational Inclinations of Tribal Women in Meghalaya (2012). Milton Sangma - History and Culture of the Garos (1981). William Carey - Garo Jungle Book (1966). I.M Simon - Meghalaya state of our union (1980) N.N. Bhattacharya - Meghalaya land, people and Economy এছাড়া বিভিন্ন ছাত্র ছাত্রী গবেষণা পুথির নাম উল্লেখ করিব পারি।

প্রণাদরে আগরতলা থেকে প্রকাশিত লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে হল শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ দেববর্মার গারো সংস্কৃতির রূপরেখা (১৯৭৪), বিমল সঙ্গমার জনজাতি গারো গারো জনজাতি (২০০৪), পারিতোষ চক্রবর্তীর গারো জন জীবনের রূপরেখা (২০১৮), পারোয়া নামের চাঞ্চ মাচী গারো আগরতলা সংস্কৃতি (২০১৩), বন্দী মইকীয়ার ইতর-পুরাকথন গারো ঘুমাত রঙাকাডা কথা জনজাতি সংস্কৃতি (২০২১), শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ দেববর্মার পাঁচটা তোরতীয় জনগোষ্ঠী (১৯৭৪) বাংলা লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রকাশনা পেয়েছি গ্রন্থগুলি হল- বায়ুমণ্ডল গারো প্রতিভা বেদার গারো সমাজ ও সংস্কৃতি (২০০৯) সুরেশ জোচাদের গারোদের সংস্কৃতির রূপরেখা (১৯৮৬) অন্যতম।

গবেষণার The Khasis গ্রন্থখানি গারো সংস্কৃতি অধ্যয়নের পথিকৃৎ। গ্রন্থখানির মাচীসকলের সমাজনীতি, ঐতিহ্যগত পরিচয়, জাতিসত্তা গারো লোকসাহিত্য পরিচয়, সমাজ-পার্বণ আলোচনা করা, জীবিকা: খাদ্যাভ্যাস: উৎসব-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস:- অন্ধবিশ্বাস, রীতি-নীতি, লোককথা-গা

গিব পরিবেশের সোজাসুজি খাটি) সমাজের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমেই খাসি সমাজের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। খাসি সমাজের ওপর দুটো গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থের নাম The Khasis। খাসি সমাজের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রন্থে খাসি সমাজের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রন্থের নাম The Garos। এই গ্রন্থে গারো সমাজের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রন্থে গারো সমাজের ঐতিহাসিক পরিচয়, ভৌগোলিক অবস্থান, বাসস্থান, জাতিসত্তা (প্রমাণ) পরিচয়, পোশাক পরিচয়, জীবিকা, খাদ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্পের ওপরও আলোকপাত করেছে। পরে নাম নামক গ্রন্থে Garo and Khasi নামের গ্রন্থে খাসি সমাজের দুটো প্রধান জনজাতি) গারো ও খাসি খাটীর পরিবেশে তুলনামূলক অধ্যয়ন তাদের করেছে।

মূল বিষয়ৰ আলোচনা :- ইংজা-পাৰ্বিন—

প্ৰায় আকলো সমাজতে কিছুমান ৰীতি-নীতি, বিশ্বাস আৰু প্ৰথা দেখা যায়। সাৰো সমাজতো-ভাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। 'সাৰো' সমাজত নৰজাতকক লৈ পালন কৰা আচাৰ - অনুষ্ঠানৰ দুটা প্ৰথা পৰিলক্ষিত হয়। এটা প্ৰথা সাৰোজাকলৰ আখোৱে লামৰ ঠাললৈৰ সমাজত পৰি প্ৰচলিত আৰু আনটো আমৰেং অকলৰ সমাজত প্ৰচলিত। সাৰোজাকলে দুটাৰ যিকোনো এটাক অনুকৰণ কৰা দেখা যায়। কিন্তু সাৰো আকলেও বিশ্বাস কৰে যে, মৃত অকালকীয়া মানুহৰ নামেৰে নামকৰণ কৰাটো অমঙ্গলজনক।

দুষোটা ঠাললৈ প্ৰথমাঞ্চলৰ জনুৰ ভাতে জড়িত। সাৰোজাকলৰ প্ৰথা অনুসাৰে সন্তান জন্মৰ পিছতে পৰি যিকোনো মন্তু আমৰা বুকুৰা চৰকৈ বলি দিয়া হয়। তেওঁলোকৰ ধাৰণা আৰু পুৰোহিতে মন্ত্ৰ

উচ্চারণ করি বলি দিয়ে। ইহার দ্বারা নরজাত কোনের অপরাধের আদির কু-দৃষ্টির দ্বারা তাঁতের ই স্মৃই করি রাখির বুলি বিস্তার করে।

আশ্রমের সকলের প্রেম অনুভাবনা সন্তান জন্মের জন্মত প্রস্তুতি মাতৃভাবকীর প্রসার ক্ষেত্র বেদনা সহি যেহি হয়, তেন্তে প্রস্তুতি ঘরটার দিওরালি ঢেঁকা হাগলী তানা হয় তাকে হাগলীটোর নোখ-কেঁচুয়ালমান উজালি তাঁই দিওরত জ্বলাই দিয়া হয়। তারো সকলের বিস্তার মতে ঘনোরে লোম খোয়া ইগ্র জোন্ধ দালে অপরের দালাই মাস-তাকে তেতিয়া সন্তান জোনকালে প্রসার হয়। তার দিপত্ত দিসতারাকী অপরের কু-দৃষ্টির সকলত সহি লাগারাকী প্রসার বেদনাত ভুগি থাকে তাঁই অপ-রের- ভারাকীর নাখত হাগলীটো- উহড়া করা হয়।

যদিও, তারো সমাজত সন্তানর নামকরণর বেলা অনুষ্ঠান আয়োজন করর নহয় তথাপি আশ্রমের-

শিল্পীরা পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যক্তিরা। তাঁদের নামকরণের আসল উৎসটা হয়তো পুজো আচারেই আর খান- ভোজনের আয়োজন করে নামকরণের বারে জন্ম বারটাকে উৎকৃষ্ট বারের অন্য কুলি বিবেচনা করে। জন্ম মাসটার গুরুত্ব অপ্রাসঙ্গিক বা মাসটাতে উক্ত বারটার নামকরণ অনুষ্ঠানটা করা হয়। যিনি, প্রাচীনকালে বিয়োগ করে সে মতে অধিকাংশ মানুষের নামের নামকরণ করাটা অসম্ভবজনক।

ইসাবেলাবি, জন্মের পরে পরে মহিলা অকালে শিশুটির ভবিষ্যত অর্দ্ধাকে ঠিকুজি চোয়ার নিয়মে। ঠিকুজি চার্টে পুরো কুকুরা চর্বাই নারি তার নারী- কুকুরের টিলিমার্ই পোলোয়া হয়। তার পরিচিত পুরোহিত কুকুরাটির সাজেষে অসাধারণ দুটো ছোড়াত পরিপেক্ষি করি অকালোয়ে দেখাকেওপরলে দাড়ি রবে। তেওঁলোকের পরিস্থিতে কুকুরাটির আঁসকালের অপেক্ষাটির শিশুটির বারে

আমরা বাঙালিদের ভাগ্যটা আমাদেরকেই বানে। সঠিক মুহূর্তে কোনো কাজটি করতে পারলে ভাগ্য সহায় হয়। তেমন কোনো কিছু ঘটে যাওয়া হয়ে যাওয়ার পর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঘটে। ফলাফলে থাকি।

* বিবাহ প্রথা:- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন বিভিন্ন বিবাহ প্রথার প্রচলন আছে। গারো সমাজে বিয়েকে 'দোচীমা' বলে। গারো সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহ প্রথার শুধুই গোত্রের তাৎপর্য আছে। গারো সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী বিবাহ নিষেধ (নিষেধ) নিষেধ। গোত্রের মূল কথাই হচ্ছে সমান অনুযায়ী বিবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। গারো সমাজে বহির্ভূত বিবাহ প্রথাকে প্রচলিত তা অর্থাৎ শুধুমাত্র গোত্রের বিভক্তরাই বিবাহ নিষিদ্ধ। যেমন- চাংমা গোত্রের লোকে চাংমা গোত্রের লোকের সাথে বিয়ে পারিবে না।

গারো সমাজে শাহারীর আত্মীয়কুল বিশেষকে শাহারীর মহিলাকুল শাতুলী। এইভাবে নিজ শাহারীতে বিয়া করালে আবার বিয়া করো-য়ার দরে হয়। যার বারে গারো সমাজে তা-ত্র বিবাহ নিষেধ বুলি ধরা হয়। আগোর বিয়া-করোয়া দম্পতি শাহারীর পরা বহিষ্কৃত হোয়ারো অন্তরনা থাকে। ঠাট্টার সুরত তেনে দম্পতিক 'নাচ্চাং' বুলি কোয়া হয়। 'নাচ্চাং' সমাজ-ক পুতেকর বিবাহ। আকৌ নিজের 'চাংচী'-র সা সম্পর্কীয়র সাজো বিবাহ অসমর্থক ধরণর নহয়। যদি কোনোরে তেনে বৈবাহিক সম্পর্ক ধরণ করে, তেন্তে বিয়াক 'রাকগাং' বুলি কোয়া হয়। 'রাকগাং' সমাজ অনুষ্ঠান লোকর ভাতে আনোরা বিয়া'।

গারো সমাজ বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারর বিবাহর প্রচলন আছে। তলত বিবাহ প্রথাসমূহর বিষয়ে

চলুন আলোচনা করা হল---

* নোঙ্গর কি? :-

জাহাজ পরিচালনার্থে নিযুক্ত ব্যক্তিকে এবং অন্যান্য নাবিকদের কাজ জানা থাকলে যে পরিচালক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নাবিকদের পরিচালনা করে। কিন্তু যদি পরিচালকের কাজ জানা থাকে, পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্দেশ প্রদানকারীকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নাবিকদের পরিচালনা করে। এই ইতস্তত নাবিকদের 'নোঙ্গর' বলে। নোঙ্গরের ক্রিয়াকে নোঙ্গর বলে। যদি কোনো পরিচালক কাজ না থাকে তাহলে সেই পরিচালের সহিনীর যাবতীয় নাবিকদের নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারেন তখন পরিচালের ইতস্তত নাবিকদের পরিচালনা করার জন্য থাকে।

নোঙ্গর' ক্রিয়ার ভাবকর্ম হল ক্রিয়ার পরিচালনা করা কাহিনীর ধরন হল তাহে আরও আছে-আছে

পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করি, তাই পরিস্থিতিটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Bean marriage নামে একটি নিয়ম চালু আছে। নোংরা দরজা আবিষ্কারের কৃতিত্ব অবশ্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। যে প্রথাকে 'আড্ডা' বলে। সেখানে উপস্থিত বন্ধুরা নোংরা দরজা জোড়া কাপড় আনিবার আদেশ হয়, তেতিয়া যার ঘরে লম্বা কাপড় নাই সে দরজা কোনো টুথ-ব্রাশ দিয়ে দরজার ডাবিলে মারে আর যার ঘরে দরজা চওড়া, তার পায়ের বলপুরুষগুলো কাপড় ঘষলে লাল হয়ে যায়। তার পিছনে 'দোচ্চা' প্রথা বিদায় হয়।

* নোংরা দরজা: দরজা-কাপড় আচলে উত্তরাধিকার। শুধু সেখানে নয়, বিবাহের দরজা কাপড়েরও উত্তরাধিকারী আর কাপড় মায়ের উত্তরাধিকারী। এইভাবে কাপড়ের সূত্রে পিছনে জোড়াদেয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যায় মায়ের সূত্রে হলে

জীবেক পরিমাণের সুবক্ষা হি পারে।

* আজাতে বিন্যা :- যারো পরিমাণের ইতরাধিকারী কন্যা সন্তানক নোশ্রন বুলি কোরা হয়, আরু অন্য কন্যা সন্তানক আজাতে বুলি কোরা হয়। যেনে 'আজাতে'র স্ত্রীক 'আজাতে' বিন্যা বোলা হয়। 'আজাতে'র স্বামীক 'চাওহারী' বোলে। আজাতে আরু চাওহারী) আহু-আহুরের লগত থাকিব লাগিতো নোশ্রনার দরে রবিতাম্বুলক নহয়।

* খ্রীষ্টীয়ান বিন্যা :-

খ্রীষ্টীয়ান বিশ্বাসস্থী হোরার আগতে লারোআবকলর আশাজত 'আজাতে' আরু নোশ্রন' বিন্যা পাতা হৈছিল। খ্রীষ্টীয়ান বিন্যাত (ছোয়ালী)লে নিজে দরা নির্বাচন করে। (ছোয়ালী)লে দরা পাছত করোরে পাছত দরাক চিঠীর জরিয়তে প্রেমর বিষয়ে জনায়। যেই চিঠীর উত্তর দরাই নেতিবাচক দিলে। কিন্তু নেতিবাচক উত্তর পালনাজন আশাতি থকা বুলি মানে করুন

বাড়ি আসুনি ইচ্ছা নাথাকে তেন্তে বিবাহের দিনটি পেছানোর পাহতো কোনো উত্তর দিবিনে। কথা-মতো সেই দিনটি ঠিক হোয়ার পাহতে ছেলেপক্ষের লোকজনের আগেভাগেই উপস্থিত হোয়ার কথা। এর পাহতে দুপোড়ো দাবিদাওয়া নিয়ালি নিয়ে এ বারে পুরো দিন ঠিক করা হয়। বিয়ার দিনো সকালো অনুষ্ঠান শুরুর উপাস্থিতে পুরোহিতে বিবাহ অনুষ্ঠানটো আরম্ভ করে।

* আহুব - জোরাই বিয়া :-

সাধো অসাজত আহুবর মতুয়ে পাহতে অসমাপ্তির অধিকারী জোঁয়াই হয়। ঠিক তেনোবে আহুবর মতু হলে জোঁয়াইক আহুয়েকর বিয়া করবার লাগে। আহুয়েক দাবিদারর ভাবাবিনী, তেঁহুর স্বামী দাবিদারর ভাবাবনী। আহুয়েক মতু হলে জোঁয়াইক সেই পাহত অধিকার হয়। সেই পাহত অধিকার হবলৈ জোঁয়াইক আহুয়েকক বিয়া করাবর লগীয়া হয়।

শাহুরেকক বিয়া বকবারার লাগে লাগে তেঁও প্রথম পত্নী হে পারে আরু তেঁওর জীবনী হিচাবে দ্বিতীয় পত্নী।

* অন'চোঙা বিয়া :-

কোনো জোঁবায়েকে সচি শাহুরেকর মৃত্যুর পাছত শাহুরেকক বিয়া বকবারলৈ অনুমতি হয় তেওঁ নোখোমার অসাধ্য হৈকরায় আরু অনুমতি আবিষ্কারর পারা বঞ্চিত হয়। তেনে ক্ষেত্রত শাহুরেকে তেখেতর মৃত স্বামীর সহোদরীর অন্য দুজন পুরুষক স্বামী পরিচালো গ্রহণ করিব বাধ্য হয়। এনে বিয়াক আমি অসমীয়াত 'অন'চোঙা' বিয়া বুলি কোরা হয়।

* চাপ্পা বিয়া :-

আবিবাহিত, জোঁয়াই নির্বাচিত হোরার পিছত, কিন্তু বিবাহর পুর্বে সচি শাহুরেকর মৃত্যু হয়ত্বে তেনেহলে

চাকমা প্রথা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তাকে দাহ করা হয়। এর আগে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তাকে কবর দেওয়া হতো। এখনও কোনো কোনো জায়গায় এই প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃতদেহ দাহ করা হয়। এই প্রথাকে চাকমা ভাষায় 'চাপ্পা' বলে।

* চেকা বিবাহ:-

চাকমা সমাজে আরো এক ধরনের বিবাহ প্রচলিত আছে। যাকে বলা হয় চেকা বিবাহ। এই বিবাহে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সম্মতি থাকে। কিন্তু মেয়ের বাবা-মা এই বিবাহে সম্মতি দেয় না। তখন ছেলে মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর ছেলের বাবা-মা ছেলের বাড়িতে গিয়ে মেয়ের বাবা-মাকে ছেলের বাড়িতে নিয়ে আসে। এরপর সমাজের মাতব্বরদের উপস্থিতিতে পরিষ্কার ভাবে বিয়ে দেয়। এই বিবাহকে চাকমা ভাষায় 'চেকা' বলে।

চেকা বিয়ে করা মানে সমাজের কাছে কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি নেই বলে।

* চা' চেষ্টা করিয়া :-

চা' চেষ্টা করিয়া বা আপ্রাণভাবে করিয়াও (হারানো) কোন কাজকে বা লক্ষ্যকে অর্জন করার প্রবণতা বা ভাব (প্রতিযোগিতা করার মনোভাব প্রকাশ-বন করি কোন প্রবন্ধের মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করে। অনুমতির বাবে আপেক্ষা করে। পরীক্ষার পরিমণ্ডলে ব্যস্তুত হয়, পরিশ্রম বাবে অনুমতি দিয়েছে। তেমন তেন পরিশ্রমক 'চা' চেষ্টা করিয়া বোঝে। কোনো পরিশ্রম গাবো অনন্যতির পরিচয় উপন্যাসের মাধ্যমেই প্রকাশিত।

চাকরি সংক্রান্ত ইতিহাস ও সাধারণ তথ্যাদি
জানাবে পারা প্রার্থীর অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত তথ্যাদি
চাওয়া হয়। তাঁর লেখকের বিভিন্ন লেখা সংগ্রহের কাজে
তাঁর সাহায্য নিতে পারে। চাকরিপ্রার্থীর যোগ্যতা
বিচার পারা হয় তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বিষয়ের উপর
ভিত্তি করে।

বর্তমান পদ্ধতি জনপ্রার্থীর লেখা চাকরি দেয়
পরিচালনা বিভাগ পারা প্রার্থিকদের ইন্টারভিউ-এর
জন্য প্রতিষ্ঠান বাছাই করে থাকে। এরপর ইন্টারভিউ
বাছাইকৃত বহু ক্ষেত্রে পদ্ধতি জনপ্রার্থীর লেখা
নির্বাচিত হয়ে থাকে। বর্তমানে খুব ভাল যোগ্যতা
সম্পন্ন পারা চাকরিপ্রার্থীর অভাবে, সাধারণ,
আজাবে, চাকরিপ্রার্থী, দুর্বল, বন্ধ্যা ভাবে ঘোষণা
করে জনপ্রার্থী লেখা করা হয়।

কিছুদিন আমুজারি চাকরিপ্রার্থীর খুব সুবিধা
হবে বলে মনে হয়নি। কিন্তু

মুহিমকই গোখা পিহাত জোপোহা, জালিকহা, চুকহা, বহিহহা আৰু পিছিহহা দিওঁ লোকৰ নেতৃত্বত দিইয়ন হাই দিবি পহিনালয় পাৰ্বত আক্ৰমণ কৰি পোনতে কোচবিহাৰ পাম্বহি আক্ৰমণ আতে হোলোকেইবহৰ বঙাবাঙা কৰিছিল। কিন্তু আৰে পৰা আঙাকালি আগুঁৱাত আৰু আৰু ৰাজ্যৰ বজাৰোৰ, সেনে- খুবুৰী আৰু পিজনীৰ বজাঙাকলৰ লগাত যুঁজ কৰি অৱশেষত বজা আস্ৰাচেন আৰু চুযুৰীয়া হাই পিলাকে নিজৰ নাগৰ আন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। পিচুপালে পৰমপাৰহা আঙাকুটি হে বেলেহা কালে কালে বি কণাটি ভাৰোপাথৰত আৰু আন দিনো ঘোটে সংলাপেশাত বাঙা কৰিবলৈ লয়।

বাৰ্ষিক পিকাৰ পাৰা ভাৰোঙাকলৰ পুৰপুৰুষে পুজা- আচনা কৰিছিল। দেইয়ৰে পুজা কৰা লোৰ আমুহক ভাৰো আকালে আৰু ভাৰোৰক

বুলি কয়। গুঁলাকৰ চেং - চেংবী আদিবাসী চাং-জাং, জাৰেৰ, খালখাকো, আডিকাং, ডিং-ডিমা, জুং-জিকো আদি। চেং-চেংবী পূজা কৰোঁতে প্ৰধানী-য়া জীব-জন্তুক বলি দিয়া হৈছিল। কিন্তু ইদানিং শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ ফলত গাৰোসকলৰ মাজৰ খ্ৰীষ্টধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হোৱাৰ ফলত এই পূজা-অৰ্চনা লুপ্ত হোৱা যেন হৈছে। গাৰোসকলৰ জাতীয় উৎসৱ ওৱানগালাও।

গাৰোসকলৰ কেইবাকীমান বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বিষয়ে চমুকৈ উল্লেখ কৰা হ'ল -

বাদখ্ৰে ওৱাংখ্ৰে মোমিন

মেঘালয়ৰ বৰ্তমান উত্তৰ গাৰো পাহাৰত অৱস্থিত খাইছুক গ্ৰাম নামৰ ঠাইত ধনী পাহাৰীয়া গাঁৱত ১৮৩৪ চনত বাদখ্ৰে ওৱাংখ্ৰে মোমিনে জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল।

১৮৫৩ চনত ৮ বছৰীয়াত বাদখ্ৰেই বেপ্তিস্ট ধৰ্ম

আইলাচ বেনচনৰ দ্বাৰাই ষ্ট্ৰবাহাটিৰ স্কুলেশ্বৰ ঘাটত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত বাপ্তিষ্ম লৈছিল।

বেলা: ডিলবাৰ্ন কে আবাক।

১৯২৫ চনত ৰিডলবাৰ্ন কে আবাক পাকিচ্চা আচীমা পাহাৰৰ তাত্ৰ দক্ষিণ বাগৰকপ জিলাৰ জীঅন্তত অবস্থিত বাংআপাবা গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ৰে বাগছে তাৰ ছাংআৰ দিক-আৰ পুত্তক তাছিল। তেওঁ ১৯৩৩ চনত প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰিছিল। ১৯৪১ চনত ইচ্চ আৰম্ভণিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা আগে ৬০ ডিগ্ৰীৰ ৰিডিগ স্কুলৰ ৰ আহোমোতত চেকাপুক্তি মিছনলজিকে কলেজত পাঠিবলৈ যুবিধা লাভ কৰিছিল তাৰ ১৯৪৯ চনত তেলটি. পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। ডিলবাৰ্ন কে আবাক ১৯৫০ চনত লিনাৰ্ড থিওলজিকেল (কে আবাক) কলেজৰ পাহা ডিগ্ৰী লাভ যোগাযোগ লাভ কৰিছিল।

পারস্পরিক :- মানবের সংস্কৃতির বিভিন্নতার ফলে উৎসবের আনুষ্ঠানিক জাগতিক প্রকাশ ঘটে উৎসবের আয়োজনে। উৎসবকে ঘিরে সাধারণ আনুষ্ঠানিকতা (প্রকাশ ঘটে) দেখা যায় — জেতিয়া গ্রহণ আনুষ্ঠানিক সৌহার্দ্যের কোনো আনুষ্ঠানিক কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান, বিশেষ উপলক্ষকৃত পরিধেয়, সৌন্দর্যমূলক ঐশ্বর্যমণ্ডিতভাবে পালন করে আসছে উৎসব। মেঘালয়ের রাজ্যের জনজাতি খাসি-জৈন্তিয়া আজও বিভিন্ন উৎসব-পার্বণের প্রচলন আছে। সাংস্কৃতিক উৎসবমুখী। বছরটার প্রায় প্রত্যেকটি মাসেই অল্প-বিস্তর ভালোমন্দ উৎসব-পার্বণ পারম্পরাগতভাবে চলে আসছে। এই উৎসবগুলোই সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানিকতায়, উৎসবানুষ্ঠান-উদ্দীপনায়, পরিবেশ অনুভবে, পরিচিতি রীতিনীতির আজও পালন করে। উৎসবের আয়োজনে সাংস্কৃতিক উন্মাদনা করিতোলে। মনের উৎসুক-আগ্রহ দোয়া-আনুষ্ঠানিক সৃষ্টি করে। তেমনি ঔপচারিক-বাদ্য অবশ্যই নৃত্য-গীতের সংযোগ ঘটে। খাসি উৎসব-অনুষ্ঠান মূলতঃ নৃত্য-গীত প্রধান

গ্রন্থপঞ্জী :-

1) Banargee Dipankar - Heritage of Shillong Shillong.. Jnanpith trust 2010

2) Bertrand Gabrielle - The Secret lands Where Women Reign London Robert Hall 1959

3) Bose N.K - Meghalaya.. land. people N. economy New Delhi Rajesh publication 2008

4) অরুণা বিশ্বাসলয় ভূ-রাজনীতির ভাবাদর্শের রূপরেখা ভাবাদর্শকলের ভূমিকা - কলিকাতা পুস্তকালয় (2018)

Q3 - Lists

আশ্রয়নিঃ- পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের আশ্রয় পরিলক্ষিত হয়। বেদুইনের আশ্রয়ের গঠন হতেই আরো অঞ্চলে এই আশ্রয়ের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। গোদের বর্তমান পৃথিবীতে অধিকাংশ আশ্রয় তার নিজস্ব স্বীকৃত অস্তিত্ব বজায় রাখতে বেশকিছু আশ্রয়ের নির্মাণ শৈলীর পরিবর্তন করেছে। প্রতিটি জাতির আঞ্চলিক জীবন যাপনের ভাষা, সংস্কৃতির যত ভালো-মন্দ প্রতিফলিত হয়। পুরো আশ্রয়-ব্যবস্থা বলার পরে বাড়ি পুনর আশ্রয়ের সেরা লোকে দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কারবার স্বচ্ছতিপূর্ণ যত্ন সহিষ্ণু আঞ্চিত হয়। জাতি ধর্মের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পুরাতন পর্যবেক্ষণসমূহ বিশেষ প্রতিচ্ছবি যত্ন সহিষ্ণু আঞ্চিত হয়। এটা সামাজিক রীতি-নীতি পালন করে। বিশ্বটো অধিবাসনের প্রয়োজনীয়তা গবেষণা উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণা সীমাবদ্ধতা প্রেক্ষিত আদি কেইবাটাও উপাত্ত-বিশ্লেষণের আলোকে গবেষণা প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে।

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত
লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্ৰকল্প পত্ৰ

বিষয় :- অসমীয়া সমাজত তামোল - পাণৰ ব্যৱহাৰ ।

প্ৰস্তুতকৰ্তা ----

তত্ত্বাবধায়িকা :
ড° অনুপমা বাছা

নাম :- বোজিমা খাতুন

শ্ৰেণী :- স্নাতক ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক

ৰোল নং :- UA-201-101-0110

পৰীয়ন নং :- 20023103

শ্ৰেণী ৰোল নং :- 245

কাকত :- প্ৰকল্প (ASM-HE-6056)

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Axomiya xamajot Tamuk – panor Bebostha"** submitted by ROZIMA KHATUN. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

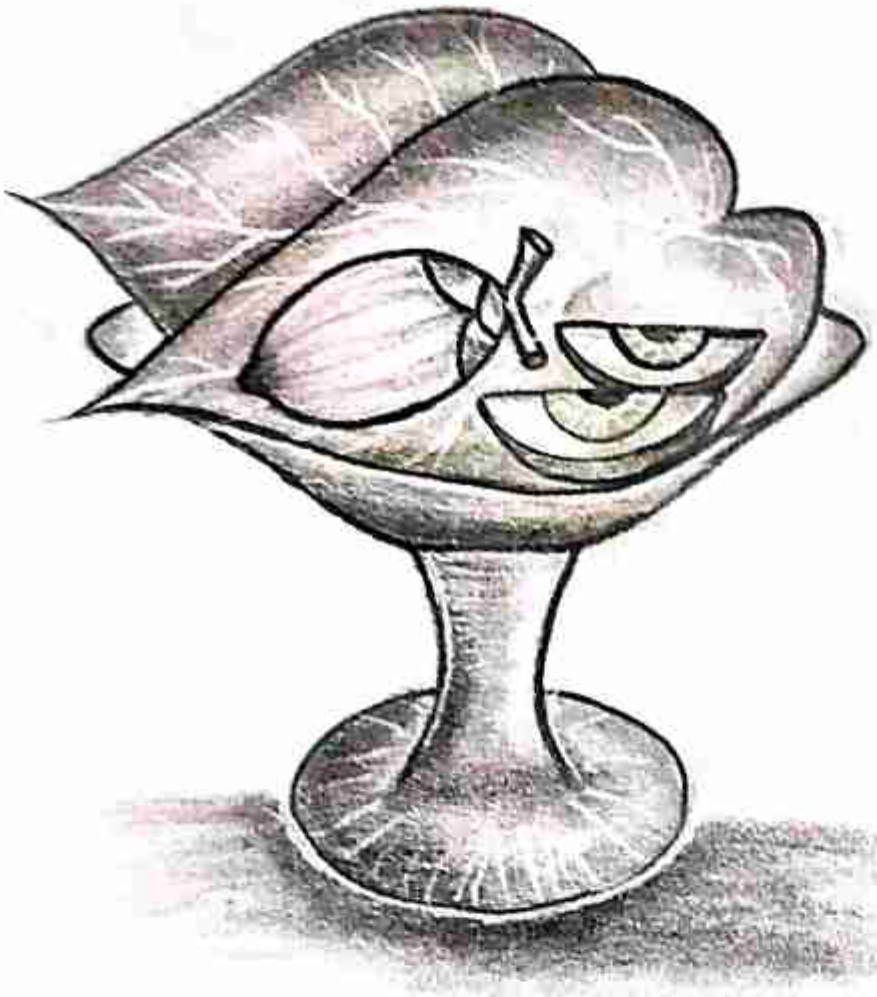

কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ

"অসমীয়া সমাজত তাম্বোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ" শীৰ্ষক বিষয়টি অধ্যয়নৰ বাবে নির্বাচন কৰাৰ পৰা আদি কৰি অধ্যয়ন গ্ৰন্থখন যুগুত কৰি টেলিস্তৰাল্লিকে দিশা পৰামৰ্শ দি অমা তত্ত্বাৱধায়িকা গুৱক ড°- অনুপমা বাৰা বাইদেউ লৈ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ।

আমাৰ অধ্যয়ন কৰ্মৰ সঠিক মূল্যায়ন কৰি দিয়া আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সাহস আৰু প্ৰেৰণা দি অমা লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ড° অনুপমা বাৰা বাইদেউ লৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ লগতে কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ।

প্ৰকল্প পত্ৰখন পুংখানুপুংখ নিৰীক্ষণ কৰি দিয়া লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকাৰ লগতে সহকাৰী অধ্যাপিকা ড° আছমা ইয়ছমিন, অধ্যাপিকা চন্দ্ৰাণী দেৱী বৰ্মন, অধ্যাপক ৰফিকুল ইছলাম ছাৰৰ লগতে বিভাগৰ আটাইকেইগৰাকী অধ্যাপক-অধ্যাপিকা লৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ।

অধ্যয়ন কার্যত সহায় আৰু তথ্যপাতি আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ আৰু প্ৰেৰণা যোগোৱা লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰিক আশ্ৰাফুল হুছলাম, কপালী হাজং বাইদেউ, গ্ৰন্থাগাৰৰ লগত জড়িত কৰ্মকৰ্তা সকলৰ আন্তৰিকতাৰে শলাগ লৈছোঁ।

বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত তাম্বোলৰ মি ষ্ঠান বা মূল্য সৈহ বিষয়ে চেঙভা নাছিৰ উদ্দিনে সহায়দাতাৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। তেখেতক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। এই বিষয়টিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মোৱা স্যা ছুফিয়া খাতুনলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।

অধ্যয়নৰ বিভিন্ন কামত আমাক সহায় কৰি অহা সকলো ব্যক্তিৰ ওচৰত আমি চিৰ কৃতজ্ঞ।

—— সূচীপত্র ——

বিষয়ঃ — পৃষ্ঠা নং ঃ

- প্রথম অধ্যায়ঃ অৱতৰণিকা
  - ১.১. বিষয় বস্তুৰ পৰিচয় —— ০১
  - ১.২. প্রাক্ - কল্পনা —— ০২
  - ১.৩. অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য —— ০৩
  - ১.৪. অধ্যয়নৰ পদ্ধতি —— ০৪
  - ১.৫. অধ্যয়নৰ পৰিসৰ —— ০৫-০৫
- দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মূল বিষয়ৰ আলোচনা
  - ২.১. তামোল - পাণৰ আকাৰ - আকৃতি — ৭-৯
  - ২.২. লোক - বিশ্বাসত তামোল - পাণ — ১০-১৮
  - ২.৩. তামোল - পাণৰ ব্যৱহাৰ — ১৯-২৭
  - ২.৪. তামোল - পাণৰ উপকাৰিতা আৰু অপকাৰিতা —— ২৮-৩৪
  - ২.৫. তামোল - পাণৰ মাহাত্ম্য — ৩৫-৩
  - ২.৬. বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত তামোল-পাণ-৩৯-৪
  - ২.৭. তামোল - পাণৰ লগত জড়িত প্রবাদ - প্রবচন — ৪২-৪৯
- তৃতীয় অধ্যায়ঃ উপসংহাৰ
  - ৩.১. সামৰণি বা মন্তব্য — ৫০
  - ৩.২. পাদটীকা —— ৫১-৫২
  - ৩.৩. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী —> ৫৩
  - ৩.৪. সমনাদাঁতা —— ৫৪

২.৯ ·বিষয়ৰ পৰিচয় ঃ

তাম্বোল গছৰ পৰা তাম্বোলৰ উৎপত্তি হয় আৰু পাণ গছৰ পৰা পাণ । তাম্বোল-পাণ এটা আনুষ্ঠানিক পৰিপূৰক । তাম্বোল, তাম্বোল গছত লগা এবিধ ফল । তাম্বোলৰ বিজ্ঞান ভিত্তিক নাম - Areca Catechu. এই গছজাল প্রাপ্তবয়স্ক অৱস্থাত দীঘলে প্রায় ৫০ ফুটমান ওখ আৰু ৫-৭ ইঞ্চিমান বহল হয় । পাণ এবিধ লতা জাতীয় গছ । অসমত সাধাৰণতে তাম্বোল, সদাৰ, নাৰিকল আদি গছৰ গুৰিত ইয়াক ৰোপন কৰা হয় । কোনো কোনো ঠাইত বাঁহুৰ চাং পাতিও ইয়াৰ খেতি কৰা হয় । অসমীয়া সংস্কৃতিত তাম্বোল-পাণ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতিকাত ৰচিত কালিকা পুৰাণত পোন প্রথমবাৰৰ বাবে ধৰ্মীয় দক্ষিণা হিচাপে তাম্বোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল ।

৯.২. প্রাক্-কল্পনা :

১। অসমীয়া মানুহৰ ঘৰীয়ে ঘৰীয়ে বা ঘৰে ঘৰে তাম্বোল-পাণ চেনিবলৈ পোৱা যায়।

২। অসমীয়া সাহিত্যত তাম্বোল-পাণ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন লোক-বিশ্বাস ; প্রবাদ-প্রবচন আৰু হেঁয়ালিমূলক প্রশ্ন বা সাঁথৰ চেনিবলৈ পোৱা যায়।

৩। পূর্বতে নিমন্ত্রণ পত্রতে তাম্বোল : পাণো ঠাই গ্রহণ কৰিছিল।

৪। অসমীয়া মানুহে আত্মৰ পিছত শুভ সম্ভাষ কৰিবৰ বাবে তাম্বোল-পাণ যোগায়।

৫। তাম্বোল-পাণৰ ব্যৱসায় লাভজনক হয়।

৫। বিবাহৰ নিমন্ত্রণ কার্যতো তাম্বোল-পাণৰ ব্যৱস্থাৰ কৰা হয়।

৭। তাম্বোল-পাণক ঔষধ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

১.৬. অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য :

তামোল-পাণ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অপৰিহাৰ্য অংগ। উৎসৱ বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত তামোল-পাণ আগবঢ়াই সন্মান জনোৱা হয়। অসমীয়া সমাজত তামোল-পাণক এক অমূল্য সম্পদ বুলি বিবেচনা কৰা হয়। তামোল-পাণক একেবাৰে অতিথি আপ্যায়ন, জোঁৱোণ দিয়াত, জ্যেষ্ঠ জনক প্ৰণাম কৰোঁতে, ভাত খোৱাৰ পিছত মুখ শুদ্ধিৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বৰ্তমান সময়ত অসমীয়া সমাজত তামোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ দিনক দিনে কমি আহা দেখা যায়। চাহ, মিঠাপাণ, জৰ্দাপাণ, মুখশুদ্ধিৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ জাতীয় সামগ্ৰীয়ে তামোল-পাণৰ স্থান গ্ৰহণ কৰিছে। অসমীয়া সমাজত তামোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ কমি যোৱাৰ কাৰণ সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে তামোল-পাণৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি মানুহক সজাগ কৰিবৰ বাবে মই 'অসমীয়া সমাজত তামোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ' বিষয়টো মোৰ অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হিচাপে বাছি লৈছো।

১.৪. অধ্যয়নৰ পদ্ধতি ঃ

অসমীয়া সমাজত তাগোল - পাপৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁতে মই বৰ্ণনামূলক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছোঁ।

আৰু বিশ্লেষণাত্মক

১.৫. অধ্যয়নৰ পৰিসৰ ঃ

অধ্যয়নৰ পৰিসৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰোৱা হৈছে। সেই ভাগ দুটা তলত আগবঢ়োৱা হ'ল —

১। বিষয়ৰ পৰিসৰ,
২। ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ।

১। বিষয়ৰ পৰিসৰ :-

মোৰ প্ৰকল্প পত্ৰটোৰ বিষয়টো হৈছে- 'অসমীয়া সমাজত তামোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ'। গতিকে মই মূলত তামোল-পাণকেই বিষয়ৰ পৰিসৰ হিচাপে লৈছো। অসমীয়া সমাজত তামোল-পাণৰ ব্যৱহাৰৰ ঐতিহ্য মই তামোল-পাণ আগবঢ়োৱা বিশেষ সা-সৰঞ্জাম, যেনে — পাণ বটা আৰু পৰাইৰ বিষয়েও মোৰ প্ৰকল্প পত্ৰখনত আলোচনা কৰিছো।

২। ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ :-

আমাৰ অসমীয়া সমাজত তামোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ এই বিষয়টো আলোচনা কৰোঁতে মই ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ হিচাপে সমগ্ৰ অসমক লৈ লৈছো। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰা প্ৰদেশৰ পৰা তামোলৰ আমদানি কৰাৰ কথা ভাবিয়া মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছিলো

P.T.O

মোর প্রকল্প পত্রটোত উল্লিখিত মই সাধারণ ভাবে অসমর লগতে পশ্চিমবংগ, ম্যানমার আদি ঠাইর কথাও মোর ক্ষেত্র পরিসরত অন্তর্ভুক্ত লৈছো।

২.৯. আগোল-আৰু পাণ গছৰ আকাৰ-আকৃতি ঃ

আগোল গছ :- স্থানীয়, খিয়, পোলোঙা গছ ১২-৩০ ছেমি. ওখ। পাত ১.৫ — ২.৫ মি. দীঘল; পত্রক অসংখ্য, ৩০-৫০ ছেমি. দীঘল, ৪-৫ ছেমি. বহল, ডকুৱা নিমজ্জ, তলৰ অংশত স্ত্রীপুষ্প ধৰে, ওপৰ অংশত পুং পুষ্প ধৰে। পুং পুষ্পৰ পুষ্পপুট ৩টা; পুংকেশৰ ৩ডাল। স্ত্রীপুষ্পৰ বেটুপাত ৩টা; পাহি ৩টা; পুংকেশৰ নথকা বা ৫ ডাল বন্ধ্যা থকা; গৰ্ভকোষ ৩টা;

গর্ভমুণ্ড দ্বিশাখী। ফল গোলাকাৰ বা আয়তাকাৰ, ৩-৫ ছেঃমি দীঘল।

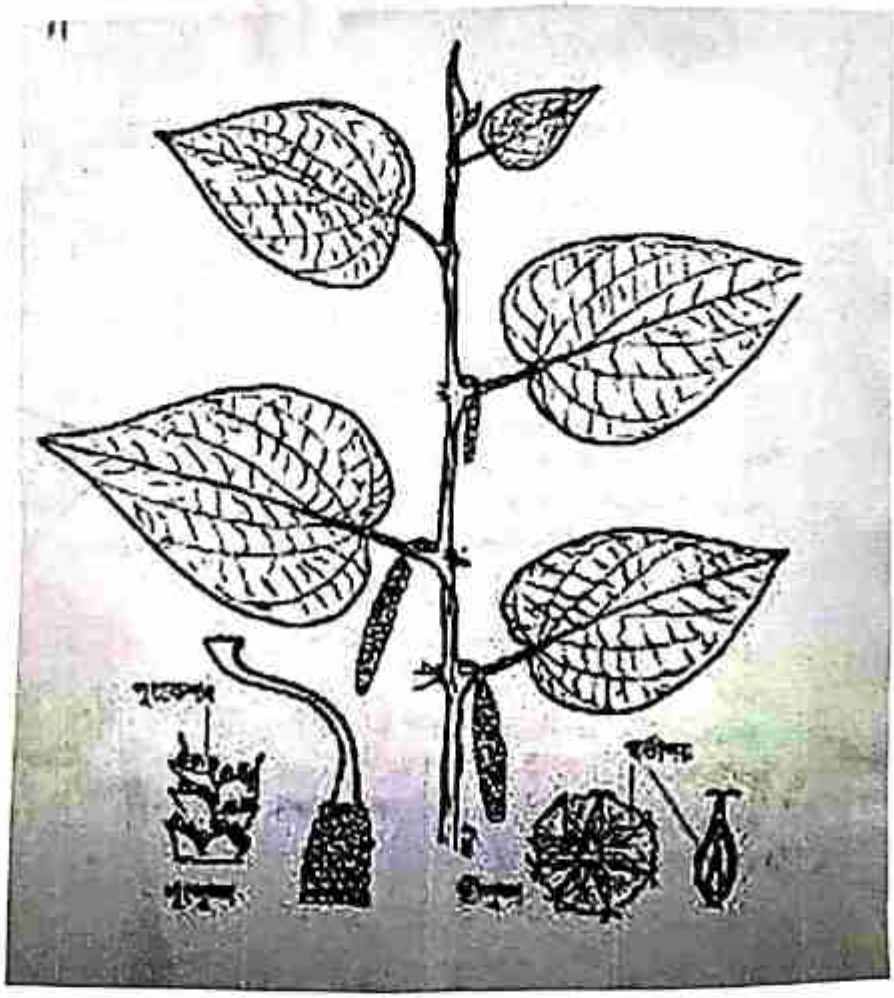

পাত গছ :- নিম্নজ, টান, আৰোহী লতা, গাঁঠিৰ পৰা ওলোৱা শিপাৰ সহায়েৰে আন গছক বগায়; ফুল ফুলা জলক শিপা নমুয় বা বৰ কমলৈ হয়। পাত ডিম্বাকাৰ বা আণ্ডুলাকাৰ, ১৫ ছেমি. দীঘল, ৮-১০ ছেমি. বহল, ফলকত সিৰা ৪-৬ জোন পুং পুষ্প আৰু স্ত্রীপুষ্প বেলেগ গছত ধৰে; পুষ্পবিন্যাস মঞ্জৰী সদৃশ, ৫-৬ ছেমি. দীঘল, ৫-৬ মিমি. শকত,

গোটা । পাপ্পি নাই ; পুংকেশর ২-৩ টা ; গর্ভকোষ এককোষী , গর্ভমুণ্ড দ্বিশাখী । ফল ক্ষুদ্র, সজ্বীব ভিতরে থাকে ।

পাণ গছ এবিধ লতা জাতীয় গছ । পাণ গছ বগাবলৈ আন গছৰ সহায় লয় লগা- হয় । অসমীয়া সমাজত পাণ আপ্যায়ন লগত সাৱলৈ ব্যৱহাৰ হয় । অসমীয়া মানুহৰ ঘৰলৈ আহিলে আহিল্লে প্রথমেই আপ্যায়ন লগত পাণ আগবঢ়াই সন্মান জনোৱাতো অসমীয়াৰ পৰম্পৰা ।

২.২. লোক-বিশ্বাসত 'তামোল-পাণ' :

অসমত 'তামোল-পাণ' খোৱাৰ প্রথা ব্যাপক ভাৱে প্রচলন হৈ আছে। পূজা-পৰ্বণীৰ অন্যতম উপকৰণস্বৰূপে দলগ শাস্ত্রিকাত বর্ণিত কালিকা পুৰাণেই সর্বপ্রথম 'তামোলক' গণ্য কৰিছিল ('জাগুলা দক্ষিণা')। অসমৰ তামোল-পাণৰ বাৰীৰ মুগাগাজি পুৰণি তাম্রলিপিতো কৰা হৈছে। বনৰ্মাৰ শাসনত প্রাগজ্যোতিষ নগৰ তামোলৰ গছ পাণেৰে বেষ্টিত আৰু কৃষ্ণ অগৰু গছক ইলাচি লতাই সোমাই ধৰিছিল বুলি বর্ণনা আছে। সপ্তম শতিকাৰ আদিত্য সেনৰ অসদ লিপিত লৌহিত্যপাৰৰ বগণীয় তামোল-পাণৰ বাৰীৰ ছাঁত গিদ্ধসকলে শয়ন কৰা বুলি উল্লেখ আছে। গুৱাক শব্দৰ পৰাই গুৱাপ্রাণীৰ উৎপত্তি বুলি সাধাৰণ বিশ্বাস। তামোল শব্দৰ পৰাও অসমৰ তাম্বুলীসকল ঠাইৰ নাম হৈছে: যেনে, তামোলবাৰী, তামুলীছিগা।

বাৰীত তামোল-পাণ খোৱা অসমীয়া গাঁৱলীয়া মানুহৰ ধৰা-বন্ধা ৰীতি। অসমীয়া মানুহৰ প্রিয় কথা এফাকি মন কৰিব লগীয়া, "আগফালে গুৱনি কাকিনী তামোল, পাছফালে গুৱনি পাণ।" তামোল খোৱা আৰু তামোলৰ বাৰী

পণ্ড সম্বন্ধে জাক পুৰুষৰ আলেখ অমূল্য বচন আছে।

আমাৰ ধৰ্মানুষ্ঠান আৰু সামাজিক উৎসৱত তামোল-পাণ বা গুৱা-পাণে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। পূজাৰ নিবেদ্যত তামোল-পাণ অপৰিহাৰ্য উপচাৰ। গুৰু-গোসাঁইলি বা বাইজলৈ তামোলৰ শৰাই আগবঢ়োৱা হয়। উৎসৱ-অনুষ্ঠানত অথবা অপায়-অমঙ্গলৰ সময়ত গুৰুভ্ৰৱলি, নাম ঘৰলৈ, দেৱতা বা আদেৱতালি গুৱা-পাণ আগবঢ়োৱা হয়। আলহী অতিথিক সৰ্বপ্ৰথমে তামোল-পাণ দি অভ্যৰ্থনা কৰা হয়। তামোলগ্ৰহণৰ যোগেদি গুৰুৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰা হয়; তামোলৰ আদান-প্ৰদানত বন্ধুত্ব স্থাপনো হয়। বাজিহৱা দায়-জগৰত পাৰিলেও তামোল-পাণৰ দণ্ড-এত্তেজা দি দোষ খণ্ডন কৰিব পাৰি।

ভেকা-গাভৰুৰ প্ৰেম-নিবেদন, বিবাহ আৰু বিবাহ-বিচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰতো তামোলৰ বিচিত্ৰপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। ভেকা-গাভৰুৱে তামোলৰ বিনিময়েৰে ইজলে সিজলক প্ৰেম-নিবেদন কৰাৰ ৰীতি এতিয়াও গাঁৱত আছে। বিহ গীতত এনে প্ৰেম-প্ৰীতিৰ আৱেগময় চিত্ৰ আছে।

কিনো তাম্বোলখনি দিলা মোৰ মইনা
অতি চেনেহৰে আলো ।
সেই লো তাম্বোলখনি যাবৰে পৰা
তোমাৰ লগত চিনাকি হলো ।।

বিবাহৰ নিমন্ত্ৰণ কাৰ্যতো তাম্বোল-পাণৰ প্ৰয়োজন । তাম্বোল-পাণ যুৱিওৱা আদি কাৰ্যৰ সাজেদি ভিৰোতাৰ কলাকুলত মনৰ পৰিচয় পোৱা যায় । বিয়াৰ গোলেমান ক্ৰিয়া-কাৰ্যত তাম্বোলৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় । বিয়াৰ কেইদিনা দৰা-কন্যাই এযোৰ পাণ-তাম্বোল আৰু এখন কটাৰী লগত বাখিব লাগো । বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ হ'লে দৰা-কন্যাই এই তাম্বোল-কটাৰী মলনা-মলনি কৰে । দেখন দিঙতেও পাণৰ প্ৰয়োজন । বিয়াৰ দিা পুৱা ছোৱালীক "পোৱা কোৰাৰ মুৱাৰ ওলিত পিৰা-এখন পাৰি বহুওৱা হয় । কন্যাৰ মাক বা আন কোনো সম্বন্ধীয়া ভিৰোতাই দুখন হাতত দুখন পাণ লৈ কন্যাৰ সম্মুখত আঁঠু কাঢ়ে ; পাণ দুখন দৈ-গাখীৰত জুবুৰিয়াই

কন্যাৰ গাল, বাহু, হাবিত আনি দিয়ে। কোনো কোনো অঞ্চলত বিবাহৰ সপ্তপদী গমনত দৰা-কন্যাই সাতখিলা পাপ গচকাৰ বিধি পালন কৰা দেখা যায়। অসমৰ কোনো কোনো অঞ্চলত 'পাপ ছিঙা' প্ৰথাৰে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

আহোমৰ ডকলং বিবাহ-পদ্ধতিত তাম্বোল-পাপৰ প্ৰয়োজনৰ বিষয়ে বুৰঞ্জীত আছে- "সোণৰ বাটি এটা এটা আই দৈ, আঁৰা গাখীৰ, দৈ, চেনী, ঘিউ মিহলোৱা পঞ্চামৃত এবাটি আনি বজাৰ ওচৰত দিব। আৰে পৰা আঙ্গুলি লগাই আনি মুখলৈ চোঁৱাই খুন্দি পেলাই অৰিকা লৈ মুখেৰে পানী লৈ তাম্বোল চোবাব। এইদৰে পুনঃপুনঃ একেশ ৰালি পঞ্চামৃত খুন্দি ২১ জাল অৰিকা, ২১ চলু পানী, ২১ খন খুৰীয়া তাম্বোল চোবাই পোলাব পায়।" অসমৰ দৰেহে প্ৰেম-নিবেদন আৰু বৈবাহিক অনুষ্ঠানত তাম্বোলৰ ব্যৱহাৰ দক্ষিণ-পূৰ এছিয়াৰ বহু দেশত আছে।

তাম্বোল-পাপে সামাজিক প্ৰাধান্যও নিৰ্ণয় কৰে। উচ্চকুলৰ লোকে জাত মোৱাৰ ওখত নীচ কুলীয়া লোকৰ হাতৰ কটা তাম্বোল নাখায়।

It should be. Dual Number

বিহ নামত আছে ঃ

তোমাৰ কটা তাম্বোল মেগাণ্ডঁ ঐ লাখৰী
আমাৰে ৰাখিব কুল ।

তাম্বোল খোৱা-নোখোৱা বাবী-নিষেধক কেন্দ্ৰ কৰি তাম্বোল-নোখোৱা বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায় এটাৰো উদ্ভৱ হৈছে ।

তাম্বোল-পাণ গাঁৱলীয়া দৰৱ-জাতিৰ অন্যতম উপাদান । অসমীয়া নিদান মতে তাম্বোল খালে পেটৰ অসুখ, দাঁতৰ ৰোগ আৰু বিষ ভাল হয় । গৰু-মাহৰ বেমাৰত তাম্বোলৰ পিক ব্যৱহাৰ কৰা হয় । তাম্বোল-পাণৰ অলৌকিক শক্তিত বিশ্বাস কৰি ইয়াক মন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় । কামৰূপ অঞ্চলত তাম্বোল-পাণ সম্বন্ধীয় বহু মন্ত্ৰ আছে ; তাৰ কৌটিল্যান নিদৰ্শনস্বৰূপে উদ্ধৃত কৰা হ'ল ঃ

"কলীয়া অপৰাজিতা মূল তাম্বুল সহিতে
চাৰি-অক্ষৰীয়া মন্ত্ৰ জপি যেই নাৰীক
খুৱায়, সেই নাৰী বশ হয় ।"

"চামুণ্ডা মন্ত্ৰক তাম্বুলত সাতবাৰ
জপি যি নাৰীক খুৱায় সেয়ে বশ হয় ।"

" বগুৰ-চন্দনৰ গুটি এলাচীৰ গুটি
সৰু কৰি বটি তাম্বুলৰ লগত
মিশ্ৰিত কৰি খুৱাব, বালকুল
কোমল হয়।"

" কালিকা - মস্ত তাম্বুলত জপি খাব।
চোবাৰ গুৰি জপ দি বাৰীত
পেলালে নিদ্ৰা এৰুহে।"

" জল, মধু মিশ্ৰালেই তাম্বোল
খুৱালে সাধাৰ ৰাৰ কাঢ়ি থাকে।"

অসমৰ দৰে ভাৰতৰ অন্য প্ৰদেশত কোমল তাম্বোল অথবা পানিয়লী-তাম্বোল অথবা কেঁচা তাম্বোল খোৱাৰ প্ৰথা নাই। তাম্বোল গাতত পুষ্টি ভৰিষ্যতলৈ সচাঁৰ নিয়মটোও অসমীয়াৰ নিজা। অসমত কোমল তাম্বোলৰ প্ৰচলনৰ বিষয়ে আঙ্কৰ বৰ্মাই হৰ্ষবৰ্ধনলৈ হৰ্ষ্য বৰ্ষৰ কেঁচা তাম্বোলৰ ঠোক উপহাৰ দিয়া কথাৰ পৰাই ধাৰণা পাব পাৰি। গুৱাহাটীৰ ঠোক-তাম্বোল আগবঢ়োৱা প্ৰথা আজিও আমাৰ দেশত প্ৰচলিত। কেঁচা তাম্বোল খোৱা প্ৰথা শ্যামী আৰু তিব্বেটনাগী সকলৰ মাজতো আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যত কর্পূর, কংকাল, লবঙ্গ জাতি মলৰ লগত মিহলাই তাম্বোল খোৱাৰ নিয়ম বুলি কোৱা হৈছে। এই আটাইকেইটা মিলি হৈছে 'পঞ্চসুগন্ধিকম্'। অসমীয়া মানুহে অৱশ্যে পাণ-তাম্বোলত এই আটাইকেইপদ সুগন্ধি দ্রব্য ব্যৱহাৰ নকৰে। পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যত তাম্বোলৰ লগত সুগন্ধি দ্রব্য খোৱাৰ উল্লেখ আছে। বিহগীতত আছে :

খুৰিয়াই খুৰিয়াই তাম্বোল কাটি দিছিলা
তাৰ মাজত দিছিলা লং।

সাধাৰণতে, পাণত চূণ মাখি খোৱাৰ নিয়ম। পাণ-চূণৰ অনুপাত-সম্বন্ধৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰি অসমীয়াত বহু প্রবাদৰো সৃষ্টি হৈছে। অৱশ্যে, পূজা-নৈবেদ্যত আগবঢ়োৱা তাম্বোল-পাণত চূণ মলা নহয়। মুছলমান সকলৰ আগমনৰ পৰা তাম্বোল-পাণৰ লগত খঁপাতৰ ব্যৱহাৰৰো নিয়ম হ'ল। সুপাত খোৱা এই মলমলীয়া মলা-খঁপাতৰ প্রস্তুত-প্রণালী অৱশ্যে সম্পূর্ণ অসমীয়া। তাম্বোল-পাণ, চূণ আৰু খঁপাত এই চাৰিওবিধ মিলিলেহে তাম্বোলখন সম্পূর্ণ হয়।

সাধাৰণতে, অসমীয়া সমাজত নুখুৰিতৰা তামোল খায়। খুৰিতৰা তামোল টোৱা-অনুষ্ঠান আৰু গুৰু-হাঁহাঁইৰ সময়তে খোৱা হয়। তামোল-পাণ কেনেকৈ কাটিব লাগে, সেই বিষয়ে নানা বিধি-নিষেধ আছে। পাণ আঙুৰে চলা নিষেধ।

তামোল-পাণ আগবঢ়োৱা বিভিন্ন সা-সৰঞ্জামৰ প্ৰচলনো মন কৰিবলগীয়া। এয়াৰোৰৰ ভিতৰত পাণ-বটা, সৰাই মুখ্য। বটা-সৰাই বিভিন্ন কাৰুকাৰ্য মণ্ডিত। আগৰ দিনত এইবোৰত কলা-খুলতি দম্যতাৰে সোণ-ৰূপৰ পানী চৰোৱা হৈছিল। কোনো কোনোৱে তামোলৰ লগত সম্বন্ধ থকা বটা-সৰাই, এই দুটা সামগ্ৰী দক্ষিণ পুৰ এছিয়াৰ দেশসমূহৰ পৰা আহে বুলি অনুমান কৰে।

তামোলৰ হাঁচতি, তামোলৰ জোলোঙা, তামোলৰ কটাৰী, চুন্দনা - তামোল খোৱা প্ৰথাৰ লগত সম্বন্ধ থকা অন্যান্য সামগ্ৰী। সিংহলী সকলৰ সাজুতো তামোলৰ জোলোঙাৰ প্ৰচলন আছে।

অসমৰ জনজাতিসকলৰ সাজুতো তামোল খোৱা প্ৰথাৰ প্ৰচলন আছে। আগু, লৰ্থা

আৰু কন্যাক নগা সকলে এই অভ্যাস অসমীয়াৰ পৰা পাইছে। গাৰো সকলৰ মাজতো এই প্ৰথা অসমীয়াৰ পৰাই সিপাইছে বুলি ৰেভাৰেণ্ড ৰোগ্‌হে লিখি গৈছে। জনজাতিৰ হিতৰত মাছী আৰু মিকিৰসকলেই তামোল বেছি খায়। মাছীসকলে মুতকৰ সৎকাৰ কৰোঁতে শৰৰ ওপৰত তামোল এখন থৈ নিবেদন জনায়; "বিদায়! ভগৱানৰ ওচৰলৈ যৈ তামোল এখন যোৱাগৈ।" পূৰ্বে মৃতকৰ সৎকাৰ উৎসৱতো তামোলৰ ব্যৱহাৰ চলিছিল।

মিকিৰ সকলে দূৰ পথৰ ভ্ৰমণত ওলালে আঁচঙিত সময়ুকৈ তামোল-পাণ বান্ধি নিয়ে। এই অভ্যাস অসমীয়া গাঁৱৰ মানুহৰো আছে।

২.৬. তামোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ ঃ

তামোল-পাণ অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতিৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ। অসমৰ সকলো সামাজিক অনুষ্ঠানতে ইয়াৰ প্ৰয়োজন হয়। তামোল খোৱাটো অসমীয়া মানুহৰ এটি পুৰণিকলীয়া ৰীতি। অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত দৈনন্দিন তামোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ হোৱাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় কাৰ্যত ই অপৰিহাৰ্য। অসমীয়া মানুহ মাজত তামোল খোৱা অভ্যাসটো প্ৰাক আৰ্য সংস্কৃতিৰ পৰা অহা বুলি পণ্ডিত সকলে অনুমান কৰিছে। তামোল আৰু পাণক একেলগে তামোল-পাণ নাইবা সচৰাচৰ তামোল বুলিয়েই কোৱা হয়। এই শব্দ দুটা অষ্ট্ৰো এচিয়ান ভাষাৰ পৰা সংস্কৃত হৈ অসমীয়ালৈ অহা বুলি অনুমান কৰা হৈছে। অসমীয়া সমাজত তামোল খোৱা অভ্যাসটো সকলো স্তৰৰ লোকৰে আছে। সাধাৰণতে ল'ৰা-ছোৱালী, ডেকা-গাভৰু, বুঢ়া-বুঢ়ী সকলোৱে সকলো সময়তে তামোল খায়। বিশেষকৈ ভাত খোৱাৰ পাছত মুখশুদ্ধি হিচাপে তামোল খোৱাটো অসমীয়া সমাজৰ বৈশিষ্ট্য। কিছুমান লোকৰ অসুখতে তামোল খোৱা অভ্যাস, আনকি

ৰাতি সাৰ পাই উঠি তামোল খোৱাৰ অভ্যাস বহুতো বয়সীয়াল অসমীয়া মানুহৰ আছে। বুঢ়া লোকসকলে খুন্দনা ব্যৱহাৰ কৰি মিহিকৈ খুন্দি লৈ তামোল খায়।

ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক অনুষ্ঠান সমূহত গুৱা-পাণ বা তামোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ্য। তামোল-পাণ আগবঢ়াই দিয়াৰ যিকোনো ধৰ্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰা হয়। আনকি আনহী-অতিথিক প্ৰথমে গুৱা-পাণেৰেহে অভ্যৰ্থনা কৰা হয়। তামোল-পাণৰ সৰাই আগবঢ়োৱাটো অতি সম্মানৰ চিন। গুৰুৱে শিষ্যক অথবা ৰজাই প্ৰজাক তামোল-পাণ যঁচা মানে বুজিব লাগিব যে তেওঁলোকে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সামাজিক বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো দুস্কোপক্ষই সমাজলৈ তামোল-পাণৰ সৰাই আগবঢ়োৱা পালেই হ'ল দুস্কোপক্ষৰ সাজিত মিঠ-মাত হোৱা কাৰ্য।

২.৬.১. প্ৰেম আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত :

প্ৰেম আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত তামোল-পাণে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰি আহিছে। তামোল-পাণে কোনো গাভৰুৰ হিয়াৰ আদান-প্ৰদানৰ মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে। তামোলে আনকি কোনৰ অন্তৰৰ বেদনাও প্ৰকাশ কৰে।

'লোকলৈ চুপতি কৰা নাই লাহৰি
মনত কথাযাৰ আছে,
আমোল হোৱা হ'লে কালি মোৰ দেশৰাম
হিতৰত কি কথা আছে।

অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অন্যতম লোকগীত-বিহগীত সমৃদ্ধ বহুল অংশত ভামোলক প্ৰেম-ঘলপোৰাৰ প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহা হৈছে।

২.৩.২. বিয়া-বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত ঃ

ভামোল-পাণে বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ হিচাপে কাম কৰে। যদিও নগৰ-চহৰ সমৃদ্ধত এই ৰীতি কমি আহিছে, তথাপি জ্যেষ্ঠজনক বা সন্মানীয়জনক ভামোল-পাণ এযোৰ আগবঢ়াইহে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হয়। বিবাহ কাৰ্যৰ লগত জড়িত আন আন ৰীতি-নীতি, যেনে - জোৰণৰ দিৱস পৰা বিবাহ কাৰ্য পৰ্যন্ত আৰু তৎপৰৱৰ্তী কাৰ্যসমূহতো ভামোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ অপৰিহাৰ্য। জোৰণৰ দিনাৰ পৰা বিবাহ কাৰ্য সমাপন নোহোৱালিকে দৰা-কইনাই ভামোল-পাণ এযোৰ লগত ৰখাটো ৰাজীভাস্থলক। বিয়াৰ লগত জড়িত দৈয়ন দিয়া অনুষ্ঠানতো বিয়াৰ দিনা তলপুৰাতে দৰা-কইনাক নিমাৰ পৰা আনি দুৱাৰভলিত বহুৱাই থাকে, বায়েক আৰু অন্যান্য সম্পৰ্কীয় মহিলা সকলে দুজনাতে পাণ দুখিলাহে দৈ লৈ মুখ, বাহু, হাবি আদিত লগাই বিয়াৰ প্ৰথা চলি

আছিছে। আনকি বিবাহ কার্যত কইনাক পাপ গছকৈ পিতৃৰ গোত্ৰ ত্যাগ কৰি স্বামীৰ গোত্ৰ গ্ৰহণ কৰোৱা হয়। অসমৰ কিছুমান ঠাইত পাপ ছিণ্ডি দিয়া-কইনাৰ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটোৱা প্ৰথা প্ৰচলিত।

২.৬.৩. দৈৱ আৰু মন্ত্ৰ হিচাপে তামোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ:

অসমৰ বহুতো বন দৈৱৰত তামোল-পাণ আৱশ্যকীয় উপাদান। অসমৰ বেজ, কবিৰাজ সকলে সৰ্পৰ বিষ, দাঁতৰ বিষ আদিত তামোল-পাণ উপকাৰী বুলি গণ্য কৰিছিল। তামোলৰ পিক গৰুৰ ছাল আৰু চকুৰ বেমাৰৰ দৰৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। তামোল-পাণে হজম শক্তি বঢ়ায় বাবে মুখশুদ্ধি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তামোল-পাণে মুখৰ দুৰ্গন্ধ আঁতৰোৱাতো সহায় কৰে। তামোল-পাণৰ অলৌকিক গুণ থকা বুলি ধৰা হৈছে। তামোলেৰে মন্ত্ৰ কৰাকে 'আহুতি' কৰা বুলি কোৱা হৈছিল। গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকক আৰু ঘৈণীয়েকে গিৰিয়েকক বশ কৰিবলৈ তামোল-পাণত মন্ত্ৰ কৰা হৈছিল। এইটোও বিশ্বাস কৰা হৈছিল যে দুপৰে সেউজ তামোল-পাণ কোনো জলচৰ প্ৰাণীৰ মুখত লগাই সেই তামোল-পাণ গিৰীয়েকক বা ঘৈণীয়েকক খুৱালে ইজন আনজনৰ বশ হয়। কালিকা মন্ত্ৰ মাতি দোৱোৱা তামোলখন যদি কাৰোবাৰ ঘৰৰ চাবি-সীমানাৰ ভিতৰত পেলোৱা হয়, তেন্তে'লে গৃহস্থৰ টোপনি নথা বেমাৰ হয়।

অসমত সাধীৰণতে কেঁচা তামোল আৰু বুঢ়া তামোল দুপ আৰু পাণেৰে খোৱা হয়। পুৰণি কালত তামোল সাৱৰ বাবে বিশেষ প্ৰজাতি কামুক পুৰি দুপ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যত কৰ্পূৰেৰে তামোল খোৱাৰ উল্লেখ আছে। কোনো কোনো ঠাইত বিশেষ প্ৰকাৰে খঁপাত তিয়াৰ কৰি তামোলৰ লগত খোৱা হয়। বানৰ হৰ্ষচৰিত আৰু মুছলমান বুৰঞ্জীবিদসকলৰ টোকাতো অসমীয়া মানুহৰ তামোল পাণৰ ব্যৱহাৰৰ উল্লেখ আছে। অসমীয়া মানুহে বিবাহ আদি শুভ অনুষ্ঠানত বিশেষভাবে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি থুৱীয়া তামোল আগবঢ়ায়। থুৱীয়া তামোল হ'ল এখিলা পাণৰ আধা আগত তামোল এখন ৰাখি কৰা শংকু আকৃতিৰ কপাট। সাধাৰণতে থুৱীয়া তামোল আবৰ্জনা ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। অকল উৎসৱ-পাৰ্বণ আদিতহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পাণ আগুঁতে পাণমিলাৰ আগা-পুৰি আৰু ওপৰৰ শিৰজাল কাটি পেলাই খোৱা হয়।

পাণৰ লগত কিছুমান জনবিশ্বাস জড়িত হৈ আছে। উদাহৰণ স্বৰূপে, পাণৰ মিঠা খালে মানুহ সুন্দৰ হয়। দুজন মানুহে হাতে হাতে পাণ ছিঙিব নেপায়, তেন্তে কৰিলে মানুহ দুজনৰ মাজত কাজিয়া

লাগে। তাত সাই উঠিয়েই পাণৰ গছৰ পৰা পাণ ছিঙিব লেপায়, তেনে কৰিলে পাণ গছ মৰি যায়। সন্মানীয় বা জেষ্ঠজনক হাতে হাতে তামোল দিয়া নহয়, বৰ্তা বা ৰৰাইতহে তামোল-পাণ সাৱলি আগবঢ়াই দিয়া হয়।

অসমৰ বিভিন্ন জাতি আৰু গোষ্ঠীৰ মাজতো তামোলৰ ব্যৱহাৰ এটি আবীৰণ ৰীতি। অসমীয়া সমাজ আৰু সংস্কৃতিত তামোলে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে। এতিয়াও দূৰ ভ্ৰমণলৈ যাবলৈ ওলোৱাজনে তামোল এটোপোলা লৈ ওলায়। দূৰ ভ্ৰমণৰ ক্লান্তি আঁতৰায়, লগতে সহযাত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক অতি কম সময়ৰ ভিতৰত মধুৰ কৰাটো বিশেষভাৱে সহায় কৰে। বৰ্তমান সময়তো ৰাস্তাত যাতে হঠাতে পৰিচিত মানুহক লগ পালে ওচৰৰ পাণ দোকানলৈ লৈ গৈ তামোল এগন যঁচাটো অসমীয়া মানুহৰ এক প্ৰকাৰৰ সৌজন্য। সময়ৰ লগে লগে মিঠাপাণ, জৰ্দাপাণৰ প্ৰভাৱত তামোলৰ প্ৰাধান্য কিছু কমিছে যদিও তামোল অসমীয়া সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ এক অপৰিহাৰ্য আৰু বিশিষ্ট স্থান গ্ৰহণ কৰি আছে।

২.৬.৪. আমোলৰ আমোল মোল ঃ

আমোলৰ মোল মুমুজা লোক
সকলোৱে হাঁহিয়াতৰ পাত্র; নহ'লেনো বিশ্বজনীয়া জোঁই
গায়নে –

'আমোলৰ আমোল মোল ঐ নাচনী আমোলৰ
আমোল মোল;
ক'ৰপৰা পালিহি হেৰছালি মোৰা আমোলৰ
মুমুজা মোল ।।'

আমোলৰ মোহোদি প্রেম-প্রণয়ৰ আদান-প্রদানৰ প্রথা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জাতিৰ মাজত আজিও প্রচলিত । আমোল-পাণ অবিহনে দেৱকার্যৰ কথা চিন্তা কৰিবই নোৱাৰি । হোম, নৈবেদ্য প্রভৃতিত আগ-গুৱি কৰা মোৰ আমোল পাণ আগবঢ়োৱা কথালো কোনে নাজানে? বিষ্ণুৰ গুৰু-গোসাঁই আৰু সম্মানীয় ব্যক্তিক আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন কৰা হয়-আমোল-পাণ আৰাইত আগ কৰি । বিয়াৰ লগ্নীয়া স্নাতকলিক কর্মৰ আৰম্ভণিত পৰা শেষলৈকে আমোলৰ গুৰুত্ব অন কৰিবলগীয়া । দৰাৰ ঘৰলো কইনা এমুজিবলৈ যাওঁতে অথবা ঘোৰা পিন্ধাবলৈ যাওঁতে এযোৰ আমোল নহ'লেই নহয়; বিয়ালি ব্যক্তিক আৰু ইষ্টি-কুটুম্বক আমন্ত্রণ জনাব লাগে আমোল-পাণেৰে । প্রাক্পত্য

সপ্তপদী অনুষ্ঠানত কন্যাই একেডালি গছৰ সাতপাত পাণ গছকাৰ কথা মধ্যযুগীয় স্মৃতিশাস্ত্ৰত পোৱা যায়। কিছুদিনৰ আগলৈকে পাণ ছিৰি বিয়াহ কৰা প্ৰথা আমাৰ অসমতেই প্ৰচলিত আছিল।

তামোলেৰে আহদী কৰা কথা কাৰো অবিদিত নহয়। অসমীয়া বিহু গীতত আছে -

'কিনো তাম্বোল খনি দিলা মোৰ গহিনা
অতি মেপাহেৰে আলোঁ:
সেইয়ো তাম্বোলখনি আবৰে পৰা
তোগালি বলিয়া হ'লো।' অথবা

'আহোঁ কঞ্চাবনে যাও কঞ্চাবনে কঞ্চাবনে কাটিলু গছ
খুষীয়া তাম্বোলত আহদী কৰিলা পাণীত পৰি নুমুৰাইগা।'

অসমীয়া সংস্কৃতিত তাম্বোল-পাণৰ গুৰুত্ব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। কুশাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাই হৰ্ষ শিলাদিত্যলৈ হংসবেগৰ হাতত বিভিন্ন দ্ৰব্য সম্ভাৰৰ লগতে কেঁচা তাম্বোলো আগবঢ়াইছিল। বলবৰ্মাৰ ৰাজধানী আছিল- তাম্বোল-পাণৰ সুযোগিত। কালিকা পুৰাণে তাম্বোলক পূজাৰ অন্যতম দ্ৰব্য বাপে স্বীকৃতি দিছে। যোগিনীতন্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে অসমীয়া জিৰোতাই সকলো সময়তে তাম্বোল চোবাই থাকে। আহোম যুগত সৃষ্টি হোৱা তাম্বুলী উপাধি এনে কৰিব লগীয়া। হেঁয়াৰ উপৰিও তাম্বোল কটা বিয়াত ছোৱালী কইনাকাল

খোৱাৰ আগতে গাঁৰৰ বাইজ চপাই তাম্বোল-পাণ বগাটি সুমুৱাই অভ্যর্থনা জনাব লাগে। বাইজে কইনাক মঙ্গলাশীর্বাদ দিয়ে।

তাম্বোল-পাণ বিভিন্ন পূজা-পাতলৰ লগতে কিছুমান মঙ্গল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাম্বোল-পাণ গাঁৱলীয়া সমাজ- জাতিৰ অন্যতম উপাদান। অসমীয়া নিদান মতে, তাম্বোল খালে পেটৰ অসুখ, দাঁতৰ ৰোগ আৰু বিষ দূৰ হয়। গৰু-মাহুৰ বেমাৰত তাম্বোলৰ পিক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাম্বোল-পাণৰ অলৌকিক শক্তিত বিশ্বাস কৰি ইমান মঙ্গল ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

২.৪. তাম্বোল-পাণৰ উপকাৰিতা আৰু অপকাৰিতা :-

তাম্বোল-পাণ অসমীয়া সমাজৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ। অসমীয়া সমাজত আংগলিকক কাৰ্যৰ পৰা ওজ সোৱাৰ পাছত মুখশুদ্ধি হিচাপে তাম্বোল-পাণ সোৱাটো অসমীয়া সমাজৰ বৈশিষ্ট্য। অসমীয়া সমাজৰ কিছুমান লোকৰ আৰম্ভণি তাম্বোল সোৱা অভ্যাস, আনকি বহুতো বয়সীয়াল লোকৰ বাতি সাৰ পাই উঠি তাম্বোল সোৱাৰ অভ্যাস আছে। প্ৰাচীনকালৰ পৰা অদ্যাবধি তাম্বোল-পাণৰ প্ৰচলন অধিক। তাম্বোল-পাণতকৈ প্ৰচলন অধিক।

তাম্বোল-পাণৰ উপকাৰিতা :-

- অসমৰ বহুতো বন দৰৰত তাম্বোল-পাণ আৱশ্যকীয় উপাদান।
- অসমৰ বেজ, কবিৰাজ সকলে পেটৰ বিষ, দাঁতৰ বিষ আদিত তাম্বোল উপকাৰী বুলি গণ্য কৰিছিল।
- তাম্বোল-পাণৰ পিক গৰুৰ ছাল আৰু চকুৰ বেমাৰৰ দৰৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল।
- তাম্বোল-পাণে হজম শক্তি বঢ়ায়।

• তামোল-পাণে মুখৰ দুৰ্গন্ধ আঁতৰায়।

• পূৰ্বতে তামোলেৰে মন্ত্ৰ "আথদি" কৰি গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকক আৰু ঘৈণীয়েকে গিৰীয়েকক বশ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল।

তামোলৰ অপকাৰিতা :—

• কেঁচা তামোলত থকা এৰকেলিনিক এছিডৰ পৰিমাণ বেছি থাকে। সেয়েহে কেঁচা তামোল খালে সহজে মুখত ঘাঁ হয়।

• তামোলত থকা এৰকেলিনিক এছিডে হাদপিণ্ডৰ কাৰ্য্য বৃদ্ধি কৰি শৰীৰৰ শিৰা উপশিৰাৰে ৰক্ত সঞ্চালন তীব্ৰ কৰি তোলে।

• তামোলে মগজুলৈ যোৱা ৰক্ত ধমনী আৰু ৰক্তনলীকাসমূহ সংকুচিত কৰি তেজ চলাচলৰ গতি কমাই দিয়ে।

• তামোল মুখত ধৰাৰ ফলত কেতিয়াবা মানুহৰ মৃত্যু হব পাৰে।

• তামোল অধিক পৰিমাণে খালে মুখগহ্বৰত কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে।

• তাপোলত এবেকলিনিক, ফেনিল, কেটিকেল, গেলফেনিক আদি অধিক প্রকার কাবণে তাপোলন বিষাক্ত। ৮

• পাণৰ কিছুমান ঔষধি গুণ আছে। সেই বিষয়ে তলত বিশ্লেষণ কৰা হ'ল —

১। জ্বৰ হ'লে শৰীৰ দুৰ্বল হয়। তেতিয়া নখক আদাৰ লগত পাণ দুখিলা খেতেলিয়াই ৰস উলিয়াই অকমাণ নিমখৰ লগত খালে দুৰ্বলতা কমে।

২। দাঁতৰ যিকোনো ৰোগত ধুঁপাতৰ লগত পাণ চোবালে ভাল পোৱা যায়।

৩। মূৰৰ বিষ হ'লে পাণ থেতেলিয়াই লগালে আৰাম পোৱা যায়।

৪। কেচুঁয়াৰ পৌচ নহলে পাণৰ ঠাৰিত মিঠাতেল আনি পৌচ দ্বাৰাৰে মুমুহাই দিলে পৌচ হয়।

৫। পাণৰ পিনিপা এন্দি ৰস খালে শাহিলাৰ যৌন কাণ্ডি বৃদ্ধি হয়।

৬। স্নায়ু সবল কৰিবলৈ প্ৰতিদিনে অলপমান পাণৰ ৰসৰ লগত এচামুচ মৌ খালে ভাল ফল পোৱা যায়।

৭। মূৰত ওকণি হ'লে পাণৰ ৰস মূৰত ঘহিলে ওকণি কমে।

৮। কফ বহি উঁকাহ লোৱাত কষ্ট হ'লে, পাণত সাৰিয়হ তেল লগাই জুইত গেকি মুকুত লগালে কফ গুলাই যায় আৰু উঁকাহ লোৱাও কষ্ট দূৰ হয়।

৯। কেঁচিয়াবা হাড়ৰ জোৰাবোৰ ওমাই বিষ হ'ল। তেতিয়া কেইখিলামান পাণ মিহিকৈ পিঠি ৰস উলিয়াই আক্ৰান্ত অংশত লেপ দিলে আৰাম পোৱা যায়।

১০। খাদ্য হজম লোঁৱাৰ বোগত পাণ আৰু তুলসী পাতৰ ৰস একেলগে খালে খাদ্য হজম ভালকৈ হয়।

১১। ছৰ্দিত নাকৰে তেজ ওলালে পাণৰ ৰস দুটোপাল নাকেৰে টানিলে ভাল হয়।

১২। পানৰ ৰস দুচামোচ আৰু মৌ মিলাই খালে শুকান কাহ ভাল হয়।

১৩। আঙুলি বিষালে আৰু ফুলিলে পাণ গৰম কৰি বান্ধি থ'ব লাগে।

অসমীয়া বাৰীত তামোল-পাণৰ খেতি :

অসমীয়া বাৰী বুলিলে এটা বৈশিষ্টপূৰ্ণ বিশেষত্ব হ'ল এইযে বাৰীবোৰত দৈনন্দিন প্ৰয়োজনে মোৱা ধৰণৰ শাক-পাচলি, ফল আদিৰ খেতি কৰা হয়। তাৰে ভিতৰত তামোল লগাই তামোলত বগোৱা বাই কৰা খেতি যিচাপে পাণ আৰু জালুকৰ খেতিৰ কথা ক'বই লাগিব। সৰু বাৰী বুলি ক'লে অবিবাদতে আমি বুজা এবিঘা মাটি ওচৰৰ মাটি কালিৰে ঘেৰা বাৰী এখনত দুকঠা মাটিত ৩৫৪ জোপা তামোল গছ লগোৱা হয়। পুৰঠ তামোল গছ জোপাৰ পৰা আনি ৯ পোণৰো সৰহ তামোল পাওঁ। তামোলৰ পৰা কিমান লাভ হয়, সেই কথা আমাৰ গাওঁৰ মানুহ মিনিক লকলেও বুজি পায়। ইয়াৰে কিছু অংশ গছেই যদি পাণ আৰু জালুক দিয়াৰ কথা ধৰো, দেখিব আপোনাৰ লাভৰ অংশ ভাগ বাঢ়ে। তাৰ বাবে আমাৰ মোৱহাটত অৱস্থিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা অনুমোদিত কৃষি ব্যসস্থাবলীৰ বিষয়ে সামান্য মন দিলেই আপুনি লাভবান হ'ব পাৰিব।

তাম্বোলৰ পুলি নিৰ্বাচন, বোৱা পদ্ধতি, বোৱা সময়, ল'বলগীয়া ব্যৱস্থাপনা ইত্যাদি তলত আলোচনা কৰা হৈছে। তাম্বোলত লগোৱা অসমীয়া জাতিত পাণৰ সেউজ প্ৰপাতীত কিছুমান পুৰণা পদ্ধতি সচাকৈয়ে আলাবলগীয়া। সৰু সৰু কিটিপ-কিছুমান শিকিলে এই দুবিধ সোঁতৰ পৰা বহুখিনি লাভ হ'ব।

তাম্বোলৰ পুলি বোৱা পদ্ধতি :-

- পচোৱা তাম্বোল ভাল সঁচৰ দ্বিতীয় চোকড়োৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব আৰু আঙুৰৰ সাত লগাৰ আগে বা পিছে তাম্বোলবোৰ পঁচাই ছেৰ বা আঠ বছৰীয়া পুলি লগাব।
- গহৰা গজা পুলি কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। লগতে গহৰা গজা পুলিৰ বাবীৰ আন গছৰ কাষৰ পৰা আঁতৰাই দিব।
- তাম্বোল লগাওঁতে দুবাৰ ঠাইত সলাই লগোৱা পুলিবোৰৰ পৰা চাপৰ আস্থাৰ পৰাই তাম্বোল লগাব লাগে। পঁচোৱাৰ পৰা প্ৰথমে তিনিমাহতে এবাৰ আৰু ছমাহত আনবোৰ পুলিবোৰ ঠাইত সলাই দিব। অন্যথা পাছলৈ বহু

বছৰৰ পিছত তাম্বোল কাকিনী হোৱাতো বাধ্য কৰিব নোৱাৰি ।

● ৰুবৰ সময়ত পুলিবোৰ পচোৱা সময়ত মকাৰ দৰে এক্ষে দিশত ৰুলে লেৱৰীয়া হোৱা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ।

● তাম্বোলৰ আৰম্ভণীয়া ফুলা সমস্যা, আৰম্ভণীয়া পকা বৰণ লোৱা, লিৰলৰা ইত্যাদি সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে পানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানি লোৱাতো একান্ত প্ৰয়োজন।

পাণৰ পুলি ৰোপণ পদ্ধতি :-

● পাণৰ পুলি লগাবৰ বাবে তিনি বছৰ ওপৰ বয়সৰ গছৰ পৰা ওপৰলৈ বগোৱা ডাল নিৰ্বাচন কৰিব ।

● ৰুবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ডালবোৰৰ আগ দুটা মাটিৰ পৰা উলিয়াই ৰাখিব । তেহে ৰোৱা পাণ নপঁচে ।

● পানী জমা হ'লে উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা লাগিবাকৈলে পাণগছ মৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে।

● পাণৰ ক্ষেত্ৰত ডেৰ বছৰীয়া নোখোৱাকৈ পাণ নিচিঙিব ।

• পাণ চিঙিবৰ সময়ত কণা জাল বাছি পাণ বাখিব, অবাঞ্ছিত চিঙিবৰ বাবে বাখি থোৱা ব্যৱস্থাৰ সহায় ল'ব ।

• বয়াগত আৰু আঙুলত কণা ভাঙি দিয়াৰ নিয়ম পালন কৰিলে গোটেই বছৰটো পাণ চিঙিব পাৰিব ।

• পুলি থোৱাৰ আগেয়ে পাণ থোবঁলৈ লোৱা মাটি বোৱা তোলদৰে চহায় লব লাগে ।

• বাঁহ আৰু শেষ আহিব বোৱজ প্ৰস্তুত কৰি সকলো দিশ চেৱেৰে বেৰি দিব লাগে । পাণ গছজোৰ বাঁহুৰ খুটিত বগাবলৈ দিব লাগে । অন্যান্য বাঁহ আৰু চেৱেৰে চালি বনাই আংশিক ছাঁত পাণ তোলা কৰা হয় ।[১০]

২.৫. তাম্বোল-পাণৰ মাহাত্ম্য :-

তাম্বোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ। বিয়া, সকাম, অন্নপ্রাশন আদিকে ধৰি সকলো মাংগলিক তথা বাজিহুৱা কাম সকামত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হয়। সাধাৰণতে অসমৰ গাঁওবোৱাত ইয়াৰ অধিকতম প্রচলন দেখা পোৱা যায় যদিও চহৰ অঞ্চলতো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কম নহয়। বৰ্তমান অসমত বহুলোকেই তাম্বোল-পাণ বিক্রি কৰিয়েই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে।

চাহ, জলপান নাইবা ভাত খোৱাৰ পাছত পিছত তাম্বোল-পাণ খাই মুখ সজোজ কৰা হয়। গুৰু-লোঁহাই, ভকত বৈষ্ণৱ; বন্ধু-বান্ধৱ অথবা মিতিৰ-কুটুম্বক তাম্বোল-পাণেৰে সন্মান যাচে। বিয়া, সকাম বা বিভিন্ন সকু বৰ অনুষ্ঠানত তাম্বোল-পাণ পৰিবেশন কৰা হয়। অসমৰ ঐতিহ্য বিশেষে গোসাঁজনেও তাম্বোল-পাণ আগবঢ়াই বাইজৰ ওৰেত ক্ষমা-ভিক্ষা মাগে। অসমীয়া লোকৰ নিয়াৰ দিনাখন পদুলিমুখত পৰাযত এখোক তাম্বোল দৈ বাইজক আদৰণি জনোৱা হয়।

শাস্ত্র অনুসৰি তাম্বোল-পাণৰ এটি আখ্যানো পোৱা যায়। এদিন কৃষ্ণই ৰাধাক নোকোৱাকৈ বিজেতাৰ ঘৰলৈ গ'ল। ৰাধাই জানিব পাৰি কথাৰ সত্যতা প্রমাণ ল'বলৈ বিজেতাৰ ঘৰ ওলোৱাত শ্রীকৃষ্ণই ৰাধা আগমনৰ কথা গম পাই

ভেঁউ নিজৰ বাপ সলাই আৰু এজোপা তামোল গছ হৈ পৰিল আৰু বিজেতাগো সেই জোপা তামোলতেই পাণ গছ হৈ বগাই পাৰিল। তামোল গছৰ ফল 'তামোল' আৰু পাণ গছৰ ফল "পাণ" হয়। তামোক তামোলক জোৰা (২টা) বা যুৱলি (৪টা) যুলিলে গণনা কৰা হয়। আনহাতে পাণক বিজেতাৰ পৰা কোৱাৰ বাবে বীৰা হিচাপে গণনা কৰে। উক্ত ফল বৈকুণ্ঠৰ আৰু দেৱ-ভোগ্য দেৱতাৰ বস্তু হ'ল। নাৰদ মুনিয়ে এই ফল বৈকুণ্ঠৰ মানৱৰ ভোগৰ বাবে পৃথিৱীলৈ আনি পৃথিৱীত বিলাই দি এক উচ্চ মানদণ্ডৰ আৰম্ভণী কৰিলে।

অসমীয়া লোকৰ আন এক সাংস্কৃতিক প্রতীক আঁৰাই বা খঁটাত তামোল পাণ কাটি চাবী বা খঁপাত আৰু চুনৰ গেন্ধে ইয়াক সাধাৰণতে পৰিবেশন কৰা হয়।

অসমত তামোল-পাণ খোৱা প্রথা ব্যাপক প্রচলন বিষয়ে যোগিনীতন্ত্ৰৰ শ্লোক (তাম্বুলাসা সমা তৃপ্তা) এটাৰ পৰাই জানিব পাৰি। অসমীয়া পুৰুষ-স্ত্রী, ডেকা-বুঢ়া কাৰো কাৰণে তামোল খোৱাত সামাজিক ভাৱে বাধা নিষেধ নাই।

বাৰীত তামোল-পাণ খোৱা অসমীয়া গাঁৱলীয়া মানুহৰ ৰীতি-নীতি। অসমীয়া মানুহৰ প্রিয় কথা এষাঁকি মন কৰিবলগীয়া, "আগজান শুৱনি কাকিলী তামোল, পাছজান শুৱনি পাণ।" তামোল

বোৱা আৰু তাম্বোলৰ বাৰী পতা সম্বন্ধে ডাকৰ বচন আছে ।

ধৰ্মানুষ্ঠান আৰু সামাজিক উৎসৱত তাম্বোল-পাণ বা গুৱা পাণে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। পূজাৰ নৈবেদ্যত তাম্বোল-পাণ অপৰিহাৰ্য উপচাৰ। গুৰু-গোসাঁইলৈ বা বাইজীলৈ তাম্বোলৰ সৰাই আগবঢ়োৱা হয় । উৎসৱ-অনুষ্ঠানত অথবা অপায়-অমংগলৰ সময়ত গুৰুজনলৈ, নামঘৰলৈ, দেৱতা বা অপদেৱতালৈ তাম্বোল-পাণ আগবঢ়োৱা হয় । অতিথি অভ্যৰ্থনা কৰা অতিথিক সৰ্বপ্ৰথম তাম্বোল-পাণ দি হয় । তাম্বোলসহ যোগেই গুৰুৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰা হয়; তাম্বোলৰ আদান-প্ৰদানত বন্ধুত্ব স্থাপন হয় । ৰাজহুৱা দায়-জগৰত পৰিলেও তাম্বোল-পাণৰ দণ্ড এৰোগা দি দোষ খণ্ডন কৰিব পাৰি ।

বিবাহৰ নিমন্ত্ৰণ কাৰ্যতো তাম্বোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ হয় । তাম্বোল-পাণ খুৱিওৱা আদি কাৰ্যৰ মাজেদি বিৰোধাৰ ফলাফুলত মনৰ পৰিচয় পোৱা যায় । বিয়াৰ তালেমান ক্ৰিয়াকাৰ্যত তাম্বোলৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া বিয়াৰ কেইদিনা দৰা-কইনা এযোৰ পাণ-তাম্বোল আৰু এখন কটাৰী লগত ৰখীয়ে লাগে।

বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ হ'লে দৰা-কইনা এই আমোল-কটাৰী ললনা-সলনি কৰে। সেয়ন দিওঁতেও পাণৰ প্ৰয়োজন। বিয়াৰ দিনা পুৱা ছোৱালীক গোৱা-কোঠাৰ দুৱাৰডলিত পিন্ধা এখন পাৰি বহুওৱা হয়। কন্যাৰ মাক বা আন কোনো সম্বন্ধীয় ভিৰোতাই দুখন হাতত দুখন পাণ লৈ কন্যাৰ সমুখত আঁঠু কাঢ়ে; পাণ দুখন দি-গাভীৰত জুমুৰিয়াই কন্যাৰ গাল, বাহু, ভৰিত আনি ঠিয়ে। কোনো কোনো অঞ্চলত বিবাহৰ সপ্তপদী গমনত দৰা-কইনা সাতখিলা পাণ গচকাৰ বিধি। জনমৰ কোনো কোনো অঞ্চলত 'পাণ-ছিঙা' প্ৰথাৰে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়।

আমোল-পাণ গাঁৱলীয়া দৰৱ-ত্ৱাতিৰ অন্যতম উপাদান। অসমীয়া নিদান মতে, আমোল খালে পেটৰ অসুখ, দাঁতৰ ৰোগ আৰু বিষ ৰোগ হয়। গৰু-ম'হৰ বেমাৰত আমোলৰ পিক ব্যৱস্থাৰ কৰা হয়। আমোল-পাণৰ অলৌকিক শক্তিত বিশ্বাস কৰি ইয়াক মঙ্গল ব্যৱস্থাৰ কৰা হোৱা যায়।[১১]

২.৬. বাণিজ্যিক ক্ষেত্রত তামোল-পাণ :

■ প্রতিখন তামোলত লয় চাৰি-পাঁচ টকা ■ পাইকাৰী বজাৰত তামোল-পাণৰ দাম বৃদ্ধিৰ সুযোগ লৈছে অসাধু ব্যবসায়ীয়ে ■ এপোণ তামোলত দোকানীয়ে লাভ কৰে ১২শ টকালৈ

অস্বাভাৱিক হাৰত হঠাৎ বৃদ্ধি তামোলৰ মূল্য

ছেফ বিপোর্টাৰ

গুৱাহাটী, ৮ মাৰ্চ : অসমীয়া মানুহৰ আন এটা চিনাকি চিহ্ন হৈছে তামোল-পাণ। এনে খুব কম লোক আছে যি তামোল-পাণ নাখায় বা ব্যৱহাৰ নকৰে। তাৰেই বাবে হয়তো এখন মুখত তাম্বোল অৰ্পণ অতিথি সৎকাৰৰ অন্যতম অংগিভূত হৈ আছে অসমীয়া সমাজত। তামোল পাণৰ এনে চাহিদাৰ বাবেই বাৰে বাৰে ইয়াৰ মূল্যও সময়ে সময়ে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে, কিন্তু হঠাৎ এক্কোমান তামোলৰ দাম পাঁচ টকালৈ বৃদ্ধি হোৱাত স্বাভাৱিকতে তামোল খোৱা প্রতিজন লোক অসন্তুষ্ট হৈছে। বৰ্তমান গুৱাহাটী চহৰৰ বিভিন্ন দোকানত চাৰি-পাঁচ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে এক্কোমান তামোলৰ মূল্য। ইয়াৰ ফলত সাধাৰণ মানুহে তামোল খোৱা হ্রাস কৰিছে। কিন্তু যোৱা কিছুদিন পূৰা ই পাঁচ টকালৈ বৃদ্ধি পায়। পাইকাৰী বজাৰত তামোল-পাণৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি সকলী কৰি এয়াক সোধোনীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে এক্কোমান তামোলৰ দাম। বিশেষকৈ পাণৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবেই এক্কোমান তামোলৰ দাম বৃদ্ধি কৰিব লগা হৈছে বুলি দোকানীসকলে উল্লেখ কৰে। বৰ্তমান পাণৰ আমদানি হোৱা নাইকৈ ১০ পৃষ্ঠাত দ্রষ্টব্য

অসমীয়া মানুহৰ আন এটা চিহ্ন হৈছে - তামোল - পাণ। এনে খুব কম লোক আছে যি তামোল - পাণ নাখায় বা ব্যৱহাৰ নকৰে। তাতেই তামোল এখন সুলভ ভোৱাৰ অভ্যাস আজিও বৰ্তি আছে অসমীয়া সমাজত।

তামোল-পাণৰ এনে চাহিদাৰ বাবেই তাৰ মূল্যও সময়ে সময়ে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে; কিন্তু হঠাৎ এক্কোমান তামোলৰ দাম পাঁচ টকালৈ বৃদ্ধি হোৱাত স্বাভাৱিকতে তামোল খোৱা প্রতিজন লোক অসন্তুষ্ট হৈছে। বৰ্তমান গুৱাহাটী চহৰৰ বিভিন্ন দোকানত চাৰি-পাঁচ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে এক্কোমান তামোলৰ মূল্য।

কিছুদিন আগলৈ তিনি টকাত উপলব্ধ মোৱা একোজন তাম্বোলৰ আজি গুৱাহাটীত বাইছ হেজাৰ দাম ছিল। তলাবন্ধৰ পাছত তাম্বোলৰ মূল্য তিনি টকাৰ পৰা দুই বৃদ্ধি হৈ ছয় টকা হৈছিল; কিন্তু মোৱা কিছুদিনৰ পৰা দুই পাঁচ টকালৈ বৃদ্ধি পালে। পাইকাৰী বজাৰত তাম্বোল-পাণৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি গাধি কৰি এচাম দোকানীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে একোজন তাম্বোলৰ দাম।

বৰ্তমান শিলং আৰু শিলচৰৰ তাম্বোল গুৱাহাটীৰ বজাৰ দখল কৰিছে। বৰ্তমান শ্ৰিলঙৰ তাম্বোলৰ মূল্য প্ৰতি পোণত চাৰিশ — ৪৫০ টকা। ভেনেদৰে বাকলি থকা তাম্বোল প্ৰতি পোণত ২৫০ টকা। ভেনেকৈ শিলচৰ আৰু থলুৱা তাম্বোল প্ৰতি পোণত দুশ টকা। মোৱা এমাহত প্ৰতি পোণত ১০-১৫ টকাহে বৃদ্ধি পাইছে। ভেনেদৰে বাৰ্ছে পাণ প্ৰতি মুঠা ২০ জনত ২০ টকা, থলুৱা (অসমীয়া) পাণ প্ৰতি মুঠাত ২৫ টকা।

মাঘৰ বিহুলি পাণৰ দাম আছিল প্ৰতি মুঠাত ১০ টকা। এয়া অস্বাভাৱিক বৃদ্ধি নহয়। বছৰত এইদৰে দাম উঠা-নমা কৰি থাকে। বৰ্তমান পাণৰ উৎপাদন কিছু কমাৰ বাবেই দাম বৃদ্ধি পাইছে।

নতুন পাপ গুলালে আরো দাম কমিব। কিন্তু সেই অনুযায়ী যদি অন্যান্য পাপ দোকানীয়ে একোজন আমোল চারি-পাঁচ টকালি বৃদ্ধি করে।

দোকানীয়ে এপোন আমোলত ২৪০-৬২০ খনলি আমোল উলিয়ায়। এপোন আমোলত ভেউঁলোকৰ খৰচ হয় চাৰিজন - ৪৫০ টকা। ভেনেদৰে এমুঠি পাপৰ দাম ২০ টকা। প্রতিজন পাপৰ বাবদ খৰচ হয় ৫টকা। ভেনেকৈ হলে এটা আমোলত দোকানীৰ খৰচ হয় প্রায় পাঁচ-৫.৫০ টকা; কিন্তু এটা আমোলৰ পৰা দোকানীয়ে উলিয়ায় চাৰিজন আমোল। যদি এজনত পাঁচ টকাকৈ বিক্রী কৰে তেন্তে তাৰ ভেউঁ লাভ কৰে ২০ টকা। প্রায় পাঁচ-ছয় টকা খৰচ কৰি এটা আমোলত ভেউঁলোকে লাভ পায় ১৪-১৫ টকা। তেনেহলে একোজন আমোল তিনি টকাত দিলেও ভেউঁলোকৰ এটা আমোলত ছয় টকাকৈ লাভ থাকে। এনেদৰে আমোলৰ দোকানীয়ে লাভবান হয়।[১২]

২.৭. তাম্বোল-পাণৰ লগত জড়িত প্ৰবাদ-প্ৰবচন ঃ

অসমৰ জন-সংস্কৃতিত তাম্বোল-পাণৰ লগত নিবিড় সম্বন্ধ আছে। কামৰূপৰ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মাহে হৰ্ষবৰ্ধন ৰজালৈ উপঢৌকন স্বৰূপে অন্যান্য বস্তুৰ লগতে তাম্বোল এখোক পঠাইছিল। তাম্বোল-পাণ খোৱাৰ পদ্ধতি অসমত পঞ্চদশ-ষষ্ঠ শতিকাৰ পৰা প্ৰচলন আছিল বুলি ডাক্তৰ বচনৰ পৰা জানিব পাৰি। আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ ৰাজসভাত তাম্বুলী, তাম্বুলী বৰুৱা নামে দুজন বিষয়া আছিল। তেওঁলোকে তাম্বোল কাটি ৰাজসভাৰ ডা-ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী, স্বৰ্গদেউ আৰু অন্যান্য লোকক যোগাইছিল। তাম্বুলী বিষয়াৰ কাম চাবৰ বাবে তাম্বুলী তাম্বুলী বৰুৱা নামে এজন বিশেষ বিষয়া আছিল। তেনে এজন বিষয়া আছিল মোমাই তাম্বুলী বৰুৱা, মিগৰাকীয়ে পাৰদৰ্শিতাৰ বলত বৰপাত্ৰ মন্ত্ৰীলৈ উন্নীত হৈছিল।

তাম্বোল-পাণে অসমীয়া জাতীয় জীৱনত কিমান যে অবিহনা যোগাইছে তাৰ সীমা সংখ্যা নাই। ঔষধ, সামাজিক, ধৰ্মীয় আদি ক্ষেত্ৰত তাম্বোল পাণৰ প্ৰভাৱ সুদূৰ প্ৰসাৰী। আলহী-অভিষিক্ত অভ্যৰ্থনাৰ ক্ষেত্ৰত, বিয়াবাকৰ নিমন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত

নামঘৰ বা দেৱ-দেৱীৰ নাম-কীৰ্তনৰ মেজত, মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ, প্ৰেত কৰ্ম আৰু পূজা-পাৰ্বণত তাম্বোল-পাণ নহ'লেই নহয়।

অকল এয়ে নহয় বিহুৰ দিনা সাধু লোকক মেৰা-গ্যকাৰ কঢ়োঁতে, শিষ্যাগুৰু-দীক্ষাগুৰু মেৰা কঢ়োঁতে তাম্বোল-পাণৰ ব্যৱহাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে। বঙালী বিহুৰ সময়ত গৃহস্থই বিহুৱা দল বা হুঁচৰি দলক মুলাম গামোচাৰে লগতে তাম্বোল-পাণ এখোৰ দি মেৰা কৰে আৰু বিহুৱা দল বা হুঁচৰি দলে মঙ্গলাশী বাদ দিয়াৰ প্ৰথা অতীতৰ পৰা প্ৰচলিত হৈ আহিছে।

তাম্বোল-পাণৰ বাৰীত লোমাল অসমীয়া মানুহৰ বাৰীখন যে কিমান সৌন্দৰ্যশালী, মনোমুগ্ধকৰ এই কথা কোনোবা স্বভাৱ কবিৰ তাস্বাৰ ফুটি ওলাইছে এনেদৰে —

'আগবাৰী গুৱনি কাকিনী তাম্বোলে
পাচবাৰী গুৱনি পাণ,
বৰ ঘৰ গুৱনি গাভৰু ছোৱালী
উলিয়াই দিবলৈ টান।'

অনাৰ বচনত :

'নাৰিকলত আঠ তামোলত আঠ
এৰ ঘন হ'লে ত্যস্কপাত কাট।
শুনাহে বাপু চহাৰ পো
তামোলৰ গুৱিত মদাৰ ৰো।

চাহ বনুৱাৰ ঝুমুৰ গীতত :-

ডিমাপুহুৰ পাণ-তামোল,
গোলাঘাটৈৰ চুণ ৰে,
এমন মিঠা লগে দেওৰা,
পাকা-ল' পাণ মে।'

হুঁচৰিৰ ঘোষাত :

'হুঁচৰি বাইু ঐ দলৌ চৰাইু
তামোল থুকি পাণ গুটি বাপৰ শ্বাই।'

তিৰাৰ বিহুগীতত :

'হাতে মেলি নাপালে অ' মোপাইু অ'
তামোল অৰাহি অ' মোপাইু অ'
ভৰি মেলি নাপালো বাটি।.....
বেনু মন মন ঐ বঙা ৰঙীক্কে টিক
বেনু মন ঐ পনিয়ল তামোলটি
বেনু মন ঐ লেমাম মইু তোমাৰলৈ.....

তিৰাৰ আইৰ নামত তামোল-পাণ :

'আইৰ ঠাইৰ আনি মুচিয়া
আইৰ নিমত বঢ়ায়া
বাপে বিলদীয়া অ' আইৰ
কফুলা গুৱা পাণ দিয়া।'

তিৰাৰ বনগীতত :

'বৰীৰ পিছপিন্নে মোমাই তাম্বোলজুপি
ওলমি লাগিলে অ' থোক।
মুখৰ মিচিকনি দাঁতৰ জিলিকনি
কেনেকৈ পাহৰিম তোক ॥'

তিৰাৰ গদাবৰীয়া গীতত :

'কেঁচা তাম্বোলটোৰ কিমান টান বাকলি
লেচেৰাই কাটিব পাৰো।
ক'ৰপৰা আহিছ ভয়ংকৰ নাগতী
ফেঁচা মোৰ কৰিব পাৰোঁ ॥'

'গোটা তাম্বোলকে অ' ফালি দেখুৱাম
লৈ হৈ উলটি ব'বা।
অ' সৰু তৰা মইনা এপাক নাচি যোৱা
চুলি দেখো গেৰোৱাত পৰা।'

লোহাৰ শিকলিৰে বান্ধি ৰাখিব নোৱৰা ডেকা-গাভৰুৰ অফুৰন্ত যৌৱনৰ মনটো আৰু তাম্বোলখনেই বান্ধি ৰাখিব পাৰিছিল। এই তাম্বোলখনেই প্ৰেমত বল্লিয়া ডেকা-গাভৰুৰ যৌৱনৰ অফুৰন্ত ভাব প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছে। অতীতত ডেকাই গাভৰুক তাম্বোল এখন যোৱাৰ কৌশলেৰে প্ৰেম যাচিছিল আৰু গাভৰুয়েও কাঁ৷ তাম্বোলখনি দি নিয়া-উঘুৰিয়াই যথা প্ৰেমৰ আশা দিছিল। কোনো কালেই ডেকাক নিৰাশ নকৰিছিল। খুৰিয়াই খুৰিয়াই তাম্বোল কাটি দিছিলা, তাৰ সাজত দিছিলা লং আদি বিহগীজ মাৰ্যমেদি ডেকা গাভৰুক পৰস্পৰে পৰস্পৰক নিচেই কাষলৈ চপাই আনে। ডেকাই গাভৰুৰ পৰা নিজে কটা তাম্বোল-পাণে মনৰ আনন্দত আত্মহাৰা হয় আৰু জীৱনত সাৰ্থকতা পাইছোঁ বুলি বিশ্বাস কৰে।

তাম্বোলে অসমীয়া সমাজত যিমান গুৰুত্ব পেলাইছে সেই যাৰ লগত উপমা দি বিহুগীত ৰচিত হৈছে :—

'দেশিবৰলৈ ওহনি তোমাৰ মুকুথনি
কুমলীয়া তাম্বোলৰ খোক।
পিছি কিয়া হাঁহিটি লাহুৰী উঁৰত্তি
কোন সাতে এৰি যাওঁ তোক॥'

বাৰীৰ ভেঙুনা ঝুকনি জপনা
সদাৰৰ আউনী পাণ।
বাটৰ মগনীয়া মুখিৰ পাহোঁ মই
দেখাৰে সোঁবাটো টান ॥

ইয়াত সদৰ গছৰ পাণ বৰ ভাল বুলি জনাইছে, যাৰে বাটৰ মগনীয়াকো সোঁবাৰ প্ৰথা আছে।

"হাবিতে নামে গালো কঙায়ে শুনিলে
থাকিবলৈ নিদিয়ে হাঁই।
এদিন এৰাতি হাবিতে কটালোঁ
চেনাইৰ কটা তামোল মাই ॥"

নাম গাওঁতে কঙায়েক শুনাতে পিলিঙা যুৱক কি বিপদত পৰিল তাৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে।

তামোল মপোনত দেশিলে উত্তমা কামিনী
লাভ হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।

থুৰিয়া আলোলশনিত নিহিত যাদু আছে, অকৃত্রিম চালোৱাৰ চেনেহ আছে, যুৰীয়া জীৱনৰ সুৰীয়া মাত আছে, সৌৱনৰ বিজয় ডংকা আছে, নিষ্কলংক প্ৰেমৰ অমোঘ অস্ত্ৰ আছে। তেনে সম্ভাবনা আলোলশনি ডেকাই লাগাই থাকিব লোৱাৰে আৰু আলেণ্ড হেঁপাহ নপলাই —

'লেশাম্নো নোৱাৰোঁ আলেণ্ড লাসুৱায়
চেনাইৰে আহোলশনি।
থুৰিয়া আলোলৰে আহদি কৰিলি
মোৰ গাত লাগিছে শনি ।।"

অতীজত আলোলৰ লগত আহদি দি মানুহৰ মন চোলাইছিল যাৰ ফলত শৰমৰ গাভৰুজনীৰ বাবেই অলিয়া-বলিয়া হৈ পৰিছিল, যাৰ ৰাগি কিমান নিৰ্মম, কিমান অসহ্য যেলাগিছ, কিমান কৰ্কশ, কিমান কঠোৰ, সেয়া বিহুগীতত সুন্দৰকৈ প্ৰতিফলিত হৈছে —

'কি কথা কৰিলা কি যুকি কৰিলা
থুৰিয়া আলোলৰ লগত।
আঁতুঁতে পোতুঁতে উঠোতে বয়োতে
আমি পৰি থাকে মনত ।।' ৭

তামোল-পাণৰ দেতি প্ৰতিঘৰ অসমীয়া মানুহৰ ঘৰতে কণ্ড। তাকৰ বচনত তামোল-পাণৰ দেতিৰ সম্পৰ্কে বল আছে। যেন—

"সাতত পাতল পাচঁত ঘন;
ছয়ত তামোল গদল বদল।"
"গিৰী কৰে পাণে, গিৰী কৰে ধাণে।"

তামোল-পাণৰ লগত জড়িত কেইটমান কুটিকুলক প্ৰশ্ন বা সাঁথৰ :

কি মোল পৃথিৱীত লাগে?
উত্তৰ → তামোল।

৩.৯. —সামৰণি বা মন্তব্য ঃ—

আগৰ তুলনাত বৰ্ত্তমান সময়ত তাম্বোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ দিনক দিনে কমি আহিবলৈ ধৰিছে। তাম্বোল-পাণৰ যাইত প্ৰায়বোৰ লোকেই গুটখা, পাপ-মচলা বা জৰ্দা; মুখশুদ্ধিৰ বাবে বিভিন্ন দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। যদি আমি তাম্বোল-পাণক প্ৰাধান্য দি বাকী দ্ৰব্যবোৰ আতৰাই দিও ভেটিয়া হ'লে অসমীয়া সমাজত তাম্বোল-পাণৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি থাকিব।

বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত তাম্বোল-পাণ নিমান বেছি আগবাঢ়ি যোৱা নাই। কাৰণ বেছি ভাগ মানুহে তাম্বোল-পাণৰ যাইত গুটখা, জিমৰ, পাণ-মচলা আদি খোৱা দেখা যায়। তাম্বোল-পাণৰ ব্যৱসায় আৰু বেছি আগবাঢ়িব পাৰিব যদিহে আমাৰ দেশৰ পৰা বিভিন্ন দেশত বপ্তানি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি পৰা যায় আৰু যদি উপযুক্ত কোল্ড ষ্টোৰী নিৰ্মান হয়; ভেটিয়া হ'লে তাম্বোল-পাণৰ ব্যবসায়ৰ সোণোদি ব্যৱসায়িক সকলে আৰু বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব।

৩.৬. পাদটীকা :

১। Google → https:// as.m.wikipedia.org/wiki

২। Google → voice24x7.in – নীতা চক্রবর্তী

৩। শ্রী আনন্দ চন্দ্র দত্ত, অসমৰ গছ-গছনি, পৃ-

৪। শ্রী আনন্দ চন্দ্র দত্ত, অসমৰ গছ-গছনি, পৃ-

৫। ড° বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা, অসমৰ লোক-সংস্কৃতি, পৃ- ১০১

৬। Google → https:// nilacharai.com / importance of -tamol - paan - betel - nut - in Assamese - Social - life /

৭। ড° নাৰায়ণ দাস, ড° পৰমানন্দ ৰাজবংশী, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কণিকা, পৃ. ১৫৯-১৭০

৮। Google → https : // as . time 8.in / helth - benefits - of - nuts /

৯। Google → https : // pragnews . com / health assamese / health - benefits - of - betel - leaf

২০। Google → https://as.vikspedia.in/agriculture/Asomar Khetisamuh/

২১। Google → https://as.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%

২২। Google → https://dainikgradoot.in/blog/2022/03/09

১৬। চাউ লোকেশ্বৰ গগৈ, অসমৰ লোক-সংস্কৃতি দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ২১২-২১৫

১৪। ড° নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা, লোক-সংস্কৃতি, পৃ-২০২

— সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১। শ্রী দত্ত, আনন্দ চন্দ্র → অসমৰ গছ-গছনি (দ্বিতীয় খণ্ড)

২। ড° শর্মা, নবীন চন্দ্র → লোক সংস্কৃতি

৩। ড° বৰুৱা, বিৰিঞ্চি কুমাৰ → অসমৰ লোক-সংস্কৃতি

৪। ড° দাস, নাৰায়ণ
৫° বাজবংশী, পৰমানন্দ } → অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কণিকা

৫। গগৈ, চাও লোকেশ্বৰ → অসমৰ লোক-সংস্কৃতি (প্ৰথম খণ্ড)

৫। গগৈ, চাও লোকেশ্বৰ → অসমৰ লোক-সংস্কৃতি (দ্বিতীয় খণ্ড)

৭। শ্রী চেতিয়া, উমেশ → অসমৰ লোক-সংস্কৃতি ৰূপৰেখা

৮। গুগল লিংক :
https://nilacharai.com/importance-of-tamol-paan-betel-nut-in assamese-Social-life/

৯। গুগল লিংক :
https://as.time8.in/health-benefits-of-nuts/

৩.৪. সমলদাতা :

ক্রমিক	নাম	জীবিকা	ঠিকানা
১।	ড° অনুপমা রাও	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর
২।	ড° আছমা ইয়াছমিন	অধ্যাপিকা	সখা বিদ্যালয়,
৩।	চন্দ্রাণী দেবী বর্মন	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর
৪।	নাছির উদ্দিন	শিক্ষক	সানদপাড়া, গোরালপাড়া
৫।	আ:আফুল ইছলাম	গ্রন্থাগারিক	লক্ষীপুর
		গ্রন্থাগারিক	সখাবিদ্যালয়
৬।	রূপালী হাজং	ছাত্রী	ভাষাংগাপুর, গোরালপাড়া
৭।	চুলভানা পারবিন	ছাত্রী	নিদানপুর, গোরালপাড়া
৮।	জামবুনাহা আখমেদ	ছাত্রী	
৯।	সাম্মুনি সাতুন	ছাত্রী	লক্ষীপুর, গোরালপাড়া
১০।	নার্গিছ ইয়াছমিন		

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়,লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ-অসমীয়া খাদ্যসম্ভাৰ।

তত্ত্বাবধায়িকা :- ড° অনুপমা বাৰা।

দাখিলকর্তা.....

নাম	ঃ- সংগীতা সাহা
শ্রেণী	ঃ- স্নাতক ষষ্ঠ ষন্মাসিক
ৰোল নং	ঃ- ২০১-১০১-০১১৯
পঞ্জিয়ন নং	ঃ- ২০০২৩১১৩
শ্রেণী ৰোল নং	ঃ- ৮৫
কাকত	ঃ প্রকল্প (ASM-HE-6056)

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Axomiya Khadiya xambhar"** submitted by SANGITA SAHA. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত লক্ষীপুৰ কলেজৰ স্নাতক মহলাৰ ষষ্ঠ ষাণ্মাসিকৰ অসমীয়া প্ৰধান বিষয়ৰ সকলো যোগান প্ৰকল্প পত্ৰ বিভাগত জমা দিব লাগে। এই বিষয়ৰ বাবে আমাক বিভিন্ন অসমস্থ পৰা বিষয় বাচনি কৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰকল্প পত্ৰখন সম্পূৰ্ণ কৰি উলিওৱাত সকলো দিশতে আমাক অধ্যাপক অধ্যাপিকা লাভী আৰু ইয়াৰ লগতে মোৰ ঘৰৰ বাইজেই সহযোগিতা আগবঢ়ায়।

মোৰ প্ৰকল্প পত্ৰৰ বিষয় আছিল "অসমৰ খাদ্যসম্ভাৰ" এই বিষয়টো লৈ পৰিসৰ কৰি গৱেষণা পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰোতে তত্ত্বাবধায়িক অধ্যাপিকা ড° অনুপমা বাজ বাইদেউলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো। আৰু লগে লগে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়কো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো আৰু প্ৰকল্প পত্ৰ জমা দিয়াত বিলম্ব হোৱা নাই বুলি আশা কৰো।

সূচীপত্র

- প্রথম অধ্যায় ১.০০ অৱতৰণিকা — পৃষ্ঠা নং

১.১ পৰিচয় → ৫-৬

১.২ অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য → ৭-৮

১.৩ অধ্যয়নৰ পদ্ধতি → ৯

১.৪ অসমীয়া খাদ্যৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য → ১০

১.৫ অসমীয়া খাদ্য বা আহাৰৰ প্ৰকাৰ → ১১

- দ্বিতীয় অধ্যায় : মূল বিষয়ৰ আলোচনা:

2. অসমীয়া খাদ্যসম্ভাৰৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী → ১২-৪৩

2.১. পতংগ খাদ্য → ৪৪-৪৫

- তৃতীয় অধ্যায় ৩.০০: ঐতিহ্যগত বিহু আৰু অসমীয়া পিঠা → ৪৬-৫০

- চতুর্থ অধ্যায় ৪.০০: অসমৰ ঘুলুৰা খাদ্য আৰু → ৫১-৫৬

ইয়াৰ খাদ্যগুণ

- পঞ্চম অধ্যায় ৫.০০: অসমীয়া খাদ্য সংস্কৃতি

লগত জড়িত লোক-বিশ্বাসত খাদ্য → ৫৭-৬২

পৃষ্ঠা নং

- ষষ্ঠ অধ্যায় ৬.০০: সারণি বা মন্তব্য ⟶ ৬৬

  ৬.১ পাদটীকা ⟶ ৬৪

  ৬.২ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ⟶ ৬৫

  ৬.৩ সমাপ্ত পাতা ⟶ ৬৬

১.১. পৰিচয় :— অসমৰ খাদ্যাভ্যাস অথবা অসমীয়া আহাৰ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাসকলৰ খাদ্য প্ৰণালী। অসমীয়া আহাৰত পাহাৰীয়া ঔষধি বা আচাৰ কৰা খাদ্যাভ্যাসৰ লগতে সমতলৰ সতেজ উপকৰণ দুয়োটা একেলগেই বিদ্যমান। বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ বাবে এই অঞ্চলসমূহৰ খাদ্যাভ্যাসৰ মাজতো বিভিন্নতা বিদ্যমান। অসমৰ খাদ্যৰ কেইটিমান চকুত পৰা বৈশিষ্ট্য হ'ল :

- ন্যূনতম আৰু চৰীৰ ব্যৱহাৰ।
- মাছৰ অধিক ব্যৱহাৰ।
- বগা মাংস বা কঠিন মাংসৰ কম ব্যৱহাৰ, চৰাই জাতীয় মাংসৰ সমাদৰ।
- সেউজীয়া শাকৰ সমাহাৰ।
- ঔষধি উপকৰণৰ সুলভতা।
- উষ্ণ লোৱাদৰ উপকৰণৰ বহুল ব্যৱহাৰ।

অসমৰ মূল খাদ্য হ'ল ভাত আৰু প্ৰায় সকলো খাদ্যই ভাতৰ লগত সম্পৰ্ক থকা। অসমীয়া আহাৰ

আঁবাৰণতে "খাৰ" বা খাৰেৰে আৰম্ভ হয় আৰু 'চৈ' ব্যঞ্জনেৰে সমাপ্ত হয়। খাৰ আৰু চৈৰ ব্যৱহাৰ অসমীয়া খাদ্য সংস্কৃতিৰ বৈশিষ্ট্য। ভাত খোৱাৰ পাচত তৰোল—পাণ খাই মুখশুদ্ধি কৰাত এক প্ৰাচীন পৰম্পৰা। খাৰ ব্যঞ্জনৰ এক সহজ উপকৰণ। ইয়াক অসমীয়া মানুহে আগতে নিমখৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যিহেতু সেই সময়ত অসমত নিমখ সাধাৰণতে পোৱা নগৈছিল। সেইবাবে অসমীয়াৰ মাজত "খাৰখোৱা অসমীয়া" যোজনাটো বৰ্তমানেও প্ৰচলন আছে।

১.2. অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য —

অসমীয়া খাদ্য বা অসমীয়া আহাৰ বিভিন্ন আৰ্য আৰু অনাৰ্য উপাদানেৰে গঠিত হৈছে। অসমৰ খাদ্যৰ তালিকা বা খাদ্যসম্ভাৰ ইয়াৰ ভৌগলিক কাৰণত গঢ় লৈ উঠিছে।

ইয়াৰ বিচিত্ৰ ভৌগলিক বাতাবৰণৰ বাবেই খাদ্য বা আহাৰ তথা ৰন্ধন প্ৰণালীত ভিন্ন ভিন্ন। অসমৰ জলবায়ুৰ ভৌগলিকতৰ বাবেই ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ- বন- লতা - তৰু - তৃণ আদিৰ ব্যাপকভাৱে দেখা যায়।

অসমীয়া খাদ্য বা অসমীয়া আহাৰৰ ৰন্ধন প্ৰণালীত যথেষ্ট পৰিমাণে বিধি সম্মত ব্যৱস্থা দেখা পোৱা যায়। এই ব্যৱস্থাৰ যোগাই অসমীয়া লোকসকলে সেৱন কৰা খাদ্য স্বাস্থ্য সম্মত বুলি কব পাৰি।

অসমৰ বাৰেৰহনীয়া সংস্কৃতি বিশ্ব দৰবাৰত পৰিচিত এই সংস্কৃতিৰ এক অংশ বুলি আমি খাদ্য সম্ভাৰকো জানিব লগা। এই অসমীয়া সংস্কৃতি, ৰীতি - নীতিক

বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৱনেক সকলোখিনিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰু সন্মান জনাও।

আমি সকলোৱেই জোত যে অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৱৰ এক বিশেষ ঐতিহ্য আছে। অসমৰ নূন খাদ্য জগত লৈতে প্ৰায় সকলো খাদ্যই সন্মকীত। সেই খাদ্যৰ লৈতে লেখা আৰু খাৱ বিশেষজ্ঞৰে জড়িত আমি দেখিলো Masterchef India ত অসমীয়া খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি নয়নজ্যোতি শইকীয়া আৰু শান্তা শৰ্মা ই অসমীয়া খাদ্য বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কৰিয়েই আনিছে।

শৰীৰ সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ আমি অধিক খাদ্য সম্ভাৱৰ জান ৰাখিব লাগিব। অসমীয়া খাদ্যৰ বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্য সন্মত নেই সেই খাদ্যৰ বিষয়ে আৰু অধিক জগত হবলৈ নেই সেই বিষয়লৈ বাকি ৰাখিলো।

১.৩. অধ্যয়নের পদ্ধতি ———

অসমের খাদ্যসম্ভার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমি আমি তুলনা মূলক পদ্ধতিরে আলোচনা করিব লোরো। সেইবাদ মই এই অসমর খাদ্যসম্ভার অধ্যয়নর ক্ষেত্রে বর্ণনা মূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিলো। বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করি সেই বিষয়টো আলোচনা করিলো।

১.৪. অসমীয়া খাদ্যৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য ____

- বিভিন্ন সুস্বাদু চাটনেৰে ভাত প্ৰস্তুত কৰা হয়।
- প্ৰয়োজনেসাৰি জেউজীয়া শাক-পাচলিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
- অজলা জাতীয় খাদ্যৰ ব্যৱহাৰ অতি কম পৰিমাণে কৰা হয়।
- ঔষধিযুক্ত খাদ্য-শস্য প্ৰচুৰ পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
- উপযুক্ত সময়ত স্বাস্থ্য- উপযোগী তেঁতা আৰু তিতা খাদ্যৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
- প্ৰচুৰ পৰিমাণে মাখন ব্যৱহাৰ হয়।
- ঘাৰ অসমীয়া আহাৰৰ বিশেষ দ্ৰব্য বিভিন্নপ্ৰকাৰৰ
- জলপান অসমীয়া মানুহৰ বিশেষ আহাৰ।
- প্ৰায় প্ৰতিসাজ আহাৰ লগত পিঠিকা বা খনুৱা পদাৰ্থ তৈয়াৰী আচাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
- আহাৰ গ্ৰহণৰ শেষত মুখদি বা মুখশুদ্ধি কৰা।

১.৫. অসমীয়া খাদ্য বা আহাৰৰ প্ৰকাৰ——

সাধাৰণভাৱে অসমীয়া খাদ্যক দুই ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি।

- মুখ্য আহাৰ আৰু
- গৌণ আহাৰ

মুখ্য আহাৰৰ ভিতৰত ভাতেই প্ৰধান। আনহাতে গৌণ আহাৰৰ ভিতৰত – জলপান, ফলাহাৰ, পিঠিকা, চাউনি, খাৰ আদি।

2. অসমীয়া খাদ্যসম্ভাৰৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী।

অমৰা – কাঠমাঙৰ চোল

উপকৰণ — • যিকোনো কাঠমাঙ – ৫০০গ্ৰাম
• পূৰ্ণ কিন্তু নপকা অমৰা – ১০টা মান
• অমৰাটোৰ সমানেই সৰু আলু এটা
• পাঁচফোৰণ – ১/৪ চামুচ
• শুকান জলকীয়া – এটা বা দুটা
• তিতাতেল, নিমখ, হালধি

প্ৰস্তুত প্ৰণালী — অমৰাকেইটা আলুটোৰ সৈতে প্ৰেছাৰ কুকাৰত 2 কাপ পানীৰ সৈতে 2 মিনিট সিজাই লব। আঁহিনি জাজি লব। কুকাৰটো খোলা হ'লে অমৰাকেইটা হাতেৰে পিটিকি ভাঙিকেইটা পেলাই দিব। আলুটোও সকেলগে পিটিকি লব। আলু আৰু অমৰাৰ মাজতিনি আৰু দুকাপ পানীৰ সৈতে কুকাৰটোত ভৰাই উতলাই লব। কেৰাহীত তেল গৰম কৰি পাঁচফোৰণ দি শুকান জলকীয়া দিব। হালধিও দিব। উতলি থকা চোলখিনি ঢালি দিব। নাৰ দিব। নিমখ মিহলাব চোখমতে। সামান্য চেনিও দিব পাৰে। জলদগৈ সৰাব

উত্তল আইলেই জুই বন্ধ কৰিব। গৰমৰ দিনত ভাতৰ সৈতে সেই সুস্বাদু অমৰাৰ চোৱাদ লওক।

আমৰ আচাৰ ——

উপকৰণ —— • কাঁচা লোৱা আম : ১ কেজি।
• নিমখ : আন্দাজ অনুযায়ী।
• মিঠা তেঁতুলি : 20 গ্ৰাম।
• কালজিৰা : ৩০ গ্ৰাম।
• জালুকীয়া তিৰি : 25 গ্ৰাম।
• জালুকতিৰি : 25 গ্ৰাম।
• মিঠাতেল : আচাৰখিনি দক ধোৱাকৈ থিমান লাগে।
• চক্ষুতিৰি : 25 গ্ৰাম।
• গোটেই গোটেই : ৩ মি: মি:।
• সৰিয়হ তিৰি : 20 গ্ৰাম।

প্ৰস্তুত প্ৰণালী — কেচা আম কেইটামান পৰিষ্কাৰকৈ পানীত ধুই দীঘলে দীঘলে অৰু অৰু কৈ কাটি লওক। কটা আমখিনি পাতকৰা 2-৩ ভাগ নিমখ পানীত কিছু সময় ডুবাই ৰাখক, যাতে কটা আমখিনি কলা পৰি নাযয়।

প্রথমে ওজন কৰা মতে নিম্নখিনি লৈ চকলা আমখিনিত আদা বহল মুখৰ বটলত ভৰাই ৪-৮ দিন মান ৰদত দিয়ক। যেতিয়া আমৰ জেৱেজীয়া বাকলিবিলাক অলপ পাতল হালধীয়া বং ধৰিব, আঁইৰোৰ মচলা একেলগে মিহলাই অলপ মিঠাতেলৰ সৈতে কঁচা আমখিনিত তালকে আদি পুনৰ পৰিষ্কাৰ ওকান বটলত হেঁচি ভৰাব লাগে যাতে বটলৰ মাজত বেছি বতাহ থাকিব নোৱাৰে। পাতিয়া মিঠাতেলখিনি গৰম কৰি লৈ আচাৰখিনি ঢাক খোৱাকৈ ঢালি 2-৩ সপ্তাহমান তেনেকৈয়ে থৈ দিয়ক। মাজে মাজে আচাৰখিনি চাই থাকিব আৰু প্ৰয়োজন হ'লে মিঠাতেল আৰু অলপ ঢালি দিব। আমখিনি কোমল হ'লে খোৱাৰ উপযোগী হ'ব।

আলু - ৰেচিৰ তৰকাৰী —

উপকৰণ — • আলু - 250 গ্ৰাম (এৰ অকৰে কটা),
• ৰেচিৰ : 250 গ্ৰাম (এক ইঞ্চি দীঘলকৈ কটা),
• বিন্নাহী : 100 গ্ৰা,
• পিয়াজ : 2 টা,
• জলকীয়া গুটি : 1 চামুচ,
• জীৰয়হ : 1/2 চামুচ,
• ৰন্ধনিহ পাত : কেইখিলমান,
• তেল-নিমখ : আন্দাজমতে।

প্ৰস্তুত প্ৰণালী — কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ৰেচিৰ আলু খিনি হেলেপ হেলেপ ভাজি লওঁ। কেৰাহীত পুনৰ তেল গৰম কৰি তাত জীৰহখিনি ফুটাই লৈ পিয়াজখিনিও- বাৰ-চুৱাকৈ ভাজি লওক। পাছিয়া তাতে বিন্নাহী আৰু ৰন্ধনিহখিনিও কম ডুইত ভাজি লওক। ভাজি থোৱা আলু আৰু ৰেচিখিনি পাছিয়া আপোনাৰ আলু-ৰেচিৰ তৰকাৰী পৰিবেশনৰ বাবে আছু।

আমৰ চেতে মুগীৰ মাংস ——

উপকৰণ —— • কেঁচা আম - ১ টা।

• মুগীৰ মাংস - আধা কেজি।

• আলু - 2 টা।

• পিয়াজ - ৩-৪ টা।

• আদা বাঁটা - আধা চামুচ।

• কেঁচা জলকীয়া - ৪-5 টা।

• জিৰাৰ গুঁড়ি - এচামুচ।

• জালুকৰ গুঁড়ি - আধা চামুচ।

• গৰম মচলা - আধা চামুচ।

• কণী - এটা।

• নিমখ, হালধি - চোৱাদ অনুযায়ী।

প্ৰস্তুত প্ৰণালী —— প্ৰথম আলুকেইটা ছিলাই ডালকৈ পিটিকি লওক। এতিয়া কেঁচা আমটো ৰন্ধা মুগীৰ মাংসখিনিৰ লগত ডালকৈ মিলি অলপ সময় ৰান্ধক

মাৰি যৈ দিয়ক। সেতিয়া সৰা কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিয়ক। সেতিয়া সৰা কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিয়ক আৰু তাত সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিয়াজখিনি বাদামী ৰং হোৱাকৈ ভাজক। সেতিয়া কেৰাহীত মাংসখিনি দি তাত হালধি, নিমখ, জিৰা, আদা, জাল্মুকৰ গুঁড়ি খিনি আৰু পিচিকি থোৱা আল্মুখিনি দি ঘকোন মাৰি কল্প জুইত ভজক। মাংসখিনি ভালকৈ ভজা হ'লে তাত কাঁচো জোঁৰ দি লৰাই লৰাই ভাজক। সেতিয়া অলপ পানী আৰু গৰম মচলা দি গৰলে গৰলে পৰিৰেশন কৰক।

* পইতা ভাত ——

আগদিনা বাতিৰ ভাতত পানী দি যৈ দিয়া ভাত পিন্ধিনা বাতিপুৱা নিমখ-তেল পিচিকাৰ লগত পইতা ভাত পৰিবেশন কৰা হয়। গোটেই বাতিটো পানীত থকাৰ বাবে ভাতখিনি কিছু পৰিমানে চেপা হৈ পৰে। গৰমৰ দিনত বিশেষকৈ পইতা ভাত বৰকৈ খোৱা হয়।

কণবিলাইৰ কচু শাক—

উপকৰণ—• কাচুখোৰ – এমুঠি

• কণবিলাই – আধ বাটিৰে এবাটি।

• মাছ – টুকুৰা।

• শুকান জলকীয়া – ৩টা।

• পাঁচফোৰণ, মিঠাতেল।

• নিমখ, হালধি।

প্ৰস্তুত প্ৰণালী— কচুখোৰমুঠি চাফাকৈ ধুই লৈচাৰ কুকাৰত তিনি কাপ পানীৰে সৈতে সম্পূৰ্ণ লেলৰ উঠাকৈ সিজাই লব। কণবিলাইৰ গুটি হাতেৰে চেপি চেপি আঁতৰাই লব। মাছ অলপ ভাজি উঠাই লব। কেৰাহীত তেল জলদৰে গৰম হ'লে দি পাঁচফোৰণ দিব। শুকান জলকীয়া দিব। কণবিলাইধিনি তাতে বাকি লৰাই দিব। নিমখ, হালধি দি জলদৰে লৰাব। যেতিয়া বিলাইধিনি জাই যাব তেতিয়া সিজাই থোৱা কচুশাক তাত ঢালি দিব। কেৰাহীত দিয়াৰ

আগতে কহুখিনি ঘুচি লব লাগে। প্রয়োজন হলে আৰু অলপ গৰম পানী দি ডালদৰে উতলা আহিলে দিব। মেতিয়া মাগখিনি দি দিব। সুন্দৰকৈ উতলি কহু আৰু কণীবিলাহীৰ গোন্ধ ওলাই বিয়পি গলে জুই বন্ধ কৰিব। এই তৰকাৰী ভাত ৰোহোৱাকৈও খাবলৈ ভোৱাদ হয়।

* কঠালৰ বৰফি ——

উপকৰণ —
- মিঠা কঠাল এটা,
- চিনি - আধা কিলোগ্ৰাম বা ৰস অনুপাতে,
- ইলাচিৰ গুৰি - এক চামুচ,
- গাখীৰ - এক লিটাৰ।

প্ৰণালী — কঠালৰ ৰসখিনি উলিয়াই লওক। ৰসৰ লগতে চিনি, গাখীৰ, ইলাচি গুৰি দি উতলাওক। মেতিয়া ৰসৰ লগত চিনি, গাখীৰ মিলি যাব, পোন আৰু ঘন হব, তেতিয়া জুইৰ পৰা নমাই থৈ সেখনত ঘি অলপ ঘঁহি তাত ৰহণকৈ মেলি দিয়ক। গোটা হ'লে বৰফিৰ আকাৰত কাটি লওক। জোকা নাৰিকল অলপ তাত দিব পাৰে।

* কণী আৰু বাবৰি শাকৰ ভাজি—

উপকৰণ —— • কণী — ১-2 টা
• বাবৰি শাক — ৩-৪ মুঠি
• নিমখ, হালধি, তেল আন্দাজমতে
• পিঁয়াজ - ১টা (মিহিকৈ কুটা)

প্ৰস্তুতি — প্ৰথমে বাবৰি শাককেইমুঠি ভালকৈ বাছি-ধুই মিহিকৈ কুটি লব। চুলিত কেৰাহি বহুৱাই দি গৰম হবলৈ দিব। কেৰাহি গৰম হ'লে। তেল গৰম কৰি লৈ কুটা পিঁয়াজখিনি দি অলপ ভাজি বাবৰি শাকখিনি দি দিব। নিমখ, হালধি দি শাকখিনি ভালকৈ ভাজিব। কণীকেইটা বাটি সোঁত জলদৰে ফেঁটি লৈ সেই শাক-খিনিৰ লগত মিহলাই দি ভাজিব। তজা তজা গোন্ধ যেতিয়া উলাব নমাই থব। বাবৰি শাক গোন্ধকটা আছে। সেই কাৰণে সকলোৱে খাবলৈ ভাল নাপায়; কিন্তু অনেকে কণী দি ৰান্ধি খাই চাবলৈ।

* আলুৰ টিক্কী——

উপকৰণ—— • আলুৰ পৰিমাণ যদি – এক কেজি।

• পিঁয়াজ – ৩০ গ্ৰাম।

• কেঁচা জলকীয়া – 2 টা।

• ধনিয়া পাত – এমুঠি।

• ব্ৰেড – 200 গ্ৰাম।

• ৰিফাইন তেল – ৫০ গ্ৰাম।

• নিমখ গোৱাদৰ মোখত।

প্ৰস্তুত প্ৰণালী——

আলুকেইটা ধুই বাকলিৰ সৈতে সিজাই লৈ পিছত বাকলি উঠাই মিহিকৈ পিহিকি লব লাগে। জলকীয়া, পিঁয়াজ, ধনিয়াপাত মিহিকৈ কুটি লব লাগে। তেতিয়া পানীৰ তিয়াই লৈ পিছত চেপি পানীখিনি উলিয়াই

গোটেইখিনি বস্তু মিহলাই লগতে সোৱাদে অনুযায়ী নিমখ মিহলাব লাগে। পিচত কেইটামান বল বনাই চেপেটা কবি লব লাগে। চেপেটা কবি থোৱা আলুখিনিব মাজত অকণমান আঙুলিৰে গাঁত কবি তাত তৈয়াৰ কবি থোৱা চাটনি ভৰাই মুখখন বন্ধ কবি গবম তেলত টৰাত অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ গৰমে গৰমে পবিবেশন কবিব পাৰে।

* চাটনিৰ বাবে —

ধনিয়া পাত সেমুটি, পিঁয়াজ দুটা মজলীয়াকৈ বাৰ, কেঁচা জলকীয়া মাজৰ দুটা বা তিনিটা, নিমখ সোৱাদৰ যোখত, লেমু সেটা, লগতে মন কবিলে নৰসিংহৰ পাত কেইটামান দিব পাৰে। গোটেইখিনি বস্তু মিহিকৈ মিহলাই পিহি চাটনি বনাই লব লাগে।

কেঁচা আমৰ শীতল পানীয় —

উপকৰণ — • 2 টা মজলীয়া আকৃতিৰ কেঁচা আম.

• চিনিৰ গুটি - ৩-৪ কাপ.

- কলা নিমধ - ১ টেবুল চামুচ.
- ওকুৱাই গুড়ি কৰা আদা ১-৪ টেবুল চামুচ.
- জিৰা গুড়ি - ১ টেবুল চামুচ

প্ৰস্তুত প্ৰণালী—

আম দুটা বাকলিৰ পৰা চাফাকৈ ধুই লব। এটা চচপেনত আম দুটা দুধ যোৱাকৈ পানী দি মজলীয়া জুইত আমকেইটা কোমল হোৱাকৈ সিজাই লব। পানীৰ পৰা উলিয়াই আমকেইটা ঠাণ্ডা হবলৈ দিব। ঠাণ্ডা হলে বাকলি এৰুৱাই ভিতৰৰ শাহখিনি উলিয়াই লব। মিহিয়া চিনি, কলা নিমধ, আদাৰ গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি আমৰ কোমল শাহখিনিত মিহলাই জালদৰে লৰাই থাকক। অকলো বস্তু জালদৰে মহিলি লৈ কোমল মচ হৈ গলে এটা চচপেনত ৪-5 কাপ পানী লৈ সেই মিশ্-পাটো পানি দিব। আগৰ চামুচ বা হেতাৰে জালদৰে লৰাই অকলো বস্তু মিহলাই লব দুই ঘনীয়ান সেইখিনি ফ্ৰিজত ৰাখিব। পৰিবেশনৰ সময়ত এটা সমান গিলাচত এইখিনি সমালে থাকিব আৰু সৌম্বৰ বৈশাখত এইবিধ শীতল পানীয়ৰ জোৱাদ লব।

* কেঁচা অমিত থেকেৰাৰে মাছৰ ঝোল——

উপকৰণ——
- আৰি, ৰবাল বা আন তেলেকুৱা বাকলি লথকা মাছ - 500গ্ৰাম,
- অমিত চাঁচ ১/৪ অংশ,
- ওকান কুঁজী থেকেৰা - ৫-৭টুকুৰা,
- নিমখ, হালধি - আন্দাজমতে,
- মিথাউটি - ১০টা,
- সিমাতেল, নিমখ, হালধি।

প্ৰস্তুত প্ৰণালী——

মাছকেইটুকুৰা তেলত আধাভজা কৰি লব। থেকেৰাকেইটুকুৰা অলপমান পানীত তিয়াই থব। অমিতাখোৰৰ পিছত পিহি লব। কেৰাহীত তেল জালকৈ গৰম কৰি মিথাউটি কেইটা ফুটাই দিয়ক। অমিতাখিনি তাতে যোগ দি জলদগে লৰাই দিয়ক। নিমখ হালধি দি লৰাই থোকোন দি অমিত সিজিবলৈ দিব। মাজে মাজে লৰাই থাকিব। অমিত সিজিলে গৰম পানী দি উতলা অহিবলৈ দিব। উতলা

আহিবলৈ দিব। উজল আহিলে আৰু কৈইটুকুমা পোলত দিব। ষেকেৰা ধুটি পানীখিনি শিহলাই দিব। আমাল্য টেঙী মিহলাব পাৰে। জলদৰে উজলি পাগ উঠিলে জুই বন্ধ কৰিব। গৰমৰ দিনত এই আঞ্চা বৰ উপাদেয় হয়।

* কলডিল আৰু পাৰমাংস ——

উপকৰণ —— • পাৰ — ১ যোৰ,

• কলডিল (আঠিয়া কলৰ) - ১টা

• আলু - 2/৩ টা

• কেঁচা জলকীয়া - 2/৩ টা (বীচি নঁৱ),

• লহুক - ৪/৫ ফুটা (বীচি নঁৱ),

• আদা - অলপমান (বীচি নঁৱ),

• চফ, জিৱা, ধনিয়া গুড়ি, - ১ চাহ চামুচ,

• জালুকৰ গুড়ি - ১ চাহ চামুচ,

• পাঁচফোৰণ - অলপমান,

• চেনি - ১ চামুচ,

• গৰম মচলা - ১ চামুচ,

• নিমখ, হালধি, তেল - আন্দাজমতে।

পাৰ দুটা প্ৰথমে ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি লৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লব। নিমখ- হালধি আৰু জোৱাই খিনি মজলা, লগত অকণমান তেল দি মাংসখিনি ভালদৰে মালি লব। আলুকেইটা বাকলি উঠাই সৰু সৰুকৈ কাটি লব। কলিজলোৰ পৰা বাকলিখিনি আঁতৰাই কোমল অংশ উলিয়াই মিহিকৈ কাটি লব। অলপমান নিমখ-পানীত কলিজাখিনি মোহাৰি চাপি লব। চুলত কেৰাহি তুলি দি তেল গৰম কৰি লওক। তেল গৰিলে পাঁচফোৰণ ফুটাই চাউল এচামুচ দি মাংসখিনি দি সন্তলে নৰাই থাকিব। মাংসৰ পানী শুকাই আহিলে তাতে কলিজা আৰু আলুখিনি দি নৰাই চাকোন মাৰি দিব। অলপ সময়ৰ পিছত আন্দাজমতে গৰমপানী দি জুই বঢ়াই দি চেতনিলৈ দিয়ক। মাংস সৰু আলু ভিজি তললপমান জোল থাকোঁতে গৰম মজলা দি নমাই থ'ব। ইচ্ছা কৰিলে জোল নাবাখি শুকান কৰিবও পাৰে।

* আলুৰ পকৱা ——

উপকৰণ —— • আধৰ সিজোৱা আলু দুটা,
• নিমখ আৰু চামুচ,
• ধনীয়া সেচামুচ,
• জালুকৰ গুঁড়ি সেচামুচ,
• বেহ গাম আৰু কাপ,
• ময়দা দুচামুচ,
• ৰিফাইন আৰা কাপ।

প্ৰণালী ——

আলুকেইটা জলদৰে সিজাই লৈ পিচিকি লব, সেতিয়া তাত নিমখ, ধনীয়া কণা, জোলুকৰ গুড়ি মিলাই লব। এই গোটেইখিনি জলদৰে মিক্স হ'লে আলুখিনি গোল গোল কৰি লৈ আজত চিজ ভৰাই লাড়ুৰ নিচিনা কৰি লব। সেতিয়া ময়দাখিনি গুলি লৈ তত আলুৰ লাড়ুকেইটা

লৌয়াই বেঢ় গামত পুনৰ লৌয়াই তেলত ভাজিব।

* কলফুলৰ ঘন্ট ——

উপকৰণ —— • আঠিয়া কলৰ কলফুল - এটা।
• আলু মধ্যমীয়া - এটা।
• জিৰাগুড়ি - এক চাহৰ চামুচ।
• ধনিয়া, জালুকগুড়ি - এক চাহ চামুচ।
• আদা বটা - এক চামুচ।
• হালধি - আন্দাজমতে।
• নিমখ - সোৱাদ অনুযায়ী।
• গৰম মচলা - অলপ।
• নাৰিকল্প বোকা - অলপ।
• তেল - ৫০গ্ৰাম।
• ঘিউ - এক চাহ চামুচ।
• চিনি - ১/2 চামুচ।

প্ৰস্তুত প্ৰণালী ——
কলফুলখিনি মিহিকৈ কুচি বঁই লৈ পানীত সিজাই লব লাগে। আলুখিনিও কুচি বঁই ভাজি লওকা।পাছত

কেৰাহীত তেল গৰম কৰি তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু পোঁয়াজ জিৰাৰে ফোৰণ দিব লাগে। তাতে নাৰিকল খিনি দি নৰাই থাকি অলপ ভজা ভজা হলে কলমুল খিনি মিলি দিব লাগে। ভজা আলুখিনিও তাতে দি জনকৈ নৰাই থাকি মকোন দি কলমুল আৰু আলুখিনি সিজি কোমল হৈ গলে গৰম মছলা আৰু চেচামুচ ঘিউ দি নমাই থ'ব লাগে।

* ধুতুৰা শাকৰ সৈতে মাছৰ টেঙা——

উপকৰণ —— • অলপমান মাছ।

• ধুতুৰা শাকৰ কুমলীয়া আগ ১ মুঠি।

• নেমু 2 ফাল।

• কেচা জলকীয়া 2/3 টা মান।

• তেল, মিঠাওটি।

• নিমখ, হালধি আন্দাজমতে।

প্ৰণালী ——

ধুতুৰা শাকমুমি মিহিকৈ কুটি লব। মাছখিনি অলপ

ভাজি লব। কেৰাহীত কেৰাহীত তেল গৰম কৰি মিহি-
ডাঁচেইচ ফুটাই লব। ফুটি থোৱা শাকাখিনিত দি লবাই
দিব। নিমখ হালধি দিব। শাকাখিনি জামৰি আহিলে
গৰম পানী দিব। উতল আহিলে মাজ দিব। জলদগে
উতলিবলৈ দিব। ওপৰত কেঁচা জলকীয়া দি জুই বন্ধ
কৰিব। পৰিবেশনৰ আগে আগে নেমু চোপা ৰস মিহলাই
দিব। শাকৰ আঞ্চা বেছি সময় ৰান্ধিলে সোৱাদ
নষ্ট হয়। শীতকালি বজাৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ওলোৱা মিহি
শাকেৰেও এনে ধৰণেৰেই মাজৰ টেঙা ৰান্ধিব পাৰি।

* কমলা ৰঙেৰে ৰন্ধা মুগী মাংস—

উপকৰণ—

চিকেন জোখত টুকুৰা কৰি লওক। ডাল অংশবোৰ
লব। পিয়াঁজ - আদা বাঁটা লওক। আদা বেছি দিব।
জিৰা - ধনিয়া আধা চামুচকৈ লব। জোখমতে নিমখ
দিব। জিৰা - ধনিয়া আধা চামুচকৈ লব। জোখমতে
নিমখ দিব। কমলৈ হালধি, দুটা কেঁচা জলকীয়া, জোৰ
হলে দুটা কমলা, জোখমতে বিফাইণ্ড অইল।

প্রণালী ——

কেষাইত বিফাইত তেল গৰম কৰি পিয়াঁজ- আদা আমাৰ ৰসুণ হালধি কৰি ভাজি তাতে চিকেন দিয়ক। জিৰা বাটিয়া গুড়ি, নিম্বু- হালধি দি জলকৈ নৰাই ভাজক। জুই কমাই ঢাকোন দি মাজে মাজে নাহেকৈ নৰাই থাকিব। পাচত কমলাৰ ৰস টমেটো আৰু চিজ আহিলেই কমলাৰ ৰস ঢালি দিব। দৰকাৰ হলে সেকাপ পানী দিব। কম জুইত মাংস সম্পূৰ্ণকৈ চিজিবলৈ দিয়ক। জলকীয়া মুকলি কৰি পৰিবেশনৰ সময়ত দিব পাৰে বা পাকতে মুকলি কৰি দিব পাৰে। মাংস চিজি আহিলে নৰাই থওক।

* ইণ্ডিলি ——

উপকৰণ —— • উখুৰা চাউল : ৩ কাপ
• বাকলি নথকা মাটি মাইল : ১ কাপ
• নিম্বু : ১ ১/২ চাহ চামুচ
• পানী : ৫ কাপ

ৰন্ধন প্ৰণালী ——

• চাউল আৰু দাইল বিনি ধুলেগ ধুলেগ কৰি দুটা পাত্ৰত ৪-৮ ঘণ্টা সময় তিয়াব লাগে।

• চাউল আৰু দাইল বিনি পানীৰ পৰা উঠাই থব লাগে।

• দাইল বিনি একাপ পানী দি জাললৈ মিক্সিত মিহিকৈ পিচি লব লাগে।

• চাউল বিনিও জাললৈ মিক্সিত মিহিকৈ একাপ পানী দি পিচি লব লাগে।

• চাউলৰ পেষ্ট আৰু দাইলৰ পেষ্ট বিনি একেলগে মিলাই লৈ তাত নিমখ দিব লাগে।

• মিশ্ৰণ বিনি ১২ ঘণ্টামান সময় বাকি থৈ দিব লাগে।

• ইড্লি ষ্টেনৰ ভিতৰ থল ঘি বা ৰিফাইন তেলেৰে মাখি লব লাগে।

• মিশ্ৰণ বিনি ইড্লি ষ্টেনত দি, চচপেনত কল জুইত ১০ মিনিট সময় ভাপত থব লাগে।

• ইড্লি ষ্টেনটোৰ পৰা ইড্লি কেইটা আলপ ধোৱা হলে কাঁচীৰে উঠাই আনি পৰিবেশন কৰক।

* কাঁঠালৰ আচাৰ ——

উপকৰণ —— • কাঁঠাল (১ কেজি ওজনৰ) - ১ টা।

• তিলেগাৰ - 2 কাপ।

• নিমখ - আন্দাজমতে।

• চিনি - ৫ চামুচ (চাহ চামুচৰ)।

• হালধি - ৩ চামুচ।

• সৰিয়হ - ৫ চামুচ।

• আদা (মাজৰ) - ১ টোখৰ।

• নহৰু (মাজৰ) - ১ টা।

• কেঁচা জলকীয়া - ৪/৫ টা।

• গোটা জিৰা - ৫ চামুচ।

• তেঁতেলি - ৩ টিকা।

• মিঠা তেল - 2 কাপ।

কাঁঠালীখিনি মজলীয়া জোখত কাঠি সকাল ডিলেগাৱত সিজাই লব। সেউ হ'লে দিলেই কুকাৰটো নমাই থব। সেতিয়া সিজোৱা কঁঠালীখিনিত নিমখ, হালধি সানি ৰদত ১ ঘণ্টামান উকুৱাই লব। সৰিয়হ, জিৰা, আদা, নহক আৰু কেঁচা জলকীয়া ডিলেগাৱত দি মিক্সিত পিহি লব। কেৰাহিত মিঠাতেল গৰম কৰি লব। তাত পাঁচফোৰণ আৰু হিং দিব। লগতে মিক্সিত পিহি লোৱা মছলাখিনি দি দিব। সেতিয়া হালধি, চেনি আৰু জলকীয়া গুড়ি দিব। তেঁতেলিৰ ৰসখিনিও দি দিব। লগতে নিমখীখিনি দি ভালকৈ কঁঠালীখিনি লৰাব। বেলেত তৰাই থলে কিছুদিলৈ থাব পাৰিব।

* গাখীৰৰ পিঠা —

উপকৰণ —
- ময়দা - 2 কাপ,
- নাৰিকল ৰোকা - 2 কাপ,
- চেনি - ১ কাপ,
- কনডেন্সড মিল্ক - ১/2 কাপ,
- ইলাচি : ৩ টা,

- ক্লেশৰ - অবক্ষয়,
- গাখীৰ - ১ লিটাৰ,
- নিমখ - চাঁচকুট।

প্ৰস্তুত —

ময়দাত নিমখ মিহলাই কুহুমীয়া গাখীৰেৰে নুচি বনাবৰ বাবে সনাৰ দৰে আলি লব। নাৰিকল আৰু আধা কাপ চেনি মিহলাই লাড়ু বনাবৰ বাবে তেজাৰ দৰে তেজি থাকিব। চেনি গলিলেই জুই বন্ধ কৰি কনডেন্সড মিল্ক মিহলাই ভালদৰে লৰাব। গাখীৰ উতলাই আধা কৰিব। ইলাচিকেইটাৰ বাকলিটো অলপ ফালি গাখীৰটো গোটে গোটে দি দিব। ময়দাখিনি সৰু সৰু লুচিৰ আকাৰত বেলিব। এখন লুচি মেলি লৈ তাৰ মাজত অলপ নাৰিকল গুৰ দিব। লুচিখন ৰোলাই কাষটো হাতেৰে বন্ধ কৰি ঘুৰীয়া কৰি দিব। উতলা গাখীৰত পিঠাখিনি লাহে লাহে দি দিব। বাকী চেনিখিনি দিব। ৰুপৰ দিব। ঘন হৈ আহিলে জুই বন্ধ কৰিব। ঠাণ্ডা হ'ব পৰিবেশন কৰিব।

* চয়াবিনৰ ফুলীৰ —

উপকৰণ — • নিউট্রৈলা বা চয়াবিন – ১০/১২ টা।

• বেচন-আধা কাপ।

• পিঁয়াজ কুটা - এটা।

• আদা কুটা অকণমান।

• নিমখ, হালধি, ৰিফাইন তেল আন্দাজমতে।

প্রস্তুত প্রণালী —

নিউট্রৈলা বা চয়াবিনখিনি বনোৱাৰ আগতে অলপ সময় উতলা পানীত ডুবাই ৰাখিব। অলপ পিচত কুমলি যোৱা চয়াবিনবোৰ বাটি, সেউজ লৈ বেচনৰ লগত পিটিকি লব। পিঁয়াজ কুটা, আদাকুটা, জলকীয়া কুটা, নিমখ আৰু হালধিও লগতে দি আনিব। এখন কেবাইটি অলপ ৰিফাইন তেল ঢালি তাৰ চামুচেৰে এচামুচ এচামুচকৈ ফুলীৰ মিশ্ৰণবোৰ তেলত দি ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব। সিহঁত ভাজা দিয়া ৰঙা হৈৰ লগত পৰিবেশন কৰিব।

* দৈ মাছ ——

উপকৰণ —— • আধ কৈ মাছ ৭/৮ টুকুৰামান।

• দৈ একাপ।

• নহক বঁটা এচামুচ।

• আদা এচামুচ।

• কেঁচা জলকীয়া কেইটামান।

• ৰিফাইন তেল দুই টেবুল চামুচ।

• নিমখ আন্দাজমতে।

• ধনিয়া অলপমান।

প্ৰস্তুত প্ৰণালী ——

মাছখিনিত দৈখিনি আৰু আধা ঘণ্টামান যৈ থিয়ক। কেৰাহীত তেল গৰম কৰি তাত কেঁচা জলকীয়া কেইটা ফালি সিজিবলৈ দিব। তাকোন ওচাই মাছ কেইটুকুৰা লুটিয়াই পুনৰ তাকোন মাৰিব। সিজিলে ওপৰত ধনিয়া পাত কাটি পৰিবেশন কৰিব।

* বিলাহীৰ চাহনী ——

উপকৰণ —— • বিলাহী এক কেজি।
• চিনি ৭০০ গ্ৰাম।
• তিলেগাৰ একাপ।
• পিঁয়াজ এটা।
• নহৰু ৪।৫ ফুটামান।
• জলকীয়া গুড়ি এচামুচ।

প্ৰস্তুত প্ৰণালী ——

বিলাহীখিনি জলদৰে দুই তিনি বিলাহী চাবি টুকুৰাকৈ কাটি লব। পিঁয়াজ, নহৰু মিহিকৈ বাটি লব। এটিয়া কেবাহী গৰম কৰি তাত বিলাহী, চিনি, তিলেগাৰ, পিঁয়াজ নহৰু বাটা আৰু জলকীয়া গুড়ি দি মিলাব। বিলাহী ভাজি চিনি গলি যাঠ হলে নমাই থাওঁতে হবলৈ দিব। এই চাহনি বহু দিনলৈ খাব পাৰি।

* মুগ দাইলৰ বৰা ——

উপকৰণ —— • মুগ দাইল একাপ,
• পিঁয়াজ মাজৰ সৰু,
• ধনীয়া পাতৰ চামুচ সচামুচ,
• নিমখ আন্দাজমতে,
• গৰম মছলা পাউদাৰ আধা চাহ চামুচ,
• কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা পিহা আধা চামুচ,
• ৰঙা জলকীয়া পাউদাৰ আধা চামুচ,
• চাট মছলা আধা চামুচ,
• বেহ্ সোম আধা কাপ.

প্ৰস্তুত প্ৰণালী ——

মুগ দাইলখিনি পানীত সেৱাতি বা ৪/৫ ঘণ্টা তিয়াই জলদলে চেকি লব। পাছিয়া দাইলত কাটা পিয়াঁজ, ধনীয়া কাটা, নিমখ, গৰম মছলা পাউদাৰ, আদা আৰু জলকীয়া বাটা, ৰঙা জলকীয়া পাউদাৰ, চাট মছলা বা আমচুৰ পাউদাৰ আৰু লেমু ৰস দি জলদৰে মিলাব। এখন হেজাৰে দাইলখিনি হেঁচি হেঁচি জলপ জাজি লব। পাছিয়া বেহ্ সোম দাইলত

মিলাই ফিংগাৰ চাইজত বা পাকীৰ বনোৱা দি তেলত জাজি গৰমে গৰমে পৰিবেশন কৰক।

* পঞ্চৰত্ন দাইল——

উপকৰণ—— • বুটৰ দাইল।
• মুগ দাইল।
• ৰহৰ দাইল।
• মসুৰ দাইল আৰু খেচাৰী দাইল সমভাগে সমুকিকৈ।
• গোটা আৰু পিয়াজ।
• চেচামুচ আদা নহক বাটা।
• চেচামুচ জিৰা গুৰি।
• আধা চামুচ ৰঙা জলকীয়া গুৰি।
• আধা চামুচ গৰম মচলা গুৰি।
• গোটা লেমুটোপা, নিমখ।
• হালধি আৰু মিঠাতেল প্ৰয়োজনমতে।

প্রস্তুত প্রণালী —

আটাইবোৰ দাইল দুই পেয়লা অলপ পানীত তিয়াই থৈ দিয়ক। লেম্বুটেঙাপো চেপি ৰস উলিয়াই থৈ দিয়ক আৰু পিয়াজগো মিহিকৈ কাটি লওক।

দাইলখিনি প্রেছাৰত দি পিয়াজ, আদা-নহৰু, গৰম মচলা আৰু লেম্বুটেঙা বাদ দি বাকী আটাইবোৰ মচলা প্রেছাৰত ঢালি দিয়ক। পানী আৰু নিমখ দি দহ-পোন্ধৰ মিনিট সময় সিজাওক। দাইল সিদ্ধ হ'লে নমাই থৈ ডুইত গোটা কেৰাহী বহাই তেল দিয়ক। তেল গৰম হ'লে পিয়াজ কটা আৰু আদা নহৰু বাটখিনি কম জুইত অলপ লওক। ভজা হ'লে জুই বাঢ়াই দি লগে লগে দাইলখিনি ঢালি দিয়ক। অলপ উতলা অৱস্থাত দাইল নমাই গৰম মচলা গুৰি আৰু লেম্বুৰ ৰসখিনি ঢালি ভালদৰে লৰাই পৰিবেশন কৰক।

* নাৰিকলেৰে ৰৌ মাছ —

উপকৰণ —

- ৰৌ বা জন্য মাছ - ৫০০গ্ৰাম।
- বিনিয়া গুড়ি - 2 চামুচ।
- লং - কেইটামান।
- আদা - 2 ইঞ্চিমান।
- কেঁচা জলকীয়া - ৫ টা বা ৭ টা।
- পিঁয়াজ - 2 টা।
- নাৰিকল - ১টা।
- সৰিয়হ - ১ চামুচ।
- হালেদাৰ - অলপমান।
- মিঠি পাত - কেইটামান।
- নিমখ, তেল - আন্দাজমতে।

প্ৰস্তুত প্ৰণালী —

প্ৰথমতে মাছখিনি ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি লৈ টুকুৰা কৰি লব। তেলত মাছখিনি অলপ ভাজি লব। বিনিয়া আৰু লং অলপ ভাজি বাটি মিহি কৰি পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিব। আদাৰ বাকীনি অংশ টুকুৰা কৰি ৰাখিব।

নাৰিকলৰ বাকি দুই প্ৰকাৰৰ গাখীৰৰ উপিয়াই লব
-ঘন আৰু অলপ ঘন। কেৰাহি ঘুইত তুলি দি
তেল গৰম কৰি ওপৰ কৰা মচলা অলপ জিৰৰ আৰু
একেবাৰে অলপ ঘন গাখীৰখিনি ঢালি দিব আৰু নগতে
কোঁৱা জলকীয়া, আদা নিগখ, মাখ, মিঠিপাত আৰু চেহুগাৰ
দিব। ঘোল ঘন হৈ আহিলে নাৰিকলৰ দুয়োখিনি গাখীৰ
মিহলাই দিব। সজাৰ দিবৰ কাৰণে বেলেগ কেৰাহিত
তেল দি পিঁয়াজে কাটি ৰঙা কৰি ভাজিব। সাৱধানে তাত
দি দিব। সাৱধানকৈয়া ফুলিলে এই মিশ্ৰণ মাজৰ মিশ্ৰণৰ
ওপৰত ঢালি দিব। গৰমে গৰমে বা ঠাণ্ডা কৰি পৰিবেশন
কৰি চাওক।

2.১. পতংগ খাদ্য ——

* আমৰীন পকৰা ——

আমৰীন পকৰাৰ কণী আৰু অপত্য পুলুৰোৰ সংগ্ৰহ কৰি তেনত দি পিয়াঁজৰ সৈতে ভাঁজি পৰিবেশন কৰা হয়। জলবিশ্বাসমতে গৰু বিহৰ দিনাখন আমৰীন পকৰা খালে বহুবছৰলৈ মানুহে সু-স্বাস্থ্য পোৱাৰ উপৰিও সকলোইকে কৰি অন্যান্য ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বাঢ়ে কৰে।

* উঁইচিৰিঙা ——

উঁইচিৰিঙা মাটিত থকা গাতবোৰ চিনাক্ত কৰি খান্দি উলিয়া হয়। সংগ্ৰহ কৰা উঁইচিৰিঙাৰ পাখি ওফৰ খুইত ভাজি বা তেনত ভাঁজি পৰিবেশন কৰা হয়।

* জেৰাংকৰি ——

এই পতংগবিধ অসমৰ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ মাজত খুবেই জনপ্ৰিয়। ইহঁতক খুইত ভাজি বা তেনত ভাঁজি পৰিবেশন কৰা হয়।

* মৌ - মাখি আৰু বৰল ——

মৌৰ চাক বা বৰলৰ বাঁহ সংগ্ৰহ কৰি কেঁচাই বা পকাই উত্তমৰূপে পৰিৱেশন কৰিব পাৰি। ইহঁতৰ অপত্যস্তৰযোৰ, যেনে: পলু আৰু লেটাক বাঁহটো খুৰি তাৰ পৰা পৃথক কৰি কেঁচাই খাব পাৰি। লোকবিশ্বাসমতে, মৌ আৰু বৰলৰ কিছুমান ঔষধি গুণ আছে। প্লীহা-ৰোগ নাশক, বাত বিষ নাশক আৰু দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধিকাৰক হিচাপে এইবোৰৰ গুৰুত্ব আছে।

* লিংকৰি ——

লিংকৰ (বৈজ্ঞানিক নাম: Agabetes acuductus)

অসমৰ বড়ো আৰু মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মাজত লিংকৰ বিশেষভাবে জনপ্ৰিয়। পুখুৰী আৰু খালৰ পৰা লিংকৰি সংগ্ৰহ কৰি জুইত সোকা বা তেলত ভাজি পৰিৱেশন কৰা হয়।

৩: ভোগালী বিহু আৰু অসমীয়া পিঠা —

* তৈকেলি পিঠা —

তৈকেলিৰ যিকোন ব্যৱহাৰ কৰি সেই পিঠা প্ৰস্তুত কৰা হয় বাবে ইয়াৰ নাম তৈকেলি পিঠা। সেই পিঠাৰ বাবেও আৰে চাউলৰ গুড়ি, ৰোকা নাৰিকল, চেনি আৰু সামান্য নুণৰ প্ৰয়োজন। নাৰিকলৰ অভাৱত কেৰল পিঠাগুৰি আৰু চেনি ব্যৱহাৰ কৰিও পিঠা তৈয়াৰ কৰিব পাৰি যদিও নাৰিকলে ইয়াৰ সোৱাদ দুগুণে বঢ়ায়। পিঠাগুড়ি, চেনি আৰু নাৰিকল জলকৈ মিহি লৈ ফুৰফুৰীয়া কৰি লব লাগে। তাৰ পাছত তৈকেলিত পানী ঢালি জুইত উতলিবলৈ দিমিশ্ৰণ-খিনি তৈকেলিৰ মুখত ঢালি মুখখন পাৰিস্কাৰ পাতন কাপো-ৰেৰে ঢাকি তৈকেলিৰ মুখখন মাৰি দি কিজুমময় তাপত সিজিবলৈ দিব লাগে। জলকৈ সিজিলে তাক এটা পাসত ঢালি দিব লাগে। তাপত সিজি ই তৈকেলিৰ ঢাকেনখন

আকাৰত ওলাই আহিব। ইয়াক তৈয়াৰ কৰিবলৈ বহু বেছি কষ্টৰ প্ৰয়োজন নহয়। সেয়েহে আজিকালি ই অতি জনপ্ৰিয় হোৱা দেখা গৈছে। বাতিপুৱাৰ জলপান খাবাৰ হিচাপে পোহাৰিজকলে এই পিঠা তৈয়াৰ কৰি নিজৰ জীয়েকক আহৰণ কৰাও সততে দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবোৰত প্ৰয়োজন মতে ঘিউ বেছি পোৱালে গাই অহজে অনুমান কৰিব পাৰি ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা।

* ঘিলা পিঠা——

এই পিঠা দেখিবলৈ ঘিলাৰ দৰেই, সেইবাবেই ইয়াৰ নাম ঘিলা পিঠা। অন্য পিঠা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰীৰেই অলপ অকণ কৌশলেৰে এই পিঠা তৈয়াৰ কৰা হয়। আৰৈ চাউলৰ গুঁড়িত প্ৰয়োজনীয় গুড় আৰু নাৰিকল খোৱা মজা জলকৈ মিহলাই পানী দি আলি অকণ অকণ লাড়ু কৰি তাক ঘিলাৰ আকাৰ দিব লাগে। কেবাহাতো তেল গৰম হলে এইবোৰ ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগে। কিছুমানে ওপৰত তাগতে এই ঘিলাৰ গাতত খোৱা নাৰিকল

সুম্মুরাই দিয়ে। ফলত ইয়াৰ গোৱাদ বাঢ়ে।

* সুতুলি পিঠা ——

ঘিনা পিঠাৰ দৰেই এই পিঠাও আছে বা বৰা চাউলৰ গুড়িৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। পিঠাগুড়িখনিত গুড়, খোৱা নৰ্ত্তা সাচিকুটি মিহলাই পানীৰে সুতুলা আকৃতিত সাজি তাৰ ভিতৰত তিল আৰু ওৰৰ মিশ্ৰণ সুম্মুরাই দি সাজি লোৱা হয়। ইয়াৰ আকৃতি সুতুলিৰ দৰে, সেয়ে ইয়াৰ নাম সুতুলি পিঠা।

* তেল পিঠা ——

আৰৈ চাউলৰ গুড়িত গুড়, খোৱা নৰ্ত্তা সাচিকুটি দি পানীৰে অলপ ডাঠকৈ গুলি কিছু সময় থৈ দিব লাগে। কেৰাহীত তেল গৰম হলে গুলি থোৱা পিঠাগুড়ি হেতা যেখনেৰে অলপ দি ভাজিব লাগে। তেলত ভজা বাবেই ইয়াৰ নাম তেলপিঠা।

* নালপোৱা ——

সহজতে তৈয়াৰ কৰিব পৰা আৰু যিকোনো সময়তে আলহীক আপ্যায়িত কৰিব পৰা ইএক সুস্বাদু জলপান।

তেল পিঠাৰ দৰেই ইয়াক ভাজিবলৈ বৰ বেছি পৰিশ্ৰম কৰিব নালাগে। তদুপৰি পিঠাগুৰিৰ সলনি আটা বা ময়দা ব্যৱহাৰ কৰি মিঠাৰ লাইবা চেনিৰেজ ইয়াক সহজতে ভাজিব পাৰি। পিঠাগুৰি লাইবা ময়দা বা আটাত মিঠাৰ বা চেনি প্ৰয়োজনমতে মিহলাই তাত গোটিকুই মেৰা দি পানীৰে ওলনি গোলাকাৰকৈ তেজা হয়। চেনি দিয়া ওৰিখনিত পানীৰ সলনি গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ই বেছি সোৱাদযুক্তহয়।

* কলীপিঠা ——

পিঠাগুৰিত পকা কল ফেলোকি লৈ তাত চেনি বা গুড় মিহলাই গাখীৰেৰে ওলনি মালপোৱা আকাৰেৰে তেলত ভজা পিঠা-কেই কলীপিঠা বোলে।

* ভাপ পিঠা ——

ভাপ চকুত, তলত পানী উতলাই, ওপৰাংশত ধাৰাহি বা জলা বস্ত্ৰত পিঠাগুৰি দি পানীৰ ভাপত বলোৱা সকলো পিঠাই হল ভাপ পিঠা। পিঠাগুৰিৰ লগত পানী বা গাখীৰ মিহলাই তিল, নাৰিকল বা গুড় দি পানীমুৰীয়া কৰি লোৱা হয়। এই মিশ্ৰণ বস্ত্ৰত বান্ধি কৌটলীৰ মুখত দি বলালে কৌটলীমুখত দিয়া

পিঠা, চেকেলিৰ মুখত দি বনালে চেকেলি পিঠা বোলে।

* পাত পিঠা ——

মুগীয়া পিঠাৰ লগত এই পিঠাৰ প্রস্তুতীৰ আদৃশ্য আছে। মুগীয়া পিঠাৰ দৰে পিঠাগুড়িৰ লগত গাখীৰ বা পানী মিহলাই নাৰিকল বা তিল দি মুগীয়াই লোৱা হয়, তাৰ পিছত এই মুগীয়াহ লোৱা লাহু কেইটা কলপাতত মেৰিয়াই চেতলা পৰম পানীত সিদ্ধ কৰা হয়। এই পিঠাত কলপাতৰ পৰা এটা সুন্দৰ গন্ধ আছে।

* নাঙল ধোৱা পিঠা ——

আদ মাহত প্রতি ঘৰ কৃষি পৰিয়ালৰ পাচত নাঙলটো ধুই সেইবাবলৈ ভালদৰে সংৰক্ষিত কৰি থোৱা হয়। ইয়াৰ বাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানৰ বাবে যি পিঠা তৈয়াৰ কৰা হয় সেয়ে নাঙল ধোৱা পিঠা। এই পিঠা আধাৰভাগে পিঠাগুৰিৰ লগত চিনি, গুৰ বা নিমধ মিহলি কৰি চেপেটা চেপটাকৈ ভাজি কলপাতত এটা এটাকৈ মেৰিয়াই পানীত সিদ্ধ কৰি প্রস্তুত কৰা হয়।

৪. অসমৰ থুনুৱা খাদ্য আৰু ইয়াৰ খাদ্যগুণ ——

অসম প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে পৰিপূৰ্ণ এখন ৰাজ্য। অসমৰ খাদ্যাভ্যাসতো ইয়াৰেই সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ আছে। অৰ্থাৎ অসমৰ মানুহ প্ৰাকৃতিকভাৱে আহৰণ কৰা খাদ্যৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। এই প্ৰাকৃতিকভাৱে আহৰণ কৰা থনুৱা খাদ্যসমূহৰ আকৌ খাদ্যগুণ অপাৰ। অসমীয়া পৰম্পৰাগত থনুৱা খাদ্যসমূহ খুবেই স্বাস্থ্যসম্মত তথা সহজলভ্য আৰু সুলভ। লগতে প্ৰায়ভাগ খাদ্যৰেই ঔষধি গুণো আছে। পৰিজাত আৰু ঢোল জলকীয়াৰ গুণৰ কথা গোটেই বিশ্ববাসীয়ে জানে। আজি মনে কৈইবিধমান খাদ্যৰ খাদ্যগুণ তথা ঔষধি গুণাগুণৰ বিষয়েই নিৰীখবলৈ লৈছোঁ। অসমৰ প্ৰায় সকলোবিধ থনুৱা খাদ্যৰে বহুতো এনে স্বাস্থ্যসম্মত গুণাগুণ আছে। আজি ইয়াত তিনিবিধ অসমীয়াৰ বিশেষ খাদ্যৰ খাদ্যগুণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম।

জীমকল খাবলৈ ভাল। নিশ্চয়কৈ জীমকল লোকোৱা অসমীয়া নোলাবই। আজি জীমকলৰ গুণাগুণ আৰু পৰিপোষক

তত্ত্ব বিষয়ে কব খুজিলোঁ। অসমত অতীজবে পৰা প্ৰাকৃতিক-ভাবে পোৱা সৰিহ অন্যতম প্ৰজাতিৰ কল হৈছে জীমকল।
জীমকলৰ উপকাৰিতা অপৰিসীম। ই সৰিহ উৎকৃষ্ট শিশু খাদ্য। জীমকলে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। জীমকলত খুব শক্তিশালী ৰূপে মেদ-ব্ৰিডেষ্টৰ গুণো পোৱা যায়। জীমকলত কেলচিয়াম, নাইট্ৰ'জেন আৰু ফলফৰাছ থাকে, যিয়ে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়োৱাৰ লগতে শৰীৰৰ নতুন কোষ গঠন কৰোতে সহায় কৰে। জীমকলত প্ৰটীন, বিভিন্ন মিনাৰেল আৰু ভিটামিনো পোৱা যায়। আমাৰ দেহত হোৱা বিভিন্ন ৰোগ যেনে — গাঁঠিৰ বিষ, পেহনী আৰু হৃদৰোগ আদিৰ বাবেও জীমকল উপকাৰী। জীমকলত সূক্ষ্মৰ পৰা সূক্ষ্মতম পোষক তত্ত্বও পোৱা যায়, যি শৰীৰৰ বাবে খুবেই উপকাৰী। জীমকলৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কথাকেইটা হ'ল যে ইয়াত কেলৰিৰ মাত্ৰা একেবাৰেই কম, লগতে ই লগতে সহজলভ্য আৰু সুলভ মূল্যৰ।
'খাৰ মোৰা অসমীয়া' বুলি যিয়াৰ কথা আছে নহয়, সেয়েই জানো। প্ৰতিঘাঁচে পৰিপূৰ্ণ অসমীয়া খাদ্যৰ আৰম্ভণি হয় খাৰৰ পৰাই

আজাৰে। কলাখাৰো প্ৰস্তুত কৰা হয় বিয়কলৰ বাকলি পুৰি নহলে গছজোপাৰ গা-গছ অংশ পুৰি আই কাঁহি। সেই আইৰ পৰা নিগাঁহি ওলোৱা পানীকেই বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি যেনে আমিজা, শোৱালি ফুল, আঁহোমাহৰ দালিৰ লগতো মিহলি কৰি উপাদেয় ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰা হয়। কলাখাৰে হজমজনিত সমস্যা সমাধান কৰাৰ লগতে পেৰে সকলো বাহ্য পদাৰ্থ নিষ্কাশন কৰে। গাঁৱে-ভূঞে সতিয়াও কলাখাৰক চুলি আৰু কাপোৰ ধুবৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰে। কলাখাৰত পাকীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু-সুৰা ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা থকাৰ লগতে কেঁচা-মিঠা সহজে উকুৱাবৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। কলাখাৰ পেৰে বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময়ত উপযোগী। যেনে ধৰক বৰ্তমান সময়ত প্ৰায়ভাগ মানুহৰে থকা সাঁচিটীৰ সমস্যা-সেই সমস্যাত কলাখাৰ বিশেষভাৱে উপযোগী। কলাখাৰে হজম শক্তি বঢ়োৱাৰ লগতে অৰুচি বা আজোক লগা বন্ধ কৰিব পাৰে। আনকি বৃক্কত হোৱা পাথৰৰ সমস্যা আৰু

পানী লগা, কাহ হৈ যাত আহি যোৱা, উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যা আছিতো কলাখাৰে ঔষধৰ দৰে কাম কৰে।

সৰিয়হ আহোঁ পিঠাগুড়িৰ কথালৈ। পিঠাগুড়ি সজনীয়া জলপানৰ এক প্ৰধান আঁধাৰণত মেৰ্দৰণৰ কৰা আটা বা ময়দাৰ তুলিত পোৱা যায়। পিঠাগুড়ি সেই গলুটেন সেৱন কৰিলে এলাৰ্জীৰ দৰে সমস্যা হয়, পিঠাগুড়িত সেই সমস্যা নাই। পিঠাগুড়িৰে লুটীৰি প্ৰস্তুত কৰি শিশুসকলক বা বৃদ্ধীয়া লোকসকলক খাব দিয়া হয়। পিঠাগুড়িত থকা আঁহজাতীয় ওপৰ বাবে হ'ল ত্যাগ প্ৰক্ৰিয়া সুদৃঢ় কৰি তোলে। ই হজমতো সহায়ক। লগতে পিঠাগুড়িয়ে তেজত সৃষ্টি হোৱা কলেষ্টেৰলৰ মাত্ৰাও হ্ৰাস কৰে। পিঠাগুড়িত উচ্চ পৰিমাণত ডিগামিন বি পোৱা যায়। পিঠাগুড়ি হজম কৰিবলৈও সহজ।

পৰিশেষত: শিশু-স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে ভীমকল আৰু পিঠা-গুড়ি কিমান উপকাৰ সেই বিষয়ে এজন শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ আৰু অন্যান্য খাদ্য পৰিষ্কাৰ বিশেষজ্ঞক সোধা হোৱা।

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ অমিত মোহান্তর মতে জন্মর সম্পূর্ণ হোৱা শিশুৰ বাবে জীয়কল আৰু পিঠাগুড়ি খুবেই উপযোগী খাদ্য। খাদ্য পুষ্টি বিশেষজ্ঞ মিতালী দুৱাৰাৰ মতে বাঢ়ন্ত শিশুৰ বাবে জীয়কল আৰু পিঠাগুড়িত থোৱা পুষ্টিদায়ক মৌলসমূহ খুবেই দৰকাৰী।

উপৰিউক্ত বিভিন্ন খাদ্যৰ গুণাগুণ সম্পর্কে লিখিলোঁ, তেই খাদ্যসমূহৰ গুণাগুণ আৰু বহা বজাৰত খুব সহজতে উপলব্ধ কিছু খাদ্যসামগ্ৰী হৈছে—

১/ আমাম মিশ্ৰ চাউল আৰু জীয়কলৰ সেই মিশ্ৰণৰ যোগেদি ৫ মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৫ বছৰীয়া শিশুৰ অপুষ্টিজনিত ৰোগক বাধা দিব পাৰে। ইয়াৰ লগত মগু দাইল, তিল আৰু বাদামৰ গুঁড়ি মিহলাই খাব লগত প্ৰয়োজনীয় সকলো খনিজ দ্ৰব্য আৰু ভিটামিনো উপলব্ধ আমাম মিশ্ৰত।

2/ আমাম জীয়-গাখীৰ, চাউল গুঁড়ি আৰু জীয়কলৰ গুঁড়িৰে প্ৰস্তুত কৰা সেই মিশ্ৰণ ৫ মাহ পাৰ কৰা

সকলো শিশুৰ বাবেই এক উপযোগী খাদ্য। এই মিশ্রণ আনকি গৰ্ভৱতী মহিলা, কিশোৰী আৰু বৃদ্ধৰ বাবেও উপযোগী। আয়ৰণ জীয়ত আইডিন, জিংক, কেলচিয়াম আৰু অন্যান্য খনিজ পদাৰ্থৰ লগতে ১২ বিধ ভিটামিনো পোৱা যায়। এই মিশ্রণত সৌ শিশুৰ দেহত দৈনিক প্রয়োজন পূৰণ হয়।

৩/ ফিট জীম - এইবিধ খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত কৰা হয় জীমকলৰ গুড়ি, পিঠাগুড়ি আৰু গাখীৰৰ মিশ্রণেৰে। ১২ বছৰৰ ঊৰ্ধ্ব শিশুৰ বাবে প্রয়োজনীয় সকলো পুষ্টি-কাৰক দ্রব্যই ফিট জীমত উপলব্ধ।

৪/ কলাখাৰ - কলাখাৰৰ গুণাগুণ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰা হৈছে।

উপৰিউক্ত আটাইবোৰ খাদ্যসামগ্রী বৈজ্ঞানিকভাৱে পৰীক্ষিত আৰু সকলোবিধ খাদ্যৰ মিশ্রণতে উল্লিখিত প্রাকৃতিক খাদ্যসমূহৰ সকলো গুণাগুণ উপলব্ধ।

৩. অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰৰ লগত জড়িত লোক-বিশ্বাসত খাদ্য।

ব্যক্তিগত অনুভৱৰে পৰা কথা কওঁ, হয়তো গোটে সমগ্ৰ ভাৰতৰ তিতৰত অসমীয়া হলে সেয়া জাতি যি খাদ্য সম্ভাৰত সকলোতকৈ চহকী। আপুনি ভাৰতৰ কোনো এটা জাতিৰ নাম কওঁকচোন যি অসমীয়াই খোৱাৰ দৰে নানান খাদ্য উপকৰণৰে চহকী!

অসমীয়া পিঠাই হেনো অৰ্দ্ধ-শতাধিকতকৈ বেছি। কতনো কি পিঠা ঔ!! নাৰু আছেই, জলপাহা ভাগে-ভগে আৰু যে কত কি! আৰে খাবৰ বাৰে অসমীয়াই বিশেষকৈ গোটা বিহুৰেই পালন কৰে।

অৱশ্যে কোনোৱে ক'ব পাৰে যে, মাঘৰ বিহ দৰাচলতে অগ্নি পূজাৰ সতে জড়িত কিন্তু কথাহন অগ্নিপূজা মাঘৰ বিহৰ জৈতে আৰ্য সংস্কৃতিৰ সংযোজন আৰু আমি সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদানৰ যুগৰ অতিজতেই সেই পৰম্পৰাকো আপোন কৰি লৈছো।

সি-যি-কি-নহওঁক, ভোগালী বুলিলেই কিন্তু জুতিলগা অলেখ খাদ্যৰ সমাহাৰ। আপোনাৰ কি হয় নাজানো, ভোগালী বুলিলে সময়ে অলপ হে- অহে নাগে।

আহে নালাগিবনে! মানুহৰ পেটহে, কটিয়াই খোৱালে মুখত তলা-চাবি লগাই যব নোৱাৰো নহয়। কিমান খাব... আমনি লাগিলে ইযৰ-সিযৰ মুৰোতে খোৱাৰ কাৰণে খাতিৰ নাই। নাখাবি? খাবই নাগিব। ইফালে যৰৰ খোৱাই বিচনাত জিৰণি লোৱা অৱস্থা কৰেই তাতে আকৌ.....

পিছে মাঘ বিহুৰ অসমীয়া বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰৰ সতে জড়িত হে আছে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস। মাঘৰ মূল আকৰ্ষণ হাৰনি যৰৰ ভোজভৌলৈকে যদি চাওঁ ততো কিছুমান লোকবিশ্বাস চকুত পৰিব।

অসমৰ বিভিন্ন স্থানত এই কথা বিশ্বাস কৰা হয় ভোগযৰত সন্তান প্ৰাপ্তিৰ বাবে যদি স্নানৰে ভোগ দি আশীৰ্বাদ লোৱা যায় তেন্তে দম্পতিৰ নিজৰো সন্তানৰ আগমন ঘটে। আকৌ যিসকলৰ সন্তান জন্ম

হেঁজে বাৰে-বাৰে মৃত্যু মুখত পৰে সেই সকলেও সেই ভেনা ঘৰত ভোজ দি আশীৰ্বাদ ললে সু-ফল পায় বুলি বিশ্বাস কৰে। এইখিনিতে সেই কথা উল্লেখ কৰি যোৱা জেল হব যে অসমীয়া সাংস্কৃতিত ভেনা ঘৰ আৰু জৌজি ঘৰক পবিত্ৰ গণ্য কৰা হয়। বাইজে ভেনা ঘৰত নাম-কীৰ্তন কৰি মাহ-প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে আৰু ভেনা ঘৰৰ বাহিৰৰ চোতালত ভোজ-ভাত খাই। আনহতে আকৌ জৌজিক কোনো-কোনোৱে ডাঙৰীয়ৰ চিতা বুলি গণ্য কৰে। ভেনা-ঘৰ, জৌজি-ঘৰক লৈও কিছুমান লোকবিশ্বাস আছে। কিহৰ বিনা সমস্যা পুৰাতে গা তিয়াই জৌজিৰ জুইত অগ্নি পূজা কৰি সেই জুইতেই মোৱা আলু পুৰি উপস্থিত সকলে খাই। অগ্নি পূজাত এই মোৱা আলুৰ লগতে গোটা কৰাই, তিল পিঠা, ঘিলা পিঠা আদি বিহৰ নিৰামিষ খাদ্য-সম্ভাৰ মন্ত্রোচ্চাৰণে অগ্নি সদন কৰি বাইজে অগ্নিক তেজ জনাই। মাঘ বিহু বুলিলেই সমগ্র অসমতে গোটা-কৰাই খোৱাৰ নিয়ম প্রচলন হে আছিল। গোটা-কৰাই হেঁজে তিল, গোটা মাঘ, কোমল চাউল তেলত

জীজি তাত নিমধ দি প্রস্তুত করা প্রবিধি জুতিলগা নিশ্চয়। বিহুর দিনা ইয়াক পোরা মোরা আলুবা ভজা কাঁঠআলুর সঙ্গেও খোরা হয়।

প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুসারি মাঘ বিহুত কাঁঠআলু নাখালে পরর জন্মত গাহরি হব লাগে বুলি প্রচলিত এটি কথা আছে।

দক্ষিণ কামরূপ অঞ্চলত আকৌ মাঘ বিহুর দিনা প্রত্যুষতে মৌ খোরার এটি নিয়ম আছে। বিশ্বাস করা হয় এই বিশেষ দিনটোর ব্রহ্মমুহূর্ত পুরাতে মৌ খালে বছরটো মধুময় হয়। আমার নপাঁবুর ফালনে এই নিয়ম অবশ্যে নাই বুলিলেও ভুল কোরা নহব।

তেনেদরে অসমর দুরন বিশেষে মাঘ বিহুত "মাঘী পইঁতা" খোরার নিয়ম সৌতে প্রচলিত। পঁইত হোতর ঔষধী গুণ গীতিয়া বৈজ্ঞানিক ভাবেও যে স্বীকৃত সেয়া আমি সকলোরে জানা। অসমর কোনো-কোনো লোকবিশ্বাস কৰে মাঘর বিহুত নইতা গাত প্রচুর শক্তি দিয়ে। সেই টিকা বাবাবে কোরা হৈছে যে "পুহত বাঘি মাংত খায় বাঘর সমান বল পায়।"

সেইদৰে অসমৰ কোলো-কোনো জনগোষ্ঠীয়ে মাঘ বিহুত হাঁহ কাঁহৰ লগত আমৰীলি পকৱাৰ কথা আজি ধোৱা নাই। নিয়ম পৰম্পৰাগত ভাবে প্ৰচলি আছিলে। বিশেষকৈ বিহু ঘুলি আয়োজন কৰা কথা যুঁজৰ পাতত হাঁহ কাঁহৰ ভিতৰৰ অংশৰ সতে আমৰীলি পকৱাৰ কথা আজি সেই সু-স্বাদু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয়। যৌন শাউ বৃদ্ধিৰ বাবে সেই খাদ্য সেই মাঘ বিহুত ধোৱা দেখা যায়। পিঠা সম্বহৰ ভিতৰত তিলপিঠা মাঘ বিহুত প্ৰতি ঘৰ অসমীয়াৰ ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা এবিধ জনপ্ৰিয় পিঠাৰ নাম। ৰাঙলি বিহুত এই পিঠা বনাব নোপাই ঘুলি বহুতে ভাবে যদিও মাঘ বিহু ঘুলিলেই তিলপিঠা নবনালে কিন্তু বিহুৰ খাদ্য সম্ভাৰ যেন অবিকল্প হৈ পৰে। উল্লেখ কৰি যাওঁ, মস্ত-মাংসৰ সকলো প্ৰকাৰ শাউ বৃদ্ধিৰ বাবে তিল খুবেই উপকাৰী লগতে ২ ওষধি গুণ যুক্ত।

মাঘ মাহৰ লগতেই আচলতে বিভিন্ন খাদ্যৰ বিশেষ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি অহা হৈছে। অৰু পুৰুষৰ বচনত তেনে কিছুমান উল্লেখ মানুহৰ মুখ আগতি প্ৰচলিত।

তেনি এই ভাবে বলব মতে:

"পুরত কম, মাহত জল

তাক ধানে পাবা বল।"

৬.০০: সামৰণি :

একল্প পত্ৰ হিচাপে মই বাছি লৈছিলো অসমৰ খাদ্যসম্ভাৰ। অসমৰ খাদ্যৰ ভিতৰত আছে-- অসমৰ বন্যুৱা খাদ্য ইয়াৰ খাদ্যগুণ, ভৈগানী বিহু পিঠা, লোক-বিশ্বাসত খাদ্য আৰু পতংগ খাদ্য এই সমূহৰ বিষয়ে মই একল্প পত্ৰটোত সৰু ধাৰণা প্ৰস্তুত কৰিছো অসমৰ খাদ্যসম্ভাৰ বিষয়ে এই একল্প পত্ৰটোত আলোচনা বা আভাস দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো।

অসমৰ খাদ্যসম্ভাৰ বিশ্বদৰবাৰত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈ আছে যেনে অসমৰ খাৰ, মাহ কৰাই ইত্যাদি।

৬.১ : গ্রন্থপঞ্জী

১/ Google — https://as.m.wikipedia.org/wiki%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE_%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF

2/ https://as.vikaspedia.in/education/9859b89ac9f096b9329b89cd9959c39a49bf/9859b89ae9c09af9bc9bE9969be9a69cd9af-9b89ae9cd9ad9bE9f0

৩/ Google — https://niyomiyabarta.com/swasthya-barta/assamese-food-and-its-nutritional-value/

৬.2 সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১| Google — https://as.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B0_%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE

2| Google — https://as.vikaspedia.in/eduction/985968--9ae 9f09b8929b89 cd9959c391a49bf/985968 9ae 9c09 af 9bc 9be 9969be9a69cd 9af 9689 ae 9cd9ad9be 9f0

3/ Google — https://niyomiyabarta.com/swasthya-barta/assamese-food-and-its-nutritional-value/

৬.৩ সমন্বয় সভা :

ক্রমিক নং	পেশা	ঠিকানা
১। ডঃ অনুপমা রায়	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর
২। ডঃ আরমা ইয়াসমিন	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর
৩। চন্দ্রানী দেবী বর্মন	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর
৪। সুজিত দাস	শিক্ষক	লক্ষীপুর
৫। বাজু সাহ	শিক্ষক	লক্ষীপুর

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- অসমৰ কুটিৰ শিল্প ।

তত্ত্বাবধায়ক –
ড° অনুপমা বাহা

দাখিলকর্তা-

নাম ঃ- ছোহেল হাছান

শ্রেণী ঃ- স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নং ঃ- UA-201-101-0129

পঞ্জিয়ন নং ঃ- 20023123

শ্রেণী ৰোল নং ঃ- 189

তাৰিখ ঃ- 15-05-2023

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Axomar Kutirshilpo"** submitted by SOHAIL HASSAN. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক মহলাৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক অসমীয়া প্ৰবিন বিষয়ৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এখনি প্ৰকল্প প্ৰবন্ধ প্ৰস্তুত কৰি জমা দিব লগে। সেই বিষয়ৰ বাবে আমাক বিভাগীয় ভৰ পৰা বিষয় বাছনি কৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰকল্প-প্ৰবন্ধ সম্পূৰ্ণ কৰি তৈয়াৰ সকলো দিশতে আমাক লক্ষ্মীপুৰ মহাবিদ্যালয় অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সকলে আৰু ইমাৰ লগতে মোৰ বন্ধু বৰ্গ সকলে সহায় সহযোগিতা যোগ বঢ়ায়।

মোৰ প্ৰকল্প পত্ৰৰ মূল বিষয় আছিল অসমৰ কুৰি শিল্পৰ ওপৰ চমু আলোচনা

বিষয়টি অধ্যয়ন করিবার বহুত বিভিন্ন-মুখী দিগন্তপ্রসারিত। আর আমার গাউঁর মুঁয়া কথা-আইতথ মুখি-পুনর করার লিয়ত তার বথা তথ্য সংগ্রহ করি বর্মাতে বর্মাগ্রেক করা হৈছে। এই বিষয় বস্তু বোর সহজ সরল ভাবে প্রকাশী করার চেষ্টা করিছু।

এই প্রকল্প পত্র কামটো সম্পূর্ণ করার বাবে তত্ত্বধায়িকা অধ্যাপিকা শ্রী ও অনুপমা বড়া বরিদেউ লে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলো।

মুখার নগাও আমার গাউঁর মুঁয়া কল-অঞ্চল আর তার নগাও সব বন্ধু-বান্ধবীর কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন করিলো।

সংক্ষিপ্ত রূপ

পূর্ব্বা = পূ

দুপর = দু:

দুইত = দু:

আদি সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার হয়।

সাংকেতিক চিহ্ন :-

মনযা ইমাতে' সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে।

[redacted] = [redacted] [redacted] = [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted]।

আদি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার হচ্ছে।

— সূচীপত্র —

বিষয়: পৃষ্ঠা নং:-

- প্রথম অধ্যায়: অবতরণিকা
  - ১.১. আলম্বুশি বা বিষয় বস্তুর পরিচয় — ০১-০৩
  - ১.২. অধ্যয়নের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য — ০৪-০৫
  - ১.৩. অধ্যয়নের পরিসর — ০৫-০৭
  - ১.৪. অধ্যয়নের পদ্ধতি — ০৮-০৯
- দ্বিতীয় অধ্যায়: মূল বিষয়ের আলোচনা
  - ২.১ অজন্তার কুটীর শিল্প — ১০-২৪
- তৃতীয় অধ্যায়: বিভিন্ন কুটীরশিল্প বিষয়ে চমু আলোচনা
  - ৩.১. বয়ন শিল্প — ২৪-২৭
  - ৩.২. অজন্তার কাঁহু শিল্প — ২৮-৩৫
  - ৩.৩. বাঁহু আরু বেত শিল্প — ৩৫-৩৮
  - ৩.৪. ধাতু শিল্প — ৩৯-৪২
  - ৩.৫. মৃৎ শিল্প — ৪৩-৪৯
  - ৩.৬. কাঠ শিল্প — ৫০-৫২
- চতুর্থ অধ্যায়: উপসংহার
  - ৪.১. সামৰণি বা মন্তব্য — ৫৩-৫৬
  - ৪.২. পাদটীকা — ৫৭
  - ৪.৩. সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জী — ৫৮
  - ৪.৪. সন্মানদাতা — ৫৯

আৰম্ভণি : ৯১নুকি অৰ্থাৎ ঘৰতে নিজ হাতে সাধাৰণ ভ- সজুলিৰে বস্তু উৎপাদন কৰা শিল্প কাৰ্যক কুটিৰ শিল্প বোলে। কুটিৰ শিল্পত শোনো বস্তু তৈয়াৰ কৰিবলৈ মূলে সময় বেছি লাগে, পৰিশ্ৰমো বেছি হয়, সেয়ে কুটিৰ শিল্পৰ ঠাইত বৰ্তমান যন্ত্ৰ শিল্পই অধিকাৰ কৰিছে। যন্ত্ৰ শিল্পৰ দ্বাৰা অতি অকল্পীয়া সময়ৰ ভিতৰতে সৰহ উৎপাদন কৰিব পৰা যায়। পৃথিৱীৰ উন্নত দেশত আজিকালি প্ৰায় সকলো প্ৰকাৰৰে যন্ত্ৰৰ সহায়ত কৰা হয়। কিন্তু অনগ্ৰসৰ আৰু অনুন্নত দেশসমূহত এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে যান্ত্ৰিকীকৰণ হোৱা নাই আনহাতে যন্ত্ৰ শিল্পৰ বিদ্যমান ৰূপৰ অপকাৰো আছে। বিশেষতঃ হাতৰ বৃত্তিয়াল লোকৰ বৃত্তি লোপ পাই

নিশ্চয়তা কল্প। যন্ত্র শিল্প স্থাপন করিবলৈ হলে যথেষ্ট পরিমাণৰ ধনৰ আৱশ্যক, যি নাথেৱা লোকে হয়তো কৃষিৰ ওপৰত, পতিয়ে মন্ত্র শিল্পই ধনীক আৰু কৃষিজীবী সমাজত শ্রেণী-বৈষম্য সৃষ্টি কৰে। এই কাৰণে লগ্য কৰি আজিকালি উন্নত দেশবোৰতে কৃষিক শিল্পৰ উদ্ভৱত প্রাধান্য দিয়া হৈছে। জাপান আদি দেশত কৃষিত বিজ্ঞানিক কৌশলী প্রয়োগ যদি বৃহৎ শিল্পৰ প্রতিদ্বন্দ্বী কৰি তুলিছে। আমাৰ ভাৰতবর্ষ এখন কৃষি প্রধান দেশ। ইয়াৰ অধিকাংশ লোকেই প্রায়ে কাজ কৰে। কৃষি-কর্মত লগতে শিল্প-কর্মৰো ব্যৱস্থা থাকিলে আজিৰ সমস্যৰ সদ্ব্যৱহাৰ লগতে দুর্গতি

আমো কাৰিব পাৰি। সেই মহাত্মা গান্ধীয়ে পোনতে আমাৰ দেশৰ বুটিৰ শিক্ষা আৰু প্ৰাথোদ্যোপৰ প্ৰতি লোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। প্ৰকৃতিৰ নুমলী জীয়াৰী অসমী অহিংসা ঘৰেই সৃষ্টি-কৌশলৰ সকলো মহিমাৰে মণ্ডিতা মনোৰমাকে সৃষ্টি কৰিছেই এবা নাই, অসমীয়াক প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ সকলো সম্ভাৰেৰে ঐশ্বৰ্যশালী কৰিও সৃষ্টি কৰিছে। সেয়েহে ৰামায়ণ-মহাভাৰত যুগৰপৰাই অসম-কামৰূপ ঐশ্বৰ্য আৰু কলা-সংস্কৃতিৰ অফুৰন্ত ভাণ্ডাৰৰূপে পৰিগণিত হৈ আহিছে। শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰতো অসমৰ খ্যাতি এসময়ত বে-ৰে আছিল। কিন্তু কলৰ কুটিল গতিত আজি অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে অতিকৈ পিছুপৰা ৰাজ্য।

অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য :১.২.

অধ্যয়নৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ল এই যে অসমৰ বুটিৰ শিল্প প্ৰাচীন কালৰে পৰা চলি আহিছে। প্ৰাচীন হ'লে ইয়াৰ ইমান উন্নত হোৱা নাই বুলি জনা যায়। কিন্তু অসম ৰাজ্যৰ তন্তুৰ শিল্প উদ্যোগৰ ক্ৰমৰ উন্নতি কল্পনা আৰু এই শিল্প উদ্যোগ মানুহে যাতে অধিক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু অসমৰ বুটিৰ শিল্পক অপৰাত গুৰুত্ব দিয়ে। ইয়াৰ উপৰিও এই অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য পোৱা যায়। অসম ৰাজ্য অনুযায়ী এই শিল্প উদ্যোগে যে অৰ্থনৈতিক নিৰ্দৰ্শন দাঙি ধৰিছে তাৰ কাৰণে এই

অধ্যয়নত কৰা হ'ল। এই অধ্যয়নৰ জৰিয়তে যাতে অসমক ধৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে জাদুঘৰৰ সৃষ্টি হৈ সকলো সম্প্রদায়ৰ মানুহে এই শিল্প জৈসকি নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্রত সুস্থ পৰিবেশ ~~পৰিচালিত~~ প্রণালিত কৰিব পাৰে। এয়ে মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য।

১.৩. অধ্যয়নৰ পৰিসৰ

অধ্যয়নৰ পৰিসৰ বুলিলে অধ্যয়নত কি কি পোৱা যায় সেইবোৰতে ~~ও~~ তাকে বুজোৱা হয়। অসম ৰাজ্যৰ অঞ্চলত অসমৰ কুটীৰ শিল্প ব্যৱহাৰ আৰু উৎপাদনৰ অধ্যয়ন কৰি পাওঁ যে এই শিল্প চৰ্চাসমূহ অনুমান প্রায় ৪০০/৫০০

বহুত আগত মানুহে বিভিন্ন নির্মান কাৰিগৰি
হাতত লৈ, মুগা, পাট, কপাহী আদি বয়ন
শিল্প, কাঁহ-পিতলৰ নানাবিধ বাচন তৈয়াৰী
শিল্প, কাঠ-শিল্প, বেত, বাঁহৰ শিল্প,
মাটিৰ বাচন তৈয়াৰী শিল্প, সোণ ৰূপৰ
অলংকাৰ শিল্প, লোহা-শিল্প, পাথৌ-শিল্প
মূৰ্তি, ভাস্কৰ্য-শিল্প আদিয়ে সজায়।
এই শিল্প বোৰ সাধাৰণতে গাঁও অঞ্চলত
বেছি ভাগ দেখিবলৈ পোৱা যায়।
এই শিল্প উদ্যোগৰ প্ৰতিও মানুহে
নিৰুদ্যোগী কৰি আহিছে। এই মন্ত্ৰিসভাৰ
শিল্প উদ্যোগ লক্ষ্য ~~কৰি~~ কৰা হৈছে।
আমাৰ এই তথ্য ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস

প্রকৃতিক সৌন্দর্য্য আর ঐতিহ্যমন্ডিত সজ্ঞদেরে পরিপূর্ণ এখন শিল্প উদ্যোগ প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আর ভাস্কর্যশোভিত পাশ্চাত্য আসল বুদ্ধিজীবি কলা, সংস্কৃতি আর বিশ্বের দিগন্তের ওপরেও আলোকপাত করে। যেসমস্ত কুশলি শিল্প যোগ উদ্ভাবেশের যোগ আমি বিভিন্ন বা বহুত শিল্প আছে। মন কবির লগীয়া কথাটো হল সর্বশেষরি জাতীয় চেতনা জগাই তুলি, জাতীয় ঐতিহ্যর প্রতি আগ্রহশীল কবি তুলি শিল্পিতে মুহূর্তজনক শিল্পপ্রাণ কবি তোলার জাতীয় ব্যবস্থা হ'ব লাগে। যাতেকৈ কবির পাবিন জাতির মুটিত - শিল্পসমূহর উন্নতি হয় আরু বিভিন্ন সমস্যা সমাধানর পথ প্রশস্ত হয়।

অধ্যয়ন পদ্ধতি : ১.৪ :—

অসমর সুদি শিক্ষত অধ্যয়ন পদ্ধতি বোৰ পৰেছুৱা সময়ে যেতিয়া বাইজেই যে লোক এই প্রবন্ধসমূহ ৰ বিষয়ে লিখিব লৈছিল তেতিয়া সেই প্রথমতে আমাৰ ঘৰ অঞ্চলত প্রচাৰ কৰা আইজাৰ তেওঁ লে হৈছিলেৰ। তেতিয়া মোক তেওঁ জোৰ কৰাধিনি লৈছিল আৰু আৰু মোৰ বহু বোৱক লগত নিমাখী কৰাই দিছিলে। আনহাতে সেই-মোৰ প্রবন্ধৰ পত্রৰ বিষয় অধ্যায়ন কৰি তথা প্রমন কৰি প্রমন্ন কাৰে তথাপি সফলতাৰে ওৰাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পৌছিলো।

তার পরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করি
করি আমি অসমর দুটি শিল্প বিষয়ে
লিখিছো। আর অধিক জানিবলে
আমার পাঠ এজন শিক্ষকর গ্রন্থ
সহ শিক্ষণ জন্যে এনক
অসমর দুটি শিল্পর ইতিহাসর
বিষয়ে ভাল ভাবে বুজাই দিছে।
মই বিভিন্ন কিতাপ, আলোচনী
বিভিন্ন গ্রন্থ আদি, পুথিরপরা, সহায়ত
প্রবন্ধটিত প্রস্তুত করা হৈছে।

২.১. অসমৰ কুটীৰ শিল্প :- অতুল ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ বাবে যেনেকৈ অসম গোৱৰ ৰুলি খ্যাত হৈছিল, তেইদৰে কুটীৰ শিল্পৰ বাবেও অসমৰ নাম সদৌ ভাৰততে বৰ্জনাই হৈছিল। কুটীৰশিল্পতেও অসমে প্ৰদীয়া আসন দখল কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। এৰী, মুগা, পাট, কপাহী আদি বয়ন শিল্প, কাঁহ-পিতলৰ নানাবিধ বাচন তৈয়াৰী শিল্প, কাঠ-শিল্প, খেত, বাঁহৰ শিল্প, মাটিৰ বাচন তৈয়াৰী শিল্প, হাতীদাঁত শিল্প, গোপ কাপৰ অলংকাৰ শিল্প, লোহা-শিল্প, পাটী-শিল্প, ছুপাতি, ডাখৰ্ম - শিল্প, আদি এশ পৰুৰি কুটীৰ শিল্প, অসমৰ বুকুত গজগজীয়া হৈ আছিল আৰু অসমক স্বাৱলম্বী কৰি তোলাত লগতে স্বয়ং- সম্পূৰ্ণ

কবি তুলিছিল। আহোম কালখণ্ডটোই বয়ন শিল্পত অসম ভাৰত বিখ্যাত আছিল। অসমৰ পাট-মুগাৰ ছাঁ-তে সুতাকোঁয়া মুহিতে লুকোৱা জাজে এসময়ত দিল্লী-আগ্ৰাৰ মোগল হেঁমসমূহৰ আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছিল। বৰপেটৰ অঞ্চলৰ পাটৰ কাপোৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তঞ্চাৰবানত বিষ্ণুৰ পাট মুনন সৰ্বজনবিদিত এক গৌৰৱময় অধ্যায়। অসমীয়া চোৱালীয়ে কাপোৰ বৰ নজনাটো এসময়ত বৰ লাজৰ কথা আছিল, তেনে চোৱালীয়ে গ্ৰহণী নাম পাইছিল, অসমৰ জীয়ালী-বোৱালী সকলোটি বয়ন-শিল্প এনে

কাজী আছিল যে বাতিৰ বিজ্ঞপ্তি
কথাহ লৈছিল, মুঠতা কাটি কাপোৰ যে
উলিয়াই পিছদিনা পুৱা গৃহস্থক, লো-
নাটিক হাট কাপোৰ বিক্ৰীই যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ
গাজু কিবি পঠাইছিল। এনে কাহিনীও
কম নোহা হৈছিল। এই কৰণ যাব
নাহে থকিয়ে ভেঙে অজেয়, অপৰাজেয়
অসমীয়া শিপিনীয়ে কাপোত তোলা
ওমকা-যুনীয়া ফুল বানিকে দীঘিপজস্থিত
মহামনয় মহাথা গাধীয়ে কৈছিল, 'অসমীয়া
শিপিনীয়ে কাপোৰত পৰীৰ মুৰুলি ৰচনা
কৰে।" অসমীয়া পাট, মেজাংকৰী,
কিংখাপ ভাৰতৰ ইমৰৰবৰষা শিল্পীৰ

ভীষণী - বোমাটীসকলক চমক লাগাইছিল।
১৯২৬ চনত পাণ্ডুত বহা কংগ্রেছ
মহাসভাৰ মণ্ডপ নগাঁত জিনাৰ বাহা,
বালপুজীয়া মাৰিগাঁও আদি অঞ্চলত
তেওঁৰ হোৱা কথাখি কাণোৰেৰে এনে
মনোমোহাকৈ সজোৱা হৈছিল যে, সমগ্ৰ
ভাৰতৰ নেতাসকলে অসমীয়া শিল্পীৰ
বহল নৈপুণ্য দেখি চমৎকৃত হৈ ভূয়সী
প্ৰশংসা কৰিছিল।

কাঁহ-পিতল শিল্প বাবেও অসম এসময়ত
ভাৰতবিখ্যাত আছিল। ৰহাৰ কঁহৰ
বাচনৰ খ্যাতি সমগ্ৰ অসমতে ৰৈ-ৰৈ
গৈছিল। হাজো, সৰ্থেবাৰী অঞ্চলে

আজিও অতীতৰ ঐতিহ্য কিছু পৰিমাণে বঙ্গা কৰি অসমৰ নাম জিলিকাই ৰাখিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ কাহ-পিতলৰ বাচন-বৰ্তন, শৰাই আদি আজিও সম্মানৰ সামগ্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছে।

কাষ্ঠশিল্পত অসমীয়া জাতিৰ গৌৰৱ বাহন। নানাবিধ, আসনকঁগন আদিৰ বাহিৰেও অসমীয়া শিল্পীয়ে তৈয়াৰ কৰা বৰীৰ সিংহাসন, বিষ্ণুমূৰ্তি অন্যান্য মূৰ্তি, নানাবিধ মুখা, অন্যান্য আহোৰণত্ৰ আদিৰ যথেষ্ট সমাদৰ সমাজত আছে।

বাঁহ-বেতৰ আৰোৱ-পত্ৰ, নিত)-নৈমিত্তিক কৰ্মসমূহ পাচি, ধৰাচী, চেলা, চালনী, মাছ-মৰা জাঁজুলি জাকৈ, পলু, জুলুকি চৌপ, দলঙা, দিঙৰী আদি অসমীয়া সমাজত প্ৰচীনতম বস্তুসমূহ প্ৰচলিত আছে। আজিকালি বাঁহ-বেতৰ চকী, টেবুল আদিও সমাজৰ আদৰৰ বস্তু। এসময়ত ফুলামতে তৈয়াৰ কথা সৰুদেমা, বৰদেমা জাপিৰ অতি আদৰ আছিল আৰু অভিজাত শ্ৰেণীৰ মহিলাসকলেও অলে-ভলে গলে এই জাপি সমূহেৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আজিকালি অৱশ্যে এই দুইবিধ জাপি তাৰণ আৰু চৰাঘৰৰ সাজ-গুসজ্জাৰ

প্রতিনাতহে পৰিৱৰ্তিত হৈছিল। তথাপি
যাঁহৰ জীৱিকৰ ব্যৱস্থাৰ ঐতিয়ক
সমাজত পৰিয়াত চলি আছে।

মাটিও বাচনবৰ্তন তৈয়াৰ কৰাত্তেও
এক শ্ৰেণীৰ অসমীয়া মানুহৰ ব্যৱসায়।
এক শ্ৰেণীৰ লোকৰ হৈও এটা জীৱিকাৰ
উপায়। বৰ্তমানেও অসমৰ বিভিন্ন
ঠাইত এই শিল্প বৰ্তি আছে।
অসমৰ আন এটি অতি আদুকগীয়া
আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্প হৈছে
হাতীদাঁতৰ শিল্প। এসময়ত অসমত
প্ৰচুৰ পৰিমাণে হাতীদাঁত পোৱা
গৈছিল। অসমীয়া শিল্পীয়ে

হাতীদাঁতেৰ নানা কাৰু-কাৰ্যখচিত অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰাৰ বাহিৰেও অতিশয় মনোৰম আৰু মসৃণ পাটী তৈয়াৰ কৰিছিল। তেনে পাটী বৰ্তমান সময়ত দুই- এখন সম্ভৱ বাহিৰে আৰু কতো পাবলৈ নোহোৱা হৈ আছিছে। বৰ্তমান অসমৰ কেৰল কৰণেটা অঞ্চলতহে এই শিল্প বৰ্তি আছে। হ'লেও হাতীদাঁতৰ যোগান কমি যোৱাত এই শিল্প ভীষণ সংকটৰ সম্মুখীন হ'বলগা হৈছে।

ষোল-ষণৰ অলংকাৰ তৈয়াৰী শিল্পত অসমৰ এক মূল্যবান শিল্প।

এসময়ত অসমত প্রচুর পরিমাণে তাপ পোৱা যোৱাছিল। লোহাশিলি নৈৰ বালিৰ পথাৰত প্রচুৰ পৰিমাণে তাপ আহৰণ কৰা হৈছিল। অসমৰ সোণালীৰ কাৰ-কাৰ্যগুলিত তাপকণৰ অলংকাৰ অতি আদৰণীয় বস্তু আছিল। জোনবিৰী, চোনবিলি, কেক, ঘোংফাই, গেন্ধেলা, ঘুঙীয়া অসমীয়াৰ বৰ আদৰণ অলংকাৰ।

লোহাৰ তৈয়াৰী, কাঁচৰী, যাষ্টি আদি নানাবিধ কৃষিকাৰ্য বস্তু, হিলি, বতোৰ, হেঁদান আদি নানাবিধ। মুদ্ৰাৰ সঁজুলি অসমীয়া শিল্পীয়ে অসমতে আহৰণ কৰা লোহা তৈয়াৰ কৰি

লৈছিল। শুনা মতে অসমৰ কোনো কোনো অঞ্চলত পোৱা বিশেষ ধৰণৰ মাটিৰদ্বাৰা নানা প্ৰক্ৰিয়াৰে লো তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। কিন্তু কত, কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল তাৰ সন্ধেদ বৰ্ত্তমান পোৱা নাযায়।

পানী-দিবে পাৰি তৈয়াৰ কৰাটোও- অসমৰ এক শ্ৰেণীৰ লোকৰ ব্যৱসায়। কাঠ, পাৰি আদি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তৈয়াৰ হয়।

অসমৰ পুৰণি মঠ-মন্দিৰ, দৌল-দেৱালয়বোৰ অসমৰ পাৰ্ব্বি বিশেষ ধৰণে তৈয়াৰী হৈছে সদোৱা হৈছিল,

মাটিগাহ, বগা চাউল, বগানি মাছ, কৰী আদি বস্তু মাটিৰ লগত মিহলাই তেওঁৰ কথা হিচাপে শিলৰ চুলা। জয়দৌল, শিৱদৌল, বংঘৰ, কাঞ্চংঘৰ, তলাতলঘৰ আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা দৌল-দেৱালয়বোৰ এই ধৰণেৰে তেওঁৰ কৰা হৈছিল। কিন্তু কালৰ কুটিল গতিত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সামগ্ৰীৰ অভাৱত, তদুপৰি কাৰিকৰ নোহোৱা হৈ যোৱাৰ বাবে, এই শিল্প লুপ্ত হৈ গৈছে।

অসমৰ পৰ্বতে কন্দৰে ভ্ৰমাই-গহ্বৰে থকা নানা লিপিলিনা খোদিত মূৰ্তি

আদি অসমৰ শিলীয়েই তেওঁৰ কৰিছিল এই শিল্পৰ নিৰ্দশনো সমগ্ৰ অসমত বিয়পি আছে। কিন্তু দুখৰ বিষয়, অসমত বৰ্তমান খুব কমকৈ অঞ্চলত পাৱলক্ষিত হয়।

বাঁহ-বেতৰ উদ্যোগৰ কাৰণে বাঁহ-বেতৰ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ যোগে কৰিবলৈ উদ্যোগী হোৱাসকলে আগবাঢ়ি আহিব লাগে। ইয়াৰ ফলত শিক্ষিত বেকাৰসকলো বৃদ্ধি হৈ আত্ম কৰ্মসংস্থানৰ দিশলৈ আগবাঢ়িব পাৰি। আহিলে কুটীৰ শিল্পৰ লগত জড়িত ব্যক্তি বা শিল্পীসকলক সুদক্ষ কৰি তোলাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰসাৰ

ঘটাব লাগিব। কাৰিকৰী দিশৰ বিভিন্ন শৈহতীয়া জ্ঞান অৰ্জনৰ সেৱতো যাতে তেওঁলোকে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি সংশ্লিষ্ট পক্ষ সচেতন হব লাগে-তেহে কুটীৰ শিল্পৰ মান বৃদ্ধি হ'ব। কুটীৰ শিল্পজাত সামগ্ৰীসমূহৰ বিক্ৰিৰ সেৱতো চলমানী পৃষ্ঠপোষকতাৰ দৰকাৰ। এনে সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত 'বিক্ৰীকৰ' সম্পূৰ্ণৰূপে লোৱাই দিব লাগে। ইয়াৰ ফলত কুটীৰ শিল্পজাত সামগ্ৰীসমূহৰ দাম কমিব আৰু জনসাধাৰণলৈকে ইয়াক ক্ৰয় কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰিব। কুটীৰ শিল্পৰ বিকাশ আৰু প্ৰসাৰে গোমৰে

ওদ্যোগীকৰণৰ আজাৰ বহু শাৰিমাণে হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তদুপৰি সম্প্ৰতি অসমত ভোৱহু কল বাঢ়ণ কৰা নিবনুৱা সমস্যাত বহু শাৰিমাণে এই কুটীৰ শিল্পই হ্ৰাস কৰিব পাৰে। কিন্তু তাৰ বাবে প্ৰয়োজন এই শিল্পৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আগ্ৰহ আৰু আন্তৰিকতা। গেছ ৰাইজৰ মাজত এই মৃতপ্ৰায় কুটীৰ শিল্পৰ প্ৰতি সশ্ৰদ্ধ ভাব জগাবলৈ আমাৰ শিক্ষিত সমাজ আগবাঢ়ি আহিব লাগে। ৰাইজ আৰু চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অহিলে অসমৰ এই গোপসেৱীয়া শিল্পই ভৱিষ্যৎ দিনবোৰত প্ৰগতিৰ বাট খোজ পেলাব নোৱাৰিব।

হোৱা এই দিশত সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণ অংশগ্ৰহণ হোৱা বিশেষ প্ৰয়োজন।

* অসমৰ কুটীৰ শিল্পৰ উদাহৰণ—

৩.১. বয়ন শিল্প

অসমৰ সকলো জন-গোষ্ঠীয়ে মহিলা ঘৰুৱা-কটাত অপূৰ্ব্ব কলা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। অসমীয়া নাৰীয়ে ৰাতিপুৱা টোপনিৰ পৰাই কেঁপাহ লেওঁচি, পাঁজি, বাটি, সুতা কাটি, কৰঘা কাপোৰ বৈ স্বামীক ৰণলৈ পঠোৱাৰ অতীতৰ সেই দিনবোৰেই ঘৰুৱা-কটাত নিপুণতাৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ উদাহৰণ।

ঘৰতে লেটাই, চেৰকী, উখা, খুটি, বাচ, ব তোলা চুঙা, টোলোঠা, নাঁচনী, কাপমৰী, মহৰা, যঁতৰ, দোৱাতি, সৰকা, ফুলতোলা কাঠী আৰু শলিৰ জঁজুলিৰে অসমীয়া নাৰীয়ে পিৰি, মূগা, পাট, মেজাঞ্চী কাপোৰত জোন-বৰণীয়া ফুল তুলি অভিনব কাৰুকার্য্য কৰা অথবা সোণোৱালী গুনাৰে বন কথা ছাঁত শুকুৱা, মুঠিত লুকুৱা অসমীয়া পাট-মূগাৰ কাপোৰে বিশ্ব-বজাৰত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সংগ্ৰম হৈছে। অসমীয়া নিৰক্ষৰ জীয়ৰী-ঘোৱাৰী, নিজৰ কল্পনাৰে এশ,

[illegible]

~~অৰ্কিড~~ : দুশ্ব, তিনিশ ফলতোমা কাণীত গামোচা, চাদৰ-মেখেলা তেলেং, বৰ-কাপোৰ আদিত ফুল বাঢে। বঙীন সূতা আৰু গুনাত মিনা কৰি চানিবিছা ময়ুৰ, উৰবীয়া মইন, শোন, আদি বিভিন্ন চৰাই অতি সুন্দৰকৈ তোলে।

গোসাঁইৰ গামোচা আৰু সিংহাসনৰ কাপোৰাত গছা, বঙি, শৰাই, বুদ্ধানি ৰামনাম আদিও তোলে। ফলগছ বৰগছ, নাৰিকল গছ, আদি বিভিন্ন গছ, বেনপাতীয়া লতা, লিটিৰি, কাষৰি, চঁপা চাকলি ফুল, কেকষ্ঠীয়া মন আঠপাহীয়া, ছপাহীয়া, চাৰিপাহীয়া মন,

বয়ন শিল্পৰ আলোকচিত্ৰ

চিত্ৰ-

বাটি কৰা অৱস্থাত এগৰাকী শিপিনী

চিত্ৰ-

বয়ন কাৰ্যত ব্যবহৃত এখন শাল

চিত্ৰ-

ফুলৰ কাৰ্ড কটাত ব্যস্ত এগৰাকী শিপিনী

চিত্ৰ-

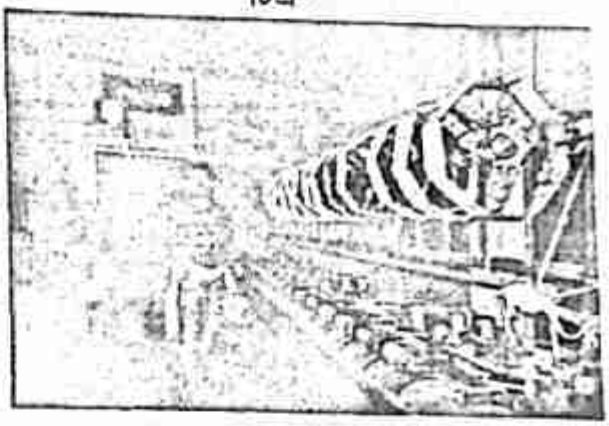

ৰবিনত সূতা ভৰাই থকা অৱস্থাত এগৰাকী শিপিনী

চিত্ৰ-

কাপোৰ বৈ থকা অৱস্থাত এগৰাকী শিপিনী

চিত্ৰ-

মুগাৰ সূতা কটাত ব্যস্ত দুগৰাকী মহিলা

৩.2. অসমৰ কাঁহ শিল্প :- আহোম আৰু বজ্ৰযুগ কালতেই অসমৰ সৰ্বত্ৰবাপীত কাঁহ-পিতল শিল্পৰ বিকাশিত হৈ উঠিছিল। বহু ইতিহাসবিদে কয় যোজেমে আহোম ৰজা কদ্ৰ সিংহৰ প্ৰচেষ্টাত সৰ্বত্ৰবাপী আৰু ৰাজ্যৰ অধ্যন্ত কাঁহ-পিতলৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিবলৈ এক শ্ৰেণীৰ লোক নিয়োগ কৰা হৈছিল। আহোম যুগত অসমৰ কাঁহ শিল্পত ব্যৱহৃত কৰ্হবিৰমান গঁজুলি আছিল এৰেছিলৰ- নিমাচি (পিতল মুদা লোৱা ডাঙৰ যতন) বেলমচি (ঘজনীয়া আকাৰৰ নিয়াচি চাঙুলি (সৰু আকাৰৰ

নিয়াৰি), সজাহ (ৰকীয়হ নিতন ~~[illegible]~~ বনাবৰ ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰ) আযুৰি (জুইশাল) আদি।

অৱশ্যত এই কাঁহ ঘাইৰ দলাই কাঁহৰ বাচন-বৰ্তন তৈয়াৰ কৰা হয়। কাঁহৰ বাচন-বৰ্তন নিৰ্মাণ প্ৰণালীটোৰো এক বিশেষ কৌশল আছে। প্ৰথমতে কাঁহখিনি আমখৰ জুইত মুহিৰ ভিতৰত থৈ গলাই লোৱা হয়। তাৰ পাছত- গলিত বাহেমিনিত আঁকণৰ চানি দিয়া হয়। চেগ হোৱাৰ পাছত ই টান হৈ পিঠাৰ আকৃতি নয়।

অধ্যায়ত পইথোৰ পইথোৰত তপতাই
লৈ নিয়াহিতে থৈ হাড়ৌষে প্রস্তুত কৰিব
লোৱা বাচন গড় লোৱালৈকে ফোৱাই
থকা হয়। ঘূন ওজ কঁহাৰজনে
মঁহাহেৰে ইয়াক টানিলে বিৰি লৈ ঘূষাই
থকাকে আৰু বাকী পানি কঁহাৰজকলে পাঁ
পাতিত হাড়ৌষৰ কোষাই থাকে। তাওৰ
হাড়ৌষ টিনৰেৰ সোতে জুইৰ তাপ দি সৰু
হাড়ৌষ কোৱাই মিহি হয়। ইয়াৰ
পাছত পানীত কিছুসময় জুমুৰিয়াই ছেঁকা
কৰি তাক আঁৰে ঘাঁহি মিহি কৰাৰ
লগতে চাফা কৰা হয়। মিহত আগে
কুমত দি গুণা টানি প্রয়োজন অনুসৰি

মিহি করা হয়। শেষত ইয়াৰ ওপৰত চেনাৰ সহায়ত ফুল-পাত, লতা আদি কটা হয়। যি যাহিত এই প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰণালী সম্ভৱ হয় তাক গড়পাল বুলি কোৱা হয়। গড়পালত কমেও আঠ-দহ জনীয়া লোকৰ এটোটা দলৰ লোকে কাম কৰে। গড়পালৰ মুখ্য কাঁহাৰজনক ওজা কহাঁৰ" আৰু বাকী কেইজনক "ভাইগা কহাঁৰ" বুলি কোৱা হয়।

কাঁহ শিল্পৰ ব্যৱহাৰিক সঁজুলিসমূহৰ নাম হল— নিয়াৰি, হাতুৰী, চাঁলাহ, ঢেকা, যন্ত্ৰা, ছেনা, ৰেতি, মুহী, আফৰ যৰমাৰ, বাগী, বাঁজোন, আদি।

কাঁহৰ বিভিন্ন সামগ্রী সমূহ হল-

পাঠশালত পঢ়া কাঁহৰ সামগ্রীসমূহ পৰিষ্কাৰ - কাঁথী. সৰিষাতে ভাত যাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই কাথী বিভিন্ন বিধৰ যেন - ~~সৰুকাথী~~ বাঘকাঁথী, জোঙকাঁথী মাইহং কাঁথী, পাপৰীয়া কাঁথী, ফোলা কাথী ইত্যাদি। আঞ্জা, জলপান খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বাঁহৰ বাতি বোলা হয়। অন্যান্য সামগ্রীসমূহ হল - মাটি, লোঁ, ওখতী লাউ, কলহ, চাবিয়া, বাঁহ, সৰাই, তাল, সজ, ডোঙজেৰা, ষ্ট্রেৱষ্টেলি, আদি।

কাঁহ শিল্পৰ আলোকচিত্ৰ

চিত্ৰ-

গঢ়শালত কাঁহ গৰম কৰি থকা অৱস্থাত এগৰাকী শিল্পী

চিত্ৰ-

কুন্দ ব্যৱহাৰ কৰি কাঁহৰ সামগ্ৰী চাফা কৰা অৱস্থাত দুগৰাকী শিল্পী

চিত্ৰ-

কাঁহৰ তাল নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত এগৰাকী শিল্পী

চিত্ৰ-৪৭

কাঁহীত ফুল কটা অৱস্থাত এগৰাকী শিল্পী

চিত্ৰ-

কাঁহৰ সামগ্ৰীত হাতুৰীৰে কোবোৱা অৱস্থাত এগৰাকী শিল্পী

চিত্ৰ-

কাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত দুগৰাকী শিল্পী

কাঁহ শিল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যবহৃত সামগ্ৰী

চিত্ৰ

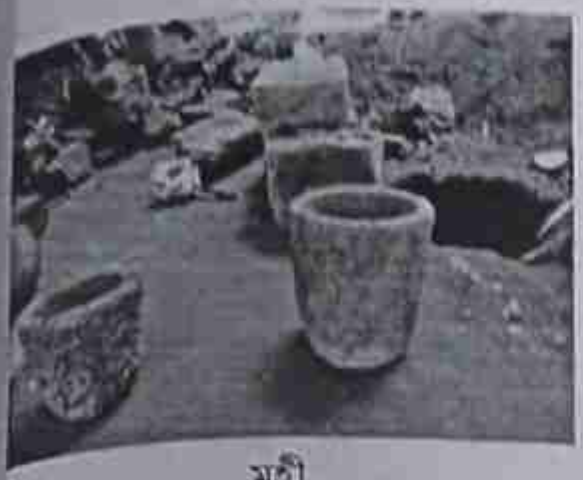

মুহী

চিত্ৰ-

আক

চিত্ৰ-

সৰাহ বা চেপেনা

চিত্ৰ-

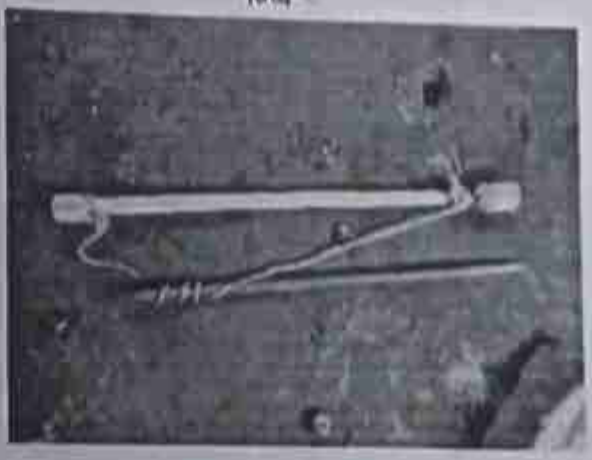

ভৰ

চিত্ৰ-

হাতুৰী

চিত্ৰ-

নিয়াৰী

কাঁহ শিল্পর নির্মিত সামগ্রী

চিত্র

বটা

চিত্র-

কলহ

চিত্র

তাল

চিত্র

বানবাটি

চিত্র

বানকাঁহী

চিত্র-

কাঁহী

৩.৮. বাঁহু আৰু বেত শিল্প :— অসমৰ জীনজীয়ৰ পৰা আতল কৰিব নোৱাৰা দুবিধ উপাদান বাঁহ আৰু বেত। বাঁহ আৰু বেত অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। বাবেই ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিক গৃহতে ইয়াৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত সামগ্ৰী প্ৰায়ই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নিত্য নৈমিত্তিক জীৱনত এই দুবিধি সামগ্ৰী অত্যধিক ভাবত ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়, যেনে— চাহ ঘৰ বনোৱা, ঘৰুৱা আৰু বাব তৈয়াৰ কৰা, বয়ন শিল্পৰ নানা আঁচ-বাব তৈয়াৰ কৰা আৰতি বাদ্য-যন্ত্ৰ অথবা আহিনা তৈয়াৰ কৰা ইত্যাদি

ইয়াক ভেষজ মাখন ব্যবহার করা হয়।
যাঁহেছে নির্মিত জাপী হৈছে অসমৰ
অন্যতমটো সম্মান তথা গৌৰৱৰ
প্রতিক স্বরূপ যি সাধাৰণতে সৰ্ম্বাৰ
বস্তুৰ পৰা পৰিত্রান পাবলৈ ব্যবহাৰ
কৰা হয়। আৰু এই জাপী মহান
চিনা পৰিব্রাজক হিউ-এন-চাঙ
অসম এৰাৰ কৰা কালৰ পৰাই
ব্যবহাৰ কৰি অহা হৈছে যি
ৰাজ্যৰ অতিথি সকলক আজিও
সম্ভাষণ জনোৱাৰ বাবে ব্যবহাৰ কৰা
হয়।

বাঁহ শিল্পব আলোকচিত্র

চিত্র-

বাঁহব জাপি নির্মাণত ব্যস্ত এজন শিল্পী

চিত্র-

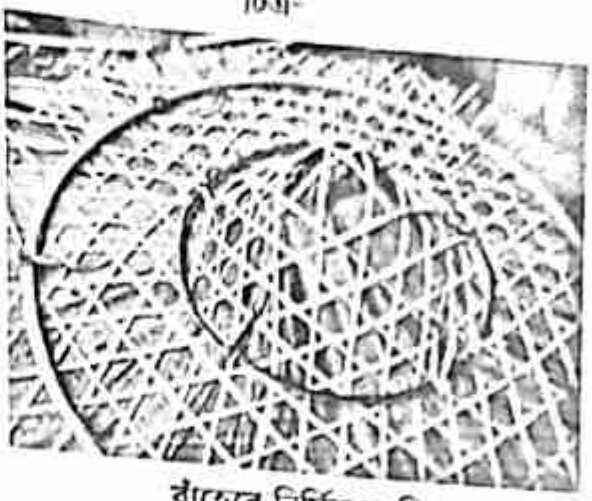

বাঁহেবে নির্মিত জাপি

চিত্র-

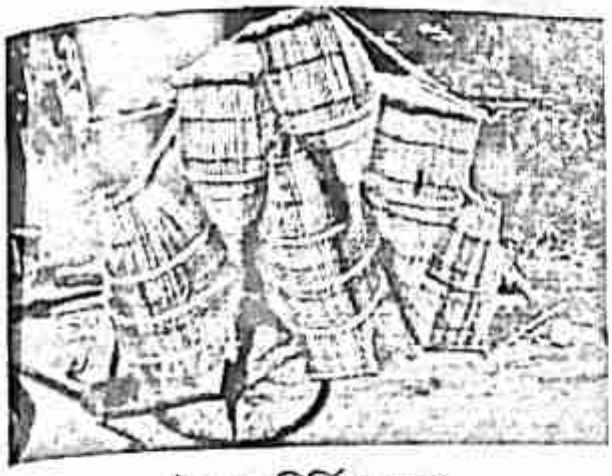

বাঁহেবে নির্মিত চেপা

চিত্র-

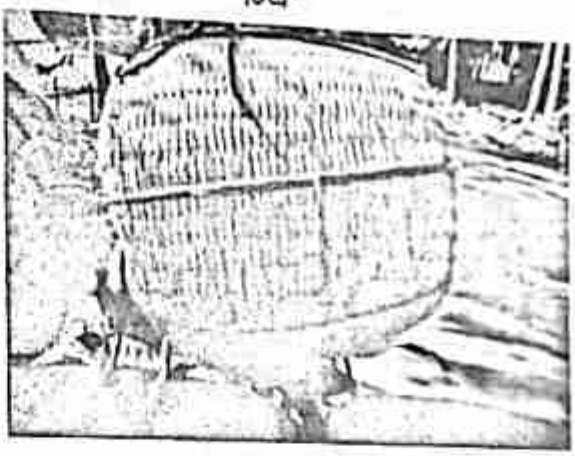

বাঁহেবে নির্মিত ডুলি

চিত্র-

বাঁহেবে নির্মিত বস্তু ভবাই থ'ব পবা এবিধ আহিলা

চিত্র-

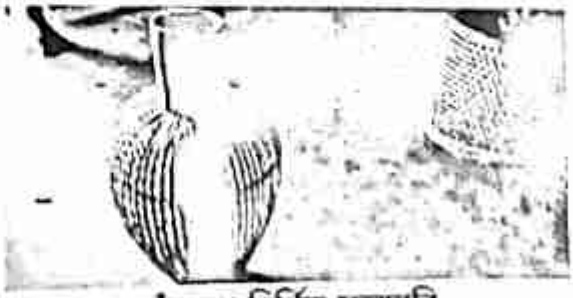

বাঁহেবে নির্মিত ফুলদানি

৩.৪. মাটু শিল্প :- অসমীয়া কাৰিগৰ সকলে সাধাৰণতে অত্যাধিক হাৰত ব্যৱহাৰ কৰি অহা মাটু দুৰিৰ হৈছে এন আৰু কণ। এই কাৰিগৰ সকলে নিৰ্মাণ কৰা পৰম্পৰাগত অভিনব প্ৰকৰণ সমূহ অসমৰ ঘৰে ঘৰে উপলব্ধ। কোনো বিশেষ অভিথিক ও বিভিন্ন আ- অলাংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা দৃষ্টিগোচৰ হোৱা জায়। গুৱাহাটীৰ সন্নিকটৰ্তী দুখন নগৰ, হাজো আৰু সৰ্ব্বেশ্বৰীৰ সমগ্ৰ জনসাধাৰণেই এই দুৰিৰ মাটুৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ

সৈহে জড়িত। পরিবর্তিত সময়ৰ সৈহে যেন লাগিলেই এই সকল লোকে বিভিন্ন অভিনিবেশ উপকৰণ নির্মাণ কৰিবলৈ নিজ নিজ আবিষ্কাৰি কৌশলো ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। সোণ, ৰূপ আৰু তাম্ৰৰ অসমৰ পৰম্পৰাগত বাহু শিল্পৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ আৰু অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ে এই বাহু শৈহীবিদ্ধ দ্বাৰা নির্মিত বহু সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে। যদিও বৰ্তমান সময়ত সোণ যেন গহনা নির্মাণ কৰাত যথেষ্ট ব্যয়বহুল কথা হয়।

সোণ-ৰূপ শিল্পৰ আলোকচিত্ৰ

চিত্ৰ-

সোণ চাফা কৰা অবস্থাত এগৰাকী সোণাৰী

চিত্ৰ-

সোণৰ অলংকাৰ নিৰ্মাণৰত অবস্থাত এগৰাকী সোণাৰী

চিত্ৰ-

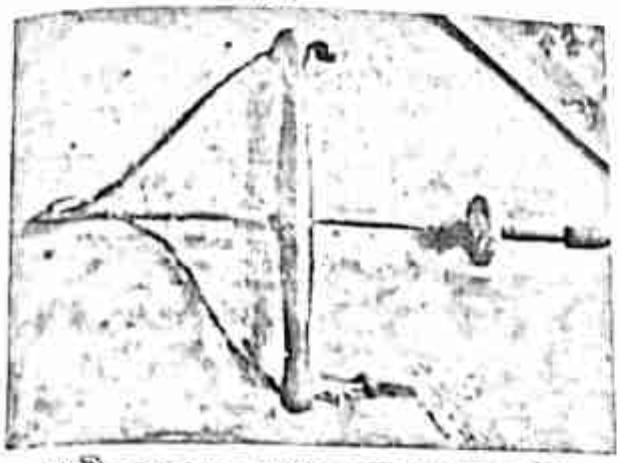

প্ৰাচীন কালত সোণৰ অলংকাৰত ফুটা কৰিবলৈ ব্যবহৃত এবিধ সঁজুলি

চিত্ৰ-

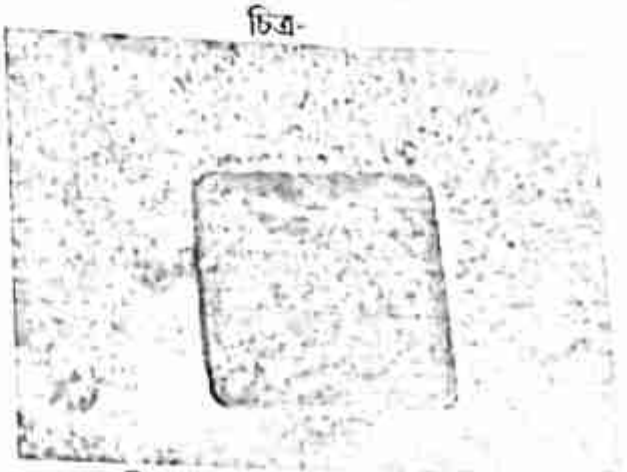

সোণৰ বিশুদ্ধতা নিৰূপণ কৰা 'কচ' নামৰ শিল

চিত্ৰ-

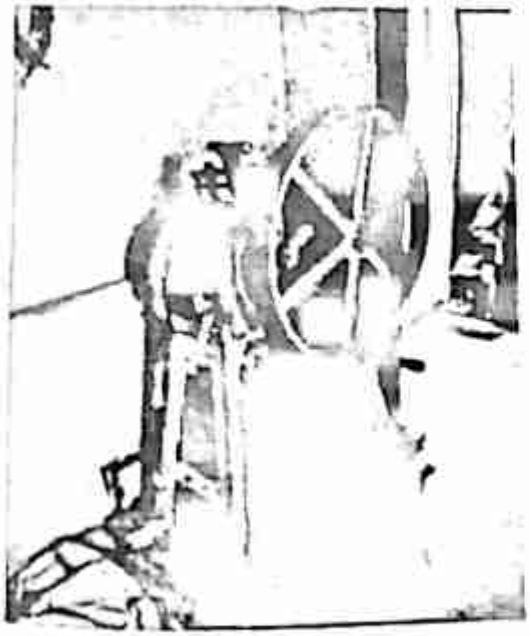

সোণৰ গুণা কৰা যন্ত্ৰ

চিত্ৰ-

প্লাছ

পিতল শিল্পৰ আলোকচিত্ৰ

চিত্ৰ-

পিতলৰ সামগ্ৰীত আঠা লগোৱা অৱস্থাত এগৰাকী শিল্পী

চিত্ৰ-

পিতলৰ চাক কটাত ব্যস্ত এগৰাকী শিল্পী

চিত্ৰ-

নিয়াৰিত পিতলৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত এগৰাকী শিল্পী

চিত্ৰ-

টো নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত এগৰাকী শিল্পী

চিত্ৰ-

কলহ নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত এগৰাকী শিল্পী

চিত্ৰ-

দুগৰি

৩.৩. মৃৎ শিল্প :- ৰ মৃৎ শিল্প অসমৰ এক অন্যতম কুটিৰ শিল্প। ই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ অন্যতম আছিল। অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা অসমত মৃৎ শিল্পৰ প্ৰচলন আৰু আদৰ বিদ্যমান। পুৰণি কালত মাটিৰ পাত্ৰ অসমীয়া লোকৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আছিল। নিত্য ব্যৱহাৰ্য প্ৰায় প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ চাহিদা মৃৎ শিল্পই পূৰণ কৰিছিল। পূৰণ কৰিছিল। পুৰণি কালত জাতৰঙ্গা চৰু, কলহ, চৈগৈনি, চাকিমা আদি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী মাটিৰে পৰাই তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ প্ৰচলন হ্ৰাস পাইছে

যদিও বিভিন্ন প্রকার মাটির পাত্রর ব্যবহার দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া, পূজা, শ্রাদ্ধ আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আজিও ভিন্ন ভিন্ন মাটির পাত্রর প্রয়োজন। ৬মাটিৰ চকি, বিয়াত লগা ঘট, কলহ, বাটোনা, কুমাৰৰ চক, কুমাৰৰ চক, কুমাৰৰ চক, কুমাৰৰ চৈলনি আদি বর্তমান সময়ত বিয়া- সৰাহ পূজা আদিৰ বাবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তাহোপৰি দৈ বনাবলৈ চৈলনি, কলহ মাটিৰ চকি, ৰুৱণদানি, মাটিৰ পুতলা আদি সামগ্রী আজিও অসমত প্রচলিত। এই সামগ্রীসমূহ সহজলভ্য নহলে কম ধৰণী। কিন্তু, সময়ৰ অগ্রগতিৰ লগে লগে সকলো

দ্রুত পরিবর্তন আসিল। বিশ্বায়ণের ফলিতে সিধাই ভৌগোল চলি বেরিলে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত উন্নতি হ'ল, প্রাকৃতিক আস-বাসুর ভিন্ন সামগ্রীর বজার ভরি পরিল। মানুহে বওচছীয়া বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হ'ল, মানুহে মাটির পাত্র ইয়ুজা কমি অবহেলিত কৰা হ'ল। যার ফলে আজি মাটির পাত্রর সংখ্যা কমি আহিল। মৃৎ শিল্পীসকলে উপযুক্ত বজারের পরা বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল। তাৰোপরি আর্থিকভাবে দুর্বল এই শিল্পীসকলর বহুতে প্রতিয়া আৰু কামত মনোবিশেষ কমিবলৈ ধৰিছে।

কিন্তু, ইয়াৰ বিপৰীতে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত লক্ষ্য কৰিলে দেখিবলৈ পাওঁ চীনাসকলে আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মাটিৰে উন্নত সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰিছে। ইয়াত বিপৰীতে আমাৰ অসমত এতিয়াত আওপুৰণীয়া পদ্ধতিকে প্ৰায়ো মাজি দিলি যদাৰ বাবে শিল্পটোৱে উন্নত হোৱা নাই আৰু যুৱ-প্ৰজন্মৰ মনত ইয়াৰ প্ৰতি অহিয়া ভাবৰ জন্ম হৈছে। যদি বাবে এই শিল্পটোৰ অৱস্থা দিনক দিনে বেয়া হৈ গৈছে অৱশ্যে এনেদৰে থাকিলে হয়তু এদিন কালৰ সোঁতত হেৰাই যাব। গতিকে, এই শিল্পটোক বচাবৰ দায়িত্ব পাতিয়া সকলোৱে আহি পাতিছে। চৰকাৰে এই

এই উদ্যোগটি প্রতি যু-দুটি দিয়ক আর আধুনিক পদ্ধতি আমরা মৃৎ-শিল্পতে প্রয়োগ করব। তাছাড়াও, আমরা যুব-প্রজন্মকে এই শিল্পের প্রতি আগ্রহী হোয়া উচিত আর আধুনিক পদ্ধতিত মাধ্যমিকাস করা উচিত। যুব-প্রজন্ম এই শিল্পত জড়িত হলে শিল্পটো জীয়াই থকাৰ লগতে বহুতো নিযুৱা যুবক-যুবতীয়ে কর্ম-সংস্থাপনৰ সুবিধা পাব।

মৃৎ শিল্পৰ আলোকচিত্ৰ

চিত্ৰ-

মাটিৰ পাত্ৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত
কেইবিধমান সঁজুলি

চিত্ৰ-৮

মাটিৰ পাত্ৰৰ নিৰ্দিষ্ট আকাৰ দিবৰ
বাবে ব্যৱহৃত শিল

চিত্ৰ-

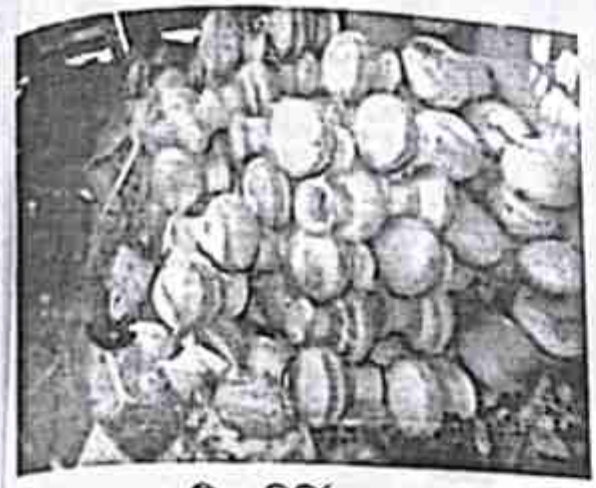

মাটিৰে নিৰ্মিত কলহ

চিত্ৰ-

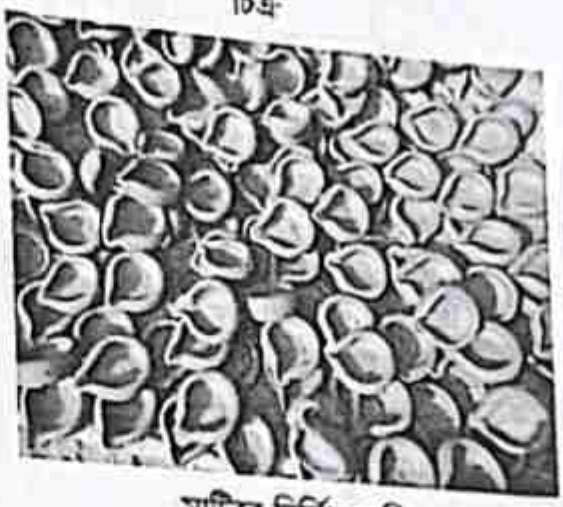

মাটিৰে নিৰ্মিত চাকি

চিত্ৰ-

মাটিৰোৱ মিহি কৰিবৰ বাবে ব্যৱহৃত
গাঁয়েন নামৰ সঁজুলি

চিত্ৰ-

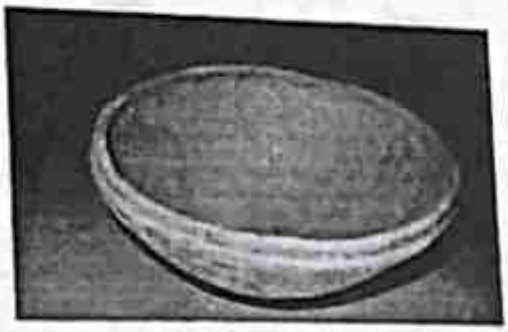

মাটিৰে নিৰ্মিত মলা

মৃৎ শিল্পর আলোকচিত্র

চিত্র-

খনিকবে নির্মাণ কবা এটি মৃণ্ময় মূর্তি

চিত্র-

প্রতিমা নির্মাণত ব্যস্ত এগবাকী খনিকব

চিত্র-

চাক ব্যবহাব কবি মাটিব পাত্র নির্মাণ কবা এজন কুমাব

চিত্র

বইলা নামব সঁজুলিবিধ ব্যবহাব কবি থকা অবস্থাত এগবাকী মহিলা

চিত্র-

মাটিব পাত্র নির্মাণবত অবস্থাত এগবাকী মহিলা

চিত্র-

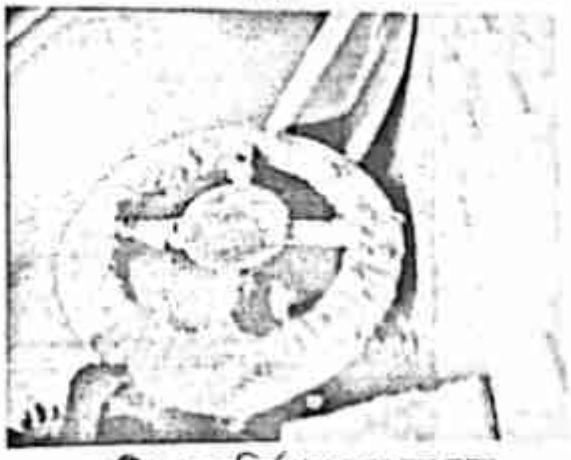

মাটিব পাত্র নির্মাণত ব্যবহৃত চাক

৩৫ কাঠ শিল্প :— দেশের ভিতরে অসমের হৈছে অত্যাধিক পরিমাণে বনাঞ্চলে আবৃত। এই বাদ্যে আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য ভিন্ন প্রকাৰৰ কাঠ আৰু ধাৰি ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ সংস্কৃতি আৰু অৰ্থনীতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ পৰিছে। প্ৰায় অসমীয়াই ঘৰতে দুই বা অধিকাংশতো কাঠ চিনাৰ হ্যযত বহুত কিছু আৰু এই কাঠৰ বস্তু প্রস্তুত আৰু- বাৰ তথা সামগ্রী নির্মাণ কৰিব পাৰে। যেতিয়া অহোম ৰাজ্য সমূহ লগত ৫০০ বছৰীয়া সব তথা কেন্দ্ৰ বিশীয় মঠ সমহতো কাঠ প্রাধান্য জড়িত সজ্জাসত উপকৰণৰোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এই বিশেষ শ্রেণীৰ লোক সি এই সমূহ

কার্যত নিষ্ণুন আছিল, গ্রীকৰ নামেৰি প্রসিদ্ধ হৈ পৰিছিল আৰু গৌৰৱৰে এই গোটি উঁললোকৰ পৰৱৰ্তি প্রজন্মই ধাৰণ কৰি আহিছে।

গৰ অথা নামঘৰ (প্রার্থনাঘৰী) সমূহত নানা পৌৰাণিক চৰিত্ৰ অথা পৰ্ব্বী-ঘটনাৰ উপৰিত্ত স্তৰ আজ প্রতিফলিত কৰিব পাৰা বহু কাষৰ সমাগ্রীত নিয়ত ভাবে ভাগে প্রকাশিত কথা হয়।

আধুনিক গ্রীকৰ সকলো আলৌ বহুলাংশ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হেতু এশিয়াত গড়ে আৰু মন্দিৰৰ ক্ষুদ্রাকাৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ লৈছে যি দুৰ্বিষ সামগ্রী অসমলৈ আহা পৰ্য্যন্ত সকলে অত্যাধিক সমাদৰ কৰাটো পৰিলক্ষিত হয়

কাঠ শিল্পৰ আলোকচিত্ৰ

চিত্ৰ-

কাঠৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণত ব্যস্ত এগৰাকী বাঢ়ৈ

চিত্ৰ-

কাঠৰ খোলনি কৰা অবস্থাত এগৰাকী বাঢ়ৈ

চিত্ৰ-

কাঠৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত হাতুৰী

চিত্ৰ-

কাঠৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত
মাজাৰী বা ফটকছ

চিত্ৰ-

কাঠৰ সামগ্ৰীত ফুল কটাত ব্যস্ত
এগৰাকী বাঢ়ৈ

চিত্ৰ-

কাঠৰ সামগ্ৰী জোৰা লগোৱা অবস্থাত
এগৰাকী বাঢ়ৈ

৪.৯. সামগ্রিক বা মন্তব্য :—

বিজ্ঞান যিমানেই উন্নতি সাধন নকৰক নালিলে আৰু যিমানেই বৈজ্ঞানিক কৌশলেৰে নিত্য নতুন চকচকীয়া সামগ্রী আবাবপত্ৰ উদ্ভাৱন নকৰক নালিলে পৃথিৱীত যোতিয়ালৈকে দাৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোক থাকিব, ভোতিয়ালৈকে বুভুক্ষিসকলে বৰ্তি থাকিব। কিন্তু তাৰ কাৰণে, তদুপৰি এই বুভুক্ষিসকল সমূহৰ উন্নয়ন কাৰণে সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন হৈছে। যিহেতু অসমীয়া জাতি আৰ্থিক দিশত অনগ্ৰসৰ, কাৰিকৰী দিশত বহু পৰিমাণে অনুন্নত-গতিকে বহল ভিত্তিত এই শিল্পসমূহৰ উৎপাদনৰ কাৰণে চৰকাৰী সাহায্য আৰু পৃষ্ঠপোষকতাৰ এজন্তু আৱশ্যক। কাম সময়ত, কাম পৰিশ্ৰম আৰু কম খৰচত নিৰ্ভেজালে

অধিক উৎপাদনমূলক কাজ দ্রুততার সঙ্গে করা যায় তার জন্য কারখানায় সংগঠনের প্রয়োজন। কারিগর তথা শিল্পীগণের যাতে অধিক কার্যক্ষমতা তাকে দ্রুত কাজ দ্রুততার সঙ্গে করা যায় তার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার আবশ্যক। ইহার জন্য একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা অত্যাবশ্যকীয়। বর্তমান সময়ে বহুতো শিক্ষিত যুবক নিযুক্ত হয়ে আছে তাদেরকে একটা বৃত্তি দিয়ার ব্যবস্থা করে এই উদ্যোগসমূহের প্রশিক্ষণ দিয়াই, সেই বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করিবার সুবিধার কারণে বেকারী সমস্যা, দ্রুত অতিক্রম করা সম্ভব হবে। সঙ্গে সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা-সামগ্রী যাতে যোগান দিয়া পাওয়া যায়, তার জন্যেও বেকারী ব্যবস্থা হাতে নেয়া উচিত। সর্বশেষে জাতীয় চেতনা

জগাই হলি, জাতীয় ঐতিহ্য প্রতি আগ্রহশীল
কবি হলি শিক্ষিত যুবসকলক শিক্ষাপ্রাপ্ত কবি
লোকাৰে জাতীয় ব্যবস্থা হব লাগে। তাকে কৰিব
পাৰিলে জাতীয় বুনীয়া-শিক্ষা সমুহৰ উন্নতি
হয় আৰু নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ পথে
প্ৰশস্ত হয়। ~~কৰি~~ বাঁহ-শিল্প, লো আৰু
বেঁত শিল্পৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপাদান অসমত
নাই বুলিবই পাৰি। এইক্ষেত্ৰে বহু নিয়ন্ত্ৰিত
মূল্যত প্ৰয়োজনীয় বিষয়ে ব্যবস্থা হব লাগে।
সম্প্ৰতি অজোৱা শিল্প শিক্ষীসকলে আৰু
গুৰুশিষ্য পৰম্পৰাগত তেঁত শিল্পীসকলেও সমবায় পদ্ধতি
অবলম্বন কৰিছে। শিল্পীৰ কাৰিকৰী দক্ষতা
বঢ়াবলৈ বাবে শিল্পীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ
ব্যবস্থাও কৰিব লাগে। আমাৰ শিক্ষিত
লোকসকলেও কুটিৰ শিল্পৰ উন্নতিৰ প্ৰতি

মনোযোগ দিয়া উচিত। আমাৰ শিক্ষিত নিযুঁৱা সকলেও চাকৰিমুখী নহৈ কৃষি শিক্ষিত লাগিব আছে। এতিয়ালৈকে অশিক্ষিত লোকসকলহে এই শিক্ষত লাগি আছে। শিক্ষিত লোকসকলে এই কার্যত বিভিন্ন প্রযুক্তিবিদ্যা বুদ্ধি-বৃত্তিৰে বহিঃশ্রুত বস্তু তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব।

এইদৰে সকোলো দিশ চালি-জলি চাই যদি কৃষি শিল্পৰ উন্নতিৰ ব্যৱস্থা কৰিব পথা যায়, তেহলে কৃষিৰ শিল্পই পাৰিলগীয়া অর্থনীতিত আমূল পৰিবর্তন সাধিন কৰিব পাৰিব নিশ্চয়।

8.2 গ্রন্থপঞ্জী :—

১। অধিকর্তা, পর্যটন বিভাগ, অসম সরকার

বিভিন্ন পত্র পত্রিকাসমূহ এবং :—
— প্রকৃত তথ্য।

2। https://devlibrary.in/cottage-art-in-assam-essay-in-assamese/

৩। https://www.dainandinbantagroup.in/the-future-of-pottery-in-assam/

৪। https://m.facebook.com/670682236382585/photos/7920073075 84010/

৫। http://directortourism.assam.gov.in/

৬। https://www.dailyassam.com/2020/08/blog-post-28.html

৭। Google Apps :- Socratic

৪.৩ সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জী —

১। অবিভক্ত কামরূপ জিলার লোক শিল্প
এক বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন – প্রফুল্ল চেতিয়া

2/ https:// devlibrary.in/cottage-art-in-assam-essay-in-assamese/

৩/ https://www.dainandinbartaprotidin/the-future-of-pottery-in-assam/

৪/ https://m.facebook.com/1706882363825851/Photos/792007307584010/

৫/ https://directortourism.assam.gov.in/

৬/ https://www.dailyassam.com/2020/08/blog-post-28-html

৭/ Google Apps :- Socratic

৪.৪ সমলদাতা :—

ফকিস নাম	জীবিকা	ঠিকানা
১। ডঃ অনুপমা বাড়ৈ	অধ্যাপিকা	লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয় লক্ষ্মীপুর
২। ড আছমা ইয়াসমিন	অধ্যাপিকা	
৩। চন্দ্রাণী দেবী বর্মন	অধ্যাপিকা	
৪। পাণ্ডব কুমার অধিকারী	কলেজ শিক্ষক	লক্ষ্মীপুর হালুয়াপাড়া
৫। রোজীনা খাতুন	ছাত্রী	মনাছড়া লক্ষ্মীপুর
৬। রোফিক আলি	ছাত্র	বিশেষ ভ্রাট হালুয়াপাড়া
৭। চুলতানা পারভিন	ছাত্রী	তাবাংগাপুর লোহাগাড়া
৮। সুমি পারভিন	ছাত্রী	হাট ডুবা লোহাগাড়া

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- মৃৎ শিল্প।

কাকতঃ- ASM-HE-6056

দাখিলকর্তা-

নাম ঃ- সুচিত্রা বর্মন

শ্রেণী ঃ- স্নাতক মহলাৰ ষষ্ঠ ষান্মাসিক

ৰোল নং ঃ- UA-201-101-0131

পঞ্জিয়ন নং ঃ- 20023126

শ্রেণী ৰোল নং ঃ- 72

তাৰিখ ঃ- 15-05-2023

তত্বাবধায়িকাঃ-

ড° অনুপমা ৰাভা

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Mrittashilpo"** submitted by SUCHITRA BARMAN. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 02/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ লক্ষ্মীপুৰ কলেজৰ স্নাতক মহলাৰ ষষ্ঠ ষাণ্মাসিকৰ অসমীয়া প্ৰধান বিষয়ৰ সকলে এখন প্ৰকল্প পত্ৰ বিভাগত জমা দিব লাগে। এই বিষয়ৰ বাবে আমাক বিভাগীয়া ভৰালৰ পৰা বিষয় বাচনি কৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰকল্প পত্ৰখন সম্পূৰ্ণ কৰি উলিওৱাত সকলো দিশতে আমাক অধ্যাপক অধ্যাপিকা মণ্ডলী আৰু ইয়াৰ লগত মোৰ জীৱন বাইদেউ সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়।

মোৰ প্ৰকল্প পত্ৰৰ বিষয় আছিল "মৃৎ শিল্প"। এই বিষয়টো ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ কৰি গৱেষণা পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰোতে তত্ত্বাবধায়িক অধ্যাপিকা ড° অনুপমা বাণ্ডে বাইদেউলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো। আৰু মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়কো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু প্ৰকল্প পত্ৰ জমা দিয়াত ভৱিষ্যতে কিছু লাভ হব বুলি আশা কৰো।

সূচীপত্র

বিষয়ঃ — পৃষ্ঠা নং

• প্রথম অধ্যায় ঃ অৱতৰণিকা ঃ

১.১. পৰিচয় ——— ১

১.২. অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য — ২-৩

১.৩. অধ্যয়নৰ পদ্ধতি ——— ৩

১.৪. অধ্যয়নৰ পৰিসৰ ——— ৩-৪

• দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মূল বিষয়ৰ আলোচনা:

২.১. অসমত মৃৎ শিল্পৰ ইতিহাস. ——— ৪-২৯

২.২. মৃৎ শিল্পৰ নিৰ্মাণৰ লগত ——— ২০-২৫
জড়িত বিভিন্ন লোকবিশ্বাস

২.৩. উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিৱৰণ ——— ২৫-৩৬

২.৪. মৃন্ময় মূৰ্তিৰ লগত জড়িত ——— ৩৬-৪০
নীতি নিয়ম.

২.৫. মৃৎ শিল্পৰ প্ৰস্তুতিৰ বৰ্ণনা ——— ৪১-৪২

২.৬. সমাজ জীৱনত মৃৎ শিল্প ——— ৪৩-৪৭

২.৭. পোৰামাটিৰ পুতলা ——— ৪৮-৪৯
নিৰ্মাণ প্ৰণালী.

• তৃতীয় অধ্যায় :

৩.১. আমৰণি বা মন্তব্য — ৫০
৩.২. পাদটীকা — ৫১
৩.৩. সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী — ৫২
৩.৪. সমলদাঁত — ৫৩

১.১. পৰিচয় :- হস্তশিল্প বা মাটিৰ শিল্প

গোৱালপাৰা জিলাৰ এটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। নানা ধৰণৰ কলা-কৌশলেৰে মাটিৰ বাহনেৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰ্য বস্তু সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি হস্তশিল্পী সকলে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। জিলাখনৰ জাতীয় জীৱনত এই শিল্পটো লোকৰ কলা-কৃষ্টি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। শিল্পটোৱে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অৰ্থনৈতিক দিশটোত অৰিহণা যোগোৱাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ শিল্পীসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশ ঘটাইছে। সেই কাৰণেই এই শিল্পই জিলাখনৰ সামাজিক, আৰ্থিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গোৱালপাৰা জিলাত মাটিৰ কাম কৰা দুই শ্ৰেণীৰ লোক পোৱা যায়- হীৰা আৰু পাল। উনবিংশ শতিকাৰ আগলৈকে পূৰ্ব ফালৰ পৰা ভেটিয়াই আহি জনসমূহৰ পশ্চিম অঞ্চলত আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বসতিলৈ লয়।

১.২. অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য :-

অসমৰ মাটিৰ পাত্ৰৰ প্ৰচলন অতীজৰে পৰা চলি আহিছে। আধুনিক যুগত দৈনন্দিন জীৱনত ইয়াৰে হ্ৰাস পাইছে যদিও পবিত্ৰ পূজা, শ্ৰাদ্ধ আদি অনুষ্ঠানত, বাজহুৱা সভাত মাটিৰ পাত্ৰৰ ব্যৱহাৰ আজিও অটুট আছে। কুমাৰ মাটিৰে কুমাৰ আৰু হাঁড়াসকলে সজা সৰু, বৰমলা, চৰুৱেই আছিল আগৰ বন্ধুলাৰ পাত্ৰ। এতিয়াও শুদ্ধভাৱে আহাৰ ৰন্ধন আৰু আহাৰ গ্ৰহণ (নিৰামিষ অথবা ব্ৰতত) কৰিব লগা হ'লে মাটিৰ পাত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয়। পূজা, শ্ৰাদ্ধাদিত ভোজনী আৰু পূৰ্ণপাত্ৰৰ ভোজনী চৰুতহে সজোৱা নিয়ম। সত্ৰ, নামঘৰত পদ-মৰ্যাদা অনুসাৰি প্ৰসাদ বিতৰণ হয় ভোগৰ চৰুত, মৌৰী মলাত, সমুচীয়া মলাত, অথবা টেকনীয়া মলাত। আগৰ দিনত সোণৰ চৰু, ৰূপৰ চৰু আছিল ৰজাঘৰীয়া বানচ। মলা, চৰু, কলহ, টেকেলী, থাল, পিলাচ, বান, ধূপদানি, ধূনা-দানি, চাকি, নদীয়া, পাগৰী,

দুনিয়া আৰু মাটিৰ পুতলাই হৈছে অসমৰ মৃৎশিল্পৰ নিদৰ্শন। অসমৰ লোকসংস্কৃতি মৃৎশিল্পৰ কিয়ো আলোচনা কৰাই হৈছে মোৰ বিষয়ৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য।

১.৬. অধ্যয়নৰ পদ্ধতি :-

অসমত মৃৎশিল্পৰ ইতিহাসৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁতে বৰ্ণনামূলক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছো। বৰ্ণনামূলক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি এই বিষয়টো আলোচনা কৰিছো।

১.৪. অধ্যয়নৰ পৰিসৰ :

অধ্যয়নৰ পৰিসৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰি আলোচনা কৰা হৈছে —

১। ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ।
2। বিষয়ৰ পৰিসৰ।

১। ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ :- অসমত মৃৎশিল্পৰ ইতিহাসৰ ব্যৱহাৰ বিষয়টোৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ হিচাপে বিশ্লেষকে

অসমত মৃৎশিল্পৰ ইতিহাস ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাৰ উপৰিও আনুসাংগিক ভাবে মই সামুহিক অসমক সামৰি লৈছো। অসমৰ তিৱৰ জিলা সমূহত ব্যৱহাৰ হোৱা মৃৎশিল্পৰ কথাও ইয়াত খুলমূলকৈ আলোচনা কৰিছো।

২। বিষয়ৰ ঃ- পৰিসৰ ঃ

মোৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে অসমত মৃৎশিল্পৰ ব্যৱহাৰ। ইয়াৰ উপৰিও লোকবিশ্বাসত মৃৎশিল্পৰ কথাও ইয়াত আলোচনা কৰিছো। এইখিনিতে মোৰ আলোচনাৰ পৰিসৰ সীমাবদ্ধ।

২. দ্বিতীয় অধ্যায় : মূল বিষয়ৰ আলোচনা:

২.১. অসমত মৃৎশিল্পৰ ইতিহাস:

হাভেৰে সজা আৰু মাটিত পৰ দিয়া মাটিৰ পুতলাৰ তিৱৰত বপ্পা, ৰজা আৰু কলৌ- ৰংদি কৰা দৰা-কইনা, হাতী - মাউত, ঘোঁৰা- মানুহ, চৰাই, দোলা আ

পাল্কীয়েই প্রধান। কামৰূপৰ ভটৌলি আৰু বাস পূজাৰ সময়ত গোৱা গোলাত কামৰূপৰ কাৰিকৰে সজা বিবিধ দেৱতা আৰু মানুহ মূৰ্তি, পশু, চৰাই, হৰিণ আদি জীৱ-জন্তুৰ পুতলাৰ উপৰিও ৰাজনৈতিক অথবা সামাজিক বিসংগতি ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে ৰেগা লপাই নিৰ্মিত কৰা পুতলাবোৰৰ সূক্ষ্ম গঠন চকুত পৰা। গোৱালপাৰাৰ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে পূৰ্ণ, চহ কাৰ গোৱা মাটিৰ পুতলা উচ্চ মানদণ্ড সম্পন্ন। লোক-কলাৰ আপুৰ গীমা নিদৰ্শনস্বৰূপ গোৱালপাৰাৰ গ্ৰলুৱা অহিৰ প্ৰজাৰ এৰা পুতলা কামৰূপৰ দৰেই বিবিধ মেলাত প্ৰদৰ্শিত হয়। হাতেৰে গঢ় দিয়া গোৱালপাৰাৰ পুতলাকোৱত, বিশেষকৈ মানুহৰ গঢ়ৰ মনোৰম পুতলাত নিৰ্মাণৰ ৰীতিযুক্ত ত্ৰুটী পৰিলক্ষিত হয়। গোৱালপাৰাৰ আৰু কামৰূপৰ কইনা পুতলা (দৰা আৰু কইনাৰ যুগত সজা পুতলা) ৰ গঢ়ত মাথোঁ সাদৃশ্য দেখা যায়। পশ্চিম অসমৰ,

বিভিন্ন গোত্রভাষা আৰু পূৰ্ববিহৰ উন্নয়নৰ পদ্ধতিৰ পুতলা নিৰ্মাণ শৈলী আৰু প্ৰতি অঞ্চলেদাৰোত আদিবাসী লোকে পোৱা-মাটিৰ পুতলাৰ মিল আছে। নুনি বিভিন্ন গোত্রকলে আদিবাসী দিছে। এইসকল লোক এই মৃৎ শিল্পটোক জীৱিকা উপাৰ্জনৰ পন্থাকপে গ্ৰহণ কৰি শিল্পটোক জীয়াই ৰাখিছে। ইহঁত আৰু পালসকলৰ কৰ্ম পদ্ধতি আৰু তেওঁলোকৰ বস্তু-সামগ্ৰী ভিন্ন ধৰণৰ। ইহঁত শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ মাটিৰ সাজ-বাচন তৈয়াৰ কৰোঁতে কিলা পিটিনি, কোদাল/কোৰ, কুড়াল/কুঠাৰ, পাইন, জাৰি, চিকা কাপোৰ, পাগ্ৰনালী/ভোটা, পাটনলী আদি সা-সা'জুলি ব্যৱহাৰ কৰে। আনহাতে পাল সম্প্ৰদায়ৰ শিল্পীসকলে চালন বগলা, পিটিনা, ডাইচ/আঁচ, আইডাল, ফুলাআটি ঘচনা আদি ব্যৱহাৰ কৰে। ইহঁতসকলে মাটিৰে বনোৱা বস্তু-সামগ্ৰীকোৰ হ'ল ভাতৰন্ধা হাড়ী, দকিৰা, বেৰিয়া (মদ বনোৱা পাত্ৰ), লুৰকনি, জগ, ঘটি, পিঠা বনোৱা খোলা, ৰালোৱা, ছাপাহাড়ী, ঘট (পূজাৰ বাবে) কৰহী, কাদা, চাটি, পাছা, ফৰকাচোটি ধূপাতী/ধূপদানী, চিলুম, খুটি জালৰ পুলি, কুৰজো, জানবাটী,

পুতলা, মূর্তি আদি। পুরুষ-মহিলা সকলোরে মাটিৰ কথা কয়ে যদিও পুৰুষসকল গাৰি, মেৰ, মাটি, বালি আদি গোপাল ৰূপে আৰু বস্তু তৈয়াৰ হ'লে বজাৰলৈ লৈ গৈ বিক্রী কৰে। মহিলাসকল ঘৰত বহি মাটিৰ বিভিন্ন সাজ-বাহন তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত থাকে। তেওঁলোকে সাজ-বাহনৰোৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ লওঁতে একবিধ আঠাযুক্ত মাটি ব্যৱহাৰ কৰে। শাল সম্প্রদায়ৰ লোকে বনোৱা মাটিৰ বস্তুবোৰ হ'ল কলহ, কুৰাৰ পাট, মুটকী, মুলৰ টাব, মাটিৰ কীহী, কাদা, পুতলা, টালি, ইটা, দেৱ-দেৱীৰ মূর্তি, বাইহা পাছা, ডাকনি, পইচা জমা ৰখা বিভিন্ন আকৃতিৰ ঘটি, থালী, পুতলা, মেলনা, ধূপদানী ইত্যাদি। পালসকলেও এই বস্তু-সামগ্রী বনাওঁতে আলতীয়ৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰে। তেওঁলোকে বস্তু আদি বনাওঁতে চাক (একপ্রকাৰ মেচিন) ব্যৱহাৰ কৰে। সেইবাবে হীৰাসকলতকৈ এওঁলোকে কম সময়ৰ ভিতৰত বেছি বস্তু, তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। অসমৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ গোৱালপাৰাৰ কুঁহিল শিল্প অকল অসমতে নহয় ভাৰতৰ লোক-কলাৰ ভিতৰতে এক আপুৰুষীয়া শিল্প।

মৃৎ শিল্প অসমৰ এক অন্যতম কুটিৰ শিল্প।
ই প্রায় অগনীতি উন্নয়ণৰ অন্যতম আছিলো।
অতি প্রাচীন কালৰে পৰা অসমত মৃৎ
শিল্পৰ প্রচলন আৰু আদৰ বিদ্যমান।
পুৰণি কালত মাটিৰ পাত্র অসমীয়া
লোকৰ বাবে অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছি
ল। নিত্য ব্যৱহাৰ্য প্রায় প্রতিটো সামগ্রীৰ
চাহিদা মৃৎ শিল্পেই পূৰণ কৰিছিল। পুৰণি
কালত ভাত ৰন্ধা চৰু, কলহ, টেকেলি, চকিয়া
আদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী মাটিৰ পৰাই
তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। বৰ্তমান সময়ত
ইয়াৰ প্রচলন হ্রাস পাইছে যদিও বিভিন্ন
ক্ষেত্রত মাটিৰ পাত্রৰ ব্যৱহাৰ দেখিবলৈ
পোৱা যায়। বিয়া, পূজা শ্রাদ্ধ আদি পাৰ্বণ
ব্যৱহাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিভিন্ন
অনুষ্ঠানত আজিও ভিন্ন ক্ষেত্রত মাটিৰ পাত্রৰ
প্রয়োজন। মানুহে ৰঙচঙীয়া বস্তুৰ প্রতি আকর্ষিত হ'ল, মানুহে মাটিৰ পাত্রক টুনুকা বুলি
অবহেলিত কৰা হ'ল। মলা, চৰু, কলহ,
টেকেলী, খাপ, গিলাচ, বান চাকি,
নদীয়া, পাপৰী,

দুনৰি আৰু মাটিৰ পুতলাই হৈছে অসমীয়া মৃৎশিল্পৰ নিদৰ্শন। মাটি খাটি, ভাবত পেলাই, বিভিন্ন আকৃতিত গঢ়ি, পুৰুষত পুনি এই মাটিৰ পাত্ৰবোৰ সাজি ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰা হয়। আকৃতিৰ কাৰণে পৰা এইবোৰ সোতোঙা আৰু চেপেটা। পানী ৰাখিলে, দৈ পেতিলে, মদ ৰাখিলে নিৰ্মিত কৰা পাত্ৰবোৰ, কলহ, টেকেলী আদিকে মুলজালি কৰা তেনেকৈ নহয়। বিশেষ প্ৰয়োজনৰ উদাহৰণ স্বৰূপে কিয়াত প্ৰয়োজন হোৱা ঘৰণৰ ঘট, এহাঁ ঘট, দুনৰি আদি নিৰ্মাণত শিল্পীসুলভ দক্ষতা প্ৰকাশ পায়। আহল-বহল মাটিৰ নদীয়াৰ ওপৰভাগ সুলৰ পাহিৰ দৰে গঢ়া হয়। কোনো কোনো পাত্ৰত লতাৰ আৰ্হি দেখা যায়। পাত্ৰবোৰৰ ৰৱণ সাধাৰণতেই গেৰুৱা আৰু কালা।

আগৰ দিনত বিয়োগতে ক্ষিৰসাগৰৰ মুকামাখন কালে মাটিৰ জুনুকা আৰু সুতুলিও সাজিছিল। মুকটা থকা সুতুলিত মাত উলিয়াই সৰু সৰু লাৰা-ছোৱালীয়ে আনন্দ পাইছিল।

লোক শিল্পসমূহৰ সৃষ্টি মূলতে হৈছে প্ৰয়োজন। প্ৰয়োজনেৰ তাগিদাতেই মানুহৰ মাজত শিল্পকৰ্মসমূহৰ উদ্ভাহন ঘটিছিল। মানুহৰ প্ৰথমত সৃষ্টি হোৱা প্ৰথমা শিল্প কৰ্ম হিচাপে নিঃসন্দেহে শিলেৰে নিৰ্মিত আঁজুলিসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। জীৱ-জন্তু চিকাৰ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে শিলেৰে এনে আঁজুলি নিৰ্মাণ কৰি লৈছিল। পিছলৈ কৃষিৰ আৱিষ্কাৰৰ লগে লগে মানুহে যাযাবৰী জীৱন এৰি স্থায়ীভাৱে বসতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হ'ল সুলভ পানীৰ। প্ৰথমাৱস্থাত তেওঁলোকে নৈৰ পাৰতে পানী খাই ৰঙাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। সেয়ে তেওঁলোকে সৰু মাল কাটি চাৰিওফালে কেঁচা মাটিৰে বান্ধ দি পানী ৰঙাৰ ব্যৱস্থা

কৰিছিল। নিত্য কৰ্মৰ বাবে পানী ৰখা
ঠাইৰ ওৰেতে কোলোৱাই জুই ধঁৰাত
জগনা ৰান্ধৰ অপভেই হুক্ক মাটিলৈ
টান যেৱা লক্ষ্য কৰিলে। ইয়াৰ যলধ্ৰ
ভিত্তে হ্ৰাজো মৃৎ শিল্পই গঢ় লৈ উঠিছিল
বুলি ধাৰণা কৰা হয়। প্ৰথমাৱস্থাত
তেউঁলোকে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত
সৰল আকৃতিৰ পাত্ৰ গঢ়িছিল আৰু
তাৰ জুইত পুৰি টান কৰিছিল।
পিছলৈ সামগ্ৰীবোৰত বিভিন্ন কাৰুকাৰ্য
যোগিত কৰা হৈছিল। পণ্ডিতসকলে
মৃৎ শিল্পৰ উদ্ভাৱনৰ সময় নৱপ্ৰস্তৰ
যুগ বুলি ধাৰ্য কৰিছে। মানৱ সভ্যতাৰ
উষাকালতেই মৎস্যপ্ৰস্তুত যুগৰ লোকত
মানুহে হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা ৰিমিটিছ
ধৰণৰ মৃৎ শিল্পৰ উদ্ভৱ হৈছিল আৰু

ইয়েই বিজ্ঞানীসকলে হাত নমুনাৰ সুগৰ আৰম্ভণিত মুগাৰৰ চাকত পৰা, অলপ মুঠ মৃৎ শিল্পলৈ উন্নীত হয়। [৩৬] কোনো কোনো পণ্ডিতৰ মতে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৮০০০ বছৰ আগতে আৰু কোনো কোনো পণ্ডিতৰ মতে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১০,০০০ বছৰ আগতেই জাপানত পৃথিৱীৰ ভিতৰত প্ৰথমে মৃৎ শিল্প জন্ম হৈছিল। প্ৰত্নতাত্ত্বিক আধেসমত মৃৎ পাত্ৰৰ আবিষ্কাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা কোৱা হৈছে। সভ্যতাৰ বিকাশৰ ইতিহাস ত চকাৰ ব্যৱহাৰ, জুইৰ আবিষ্কাৰ আৰু মৃৎ পাত্ৰৰ ব্যৱহাৰ এই তিনিটা আবিষ্কাৰক যুগান্তকাৰী বুলি পণ্ডিতসকলে উল্লেখ কৰি আহিছে। [৩৭]

মৃৎ শিল্পৰ বিকাশ কৃষিকামৰ বিকাশৰ লগে লগে সাংঘাতি জড়িত হৈ আছে। স্থায়ী বসতি

অৰ্থাৎ গাঁৱৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ থাকে। তাৰ ফলতে সমাজত শিল্প দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। নৱপ্ৰস্তৰ যুগৰ আৰম্ভণিত বা তাৰ আগে আগে মাটিৰ পাত্ৰবোৰ চাকত দি সজা নাছিল বা তাত পোৰা হোৱা নাছিল। কেঁচা মাটি পিটিকি কাঁটি বেলাৰ দৰে বেলাৰ দৰে বহলে আৰু ঘুৰণীয়া কৰি লৈ প্ৰথমাৱস্থাত মাটিৰ পাত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছিল। আৰু সেইবোৰ ৰান্ধাই লৈছিল। পিছত সোঁৱা মাটিৰ পাত্ৰ জুইত পুৰিলে জানে, পানী নৰৱকা আৰু কিছু দীঘদিনীয়ৈকে ব্যৱহাৰোপযোগী বুলি আৱিষ্কাৰ কৰিলে তেজিয়াৰে পৰা ইয়াক পুৰিবলৈ লোৱা হয়। প্ৰথমে ভাৰতীয় মৃৎ শিল্প বৰ সৰল আৰু প্ৰকৃতিৰ নানা বস্তুৰ অনুকৰণ কৰি প্ৰস্তুত কৰিছিল। সময় বাঢ়ৰাৰ

লগে লগে মানুহে মানৰ সমাজত প্ৰয়োজনীয় নানান আকৃতিৰ বাহন সাজিবলৈ লয়। ভেটিয়াৰে পৰা মৃৎ শিল্প কিছু পৰিমাণে জটিল শিল্পকলাত আজিলৈ সোমাই পৰে। প্ৰথম অৱস্থাত মৃৎ শিল্পৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট সীমিত আছিল যদিও পিছলৈ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বাঢ়িবলৈ ধৰে। পোজা বস্তু ৰখাৰ লগতে জুলীয়া বস্তুও মৃৎ পাত্ৰত ৰাখিবলৈ লালে। আন আন খাদ্যসামগ্ৰীসমূহো মাটিৰ পাত্ৰতে সংৰক্ষণ কৰিছে নিৰাপদ বুলি গণ্য কৰে। পূজা-পাৰ্বণ বা আন ঈশ্বৰ-অনুষ্ঠান কলপটুৱা বা আন পাত- পটুৱাৰ সলনি মৃৎ পাত্ৰৰেৰ ব্যৱহাৰ হ'বলৈ ধৰে। মৃৎ পাত্ৰবোৰৰ প্ৰথমাৱস্থাত কোনো ৰং- ৰহণ চবোৱা হোৱা নাছিল, কিন্তু পিছলৈ ইয়াত ফুল কটা, নিমজ কৰা,

ৰং-বহল উলোৱা হৈছিল। মৃৎ শিল্পৰ ইতিহাস বিশ্লেষণ কৰি পণ্ডিতসকলে কৈছে যে সিন্ধুঘাটী আৰু মেছোপটেমিয়া মৃৎ শিল্পৰ সংমিশ্রণত গ্রীক মৃৎ শিল্পই ৰূপ লয়। মহেঞ্জোদাৰো আৱিষ্কৃত আৱিষ্কৃত হোৱা গাভৰি পাত্ৰ পৰীক্ষা কৰি পণ্ডিতসকলে মতামত দিছে যে ভাৰতীয় মৃৎ শিল্পত মেছোপটেমিয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। নৱপ্রস্তৰ যুগত আৰম্ভ হোৱা মৃৎ শিল্প প্রথমে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও অনুমান ঃ খ্রীষ্টপূৰ্ব ৫০০০ মানত ইউফ্রেটিছ আৰু টাইগ্রিছ নদীৰ অববাহিকা অঞ্চলত আৰু চীন দেশত পোনপ্রথমে চাকৰ ব্যৱহাৰ কৰি মৃৎ পাত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। ৩৮ সমগ্র বিশ্বৰ লগত ভাৰতবৰ্ষতো অতি প্রাচীন কালৰেপৰা মৃৎ শিল্প গঢ়ি হোৱাৰ প্রমাণ পোৱা যায়।

প্রাচীন কালত হাৰাপ্পা আৰু প্ৰাচীন কুমান লাওলে পলম সুবিধাজনী লোক আছিল। এই লোক সকলে হাতে সাজ্যশ্ৰী উৎপাদন কৰিছিল যদিও পণ্ডিতসকলে মতপোষণ কৰিছে। সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতাত হাতে কিদৰে প্ৰচলন হৈছিল তাৰ উমান পোৱা যায়। সিন্ধু উপত্যকাত মাটিৰ পাত্ৰলোৰ চাকত গঢ়া হৈছিল। সেই বাৰেবোৱৰ কিছুমানত ৰং লগাৰ বিপৰীতে আন কিছুমানত নাছিল। সিন্ধু সভ্যতাৰ সিন্ধু নদীৰত উদ্ধাৰ হোৱা কুমাৰ ভাটিয়ে সেই সময়ত মাটিৰ বাৰেৰ যে প্ৰচলন আছিল তাৰ ইংগিত বহন কৰে। শুদ্ধ মুখত বুৰ্জোৱা অৰ্থনীতি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পিছত কুমাৰসকল বেলেগ হৈলে পুটি হোৱাৰ কথা উল্লেখ আছে। শস্যৰ বিনিময়ত পোন প্ৰথমে মানুহে ওচৰৰ কুমাৰ পৰিবাৰৰ পৰা মাটিৰ চৰু, পাণীৰ কলহ, ইত্যাদি ব্যৱহাৰ

মাটি আদি নিয়া কামই প্রাচীন কালত হ্যাণ্ড শিল্পৰ সামগ্ৰীৰ বিনিময় প্ৰথাৰ প্ৰচলন হোৱাৰ ইংগিত দিয়ে। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ২৬০০ বছৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১৯০০ চনৰ মহেঞ্জোদাৰো সভ্যতাৰ সময়ত্তে অগণন মাটিৰ পাত্ৰ আবিষ্কৃত হৈছে। ঘৰুৱা কাম-কাজত ব্যৱহৃত পাত্ৰবোৰৰ আৰুকৰা প্ৰায় নিৰানব্বৈটাই মাটিৰ পাত্ৰ আৰু এই পাত্ৰবোৰ চাকত সজা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। মহেঞ্জোদাৰো সভ্যতাৰ উদ্ধাৰ হোৱা পাত্ৰবোৰৰ ভিতৰত নানাবিধ পদ্মা, টোপা, কলহ, ঘট, পিলাচ, লোটা, মুলদানি আদিৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। উদ্ধাৰ হোৱা কিছুমান পাত্ৰৰ ডিজাইন যিয়ে আৰু দীঘল, আকৌ কিছুমান পাত্ৰৰ তলিবোৰ নিচেই সৰু। অসমৰ হ্যাণ্ড শিল্পৰ ইতিহাসো নৱপ্ৰস্তৰ যুগৰ সাংস্কৃতিৰ সমানেই

পুৰণি। দক্ষিণ চীন আৰু দক্ষিণ-পূব প্ৰাচ্যৰ নৃগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক আৰু অসমীয়া নৃ-গোষ্ঠীয় সংস্কৃতিৰ মাজেৰে ৰাসায়নিক সম্পৰ্ক আছিল বুলি প্ৰমাণসমূহে সঙ্কেত আগবঢ়াইছে। প্ৰাক্-ঐতিহাসিক কালত দক্ষিণ-পূৰ্ব পাচ্যদেশীয় আৰু ঐতিহাসিক কালত দক্ষিণ ভাৰতৰপৰা দক্ষিণ-পূব প্ৰান্তত সোমোৱা আৰু স্থানীয় ঐতিহ্যৰদ্বাৰা প্ৰভাৱিত আৰু ইয়ে পৰিৱৰ্তিত হোৱা দুদুৰ ভাৰতীয় আৰু উত্তৰ ভাৰতীয় প্ৰধানবোৰ এই তিনিটা ঐতিহ্যৰ প্ৰভাৱ আৰু সমন্বয়ত অসমীয়া নৃ-গোষ্ঠীৰ পাজৰ ঐতিহ্য গঢ়ি উঠিছিল বুলি কোৱা হৈছে।[৩৭] পণ্ডিতসকলৰ মতে অসমত ইলজাতিসকলৰ জৰিয়তে নৃ-গোষ্ঠীৰ পৰম্পৰা সৃষ্টি হয়। তেওঁলোকে ধৰুৱা আৰু সামাজিক জীৱনত প্ৰয়োজনীয় যাচন-বৰ্তন বোৰ আদিম ধৰা হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰি জুইত পুৰি লৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল।

সেইদৰে হীৰাসকলৰ জন্ম সম্পৰ্কেও পৌৰাণিক আখ্যান পোৱা যায়। এই পৌৰাণিক আখ্যা ন অনুসৰি ব্ৰহ্মাদেৱৰ পৰা হীৰাসকলৰ জন্ম হৈছিল। প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্য, লিপি আদিত মৃত্যু পাত্ৰৰ উল্লেখ পোৱা যেন যায়। ডাঙৰ ৰাজাৰ নিধনপুৰ তাম্ৰৰ ফলিত থকা 'ৰুদ্ধকাৰ পৰ্ত' শব্দ টোৱে ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰাচীনত্বৰ ইংগিত দিয়ে। মৃত্যু কৰ্মসমূহ পুৰিবলৈ কুমাৰে কৰা জ্বলী পাউঁ আৰু মৃত্যু কৰ্ম কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চাক। ৰা চকাই প্ৰাচীন কালতে এই পদ্ধতি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত সোমোৱাৰ সংকেত দিয়ে। ৪৩ অসমীয়া লিখিত সাহিত্যৰ প্ৰথম নিদৰ্শন 'চৰ্যাপদ'ত হাত বন্ধা হাড়ী আৰু পেটত জ্বলী থকা ঘড়া বা ঘড়ীৰ উল্লেখ আছে।

২.২. মৃৎ শিল্পৰ নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত লোকবিশ্বাস ঃ আজুলীৰ

মৃৎ শিল্প হৈছে অসমৰ এবিধ উল্লেখযোগ্য লোককলা। সাধিৰণতে কুমাৰ আৰু ইবা সম্প্রদায়ৰ লোকসকলে এই কলাৰ সৈতে জড়িত। মৃৎ শিল্পত কুশলী এই লোকসকলক। কুম্ভকাৰ। নামেৰেও জনা যায়। অসমৰ গৌৰীসাগৰ, কাকজোঙা, ধৱলী, হীমপাৰা আদি নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ লোক মৃৎ শিল্পৰ লগত জড়িত যদিও আজুলীৰ কালমৰা অঞ্চলৰ মৃৎ শিল্পই অসমৰ মৃৎ শিল্পজাত সামগ্রীৰ এক-তৃতীয়াংশ চাহিদা পূৰণ কৰে। মৃৎ শিল্প অসমৰ এক অন্যতম কুটিৰ শিল্প। ই গ্রাম্য অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ অন্যতম আছিল। অতি প্রাচীন কালৰেপৰা অসমত মৃৎ শিল্পৰ প্রচলন আৰু আদৰ বিদ্যমান। পুৰণি কালত মাটিৰ পাত্র অসমীয়া লোকৰ বাবে অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছিল। নিত্য ব্যৱহাৰ্য প্রায় প্রতিটো সামগ্রীৰ চাহিদা মৃৎ শিল্পই পূৰণ কৰিছিল।

পুৰণি কালত লোক ৰন্ধা ঘৰ, কলহ, টেকেলি, চৰিয়া আদি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী মাটিৰ পৰাই তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ প্ৰচলন হ্ৰাস পাইছে যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মাটিৰ পাত্ৰৰ ব্যৱহাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া, পূজা, শ্ৰাদ্ধ আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আজিও ভিন্ন ক্ষেত্ৰত মাটিৰ পাত্ৰৰ প্ৰয়োজন। মাটিৰ চাকি, বিয়াত বিয়াত লগা ঘট, কলহ, বাটমামা, কুমাৰৰ চক্ৰ, কুমাৰৰ টেকেলি আদি বৰ্তমান সময়ত বিয়া-সবাহ, পূজা আদিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী। তাৰোপৰি দৈ বনাবলৈ টেকেলি, কলহ, মাটিৰ চাকি, ধূপদানি, মাটিৰ পুতলা আদি সামগ্ৰী আজিও অসমত প্ৰচলিত। এই সামগ্ৰীসমূহ সহজলভ্যৰ লগতে কম মূল্যী। কিন্তু, সময়ৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে সমাজত দ্ৰুত পৰিবৰ্তন আহিল। বিশ্বায়ণৰ লেলিহান শিখাই চৌপাশ চানি ধৰিলে, বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্ৰুত উন্নতি হ'ল, প্লাষ্টিক আৰু ধাতুৰ ভিন্ন সামগ্ৰীৰে

বজাৰ ভৰি পৰিল। মানুহে মানুহে বণ্ডভীয়া বণ্ডৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ল, মানুহে মাটিৰ পাত্ৰ চুনুকা বুলি অবহেলিত কৰা হ'ল। মান্ধাৰ বাবে আজি মাটিৰ পাত্ৰৰ চাহিদা কমি আহিল। মৃৎ শিল্পীসকলে উপযুক্ত বজাৰৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা লক্ষ্য হ'ল। তাৰো পৰি আৰ্থিকভাবে দুৰ্বল এই শিল্পীসকলৰ বংশজে এতিয়া আন কামত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। কিন্তু, ইয়াৰ বিপৰীতে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত লক্ষ্য কৰিলে দেখিবলৈ পাওঁ চীনাসকলে আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মাটিৰে উন্নত সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে আমাৰ অসমত এতিয়াও আওপুৰণীয়া পদ্ধতিৰ প্ৰয়োগ আৰু ধীৰ-গতিৰ বাবে শিল্পটোৰ উন্নত হোৱা নাই আৰু যুৱ-প্ৰজন্মৰ মাজত ইয়াৰ প্ৰতি অনিহা ভাবৰ জন্ম হৈছে। যাৰ বাবে এই শিল্পটোৰ অবস্থা দিনক দিনে

বেয়া হৈ যেছে। যাৰ বাবে এই শিল্পটোৰ অৱস্থা এলেহুৱে থাকিলে হয়তু এদিন কালৰ সোঁতত হেৰাই যাব। সঠিকে, এই শিল্পটোক বচোৱাৰ দায়িত্ব এতিয়া সৰকলোৰে আহি পৰিছে। চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ লোৱাৰ প্ৰয়োজন। অতি সোনকালে চৰকাৰে এই উদ্যোগটিৰ প্ৰতি দৃষ্টি দিয়ক আৰু আধুনিক পদ্ধতি অসমৰ হস্ত-শিল্পত প্ৰয়োগ কৰক। তাৰোপৰি, আমাৰ যুৱ-প্ৰজন্মলো এই শিল্পটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱা উচিত আৰু আধুনিক পদ্ধতিত মনোবিশেষ কৰা উচিত। যুৱ-প্ৰজন্ম এই শিল্পত জড়িত হ'লে শিল্পটো জীয়াই থকাৰ লগতে বহুতো নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে কৰ্ম-সংস্থাপনৰ সুবিধা পাব। এই সামগ্ৰীসমূহ সহজলভ্য হোৱা লগতে ব্যয় সৰচী। কিন্তু, সময়ৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে সমাজত দ্ৰুত পৰিবৰ্তন আহিল। যাৰ বাবে আজি মাটিৰ পাত্ৰৰ চাহিদা কমি

আছিল। হাত শিল্পীসকলে উপযুক্ত বজাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল। হাত শিল্পজাত সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ বাবে কুমাৰ মাটিৰ

সন্ধানত কুমাৰসকলে বোৰতী খুঁতিৰ ঢালত ৩০/৪০ ফুট দ। পাঁচ ঢালে আৰু বাহৰ জংঘলাত নামি যৈ মাটি তোলে। তোলা মাটিখিনিৰ ভাঁজ আঁতালেজীয়া প্ৰুশটো নাইকিয়া কৰি কলহ-টৈকেলি প্ৰণৰ উপযোগী কৰিবৰ বাবে মাটিখিনিত মোলনি দিয়ে। পিছত আকৰি'ত ধুৱাই চোঁচনি'ৰে চোঁচৰ পিছত শোলাই মুৰাই মাটিত পাজৰ আকাৰ ঠিক কৰি লয়। এইদৰে প্ৰণ মাটিৰ কেঁচা বাচন ৰ'দত শুকুৱাই অলপ টান কৰাৰ পিছত পিটোনে'ৰে পিটি আৰু মাজনি'ৰে মাজি পুনৰ ৰ'দত দিয়া হয়। ইয়াৰ পাছত আৰম্ভ হয় ৰং দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া। সেজুৱা মাটি পানীত গুলি এবিধ ৰংপ্ৰস্তুত কৰা হয়। বাচন নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত এইবোৰ টান কৰিবৰ বাবে পেঘলীত পোৰা হয় ৰেড়নি ইয়াক কোৱা হয় ৰেড়নি। ৰেড়নি বোলাই

চলিহবোৰ গুলীয়া কৰা হয়। যাতে নিখুঁত ৰঙাৰ লিছুত এইবোৰ টান কৰিবৰ বাবে' পেঘালী'ত পেৰা হয়। পেঘালীত পেৰণ কাৰ্য হ'ল আটীৰ পাৰ এটি ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তোলাৰ এক্ষেত্ৰতে আন্তিমটি পৰ্যায়। তালদলে শুকোৱা পাতবোৰ পেষলাকাৰ পেঘালীত এক বিশেষ আহিবে মেজিৰ আকৃতিত সজাই পাতবোৰৰ মাজে মাজে থকা খালী ঠাইত শুকান কাঠ-বাহঁৰ টুকুৰা আৰু সম্পূৰ্ণ ঘেৰটোৰ কাষে কাষে পুৰণি ভঙা কলহ-টেকলিৰ টুকুৰা দি মেৰেৰে ঢাকি দিয়া হয় যাতে জুইৰ ধোঁৱা ওলাই যাব পাৰে আৰু বাতন সমূহ পোঁৰাই ক'লা কৰি নেপেলায়। পেঘালীত প্ৰায় ১২ ঘণ্টামান এক নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত পাতসমূহ পেৰা হয়। জুইৰপৰা উলিয়াই বাতনসমূহ শীতল হ'বলৈ দিয়া হয়। শীতল হোৱাৰ পাছত পাতসমূহ বিক্ৰীৰ উপযোগী হৈ উঠে।

২.৩. উপাদিত সামগ্রীর বিবরণ :

মৃৎ বা মাটির উপাদি সামগ্রী সমূহর ভিতরত এয়াঁ চেকেলি, পাটি চেকেলি, চৈ চেকেলি, সাঙ্কপাটি কলহ, ডাউর পাটি কলহ, মঝাকনীয়া কলহ, মলা, নদীয়া, দুপানি, চোল, নাচেৰা, উখন আদিও প্রধান। ইয়াৰ উপৰিও সজাবৰ বাবে সৰু জোমৰ দৰা-কইনা, নাচনী, হাতী, বোঁৰা, চাকি আদি বিভিন্ন সামগ্রী মাটিৰে নির্মাণ কৰা হয়। আগৰ যেন চাউল বা প্রৱগৰ দিনত প্রৱম কণোৰ খৱৰ বাবে ডাউৰ ডাউৰ মখিয়া সাজে। প্রৱম কণোৰ মখিয়াত ভৰাই নিপনি আদিৰ পৰা আঁত বাহু ৰামিবলৈ মখিয়াৰ মুমখন মাটিৰ লেপ দি বন্ধ কৰি দিয়া হয়। নদিয়া আৰু পিঠা পোৱা সালেকীও হ'ল দুবিধ পৰম্পৰাগত মৃৎ শিল্প। পাৰম্পাহিক শিল্পটো প্রধানকৈ বাজ্যৰ কছু অঞ্চলৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছিল। যোগেন সমাট

ঐৎসঙ্গের আমলকালত শিল্পীসকলে হায়দ্রাবাদলৈ প্রব্রজন কৰিছিল। বাদৰ কলাকৃতিসমূহ বিদ্রিৱৰ দৰা অনুপ্রাণিত। বিদ্রিৱৰ বাদৰ তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰি শাত সজোৱা পৰিধি হৈ গৈছিল। নিজামাবাদৰ শিল্পকলাত প্রায় 200টা পৰিয়াল জড়িত আৰু তেওঁলোকৰ বেছিভাগ কৰয় ৰপ্তানি কৰা হয়। তথাপিও তেওঁলোকৰ অৱস্থা ভাল নহয়। কাৰণ মাটিৰ গুণ শিল্পটো 2013 চনৰ ভৌগোলিক নাম্নীৰ আইন আৰু ব্যৱসায়ীৰ মানৰ কল্যাণ সংস্থাৰ সমৰ্থনত ভৌগোলিক স্বীকৃতি (জিআই) টেগৰ বাবে আবেদন কৰা হৈছিল। ইয়াক 2013 চনৰ ডিচেম্বৰত ভৌগোলিক স্বীকৃতিৰ বাবে পৰীক্ষণ কৰা হয়। ইয়াৰ গঠন সামগ্রী কেৱল ইয়ৰ নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলত উৎপাদন কৰাৰ অধিকাৰ লাভ কৰে।

ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ নাগৰিক লৌহ যুগৰ সংস্কৃতিৰ উত্তৰ কালৰ পৰিচয় কৰা

সামগ্ৰীৰ মৃৎ শিল্পৰ সৈতে মিল থকাৰ বাবে ইতিহাসবিদসকলে নিজামাবাদৰ কালা মাটিৰ শিল্পৰ অধ্যয়ন কৰে।

আলমাৰ শিল্পীসকলে বহুৱত তিনিবাৰকৈ মৃৎ শিল্পজাত সামগ্ৰী উৎপাদন আৰু বিক্ৰী কৰে। এই সময়ক তেওঁলোকে মেপ বুলি কয়। এই মেপসমূহ হল আহ মেপ, আলি মেপ আৰু বেচা মেপ।

আহ মেপৰ উৎপাদন আৰু বিক্ৰী জেঠ মাহৰ পৰা ভাদ মাহৰ ভিতৰত, আলি মেপ আশ্বিনৰপৰা ফাল্গুন মাহৰ ভিতৰত আৰু বেচা মেপৰ উৎপাদন আৰু বিক্ৰী চ'ত মাহৰ পৰা বহাগ মাহৰ ভিতৰত সম্পাদিত হয়। সাধাৰণতে কুমাৰ আৰু হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল

এই শিল্পের মৌচে আছে। লোক শিল্পের
এটা প্রধান বিভাগ হল মৃৎশিল্প। যে,
যিনি আদি "মৃত্তিকা প্রথম পথা
অনুসরণ করি তৈরা আলভিয়া মাটির আদিম
যাদু-বর্তন, মৃন্ময় মূর্তি আর আদিম
পুতুল নির্মাণ করা শিল্পই হৈছে মৃৎশিল্প।
মৃৎশিল্প এটা নির্দিষ্ট জাতির আদিত
সবশবাপেক্ষা সাধারণ ভাষা শিল্প। মৃৎ
শিল্পের লগত মানব সভ্যতার এক নিবিড়
সম্পর্ক আছে। মৃৎশিল্প এটা জাতির
আবেগ আরু ভাবর প্রতীক। সেয়ে এটা
জাতির শিল্পের উৎকর্ষ বিচার করিবলৈ
হ'লে সেই জাতির অতীতর মাটির
পাত্রর গঢ় ভাব প্রেমত অঙ্কন আরু
পাত্রর লেওর বিষয়ে চিন্তা করিব লাগে।
ইয়াক এটা জাতি বা সভ্যতার
কথাটি শিল্প বুলি গণ্য করা হয়। মৃৎ
পাত্রক প্রত্নতাত্ত্বিকর প্রথম বর্ণমালা
হিচাপে গণ্য করা হয় (Potteries are

the first alphabet of the archeologist)।
মৃৎ শিল্পের আভিধানিক অর্থ এরূপ—
বেনেক্সের মতে, টবা মাটি আদিক প্রভৃতি যে
কোন অথচ বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা
শিল্প, এই শিল্পদ্রব্যের বলোরা পোড়ামাটির
বা - মৃৎশিল্প, Pottery, ceramics।[2]
আধুনিক অক্সফোর্ড অভিধান মতে, মাটিতে
পাক করা শিল্প (Pottamics)[3]।
Oxford Dictionary র মতে, Pots, dishes, etc.
made esp: by hand with clay that is
baked in an oven[4]
Encyclopaedia Britannica র মতে, মৃৎ
শিল্পের অর্থ এরূপ —
The art or activity of making objects
of clay.[5]
The chambers Dictionary র মতে, মৃৎ
শিল্পের অর্থ এরূপ —
articles of baked clay collectively, esp

earthenware vessels, a place where such goods are commercially. the work or art of the Potter. ৬

মৃৎ শিল্প সকলো শিল্পৰ ভিতৰত এটা নিজাঁজ শিল্প। হাবাৰি বীজে গিয়া মনুষ্য জনুৰপৰা মানৱ সমাজত প্ৰচলিত বিভিন্ন লোকা শিল্পৰ ভিতৰত মৃৎ শিল্পই সৰল, বিস্তৃতধৰ্মী আৰু জটিল কলা। মৃৎ শিল্প সম্পৰ্কে 'American Society for Testing and Materials' নামৰ সংস্থাটোৱে মন্তব্য দিছে এনেদৰে—

All fired ceramic wares that contain clay when formed, except technical, Structural and refarctory Products. ৭

এই সংজ্ঞাটোকে পুৰাতত্ত্ববিদসকলে আৰু বেছি পৰিষ্কাৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে—

By excluding ceramic objects

such as figurines which are made by similar processes and similar materials but are not vessels.

অসমৰ হস্তশিল্পৰ লগত আমাৰগাঁৱে দুই শ্ৰেণীৰ লোক জড়িত হৈ আছে। ভেউঁলোক হৈছে কুমাৰ আৰু হীৰা। কুমাৰ আৰু হীৰাৰ প্ৰধান পাৰ্থক্য এয়ে যে কুমাৰসকলে চাক ব্যৱহাৰ নকৰি হাতেৰে মাটিৰ বাহন-বৰ্তন তৈয়াৰ কৰে (চিত্ৰ-৩)। আনহাতে হীৰাসকলে চাক ব্যৱহাৰ কৰি চাক হৈছে চকা আকৃতিৰ এবিধ আছিলা। সাম্প্ৰতিক কালছোৱা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বিকশিত হৈ 'চকা' নাম পাইছে। কুমাৰ আৰু হীৰাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা মাটিৰ মেচপ্ৰকাৰ পাৰ্থক্য দেখা যায়। হীৰা মাটিৰ তুলনাত কুমাৰ মাটিটো বোজা কঠিন। সেইদৰে

হীৰা মাটিৰ বৰণ বঙা। কিন্তু কুমাৰে মাটিৰ বৰণ কলা আৰু বঙা।
কুমাৰৰ মাটিক হিন্দু ধৰ্মৰ সকলো পবিত্ৰ জ্ঞান কৰা হয়। শিৱলিঙ্গ নিৰ্মাণ কৰা সময়ত উইৰ মাটি নাযোগ্য কুমাৰৰ মাটিৰে শিৱলিঙ্গ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰচলন আছে। প্ৰাচীন কালৰেপৰা কুমাৰৰ পাত্ৰবোৰক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰা হয়। পূজা-পাতল, উৎসৱ অনুষ্ঠানত কুমাৰৰ ভিন ভিন পাত্ৰৰ বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন হয়। কুমাৰৰ পৰিৱৰ্তে হীৰাই নিৰ্মাণ কৰা মাটিৰ পাত্ৰ বেছি টান, কিন্তু সেইবোৰক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰা নহয়।
পৰম্পৰাগত ৰীতি অনুসৰি মহিলাসকলক চাকত মাটিৰ পাত্ৰ পাৰিবলৈ দিয়া নহয়, কেৱল পুৰুষসকলেহে চাকত মাটিৰ পাত্ৰ গঢ়াৰ পাৰে। চাকৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ

বগাগিনি মহিলাসকলে কৰিব পাৰে।
কুমাৰসকলে জালী- চাউঁ ব্যৱহাৰ কৰে।
কুমাৰ আৰু হীৰাসকলে পৃথক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথমে মাটিৰ পাত্ৰ পুৰি লয়। তেওঁলোকে চাউঁৰ ওপৰত কেঁচা পাত্ৰসমূহ জাপি দি ওপৰত মাটিৰ লেও দি ভালদৰে জুই দিয়ে। কিন্তু হীৰাসকলে জালী চাউঁ ব্যৱহাৰ নকৰে। তেওঁলোকে এক বাইগনতে দুই আৰু সোণৰ মূৰ্তিৰ ওপৰত পাত্ৰবিলাক খুব পাতি ৰাজে ৰাজে ভুঁই, নৰা, বাঁশ ঘোৰ, চলিমৰি সুমাই ওপৰত দুই দি ঢাকি জুই লগাই দিয়ে। কুমাৰ আৰু হীৰাসকলে উপৰি মাটিৰে নিৰ্মিত মৃন্ময় মূৰ্তি আৰু টেৰাকোটা শিল্পসমূহো মৃৎ শিল্পৰ অন্তৰ্গত।

মৃণ্ময় মূৰ্তি: কুমাৰ আৰু হীৰাসকলৰ দৰে আনিকৰবিলাকেও মাটি

ব্যবহৃত কৰি মৃণ্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰে (চিত্র-১)। তেওঁলোক কুমাৰ আটিলে নাম। মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰে। তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকেই অত্যন্ত হীৰা আৰু কুমাৰসকলৰ দৰে পৰম্পৰাগতভাৱে মৃণ্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ নকৰে। প্ৰাচীন অসমত মৃণ্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা কোনো প্ৰথা নাছিল। স্বৰ্গদেউ বুদ্ধিস্বৰ্গ নাৰায়ণে লিছুগান অৱস্থীয়াল মানুহক কোচবিহাৰলৈ পঠাই তাত মৃণ্ময় মূৰ্তিৰ নিৰ্মাণ কলা শিকাই আনিছিল।[১০]

এই লোকসকলক লিছুগান, মানিকৰা নামেৰে নামকৰণ কৰা হয়।

'মানিকৰ' শব্দটো সংস্কৃত মন্ (মোন) + কৰ যোগ হৈ বিকশিত হৈছে। 'মন' শব্দৰ অৰ্থ হৈছে মোল আৰু 'কৰ' শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কৰোতা। অৰ্থাৎ, শিল বা বাটে

বাটি আৰু মুলি মূৰ্তি কৰোতা বা
মাটিৰে মূৰ্তি সাজোতা ।

২.৪, মৃণ্ময় মূৰ্তিৰ লগত জড়িত নীতি-নিয়ম:-

মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকলে
শুচিতা বজাই মাটি মূৰ্তি নিৰ্মাণ
কৰে । শিল্পীসকলে মা-পা খুইহে মূৰ্তি
নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰে । যৰৰ
কাৰোৰ জখোচ লাগিলে তেওঁলোকে
প্ৰতিমা নিৰ্মাণ নকৰে । প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাৰ
আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকে ঢাকি, ধূপ জ্বলাই
ইশ্বৰক আৰাধনা কৰে আৰু মূৰ্তি
নিৰ্মাণৰ কামত আগবাঢ়ে । ধৰ্মীয় বিশ্বাস
অনুসাৰি দেৱ-দেৱীসকলৰ ভিতৰত যিহেতু
গণেশক প্ৰথমে পূজা কৰা হয়, সেয়ে
তেওঁলোকে প্ৰথমে গণেশৰ প্ৰতিমা
নিৰ্মাণ কৰে । তাৰ পিছতহে বাকী

দেব-দেবীৰ প্ৰতিমালোৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়।
দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা সময়ত
তুলসী প্ৰভৃতি তলৰ মাটি দিয়া নিয়ম প্ৰাচীন
কালৰে পৰা প্ৰচলিত হৈ আহিছে।
সমাজত প্ৰচলিত ঐতিহ্য অনুসাৰি দুৰ্গা
পূজাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত সময়ত পতিতালয়ৰ
মাটি দিয়া হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।[১১]
প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে উল্লেখনীয় বিকাশ
হৈছে চকুদান কৰা। শিল্পীসকলে অতি
কষ্ট কৰি নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিমাসমূহত চকু আঁকিলে
কিছুতেই মূৰ্তিটো জীৱন্ত হৈ উঠে।
সেইবাবে নিয়ম অনুসাৰি প্ৰতিমাৰ প্ৰকাশ্যে
প্ৰতিমা নিবিলে অহা সময়ত চকু দান কৰা
হয়। প্ৰতিমাৰ প্ৰকাশ্যে মনিকৰজনক
প্ৰতিমাসমূহৰ বাঁহনি আৰু হুজনি হিচাপে
পাৰ এমোৰ দিয়ে। মনিকৰজনে পাৰদৰ্শিতাৰ
সহিত লৈ চকু দান কৰিব লাগে। বৰ্তমান
সময়ত অৱশ্যে এই প্ৰকাশ্য ৰাখিত

হোৱা নাই। মানিলে চকু দান কৰা আত্মীয়াকে সম্মান দিয়া আৰু পিছত আমাকে মাত্ৰ পাঠ কৰি মোৰ কামবিধ পূৰ্ণ কৰা দিয়া। প্ৰচলিত ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ যদি ত্ৰিশাপ দিয়া পায় তেন্তে ধৰণী মানুহে ব্যক্তিজনৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ বাবে শ্মশান কালি পূজা কৰিব লাগে। প্ৰায় এক মাটি পাউঁ মাটি পাটিৰ ভিতৰত শ্মশান কালি পূজা কৰিব লাগে বুলি বিশ্বাস প্ৰচলিত আছে। এই শ্মশান কালি পূজাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া প্ৰতিমাটোৰ সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কাৰ্য এদিনৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব লাগে। প্ৰতিমাখনিৰ জুমুটি বন্ধৰ পৰা আঁ সম্পূৰ্ণ কৰালৈকে সকলো কাম এদিনৰ ভিতৰতে সম্পন্ন কৰে।[১২]

আগতে শিল্পীসকলে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কাৰ্য অত্যন্ত গোপনীয়ভাৱে সম্পাদন

কৰিছিল। গোলা বাহিৰা ব্যক্তিয়ে তেওঁলোক
ৰ শিল্পকৰ্ম তেনেলৈ অসমৰ্থ হৈছিল।
প্ৰাচীন কালত মৃণ্ময় মূৰ্তিবোৰত ধ্যানৰ
দিশটোৰ প্ৰতি বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল।
বৰ্তমান সময়তো শিল্পীসকলে ধ্যানৰ দিশটো
ক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আছিছে। দেৱ-দেবীক
পূজা কৰোতে সোৱা বন্দনাত দেৱ-দেবীৰ
ৰূপৰ যি বৰ্ণনা আছে, সেই বৰ্ণনা অনুসাৰি
য়েই প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আছিছে। তথাপি
আগৰ তুলনাত বৰ্তমান সময়ত নান্দনিক
দিশটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে।
শিল্পীসকলে ধ্যানৰ দিশটো ফুটাই তোলাৰ
মাজতে যাত সুৰুজা পাইছে তাতেই
নিজস্ব শিল্পীসত্তাৰ বিকাশ ঘটাইছে।
ইয়াৰ মূলতে সময়ৰ আহবান আৰু
শিল্পীপৰাকীৰ আত্মিক উপলব্ধি দুয়োটা
কথাই জড়িত হৈ পৰে।
প্ৰতিমা এনে নিৰ্মাণ কৰোতে মূলতঃ

কুমার আরু ইবাসকলে টেৰাকোটা বা পোৰা মাটিৰ পুতলা বোৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। কুমার আরু ইবাসকলে যে পোৰামাটিৰ পুতলা নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে বিভিন্ন কুমাৰ বস্তুবাই উল্লেখ কৰিছে এনেদৰে :

The discovery of a large number of terra cotta figures leads us to believe that the village Potter, besides his normal duty of vase making was engaged in toy making also.১৩

তেওঁলোকে মাটিৰ অন্যান্য সামগ্ৰীবোৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ উপৰি মাটিৰ পৰা কিছুমান পুতলা নিৰ্মাণ কৰি লয়। পুতলাবোৰৰ জুমি ভুৰ বাবে সেইবোৰ জুইত পুৰি দিয়া হয়। প্ৰাচীন কালৰেপৰা অসমত টেৰাকোটা মূৰ্তিৰ প্ৰচলন বিদ্যমান। খ্ৰী. ষষ্ঠ আতিকাত তেজপুৰত দ পৰতীয়াত উদ্ধাৰ হোৱা মূৰ্তিটো টেৰাকোটা শিল্পৰ অন্যতম নিদৰ্শন।

২.৫. মৃৎশিল্পৰ আকৃতিৰ বৰ্ণনা :

এক্সিয়াল্লেক আবিষ্কৃত টেৰাকোটা মূৰ্তিসমূহৰ ভিতৰত ই অতি প্ৰাচীন। এই মূৰ্তিটো জীয়ন্ত মানুহৰ দৰে স্বাভাৱিক আকৰ্ষণীয়। ইয়াৰ উশৰি মাথোঁৰ প্ৰণেতা শাহাৰ, ধুৰাটীৰ চেনীকুচি, নলবাৰীৰ বিল্বেশ্বৰ মন্দিৰ, ওঠালকুচিৰ সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰ আৰু ধুৰাঘাটীৰ আমৰাবীত বিভিন্ন টেৰাকোটা মূৰ্তি আবিষ্কৃত হৈছে। মৃৎশিল্পৰ এক উল্লেখযোগ্য নিদৰ্শন হৈছে পোৱামাটিৰ শিল্প বা টেৰাকোটা শিল্প। মৈ, বিল আদিৰ অঞ্চলৰপৰা সংগ্ৰহ কৰা হীৰামাটিৰে বিভিন্ন আকৃতিৰ পুতলা নিৰ্মাণ কৰি এই শিল্প তৈয়াৰ কৰা হয়। পোৱামাটিৰ পুতলাবোৰৰ বাহ্য গঠনৰ ভিন্নতা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া।[১৬] সাদুডিত্তিক বিশ্বাস, ধৰ্মীয় আচাৰ-অনুষ্ঠান আৰু প্ৰজননৰ লগত এসময়ত পুতলাবোৰ সম্পৰ্কিত আছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। কাষৰীয়া বহু ঠাইত

বহুগ্র মাহত পুজহীনা পরিয়ানর বন্যা
ভিজোজমকলে প্রভ কলানা অবি কেইবাগোন
ও পুতলাৰ দৰা-কইনা আদি পুতলা বিয়া
পাতে। বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পিছত এই পুতলা
ৰ দৰা-কইনাকোৰ জলস্রোত ভুৰত তুলি
কেইটাজন হাঁকপীৰে মৈতে নদীক উটুৱাই
দিয়া হয়। পোৱালাটিৰ পুতলাকোৰে
বৰ্তমানেও এটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বজাই
ৰাখিছে। অসমৰ পোৱালাটিৰ পুতলাকোৰৰ
লগত কুল্লী, ভুষণ্ডা, পশ্চিমবাংলা, পূৰ্ববাংলা
আদি ঠাইৰ পোৱা মাটিৰ পুতলাৰ
সাদৃশ্য থকা কথাই ভূমধ্যসাগৰীয়
অঞ্চলৰপৰা ভাৰতলৈকে এসময়ত বিয়াপি
থকা পুতলা সজা ৰীতিনীতিৰ সাদৃশ্যক
কথাকে সূচায়। পোৱালাটিৰ পুতলাকোৰৰ
অঞ্চলভেদে ৰূপ গঠনত ভিন্নতা দেখা যায়।
ৰূপৰ সৰলীকৰণ, সাংক্ষিপ্তীকৰণ আৰু
ৰূপবৈশিষ্ট্যেই এই জনাঞ্চলৰ পুতলাকোৰৰ
প্রধান ৰূপগত বৈশিষ্ট্য।[১৭]

2.6 সমাজ জীৱনত ব্যৱহাৰ :—

মাটিৰ সামগ্ৰীসমূহ সমাজ জীৱনত মূল্যবান সম্পদৰূপে গণ্য কৰা হয়। আগতে বস্ত্ৰা-বঢ়া কামত ব্যৱহৃত পাত্ৰসমূহ মাটিৰে নিৰ্মিত আছিল। বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কমি আহিছে যদিও বস্ত্ৰা কাৰ্যত এতিয়াও মাটিৰ পাত্ৰৰ ব্যৱহাৰ হয়। পোৱামাটিৰ পুতলাবোৰে শিল্পীসত্তাৰ বিকাশত সুঁতি ওলায়। মাখা চৰাই এটাৰ মুকলিৰ সৈতে চালিগন আৰু হাতী এটাৰ মুখ আৰু শুঁৰডাল নিৰ্মাণ কৰিয়েই শিল্পীসকলে 'মাখা চৰাই আৰু হাতী এঞ্জাৰ' প্ৰতীকী কথাত সুকীয়াই ভুলিব পাৰে। এই পুতলাবোৰ নামনি অসমৰ ডেকেলি উৎসৱ আৰু বেজনি অসমৰ পৰশাৰাপত উৎসৱত সৰহসংখ্যক বিক্ৰী হয়। শিল্পীৰ আঙুলিৰ পৰশত জীয়াল হৈ উঠা এই পোৱামাটিৰ পুতলাবোৰ শিল্পী এক নিদৰ্শন হাড়ি থাকে।

মণিষ, নাহালৰত ওজাই হাতিৰ চাকি জুলাই মেৰ আৰৱড়ায়। পুজাত হাতিৰে নিৰ্মিত ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰি ব্ৰাহ্মণে পূজা কৰে বিয়াৰ পানী তোলা পৰত হাতিৰ চাকি আৰু টেকেলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হোমযজ্ঞ কৰা সময়ত ব্ৰাহ্মণে কুমাৰী চৰু ব্যৱহাৰ কৰে। মানুহ এজনৰ মৃত্যু হ'লে চৰু, ঘট, হাকি, কুমাৰী চৰু ইত্যাদি হাতিৰ সামগ্ৰীকোৰ ব্যৱহাৰ হয়। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ লগতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ লোকসকলক জা-জলপান দিবলৈও মলাৰ ব্যৱহাৰ প্ৰচলিত। মাটিৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰৰ পিছত ভুৱা বস্তু ঘুনি পেলাই দিয়া হয়। আদিতে মানুহে ~~লোহা~~ ওকালৈকত পৰাৰ ক্ষমতা পাবলৈ হাতিৰ পাতত টকা ঠকাই মুকিয়া কৰি হয় শুণে জাত তোলা, মাৰ চুমোবিহি দ্ৰব্য খাব পাৰি।১৮

অনুষ্ঠানত পৌরোহিত্য কৰোতা বলপুলিলৈ
যেতিয়া ডেকা কলহ যৈ আৰু ওপৰত
নাচিবলৈ ধৰে তেতিয়া কাপোৰেৰে চোকিয়াই
অত্যাপত আঁচলি জনায়। ৰামধেনু
পূজাত ভাগ্যজালিৰে যি পৃথিবী প্ৰতিষ্ঠা কৰা
হয়, সেই ঘটটোৰ ধৰণৰ ঘট বোলা হয়।
কিয়ৰ দিনা দৰা-কইনাৰ ঘটেৰে তুলি
জনা পানীৰে লোৱা হয়। কইনাৰ পাত
ঢালি দিয়াৰ পিছত কইনাজনীৰ মূৰেৰে
বে অহা তিনি চলু পানী পি সন্তান
কামনা কৰে। ভাৰভৰ্ষৰ জান ঠাইতে
মৃৎ শিল্পৰ যথেষ্ট আদৰ আছে।
জাতি আহত উদ্ভাপিত উত্তৰ ভাৰতৰ
এবা আংশলিক অনুষ্ঠানত গ্ৰহ পজোপা
বাহি লৈ তাৰ জল এটোত এটো পানীৰ
কলহ উলোমাই বান্ধি থয় আৰু তাত
তামোল, পানীৰ, যৌৰস, পানী, তিল আদি

বিবিধ সামগ্রী যোগে পূর্বপুরুষৰ নামত অর্পণ কৰা হয়। পশ্চিম ভাগত 'মুগৰ' নোলা উদ্ভিদৰ বিশেষভাৱে নির্মিত খুটিত (যিবোৰ আজি লেকচুৱেৰে বাহিৰ ভাগ সুন্দৰভাৱে আঁকি) তিল আৰু বিবিধ পচুৰ প্রথম ফল দি মাইকী মানুহবিলাকে পূজা কৰে।[১৯] পৰৱৰ্তীত মহিলাসকলে ঘুমাৰে বিশেষ পদ্ধতিৰে প্রস্তুত কৰা শিকাৰ খাই তৃপ্তি লাভ কৰে। প্রাচীন কালত অসমৰ কোনো কোনো সম্প্রদায়ত মৃত ল'ৰা-ছোৱালী মাৰিলে মাটিৰ পাত্রত ভৰাই মাটিত পুতি নাইবা নদীত উটুৱাই দিছিল।[২০]

ই শিল্পৰ লগত অনেক লোকো বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে। কোনো ব্যক্তিয়ে মাজা কালিলে লোৱাৰ আগমুহূৰ্তত ভৰা কলহ ঢোঁহিলে

কুঁৱৰী আৰু গ্ৰামী কলহ মেমিলে অন্ধুহ
বুলি বিশ্বাস কৰে। মৌপথাৰত অন্য
ব্যক্তিৰ নজৰ বলগাবলৈ মাটিৰ চৰু বা
ঢেকোলি এটাত চুলেৰে মানুহৰ প্ৰতিচ্ছবি
অংকন কৰি পথাৰত আৰি দিয়া হয়।
বৰষুণ ভয় মোৱা ব্যক্তিৰ ঘৰা কলহৰ
পানী ঘুমাই দিলে ভয় উপশম ঘটে বুলি
বিশ্বাস প্ৰচলিত হৈ আহিছে। সৰু ল'ৰা-
ছোৱালীৰ মুখ লগা ভাঙিবলৈ ঘৰা কলহত
জুই জ্বলাই সৰিয়হ, জলকীয়া আদি
ফুলোৱা হয়। বিয়াৰ কইনা যাবলৈ ঘোৰা
পৰত কইনাজনীৰ মদি ঘৰা কলহৰ
সৈতে দেখা পায় ভেন্তে দৰাৰ সৈতে
বাজমৌটিৰা (বাজনোৱা) আহে বুলি বিশ্বাস
কৰা হয়। ভিৰোৱাসকলে পানী আনিবলৈ
মাউঁহে কলহ ভাঙিলে অমঙ্গল জ্ঞান কৰে
আৰু এস্ৰাঁজ ভাত লগোন দিয়ে।[২১]

2.৭. গোৱালাটিৰ পুতলা নিৰ্মাণ প্ৰণালী :-

গোৱালাটিৰ পুতলা নিৰ্মাণৰ বাবে মাটি, কাঠ, বাঁহ, লোৰ কটাৰী, গোৰ আদি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন। পুতলা নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকলে প্ৰথমে স্থানীয়ভাৱে পোৱা জালতীয়া মাটি (হীৰামাটি) সংগ্ৰহ কৰি আনে। এই জালতীয়া মাটিৰ লগত প্ৰায় 20 শতাংশ স্থানীয় ভাবে পোৱা বালি মিহলাই পুতলা নিৰ্মাণৰ বাবে কেঁচামাল প্ৰস্তুত কৰে। তেওঁলোকে গোৱেৰে মাটিমিনি কাটি বালি আৰু পানী মিহলাই ভৰিৰে প্ৰচকি মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি লয়। পিছত বাঁহ আৰু কাঠৰ বিভিন্ন আহিলাৰে আকাংক্ষিত ৰূপত পুতলাবোৰ নিৰ্মাণ কৰি লয়। প্ৰয়োজন অনুসাৰে তেওঁলোকে পুতলাবোৰত পানী আনি পিটনি আৰু ৰঙেৰে কোনাই নিৰ্দিষ্ট আকৃতিৰ ৰূপ দিয়ে। ইয়াৰ পিছত পুতলাবোৰ প্ৰায় 2-৩ দিন ৰাদত শুকাবলৈ

দিয়া হয়। শুকোনা খোলাৰ পিছত জোঁতি বা আন কোনো ধাতৱ বাটৰ বা বাঁহৰ বি ৰে খুবি দিয়া হয়। এই পুতলাবোৰ সৰু আকৃতিৰ হয় যাতে প্ৰায়বোৰ পুতলাত কপাল নাথাকে। নাক আৰু ওঁঠৰ জৰিয়তেই মুখমণ্ডলৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। সেইদৰে পুতলাবোৰৰ মুখবোৰ জোজা আকৃতিৰ হয়।

———— * ————

৩. তৃতীয় অধ্যায় :-

৩.১. সাধাৰণি বা অনুষ্ঠ

মৃৎ শিল্প লগত জড়িত হীৰা

আৰু কুমাৰ সমাজৰ লোকসকলে বংশানুক্ৰমিকভাৱে মৃৎ শিল্প লগত জড়িত হৈ আহিছে। তেওঁলোকে অতি দূৰত্বত এই মৃৎ পাত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা কৌশল আয়ত্ত কৰি লয়। ১২-১৫ বছৰ বয়সৰপৰাই তেওঁলোকে এই বৃত্তিত মেলি বা ভাৰ অনুশীলন কৰি শিকি লয়। যেনে চকাত পৰিৱেশ সজাগভাৱে অতি প্ৰকৃষ্ট দি সাতিৰ বাচন-বৰ্তনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে জনসাধাৰণক সজাগ কৰি তুলিব লাগিব। এই মৃৎ শিল্পসমূহে জাতিগৌৰৱ অৰ্থনীয় সম্ভাৰ সুন্দৰ ৰূপত মুকলি হৈ তুলিছে। পৰৱৰ্তী অধ্যায়ত আমি লোকসমাজত প্ৰচলিত বাহঁ-বেত আৰু কাঠ শিল্প সম্পৰ্কে আলোচনা আগবঢ়াম।

৬.২. গ্রন্থপঞ্জি

১। বরবাহনে, নিরুপমা গোগৈ : অসমর লোকসংস্কৃতি
পৃষ্ঠা : ২৫৫

২। প্রফুল্ল চেকাৰ : প্রবেশিকা-গ্রন্থ ; পৃষ্ঠা : ২৩০

৩। ডঃ আব্দুল গফুৰ : গোৱালপৰীয়া সংস্কৃতি
পৃষ্ঠা : ৪৭

৪। ডঃ নিৰোদ কুমাৰ বৰদলৈ পৃষ্ঠা ; ২০৯

৫/ https://as.m.wikipedia.org > wiki

৬/ https://niyomiyabarta.com > regional

৭/ https://as.vikaspedia.in > education

৮/ https://www.dainandinbartagroup.in >

৯/ https://www.khandbahale.com >

৬.৬. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১/ বৰদলৈ; নিৰ্মলি প্ৰভা ; অসমৰ লোকসংস্কৃতি

২/ প্ৰভুল ডেকাৰ; প্ৰয়োগমূলা -গ্ৰন্থ

৩/ মহঃ আব্দুল শকুৰ ; গোৱালপৰীয়া সংস্কৃতি

৪/ ড° নিৰোদ কুমাৰ বৰুৱা

৫/ https:// as.m.wikipedia.org > wiki

৬/ https:// niyomiyabarta.com > regional

৭/ https:// as.vikaspedia.in > education

৮/ https:// www.dainandinbartagroup.in

৯/ https:// www.khandbahade.com >

৩.৪. সমাধানঃ—

ক্রমিক নাম	জীবিকা	ঠিকানা
১/ ড. অনুপমা রাজ	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
2/ ড. আছমা ইয়াছমিন	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৩/ চন্দ্রানীদেবী বর্মন	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৪/ আশ্রাফুল ইছলাম	প্রন্থাগারিক	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৫/ ঋণালী হাজং	প্রন্থাগারিক	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৬/ কনিকা সাহা	ছাত্রী	বুমেরাং
৭/ বৈজয়ন্তী হাজং	ছাত্রী	বাসর

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- পুৰণি অসমৰ খেল-ধেমালি

প্রস্তুতকর্তা ----

তত্ত্বাবধায়িকাঃ

ড° অনুপমা ৰাভা

নামঃ-ছুলতানা পাৰভিন
শ্রেণীঃ-স্নাতক ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক
ৰোল নং- UA-201-101-0133
পঞ্জীয়ন নং-20023129
শ্রেণী ৰোল নং-141
কাকতঃ-প্রকল্প (ASM-HE-6056)

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Puroni Axomar khel- dhemali"** submitted by SULTANA PARVIN. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor
Rabha
Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অসমীয়া আদি অলঙ্কারশাস্ত্রীয় পুথি অসমৰ গৌৰৱ বৈশালিৰ শ্ৰীযুক্ত বিমলাকান্ত অধিকাৰীৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰাৰ পৰা আদি কবি অধ্যয়ন প্ৰসঙ্গত মূলত কবি ভৈলিখ্যালৈকে দিয়া পৰামৰ্শ দি অহা ডক্টৰবিদুষীকা শুভ ও অনুপমা বাণে বাইদেউ লৈ অহা আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ ।

আমাৰ অধ্যয়ন কাৰ্য্য সাধিক মূল্যায়ন কৰি দিয়া আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত যাদুস আৰু চেৰেপা দি অহা লক্ষ্মীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডঃ অনুপমা বাণে বাইদেউ লৈ অশেষ নিৰ্ভৰদিছোঁ লগতে কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ।

প্ৰবন্ধ প্ৰণয়ন খুঁটানুপুংখ নিৰীক্ষণ

কবি দিয়া লক্ষ্মীপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা
বিভাগের সুবক্তা অধ্যাপিকা ও সকল সহকারী
অধ্যাপিকা ও আচার্য্য ইন্দ্রাক্ষরিন, অধ্যাপিকা
চন্দ্রাবলী দেবী বর্মন, অধ্যাপক অমিতকুল ঠাকুলাস
প্রবর ও সকল বিভাগের আমাই কেন্দ্রসহকারী
অধ্যাপক অধ্যাপিকা দের আমা নিবেদিছেঁ ।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ — পৃষ্ঠা

প্রথম পৃষ্ঠা ঃ ১.০০ অবতারনিকা—

১.১ ঃ- পরিচয় → ০১

১.২ ঃ- অধ্যয়নের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য → ০২-০৩

১.৩ ঃ- অধ্যয়নের পদ্ধতি → ০৪

১.৪ ঃ- অধ্যয়নের পরিসর → ০৫

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা — ২.০০ ঃ- মূল বিষয়ের আলোচনা—

২.১ ঃ- পুরানি অসমের খেল-ধেমালির ইতিহাস → ০৮-১০

২.২ ঃ- পুরানি অসমের বিভিন্ন খেল-ধেমালি → ১১

২.২.১ ঃ- টেকা-গুটি বা টাং গুটি খেল → ১২

২.২.২ ঃ- হাতী ঘুঁজ → ১৩ — ১৫

২.২.৩ ঃ- শেন ঘুঁজ → ১৫ — ১৭

২.২.৪ ঃ- বুলবুলি ঘুঁজ → ১৮ — ২০

২.২.৫ ঃ- কনী ঘুঁজ → ২১ — ২২

২.২.৬ ঃ- বাঘ বন্দী খেল → ২৩ — ২৫

২.২.৭ ঃ- হাউ খেল → ২৫ — ২৭

২.২.৮ ঃ- নাও খেল → ২৮ — ৩০

২.২.৯ ঃ- কপাটি বা ডুডু → ৩১ - ৩৩

২.২.১০ ঃ- কুকুরা ঘুঁজ → ৩৪ - ৩৫

২.২.১১ ঃ- বজা বাণী খেল → ৩৫ - ৩৭

২.২.১২ ঃ- ঘিলা খেল → ৩৮ - ৪১

২.২.১৩ ঃ- কড়ি খেল → ৪২ — ৪৪

তৃতীয় খোঁট :- ৩.০০ :- জেল - কৈশালিব প্রয়োজনীয়তা → ৪৫-৪৬

চতুর্থ খোঁট :-

৪.০০ : আমবনি → ৪৭ - ৪৮

৪.১ :- পাদটীকা → ৪৯

৪.২. :- গ্রন্থপুঞ্জী → ৫০

৪.৩ :- সমলদাঁজা → ৫১

১.১. পরিচয় :-

এজন মানুহৰ জীৱনত মেল-বৈমালিয়ে যিদৰে সামাজিক সুস্থতাৰ পৰিচায়ক কবি ক'ব লৈ, তেনেদৰে পুৰণি অসমৰ মেল-বৈমালিত অসমীয়া জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ জীৱনত পৰিচায়ক। পুৰণি কালত পৰা আমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মেল-বৈমালি প্ৰচলিত হৈ আহিছে। সেইবোৰ অবিকল ভাবে প্ৰচলিত হৈ আহিছে নে সময়ৰ সোঁতত ক'ত সলনি হৈছে তাৰ কোনো স্পষ্ট প্ৰমাণ পাব পৰা নাযায়। যদিও সমকালীন বিভিন্ন বুৰঞ্জী পুথি, প্ৰাচীন শাস্ত্ৰ-লিমা লিখিত সাময়িক পৰা হ'বাৰ ঐতিহ্য আৰু অপান্তৰ সম্বন্ধে কিছু আভাস আনিব পৰা যায়। প্ৰাক্‌শংকৰী, শংকৰী আৰু উত্তৰ শংকৰী যুগৰ ৰচনা ৰাজিত পত্ৰাস্ত্ৰজাত্ৰে এইবোৰৰ কিছু কিছুৰ বিৱৰণ পোৱা যায়। আহোম যুগত প্ৰচলিত অথচ বৰ্তমান লুপ্ত বা অৰ্ধলুপ্ত কেবা মেল-সমূহৰ বিৱৰণ আহোম বুৰঞ্জীসমূহত অতি সুকৌশলেৰে লিপিবদ্ধ কৰা আছে।

১.২. অধ্যয়নের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য

সমগ্র পৃথিবীর সকলো জাতীর মানুহর মাজত থকা আমোদ-প্রমোদেই হ'ল নানা ধরণর খেল-ধেমালি। অধ্যয়নতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীরেই নিজর নিজর অলুরা খেল-ধেমালি থকাটো দেখা যায়। অসমরো সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীর মাজত অতি প্রিয় বহুত খেল-ধেমালি প্রচলিত হৈ আছে। সংসার যাত্রাত আঙুরাই যাবলৈ হ'লে দেহ আৰু মনর সমানে উৎকর্ষ সাধন কৰিব লাগে। কাৰণ, সুস্থ শৰীৰর এটা জাতির বাবে অমূল্য সম্পদ। শৰীৰ সুস্থ হ'লেহে এটা শক্তিশালী মন গঢ়ি উঠিব পাৰে। খেল-ধেমালিৰ মাজেৰে সুস্থ শৰীৰর অধিকাৰী হৈহে এটা শক্তিশালী জাতির পৰিচয় কৰিব পাৰি। ঠিক তেনেদৰে ক্ষীয়াও এটা জাতির গৌৰৱর ধাই হেতু আৰু লগতে জাতিক সুস্থ-সবল কৰি গঢ়ি তোলাৰ এটি সহজ মাধ্যম। বৰ্তমান সমাজ জীৱনত খেল-ধেমালিয়ে অগ্রগতি

লাভ করার দরে পুরনি অসমর খেল-ধেয়ালিক মাধ্যমে প্রাধান্য দিয়া হৈছিল। পুরনি অসমর খেল-ধেয়ালি আমার অসমর বাবে কিমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বিষয়টো আমাসর্বীয় কবি-গোলাই হৈছে মোর এই বিষয়র মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য।

১.৩. অধ্যয়নের পদ্ধতি—

পুথিটি অসমের মেল-মৈমালি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমি তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিব। এই বিষয়টি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিছোঁ।

২.৪. অধ্যয়নের পরিসর

অধ্যয়নের পরিসরকে দুটা ভাগত ভাগ কেরি আলোচনা কেরিব পারি। সেই ভাগ দুটা হল — (i) ক্ষেত্র পরিসর আরু

(ii) বিষয়ের পরিসর।

(i) অধ্যয়নের ক্ষেত্র পরিসর :- পুরণি অসমর মেল-জৈমালি অধ্যয়নের ক্ষেত্র পরিসর হিচাপে বিশেষকৈ অসমর আদি জনগোষ্ঠীর মেল-জৈমালির বিষয়ে অধ্যয়ন উপরিও আনুসংগিক তথ্য হিচাপে এই সমগ্র অসমকে ধরিব লেহেঁ।

(ii) অধ্যয়নের বিষয়ের পরিসর :- মোর আলোচনার বিষয় হৈছে পুরণি অসমর মেল-জৈমালি। ইয়ার বাহিরে কোনো অন্যান্য মেল-জৈমালির বিষয়ে ইয়াত আলোচনা করা নাই।

২.১. পুষ্পনি অসমৰ মেল-মৈমালিৰ ইতিহাস

স্বৰ্গদেউ সকলোৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গিৰিলাক মেল-মৈমালি হৈছিল সেইবিলাক জাতীয় মেল-মৈমালিত পৰিণত হৈছিল। এক কেৱল ৰজা বা ভাৱীয়া সকলেই উপভোগ কৰা নাছিল। "আগৰ দিনত আহোম ৰজাসকলে নানা ৰকম আনন্দ উৎসৱ পাতি নিজৰ আৰু প্ৰজাৰ মনত ৰং লগাইছিল।" ৰজাৰ বিষয়া আৰু প্ৰজা — লৰা-বুঢ়া, ডেকা-গাভৰু, ছা-ভোৱালী সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰা নগৰলৈ আহি ৰং-মৈমালি ভাইছিল। এই মৈমালি চাবৰ সুবিধাৰ বাবে পিছলৈ আহোম স্বৰ্গদেউ সকলে পুষ্পনি বা পুৱৰ তলাতল ঘৰৰ ওচৰত পকী বা ঘৰ সজাই লৈছিল। (দেউধাই অসম বুৰঞ্জী ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দেউধাই অসম বুৰঞ্জীত ৰজাসকীয়া কিছু মেল-মৈমালিৰ কথা আছে। এই মেল-মৈমালিবিলাকৰ পৰিচালনা কৰা বিষয়া, মেলৰ মানুহ আৰু তুখাদ আছিল। বা পুৱত মেল-মৈমালি

কথাৰ এটি বংঘৰ আজিও স্থিৰ হৈ আছে। এই বংঘৰ স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই ১৫৭০-১৬৭৩ শকৰ মাজৰত সজাইছিল। বুৰঞ্জীত স্বৰ্গদেউ চন্দ্ৰসিংহ শিৱসিংহলৈ বংঘৰ সম্ভোৰ কথা আছে। সেই বিলাক বাৰি কাণত চিনো নাই কিয়া হল। ৰাজেশ্বৰ সিংহই বংলেৱা দল বন্ধালে। (আতঅহী - অসম বুৰঞ্জী ১৫২ - পৃষ্ঠা)। স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহই বংঘৰৰ পৰাৱতে প্ৰজা চপাই মেল-বৈঠালিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল।

একময়ত আমাৰ দেশত বহুত জুৰিয়া মেল-বৈঠালি আছিল যিবিলাক হয়তো আমাৰ মানুহে মেলিবলৈ বা কৰিবলৈ এক্কেবাৰেই এৰি নেপেলালে। অৱশ্যে অকল যে মেল-বৈঠালিহে এৰিলে এনে নহয় আৰু বহুত কথা এৰিলে। এতিয়া পুৰণি মেল-বৈঠালিৰ নিয়ম পাহৰাই নহয় এক্কেবাৰে মেলৰ নাম আৰু সুনিবলৈ সময় পোৱা এবা পৰিল। এই বিলাক সৌৰাষি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈকো কোনো লিখিত কথা বা সেই - সময়ৰ মেলাৰ লোক নাই। গতিকে সময়ত গৈ এই বিলাক-

সন্ধিক্ষণৰ দৰে হৰগৌ। স্বৰ্গদেউ সকলৰ দিনত হোৱা কিছুমান মেল-ছিমালিৰ কথা দুই-এক বুৰঞ্জী আৰু অন্যান্য আঁচপতীয়া পুথিত পোৱা যায়। তদুপৰি অতিকৈ অৰ্বাচীনকালৰ ৰেঁচা আৰি নথিবা পতিওখা গাঁও আৰু জনজাতীয় বাইজৰ আজিও পুৰণা দুই-চাৰিটা মেল চলি আছে। সেই বিলাকৰ আধাৰ লৈয়েই পুৰণি অসমৰ মেল-ছিমালিৰ কথা লিখিবলৈ লোৱা হৈছে। অৰশ্যে ইয়াত জনজাতীয় বাইজৰ আমাকি নামনি অসমৰ বাইজৰো পুৰণা মেল-বিলাক বাদ পৰি গৈছে।

আমি এতিয়া আঘৰ দিনৰ ৰংঘৰৰ কথা-তাৰাচাৰ চমু আলোচনা কৰিম। ৰংঘৰৰ কেউফালে আহল-বহল মুকলি ঠাই যেৱাই আছিল ওম ভাপ বা গড় যৱাইছিল। তলি হোমোৱাৰ বাট আছিল। ৰজা, ৰা-জঙৰীয়া আদিয়ে ৰংঘৰৰ ওপৰকপৰা বা অন্য মাচাংৰ পৰা আৰু প্ৰজাই গড় ভাপৰ ওপৰ ভাপত কেউফালে বহি মেলবিলাক চাইছিল। ৰংঘৰৰ ওপৰত মহলাত বহি যেনিয়েই মন যায় তেনিয়েই চাবলৈ সকু কোঠৰি দৰে থলেৱান দীঘল বাট আছে। গড় ভাপৰ চিন, মেলৰ অথা হাতীৰ মোজৰ চিনো

প্রতিমূলিকে লোমি-চিমি আছে। বংঘবব মেলসমূহ যেতিয়া সাগুণ-৮৩ মূলে হাতীব কুম্ভস্থল বলিয়া হয়, তেতিয়া মুঁজ কেবাবব কাবণে মাকতকে হাতী-শালাব নিচিনা নহলা দি মোবা সজাই সেই মোকতে এটা বলিয়া থোৱা হাতী মাইক অহিতে আনি সুমুৱাই বাহিবলে উলিয়াই নহলো দি হয়। সেই হাতীব সমান আন এটা বলিয়া থোৱা হাতী মাইতে আনি জাক দেখুৱা মাত্ৰ মেদি গৈ মুঁজ লাগি দাঁতে দাঁতে ঠিনঠিনাই থাকে, মুখে মুখেও মাৰে। --- হাতী-মুঁজ প্ৰায় দুই-চাৰি দণ্ড পৰ্যন্ত হয়। ৰজা-প্ৰজা সকলোৱে মোকব ওপৰব পৰা বা ... ৰংঘৰত উঠি ৰং চাই।" দৈঘৰাই অসম বুৰঞ্জী - ১৪০ পৃষ্ঠা)। হস্তী-বিদ্যাৰ্ণৱ আৰু হাতী পুথিত অঙ্কিত ছবি সহ হাতীব নানা কথা আছে। হৰকান্ত আবাসিনব বুৰঞ্জীব তলস্থাত আছে যে "অহিজনা স্বৰ্গদেউব দিনব পৰা হাতীব মুঁজ ওলাল।"

-কাৰ্য আৰু বাজি শ্ৰেণীব বিচ্ছুবান বং-তামাচা আমাব দেশত স্বৰ্গদেউসকলব দিনবপৰাই

আছিল। বুৰঞ্জীৰ গৰ্ৱপথা তলত উলিয়াই দিয়া থৈছে।
স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত "আতপাছে
স্বৰ্গদেউৰ বংগালৰপথা ৰাজিকৰ অযোধ্যা আনিলে
তাৰ উপৰি বাঁহপাতি ওস্তাদ, অহিৰ লগত
আৰু জনী দিয়েক। পাছে স্বৰ্গদেউৰ সিঁউতি নিয়াই
বংঘৰত থং বাৰিছিল বাজিত দুপতীয়া আঙুলিত
আম লগাইছিল —, ত্রিশূলৰ ওপৰত ন্যাচিছিল,
আৰু অনেক বাজি কৰি থং দেখালে।" (ফুংমুংথীয়া
অসমত বুৰঞ্জী) — ৪৭ পৃষ্ঠা)।

স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত
বংপুৰৰ বংঘৰত থেলে ধৰণৰ বাজি বাহিজক
দেখুৱাইছিল। "তাতপাছে এ বংগালৰপথা তিৰতা
বাজিকৰ অযোধ্যা অলে। পাছে বংঘৰলৈ ওলাই লেই
বাজিকৰৰ বোজা কেৱালে। বাজিত এই মানুহ এটিৰ
মাথাৰ ওপৰত থলুৱা এটা দি তাৰ ওপৰত থাল
এখন দি তাৰ ওপৰত - মুটা চাহিটো দি তাং
এমনত পাতি তাৰ ওপৰত থাল এখন দিয়া।
তাৰ ওপৰত তলৰ বাহ'লে বাঁহ এটা পুতি
তাৰ ওপৰত ঘৰি ঘুৰি তাৰপথা চেঙত মাতে তলৰ
এটাই হাত পাতি ধৰে।" (ফুংমুংথীয়া বুৰঞ্জী)।

২২. পুথি অসমর বিভিন্ন খেল-খেমালি

পুথি অসমত প্রচলিত কিছুমান জনপ্রিয় খেল-খেমালি আৰু খেল-খেমালিৰ সমূহৰ তালিকা আৰু বিতং বৰ্ণনা কৰি তলত উল্লেখ কৰা হ'ল —

১. ওটা-গুটি বা চাং গুটি খেল
২. হাতী ঘুঁজ ৩. কোন ঘুজ
৪. বুলবুলি ঘুজ ৫. কণী ঘুঁজ
৬. বছী টিনা খেল ৭. হাট খেল
৮. নাও খেল ৯. কপাটি বা হুডু ডুডু
১০. কুকুৰা ঘুঁজ ১১. বজা বাণী খেল
১২. ঘিলা খেল ১৩. কড়ি খেল ।

২.২.১ :- টোন-ওটি বা টিং-ওটি মেলা

-ওটি-ওটি অর্থাৎ আজ পুরনো দিনের মেলা, নামটা টোন-ওটি শব্দের জন্মজাত। অবশ্য কিছুস্থানে টিংওয়াক-টিং-ওটি নামেরও জন্ম যায়। এই মেলা চৈত্রসংক্রান্তির পরের দিন বসে। চাষিরা ঘোড়ার সজ্জায় পথাবস্থ অস্ত্রশস্ত্রে লস্ত মেলা হয়। এই মেলায় ৫ ইঞ্চি লম্বা দীর্ঘ বাঁশ বা কাঠি আর একটা থাকে। প্রতিজনের মেলুনিয়ে হাতে একটা বাঁশ বা কাঠি দীর্ঘ লাঠি দিয়ে থাকে। আবাহন করে মেলা জেগে এই মেলা মেলা হয়। মেলার সময় আসে প্রায় ৪ ঘন্টা মান দশ গাত এটা কাটি বলা হয়, যাক জ্ঞানবিশেষ এক/দশ বুলি বোলা হয়। প্রত্যেক দলের মুখ জনকে মেলুনিয়ে থাকে। উপস্থিত মেলুনিয়ের সংখ্যা মেলুনিয়ে সংখ্যা অনুসারে আসরের সংখ্যা বড়-ছোট হয় থাকে। প্রত্যেক মেলুনিয়ে হাতে বাঁশ একটা লাঠি দিয়ে দলের অন্তর্ভুক্ত হয় থাকে।

২.২২ :- হাতী মুঁজ

হাতীমুজ আহোম যুগৰ এক উল্লেখযোগ্য খেল। দ্বেওঁহাই বুৰঞ্জী মতে স্বর্গদেউ প্রমত্তসিংহৰ দিনৰ পৰা এই খেলৰ আৰম্ভণি হয়। মুঁজৰ বাবে হাতীকোঁচক কিছুদিন আগতেপৰা পুহা-সঁহালি কৰা হৈছিল আৰু সাতিআহ যুৰাই সাজু কৰা হৈছিল।

অসমৰ অন্যতম প্রাচীন খেল হল হাতীমুঁজ। আহোম যুগৰ খেল হিচাপে হাতীমুঁজ অন্যতম। বুৰঞ্জীৰ তথ্য অনুসাৰি স্বর্গদেউ ৰুদ্রসিংহৰ ৰাজত্বকালতে পথা কংঘৰত খাবাবিত হাতীমুঁজ অনুষ্ঠিত হৈছিল। মুঁজৰ বাবে খেলেমান দাঁতাল হাতী মজুত কৰা হৈছিল। হাতীকোঁচক কাদলত কনি ৰখাৰ বাবে বহুদিন আগতে পৰাই সাজোন্দিয়ণৰ প্রচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছিল।

যুঁজৰ সময়ত এজন থাকিব লাগে মাইত হাতীৰ পিঠিত উঠি লৈ যাব। হাতীযুঁজ কৰোৱাৰ আগতে হাতীৰ গলিতে এটা ঘণ্টা বান্ধি দিয়া হৈছিল। এই ঘণ্টাটোকে গজঘণ্টা বুলি কোৱা হৈছিল। এই হাতীযুঁজ সুকলি পথাৰত নাইবা কৰিব লগীয়া নিমাৰ্ন কৰা ওখ মাটিৰ ঢেঁকিত হয়। হাতীযুঁজত পৰাজিত হোৱা হাতীটো ঘিৰাই লৈ যায়। গজঘণ্টা ওলোৱাই দিয়াৰ বাবে গজঘণ্টা শব্দত প্ৰজা সকল সাৱধান হব পাৰে। হাতীযুঁজ সম্পৰ্কে 'দৈহিকাজি' অসম বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে। এনেদৰে—

"ভোতিয়া ফাণ্ডম—চ'ত মাহে হাতীৰ বুলুহুল বলিয়া হয়, ভোতিয়া যুঁজ কৰাৰ কাৰণে শকতি হাতীশালৰ নিচিনা নতলা দি থাকোতে এটা খনিয়া হোৱা হাতীৰ মাইত সান্নিধ্যে আনি সুমুৱাই থাকিবলৈ উলিয়াই নতলা দি হয়। সেই হাতী মাইতে আনি জক সোমুৱাই দিয়া মানুহে খেদি গৈ যুঁজ লাগি দাঁতে দাঁতে অনবনাই

থাকে, মুখে মুখেও গায়ে। গাঁথুঁজ প্রায় দুই-চারি দণ্ড অবধি হয়। রাজা-প্রজা সকলোরে ঘোকর ওপরর পরা যে বংশরর ওপরর পরা উঠি বং হয়।"

হাতীক ধর্মাচার প্রতীক হিচাপে বিবেচনা করা হয়। জয়ী হাতীর দাঁত পরাকীয়ে রজা ঘরর পরা পুরস্কার পাইছিল। আহোম রজার দিনত হাতী চোরা-চিকা করিবর বাবে হাতীবরুৱা, হাতীফুকন আদি বিষয়বার আছিল। বনহীয়া হাতীরোর ধরি আনি ঘরচীয়া করিছিল। বর্তমানেও অসমর কোনো কোনো হাতীর দাঁইত হাতীমুঁজের পরম্পরা কিছু পরিমাণে বর্তাই রখা হৈছে।

২.২.৩ :- শোন মুঁজা

শোন মুঁজ বা শোন কনুরাব মুঁজা অসমব পাবম্পাবিক মেল সম্মৃথব বিশেষ অনুষ্ঠান। ইয়াত শোন চবাই আৰু কনুরা চবাইব মুঁজক আনুষ্ঠানিক ভাবে উপস্থাপন কবা হয়। খৰ্জুবেই সকলব পৃষ্ঠপোষকতাত অনুষ্ঠিত হোৱাব বাবে ইয়াক আনুষ্ঠানিক ভাবে বাজকীয় মেল বুলিও অভিহিত কবা হয়। শোন মুঁহ মাহ ভেদে শোন মেল, শোনব মেলি, শোন মেলা ইত্যাদি অনেক নামেৰে জনাজাত। আহোম যুগত বিহুব সময়ত বংঘবব বোকাবিত শোন মুঁজ অনুষ্ঠিত হৈছিল।

মেলব বিবৰণ :-

কনুরাব প্রিয় খাদ্য হল মাছ। কনুরাব সদায় পেট ভবাই মাছ মাব দিয়া হয়। মেল অনুষ্ঠিত হোৱাব দুই-তিনি দিন আগব পৰা কনুরাক খবি মাছ মাব অবি দিয়া হয়। এই সময়তে শোনচোৱা কৈবা আৰু শোনচোৱা বোলাই শোন চবাইক বিভিন্ন ধৰণে প্রশিক্ষণ দিছিল। এই শোন মেলাব নিদিষ্ট দিনটোত বজা, প্রজা, বিষয়া সকলো চবাইচোৱা উপস্থিত হৈছিল। তাৰপিছত কনুরা চবাইক গা ধুৱাই দিয়াত কনুরাই নিজব প্রাণ বচাবলৈ আকাশলৈ

ঔষি গৈছিল। সেই মুহূর্ত্তত শেন ভ্রেলা আৰম্ভ গৈছিল। কনুৱাই আৰাশাৰ বহু ওপৰলৈ গৈ অশান্ত প্ৰেমাৰ সময়ত শেনচোৱা বস্তুৱাই শেন চৰাইক মেলি দিয়ে। শেন চৰাই সন্মুখে পলকতে গৈ কনুৱা চৰাই জাবন্ত গ্ৰোমাই মুঁজিবলৈ ধৰে। এই মুঁজত শেন চৰাই কিমান সময়লৈ হয় তেৱা শেনচোৱা বস্তুৱা অথবা শেনচোৱা বৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ থাকে। পাৰিলে শেন চৰায়ে প্ৰেমিয়াৰা শ্ৰেষ্ঠাটোক কনুৱা চৰাই আৰি পেলায়। কনুৱা চৰাই আৰাশাৰ পৰা ধৰাচলিত মাটিত পাৰিলে ৰজা প্ৰেজাৰ আকৰ্ষণ সীমা গোহোৱা গৈছিল। এইদৰে প্ৰেমিয়াৰা শেনচৌৱে মুঁজি মুঁজি শ্ৰেণী সৰা কনুৱাক গৈঁচেৰে কাষুৰি আৰাশলৈ গৈ আকাশৰ ওফেৰে তললৈ নামি আহে। এনে সময়তে দুজন শেনচোৱাই এখন কালোৰ মেলি ধৰে আৰু শেন আৰু শ্ৰেণীহীন কনুৱাটোৰ কালোকত পাৰে। এই শেন ভ্ৰেলাত ৰাতিত্ব চেমুকুৱা শেনৰ সৰকীক বঁটা পিয়া হয়। এই শেন ভ্ৰেলাত যদি শেনচৰাইটোৱে কনুৱা চৰাইৰ সৈতে মুঁজ নকৰি কৰবালৈ পলাই যায় তেন্তে শেনৰ সৰাকীক বাহু বেৰাৰে বাদ্ধি দিয়া হৈছিল। এনেদৰে শেন মুঁজৰ অন্তৰ্ধান ঘটিছে।

২.২.৪ :- বুলবুলি যুদ্ধ

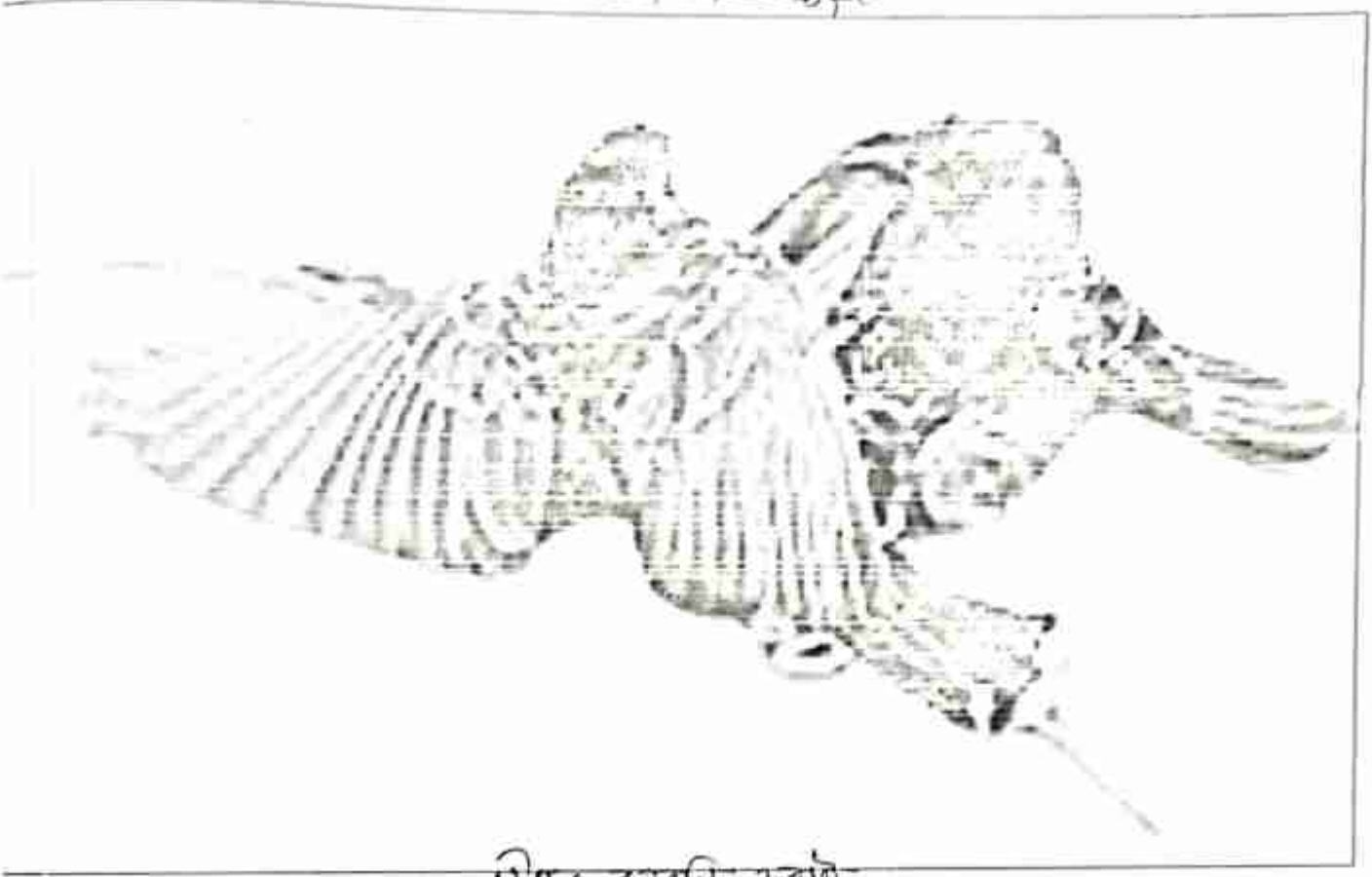

চিত্র :- বুলবুলি চড়াই

বুলবুলি চড়াইর যুদ্ধ অসমর গাজোপরিভূত্ব মণিপুরীর মাধির দেরালয়ত অনুষ্ঠিত হোরা এক ঐতিহ্য-বাহী খেল। দুটা বুলবুলি চড়াইর মাজত অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধত আমন্ত্রিতকৈ আকর্ষণীয় বুলবুলি চড়াইটোরেই জয়লাভ করে।

প্রতিযোগ :- এই বুলবুলি চড়াইর যুদ্ধত অংশগ্রহণ কোরিয়া হোয়া পাখিসকলর লগত। পাখিত কাহিনী অনুসারি মাঘ মাহর প্রথম দিনা এসাকী নৃপতিয়ে

হয়গ্রীব— আমির মন্দির দর্শন করিবলৈ আহি— তাত দুটা বুলবুলি চরাইর আগত এখন যুঁজ দোমা মুখা হৈ পাৰে আৰু জেফিয়াৰে পলাই— তাত বগরি আৰু বিহুত অই যুঁজ অনুষ্ঠিত হৈ— আছিল।

যুঁজৰ প্রস্তুতি ঃ-

হয়াৰ বাবে বিশেষ ধৰণৰ সযাৰত— বুলবুলি চৰাই পিন্ধা হয় আৰু এগাঁৱ আৰু যুঁজৰ প্রশিক্ষণ দিয়া হয়। উকাৰ দিনা নিশাজাগীয়া ভোগ খুৱাই বুলবুলি বোৰ উত্তেজিত— কৰি ৰখা হয় আৰু পাছদিনা অর্থাৎ বিহুৰ— দিনা যুঁজৰ বাবে সজা বিশেষ ধৰণৰ— বুলবুলি চৰাইবোৰ পৰি দিয়া হয়।

যুঁজৰ নিয়ম ঃ-

এমন যুঁজত দুটা বুলবুলিৰে অংশ— লয় আৰু যিটো চৰাই বিজয়ী হয়, তাক পাছত— যুঁজলৈ বাছনি কৰা হয়। যুঁজত হৰা বুলবুলি— চৰাইবোৰক অতৈবাই দিয়া হয়। সাধাৰণতে এজোৰৰ জীয়কলৰ লোৱে দেখুৱাই দুটা বুলবুলিৰ— মাজত যুঁজ লগোৱা হয়। যুঁজ লাহিমালনা—

করা লোকজনিক 'মাস্যাচিং' বোলা হয়। মুঁজত দেখুওয়া শাৱ দর্শিতাৱ বিভিন্ন বুলবুলি চৰাৱৈক প্রথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৱ প্রদান কৰা হয়, চৰাইৰ আলিৰু অহা বোৰা লাই কাণ্ডো মুঁজ শোন থোৱাৱ পাছত চৰাইবোৰ মুকলি দিয়া হয়।

বৰ্তমান বুলবুলি চৰাইৰ মুঁজ গাঁওসমূহত প্রচলিত থোৱা দেখা যায়। অৱশ্যে মাজে মাজে জীৱ-জন্তু প্রেমী সংগঠন সমূহে এই মুঁজৰ ব্যাপক সমালোচনা কৰাও দেখা যায়।

২.২.৫ :- কণী মুঁজ

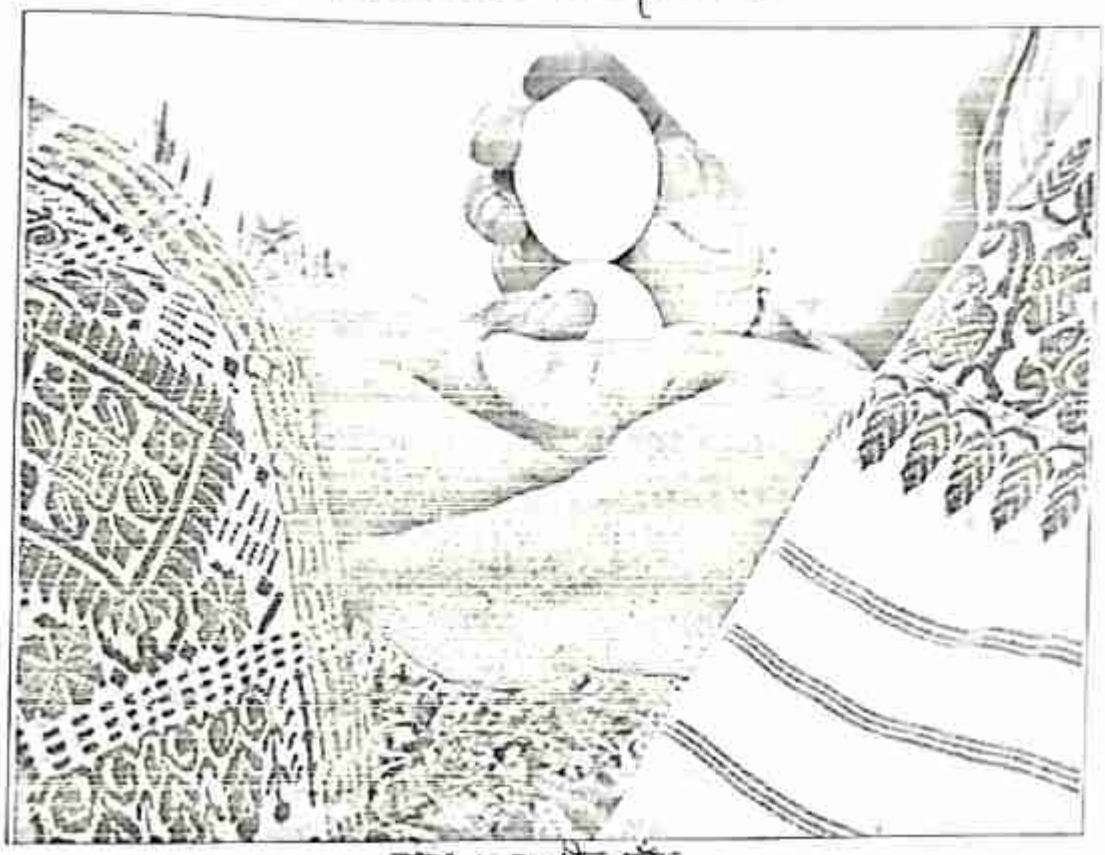

চিত্র :- কণী মুঁজ

কণী মুঁজ অসমৰ এটি প্ৰিয় মেল। বগা বিহুৰ কেইদিনমান আগৰে পৰাই ই আৰম্ভ হৈ বিহু উৎকালিকে কণী মুঁজ চলি থাকে। মুঁজগ আধাৰণতে পাতিহাঁহৰ কণীৰে মুঁজাহে। মেলাৰ সময়লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চাউল কণী ৰঙিনি আৰু মুঁজলৈ আঁঠু হয়। চাউল কণীৰ নাম মিয়া। বাঢ় অথবা নমোৰে টুকুৰীয়াই কণীৰ কাঠিন্য নিৰূপণ কৰিব লাগে। কণী মুঁজৰ আগতে দুই মুঁজাসৰ মাজগ দৰ-দাম ঠিক কৰা প্ৰয়োজন। 'দৰ-দামৰ যুঁজা' কণীৰ জোজা আৰু বহল এই দুটাৰ

কোনটৌৰ দ্বাৰা কণীক যুঁজোৱা হয় তাকেই যুজায় । দব-দাৰ ফিকা হোৱাৰ পিছত তেলেৰে কণীৰ ভেটা ফালেৰে আনজনৰ কণীটোৰ নিৰ্দিষ্টটোৰ দিয়া হলেটৌত যুন্দা আৰি দিয়ে । আৰ কণী ভাঙে, তেওঁ কণীটো কণী লৎগাজনক দিব লাগে । কোনো কোনেৱে আঁহ কণীৰ আগত দুটু ওটা মুকুৰা অথবা গিনিমলটৈলৰ কণী ৰিহলাই কণী যুঁজায় । পিছত উলেম কৰা কণীসমূহ তুলো পাতি আঁহৰ কণীতকৈ ডাঙ । কোনো কোনেৱে মাত বিজুলেকে বা হেমা কণী লৎগাকে কাৰি প্ৰীৱৰৰ জগী হয় । এনে কণীক কোৱা হয় — ' মাত বিহৰ হেমা কণী ' । কণী যুঁজত আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলোৱে অংশ গ্ৰহণ কৰে ।

2.2.5 :- বড়শী দিয়া মেল

বড়শী দিয়া মেলটোও অতীজৰে পৰাই অনুসিয়া মেল। সৰু-জঙৰ সকলোৱে এই মেল মেলিব পাৰে, ইয়াত কোনো বয়সৰ সীমা নাই। এই মেলটো সাধাৰণতে অসমৰ আন আন বহাগ বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা মেল-ৰিআলিৰ অংশবিশেষ প্ৰায়ে সোণ্ডে মেলা দেখা যায়।

মেলৰ সামগ্ৰী

মেলৰ সামগ্ৰী বুলিলে বিশেষ একো প্ৰয়োজন নহয়, মাত্ৰ এডাল দীঘল (১০ ৰ পৰা ১৫ ফিট. মান) মজবুত বড়শীৰ প্ৰয়োজন হয়, যাতে মেল মেলাৰ সময়ত বড়শীডাল ভাঙি নাযায়।

মেলুৱৈ- সংখ্যা

বড়শী দিয়া মেলত মেলত মেলুৱৈৰ সংখ্যা বড়শীডালৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত পৰা দুই ফালে সমান সংখ্যক মেলুৱৈ লৈ দুটা দলত বিভক্ত কৰি

খেলা হয়। এই খেলায় কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক খেলুড়ি না থাকে, আগ্রহী দুয়ো দলে সমান সংখ্যক খেলুড়ি থাকিব লাগিব। আবশ্যকীয় কথা হল দুয়ো থালব খেলুরি সকল মাপে সমান চেহেরাব অথবা সমান ওজনব হয়।

খেলব নিয়ম

বছীলো খেলব খেলুড়ি সকল দুটা দলত বিভক্ত হৈ বছী জলব কেন্দ্রব পরা দুই ফালে এটা সমান দুরত্বত অবস্থান কবিবলৈ দিয়া হয়। বছীজলব কেন্দ্রত ঠিক মাজে মাজে মাটিত এটা চিহ্ন দিয়া হয় যাতে কোন দলব জোব বেছি বা কোন দল বছী জল নিজব ফাললৈ হেচিকি টানি নিব পাবিছে সেইটো অনুজই নিৰূপন কবিব লাগি। প্রতিযোগিতা আৰম্ভ হোৱাব লগত কোনো এজন লোকক পবিচালক হিচাপে নিয়োগ কবি খেল আৰম্ভ কৰা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রত পবিচালক দুজনকৈও খেল খেলা হয়। পবিচালক

খেলা নিয়োগ করি খেলা আরম্ভ করা হয়। যেমন যেমন দুইজন বিচারক বিচারক থাকিলে বিচারকের নির্দেশ করে খেলা আরম্ভ করা হয় বা বহুজন দুই দলে দুজন করে নেওয়া হয়। প্রথমে নির্দেশ পোশাক লক্ষ্য লক্ষ্য দুই দলে বহুজন মিশান থাকি নেওয়া। তারি আরম্ভ করি দিয়ে একেকে জিতা। তারি করি কেন্দ্রের পরে যে দলে বহুজন সর্বাধিক দূরে টানি নিবে পারিছে সেই দলে এক একটি নম্বর পায় বলি ধরা হয়। একেকি তিনটা বাউন্ডের খেলে অনুষ্ঠিত হয় আর যেই তিনি বাউন্ডের বিজয়ত যে দলেই সর্বাধিক নম্বর আহরণ করিবেলে সমাপ্ত হয় সেই দলকেই বিজয়ী দল বলি ঘোষণা করা হয়। এই খেলের নিয়ম বা খেলের নাম ভিন্ন বিভিন্ন হোলেও হয়ে থাকে।

২.২.৭ :- হাট খেল

প্রায় ষাঠিৰ পৰা আশী দশকৰ সময়ছোৱাত অসমৰ নানা প্ৰান্তৰ মেলা-পথাৰবোৰত হাট মেলৰ প্ৰচলন আছিল। সেই সময়ৰ ঘাইকৈ পাঁচলীয়া অঞ্চলবোৰত এই মেলবিধৰ ভেৰা - গাড়ীৰ সকলৰ অৱসৰ বিনোদনৰ লগতে শাষীৰ চহাঁবো এক আকোদজনক মাধ্যম আছিল।

মেলৰ সামগ্ৰী :-

- অলপ বহল ঠাই / কিছু নিৰ্দিষ্ট সীমা
- এটি ঘাই খুটি বা কেন্দ্ৰ বিন্দু।

মেলৰ নিয়মাৱলী :-

- সৰ্বপ্ৰথমে দলঙৰ মিস্ত্ৰীসকলে যি ঘাই খুটিঙৰ ওচৰত পথিয়ে হব আৰু বাকি কেইজনে এটি নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত থাকিব।
- এই পিছত বাকীকেইজনে নিৰ্ধাৰিত বৰষা সময় অনুযায়ী ঘাই খুটিঙৰ ওচৰত

- অবাজাতে আনতো পথম উচ্চারণে যেদি মোরাব দরে যাব লাগে ।

• যেদি মোরাব সময়ত্রেরাত ভেলুব্রিজনে ঘুরেব্রে 'আই ব্রাটি ... গ্রাই কুট ..." ব্রেলি উচ্চারণ করিথে যাব লাগিব ।

• যেদি মোরা মেলব্রিজনব মূল উদ্দেশ্য হল বিপক্ষীয় দলব অতি কমেস্তে একজনক ছুই আহি অন্যপক্ষব নিজব ঘাই ঘুটি মোরা আহ যদি ভেলে করাত ব্যর্থ হয় তেন্তে একেজন ভেলুব্রিজে আর্কো ভেই দায়িত্বব পুনরাবৃত্তি করিব ।

• অকালোতকে গুরুত্বপূর্ণ কামটো হল যেদি মোরা মেলব্রিজনে দ্বিতীয় বাব উনাহ লোলোরাকিয়ে ভেওঁব দায়িত্ব সমাপ্ত করিব লাগিব আহ যদি যেদি অকা মুহূর্তত ভেওঁ দ্বিতীয় উনাহ লয় ব্রেতিয়া হলেও ভেওঁ ভেওঁব দায়িত্বব পুনরাবৃত্তি করিব ।

• অনুপস্থি বিপক্ষরো ভেওঁক জোরেরে প্রতি-রমাব অধিকার আক্রে । বিপক্ষব উদ্দেশ্য হল; যেদি মোরাজনক দ্বিতীয়বাবব বোরে উনাহ লবলে বাদ্য করোরা ।

2.2.8 :- নাও - মেল

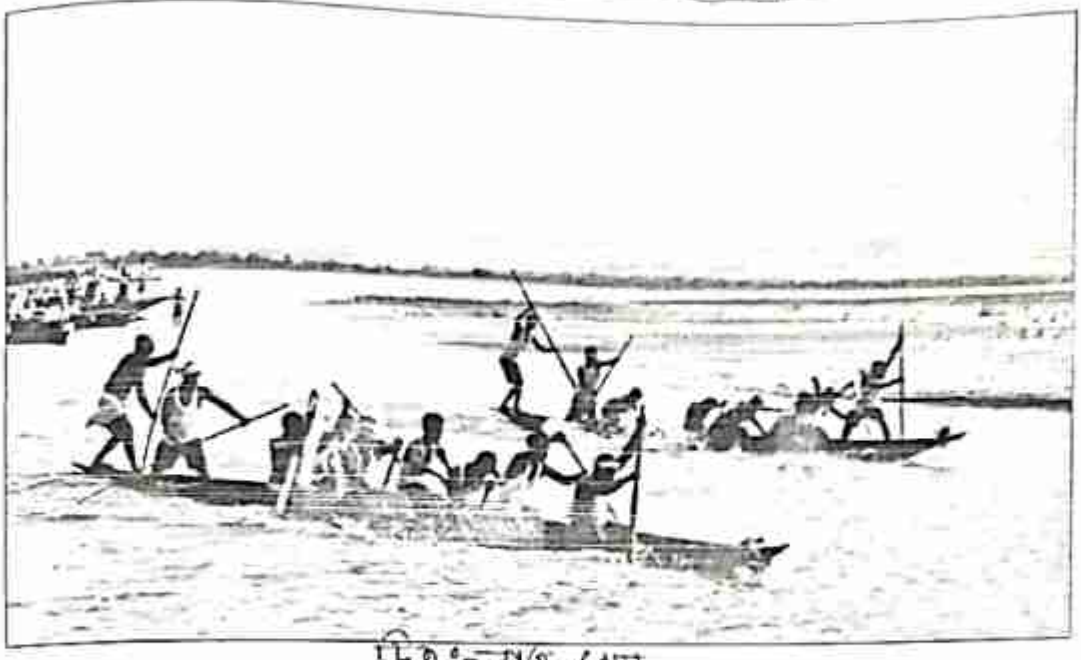

চিত্র :- নাও মেল

প্রাচীন কালেও পদ্মা পরিবেশে মেল অত্যন্ত প্রচলিত এবং গতিবেগ নাও মেল অন্যতম। অসম এক নদীমাতৃক দেশ হেতুই পানীয় লগত জড়িত মেলসমূহ অতি পুরাণি। গুয়াঙ্গ গতিবেগ নৌকা চালনা মুখ্য। পুরাণি কামরূপ সাম্রাজ্যর আশে পাশে উদ্ভাব হোয়া শিলালিপি, তাম্র-পাত্র অনুযায়ী আজ স্থানীয় কাব্য-দলিলসমূহেও এই প্রমাণ করে। বর্তমানেও নাও মেল অত্যন্ত জনপ্রিয় মেল। বিশেষত বর্তমান সংবাদ মাধ্যমর প্রচারর কারণে ই-বহুলভাবে প্রসার পাইছে।

নাগনি অসমের বহুপেটা, নলবাড়ী আর পলাশবাড়ী লগতে গোয়ালপাড়া অঞ্চলত এই মেলে পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মেলে বর্তমান এক প্রতিযোগিতা মূলক সার্বজনীন রূপ লৈছে। বিহু আর দুর্গা পূজা দুয়ো উৎসৱ লগত সংগতি রাখি এই অনুষ্ঠান পালন হয়। নাগনি অসমৰ বৃহৎ উদ্যানেসমূহ এক বর্ণীল রূপ লয়। এই নাওমেলৰ নাও সমূহ সাধিৱণ নাওতকৈ দীঘল আৰু ভিন্ন প্রকৃতিৰ আৰু বৈশিষ্ট্য। নাওমেলৰ লগত জড়িত আন এক লোকাচাৰ হৈছে নাওমেলৰ গীত সমূহ। ইয়াক নাৱৰীয়া গীত বোলে। এই গীত সমূহত গভীৰ জীৱনৰ প্রতিচ্ছবি দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ এক অন্যতম উপাদান।

নাও মেলৰ গীত :-

নাও মেলৰ গীত হৈছে বিভিন্ন বিষয়ক লোকগীতৰ অন্তর্গত যেনেকৈয়ে নাও বোৱা গৈ থকা নাৱৰীয়াৰ মনটো আনমনা হৈ উঠে বিৰহ আৰু

-হেই আকাশি পাখাবিশিষ্ট নীচের কালো হেতুক।
একদাগে লাউয়েলের নীচে প্রেতাত্মা তোলার কারণে
পাখিটির ঐ লাউ খেলার নীচে লাফালাফি
শুরু। কিন্তু ইচ্ছার বাইরবীরার নীচে খুলি কাপেছে
-আটিইবায়িনি নীচে আসবি লেয়। বাইরেরা লাইরবীরা
দুরদেশালি অন্য-ভোলা -আউনার লাইরবীরা
-আদিত্তে বাবির ছেড়ে ছেড়ে নীচে যায়।

বাধা -কৃষ্ণর প্রেমর বাহিনীত লাউ
খেলার নীচর বিঘ্নস্বরূপ। বাধা হোইলে অন্যরা
-আটিলে। কৃষ্ণর মটনি বিবিলে লাহেরে-পার
-কাবিবলে। কৃষ্ণই পাকেরান পলম কাবিকে।

১. কানাই পার কিবরে, হেলির-দিকে চায়া-।
নই গেল দুরের ভাতার- বেলার গেলা বয়া।

২. লালাগে ভোমার কাড়ি নকরো- অই পার-।
-অন্য মাটি গেয়া- বাধা যেনো অমি পার-।

২.২.৯ :- কাবাডি বা ডু ডু খেলা

ডু ডু বা অঞ্চল বিশেষে বাণীর ডু খেলা অসমের এক সর্বজনগৃহীত আৰু সর্বজনপ্রিয় খেলা। ডু ডু আৰু বাণীর ডু খেলা প্রায় একেবিষয়েই খেলা হয়; মাত্র সামান্য এটা পার্থক্য আছে। সাধারণ ডু ডু খেলত আটাইকোৰ খেলুৱৈ বৃত্তৰ মাজত গোমাই থাকে আৰু প্রতিপক্ষই বৃত্তৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি চুবলি ছেঁকা কৰে। অন্যহাতে বাণীৰ ডু খেলত অৰ্ধেক দিশালৈ আৰু এটা গোলাকাৰ বৃত্তৰ মাজত দলপতি বা বাণী গোমাই থাকে। সাধাৰণতে আদিতে এই খেলা লৰাৰ মাজতে খেলা হৈছিল যদিও পিছলৈ লৰা-ছোৱালী উভয়েই পৃথকে পৃথকে এই খেলা খেলিবলৈ লয়। এই খেলত আজিকালিৰ কাবাডী খেলৰ দৰে কোনো বন্ধ কাষি ডু ডু ডু ডু বা কোনো ওডু ওডু ওডু ওডু নাইবা হাউ ওডু নুওডু আদিৰ জালি, ঘোঁৰাৰ নাক্রে পদিলোঁ আলি আদি উকাই লেপেলোৱাকে গাই বৃত্তকাললৈ ঘুৰে আৰু নিয়ম ভঙ্গ অথবা বিপক্ষক স্পর্শ কৰিলে মৃত্যু ঘোষণা কৰে।

খেলব নিয়ম :-

এই খেলব বোত্ত আহল-বহল মুবালি মিহিব প্রয়োজন হয়। খেলক্ষানত আগতে এডাল আঁচ টানি দুভাগ কেবা হয় আব মেলুফৈকালো দুষি সমান ভাগত ভাগ হৈ লব লাগে। বোলে আগতে খেলিব যোগা পথিচা ওপবলৈ দলিয়াই দি চিত-পত চাই ঠিক কেবা হয়। আঁচব পিপাবব পবা উশাহ এটা আবম্ভ কবি মোহটো নমাই আনিব পিছপবালৈ মুখেবে হৈ ওচু হৈ ওচু আদি কৈ কৈ উশাহটো শেষ হোবাব আগতেই আপব মিহিলে খেলতি আগিব লাগিব। হঠাব মাজতে যদি তেওঁ প্রতিপক্ষব বা বোবাব দুষ পাবে তেন্তে তেওঁ সবা পাবিব বা আঁচব চিকত মাবেপতেই যদি তেওঁব উশাহ শেষ হয়, তেন্তে তেওঁ সবা পাবিব।

খেলব বৈশিষ্ট্য :-

উশাহ ধবি বখাতেই এই খেলব প্রধান বৈশিষ্ট্য। তদুপবি দলীয় সমন্বয় আৰু একাগ্রতাই খেল আকর্ষণীয় কবি তোলে।

শিক্ষনীয় বিষয়:-

এই খেলার দ্বারা ছোটবাচ্চাদের বুদ্ধি শিক্ষার পাবি। দলীয় সহযোগীতা আর মানসিক শক্তি অর্জিত হয়। উৎসাহ দীপ্তলীয়া বোধ বৃদ্ধির জন্য আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির পাবি। আত্মবিশ্বাস বাড়ে। মনোযোগ জন্য আত্মস্থ বৃদ্ধির পাবি। মুহূর্তের মধ্যে মানসিক দৃঢ় আত্মস্থ বৃদ্ধির পাবি। এই খেলার মধ্যেই মানসিক শক্তি প্রয়োজন হয়, সেই নিজের মুখস্থ অবল বোধ বৃদ্ধির উপযোগী বৃদ্ধি বাড়িয়ে মিস্তুস্কাল অনুপ্রাণিত হয়।

২.২.১০ :- মুরুবা মুঁজ

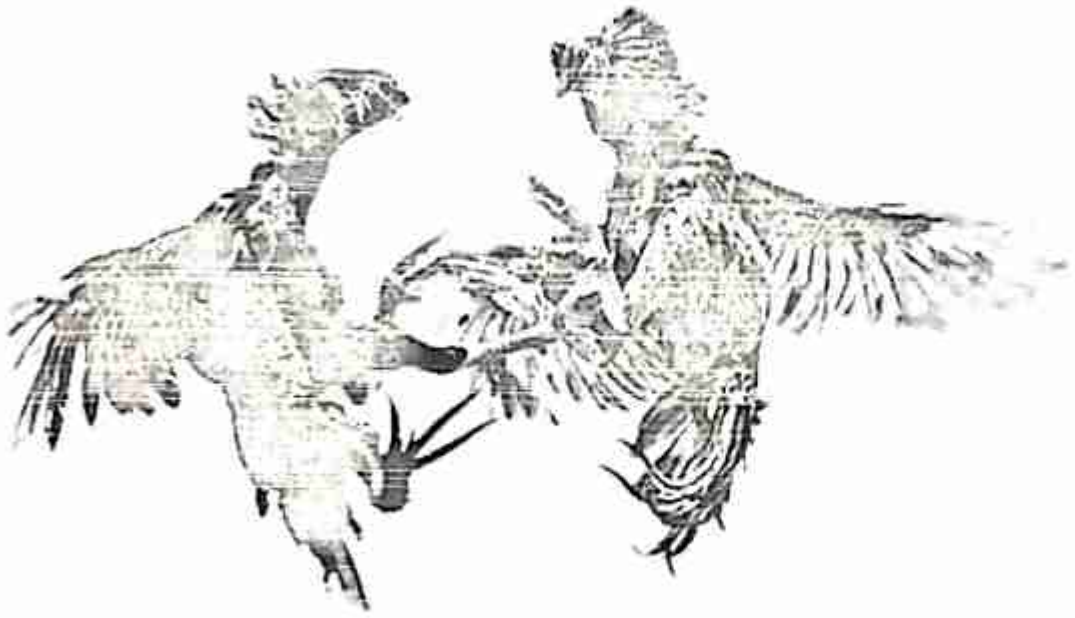

চিত্র :- মুরুবা মুঁজ

অসমৰ এক পৰম্পৰাগত খেল হৈছে মুৰুবা মুঁজ। অসমৰ বহু অঞ্চলত মুৰুবা মুঁজৰ ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা দেখা যায়। বিশেষকৈ মাঘ বিহুৰ সময়ত এই খেল অসমৰ বহু ঠাইত সাধুকিয়া পৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। এই খেলত প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ মুৰুবাক প্ৰশিক্ষণ দি অন্য মুৰুবাৰ সৈতে মুঁজিবলৈ দিয়ে। ডাঙৰ ডাঙৰ ঠাইত মুৰুবাৰ ওজন পৰিমাপ যুক্ত কাৰ্যটি লগাই—

দিল্লি মাত্র আক্রমণ করিলে প্রতিদ্বন্দ্বী কুকুরটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

২০১৪ সালে এটি বায়ুর অধিকারে ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জীব-জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা সকলো বিষয়ে জীব-জন্তুর যুঁজ নিষিদ্ধ করে। তাহার পিছতে প্রত্যর্থীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসময়ে কুকুরা যুঁজ বন্ধ করাবো নির্দেশ দিয়ে।

১.১.২১ :- বজা বাণী খেল

আমাঞ্চলৰ শিশু সকলৰ মাজত আন এবিধি জনপ্রিয় খেল হৈল বজা বাণী খেল। বজা-বাণী খেলটি শিশু সকল এঙ্গ খেলত দুটা দলেই খেলা বোলো খেলৰ বাবে প্রথমতে লম্বা বা ছেৱালী জাৰ দুগোটা কৈ লৱলৈ খেলুৱৈ বোৰৰ মাজৰ দুজনে বজা-বাণী হয়। জাৰগৈৰ বাকী বোৰে দুজন দুজন কৈ জোৰ লাগি প্রত্যেকেই মনে মনে জোন-আপ, ফুল-পাত, আদি বিভিন্ন বিষয়ৰ নাম লৈ আহি বজা-বাণীক সোধোতে যে-জোন লাগে নে আপ লাগে বা ফুল লাগে নে পাত লাগে। জাকে জক বিকে জক-বুলি বোলো বোলোতে আকৌ গীত বা জোজনা এখনকি গাই আহে। বজাই-

সকি রোগ লাগে বুলি কয় রোগ নাশলৈ
অনাজন বজাৰ কালে আৰু এখন নাশলৈ
অনাজন বাদ্যৰ তালৰ দলত ভর্তি হয়।
এইদৰে আজিকালিৰ ল'ৰা আহি রোৱাতে
রোৱাতে গোটেই খেলুৱৈৰ দলটো দুভাগ
হৈ যায়। দুভাগেই- ল'ৰাৰ পাছত নি ল'ৰা
খেল খেলিবলৈ সুবিধা হয় আৰু দলৰ
খেলুৱৈ সকলৰ মাজত ল'ৰা আপত্তি
ও নাথাকে। এতিয়া ছেঁলোকে হৈ গুচু, ছী গুচু
মিল্লালো খেলে নিজৰ পছন্দ মতে খেলে।
এনেদৰে বজা-বাদ্য হৈ খেলা হয়।

২.২.১২ :- ঘিলা খেল

ঘিলা খেল অসমৰ অতি প্ৰাচীন আৰু জনপ্ৰিয় খেল। ৰঙালী বিহুৰ অসমৰ বেছ কেইখনি পুথিত আৰু লোক গীতত সাহিত্যত ঘিলা খেলৰ বিষয়ে পোৱা যায়। মুলা-চোঁৰৰ আৰু মণিচোঁৰৰ গীতত ঘিলা খেলিবলৈ পোৱা আৰু ঘিলা খেলৰ অন্তত নিমত গা ধোৱাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুকালৰ ক্ৰীড়া বৰ্ণনাতো ঘিলা খেলৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে। অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজতো ঘিলাখেলে অতি জনপ্ৰিয়। গুৱাহাটী জিলাৰ গুমাগ্ৰা কুকি লোকসকলৰ লৰা-ছোৱালীৰ মাজত ঘিলাখেলৰ প্ৰচলন আছে। কুকিসকলৰ মাজত ইয়াক পৰম্পৰাগত ভাবে খেলা হয়। তেওঁলোকে ঘিলাৰ দ্বাৰা তেমাথী নাকুচী মুতা খেদিয়াই মাটিলৈ পেলিয়াই লাটুৰ খেল খেলে।

বিলা কি :-

বিলা খেলার বিলাটো প্রকৃতপক্ষে একটা গাছের গুঁড়ি। এই গাছ জঙ্গলে প্রায়ই দেখা যায়। বিলাগাছ মূলত একবিধ বাঁইচীয়া লতাজাতীয় আর আনবিধ বৃক্ষ। লতাজাতীয় বিলার নাম লতাবিলা বা মাকরি বিলা। লতাজাতীয় বিলার বৈজ্ঞানিক নাম, Entada pursaetha. এই বিধ গাছের পাতা বড়। বিলাগাছ সাধারণতে পাহাড়ীয়া বাঁইচা হয় আর হিমার মল বিচারে জলজ দীঘল ছেঁই হয়। ছেঁইত পাঁচ-ছয়খনকৈ গুটি থাকে। ছেঁইবোর পুষ্ট হলে গুটিবোর টান হয় আরু ফটীয়া বা বঙা-কলা বেঙেরা হয় আরু হিমা মাটি পরা গুটিবোর সংগ্রহ করি বিলা খেলা খেলা হয়। বিলাগছর গুটিবে খেলা হয় বাবে এই খেলর নাম বিলাখেল।

হেলেঞ্চ বিধি :-

বিলা গছর স্তম্ভির পথা হোয়া বিলা। স্তম্ভিরে বিভিন্ন ধরণে হেলে থেলা হয়। প্রায় সকলো ধরণে হেলতে হেলুঙ্গি সকল দুটা ভিন্নতে ভাগ হয়। এবিধি হেলত এটা দলে বিলা স্তম্ভিরোর মাটিত আঁচ টানি আরী সারীকৈ পাতি দিয়ক আরু প্রতি পদক্ষেপতে কিছু অন্তরত নির্দিষ্ট ধরি হোয়া বাহুর পথা আন এটা বিলা দলিয়াই আরী পাতি হোয়া বাহুর পথা আন এটা বিলা দলিয়াই আরী পাতি হোয়া বিলাতোর ওফরাব মন্ত্র করে। তেনেদরে আরীত পাতি হোয়া বিলা ওফরোর পাবিলে অতিক্রম জিকো আন এটা হেলত, পরবর্তী কালর সারর ভাটি হেলঙ্গ পথা হেলুঙ্গিয়ে বিলা গতি দলিয়াই গাঁতটি পেলাবলৈ মন্ত্র করে। এনেদরে দলিয়াওতে বিলা গাঁতত পাবিলে ব্যাখ্যা বিচাপ করি বিচার হবা উচিত বিশ্লেষণ করা হয়।

ঘিলা খেলৰ বিষয়ে :-

ঘিলা গছ যিহেতু অসমৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা গৈছিল, এই খেলৰ প্ৰচলনো অসমতেই আছিল বুলি ধৰিব পাৰি। সাধাৰণতে পথাৰত গৰু চাবিবলৈ যোৱা গৰখীয়া লৰাবোৰৰ মাজতেই ঘিলা খেলি বেছিকৈ জনপ্ৰিয় আছিল। ইয়াত এই খেলৰ গৰখীয়া লৰাই খেল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। ইয়াতে ঘিলা খেলে ব্যক্তিগত লৰা-চোৱালী ভেদ নাই। ঘিলা গুটিৰ নিয়ম আৰু আকৰ্ষণীয় আকাৰে গুটিবোৰ প্ৰতি এক সম্মোহন আনি দিয়ে, সৰু ফলত অবল-লৰা-চোৱালীয়ে নহয়, গভীয়ুৱী-বোৱাৰী আৰু বয়স্ক প্ৰাপ্তবয়স্ক পুৰুষেও এই খেল খেলিবলৈ আগ্ৰহ দেখুৱাই।

২.২.১১ :- কড়ি খেল :

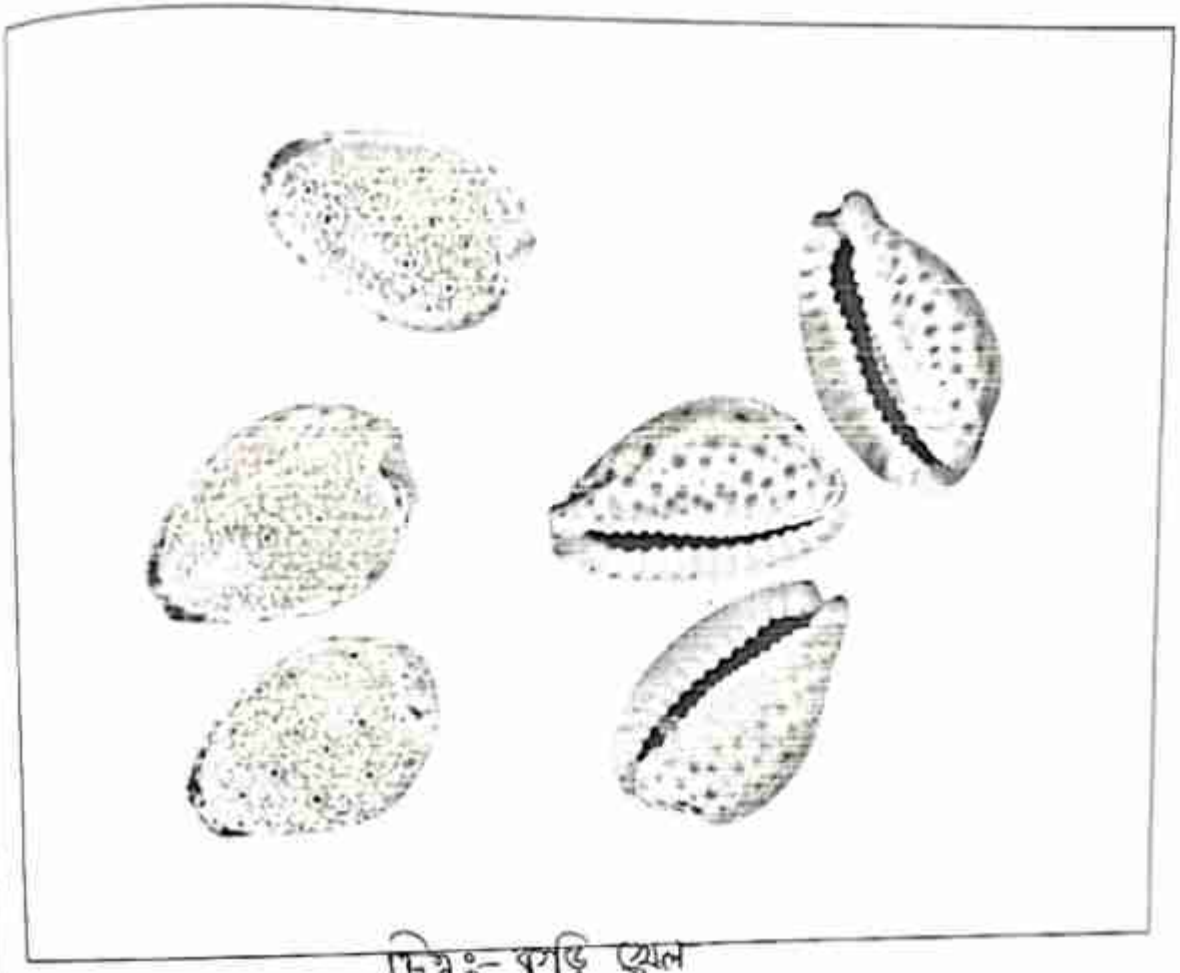

চিত্র :- কড়ি খেল

কড়ি খেল অসম, নেপাল আর বাংলাদেশের বিভিন্ন পশ্চাদবর্তী গ্রামীণ খেল। অসমের লোক-সকলে পশ্চাদবর্তী ভাবে বসন্ত বিহুর সময়ত এই খেল খেলিছিল। কড়িখেল দুই এবাক বা দলীয়ভাবে দুজনের পরা দুইজন লোকে খেলিব পরা এবা প্রেক্ষকর প্রতিযোগিতা মূলক খেল। এই খেলত পুরুষ আছিলা উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করিব পারে। বঙালি বিহুর সময়ত এই খেল অতিমাত্র জনপ্রিয়।

বাড়ি খেলা বিশ্বকর্মাপুজোর দিনগত রাতে আর হয়
প্রজননের প্রতীক হিসাবে অসমীয়া সমাজে
প্রচলিত। বাড়িখেলাতে যদি ছোটো পুরুষের
বাড়ি মাটি ছোঁয়ে সেই সেই পুরুষের
জ্যেষ্ঠপুত্র হয় আর জীবিতে অবিবাহিত জনের
বিবাহে যোগ মিলে বলি ছোটো ছোটোরা
বিশ্বাস করে। অসমীয়া বিয়াহু পরম্পরাতে
দেখা - বরনিধ সাজত বিভিন্ন খেলে - ছৈয়ালির
পরিবর্তে বাড়ি খেলার প্রথা প্রচলিত। এই
খেলাত যিজন-বিজন সংসার চলোরাত ছেঁকা
আরি পটু মেলি ভেবা হয়। ইয়াতো পরি
সন্তান জন্মর পূর্বে লগা হে ছোয়ালী জন্ম
হয় সেই সম্পর্কীয় অনুমানর বাবেও ছোটো
ছোটো অন্তর্লত বাড়ি খেলর প্রচলিত।
নেপালত বাড়ি খেলর অন্যপ্রকার - জুয়া খেলর
বাবে ব্যবহার করা হয়। ইয়াত অংশিজন দুয়োক
সেমুরিয়ে গর্ত বাড়ি টু করে। এই খেল
সাধারণতে হিন্দু ওঁহয় তিহার বা দীপাবলীর

সময়ে- হব- আর বাজিয়ে থাকে- খেলা- হয়।
একটি- ঐ সময়ে- এই- বাড়ির- স্ত্রী- লক্ষ্মী-
আর সকাল- প্রার্থনা- হিসাবে- উলাসনা-
করা- হয়।

খেলার- প্রয়োজনীয়- সামগ্রী :-

বাড়ি- খেলা- আজ- কাল- করা- করতে-
খেলার- পরা- পরিধি- খেলা। যার- যে- পরিমান-
ছাড়িয়া- যতটা- বাড়ির- প্রয়োজন- হয়। মাটি-
বা- বালু- কাঠ- বর্গাকার- জল- আঁকি- লোহা-
হয় আর- যেই- তলার- উপরে- কাড়িয়াটি- যে-
সঞ্চালন- করা- হয়। জল- ছিটে- খেলার-
বারে- আঁকি- লোহা- বর্গ- আকারে- এক-
তাবুই- আর- হরিণ- বাড়ির- দিয়ে- উপরে-
সঞ্চালন- করা- হয়।

৩.০০. পুষ্টনি অসময় খেলা-ধুলার প্রয়োজনীয়তা

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় খেলা-ধুলার এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে বিবেচিত করা হয়েছে। আজিব সমাজের বিদ্যালয় গুলোতে খেলা-ধুলা অনুষ্ঠিত করার প্রতি গুরুত্বের ওপর যথার্থ মূল্যায়ন বা গুরুত্ব আরোপ করে। ঠিক একেবারেই পুষ্টনি অসময় খেলা-ধুলা সম্পর্কে আগের যুগের বজা, মহাবজা সকলে বিভিন্ন চরাই-উৎরাই-লে পড়া খেলার অনুষ্ঠান আর জীব-জন্তু আদিক লেয়ে পুষ্টনি অসময় খেলা-ধুলা সম্পর্ক আয়োজন করাতে গুরুত্ব আরোপ করিছিল। ভ্রান্ত ধারণা বা সকলো মানুষক ভেড়া লোকের সুপ্ত প্রতিভা সম্পর্ক বিকাশ সাধন করিবার বাধে সুযোগ দিয়ার মূল খেলা-ধুলার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানুষর

মানবীক মুল্যবোধ বাড়ে খেলা-ধুলা অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় । নতুনত্ব লাভে পরিবর্তে খেলা-ধুলা হল একটা উত্তম ভেটি । খেলা-ধুলাতে সকলো মানুহে অংশ গ্রহণ করার দ্বারা পরিলক্ষিত হয় । সকলোতে খেলা-ধুলাত ইচ্ছা নকরে । কোনবাবে খেলা-ধুলার প্রতি আকর্ষিক হবর বাবে, বাপা বণবর বাবে মানুহক উৎসাহিত করা খেলর উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান কিয় লাগিব । খেলর প্রয়োজনীয়তা সমাজে বুজাব লাগিব । যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিয়ে খেলা-ধুলার দরা বিমুখ নাথাকে । খেলর প্রয়োজনীয়তা বুজি পায় ।

৪.০০. সারাংশ—

অতীজৰে পৰা গোল-ধেমালিৰ শিক্ষা-আমুষপৰ ঐটা পদ্ম পদ্ধতিৰে বিৰেচিত কৰি আহিছে। পৌৰাণিক শিক্ষা বেৰুখাত শুদ্ধ টোলত গৈলৰ আশ্ৰমত বিভিন্ন বিষয়ৰ গোল-ধেমালি সমূহৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল। বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ লগত পুথলি অসমৰ গোল-ধেমালি সমূহ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্কিত হৈ আছে। কম সময়ৰ পৰাই-গোল-ধেমালিৰ প্ৰতি বাপ বঢ়াৰ পাৰিলে গোল-ধেমালিৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰতিভাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি জীৱন গঢ় দিব পৰা যায়। পুথলি অসমৰ বহুত গোল-ধেমালি আজিৰ সমাজত বিলুপ্ত প্ৰায় হৈ আছে। সেই বিলুপ্ত প্ৰায় গোল সমূহ আকষিৰ্ত কৰি ৰাখিছিল।

পুথলি অসমৰ বিয়ান ৰোৱা—

খেলা - ধ্বিমালি শ্রেণা যায় সকলোবোৰ মানুহৰ মনৰ প্রতিভাস্বরূপ। খেলৰ ভবিষ্যতেও নিজকে গঢ় দি তুলিব পাৰি। লাগে কেৱল ইচ্ছা আৰু অধ্যবসায়ৰ গুণ। খেলা ধ্বিমালিৰ ভবিষ্যতে মানুহৰ ওৰিস্থিত প্রজন্মৰ সুফল লাভ কৰিব পৰা যায়।

৪.১. পাদটীকা

১. ঋষি অসমাদ নেওগ, লীলা গগৈ } অসমীয়া সংস্কৃতি পৃষ্ঠা. ১৭৫ – ১৮৩

২. ড° নারায়ন দাস, ড° পবনানন্দ বাজবংশী } অসমীয়া সংস্কৃতির কণিকা পৃষ্ঠা. ৫৯ – ৫০

৩. ড° নবীন চন্দ্র শর্মা – লোক সংস্কৃতি

৪. দীপক কুমার বরা → অসমীয়া কথা সাহিত্য পৃষ্ঠা. ১৫১ – ১৫৮

৫. অসমর খেল-ধেমালি → নারায়ন শর্মা

৬. গুগল → https// as.m wikipedia.org/wiki

৪.৫. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী-

১. নেওগ ঋষি প্রসাদ, শ্রীশ্রী লীলা — অসমীয়া সংস্কৃতি

২. ড° শর্মা নবীন চন্দ্র — লোক সংস্কৃতি

৩. ড° দাস নারায়ণ, ড° বাজবংশী পরমানন্দ — অসমীয়া সংস্কৃতির কণিকা

৪. শর্মা নারায়ণ — অসমর মেল-মেখেলি

৫. বরা দীপক কুমার — অসমীয়া কথা সাহিত্য

৫. গুগল — https://as.m.wikipedia.org/wiki

৪.৬ :- অমলদাঁড়া

ক্রমিক	নাম	জীবিকা	ঠিকানা
১.	ড. অনুপমা বাগচী	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
২.	ড. আছমা ইয়াছমিন	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর
৩.	ইন্দ্রানী দেবী বর্মন	অধ্যাপিকা	
৪.	আশ্রাফুল ইসলাম	গ্রন্থাগারিক	লক্ষীপুর মহাবিদ্যালয়
৫.	রূপালী আক্তার	গ্রন্থাগারিক	
৬.	জোজিমা মাঝিন	ছাত্রী	আনারমাপাড়া গোরালপাড়া
৭.	আয়েশা সিদ্দিকা	ছাত্রী	নিধানপুর
৮.	মাসুমি মাঝিন	ছাত্রী	গোরালপাড়া
৯.	নাসির্হ ইয়াছমিন	ছাত্রী	লক্ষীপুর গোরালপাড়া

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়, লক্ষীপুৰ

অসমীয়া বিভাগ

প্রকল্প পত্র

বিষয়ঃ- অসমৰ জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ।

তত্ত্বাবধায়িকা ঃ- ড° অনুপমা বাৰুহ ।

দাখিলকর্তাঃ-

নামঃ- জায়বুনাৰা আহমেদ।

শ্রেণীঃ- স্নাতক ষষ্ঠ সান্মাসিক।

ৰোল নং ঃ- UA-২০১-১০১-০১৩৯

পঞ্জিয়ন নং ঃ- ২০০২৩১৩৫

শ্রেণী নং ঃ- ২২১

কাকত ঃ- প্রকল্প (ASM-IIE-6056)

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Axomar Janagosthiya xajpar"** submitted by ZAYBUNARA AHMED. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 20/05/2023
Place: Lakhipur College

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আঁবাৰত লক্ষীপুৰ গণ্যবিদ্যালয়ৰ স্নাতক পঞ্চমৰ ষষ্ঠ আন্তঃসিক অসমীয়া প্ৰধান বিষয়ৰ সকলো প্ৰকল্প পত্ৰ বিতৰণত জমা দিব লাগে। এই বিষয়ৰ বাবে আমাক বিভাগীয় তথ্যসহ পৰা বিষয় বাচনি কৰি দিয়াৰ পিছত পত্ৰসহ সম্পূৰ্ণ কৰি উলিয়াবলৈ সকলো দিশতে আমাক লক্ষীপুৰ গণ্যবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলী আৰু ইয়াৰ লগতে মোৰ বান্ধবী বৰ্গ সকলে সম্পূৰ্ণ বাবে সহায় অনুপ্ৰেৰণা আগবঢ়াইছে।

মোৰ প্ৰকল্প পত্ৰৰ বিষয় আছিল "অসমৰ জেনগোষ্ঠীয় সাজ-পাৰ" এই বিষয়টো কেঁচা পৰিসৰ কৰি গৱেষণা পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰোতে তত্ত্বাঁধায়িকা অধ্যাপিকা ড০ অনুপমা বাঢ়া বাইদেউলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।

প্ৰকল্প পত্ৰসহ পুংখানুপুংখ নিৰীক্ষণ কৰি দিয়া লক্ষীপুৰ গণ্যবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপিকাৰ লগতে মোৰ দুজনী বান্ধবী বজিমা আঙুন আৰু মাধুৰি আঙুন লৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।

সূচীপত্র

বিষয়: পৃষ্ঠা নং

★ প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা

১.১. বিষয় বস্তুর পরিচয় ——— ১-২

১.২. অধ্যয়নের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য —— ৩-৪

১.৩. অধ্যয়ের পদ্ধতি ——— ৫

১.৪. অধ্যয়ের পরিসর ——— ৬

★ দ্বিতীয় অধ্যায় : মূল আলোচনা

২.১. বড়ো জনগোষ্ঠীর সাজ পার —— ৭-৯

২.২. মিচিং জনগোষ্ঠীর সাজপার —— ১০-১৬

২.২.১. পুরুষসকল সাজ- পার

২.২.২. মহিলাসকলর সাজ- পার

২.২.৩. পুরুষ- মহিলা দুয়ের ব্যবহার করা সাজ- পার

২.৩. তিমাচা জনগোষ্ঠীর সাজ- পার —— ১৭ - ২১

২.৪. রাভা জনজাতির সাজ- পার — ২১ - ২২

২.৫. সরাণ জনজাতির সাজ - পার — ২২ - ২৫

২.৫.১. মহিলাসকলর সাজ- পার

২.৫.২. পুরুষসকলর সাজ - পার

২.৫.৩. বিশুর সময়র সাজ - পার

সূচীপত্র

বিষয়: পৃষ্ঠা নং

2.৫. কার্বি জনগোষ্ঠীর আজ-পাব ——— ২৫-২৫

2.৭. চাই জনগোষ্ঠীর আজ-পাব ——— ২৫-৩৩

2.৮. চাই আজ্ঞায়াসকলের ধারণাবাগত আজ-পাব ——— ৩৩-৩৮

2.৯. চাই ফাক্সোসকলের আজ-পাব ——— ৩৮-৪১

* তৃতীয় অধ্যায়: জনগোষ্ঠীয় আজপাবের প্রকার আর প্রচার ——— ৪২-৫১

* চতুর্থ অধ্যায়: উপসংহার

৩.১. আত্মবলি ——— 52

৩.২. পাদটীকা ——— 53

৩.৩. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ——— 54

৩.৪. অঙ্গীকারনামা ——— 55

১.১. পরিচয়

প্রত্যেক প্রাণিরই পরিণত পর্যায়ে প্রাপ্তবয়স্ক লিঙ্গের নির্ধারণের জন্য জটিল পার্থক্য বা বাকলি পরিধান করিবলে প্রয়োজন করে। লোকে লোকে জটিল পার্থক্য বাকলির সকলি নানান কৌশল বিশ্লেষণ করি তাঁহু প্রেক্ষিতের অনুযায়ী পার্থক্য তৈরির করি পরিধান করিবলে শিখিলে। জলবায়ু ভেদে ক্ষেত্রে ভিন্নর প্রাপ্ত পার্থক্য পরিধান করির লাগির পোষাক পরুষের প্রয়োজন করি লে। প্রাপ্ত পার্থক্য জীবিকার পরম্পরাগত প্রকোর্চ জাতির ঐতিহ্যের প্রকাশ পায়লে পারিলে। অপরপক্ষে অতি প্রাচীন কালতেই বস্ত্র শিল্পর বিকাশ সাধন হোয়া পরিলক্ষিত হয়। বহু পুরনি প্রাপ্তি তাহার বস্ত্র শিল্পর উল্লেখ পোরা যায়।

কোনো ব্যক্তির প্রাপ্ত পার্থক্য বিশ্বের ব্যক্তি জীবন প্রণালীর চরিত্র তাহার ব্যক্তিত্বর পরিচায়ক; সেইরূপে জাতীয় প্রাপ্ত পার্থক্য জাতির সংস্কৃতির পরিচায়ক। জনগোষ্ঠীর জাতির প্রাপ্ত পার্থক্য প্রচলন প্রাচীন কালের পরা চলি আসির

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র আর কালিকার সুরূপের পার্থক্য প্রধানত দুটি বিষয়ে নির্দেশ করা যায়। প্রথমত শক্তি-সাধনা-পদ্ধতির বিশ্লেষণ করে এই তথ্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত শক্তি-সাধনার সঙ্গে যুক্ত দেবীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে এই তথ্য পাওয়া যায়।

১.২. গবেষণার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য –

পোশাক পরে জ্যোতি ছেলে মেয়েরা খেলে খেলে। পোশাক পরে সাংস্কৃতিক দিকটি অনেক সুন্দর করে পারি। অসমীয়া মানুষের পোশাক গরীব আর ধনী - দুইকীয়া। এই পোশাক পরে আমার অসমর একো একোটা প্রতীক চিহ্ন অর্থাৎ এই পোশাক পোছাকতেই অসমীয়ার জাতির পরিচয় পোরা যায়। অসমীয়ার সাহিত্যর পোছাক মেখেলা চাদর। গাবো, পুতো, বাহু, নিচিং আদি জনগোষ্ঠীর পোশাক খেলেজ খেলেজা। বর্তমান সময়ত পোশাকর বিভিন্ন কিসানদুর প্রচলন লক্ষ্য করিছে তেই বিষয়ে আলোচনা করার এই বিষয়র মূল লক্ষ্য আরু উদ্দেশ্য।

অসমর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকসকলে নিজের নিজের পোশাক পরিধান করিছিল কিন্তু এতিয়া বিভিন্ন খেলে, দৌরা, কুর্তা আদি পরিধান করা পোরা যায়। কম বেছি পরিমানে নারী সকলে নিজের সাংস্কৃতিক দিবি বোরি পোশাক করা পোরা যায় আদিত অসমীয়া প্রায় সকলে পুরুষেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত তেই বিদেশী পোশাক পিন্ধিবলে পোরা পোরা

যায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতির সাথে - সাথে পরিবর্তনের প্রভাব বুঝি সবার উপর। খেলার ক্ষেত্রেও এটি বলে হাঁটির উপযোগী যে উপস্থাপনা করা যেতে পারে। সেইভাবে সবাই উঠে বিদায়ের বাড়ি ফেরে।

১.৩. অধ্যয়নের পদ্ধতি :-

এখানে জনগোষ্ঠীর আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে মহিলা তুলনামূলক পদ্ধতির আলোচনা করা নাই। "এখানে জনগোষ্ঠীর আয়-ব্যয়" অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মহিলা বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন।

১.৪. অধ্যয়নের পরিসর —

অধ্যয়নের পরিসরকে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। সেই দুটি হল — ① ক্ষেত্রের পরিসর
② বিষয়ের পরিসর।

১.৪.১. ক্ষেত্রের পরিসর —

আজ-কাল অধ্যয়নের ক্ষেত্র পরিসর ক্রমশ আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে।

১.৪.২. বিষয়ের পরিসর —

যেকোনো আলোচনার বিষয় নিয়ে জনগোষ্ঠীর আজ-কাল। এমনকি কোনো অনালোচ্য বিষয়ে আলোচনা করা যায়।

2. মূল বিষয়ের আলোচনা —

সাধু পাবে সিদ্ধের প্রেরণ ব্যক্তির তেঁর ব্যক্তিত্বর পরিচয় দিয়ে ঠিক প্রকোদরে পরম্পরাগত সাজপারঘোরে জাতিটের পরিচয় বহন করে। অতিপ্রাচীন পরা অসমীয়া মানুহে নিজের প্রয়োজনীয় কাপোর নিজেই তৈয়ার করি আছিছে। ইতিহাসে ইয়ার সাক্ষ্য বহন করে। সেতিয়ত গ্রহণে এরি পলু পুহি তার পরা সুতা উলিয়াই নিজেই তাঁতর পাততে বহি পরিয়ালর সকলোলৈকে প্রয়োজনীয় সাজযোর তৈয়ার করে গ্রহণ শিল্পিনী গরাকীয়ে। গাত্রিলার চাদর গেছেলা আরু দুখন হৈ, গামোচাসন অসমীয়ার পরম্পরাগত সাজ।

চাদর গেছেলাযোর শিল্পর বাহিরে বাকী সকলো বয়সর লোকে পরিধান করে। জনীয়ন গুপর অংশর চাদর আরু তলত অংশত গেছেলা পরিধান করা হয়। অসমর গ্রামুরা লোক সকলে চাদরক বিভিন্ন প্রকারেরে নামকরণ করে। যেনে - কৈ বিহু, মহিলালীয়া বিহু, গাবিয়লী

বিহু, ঔপাকটা বিহু, কেঙখলঙ বিহু, ভাটুওনীয়া বিহু, বাঁলজা বিহু, খুলা-পাট বা খুলাৰ চেকা চাদৰ; কেপাহী চাদৰ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰেহাই চাদৰ, মৰৰা চাদৰ ইত্যাদি। মেখেলাত; চেকা ফুলা বা ডিজাইন পাটৰ মেখেলা, ডোমডোং পাট কেৰে মেখেলা, খুজাৰ মেখেলা; নকা মেখেলা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। ।

অসমীয়াৰ আভিমান জাগোচাসলো নিশিনিতীয়ে ৰৈ ঐনয়ায়। কেপাহী খুতাৰ লগতে পাট আৰু খুজাৰ জাগোচাসলে জোতিকৈৰ পৰিচয় বহুল কৰে। পৰ পৰিবাৰৰ কাজ-কৰ্মত পুৰুষ সকলে খুলতে খুতি-কাপিজ পৰিধান কৰি ডিহিত জাগোচাসল লয়। উৰুকালে অসমত বাস কৰা বিভিন্ন জনজাতিৰ লোকসকলেও তেওঁলোকৰ নিজা নিজা সাজ-পাৰ পৰিধান কৰি জাতিকৈক স্বকীয়তা প্ৰদান কৰি আহিছে। ।

2.2. বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সাজ-পাৰ ——

বড়ো জনগোষ্ঠী হৈছে অসমৰ জনজাতিসমূহৰ

বিভিন্ন পুরাতন সেমাজিবাদে জৈনজাতির পুরুষসকলে বিশেষকৈ কঁকালর পরা গাটুলৈ আগোচা পরিধান কৰে। এই জৈনজাতির পুরুষসকলে স্বৰ্বত্তে ওপৰৰ অংশত বস্ত্র পরিধান কৰা নাছিল যদিও সময়ৰ পৰিবর্তনে লগে লগে সেইয়া পিন্ধিবলৈ ললে। জোতা পিন্ধাটো সাধাৰণ জৈনজাতিৰ পুরুষসকলৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশতে কাঠৰ নিৰ্মিত জোতা অৰ্থাৎ চৰপা ব্যৱহাৰ কৰে।

এই জৈনজাতিৰ মহিলাসকলৰ এক বিশেষ পৰিচয় কপোৰ আছে। এই জৈনজাতিৰ মহিলাসকলে প্রায়ে কাপোৰৰ সৈতে পোছাক বুকুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোৰোহলৈকে সৰীৰৰ চাৰিওফালে পেচিয়াই থাকে। এই সাজিক শাৰী বোলা হয়। এই শাৰী বিভিন্ন ডিজাইন আৰু আৰ্হিৰে পৰিপূৰ্ণ হয়। তিনিজোতাসকলে মেখেলা-চাদৰ পিন্ধি, গাত ফাতুৱা লৈ ৰিলাখোলা বান্ধি, যোপাত একোটাকৈ কাকৈ গুজি লৈ আজি-কাচি ঝোলপাত।

২.২. গিচিং জেলগোষ্ঠীর সাজ-পার —

গিচিং জেলগোষ্ঠী হেডে বরো কাছারী অকলর গিচহেই অসাগর হ্রোমার জেলজোতি সাম্বুরর ভিতরত দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলজোতি। প্রত্যেক জেলজোতির দবেই গিচিং সকলোর নিজস্ব লোক-সাংস্কৃতি আছে। গিচিং পরম্পরাগত সাজপারর 'গামিগ' (স্কুল) র আহ্বি জাক বহুর সাংমিস্রা বিশ্বর ভিতরতেই লেখত লাবলগীয়া বুলি গণ্য করা হয়। গিচিং শিল্পিনীর কর্মনিপুনতা আরু ধুনুতে বোরা জাতীয় সাজ-পারে গিচিং জাতিটোক বিশ্বর ভিতরত এক শিল্পজাত জাতি হিচাপে প্রতিষ্ঠা লাভত সহায় করিছে।

২.২.১. পরম্পরাকলে ব্যবহার করা সাজপার —

১/ জৈন : সাধারণ ভাষাত যা চুনিয়াক গিচিংসকলে জৈন বুলি কোরা হয়। গিচিং পুরুষসকলে দৈনন্দিন জীবনত পরিধেয় হিচে জৈন ব্যবহার করে। দুই জৈন সাধারণভাবে বোরা হয় যদিও কিছুমানত

সামাজিক প্রকারভেদ দেখাও যায়।

২/ গনবর : 'গনবর' সাধারণ উপজাতিকে বহন করে উপজাতিবলয় আর নির্দিষ্ট উপজাতিকে সামাজিক শ্রেণি বলা উপজাতি। সাধারণ অর্থাৎ বেছে নিয়া। গনবর পরিচালনাগ্রহণ সামাজিক আর রাজা সুতারে প্রোরা হয়। পুরুষকালে উপজাতি - অনুষ্ঠান, প্রথা, শিব: পূজা (আলিখী সাব প্রোরা) সাধিত প্রত্ন গনবর পরিধান করার নিয়ম সিচিং সমাজভুক্ত প্রচলিত।

৩/ গনব : 'গনব' সাধারণভাবে দৈনন্দিন ব্যবহার করা উপজাতিকে বোঝায়। উজন (খুঁজে) + আব : (সাটি) = গনব : অপ্রয়োজনীয় সাটি খুঁজে। নিজেদের কৈচা রাজা সুতারে নির্দিষ্ট পাবি - আব - সামাজিকভাবে প্রোরা হয়। গনব: ক কেরজন শিবু (দেবতাবাদ), শিবু (পুরোহিত), তাবো (বিশেষ শিব পাবা ওঝা) সাধিনেরে পরিধান করার নিয়ম প্রচলিত।

৪/ গনকগ : সিচিং পুরুষকালে লেঙ্গা নিবাকার

বাবে বেছ পৰিধান কৰিবলৈ শিকি প্ৰথমে 'গাকগ' ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি ধৰা হয়। এই গাকগ অসমীয়া 'গোহাৰ' সমান।

৩/ গালুগ : আঁহাৰণভাৱে বোৱা শিলিং চোলাক 'গালুগ' বুলি কোৱা হয়। সম্প্ৰতি-বজাৰত পোৱা শিকোতৰ চোলাক শিলিং ধোৱাত-গালুগ বুলি কোৱা হয়।

৪/ লুগৰ : লুগৰ: অৰ্থাৎ সাটি চোলা। এই লুগৰ: কেঁচা অৱস্থাৰে পৰপৰাৱৰ্ত নক্সা আৰু গাঁথিলেৰে বোৱা হয়। বাজহুৱা অনুষ্ঠানত পুৰুষ সকলে এই লুগৰ পৰিধান কৰাৰ নিয়ম প্ৰচলিত।

৭/ শিবু গালুগ : শিবু গালুগ' সৰ্ব আঁহাৰণ লোকে ব্যৱহাৰ কৰা গালুগতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক। নিসিজোৱা কেঁচা বগা অৱস্থাৰে দুটিগ গাঁথিল' (সাদুৰ বাকলি আঁহি-কৰা সুতা) থকা নিদিষ্ট ঘৰাই আঁথিগ লগাই শুধিয়া অৱস্থাৰে বোৱা হয়। এই কাজে কৈৰলন শিবু, তাৰো আদিমেৰে পৰিধান কৰিব পাৰি।

৮/ চুলৌব : মিচিছব চুলৌব আৰু অগভীয়াৰ 'গালোচা' প্ৰোগ্ৰা কৰেই। কোৱোবাক সম্মান-শ্ৰদ্ধা বা প্ৰীতি-উপহাৰ হিচাপে দিবলৈ এই চুলৌব ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

৯/ লৌৰপুং : লৌৰ পুং হৈছে শুকান পাতৰি হিচাপে পিন্ধা একখণ্ডৰ দীঘল গালোচাজাতীয় পোছাক।

১০/ তাপুম গাছ : এবীসকলে পুহি সুতা কাটিব লগাকে পৰা মিচিং সমাজৰ তাপুম গাছ। এইখিনি এবী চাদৰ ব্যৱহাৰ প্ৰচলিত হৈ আহিছে। এই গাছৰ সুতা টান মজবুত, এই আৰু দুইজুৰে দহিবৰ্ণা থাকে।

১১/ ঘাস্থ গাছ : দৰাঘৰৰ বিয়াত দৰা কইনাৰ মুখ্য জীৱনৰ বাবে আদৰি আনিলে সুখৰ ওপৰত ভৰি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা আছৰ (চাদৰ) ক ঘাস্থ আছৰ নামেৰে জনা যায়। এবি পুৰুষৰ পিতৃদান পূজা, সাংস্কাৰিতিক পূজাকৃতি এই আছে পুৰুষ সন্তিলাই একেলগে ব্যৱহাৰ কৰে।

২.২.২. মাটির পাত্রের ব্যবহার কোথায় কোথায় -

১/ ঘি :- ঘি মাটির পাত্রে রাখলে খাবারের সুবাস ভালো থাকে। এই পাত্রে ঘি রাখলে ঘি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না।

২/ দই :- দই মাটির পাত্রে রাখলে দই টক হয় না। দই মিষ্টি থাকে।

৩/ পানি :- পানি মাটির পাত্রে রাখলে পানি ঠান্ডা থাকে। পানি খেতে ভালো লাগে।

৪/ চা :- চা মাটির পাত্রে রাখলে চায়ের স্বাদ ভালো থাকে।

পরিষ্কার করা অবিশ্য গৌণনিত্যাতীয় আকর্ষণীয় বস্তু।
দুর্ঘটনাগ্রস্থ হৈ পড়ুক্কাবস্থা মূলে বোঝা: তেমন
দুর্ঘটনাগ্রস্থজনর গতি দিলে বক্তিআবণ বন্ধ হৈ বিম
কাটি সুদ্ধ হয় মুলি পিচিং আম্বাবেত পরপরবারক
লোক বিশ্বাসত তাহে।

৬/ পঃ তোপ ঃ পঃ তোপ পিচিং পরিলাই স্থবত
পরিষ্কার করা আলোচ্যাতীয় বস্তু।
দৈনন্দিন জীবনত পরস্পরত কাম করোঁতে পরিলাই
পঃ তোপ স্থবত লৈবিয়াই লয়।

৬/ কোঃ পব : কোঃ পব তৈয়ে পিচিং অকলর
চেগনীয়া তোরালীয়ে জাত পরিষ্কার
করা অবিশ্য তেলেং জাতীয় বস্তু। ইয়াক কাদর
দণ্ডে দীঘলকৈ বোরা হয়।

৭/ পাখেন : পাখেন নিবাহিতা পিচিং পরিলাই
আগোলর চোপোলা নিবলৈ ব্যবহার
করা অবিশ্য তেব আকারর আলোচ্য। ইয়াক ঘরত
পরিলাই পাখেন লৈ ফুবাচৈ এক প্রকারর

নিম্নরূপ আছিল।

2.2.6. পুরুষ-মহিলা ভেদে ব্যবহার করা প্রসাধন —

শিশিং পুরুষ মহিলা ভেদে ব্যবহার করা আপুরুগীয়া বহুবিধ হৈছে যদু। ই অগপীয়াত শিবিজিম' নামে সুপরি। গাধুক কপাহর সূতাবে প্রস্তুত সূতার সাধারণ আঁহ লগাই বোনা হয়। গাধুক জাবকাটি কাপোরর দরে ব্যবহার করা হয়। ই মূলতঃ বহুলা আৰু উগলজা। পাবিয়ালর প্রকলোকেই গাধু ব্যবহার কৰিব পারে লগতে বিঃ বি, আপুরুষ গাচক, ঘাম্ব আবে আদি শিশিং মহিলা পুরুষ ভেদে কেৱল বোহু পরিমাণে ব্যবহার করা দেখা যায়। প্রাচীনতিক সমাজত পোরা আধুনিক প্রসাধন অন্য প্রসাধনর দরে শিশিং প্রসাধনিও শুদ্ধ অশুদ্ধ আচাৰবাড়িত খদিত ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠান, উৎসৱ পার্বণ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ স্বকীয়ভাবে সুন্দৰ ৰূপত পৰিবেশন কৰা পৰিলক্ষিত হৈ আছিছে।

২.৬. ডিমোচা জনগোষ্ঠীর আদি-পাব —

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পুরনি জনগোষ্ঠী সমূহর ভিতরত ডিমোচা অন্যতম। ডিমোচা জনগোষ্ঠী নিজর আত্মিক সাংস্কৃতিক উপাদানেরে নিজীভাবে পাবা হয়। লোক-সংস্কৃতির অঠা পৈটভরা উৎসবে ডিমোচা জনগোষ্ঠীটোর অঠা নিজা যুকীয়া পরিচয় আছে। জাতীয় আদি-পাব অঠা আদিব পারোন বুলিব নারি। সামাজিক স্বাধ্যতা, বৈশীষ্ট্য আরু সাংস্কৃতিক পরম্পরাবোর ভেটে সংগতি রাখি ডিমোচাসকলে তেওঁলোকর নিজিয়া আদি-পাব পালিবাত করে।

প্রতি গরাকী ডিমোচা নারীয়ে এরী পুলু পুতির জানে আরু লৈটির পরা এরী সুতা কটি এরী-কাপোর প্রস্তুত-কবিব জানে। ডিমোচা মহিলা বোরা কটা, কাপোরত ফুল তোলা, বং কেরা কামত নিপুণ। প্রত্যেক ডিমোচা নারীয়ে ঘরর লাগতীয়াল বস্ত্র সম্ভার নিজর তাঁতশালিত প্রস্তুত-কবি উলিয়ায়। ডিমোচা সকলে এরী আরু কপাহী সুতার কাপোর ব্যবহার করে। ডিমোচা নারীসকলর পরম্পরাগত আদি-পাব হৈছে বিহু, বি মাচো,

বিজ্ঞাপনকার্যের, বিচার আদি। কিন্তু কেন্দ্রে ভিন্নতার কারণে সাধারণতে পরিধান করা অত্যন্ত কঠিন। এই কারণে আমি এই প্রবন্ধটি লিখতে হয়। ভিন্নতার কারণে সাধারণতে পরিধান করা অত্যন্ত কঠিন। ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ধরনের পোশাক যেমন - শাড়ি, ব্লাউজ, ওড়না, কোট আদি বিভিন্নের ধরনের পোশাকে কিন্তু বে মানিয়ে। অন্যথায় ভিন্নতার পরিবর্তে সাধারণতে কিন্তু কিন্তু কিন্তু থাকবেই সেখানে পরিধান করে। বিশ্বে ভিন্নতা পরিবর্তে ব্যবহার করে। বিজ্ঞাপনকার্যের জন্যই ভিন্নতার কারণে ব্যবহার করা অত্যন্ত কঠিন।

বিজ্ঞাপনকার্যের ধরন বাস্তবের সাথে কঠিন কেন্দ্রে তেঁতুলকে তুলনা করে। ইয়াক যে তেঁতুলকের সাথে লোকবিশ্বাস প্রচলিত হয়ে আছে। সাধারণতে পেটজীয়া আর ধরনীয়া কঠিন প্রয়োগের ভিন্নতার সকলের কাছেই দেখিবারে পারা যায়। কঠিন, কঠিন আর তুলনীয়া কঠিন ব্যবহার করে। কঠিনের অনুসরি ভিন্নতার পরিবর্তে বেশের বেশের প্রকারের কিন্তু পরিধান করে। আবহাওয়ে ভিন্নতার পুরুষের পরিচ্ছদের সাথে পার পরিবর্তে হয়ে -

বিচা, পাণ্ডবি, ঠুবি, তেলচাই, বিচা, বাগাই, বাগাই তেলো আদি। বিচু: বিবাহে আদিত বর্ত্তে ব্যবহৃত গেরৈভৌয়া, অলঙ্গীয়া বেহুৰে পানি দিয়া খুলা'ৰ প্রয়োজন লয়।

বিবাহ অনুষ্ঠানত কইনাক বিজাখলাইন পিন্ধোৱাৰ উপৰিও বঁকালত বিন্ত (গেজেলা) পিন্ধায় আৰ পিছত বিয়াভোজৰ গাত গেৰিয়াই স্নান কৰা দীঘলী-য়াকৈ উলনি দি ডাঙ পানু পানি দিয়ে। দবাই ঠুবি বা চুবীয়া, পাছুৰী, বিচা বাগাই আৰু পাণ্ডবি (পাণ্ডবি) পৰিধান কৰে।

বিচুভিন্নাত, ভেকা লোৱাই বৰা চোলা, ঠুবি, স্নৰত পাণ্ডবি, আৰু ভিতৰত বিচা বাগাই গেৰিয়াই লয় আৰু ভিন্নাচা ভাতেক অকলে বিভিন্ন ভিজাইনৰ বিন্ত, বিজাখলাইন, বিয়াভেচা পিন্ধে।

লেখত, ভিন্নাজি পাইলা অকলে নিজ হাতেৰে প্রস্তুত কৰি উলিওৱা পাৰ্ছিত, গাস্থিয়া পূৰ্ণ গাজ-পাৰা পাশুত অতীজৰে পৰা অকলোৰে চুটি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে। ভিন্নাচা শিল্পীৰ কৰ্ম নিপুনতা আৰু সুৰুচি বোৱা

আদিম অধি-সাধু খিলাচা আদিবাসীর বিশ্বস্ত হিসেবেই এক শিকারজীবী জাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। খিলাচা সম্প্রদায় তাঁর বাপেহরীয়া আদিপাব সম্পর্কে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় দাবি করে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদান আজকাল আছে। সাম্প্রতিক সময়ে পেশার আধুনিক আদিপাব জন্য অনেকের সাথে খিলাচা সম্প্রদায়ের প্রকৃতির আজকাল মিশে যাচ্ছে, তাদের বাপেহরা সত্তা, অনুষ্ঠান, উৎসব পার্বণ পরিবর্তিত আদিপাব স্বকীয়তাকে খুব বাপত পরিধান করা সম্ভব হয়েছে ... ই আঁচাকে এক উত্তরণ।

ভাবার্থ :-

খিলাচা	তাগলীয়া
১. বিশু	মেষেলা
২. বিসাখোঁচা	চাদর
৩. বিজাগফাইন	ধুতি- লৌচনি
৪. জাইনিচাত্তি	ধুতি
৫. বিচাবজাই	

গালোচা অনুষ্ঠান মুকুলে মুখ্য লোকাকে বলেরা বলে।

৭. বিচা — আলোচা

৮. বিনা — -আমন্ত্রণ-

৯. মনোহই — চালোকি-

১০. দাতিকণং — -তাঁতশাল-

১১. বিচা বাগই — আলোচা -চাদর বিছিয়ে নেয়া -বধূ

১২. বেগচাই — -নেলেং চাদর

১৩. বিচ্র — -মহিলা অকলে -স্বপক্ষ নেয়া উবিশ অব আলোচা

১৪. বিত্ত তিমা — তিআচা মেখেলা ।
আব বিত্ত বাগবগাই

২.৪. বাডো জনজাতির আজাদার —

বোডো জনজাতির পুরুষগকলে স্ত্রীতি আব আলোচার আবিবাপ 'ব্রেহিং কা'ও' অনুসরণ করে । তেঁলোকের বসার জগতি বেডীন স্বতর স্ত্রীতি -শিক্ষার লগতে জনজাতীয় দীঘল আলোচা ব্যবহার করে ।

এই জনজাতির মহিলা

সকলে আন পিন্না স্কার্ট দবে পোচাকক কৌশ কণ্টং বুলি জানা যায় । কাপবাহ হৈছে আন এবিধ বস্ত্র যাক অহিলাসকলে তেওঁলোকব শবীবব ওপব ভাগ ঢাকিবলৈ ব্যৱহাব কবে । জানগুতে বিশেষভাবে তৈয়াব কবা বেচ হৈছে অহিলাসকলে আনুষঙ্গিক হিচাপে পিন্ধে । লাবেকি নাগেবে জনাজাত এই বেচটোল পেচৰ চাবিওফালে বোন্ধা বথা হয় ।

2.৫. অবাহসকলেব পবম্পাবাগত সাজ পাব —

অবাহসকলেও অসমব আন জনগোষ্ঠীবদ্বেই তিব্বত ভাষাভাষী এক জনগোষ্ঠী । এই জনগোষ্ঠীটো সকলো দিশব পবাই এটা চহকী জনগোষ্ঠীবলৈ স্যাত । সাজপাব বা বস্ত্রসম্ভাবব ক্ষেত্রতো অবাহসকলে যথেষ্ট চহকী । কিয়নো, অধিকাংশ অবাহ অহিলাই তেওঁলোকব প্রয়োজনীয় বস্ত্র সম্ভাব নিজে প্রস্তুত কবি লয় । পূর্বতে অবাহসকলে কাপোব বাবব বাবে প্রয়োজনীয়

পূর্বে কোনোরূপ পর্দা নিয়মের প্রচলন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে উচ্চশ্রেণীর মুসলিম মহিলাদের মধ্যে পর্দা প্রথার কঠোরতা দেখা যায়। এখনো গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বর্তমানে উচ্চশ্রেণীর পরিবারের মহিলারা পর্দা ব্যবহার করে। অভিজাত ও ধনী মুসলিম মহিলাদের পর্দা ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে দেখা যায়।

2.6.1. মহিলাদের সাজ ——

মুসলিম মহিলা আবাসগৃহে সুকুমার মেয়েলি সাধ মেটানোর ব্যবস্থা করে আর উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের উপরন্তু কর্মজীবনে এমন বেঁচে থাকা। মুসলিম মহিলাদের পরিধান। মুসলিম মহিলারা এমন বস্ত্র ধারণ করেন যা তাদের উপযুক্ত হয় কারণ তারা সাধারণত ঢিলে ঢালা পোশাক ব্যবহার করে।

2.৩.2. পুরুষদের আজ-পাট —

আগে পুরুষদের ধুতি লোকের আজ-পাট হিসাবে 'জামা', 'উড়নি', 'চেলেং কাপোর' পরিধান করে। আগে অপাজের বয়োধ্যেষ্ঠ অকলে সুরত - পাগুরি পরিধান করে। ধুতি লোকে পরিধান করা পাগুরিকে প্রায় শোল্লুতীয়া হয়। আর এই পাগুরিকে 'মানুপাল' বোলা হয়।

2.৩.৩. বিধুর অগয়র আজ-পাট —

আগে বিধুরা অকলে বিধুর অগয়তি দুরীয়া পুগার চোলা, আগে আলোচা পরিধান করে। আগে অকলের আলোচাসন বস্ত্র সুতাবে বোরা হয় আর তত তোপালী বেতর সুতরে খুলি বচা হয়। পূর্বতে আগে অকলে ডুমগুলচোলা, জেভাবচোলা, চাপাকনচোলা আদি পরিধান করিথিলে। আজের অকলে রাতিনিশুত হুয়া পরিবেশন কৰোতে বুলুত শেরানি, পুগার মেখেলা

কলীয়া বিহা আৰু বঙা ৰঙৰ পাৰিধান কৰে। গাঁৱৰপতে বিহুৰ নাচৰ অগ্ৰগতি আৰু অকলে সুআৰ মেখেলাৰ ওপৰত কঁকালগৰাখন ব্যৱহাৰ নকৰে।

2.৫. কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ আজাৰ —

কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল অসমৰ পৰৈজীয়া পাহাৰৰ বুকুত বাস কৰা অন্যতম আদিম অধিবাসী। আগেয়ে তেওঁ লোক মিকিৰ বুলি জনাজাত আছিল আৰু তেওঁলোকে বাস কৰা পাৰ্বত্যীয়া জিলাসমূহ মিকিৰ পাহাৰ নামেৰে জনা গৈছিল। কিন্তু জিলা সমূহৰ নামো কাৰ্বি আংলং জিলা নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে।

কাৰ্বি লোকসকলে তাঁতশালৰ 'পে খেৰাং' সমূহৰ গাঁ- সাঁজুলিবোৰ সোনেকি প্ৰয়োজনীয় বস্ত্ৰ পোচাক তৈয়াৰ কৰি ওলিয়াই।

কার্বি লোকসকলে মৌসোমীয়জলবায়ুর দিনটো বুলি কয়। কার্বি নাৰীসকলৰ গাখীৰ আৰুহণ্ড অক্তি আপিলী'ৰ আদৰ শ্ৰেষ্ঠ। পানীয়ৰ আঁচৰি মাখিবৰ কাৰণে কঁকালত 'ৰাকাকক' নামৰ এবিধ ডেৰ আঁউল বহলৰ শিকনি বন্ধা হয়। দেখাত সৰু হ'লেও এই ৰাগকক কামোৰত বিভিন্ন সুফলৰ চানেকি পোৱা যায়। কার্বি নাৰীয়ে পৰিধান কৰা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আজু-পাৰ হ'ল— পে-অৰপী, থন-জাৰী, থন-জাৰী, পে-হেলেং, মুকফিৰ্ছু ইত্যাদি।

আনহাতে, কার্বি পুৰুষে পৰিধান কৰা বিকং (চুৰিয়া), আৰু চৈ-(চেলেং) আৰু পাগুৰি লোকসকলৰ অন্যতম নিদৰ্শন।

2.7. চাহ জনগোষ্ঠীৰ আজু-পাৰ —

সাংস্কৃতিক উৎসব - পার্বণ তিথিঃ

বৈশাখ পার্বণ, টুসু পূজো, অম্বুবাচী পার্বণ, ৩২পাই পার্বণ ইত্যাদিদোষব বিশেষকৈ বৈশাখ পার্বণত লেউঁলোকে পুখুৰুৰ বৃক্ষ জীৱ পৰিবেশৰ কৰোঁতে আঁচুৰ তললৈকে কলাখুলা তিলাই আকাকে ৷ লাল পাৰী পাহৈ পৰিধান কৰে ৷ হাতত কাঁচাল কাঁচাল লয় ৷ লেউঁতাত গাঁতাপাটি ৰেবিত পাৰী ৷ হাত আৰ ৰেবিৰ আঙুলিত আহটি ৷ আৰু খিৰিত হাৰ পালা, হাতত আৰু আদি পৰিধান কৰি জীৱ বৃক্ষ পৰিবেশন কৰে ৷ তেই আজিকে চাহ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় আজে বুলি ঘোষণা কৰিছে ৷

অম্বুবাচী আঙুলিত শৰি ঢেকাৰ ঢেকাপকৈ উত্তৰণ হুচাই পুথিৰীত জীৱশ্রেষ্ঠ হিচাপে মানৱ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল ৷ পোহাৰকবিহীন অন্য জীৱৰ তুলনাত জীৱশ্রেষ্ঠ আখুৰে লজ্জা নিবাৰণ বা প্রকৃতিৰ কিছু প্রত্যুপত্তিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াৰ পৰা নিজ স্বাস্থ্যৰ ৰক্ষা হোৱাৰ

পরা বচাই বাধিবলৈ বহুকলৰ পরা আৰম্ভ কৰি লাহে লাহে অন্য অন্য শিল্পৰ প্রবিধাপনক বহল হৈৰাৰ কৰি ক্ষেত্রফলে জোতি - আঁচুনি নালে নালে পোছাক বা আধপাৰ হৈৰাৰ কৰি নহয় ।

ইংৰাজে ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰি থকা সময়ত অসমৰ প্রদেশক চাহ খেতি কৰিবৰ নিমিত্তে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পরা বহু বহু কিছু কৰী জাতি বা জনগোষ্ঠীক ছলে - বলে - কৌশলে অসমলৈ আনিছিল । তেওঁলোকৰ ভাৰ ভাষা ; গাজ - পোছাক কিছু অমিল বা অন্যধৰণৰ আছিল যদিও তেওঁলোক দৰিদ্র শ্রেণীৰ হোৱাৰ বাবে পৰিষ্কাৰ কাষত সৰু সাঁপি সাঁজি জীৱন - নিৰ্বাহ কৰিছিল । যদিও তেওঁলোক পৃথক নিজ নিজ ৰাজ্যত থুকীয়া থুকীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰিছিল বা অন্য সংস্কৃতি পালন কৰিছিল ; অসমলৈ আহৰ পিছত পিছে তেখেতসকলে ক্রমশঃ এই ৰাজ্যত এক সংস্কৃতি সৃষ্টি কৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ

প্রোগ্রাম সফলভাবে জানিয়েই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বা পরিবারে প্রাসঙ্গিক ফাংশনালিটি দান।

ভিগানের যাগ করা হয় জিনোমিক্স অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মক্ষুলীকে ইউক বা মুহূর্তকে ইউক একটি সার্জিত আর প্রতিবেশ সাথে পরিবর্তন করে। মিথেই হয় জিনোমিক্স প্রোগ্রামের অধিকাই বাগিচার প্রধিক; গেলে ক্ষেত্রেলোকে বাগিচার প্রেম আর ক্ষুদ্র অনুসারী সাজ পরিবর্তন কিন্তু সাম-সলতি করা দেখা যায়। সীমাকালি বাগিচার পাতি ডিজাইনে সার্জিত ভাবে লোজেঞ্জ, পেচিকোট-পিক্সি আর ওলবক্ত কঁকালের ওলম্ব ভাগত বা ক্রিবত চায় গাজর জন্মে যাতে সুচির লোরোবে আর বাল্লে বজোরত পোরা জৌ বঞ্চীত কাপোর ক্রেমন একটি বিশেষ ভংগিমাতে ডিজিত হলে পিটি ঘান ঢাকে আর প্রয়োজন অনুসারে সুযোগ ঘাস আদিত্ত হতে। ইহাকে কারণ বুলি কয়।

আনগ্রাতে পাতি ডিজাইনে বাঁধের নির্দিষ্ট ঢুপাচোর বচিত্তল সুরক্ষ ওলবক্ত দি ঢুপাচো পিচিত ওলগাতে বাসিবলে সুরক্ষ

তোলে গোলকে কাপোষ কুচন থাকে। এই পাতরি বাই তার উপরত টুপার বচিলে হয়। এনে করিলে খুবত দুধ নামায়, যিহেতু টুপার বচিলে কাপোষ কুচন থাকে। এই পাতরি ঠোক ভেড়ালোকে "নেট বা বিড়া" বুলি কয়। আবকালি প্রায়েরে কর্মকেত্রত আগে পাকিয়ালি করে যদিও আজিকালি চাতার পরা হাত আহিলে কিছু কিছু অহিলাই হাত পোজা পিন্ধি তার উপরত চেঙেলে পিন্ধা দেখা যায়। যিহেতু আবকালি বুঁতিপাত চিঙিবলপীয়া নহয়, তার বাবে হাতত পোজা পিন্ধি থাকিলেও কর্মত কোনো প্রকার অসুবিধা নহয়।

আনহাতে গুহুমুলীত পরিলেহকলে প্রবরা কাম করিবর করার সুবিধার্থে কমাহী পাড়ী পিন্ধা দেখা যায়। লগতে ভাইর সম্মানার্থে বোরাবী সকলে খুবত গুরনি লয়। এইবিলাকিতে এটা কথা উল্লেখ্য যে চাহ জনগোষ্ঠীর

মহিলাগণকে অর্থাৎ বোরাণী সকলে বিজে সকলের সম্মুখে তথনি নয়।

বৈবাহিক রীতি-নীতির প্রেক্ষিতে চারু জনগোষ্ঠীর মহিলাগণকে বজায়ের আধুনিক সাজ-পোষাকের বিষয়ে অনুসন্ধানে জানা গেল। চারু জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সাজে লাল পাবী বস্ত্র পাড়ী। অর্থাৎ বস্ত্র পাবী অথবা বস্ত্র আড়ী আছে। যাদিও বিবাহে বা অন্য উৎসবগুলি আনন্দের পরিবেশে বজায়ের পোষা বং চঙীয়া আড়ীই প্রচলিত। প্রসাধনের প্রেক্ষিতে পালা, ভিন্ন চুইন, আঙুটি, পাম্বী (নুপুর) চুলিতে খরা চেপোয়া (ক্লিপ), পোপা বেধা বরব, চেইল পলিচ, লিপষ্টিক, কাজল, গালতে মরা জীব, কপালে লগোরা ফোঁট বা বিন্দি আদি ব্যবহার করে। অবশ্যে চারু জনগোষ্ঠীর খিরোর সঙ্গে দাদর সাজে পেছুর প্রচলন নাই তেওঁলোকে ভবিষ্য পোষোয়তি লাজি থকা বুলি

পোশাক লাগে। বিবাহে পোশাক বর্তমান প্রবাবেক চাহ জনগোষ্ঠীর প্রয়োগ পরিবর্তনে বধূ সাজ পরিধান করে।

মূলত: দরিদ্র জনগোষ্ঠী থাকে বিবেচিত অপসরণ চাহ জনগোষ্ঠীয় অভিলাষকলন সাজাপাশ ঐতিহ্যপাশ অদিত্ত বর্তমান পরিবর্তন আজিদাতে মুক্তক বা বিশ্বায়নের প্রভাবতে মুক্তক চাহ জনগোষ্ঠীর আধুনিক নারী বা অভিলাষকলে ঐতিহ্য ওপরত উন্মোচিত সাজ পোশাকের সলনি বজায়ত পোষা অন্য জাতি জনগোষ্ঠী বা পশ্চিমীয়া সাংস্কৃতির সাজ পোশাকো পরিধান করা পেষা যায়। জুবিদাব, যাগবা, জিন্স, টপস - টেপ আদি চাহ জনগোষ্ঠীর তোরালী সকলে পরিধান করার পেরিত্ত - বিবাহিত অভিলাষ সকলে পরিধান করা পেষা থাকে। অভিলাষকলে নিজ সৌন্দর্য চর্চা বা নিজর শরীরকো

-জীবনযাপনে -প্রয়োজনে -নিজে -ন- ব -পোশাক -সৃষ্টি -করিতে -আর -পরিধান -করিতে। -তাই -আদিম -মানুষের -লজ্জা -নিবারণ -ছাড়া -অন্য -কোন -উদ্দেশ্য -ছিল -না। -তারা -প্রকৃতি -থেকে -যা -পেত -তাই -দিয়ে -লজ্জা -নিবারণ।

2.৮. টাই -সামলাৎ -অকলব -পরিচ্ছদ -আধি -পার —

বয়ন -শিল্পের -ক্রমবিকাশ -টাই -সামলাৎ -সকলে -যথেষ্ট -চহকী। -তেঁতুলোকে -পরিচ্ছদ -এত -ভাবে -ঘরতে -খুব -কাটি, -বং -বোলই -তাঁত -শালত -বৈ -কাটি -কাপোর -প্রস্তুত -করে। -অধীজতে -তেঁতুলোকের -সাজেত -কঁকালেত -বাখ্যি -লৈ -বোরা -'কি -হুক' -তাথাই -তাঁতশালের -প্রচলন -আছিল। -আনুষ্ঠানিক -সমস্যত -তেঁতুলোকে -অসমত -পর -পরিবারতে -প্রচলিত -আটিশালত -কাপোর -বোরা -দেখা -যায়। -তেঁতুলোকের -সাজেত -পুরুষ -আরু

- কাহিনীটেই - লোকের - মৌলের - গায়ে - পাথর - প্রোচলের - সাথে - মেশা থায় । - তেই - পরিস্থিতিতে - গাঁয়ে - পাথরপুত্রের - সৌন্দর্য্য - অতুলনীয় - ।

সাধারণ সকলের - আগ্রহের - বিষয় - সকলে - কঁকালের - ফাটুং (ভুঁড়ি) পরিমান কমে । ফা শব্দের - অর্থ - কাপোর - আর - টুং (লোং) শব্দের - ছিদ্রে - ভাঙের - । - তিথাই - দেহের - পরিমান কম - সকলেতিকে - ভাঙের - কাপোর মানেই - তা'লা ফাটুং বা ফাটুং । - তেই ফাটুংমান আবিষ্কার - তেঁদৌয়া, বগা, ক'লা, - তেঁদৌয়া, বগা, ক'লা, হালদীয়া আর - বেডুলীয়া - আদি - থুতার - প্রকিতি - প্রয়োগের দ্বারা - বি - উলিতেরা - হয় । - তেই - ফাটুংমানের - উপাদান - আবি - দিয়া - থাকে । আবি - দিয়া - অপসারণের - প্রক্রিয়ে - মানব - চুকতে - খোল - চিন - আকারের - প্রক্রেটা - বুটা - বসা - হয় । - তেই - বুটাটেই - পরিবারপতে - বগা - তিথারা - হালদীয়া - থুতারে - তৈয়ার - করা - হয় । - খাত - তেউঁলোকে - চোলা (চু) - পরিমান - করে । - তেউঁলোকে - খাত - তৈয়ার বগা - চাদর - পেরাই - লয় । - তেই - চাদরমান - পাট - তিথারা

বলা কাপাসী পৃথিবীতে তৈরি করা হয়। তাদের সাদা মুই মুখে উর্ধ্বলোকে গোপালী পৃথা পৃথিবীতে বিভিন্ন শৈলীতে মূল গোলে। উর্ধ্বলোকে দিদিক বা বিবর্ত এটা আলোচ্য নয়। উই আলোচক উর্ধ্বলোকে যগ - কাং - য গোলে। বলা, ঢাকলেচুনীয়া, তালীয়া আর গেউনীয়া অথবা নীলা বর্তব পৃথিবীতে আধিবাপতে উই আলোচ্যসব তৈ তৈলিত্যা হয়। উর্ধ্বলোকের কাপ্রতি এটা পুরুষ 'পুং (গোনা) আদি নয়। উই গোনাতেই বিভিন্ন শৈলীর মূল চরিত্র, গত, জীব জন্তু আদির চালেকীয় মূল তৈনা হয়। উই বর্তব পরপরাজত গোনাতে প্রেমুত কবোতে আধিবাপতে বড়া, তালীয়া, কালা আদি উচ্ছেল বর্তব পৃথিবী ব্যবহার হয়। কাপুরুষকলে পুরুত পরা পাস্তুকি উর্ধ্বলোকে যগ' এ বোলে। ই পুরুষকলের পর্যাদার পরিচায়ক।

চাই আমরা এখানে সকলের অভিনা সকলে পরপরাজত গোগোনা চিন শিখে। এই কালা বর্তব প্রয়োজন উই চিনসবর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

চিনাবাদাম - তেলের - আংশিক - ভেঙে লোকের বলা, প্রবাদীয়।
আদি নানা বহুরূপে বাদুকরলীলা - ভেলকিবাজি লীলাকে
খুলে তোলে। - সেই চিনাবাদাম খোসা ছাড়ানো প্রণালী সম্পর্কে
কবিতা। আগামী সপ্তাহে বলব বাকার মেরিট অটর -
পাত আগ্রহ করি আমি এটা পরিষ্কার - পানি দি -
সেই পাতাবোর ভেলিবলে দিয়ে। প্রথম প্রয়োজন পাতে
সেই পাতাবোর গোলি অর্থাৎ কালা রং তুলোয়।
ভেজিয়া গোলিবলে ধরা পাতাবোর - লবা সেই কালা
রঙের পানীয়িনি পুরোক করা হয়। সেই পানীয়িনি
পাকানো পরিমাপ মূল আক পিয়াজের পিয়লাই হারের
ফোটা দিয়া হয়। তারপর পাতে ফেলন উলোরার -
পাতে সেই কালা পানীয়িনির এক নির্দিষ্ট পরিমাপে
চাউলের পরা তৈয়ারী লুঙ্গলাত (পাজি) পিয়ুলোয়া হয়।
ইয়ার পাতে - চিন তৈয়ার তৈয়ার করিবার বাবে
প্রেক্ষিত কবি বোয়া পুতাবোর সেই বড়ের ভুরাই কিছু
পরিমান বসাত পাচর বাদত শুকাই লোয়া হয়।
উনেদরে বেইবাবারো করার পাতে পুতাবোর ঘোর
কালা রঙের হুই ছে। সেই পুতাবে কাপোর -

প্রেস্তুতি করার পাশে শাশুশ্রুষার মাধ্যমে রোগীর যত্ন আদু নিম্ন কাপোষ্টাল রাখা দিয়া হয়।
ইহাকে উষ্ণ লোহে শোধনি করা হোলে। জলে করিলে কাপোষ্ট বং উদ্ধল কালা বর্ণের হয়। কিন্তু
শোষনি করা কাপোষ্ট বং মাইকিয়া ই মাখায়।
বিশাল দেহা মাঝ পিপাসেই ইহার বং অধিক
উদ্ধল হয়। বর্তমান শাশুশ্রুষার আধুনিক অস্ত্রোপচার
(নখ ওদাল) গভর ত্রুলেরে উষ্ণলোকে শোষেলেতি
শোষনি আছে। অতি উষ্ণলোকে পরিষ্কারক কালা
ভোলা (চুন) পিয়ো)। আমাদের সমাজিক বিবাহিত
মহিলাসকলে কঁকালত অযন বিয়া (লংবাত) খেরাই
লয়। ওই বিয়াযন খীচ শেষ্টেজীয়া, বগা অযবা
মুগা সুতারে তৈয়ার করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ক
ফুলর চালেকীয়ে বিয়াযনর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
কঁকালত বা বঙীন পেটীযক উষ্ণলোকে বহুমান
রাখে। উষ্ণলোকর সাজিক আবি দিয়া খুব
বিয়ার ব্যবস্থা দেখা যায়। আমাদের মহিলাসকলেও
কাপ্পত অযন ফুলাল খোনা (গুং) আবি লয়।

আগন্তুক প্রজাতি কুমারী মেয়েদের পায়ের গোড়ালির কাছে পেশেলা পরে আর তোলা শিখো। গতি বজায় রাখার জন্য হাঁটুর নিচ থেকে পা তুলে নিতে শিখো।

2.9. টাই ফাকেসকলের সাথে প্রচলিত পারম্পরাগত আজে - পার ——

তেঙ্গুলোকে আদিবাসি নিজের ভাষা, কৃষ্টি সংস্কৃতিক জীয়াই আকিবলে পক্ষপর হৈছে। টাই ফাকে অভিলাসকলে পরালিকে আচ চনা বজীয় পেশেলা পরিধান করে। এই পেশেলাক তেঙ্গুলোকে 'চিন' বোলে। এই চিনসমত কোনো বিবাহ মুলর আহি নাথাকে; কিন্তু বিভিন্ন ধর্মর মুলর সাথ সম্পর্ক আর সু-সংহত প্রেমোগে এই চিনসমত সম্পর্কে আরুষ্টীয় করি তোলে। চিনসমর বয়নশৈলীত থল কবিবলগীয়া। এই চিনসমর প্রেমুত কবোতে ফাকে অভিলাসকলে কালা সুতাবে দীঘ দিয়ে। প্রথমে চিনসমর

একেবারে তলপেট অর্থাৎ পানী আঁচি পর্যন্ত অংশটুকু অর্থাৎ চিন চিন। দুই তোং পিং বয়স লোকেরে হোয়া হয়। এই চিন চিনর পাচর অংশটুকু প্রথমে পেঙজীয়া; গুলগীয়া, মলগীয়া, হেঙুনীয়া, পেঙজীয়া কালা, বলা আর গুলগীয়ারে তোল করে।

বিবাহিতা অবিবাহিতা কঁকালত নাংগাত (বিন্ধা) খোবাই লয়। অবিবাহিতা সকলে চু (চোলা) পিন্ধি গাত অথবা চাদর লয়। কঁকালত অথবা বয়স্ক পেটাডাঙর তেঙঁলোকে চাইচিন খোলে। আহেক সকলে কঁকালত চু। আর অতি চিন পিন্ধে। গাত তেঙঁলোকে কাখেক অর্থাৎ বগা চাদর অথবা ছাটি পাবি লয়। তেঙঁলোকে বিবাহিতা অবিবাহিতা দরে নাংগাত নিপিন্ধে।

চাই কাকে সমাজত পুরুষসকলে গাত চু (চোলা) পিন্ধে। তেঙঁলোকে কঁকালত ফানুং (লুঙী) পরিধান করে। অবিবাহিতা সকলৰ

চিনব নবে ফাক অপাজিত পুরুসমাকলে পরিণাম
কলো ফাল্গুনোসব বসন্তসেনাত খলেই উপস্থিত।
আমাদপতে উই ফাল্গুনোত বেডুনীয়া, গেন্দেলীয়া,
জালীয়া, বগা, কালা আক তিলপীয়া বিভিন্ন প্রকার
অপাহাবত প্রধান বৈশিষ্ট্য। বডীর প্রকারে আলি
দি বোয়া উই ফাল্গুনোত প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল
প্রতিটো আবি ঘন সৃষ্টি করা প্রকার ঔচি দুডালেব
সংযোগস্থলেত একোটা সাব সাক বুচাম সৃষ্টি হয়।
উই বুচাগোবক তেঙেলোকে 'পুং' বোলে। পুরুসমাকলে
গাত বোবাই লোরা বয়া চাবসনক (ফাকেক)
বোলে। তেঙেলোকে ভিডিত বডীর আগোচা
(প-কং-স) বোবাই লয়। ফাকে অপাজিব বয়স
পুরুসকলে স্বরত পাখুরি (ফাকু) আবে। তেঙেলোকে
কাস্কত প্রধান বডীর ফোলা (পুং) আবি লয়।

চাই ফাকে অপাজিত বয়স
আনুসবি পরিণাম কবা আজে পাকা বিভিন্ন কিছু
তাব তথ্য চর্চা দেখা যায়। অপাজিত ডেকা গাভেক
আক নতুন বোবাবীসকলে উদ্ভিদ্বলে বিভিন্ন চকুত লগা

পাজা - পার পরিমাণ করে । বাঙালি সাধারণত বিভিন্ন, মৌরলা, চাঁদা, কালা, বেডুলীয়া প্রভৃতি বহন - স্বভাবে বোঝা আগে - পাছে পরিমাণ করে । শিশুরা ভেঁতুলোকর - বয়স বাড়ি খায়, শিশুরা পাজা - পাবার বং অধিক আড় হয় ।

৩. জনগোষ্ঠীয় আঞ্চলিক প্রকার ও এর প্রভাব বিষয়ে আলোচনা —

* জনগোষ্ঠীয় আঞ্চলিক প্রকার :-

জনগোষ্ঠীয় আঞ্চলিক বিভিন্ন ধরণের আছে। তবে উল্লেখযোগ্য কিছু হল — মেখেলা, চাকমা, বিহু, চেলেং, চিন, ফানুং, বিষ্ণু, বিজাগফাইন, গৌরপুং, কাঁকালবরা, ছয়গুণ, সৈন্যপাগ, আদিগ, ঙৈগন ইত্যাদি।

ওপরে উল্লেখ করা নাম সমূহের বিষয়ে তালিকা আলোচনা করা হল —

1/ খেলা : অবসরে বা বিনোদনের জন্য যে খেলা খেলা হয় তাকে খেলা বলে। এতে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় থাকে। খেলা পরিচালনার জন্য একজন রেফারি থাকে। খেলোয়াড়দের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে। খেলোয়াড়দের নির্দিষ্ট দিকে দৌড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে দুটি করে দাগ টানা হয়। এদের দৌড়ের দূরত্ব সমান থাকে। খেলা শুরু হলে খেলোয়াড়রা দৌড়াতে শুরু করে। যে খেলোয়াড় প্রথমে দাগ অতিক্রম করে সে বিজয়ী হয়। খেলায় কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু খেলোয়াড়দের সমান দূরত্ব দৌড়াতে হয়।

খেলা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে —

(i) কাবাডির খেলা
(ii) বলকরা খেলা
(iii) ফিংয়ারের খেলা

(vii) শুলাকটা গেছেলা।
(viii) কপাত্রী - প্রস্তাব গেছেলা
(ix) গোপচেত্তব - গেছেলা।
(x) নবা গেছেলা
(xi) পাত্তব - গেছেলা ।

2/ চাদব :- চাদব গেছে - অসমীয়া অভিলাষ -
পবিচয়াত কবা আজি 'গেছেলা চাদবা'ব -
উপবক্ত শিক্ষা - অংশ। চাদব - আবিকাতে
কঁকাল - আব গাত - মেবিয়াই - বাত্তি কাম্বত
- পিন্ধা - হয়; চাদব - আঙুব - পবা তিনিটেকে
- ডাকিবব বাবে পিন্ধা হয় । চাদবখন
তিমান তিদিগ দেখা - আব প্রেমুব কাপোব।
চাদবব দুই প্রবক আঁচল বুলি কোবা হয়;
দুই আঁচল দুটা - সুন্দব বঙীন আঙুবে বা
ফুলব - আকাব - আব ডিজাইন তৈয়াব কবা
- হয় । - আঁচল দুটাব - আঙু বা ফুলব আকাব
- আব ডিজাইন একেই । - তাবোপবি কিনুমাত
চাদব - দুই প্রবে বহি - বঁটা হয় । চাদবব
বং - যিকোনো হব পাবে : তব কোনো

বাণিজ্যিকভাবে নাই। কিন্তু চাদরখাত গেছোলা-আম-ডোলার যথেষ্ট লাগত-সিলাই লোয়া হয়। চাদর বিভিন্ন প্রকারের আছে; যেমে-

(i) শাবীবী
(ii) পাবি দিয়া চাদর
(iii) ক্রোঁচা সুতার চাদর
(iv) বিহা চাদর
(v) অবীহা চাদর ।

৩/ বিহা :- আঁচু ফলীয়া বিহা, গুপাকচা বিহা, কেচু বহা, আচু ফলীয়া, বর্বে লগা আদি বিভিন্ন ধরণের বিহা গোরা যায়। বিহা অপশীয়া গোপিনী - বোয়াবীয়ে পিন্ধা-ভিন্ন-পরপচারাগত-সাজ। হই ভিন্ন-উত্তেজীয় বস্তু। ইয়াক কাঁচলি-বুলিও- জেনা যায়। পুরণি অপশীয়া-পরাজেও-পাছিলোই গেছোলাবে ওপরত বিহা পিন্ধি দিল। বিহা দীঘলে

আই আৰু আৰু পুতলে চেৱ হ্যাত |

৮/ চুলোং :- চুলোং ছিৰে অগশীয়া পুৰুষ আৰু অন্যিলা ছেছেহেই পৰিপাল কৰা আছে | ইয়াক চুলোং চাদৰ বুলিও কোৱা হয় | চুলোং পৰিধাণ্ডে ধৰ্মীয় পৰিবেশ বা বিয়া অনুষ্ঠানীয় কাণৰ বাবে পৰিধান কৰা হয় | চুলোং আধাৰণ্ডে কঁকাল আৰু গাত পেৰিয়াই বা তিনিটা ডোলত দীঘাকৈ আপি আৰু পেৰিয়াই কাষৰত চাতি আৰি পিচিৰ ফালটো ওলোমাই পিন্ধা হয় | চুলোং কাঁকালৰ পৰা খিৰিকিলৈকে আকিবৰ বাবে পিন্ধা হয় | ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থ দীঘল আৰু চাদৰতকৈ টুটি | চুলোং বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে;

যেনে - (i) পাচৰ চুলোং

(ii) চুৰিয়া

(iii) চোলি

(iv) চাপকণ

(v) চওালি

5/ চিত্র : চাই যাকে শিল্পীসকলে পাত্রালিকে আঁচ চিত্র বলীত খেয়েলা পরিবাত করে। এই খেয়েলাক ভেঁতুলোকে চিত্র বোলে। এই চিত্র সাধত কোনো ধরণর খুলর আর্থি থাকে, কিন্তু বিভিন্ন বঙর সুতার সামঞ্জস্যপূর্ণ আর সুসঙ্গত প্রয়োজ এই চিত্র সব মধ্যেই আকর্ষণীয় করি তোলে। চিত্রসাধর বয়ন পৈলীক সাধকরিবলগীয়া।

6/ কাপুং : সাধারণ্যে অকলর সমাজত পুরুষসকলে কাঁকালত কাপুং (লুঙি) পরিধান করে। কা শব্দর অর্থ কাপোর আরু পুং (লোং) শব্দর অর্থ ঢুকে ভিতর। অর্থাৎ যেতুতে পরিধান করা অকলোকক ভিতর কাপোরসলেই হল কাপুং বা কাপুং। এই কাপুংসাধ সাধারণতে গেঙেলীয়া, কাঁলা বগা, থালবীয়া আরু বেঙুনীয়া আদি সুতার প্রকারিত প্রয়োগর দ্বারা হৈ উলিওরা হয়।

৮/ বিন্তু :- ডিগাচা গাছিলোব পাৰম্পৰাগত আঁধাৰ হৈছে বিন্তু। বিন্তু হৈছে ডিগাচা নাৰীৰ অলংকাৰ বস্ত্ৰ। ই বহলে আঢ়ৈ হাত আৰু দীঘল তিনি হাত। বিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। ডিগাচা নাৰীসকলে বিন্তু ডিগা আৰু বিন্তু বাঁহৰবাই গোগোলা পৰিধান কৰে।

৯/ বিজাগফাইন :- বিজাগফাইন অৰ্থাৎ লৈচনি ডিগাচা নাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা অলংকাৰ বস্ত্ৰ। বিজাগফাইন এন বাগনৈৰ আঙৰ বঙৰ হৈছে তেওঁলোকে তুলে। কৰে। ইয়াক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত লোকবিশ্বাস প্ৰচলন আছে।

১/ লৌগমু :- লৌগমু হৈছে খৰত পাতৰ ঠিচাপে পিন্ধা এক ধৰণৰ দীঘল গামোচা।

১০/ কঁকালেম্বৰা :- কঁকালত গোৱাই লোৱা কাপোৰ

প্রাচীন কালীন পরা বোঝে। পরাণ মেদিনীপুরের লোকসকলে এই কালীন পরা ব্যবহার করে।

11/ চুমকুরা : পরাণ পুরুষসকলে অতীজাতে ব্যবহার করা দীঘল প্রতিষ্ঠ পরপ্রাগত পোলাক 'চুমকুরা' চোলা বোঝে।

12/ ধৈত্যপান : পরাণ পুরুষসকলে খুবত পরা ঘোমাচুতীয়া পাগুবিশেক ধৈত্যপান বোঝে।

13/ গামিচা : মিচিং পরপ্রাগত সাজ পরিধ 'গামিচা' (মুগা) র জ্যামিতিক আর বওর পরোপোরা পংক্রিয়া থাকে। মিচিং শিলিনীয়ে অরত আতিয়ন জাজ পার হৈ লয়।

14/ উগন : সাধারণ কুতি বা চুবিয়াক মিচিং ত 'উগন' বুলি কোয়া হয়। মিচিং পুরুষসকলে মেখলির অকয়া পরিবেশত

উল্লে খযোগ্য ব্যবস্থা করে ।

★ বিজ্ঞাপনীর আধুনিক প্রচার —

বিজ্ঞাপনীর আধুনিক প্রচার বিভিন্ন ধরণে করা দেখা যায় । বিজ্ঞাপনীর আধুনিক প্রচার বিভিন্ন মাধ্যমে দ্বারা করা হয় । বিভিন্ন টাই, বজার, দোকান - পোস্টার আদির দ্বারা বা জিনিসের প্রচার করা হয় । বিভিন্ন চ্যানেলে দেখা যায় - দোকান আদির দ্বারাও আধুনিক প্রচার করা দেখা যায় । মানুষ ঘরে ঘরে গিয়ে আধুনিক প্রচার করা হয় ।

আগের দিনে আজ পোড্রাক্সের প্রচারের বারে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নাছিল । আগের তিরোতাসকলে নিজে জীবনালেও বস্তি কাপোর বন্ধ তৈয়ার করি পরিধান করিছিল ।

বর্তমান আধুনিক যুগে বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমের জিনিসের আধুনিক প্রচার করা হয় । বর্তমান সময়ে বিভিন্ন

পোস্টারের (Poster), বিজ্ঞাপন (Advertisement) এর দ্বারা প্রচার করা হয়। ফ্যাশন শো (Fashion Show) এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

Facebook, You Tube, Meesho, Flipkart, Myntra, Amazon.in., Swiggy, Bigbasket ইত্যাদি Technology ব্যবহার করে আজকাল প্রচার করা হয়।

৩.১.

আমরণি :- আমব- তুলনাত- বর্তমান- অপ্রচলিত- পবপ্রচলিত- আধ- পাবব- ব্যবহাব- কিযক দিনে কমি আহিবলৈ ধবিছে। বর্তমান প্রজন্মব আগিদাতে হুঁতক বা বিশ্বায়নব প্রভাবতে হুতক জনগোষ্ঠীয়া আধুনিক নাবী বা অন্যিলাসকলে অন্যিয়া ওপবত উল্লেখিত পাজ- পোছাকব অলপ বজাবত পোন্না অন্য জাতি-জনগোষ্ঠী বা পাশ্চিমীয়া সংস্কৃতিব পাজ-পোছাকো পবিধান কবা দেখা যায়।

চুবিদাব, ঘাগবা, জিন্স, পেণ্ট চপ আদি অসমব জনগোষ্ঠীব ছোৱালী সকলে পবিধান কবাব প্রবণতা বিবাহিত অন্যিলা সকলে পবিধান কবা দেখা নাযায়। অন্যিলা সকলে নিজব সৌন্দর্য চর্চা বা নিজব পবীবটোক আকর্ষণীয়কপে প্রজাবলৈ নিজে ন-ন পাবি পোছাক সৃষ্টি কবিছে আব পবিধান কবিছে। এয়া হয়তো প্রগমনব আহ্বান।

6.2. - গবেষণা —

১/ Google — wikipedia
https://as.m.wikipedia.org>wiki

২/ Google — wikipedia
https://as.m.wikipedia.org>wiki

৩/ Facebook — https://m.facebook.com.

৪/ Google — wikipedia
https://as.m.wikipedia.org>wiki

৫/ Google — wikipedia
https://as.m.wikipedia.org>wiki

৫/ Google — wikipedia
https://as.m.wikipedia.org>wiki

৯/ Google — wikipedia
https://as.m.wikipedia.org>wiki

৬.৬. গ্রন্থপঞ্জী -

১/ Google - wikipedia
https://as.m.wikipedia.org>wiki

২/Facebook — https://m.facebook.com.

৩.৪. অপরাধীতা —

ক্রমিক নাম	শ্রেণীকক্ষ	চিকানা
১/ ডঃ অনুপমা বাগে	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর
২/ ডঃ আতুমা ইয়াসমিন	অধ্যাপিকা	পত্রাবিদ্যালয়
৩/ চন্দ্রাণী দেবী বর্মন	অধ্যাপিকা	লক্ষীপুর
৪/ বাপালী হাজং	গ্রন্থাগারিকা	লক্ষীপুর পত্রাবিদ্যালয়
৫/ আপুনি মাতুন	ছাত্রী	নিদানপুর, গোয়ালপাড়া
৬/ নাসিদ ইয়াসমিন	ছাত্রী	শিলাপাথী, গোয়ালপাড়া
৭/ বজিমা মাতুন	ছাত্রী	আনাসপাড়া, গোয়ালপাড়া
৮/ সাংগীতা সাহা	ছাত্রী	লক্ষীপুর, গোয়ালপাড়া
৯/ তুলতানা পারবিন	ছাত্রী	তারাংগাপুর, গোয়ালপাড়া
১০/ ফারহানা আহমেদ	ছাত্রী	

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত

লক্ষীপুৰ মহাবিদ্যালয়,লক্ষীপুৰ

প্ৰকল্প পত্ৰ

বিষয় - "অসমৰ লোকশিল্প।"

তত্ত্বাবধায়িকা -
ড° অনুৰূপা বৰুৱা

নাম - জুলফিকা আহমেদ
শ্রেণী - স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিক
ৰোল নং - UA-201-101-0140
পঞ্জীয়ন নং - 20023136
শ্রেণী ৰোল নং - 231
কাকত :- প্ৰকল্প (ASM-HE-6056)

Certificate

I have the pleasure to forward the project **"Axomar Lukashilpo"** submitted by ZULFIKA AHMED. This project embodies the result of the original works which she/he performed under my guidance and supervision.

The candidate has fulfilled the entire requirement.

Dated: 30/05/2023
Place: Lakhipur College.

Supervisor

Dr. Anupama Rabha
Dept. Of Assamese
Lakhipur College

কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত লক্ষীপুৰ কলেজত স্নাতক অসমীয়া প্ৰথম বিষয়ৰ সকলে এখনি প্ৰকল্প পত্ৰ বিভাগত জমা দিব লাগে। সেই বিষয়ৰ বাবে আমাক বিভাগীয়া অধ্যক্ষ পদ্মা বিষয়া বাচনি কৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰকল্প পত্ৰখন সম্পূৰ্ণ কৰি উলিওৱাত সকলো দিশতে আমাক অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলী- আৰু ইয়াৰ লগতে মোৰ ভাইটি বাইদেউৰ সকলোকালে সময় সহযোগিতা আগবঢ়ায়।

মোৰ প্ৰকল্প পত্ৰৰ বিষয় আছিল "অসমৰ লোক শিল্প"। এই বিষয়টো হাতে পৰিলত কৰি গবেষণাপ্ৰবন্ধ পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰোঁতে তত্ত্ববধায়িক অধ্যাপিকা ড° অনুপমা বাজো বাইদেউলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো। ইয়াৰ লগতে

কর্মন কলেজে পড়ি থকা ভাইৰ বাইদেউ
কিছু অধিয়ম আহোনে মোক সহায়
কৰিছে তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো।
আৰু মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ কৃতজ্ঞতা
জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ক্ষুদ্র ~~গবেষণা~~ প্রকল্প পত্রৰ
জৰিয়তে ভবিষ্যতে কিছু লাভ হব বুলি
আশা কৰো।

সূচীপত্র

— × —

- প্রথম অধ্যায় : আরম্ভনিকা — পৃষ্ঠা নং

১.১ পরিচয় ——— ১-২

১.২ অধ্যয়নর লক্ষ্য আরু উদ্দেশ্য ——— ২-৩

১.৩ অধ্যয়নর পদ্ধতি ——— ৩

- দ্বিতীয় অধ্যায় : মূলবিষয়র আলোচনা

২.১ অধ্যয়নর বিষয়বস্তু ——— ৪-১৮

২.২ কুটীর শিল্প ——— ১৯-২২

২.৩ অসমর ধনুষ্কা শিল্প ——— ২৩-৪৫

১) মৃত শিল্প

২) বাঁহ বেতর শিল্প

৩) বয়ন শিল্প

৪) বাদ্য শিল্প

৫) ঝুমা শিল্প

২.৪ হাতীদাঁতর শিল্প ——— ৪৫-৪৮

২.৫ জাপি শিল্প ——— ৪৯-৫০

২.৬ কাঠ আরু কুঁহিলার শিল্প ——— ৫১-৫৪

২.৭ কাঁহ পিতলর শিল্প ——— ৫৫-৬২

২.৮ কলার শিল্প ——— ৬৩-৬৫

• তৃতীয় অধ্যায় : পৃষ্ঠা নং

৩.১ আমরণি বা অন্তর্যা ——— ৮৭

৩.২ পাদটীকা ——— ৮৮

৩.৩ অধ্যায়ক গ্রন্থপঞ্জী ——— ৮৯

৩.৪ অমল-দাতা ——— ৭০

১.১. পরিচয় :- মানুষের জীবনের ব্যবহারের উপযোগীকে যিরোর বস্তু পরম্পরা-গত ভাবে প্রস্তুত করি লোয়া হয়, সেইরোবেই মৈদে লোকশিল্প। লোক শিল্পই মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার লগতে অর্থনৈতিক দিশতো ভূমিকা প্রহন করা দেখা যায়। অসমের লোকশিল্প লোকী বুলিলে মাটি, বাঁহ, বেত, কাঠ, কুঁহিলা, বাঙ্, শিং, বা হাতী দাত আদিরে সজো বস্তুবোলক বুজায়।

"পাঁরলীয়া জীবনের সুকুমার-কলা প্রীতির পরিয়ল ফুটি ওলায় হস্ত-শিল্প আরু লোকশিল্পত। কেরল দৈনন্দিন প্রয়োজনের সা-সজুলিতে নহয়, ধর্মমূলক ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের লগতো লোক-শিল্পের সম্বন্ধ সন কবির লগীয়া। এই লোকশিল্পের প্রাচীন নিদর্শন হল মৃৎ বা কুমারের শিল্প। গাঁওর মানুহের নিত্য ব্যবহারের কারণে তৈয়ার করা এই সামগ্রীসমূহত কুমারের শিল্পনিপুন ব্যক্তিত্বর আলেখ্য স্পষ্ট প্রকাশ। বার্ডউডে ঠিকেই কৈছে "কাপ আরু ব্যবহারিক সুবিধা,

আৰু অনাড়ম্বৰভাৱে পিনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ শৃঙ্গ-শিল্প প্ৰকৃতিৰ লগত ৰাজিতা হৈ আহিছে; কলাৰ ক্ষেত্ৰতো ঘৰুৱা আৰু কৰ্ম সম্বন্ধীয় সকলো দ্ৰব্য-শিল্পৰ বিশেষত্ব শৃঙ্গ-শিল্পৰ সাধাৰণ[1] ১.২. অধ্যয়নৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য :—

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত অসমৰ কলেজবোৰৰ অসমীয়া বিভাগত চলি থকা ক্ষুদ্ৰ প্ৰকল্প সম্পৰ্কে বিষয় নিৰ্বাচন কৰা হৈছে "অসমৰ লোকশিল্প" বাছি লৈছো। অসমৰ লোকশিল্প বাছিলোৱাৰ কাৰণ হৈছে যে অসমৰ লোকশিল্প বহুত চহকী। অসমৰ সাধুসুহে লোকশিল্পত বহুত পাৰ্থক্য কিন্তু অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ কাৰণে সাধুহে বিমান পৰিষেৱা কৰে লোকশিল্প বনাওতে বিমান পৰিষেৱা বিমানবন্দীনি বাদে সাধুহে অৰ্থনৈতিক সকল লাভ নকৰে। চৌহকাৰে সাধুহে লাহে লাহে এইবোৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰি দিছে। যেনে;- আদিৱাসী শিল্প, বাঁহৰেপৰা

১/ বৰুৱা, বিভিন্ন সুলাগ : অসমৰ লোক সংস্কৃতি, পৃঃ ১৮৬

শিক্ষা । এই কারণে আমি মোর ক্ষুদ্র প্রকল্প পত্রখানি বিষয়টি নিয়ে কাজ করব আমি এই বিষয় অধ্যয়ন করি ভবিষ্যত প্রজন্ম মোর ক্ষুদ্র গবেষণা প্রকল্প পত্র জমিয়াত কিছু তথ্য দাতি কিভাবে বৈষম্যমূলক যত্ন করিছে। ভবিষ্যত প্রজন্ম মাতে মোর এই ক্ষুদ্র গবেষণা প্রকল্প পত্রটিরে পড়া কিভাবে লাভ হয় তাহাটি উদ্দেশ্য আগত আসির আমি জেই ক্ষুদ্র গবেষণা প্রকল্প পত্রখানা প্রস্তুত করিছে ।

১.৩. অধ্যয়নের পদ্ধতি :—

লোকশিক্ষা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমি তুলনামূলক পদ্ধতির আলোচনা করিব পড়া আমি । "আসামের লোকশিক্ষা" অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমি বর্ণনামূলক পদ্ধতিকে অবলম্বন করিছে ।

২.১ অধ্যয়নের বিষয়বস্তু :-

লোক-শিল্পের আমাদের সমাজের প্রকৃত-ছবি ফুটে উঠে। দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে-সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গেও লোকশিল্পের-সম্বন্ধ আছে। অসমের গারো মানুষের নিত্য ব্যবহারের কারণে লোক গলুরা সমাদর-উপরও নির্ভর করি আছিছে। অসমের সমাজের ব্যবস্থাত কুটির শিল্পই আর্থিক উন্নয়নত বিশেষ ভাবে প্রভাব পেলাইছে। ভাবতীয় অর্থনীতিত বিভিন্ন রাজ্যর কুটির শিল্পই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করি আছিছে। আধুনি যন্ত্র সভ্যতার সময়ত লোপোন্মুখ প্রাচীন লোক কলা শিল্পসমূহক উদ্যোগীকরণ করি অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বন করাকে কুটির শিল্প বোলে।

আন্তর্জাতিক কালর পরাই অসমর জনজীবনত গলুরা লোক শিল্পই এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করি আনিছে। পরম্পরাগত লোকশিল্পই অসমর সংস্কৃতিক চহকী করি আছিছে।

"ধাতুর শিল্পী- অসমীয়া সাধারণ জীবন-যাত্রার অসমত লোকশিল্পই ঐশ্বর্যময়, ঐতিহ্যপূর্ণ কথা যোগে। দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর পরা উৎসর অনুষ্ঠানত বিশেষ কাপত প্রয়োজন। হোরা সামগ্রীলিকে ইয়ার পরিসর ব্যাপ্ত; এই লোকশিল্প বিচিত্র আরু বর্ণময়।

মৃৎশিল্প, বাঁহু, বেত কুঁহিল, কাঠ আরু মাটীয়াঁতর শিল্প, বয়ন শিল্প, বাঁহুশিল্প চিত্রাকঙ্কন আরু লোকনাট্য, গীত নৃত্যর অসমর লোক কলা পরিব্যাপ্ত হৈ আছে। অসমর বিশেষ বিশেষ অঞ্চলত কারিকরী নিপুনতাই অসমর লোকশিল্পর কেইটামান দিশক আপুরুষীয়া আরু গৌরবময় আসনত প্রতিষ্ঠিত কৰিছে।"[1]

প্রাচীন মৃৎ শিল্পর চাকিত অসমত সমৃদ্ধ পাই। ইয়ার প্রধান কারণ মাটির বস্তু বহুদিন টিকিকে। আজোপতি মাটির পাত্র সহজতে আকুচি হয়। বুলি প্রবাদ ব্যবহারের পিছত তাক নষ্ট কৰি পেলোৱা হয়। গুৱাহাটীর বাজিক সংগ্রহালয়ত কেইটিমান

1/ বরদলৈ, নিৰ্মল প্রভা : অসমর লোক সংস্কৃতি
পৃ: ২৫৬

বিভিন্ন ঢাংনৈচিংৰ আটিৰ পুৱলি-কলীয়া পাত্ৰ সংৰক্ষণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভগা কলহ আৰু বাঁহা জুলোৱা পাত্ৰটিয়ে শিল্পীৰ শিল্পাদৰ্শনৰ সুন্দৰ পৰিচয় দিছে । কলহটোৰ গাত অংকন-ৰেখা আৰু ঢাকচিক্যই দৰ্শকৰ দৃষ্টি সহজে আকৰ্ষণ কৰে । দৈনন্দিন প্ৰয়োজনৰ বস্তুৰ বাহিৰেও কুমাৰে বিন্যাস আৰু আনন্দ উৎসৱৰ পুতলা আদি সামগ্ৰীও গঢ়ে । গাঁৱৰ কুমাৰ~~কাকনিচিঙ~~ ঘৰৰ সন্নিকটে নানা ধেমালী প্ৰতিমাও গঢ়ে । কুমাৰ আৰু কুমাৰণীৰ বস্তুৰ চিত্তৰত মানুহ, জীৱ-জন্তু, গছ-গছুনি, অংকিত পোৱালাটিৰ ৰেইবাসমূহ প্ৰাচীন ফলক শিয়ালৰ তাম্ৰশ্বৰী সদিৰ আৰু শিৱালগৰৰ দৌল-দেবালয়ৰ কাষত চপায়া গৈছে । উচ্চ স্তৰৰ শিল্প নহ'লেও, এইখোৱত মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ আপোন ব্যঞ্জনা ফুটি উঠিছে । পুতলাৰ প্ৰসংগত কাঁসজপৰ পুতেলি বিয়াৰ উল্লেখ বিশেষ প্ৰণিধান যোগ্য । বহাগ মাহত পুত্ৰহীনা বিধৱাই পতিয়ালৰ

ঘাইকে বন্ধ্যা তিরোতাব পুত্র কামনা করি- কেইবাযোধাও পুতলাব দয়া-কন্যা সাজি পুতলা- বিয়া ~~সাজে~~ পাতে । বিয়াহ অনুষ্ঠানব শিহত- এই পুতলাব- দয়া- কন্যাযোব কলগছুব- ডুবত- থলি কেইটামান- মাটি কলীয়ে- টানত- নদীত- উচাই দিয়ে । প্রাচীন কালবে পবা অসমব শৈব- আৰু শাক্ত ধর্মব প্রশ্যাত কেন্দ্র । শৈব আৰু শাক্ত ধর্মব- দেব-দেবীব- আলেস- শিলব মূর্তি অসমব বহু ঠাইত আবিষ্কৃত হৈছে । সাধাৰণিক পূজা- আর্চনাব কাৰণে- কুমাৰেও পোৱা- মাটিব- মূর্তি, চকে আৰু- মতুল- সাজিছিল । এনে- কেইটামান মূর্তি গুৱাহাটীব- সংগ্রহালয়ত- সংৰক্ষিত- কৰা- হৈছে । এই মূর্তিসমূহব- পবা শৈব -শাক্ত ধর্মব- প্রচাব আৰু- পূজানুষ্ঠানত- বিশ্বাসেও জানিব- জানিব- পাৰি । মাটিব- পিছত- শিল্প- সৃষ্টিব- ক্ষেত্রত- সাধুজুতে- পোৱা- উপকৰণ- হৈছে বাঁহ, বেত আৰু- কাঠ । অসমব- বাঁহ- বেতব- কাম- অতীতৰে- পবা- সু বিখ্যাত । কুমাৰে- তাৎক্ষণিকভাবেই- সহজে- সহজলভ্য- পাতোৱা-

উপহারের তিনের বিভিন্ন রঙের বেতের তৈরি (বেতকরঞ্জ) কুণ্ডলী থাকায় তিতরের দিয়া উত্তরীয়া - বস্ত্র, প্রিয়ংগু- অঞ্জলীর বেতের আসন, অম্বকার- ঘরোয়ে পরিপূর্ণ বাঁশের চুড়া, বেঁতের আজাত ভরোরা শাত- লোহা শুক - আধিকা আদিমেই প্রধান। ফাটিয়া- ই- ইস্রাহিমে অসমানের কাচের কাসার বিক্রয় প্রস্তুত করিছে। সোনালের কুষ্ঠজীবিমকসকলে- ভগ্নপুত্রে বেগাই যায় পরা বিভিন্ন ধরণের নামের বিয়রালো দি গৈছে। অসমার আজ-আমুহর হেঙুল- মাইতালেরে বোলোরা- লো- নাত- বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসমের পুরনি লিপি- আর মধ্যযুগের আত্মিগত বিশেষকে অনুসরা করাযত; তোন - সমৃদ্ধ্যা আর বিভিন্ন ধরণের ~~নামের বিভিন্নরালো দি গৈছে~~। বেলেকরা নামের বর্ণনা আছে। পুরনি কালের মান-বাসনের তিনের তোলা প্রাধান। আভিজাত্যের স্তর অনুযায়ি বিভিন্ন আর্হি আর কারুকার্য খচিত তোলার প্রচলন আছিল।

স্বর্গদেউ অকলঙ, অম্বাবিকাদেব, বিসহাব, বিবাহ আদি উৎসবত ব্যহাত হোৱা আবাধনা প্রজাব- আকৌ মুকীয়া মুকীয়া ঢোলা আছিল। অসব- কলপাট আদি, ঘব-দুৱাবত আৰু গাবঁৰ নামঘবেও- গাঁৱলীয়া ৰাইজক লোক শিক্ষাব চর্চাত সুযোগ আৰু প্রেবণা যোগাইছিল। অঙ্কীয়া- কীর্তন ঘবত ভাওৰ ভাওৰ- ঝুমনীয়া- সমুটীত, চাঁচিং দুৱাবত বিভিন্ন মূর্তি কটা হয়। সিংহাসন; আপনা ঠগা- আৰু গছলো জীব-জন্তু, ফুল-লতা - বিশেষকৈ পদুম ফুল কাটি হেঙুল- মাৰ্হতালত সংমিশ্রণত চকুলোৰাকৈ গঢ়া হয়। ইমাব বাহিবেও সিংহ, গৰুৰ, হনুমান, জয়-বিজয় আৰু প্রহ্লাদৰ কাহিনী মূর্তিৰে নামঘবত সজোয়া। কীর্তিমুখ; অগৰ- আৰু সিংহৰ পিছুপিনৰ পৰা মাতীক আকোৱাল- বাঘ-মূর্তি অসমীয়া শিল্পত অত্যন্ত উচ্চমানৰ হৈ পৰিছে। এনে মূর্তি আৰাধনা আমুহৰ ঘৰ-দুৱাবত বাহিবেও অঁত আৰু চৌকিশালৰ দা-আজুলিটো কটা-

হয়। মনিপুরে আর নামঘরে বেশ সুন্দর মূর্তি কাঠে খোদাই করা হয়। কোনো অনুষ্ঠানে বসুদেবকীসহ শ্রীকৃষ্ণের জোড়-দেবীর মূর্তি কাঠে কোদা হয়। পুরনো মূর্তির অপসারণে বছরে বছরে নতুন মূর্তি বানিয়ে পূজা করে। বাঁশের কাঠি-তুলা গাছের বাকলের কাঠে কুমোর মূর্তি গড়ে। ভাঙনের মূর্তিগুলো কারিগরি দিক দিয়ে শ্রেণীতে ভাগ করিয়া যায়: দেবদেবীর মূর্তি, পৌরাণিক আর কাল্পনিক জীব-জন্তুর মূর্তি আর বস্তুর মূর্তি। ইহাদের কোনোটি মূর্তি দিয়ে হয়, কিছুটা আলো-ছায়া মূর্তিগুলো ঢাকা থাকে। কাঠের খড়ের আর মাটির তৈরি স্কুলজাতি-কোনো দীঘা, বড় দীঘা, চাল দীঘা, পেষা, বালপেষা আদি আচলাচল ব্যবহার হয়। মেয়েদের গা-চলার--চিরিকটি, ফুল-লতা জ্যামিতিক চিত্র-কোনো হয়। মুনীসাকে লতা-ফুল-কোনো উৎসব এই-গুরাগ্রামীর চরকাঙ্গী বয়ন-বিভাগে সংগ্রহ করিছে; ই সিকোলো দেশের শিল্প-সংগ্রহালয়ের কৌলিক বড়াব। বাঁহ-বেতের বস্তু ঘরকৈ গৃহস্থালির-

প্রয়োজনের কারণেই সাজা হয়। কিছু সময়
জাগতের অমুল্য বীজের লগত। সেইবোর
সরু বস্ত্র, ঘন-কোছেরা, নানা প্রকারের চালনী,
সরাহী, পাচি, তুলি, জলা, কুলা: তেনেদে-সাপের
খোল-আরু তুলাচালনী। কাপোর-কানি; বয়-
বস্তু থ'বলি গাঁয়ের সাধুহে বাঁহ-বেতর জপা-
সাজে। তাহৰ বর্ণাঢ্য এলে জপাতে আপোন মুকিয়াই
হৰবৰ্ণনটি পঢ়াইছিল। অসমীয়া পুৰুণি সাহিত্যৰ-
ঠাসে ঠাসে বিছনীৰ সপোনৰ বর্ণনা আছে।
জাপি লোক-শিল্পৰ উজ্জ্বল সৃষ্টি। ব্যৱসায়িক
প্রয়োজনেও বাহিৰেও আপোন সুগত জাপি-
সাহিত্যৰ নিৰ্দশন আছিল। কোনো কোনো
পণ্ডিতে জাপি তিৰোতী-বৰ্ষীয়সী চেনেহ পৰা-
অসা কথা-মত প্রকাশ কৰিছে। গাঁৱলীয়া
তিৰোতাই বাঁহ-বেতৰ পৰা নাক-কানৰ-
অলং-কাৰ পাতিলেও গঢ়ায়। সূতা-আঁহোৱা
আৰু চুলিত গোজা নানা আৰ্হিৰ ফুল-লতা-
কটা-বাৰ্চে-ফলীয়া বাঁহ-বেতেৰে সজা হয়।
কাকৈ আনকি প্লেন নিয়োগৰ ঢুপাহাৰ-দিয়া-

হয়, পূজো-অর্চনাতে ঈসাফ প্রয়োগ আছে।
এই সম্বন্ধে লোকগীতির উল্লেখ আছে :

তোরে সুত চাই ফনীসন গাঁথিলা,
লগাই বাঙলীয়া বেত।
সাত লোরা শনি লোরা কুশুল সাতেসাথী।
তেল সেন্দুর ফনি কালি লোরা সবাই ভবাই॥

অঁত সালর লগত সম্বন্ধ সকাময়ঁর। বেতঠনি, নাচনী, বাঁচ বা তোলা চুঙাতো কারুকার্য করা আরু বং বোলোরা হয়। গাসীর নিমবোরা বাঁহর চুঙা আরু কাঠর কঁকিয়াতো নানা চিত্র কটা হয়। দৈনন্দিন ব্যবহারর এই বস্তুবোর আবাসন মানুহর সৌন্দর্য প্রীতি আরু শিল্পায়ন প্রতিভার পরিচায়ক।[৬] ধরুয়া জীয়ন আরু বিয়ানুষ্ঠানত বহু আসবাব প্রয়োজন। এইবোর বেত-খুঁহিলারে সজা হয়। এইবোরর মৃত্ত বর্ণ, ত্রিকোন, বক্ররেখা, সরলরেখার বাপ স্কৃটি উঠে। কোনো কোনোরে এই চিত্রর সম্বন্ধ তাত্ত্বিক হয়, অঙ্কনর লগত সকা-বুলি অনুমান করে। বাস্তুর শিল্পার মেজতো-

৬/ ধরুয়া, বিভিন্নাংশুমান : অসমার লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ২১৩

অসমীয়া সাধুহৰ শিল্প নিদৰ্শনগাৰ পৰিচয় ওলাইছে । কাঁহী, বাৰ-কাঁহী, আইহাঁ, পাৰ-বোৱা কাটি । বাৰ-কাটি, লোটা, চৰিয়া, বটা, আদিৰ চাকচিক্য, গঢ় আলোচন কাৰু-কাৰ্য্যই কঁহাৰৰ শিল্প চাতুৰ্য্য পৰিচয় দিছে । এইবোৰ বস্তুৰ গঢ়প্ৰণালী (যেনে আইহাঁ, বাৰ-কাটি) সাজোনি জাতিৰ শিল্প-সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণো হৈছে । শিল্পসমূহ বস্তুৰ বিশ্লেষণ আৰু আলোচনাত অসমীয়া সম্প্ৰদায়ৰ আজাতে আযদ্ধ । অসমীয়াসকলে কেৱল আধাৰোৱা... প্ৰয়োজনীয় ঘৈ-চৰিয়া, কলহ, গাগৰিকেই লগাই, তেওঁলোকে হিন্দুৰ ধৰ্মানুষ্ঠানত আদা-অৰ্ঘা লাগিয়া অলা সৰাই, গছা, চাকিত গঢ়ে । এইবোৰৰ বাহিৰে শিল্পসমূহ গহনা-গাঁসৰি গাঁৱলীয়া তিৰোতাই আজিও লিয়ে । বিহুগীতত আছে - ' চকা শিল্পলেহে আলহি গঢ়াই দিম, গলপাতা ঘঢ়াই দিম পাৰলত- '। অন্যান্য এইবোৰ আসবাবপত্ৰ শিল্প - সৌন্দৰ্য্যকো পুৰণি ঐতিহ্যই সংৰক্ষিত হৈছে । শিল্পীসকলৰ সৃজনধৰ্মী

কলসনা আৰু অভিনয় জাপ দিয়াত সমস্যা
নোহোৱাত- ইয়াৰ অসাদৰ দিগে দিগে হ্রাস
হৈছে । অনুপাতে এলুমিনিয়াম, চীনামাটি,
প্লাষ্টিকৰ সস্তীয়া বস্তুৰ প্রচলনৰ লগে লগে
এইবোৰৰ ব্যৱহাৰ কমি আহিছে । অৱশ্যে,
এই শিল্পক কিছুমানে গাঁৱৰ ধাৰ্মিক আৰু
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জীয়াই ৰাখিবে বুলি
আশা কৰিব পাৰি । গাখীৰীয়া জীৱনৰ
পূজা - পাৰ্বণ, বিবাহ - শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানত
এতিয়াও এইবোৰৰ ব্যাপক প্রচলন । অসমৰ
হাতীদাঁতৰ শিল্পই সমগ্র পৃথিৱীতে
খ্যাতি লাভ কৰি আহিছে । ভগদত্তই মণিপুৰীসকলে
পঠিওৱা উপহাৰৰ হিতৰত অন্যতম আছিল
হাতীদাঁতৰ নালৰ তৰোৱাল । (শুক্ল দত্ত
অলঙ্কীন) । চাকৰ বৰ্ণাই ৰণবৰ্ণলৈ হাতীদাঁতৰ
কুণ্ডল আৰু গজমুকুতা পঠিয়াইছিল । আহোম
যুগত হাতীদাঁতৰ আঙঠি, ফণী, চুৰা,

অতীতকালৰ নাল, কটাৰীৰ ব্যৱহাৰ বিশেষ প্ৰচলন আছিল। গাঁৱলীয়া শিল্প আৰু গাঁৱলীয়া মানুহৰ প্ৰয়োজনতে এই শিল্প এতিয়াও জীয়াই আছে। গাঁৱলীয়া সাধাৰণতে জন্তুৰ শিঙৰ পখাও মুঠ আদি বস্তু গাঢ়ে। কাঠৰ মুলত হৰিণৰ শিং লগাই ধুনীয়া শিল্পৰ বস্তু গাঢ়ে। জনজাতিসকলে আহৰ শিকত ৰাখিবলৈ ঘৰৰ চাৰিওফালে আজাই থয়। ই গৃহসজ্জাৰ অংগলৈ আৰু অৱসুযাৰ চিনাকি দিয়ে। আহৰ শিকৰ টোপনা, ফলীও গঢ়া হয়। গাঁৱলীয়া জীৱনৰ লগতে এইবোৰৰ যাই অঙ্গাঙ্গী আৰু গাঁৱৰ সংস্কৃতিৰ এই শিল্প বৰ্তি আছে। সোণাৰী - শিল্প অন্য এটি প্ৰাচীন শিল্প। আজিৰ লৰা লৰা এই শিল্পৰ প্ৰয়োজন আৰু প্ৰচাৰ বাঢ়িছে যদিও অসমীয়া সোণাৰী ব্যৱসায়চুকত হেৰুৱে; গাঁৱে-ভূঞে আন ঠাইৰ সোণাৰীয়ে তেঁলোকৰ স্থান দখল কৰিছে। এইকাৰণে অৱশ্যে অসমীয়া সোণাৰীৰ সোণাৰীসকল- তেঁলোকৰ শিল্প ভাৱত বিখ্যাত আছিল। ঘৰবৰ্ষনলি প্ৰেক্ষৰবৰ্মাই পাঠোৱা-

অলংকারৰ তালিকাৰ পৰা- অসমীয়া গোপীৰ শিল্প - দক্ষতা উপলব্ধি হয়। অসমীয়া গোপাৰীৰ গোপ - গলোৱা প্রণালী, অলংকাৰ পাতি গঢ়া আলৰ স্বকীয় সাঙ্কেতি আছিল। তাল পতা, বিৰী, দুটি ডোল - বিৰী, গেজেৰা, ডুগ ডুগা, কেৰ - কৰীয়া, লোকপাৰ, কানফুল, গাৰু, গামগাৰু, আঙঠি আদি অসমীয়া গহনা - গাঁথনিৰ স্বতন্ত্র বাদ লক্ষ্য কৰিব লগীয়া। এইবোৰ ফুল, লতা পোন, ভাটী আদি অসমৰ প্রকৃতিৰ বিভিন্ন সামগ্রীৰ অনুকৰণত গঢ়া হয়। আজিও গাঁৱলীয়া তিলোতা - গাভৰুৰ মাজত অসমীয়া আৰ্হিৰ গহনা - গাঁথনিৰেই অধিক সমাদৰ। তিলোত্তমাৰ জীয়নত অলংকাৰৰ কি মৰ্যাদা, সেই কথা আঙঠি শিকেৰা, গাৰুমনি পিকোৱা অনুষ্ঠানৰ পৰাই বুজিব পাৰি। বাধামহন - অভাৱৰত সুগম পৰাই পাৰিপাৰ্শ্বিক কাৰণে অসমে সমাজি লাভ কৰি

আছিছে। বাসায়নত অসমক। পল্লু পোছোৱা। দেশ- বুলি- কোৱা- হৈছে। ভাষ্কৰ-বৰ্মাই হৰষবৰ্মনলৈ- পঠিয়ৱা উপহাৰৰ তিতৰত- অন্যতম- চন্দ্ৰৰ- আদৰ্শ- ছত্ৰ (শতচ্ছত্ৰশশী-চিৰশক্তি- সৌচস্ফটিক- ছত্ৰাকাৰ-)। ভূঁতপাতৰ- দৰে- কোমল, মসৃণ- বাঘছালৰ- পাট-কাপোৰ- (ভূৰ্জত্বক্ কোমলা- অপাৰ্শ্বৱৰ্তী: জাতী-পত্ৰিকা-) মূল্য আছিল। মুছলমান ঐতিহাসিকে অসমৰ- পাট- আৰু- চীন- পাট- সমকক্ষ- বুলি- লিখিছে- হাবুৱে। বিদেশী- পৰ্যটকে বাৰিয়াই অসমৰ- পাট শিল্পৰ- ভূয়সী- প্ৰশংসা- কৰিছে। আহোম- স্বৰ্গদেউসকলৰ- পূষ্ঠপোষকতাত পাট-শিল্পৰ- অশেষ- বঢ়ন- হৈছিল- অপূৰ্বভাৱে শ্ৰীসম্পন্ন- হৈছিল। আহোম-সকলেই কিংখাপ: মেজাংকৰী- আৰু- তোপনালী- -কপালী- গুণাৰ- কথা- কোপোৰৰ- ব্যৱহাৰ- কৰে। -বিবৰণ- পঢ়িলে- অসমীয়া- জীয়ৰী-: মোহাৰীয়ে- সাধাৰণতে- উষা-সমাজ- নিদিকৈ। স্কুলবয়া-

নাহলেও কোল দিয়া বিয়া-মেখেলা চেলেংহে অৰিবা তিয়োগা আহ জীয়ৰী- বোয়াৰীহে ব্যবহাৰ কৰে। আনহি, নামাম ব্যবহাৰ কৰা গাভোচা এসময়তো তেউঁলোকে স্কুল বাদি সাহজ সৌন্দৰ্য-প্ৰীতিৰ চিনাকী দিছে। প্ৰকৃতিৰ ৰূপ - ৰঙৰ প্ৰতিও অসমীয়া তিয়োগা সচেতন আছিল। চৰাই; পখিলা; ভোমোৰা, লগা-ফুল-পাত, জোন-বেলি-তৰাৰ ৰূপ অসমীয়া বোৱনীহে স্বাভাবিকভাবেই কাপোহত বান্ধিব পাৰে। তেউঁলোকৰ কাপোহত জ্যোমিতিক ৰেখাও প্ৰকাশ পায়। কোনো কোনোৱাই এই চিত্ৰসমূহো সাজ - তান্ত্ৰিক পূজা- পাৰ্ব্বণীয়া লগত সাঁযোগা কল্পনা কৰে। চকপূজা বা চীনাচাৰৰ লগত সাদৃশ্য মেলা কাপোহত থকা এই ৰেখাবোৰৰ সৈতে আহ অপাহেৱগাহ জেৱ দুষ কৰি- সৌভাগ্যক আদৰি জনায় বুলি আধাৰণত বিশ্বাস। গাঁয়লীয়া তিয়োগাই শিলপাকচিত পখিলা তেউঁলোকৰ নিচিনা-পনাতো ফুটি উঠে। পিচা - পান কোহল অমুবাম, অমসালোচক আহ ভোজন-যিনাঅৰ আমগ্ৰী নহয়, তেওঁলোকৰ লোক - শিলপাত্তো- সৌন্দৰ্যবোধ- নিদৰ্শন।

২.২ কুটীর শিল্প :-

বিভিন্ন স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্র আখ্যান উপাখ্যানের সুর ছোয়ার সমাহারের সুক্ষ্মমান কলা স্বরূপ আর এই বিভাক সার্বজনিখবাপে যে সমস্ত বিকশিত হোয়া কুটির শদের অনুলনীয় আর গৌরবোজ্জ্বল। কুটির শদের আভিধানিক অর্থ আর গঁজাঘর আবাসনকে কুটীরকের সামান্য আ-আঙুলিকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈয়ার করিব পাথা বিস্যারই হল কুটীর শিল্প।

অসমের কুটীর শিল্পসমুহ :-

বয়ন শিল্প : আহোম যুগের বস্ত্রবাজিকে বয়ন শিল্প বোলা হয়। আহোম যুগে মেজাং কবি আর বঁপাপরীয়া বস্ত্র সমুহ সানী বস্ত্র বলাপে ব্যবহার হৈছিল। তাঁপা পরীয়া হৈছে পান তাঁপা পারের পাতে তোলা চোলাপরীয়া মুগার বস্ত্র আর মেজাং কবি হৈছে সাদর কবি গছের পরি-তোয়া মুগা পলু পরা তৈয়ার বস্ত্র।

এই শিল্পসমুহ শিল্পীর আগ্রহ যোগল-

হৈছেঅসমীয়া আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছিল।
আমোম যুগত পাৰ্ত্তিৰ ঢেলেং, মোমেলা, খিয়া,
গৰীৱ ঢেলেং, দুকণীয়া আৰু কণীয়া। মুগাৰ
চুৰীয়া চোলা, খিয়া আদি বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত
কৰা হৈছিল। বৰ্ত্তমান ভাৰতবৰ্ষত ৯৭ শতাংশতকৈ
অধিক সূতা-বস্ত্ৰ আমোদ উৎপাদন কৰে।
অসমত বৰ্ত্তমান ২৩ লাখমানকৈ আৰিক তাঁতশাল আছে।
কাঁহ শিল্প: কাঁহৰ উৎপত্তি সিন্ধুৰ চীনদেশত
হৈছিল। ভাৰতলৈ কাঁহ শিল্পৰ মুগলৰোও
চীনদেশৰ আহিছে বুলি গৱেষকসকলে কয়।
অসমীয়া সংস্কৃতিত কাঁহ গছৰ প্ৰচলন যথেষ্ট।
আৱহমানিকৰ পোঁহপুতি আৰু অন্ধবিশ্বাস কথা, জেউৰা
খিয়া আদিৰ সেয়েহেতুকৈ ৫৫০ বিধ কাঁহৰ
প্ৰকাৰ, সোণ-কেলুকা জাতি বিজুলী আদি
ব্যৱহাৰ হৈছিল। কাঁহৰ সৌন্দৰ্য্য আৰু
মাদুলৰ দীঘলী বোৱাধীয়ে মাত্ৰ জিলিকে

জাকৈ - অসমৰ কাপত- ঘৰুৱা শিল্পাগুৰু কুমল-
হাটি, পালিক মুটা, যাৰ শিল্পৰ কাপত সজাই
তোলে অসমীয়া গৃহ । অগীজাত- টুপী- জোপিৰ-
উপাৰিও আলোৱা জাপি, বৰকৈয়া, সৰকৈয়া
আদি সৰোৱত ।

অলংকাৰ শিল্প :- অগীজাত- আহোম-
মুগত স্বৰ্গকৈউক কৈমাৰ- চিউঁতে- চিয়া কৈছিল
ত সাহস্ৰ অলংকাৰ গোস্তাৰ । সেইবাৰ
অসমবুৰঞ্জীত আছে যে চুমাৰাখা- স্বৰ্গকৈৰৰ
জোৰণত বাঘৰ কাপোৰ দুযোৰ চোৱিছেও দুই,
বাসৰঘৰ আড়ুই ১০, উজ্জ্বা ১৪, আৰু
বাসৰ শয্যা বিছি দুখীৰ কিছিল ।
আতৰদী, চেৰাপ, জোনবিবি : গোজেৰ কেৰে-
মুটিগাৰ, পাচীয়া গাৰ আদি অলংকাৰে-
অগীজাৰে পাৰা অসমী- আৰ্হিক শুৰুৱাই তুলিছে ।
অসমৰ নগাওঁ জিলাৰ বৰহলী- বৰপেটা-
অসমীয়া অলংকাৰৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ ।

উন্নয়নের উপায়ঃ- অসমের কুটির শিল্প খুব সম্ভাবনাময় ও উদ্যোগাকোর নিম্নোক্ত কারণ -

(ক) বৈজ্ঞানিক যুগের বৃহৎ উদ্যোগের বৃহৎ পরিমানের উৎপাদনের সৈতে অতিযোগিতা করিব কুটির শিল্পই হেরে আহি চলিব নোয়ারা হৈছে।

(খ) বর্তমান * নয়প্রজন্মক লক্ষ্য হৈছে- উচ্চশিক্ষিত বৃত্তিয়ে পাকত্রেত বেকারত্বে পরিণত হোৱা শিল্পক্ষেত্রলৈ এবাঁহ নিয়ন্ত্রণ করা অৰ্থাৎ দায়িত্বত নিজি আছে।

কুটিৰ শিল্পই অসমীয়া গ্রামাঞ্চলৰ প্রতিটো অঞ্চলতে বহুলাংশেই বিস্তৃত হৈ আছে। বিভাজনে মিশনে উন্নতিৰ পথত বাধাস্বরূপ নহওঁক কিয় পুথিগত যোগ্যতাৰ নিম্নগতি বাবে লোক অধিক তাতিয়ালৈকে কুটিৰ শিল্প বৃত্তি আদিব। ই ইয়েপন আজিৰ্কালৰ মাত - "আমি অসমীয়া নহওঁ মুসলীয়া- বুলি ভাবনা নাভিলে নহব। আজি অসমীয়াৰ পরম্পরাগত- নীতি নিজে হাতে কামে কামে লাগিলেও কুটিৰ শিল্পই দুৰ্বল আৰ্থিক ঘুৰাই পায় পাবি।

২.৪ অসমৰ মৃৎশিল্প :

অসমীয়া মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠানত বিশেষ ৰূপত প্ৰয়োজনীয় মৃত্তিকাজাতেই অসমৰ কলা-শিল্পৰ ঐতিহ্য। মৃত শিল্প, বাঁহবেতৰ শিল্প, বয়ন শিল্প বাদ্য শিল্প, সূতা শিল্প আদিলৈকে ইয়াৰ পৰিসৰ ব্যাপ্ত।

১) মৃত শিল্প :-

মাটিৰে নিৰ্মিত শিল্পকেই মৃত্শিল্প বা মৃন্ময় শিল্প বুলি কোৱা হয়। এই মাটিৰ কাম দুই শ্ৰেণীৰ বৃত্তিবাৰী লোকে কৰা দেখা যায়। তেওঁলোকক হল কুমাৰ আৰু হীৰা। কুমাৰসকলে মাটিৰ সামগ্ৰী-সমূহ সাজোঁতে এটা বিশেষ 'চাক' ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াক 'কুমাৰৰ চাক' বুলি কোৱা হয়। আনহাতে হীৰাসকলে কাঠ বা বাঁহৰ মাটিৰে কোৱাই লোৱাই মাটিৰ পাত্ৰ নিৰ্মাণ কৰে। কুমাৰ সকলে পূজা-পাতলত ব্যৱহাৰ কৰা মাটিৰ চকি, ঘট, বৈনাদানি, বৈপাদানি, পুতলা, আদি নিৰ্মাণ কৰে। কোনো কোনো ঠাইত কুমাৰ সকলে দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি তথা বিভিন্ন প্ৰতিমা আদি সাজোঁতো পৰিলক্ষিত হয়।

মৃৎশিল্পের প্রচলন অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। মাটির তৈরি পাত্র, খেলনা, পুতুল, ইত্যাদি তৈরি করে বিক্রি করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের কুমোর বলা হয়। কুমোরদের তৈরি জিনিসের মধ্যে রয়েছে মাটির কলস, চুলোর, হাঁড়ি, সরা, ঘটি, ঘোড়া, টিয়া, পাখি, ইত্যাদি। এছাড়া কুমোরদের তৈরি মাটির পুতুল, খেলনা, ঘর-সংসার, মাটির তৈরি হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভেঁপু, হরিণ, বাঘ, দোলা, পাল্কী, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অনাদিকাল থেকে মৃৎশিল্পের প্রচলন প্রায় অতীতের। আমাদের দেশের জাতীয় জীবনের এই বিশেষ লোকসংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি করে জীবিকা নির্বাহের পথ সুগম করে তুলেছে আমাদের এই শিল্পের অর্থনৈতিক বিকাশ ও সামাজিক

আজও আর্থসাংস্কৃতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আদিম চাষ, কলম, উৎকলি, গুল্ম, আদিম ডিলাচ; মাল, মাকি, মুখোশ, গাগরি, বৈদ্যমালা; আদিম মূর্তি, পুতুল আদি হল অস্ট্রিক মূল নিষাদ মুন্ডারি নিদর্শন। এটা অস্ট্রিক পূজা প্রার্থনা আকাশ আদিম বসবাসের প্রচলন ছিল। আমাদের আদিম সাহিত্য সোমরাস উপনিষদ টীকা ভাষ্য আদি প্রস্তুত করিবার কারিগরি আদিম আমগ্রী অস্ট্রিক প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে। নি বা ভদ্রোমায় অস্ট্রিক পরম্পরা অনুসরণ আছে। অংগ্রহ করি দাদি দি আর্য অস্ট্রিক দের আদি মোদক মোদক বোধন করি, আর আর গোল বর্ণার চন্দন দিয়ে। আর দিয়ে আর গোল দুঃখনাযোগ দিল বা আমোদে উভনিষাই যেমনটা করি তার দিয়ন আজিবেলগীয়া সাহিত্য শুধু দি,

সৌরচোষ- শুকাত্ন- কি কোমত সৌরচোষ-
'জাগ- কি' পুষত- ব্যয়হাষত উপযোগী- কষি-
তুলে । আচষিত- কমা- মে সেই -শিল্পাষিবৈষ-
জড়িত- আনুহমে কোলো- বৈষনষ- অত্যাধুনিক
যন্ত্রষ- ব্যয়হাষ- নকষাকে নিজষ- হাত দুমন-
আটি, শিহিবালি, নিমাজ- শিলগুটি, কাঠষ
আষি- আদিম ব্যবহাষ- কষে । -তাঁহালো-
কোলো- বৈষনষ- যন্ত্র- আমাহাষ- নকষাকে
পাত্রসমূহ- প্রলোভেই.. আঁজাষি- কাষন- তেতিয়াহে-
ই পানী- ওহিব- পাষে- আষ- শিকোলো-
কালত- ব্যয়হাষ- কষিব- পাষে ।

কুমার আদিবে কুমার হোরে লীলা অকালে আজো আর, বর আলা চরণেই আদিল আগর বন্ধনের পাত্র। এতিমাও শুদ্ধাজোরে আশ্রয় বন্ধন আর আশ্রয় প্রদান (নিষাদিন অসহায় প্রতক্ষে) কবিমনটী হলে আদিব আশ্রয় প্রয়োজন হয়। পূজো, অর্চনাদিত ভোজনী আর পূর্ণপাত্রের ভোজনী চরণে আজোরা নিয়ম। আজ, নাম ধরত পাসময়াদা অনুসারি প্রসাদ বিতরণ হয় ভোগর চরণ; কোথি অন্নান, সাদুচিয়া আলাত অথবা চিকেনীয়া আলান। আগর দিনর সোনার চরু, রূপর চরু আদিল রজাঘরীয়া কাম।

আগর দিনর বিকেলকে শিশুমাগরের কুমারীঅকলে আদিব জুনুকা আর খুশুলিত আজিদিল। স্কুটি অকা খুশুলিত আর উলিয়াই আর অর্থ লগা যোয়ানীর আনন্দ পাইদিল।

হাতের আঙুল আর আঁচড় গায় দিয়া আদিম পুতুলের বিশেষত্ব, বড়ো বড়ো আর কানার; দি অনেক - বর্ণনা ; হাতী - আর্চিত, খোঁপা - আঙুল, চুলের, চোলা বা পাকুড়ীর প্রধান। কামরূপের ছবিতে আর বাঙালির আনায়ত খোঁপা মেলায় কামরূপের কারিকরে আঙুল বিবিধ দেবতা আর অনুসন্ধান, গাছ, চুলের, হরিণ আদি বীজমন্ত্রের পুতুলের উপরিত রাজনৈতিক তাসরা আলোড়িকে বিসময়ক্ষুক্ষ ঝলমলিত কারিগর কারণে বেশ লগাই নির্দিষ্ট রেখা পুতুলাকোরের সুন্দর গঠন চকুত পরা। খোপাল পাখার অনাস্থলিক ঐতিহ্যপূর্ণ চমৎকার খোলা আদিম পুতুলা উচ্চ আনন্দত আরম্ভ। লোক কলার আঙুলগীয়া নিদর্শন খুরুপ

গোরস্থান পাথার অন্যতম আকর্ষণ প্রাচীন রাজা পুতনা কামলেশ্বর মন্দির যিনি মোলাত প্রতিষ্ঠিত হয়। হাতের গাঢ় দিয়া গোয়ালপাথা পুত-লাখোরত; যিশোর্ষকে সাধারণ গাঢ় আলোকিত পুতলাত নিমুর্মানের রীতিবদ্ধ ভেদী পরিলক্ষিত হয়। গোয়ালপাথার অন্যতম কামলেশ্বর, কর্ণনা পুতনা, দেখা আর কর্ণনার ক্ষেত্রে রাজা পুতলাই গাঢ় সম্পূর্ণ সাধারণ দেখা যায়। পশ্চিম অসমে, যিশোর্ষকে গোয়ালপাথা আর পূর্বে বলতে "চাঙ্গাইল" সাধারণ পুতনা নির্মাণ রীতি আর গাঢ় সাথে ঐতিহ্যে আধিক্যে পুরা পোষা-সাধিত পুতলাত কিনা আছে বুলি কিছি যিশেষজ্ঞরা অভিমত দিছে।

২) বাঁশ- বেতের শিল্প :-

আমাদের আশপাশে প্রচুর পরিমাণে বাঁশের ও বেতের শিল্প আমাদের ঐতিহ্যের সাথে জড়িত। বাঁশ-বেতের নির্মিত শিল্পের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আমাদের গ্রামবাংলার ঘরের আশপাশে ঝাড়ে ঝাড়ে বাঁশ জন্মে। বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি, বিভিন্ন প্রকারের চুড়া, বাঁশের বিভিন্ন ফাঁদ; ডালা, কুলা, ঝোড়া, তুলা, চালনী, ডালা; তাঁত শিল্পের আঁশুলি ইত্যাদি ব্যবহার করে। আমাদের লোকজীবনে এই আইটেম ব্যবহার অপরিসীম। আমাদের বাড়ির অতীতের সাথে বাঁশ-বেতের জীবন নির্বাহের প্রয়োজনীয় অনেক সামগ্রী সাজিয়ে আছে। বাঁশ-বেতের আঁশুলি আমাদের প্রতিদিনকে সুন্দর ভাবে চলতে সাহায্য করে। এছাড়া গোছোড়া আসন ও আলাদা ধরনের আসন চেয়ার। গোছোড়া বিভিন্ন রকম আলাদা ধরনের

তাদি সংযুক্তন কবিব পাবি। ডুলি, দোল, জেলা, পাটি, সমবায়ী, কুলা; তোকো, সালি আদি গোছোড়া শ্রেণীর আঙুলি। আনহাতে- বাটি; যিচনী; ঝুলা; চলা; চালনী- আদি চেপেটা- শ্রেণীর আঙুলি। আনহাতে- পাখী, কঠ- আদি চেপেটা হলেও বাহুতে আজা- নমুন। এইঘোর পাখীদি (পাট দোয়া) নল, সমবায়ি আদি তুলজাতীয়- উদ্ভিদেবেকে বনোয়া হয়। চৌকো পাতেকে আধাবলাত জাপি বনোয়া হয়। অয়শো জাপি- বনাউত বাঁশ আসল কেতবো আঙুলি- বোবো বাঁহেকে আজা। এইঘোর হিকে পল; জাকো, চেপা; ডিজবা; ঝুলুকি, সালি আদিহে প্রধান।

অসমত মলুয়া শিল্পা আনুষে হিতেত বাঁহ-বেত শিল্পাই সামাজিক আরু অর্থনৈতিক দিশত গুরুত্বপূর্ণ।

অসমের পাহাড়ে: তৈয়ারে বিভিন্ন প্রকারের বাঁহ আরু বেতে উৎপন্ন হয়। অসমীয়ার জাতীয় জীৱনত নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ এই বাঁহ বেতেৰে দ্বারাই তৈয়াৰ কৰা হয়। তেওঁলোকৰ কিছু আংশ তলত উল্লেখ কৰা হল:

সাজু সজা সাঁজুলি মেজ – জাকৈ, সাৰি, পল, চোকা, চৌং, পাঁচবি, দলঙা আদি।

আঁতশালৰ সাঁজুলি – ডালা, চুবেকী, লেৰা, ঢোলপতি, খাৰু, চিৰি নাচনী, অৱলা, ফুল তোলা, কাচি, সলি, গাখকা আদি তেতিয়া সমাজৰ সামগ্রী মেজ – চোন, মুঁঘলি, চৈ, চাল-গাড়ী, ডুলি, পাৰি, সমধাই, চকোলা, ওচৰাল চোৰ – কুচাৰৰ নাল আদি।

চৌদিনৰ ব্যৱহাৰ বস্তু মেজ – কণ্ঠ, জলা, চালনী, বাচনী, মুঢ়া পিথনী, ঢাবি, বাঁহ বেতৰ চোকা, চকী – মেজ টুকুৰা পিচলা, বাকৰ মুঠি ৰখা পাজ; ঘৰৰ বিভিন্ন ~~বিভাগ~~

আরাম্মী- চকী- আরাম নেওয়া- বৈঠকখানা- ঘুমানোর বিছানা, কাচ, স্কুল, রান্না পাত্র; রোগ- বিভিন্ন বিষয়ের অজোঁয়া- বাসু, বাড়ি- আবাস- আদি অনুসর্গকে নির্মাণ করা হয়।

আলোলম্বি- অবাধ- স্বাধীন; যেমন, আবনি, নমজা, নিশ্চিন্তি, হেরেভা, চলোজা; ঘরানা, বাহ্যিক আলো; গাঁথি- নাড়না আদি।

৩) বয়ন শিল্প :-

অতি- প্রাচীন কালৰে পৰাই অসমত পৰম্পৰাগত- বয়ন শিল্পই অসমৰ সংস্কৃতিত- নিজস্ব ঐতিহ্যৰে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। বয়ন শিল্প অসমৰ এক আপুৰুগীয়া শিল্প। ধনী-দুখীয়া, জাতি-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অসমৰ অসমীয়া- সকলৰ নিজৰ- লগতে পৰিয়ালৰ- বিভিন্ন জনৰ- সাজ পোছাক নিজে হৈ যোগাব কৰি দিছিল। আঁত- বৰ জনাতো অসমীয়া- সকলৰ বাবে মৰ্যাদাসূচক কথা। হস্তশিল্পৰ- অদ্ভুত সৃষ্টিয়েই- হাঁহে- শুকুৰা- মাছি- মুঠিত- লুকুৱা- কাপোৰে- অসমীয়া- নিশিনীৰ গৌৰৱোজ্জ্বল- আৰু যুগময়ী- ইতিহাস অৱজ্ঞা বিদিত। আঁত শিল্প- অসমৰ প্ৰাচীন- কুটিৰ শিল্প, কথাযত তেতি

কবি, এড়িলন্ত মৃগা অদিহ পুহি কক্ষায়
লৈওঁহি; চাঙ্কুষিত মৃগা কাহি এড়ি; মৃগা, পাখি,
মেজাক্ষাষি আদি কাপোষ বয়। ৰঙীন
মৃগা আৰু শুলাষ ব্যৱহাষ কবি বিভিন্ন
ৰঙষে মিলা কবি সুন্দষ সুন্দষ চালোচি তুলি
অসমীয়া শিল্পীয়ে নিজষ কল্পনাক বাখুষ
ধাষ দিয়াষে চেষ্টা কষে। বষণ শিল্পীয়ে
দৈ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাষ হোৱা চাষষ
মোমোলা, তিমনি গাখোচা, বঁহি চুবীয়া,
বিষা, বষকাপোষ চেলেং, মোলা গাখন
কাপোষ আদি। সুন্দষ বষণ শৈলীষে
সৌলীষে অসমীয়া শিল্পীয়ে বিশ্বদষবাষত
অসামষ অঁতশিল্পীকে ঠাইডুলাই বাখিছে।
অর্থনৈতিক জীৱনলো ই এক উল্লেখযোগ্য
আহিলা। অসমীয়া শিল্পীয় সৃষ্টি গাখোচা,
চেলেং, পাট, মৃগা কাপোষে আজি সমগ্র বিশ্বতে
সমাদষ লাভ কবিছে।

অসমাজ অন্য অঞ্চলের নারী সমাজের সঙ্গে আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর নারী সমাজের কয়েকটি ক্ষেত্রে অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। দৈনন্দিন জীবনের জীবনের প্রয়োজনীয় হাসের মেয়েলী, কিয়া, ডুমিয়া, ঘোলা, গাড়োঁচা, কঁকাল সরা (আষাঢ়মাসে গাঁওঁর বয়স্কীয়াল মহিলা সকলে বৃক্ষের মেয়েলী সন কিশোর কিশোরী কঁকালের উক্ত গাঁওচা, হাসের মেয়েলী সমূহ কাঁসার বিবি মোহরাই নয়) আদি বিভিন্ন বস্তু তৈজসে নিজের তাঁত শালের প্রস্তুত করি নয়। কথায়ী কালোহর উপাধি পাট সুগাতে কালোর প্রস্তুত করি লোহার মেহেতো জনগোষ্ঠীর নারী সকল অতি দক্ষ। নিজস্ব কল্পনার বিভিন্ন রঙের সুতার সমন্বয় ঐশ্বর্য-ঐতিহ্য কাঁথির স্তরের গাঁওচা, হাসের মেয়েলী আদি তৈজসে অনায়াসে তাঁত শালের বুনি উপাদান। বিভিন্ন ঋতুর লতা পাতা ফুল, বিভিন্ন ঋতুর গাছ, ঘোড়া, সরা সর্পিল আদি বিভিন্ন ধরনের রঙা রঙীন বিভিন্ন রঙের পাখির ছবিসহ কালোর সমূহ বিভিন্নভাবে ফোটে যার মোটামুটি শিল্পী মহাকাব্যের নিজস্ব সৃজনশীল প্রতিভা প্রকাশ করায় এগুলো কলাকুশলী চিন্তাও প্রদর্শন করি থাকিছে।

৪) কাঁসাশিল্প : বিভিন্ন ধাতব মিশ্রণ - কাঁসা, লোহা, পিতল আদির দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন ব্যবহার্য্য - অলঙ্কার - কে কাঁসা বলা হয়। কাঁসার দ্বারা বাসন-বর্তন তৈরী করা হয়। কাঁসার বাসন-বর্তন নির্মাণ প্রণালীটিতে এক বিশেষ কৌশল আছে। প্রথমতঃ কাঁসামিশ্রিত আকরিক মুষিক-চিত্তরঞ্জন মৈ গলাই নেওয়া হয়। তার পাছত গলিত ধাতুমিশ্রিত আকরিক ছাঁচনি দিয়া হয়। ছেঁচা হোয়ার পাছত ই চান মৈ পিঠার আকৃতি লয়। তারপিছত সেইখোন তপতপাই লৈ নিয়াহিত মৈ হাতুরীরে প্রহৃত করিব লোয়া বাসন গঢ় লোয়াকে কোরাই থকা হয়। মুল ওজা কাঁহারজাল আঁহানেরে ইয়াক চাগরিক বৈছি লৈ ঘৃষাই থাকে ~~আবেলী~~ আরু থাকী পানি কাঁহারঅকাল এটা গতিত হাতুরীরে কোবাই থাকে। তাওঁ হাতুরীর চিনযোর আকৌ ঘুরিয়ে নাপাদি অন্য হাতুরীরে কোবাই শিল্পি করা হয়। ইয়াক পাছত

পানীত কিছুসময় ভুবুরিয়াই টোঁ কৰি তাক
অ'ৰে ঘাঁহি নিয়ি কাষৰ লগতে চালা কৰা হয়।
পিছত আৰ্চো কুশাত চিগুলা টানি প্রয়োজন
অনুযায়ি মিহি কৰা হয়। শেষত ইয়াৰ ওপৰত
ছেনাৰ অথবা ফুল পাত লতা আদি কটা হয়।
যি ধাৰত সেই প্রস্তুত কৰণ প্রণালী সম্পূর্ণ হয় তাক
গড়ুশাল বুলি কোৱা হয়। গড়ুশালৰত কমেও
আঠ-দহজনীয়া লোকৰ এটা দলৰ লোকে
কাম কৰে। গড়ুশালৰ সুসজ্জা কৰোঁৱাজনক "ওজা
কঁহাৰ" আৰু আকী কোৱাজনক "কোঁৱা কঁহাৰ"
বুলি কোৱা হয়।

অসমীয়া মানুহৰ ধাঁতু শিল্পত যথা-
-ক্ষমতা আৰু উচ্চ কাঁচিৰ প্রমাণ-ঘৰলৈ আহোঁ-
অতিথি আহিলেই অভ্যর্থনা কৰা কঁহাৰ সৰু
বৰ ফুলাম বটাটো আৰু বিশেষ উৎসৱ-
উপলক্ষে নিমন্ত্রণ আগবঢ়াওঁতে ব্যৱহাৰ
কৰা-কৰাই সলোৱেই। মিহি ফুলাম লোটা,

ঘটি, চুবীয়া, আগ্রাত সাধারণ ব্যবহার করা বস্ত্র কাঁহী, বিভিন্ন তাকৃতির বাসনবাটি সুরুী-বাটি, মোলাহী-বাটি, বড়-বাটি, কাঁসিবীয়া বাটি, গিলাচ, আঁকড় দিয়া-গিলাচ; পানীগোয়া বিতলত কলহ; চুকেলী; গাগরী, ছিতলত-চৌ; সলাহী, তেলাজরা, লোঁআঁহত পূজাত-ব্যবহার করাঁত ঘণ্টা, তামত কলহ, ঘড়; আল, চুপা-চুপি, কোষা-অর্ঘা, বিয়া বাহ, অন্ন প্রসন্নত প্রয়োজন হোৱা-জাপত-তোলোকার সাচিত-ঘই, বিতলত জানিকটা দুগলি, আদিয়ে অসমত বাসু শিল্পক বিশিষ্ট মর্যাদা-দি আহিছে। কাঁহত শিলিপত-বাহে বিখ্যাত অসমত হাজো, মরোঘাবী, তিতাবত, (তিতাবতত কাঁহত লোটা উল্লেখনীয়) আদি ঠাইত কাঁহত সাজ-বাসন; জীয়াই বাসিহু কাঁহ শিল্পটি। বিয়া, অন্নপ্রসন্নত কাঁহত বস্ত্র বাহু উপহাৰত দিয়াটো-অসমীয়া আনুহৰ-

যাতে সহজেই চিন বুলি গণ্য করা হয়।

অসমীয়া কমাজের হাতত পরম্পরা নলীয়া কটাৰী, ডবুৱা কটাৰী, দা, ঠেঁচি দা, কেঙেহী, ঝাকি, কোত, খুচাৰ, ঠেঙা, কাঁচি, মাস্তি, চিপাৰাং, আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু নিৰ্মাণ হৈছে। চৰাইৰ পাখি, জন্তুৰ হাড়, শাঁখ অথবা বাঁহুলে নিৰ্মিত অলঙ্কাৰে স্ত্রী-পুৰুষৰে শোভা-বৰ্ধনত যাতেই ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়।

প্রাচীন কালতে পৰা প্রচলিত হৈ অহা গছলী- গাঁঠিৰে মানদণ্ড অসমীয়া কৃষিকাৰ্যৰ হাতত পৰম্পৰাৰে সৃষ্টি হৈছে অসমীয়াৰ কৃষ্টিৰ অসমন্বয়ৰ ৰূপ। পাত জোলোঙে ঢকোৱা তখা কোন সৰ্ট্টোয়া জাঁকাৰ বা পনিয়লী বাঁহৰ চিমা বাঁহৰ জালিকা ফুলিমা চেঙেৰ ডিঙৰত লাহি ফোঁপোলা কৰি ওপৰত পাত জোনৰ, বনকঙা, বাঘত সলোৱা ডিঙিত চেঙেৰা, জোনবিবি, ফুলফুলী,

বা বেলা আৰু হাতৰ সাজ, গাঁৱ সাজ
মুঠি সাজ, বাহীটি আদিত চিকমিকাৰ
মতা অসমীয়াৰ বাঁহু শিল্পৰ পৰিচয়
শিল্পী অকলঙ সময়ত প্ৰকাশ কৰি আহিছে।
অসমীয়া ক্ৰমি দৰিদ্ৰ অঞ্চলেও মোনাত বহু
এখন গাত ৰাখিবলৈ চেষ্টাৰে ত্ৰুটি নকৰে।
বিয়াৰ ঢিলি দিয়া কাইনাৰ চিঠি পাতি,
গমপাতা, মাতশালী, বেলা, কেৰু, গাঁৱসাজ,
মুঠিসাজ, বালা, পাহোপ আৰু জুখুকাৰে
চকুত লগাকৈ আজি কালি আছে।

অতীজতে পুৰুষেও অলংকাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল
যেনে — মাটাশনি, লোকপাৰ, লংকেৰু, নাৰু,
আঙঠি, তমাদি আদিৰ পুৰুষৰ অলংকাৰ।
আজোপা ধৰ্মাচৰ্যৰ অকলে পুৰুষ্কালৰ চিৰ
চিহ্নাপে পুৰুষক মোনাত লগুন আছে
মোহৰ বা ৰেজাঁত ওলোমাই নহয় পৰাকৈ
অলংকাৰো প্ৰদান কৰিছিল।

পুরুষের অলংকার আমুহের বিশেষত্ব —

উঁক্তি, কাশা; মুরী, মাল, গোলো, বাঁজু, হাঁসুলী, মাল সাতি এগুলোই প্রধান অলংকার। হাঁগীরদাস, বাঘের দাঁত ও পাখির সোনা সংগ্রহ আকাঙ্ক্ষা আমুহে অলংকার-রূপে ব্যবহার করে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাস্তুতে নিম্নলিখিত অলংকারের আকৃতি দেখা যায় :—

① কানের কেরুর মুসলমান জনিমফুল পাখির মতো।

② নাকের নাকফুল চৌকোনী টোপার মতো।

③ গলার বরমুগার টোপালর মতো।

④ হাতের বাজু-ব্রহ্ম-চুরাকুণী নাম এগিনার মতো।

⑤ পায়ের সোয়ালি ফুলের মতো।

⑥ বেনা বা গোড়েরা কাটি জানার মতো।

⑦ আঙুটি জেঠী, লোহোরা, পসিনা, নেপচরার্ট, সমুদের পাখী, হরিণের ক্ষুরের আকৃতি।

⑧ সোনা-রূপার তৈরি গুটির হারের মতো। আর্থিক দিক থেকে আকৃতিগত।

(৪) কাশফুল বকুল ফুল, পামুসফুল বা নক্ষত্রফুলের আকৃতির ।

(৫) গাঁদাফুল আর মুঠিফুলও বনবীথা ফুল দিয়ে সাজে সাজে কাফন তৈরি করা হয় ।

৫) মৃগয়া শিল্প :

অস্ট্রেলিয়ার শিল্প সমৃদ্ধের ইতিহাস মৃগয়া শিল্পের এক উল্লেখযোগ্য অবদান আছে । মহাপুরুষ প্রাণিজন্তু শংকর দেহের আকৃতি তোতা সমৃদ্ধ থাকা বিভিন্ন চরিত্রের মুখোশগুলো হবহু গা দিয়ে শিল্পীরা মুখোশ স্বাভাবে মৃগয়া সমৃদ্ধ গড়ে তোলে । এই মৃগয়া সমৃদ্ধের ইতিহাস পক্ষী, জলচর পক্ষী, বাঘ, সিংহ, মুক্তবন্যের মৃগয়া, বক, কঙ্কা বোয়াহ: গালেশ আদির মৃগয়া হবহু আসল আজি তার তুলিকালে আংশিক কবি সকলের আসল ফুটাই তোলে । আকৃতি নাচ পরিবেশনের সময় তাঁরা সকলে চরিত্রানুযায়ী এই মৃগয়া সমৃদ্ধ পরিবর্তন করি মূল চরিত্র

প্রদর্শন করে। আজুনীর শিল্পী- সকলের মুখ্য শিল্পীর সৃষ্টি সমূহ উল্লেখনীয়। ইয়ার উপরিও পুতলা উঁনাতো প্রতিমান নাটৈ তারষীয়া কোন কেরন মুসমার নয়ন- চোরেই সরীরটোরেই শিল্পীর হাত তুলিকার প্রোনপার্ট হুই।

মুসমারোর ইতিহাস কষিবলৈ শিল্পী- গরাকীয়ে প্রথমে নাই; তাউঁনা সমূহর উষিএরোবর- বর্ণনা সমূহ হোলদরে পুজি আমত্ব কষিবর্লে, সেই- উষিজন লগত ৯ গমাপ সোধাকৈ পাতিবর্লে- ছাঠ কাগজ; কেতিয়াবা চকুরা; সোল, আরপার্চ আদি ব্যয়হার কষিছিল। ছাঠ কাগজত মুসর আকৃতির প্রথমে কোলো বস্তুরে ছুচা দি কেইবাদিনো হৈ দিছিল; সেতিয়া কোরোর মুসর আকৃতির হৈ পরে তেতিয়া তার দাঁত, জিভা, চকু, কান, নাক, মুসর আদি অংকন করি তুলিছিল। চুলির সাদৃশ্য তানিবলৈ শুকান সরা পাট হোলদরে আহিয়ার বা ফলিয়ার

তাঁত কলা- বা: যগা- বং কৰি চুলিত মৰে-
ব্যৱহাৰ কৰিছিল। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়া
প্ৰয়োগ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল 'মেজেনিয়ান মুগা'।
অসমৰ অনুৰূপ শিল্প অনুষ্ঠান লগতে চিত্ৰকলাও
জড়িত হৈ আছে। অসমৰ জনজাতীয় লোক
সকলে চেঁচু পদ্ধতিৰে নিজৰ গাত ফুল-জাতি
আঁকি লোৱা প্ৰথা ঠাইৰ বিশেষে চেমা-মাম।
আনহাতেদি অসমৰ লগা-পাত-আঁকাৰ
দি পদ্ধতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা চেমা-মাম
চেমা একেযাৰে বিদ্যমান। ঐতিহ্যৰক্ষাৰে-
অসমৰ একমাত্ৰ এই বিষয় প্ৰাচীন কলাৰ
চিহ্ন সংৰক্ষণৰ চাই নগাওঁৰ বালি সত্ৰ।
বৰ্তমানলৈকে বালি সত্ৰত চিত্ৰ-ভোগবস্তুকে আদি
কৰি বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত সংৰক্ষিত আছে।

২.৪ হাতীদাঁতৰ শিল্প :

পুৰণি অসমৰ কুটিৰ-শিল্প অসমীয়ৰ ঐতিহ্যৰ অন্যতম আছিল। সেই সময়ত অসমৰ হাবিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে হাতী পোৱা যায়গৈছিল। আৰু হাঁতীৰ দাঁত আৰু হাড়েৰে এই শিল্প গঢ়ি উঠিল। আহোম যুগৰ অগ্নীতিগো ই বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল। আহোম যুগত বৈদেশিক বাণিজ্যত হাতী দাঁত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ৰপ্তানি কৰা হৈছিল। অসম ৰাজিহৰ অধীনলৈ যোৱাৰ পিছৰেপৰা অসমত এই শিল্পৰ প্ৰাচুৰ্য কমি যাবলৈ ধৰে। নাগনি অসমৰ বৰপেটা অঞ্চল হাতী-দাঁতৰ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত আছিল। অসমৰ এই শিল্পই বৰ্তমান অবলুপ্তপ্ৰায় অৱস্থা পাইছে যদিও কেৱল বৰপেটা অঞ্চলতেই হাতীদাঁতৰ শিল্প জনা লোক এতিয়াও আছে। হাতীদাঁত শিল্পৰ লগত জড়িত লোকসকলক " বঙ্গাৰ " বুলিকয় " নাগৰ জনা " যায়। এই লোকসকল আহোম ৰজাসকলে সংগৃহীত আৰি বাহী আৰু অধিক যোগাণ বিষি জীয়াই ৰাখে

মুনিমিশুক কথাৰ লগতে শিলাকোচৰ বাবে কোঁচমাৰো যোগান ধৰিছিল।

প্ৰাচীন কালৰে পৰা অসমৰ ৰজা-মহাৰজাসকলৰ সাজ-উপহাৰ আদি গ্ৰীত হাতীদাঁতৰ বিবিধ সামগ্ৰীৰ প্ৰচলন আছিল। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা ভগদত্তই যুধিষ্ঠিৰলৈ দান কৰা বস্তুৰ লগতে হাতী-দাঁতৰ লাল লগোৱা অলোৱাল উপহাৰ দিছিল বুলি মহাভাৰতত উল্লেখ আছে। কুমাৰ ভাস্কৰবৰ্মাই ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনক হাতী-দাঁতেৰে নিৰ্মিত বিভিন্ন বস্তু উপহাৰ হিচাপে দিছিল। আহোম যুগতো ৰজাঘাকলে দান বাজুৰ লগত সন্ধি কৰিলে অন্যান্য বস্তুৰ লগতে হাতী দাঁতৰ বিভিন্ন বস্তু উপঢৌকন হিচাপে পঠিয়াইছিল। চুকীমা ৰজা নীলধ্বজ নীতিপালে ১৫20 চনত সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দিওঁতে আহোম সেনাপতিলৈ সুসজ্জিত হাতী-দাঁতৰ পাহী উপহাৰ দিছিল। ৰুদ্ৰসিংহৰো দিল্লীৰ সম্ৰাটলৈ

কাঠকী পরিয়াঁওতে হাতী-দাঁতের পাখী, বিচনী, ডকা, সেলফ স্টিক আদি উপহার-হিসাবে করা জন্য যায়। জয়বীজ সিংহই ও বংজোয়েলে, কমলেশ্বর সিংহই তোঁ-সোলে বজোনি নিমন্ত্রণে চিনাবজারে হাতী-দাঁতের পরা তৈয়ারী বিভিন্ন সামগ্রী দিছিল।

উপাদান সামগ্রী :- হাতী-দাঁতের পরা থলুয়া পদ্ধতিরে পাখী; সীরা; ওঘোড়া-লের নাল, কাঁকরীর জাব, লাঠি; টিকা, ফনি; অঁকুষা, আসন; সরাই, চেয়ু- চেয়ীর মূর্তী-মূর্তি আদির লগতে আর আর অনংকারো তৈয়ার করা হৈছিল।

পদ্ধতি :- হাতী-দাঁত সরেস চিন সারে নিমন্ত্রণ। সেয়ে-হাক কাটি বিভিন্ন আকারে চিরালি সরেজ। হাতী-দাঁতের বেঁকা বাদ থলুয়া পদ্ধতিরে তোলা করা হৈছিল। বিশেষ অনুপাতে সাদি-সার গোবরে মিহলাই তারে দাঁতের ওপরত লেপন দি জুইত সেকি দাঁতের ছোঁজ তোলা করা হৈছিল।

2.৫ জাপি শিল্প :

অসমীয়া সংস্কৃতিত আন এক লোকশিল্প কলা হল -জাপি । অতিজনে পৰা অসমত জাপিৰ ব্যৱহাৰ কথা দেখা যায়। জাপি আবাৰতে তিনি প্ৰকাৰৰ। ঊকা জাপি, বৰজাপি, আৰু ফুলাম জাপি । ঢেকী পাত বাঁহ বেত আদিৰে সাজা বিভিন্ন নক্সাৰে সৰ্জেমা, বৰ্ষেমা, পামুলীয়া, ফুলাম জাপি, গৰখীয়া জাপি, বনুৱা জাপি, পানী জাপি আদি বিভিন্ন নামৰ জাপি তৈয়াৰ কৰে।

ঊকাজাপি : ঊকা জাপিৰ প্ৰচলন আবাৰতে সাধুহে মৌটি পাখাৰত ৰ'দ বৰষুণ আদিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল । ঊকা জাপিক হলোৱা জাপি অথবা পানীজেমা জাপি বুলিও জনা যায় । হলোৱাসকলে হাল বাওতে ৰ'দ বৰষুণত ব্যৱহাৰ কৰে বাবে এই জাপিক হলোৱা জাপি বুলিও জনা যায় ।

বস্ত্রজাতি :- পুরাণিকালের স্বর্গদেবী বা অপ্সরাস্তরের লোকসকল বা রাজারাণীরা তা : জাতীয়া সকল কথকালে উলাই বলে সম্মানের কারণে হক তেউলোকের সুরক্ষা ওপরত লক্ষ্যার্থে এই জাতি বাবি ইকালে সিমলে অনা শিয়া- কিরিবালে ব্যবহার করিছিল। আত্মাধিকারসকলে প্রমান করোঁতে, আভিজাত্য আর অপ্সরাস্তরের মহিলা সকলেও বস্ত্রজাতি লিখে উলাইছিল। এই জাতি আছিল সেই সময়ের অতি- সম্মানসূচক প্রতীক। আজিও জাতিয়ে এই পরম্পরা অব্যাহত রাখিছে। উপহার আর সম্মান প্রদান করিবলে আজিও অসমত জাতি প্রদান করে।

স্কুলাম জাতি :- স্কুলাম গাভোগমনের মতে স্কুলাম জাতিও অসমীয়া বলা সংস্কৃতির সম্মানসূচক প্রতীক। বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মান করিবলে এই জাতি ব্যবহার করা হয়। স্কুলাম গাভোগের লগতে জাতিও অসমীয়ার পরিধান হয়। তাৰোপরি বিহুনাচোলা এই জাতি ব্যবহার করা হয়। আৰু আৰু বাঁহর কাচিলে এই জাতি চিয়াৰ করা হয়।

2.৫ কাঠ আর কুঁড়িশাল শিল্প :-

আমুহর জীবনত ব্যবহার কাঠের বস্তু অমুহর তিনেছর বিবিধ প্রকারর পীরা যেনে - হালজোতি করা পীরা; বরপেরা, আতীপেরা, বাকচ, চন্দুক পেরা, বস চালপীরা, ডঙ্গী, পোজ, আকোল সুদা-সুদনা, ডুঙা বাঁশরনা ঢেঁকী, দোলা-পালকী, নাও, দা-বন্দুকী কুঠারর আদির নাল ঘন্ত্রসাজোগাঙ। এ-কাজর শিল্পীর তিনেছত ডঙ্গী, চেঁচুল, সাঁচ, পিরনা, ঠগা পীরা, আলনা, আলমারি, আদির লগতে গাঁও শালর বিভিন্ন আঁজুলি, কাসির সেতে কাঁড়ি বিভিন্ন আঁজুলি, নাই নাহুবিরা বিভিন্ন আঁজুলি তাদির কথা উল্লেখ করিয়া পারি।"[৪]

কাঁহ তেরর মতে কুঁড়িশাল্প শিল্পিত আমাদের সমাজ জীবনত অপরিহার্য

৪। প্রতুল তেলাঙ গাওঁবুরা পাঙ্গু, পৃ:, ২৩০

ভূমিকা- প্রহণ করিছে। কুঁহিলা এবিধ জলজ উদ্ভিদ। দাপরাৰ; সাল, তোঃ বিল আদিত- কঁকালীলৈকে দ পানীত- কুঁহিলা উদ্ভিদ গাজে। পানী- কুঁহিল আৰু মাটি- কুঁহিলা- এই দুই বিষয়ৰ কঁহিলা পোৱা যায়। কিন্তু পানী- কুঁহিলাৰ দ্বাৰাই প্রধানে কুহিলা উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে। আৰু- সমাজৰ অতি প্রয়োজনীয় কাৰ্য এক বিশেষ স্থানত ঘোষণা হয় আৰু এই কাৰ্য শিল্প কুঁহিলাৰ দ্বাৰাই যোগোৱা হয়। অসমীয়া- শিল্পীৰ আদাশুধীয়া প্রচেষ্টাত অংকীয়া ভাওনাৰ বিভিন্ন দৃশ্যসমূহ, ভাওনাৰ অপরিহার্য সামগ্রী মোল- মুকুট;- জীৱজন্তু; চৰাই, গছগছনি- আদি কুঁহিলাৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। কিন্তু অতি পরিতাপৰ কথা- যে লাহে লাহে উদ্ভিদৰ উৎপত্তিও ক্রমে ক্রমে লুপ্ত পাই আহিছে।

অসমৰ সমাজ জীৱনত প্ৰাচীনতম লোকশিল্প হল কাঠ শিল্প। এই শিল্পাঞ্চলত অসমৰ যথেষ্ট সুকীয়া ধুনি কৰ পৰা যায়। বিভিন্ন অসমৰ বনাঞ্চলত বহু মূল্যবান গছ পোৱা যায়। যাৰ দ্বাৰা কাঠৰ বিভিন্ন বস্তু তৈয়াৰ কৰা হয়। অসমৰ নাৰায়ণ, গোঁসাঁই ঘৰ, মনিকূট, যাত্ৰা আদিত প্ৰতিমূৰ্তা কৰা অপূৰ্ব সৃষ্টি সমন্বয়ত সিংহাসন ঠিয়া এই কাঠৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। আজোপৰি বিভিন্ন ঘৰ দুৱাৰ, সুলনি সাজ্জাসমূহতে ব্যৱহাৰ কৰা হোলা, অসমীয়া জন জীৱনত ঢেঁকীৰ প্ৰয়োজনীয়তা অধিক। এই ঢেঁকী নিত্য প্ৰয়োজনীয় ব্যৱহাৰ বিচনা; চকী, মোজ, পীৰা, আলনা, ঢোল, তোমাল, নাওঁল, বৰ পেৰা আদি কাঠেৰে তৈয়াৰী। এই শিল্পৰ দ্বাৰা আমাকে দিনাতে নহয় অৰ্থনৈতিক দিশতো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে।

স্বর্ণ শিল্পের শিল্পী সমাজে এই কর্ম ত্যাগ করিবার দাবী রেখে।

অন্যদিকে শিল্পের বিভিন্ন লোহ শিল্প বর্তমানে জীয়মান আছে। লোহার বিভিন্ন নির্মিত সামগ্রীর মধ্যে দা, কুড়াল, কাঁচি আদি বিভিন্ন সামগ্রী যেমন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় ঠিক তেমন করেই এই শিল্প সমাজে এখনো জীয়মান আছে। কিন্তু বর্তমান ইসাবে অবহেলা করা হচ্ছে না।

২.৭. কাঁহ পিতলর শিল্প :-

কাঁহ এবিধ ৰাসায়নিক মিশ্র বাতু। ইয়াৰ প্রস্তুতকৰণ প্রণালী মুকীয়া ৰং তাৰ তাম, এই দুই বাতু নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত গলাই এক বিশেষ মিশ্রণ প্রক্রিয়াৰে কাঁহ প্রস্তুত কৰা হয়। আৰীষণত ইয়াৰ অনুপাত হ'ল 20:80। কেতিয়াবা সাধাৰণ পাত্রিসমূহ দৃঢ় আৰু নীহ যোগ দিয়া হয়। মোল্ল অতিকাত প্রথমে কাঁহ প্রস্তুত কৰা হৈছিল। কাঁহৰ অয়মদন নিষ্ক্র, আৰু ইয়াক পলিছৰ দ্বাৰা ঘাইকৈ ঘৰ্ষণ আজিৰলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এই বাতু যথেষ্ট ব্যয়বহুল।

আহোম ৰাজত্বৰ কালতেই অসমত আৰোপাৰীত কাঁহ-পিতল শিল্পৰ বিকশিত হৰলৈ ধৰিছিল। বহু ইতিহাসবিদে কৰ যোজে মে, আহোম ৰজা ৰুদ্র সিংহৰ প্রাচুৰ্যত আৰোপাৰী আৰু ৰাজ্য অন্তৰ্গত কাঁহ-পিতলৰ বিভিন্ন সামগ্রী তৈয়াৰ কৰিবলৈ

এক শ্রেণীর লোক নিয়োগ করা হইত।
আহোম যুগত অসমত কাঁহ-পিতলর শিল্পীসকল
ব্যয়হাত কেইবিধমান সঁজুলি আছিল এনেবিলাক
নিম্নাবি (পিতল চমুকা লোৱা জাওর মতন), বেলমুটি
(মজলীয়া আকাৰৰ নিম্নাবি), চাঙনি (সৰু
আকাৰৰ নিম্নাবি), আৰাহ (কাঁহ পিতল
পোনাবলৈ ব্যয়হাৰ কৰা মতন), আমুটি (জুইশালা)
আদি।

কাঁহৰ সঁজুলি প্রস্তুত প্রণালী :-

অসমত ভৰ কাঁহ বাঁহুৰ পৰাই
বাচন-বৰ্তন তৈয়াৰ কৰা হয়। কাঁহৰ
বাচন-বৰ্তন নিৰ্মাণ প্রণালীটোলো এক বিশেষ
কৌশল আছে। প্রথমতে কাঁহমিলি আফৰৰ
জুইত মুহিৰ বিভিন্ন ধৰণে গলাই লোৱা হয়।
তাৰ পাছত গলিত বাঁহুমিলিত আঁচৰ টনালি
দিয়া হয়। ছেঁচা সোঁতৰ পাছত ই টান হৈ
পিঠাৰ আকৃতি লয়। তাৰ পিছত সেই গোৰ
তপতাই লৈ নিম্নাবিত হৈ হাতুৰীৰে প্রস্তুত

কবির নোয়া বাদন গড় নোয়াতে কোয়াই থকা হয়। মূল গুজা কয়াঁৰজালে আঁষাহেৰে ইয়াক টানাতে বৈৰি নৈ ঘুৰাই যাতে আৰু বাকী পানি কয়াঁৰ সাকলে এটা গতিত মাছুৰীৰে নোবাই যাতে ভাত মাছুৰীৰ কিনোৱা আৰ্তো জুইৰ তাপ দি আৰু মাছুৰীৰে কোৱাই মিহি কৰা হয়। ইয়াৰে পাছত পানীত চিকুণমচম জুকুৰিয়াই চেঁচা কবি তাক অ'ৰে ঘঁহি মিহি কৰাৰ নগতে চাফা কৰা হয়। মিহত ~~পানীত~~ আৰ্তো কুকাত দি গুলা হৈলি প্ৰয়োজন অনুযায়ি মিহি কৰা হয়। শেষত ইয়াৰ উপৰত হেনাৰ সাহায্যত ফুল-পাত, লতা আদি কটা হয়। যি ধাৰ্হত এই প্ৰেখুত কৰণ প্ৰণালী অনুসৃত হয় তাক চাৰশাল বুলি কোৱা হয়। চাৰশালত কয়েক আৰু দহজনীয়া লোকৰ একোটা দলৰ নোহে কাম

করে । গড়শালের মূল্য কর্মকারজনক "ওজা কর্মকার" এবং বাকী শ্রেণীজনক "ভাইগা কর্মকার" বলি কোয়া হয় ।

কাঁস শিল্পের সরঞ্জামসমূহ :-

① নিয়ামনি :- কাঁস মাতুরীতে কোয়ার বাসনের আকৃতি দিবার ব্যবহার করা হয়নীয়া লোহার দণ্ড ।

② হাতুরী :- কাঁসের সঁজুলিবোর বিভিন্ন আকৃতির গড়িবলে ব্যবহার করা লোহার সঁজুলি ।

③ অঁবাই :- নিয়ামিত অংশের কাঁস চেপি ধরা লোহার সরঞ্জাম ।

④ চেঁকা :- এসমূহে ভাঁজ করা লোহার নিয়ামনি ।

⑤ সন্তা :- কর্মকার সামগ্রীসমূহ গড়ার পাথর পরিষ্কার করিবলে লোয়া সঁজুলি ।

⑥ ছেনি :- কাঁসের সামগ্রীসমূহের ঘঁসি ঘঁসি কাটিবলে আরু নকসি করিবলে ব্যবহার করা সঁজুলি ।

⑦ ছেনা :- কাঁসের সামগ্রীসমূহের স্কুলকটা, নকসি করা আদি কামের ব্যবহার করা বর্তমানের নিমিত্ত লোহার সামগ্রী ।

⑧ মুখী :- কাঁসর জুড়ি গলাবাজি লোধা আদিবাসী পাত্র ।

⑨ আসর :- এডাঙের তেরা জুয়াল-সমত মুখী বসবার পাত্রা- বিশিষ্ট আয়তনর চাইকিমানিক তাসন বোলে ।

⑩ ঘর সাজা :- কাঁসর সামগ্রী- ফুল কাডিবুলে ব্যবহার করা- লোক পনা- ।

⑪ বাশী :- পাত্রত মুহুশ্য ফুল কাডিবুলে ব্যবহার করা- একিবি বিশেষ মতন ।

⑫ পজাঁল :- বিভিন্ন আঁসর সামগ্রী- তৈয়ার করিবুলে এইবিবি মতন ব্যবহার করা হয় ।

অসামর কাঁসি শিল্পর নগত জাতি অঞ্চল সমূহ :- ঝাজো, সাম্বলপুরী- অসমর কাঁসর শিল্পর বাদে বিখ্যাত । অতীজরে পরা- বর্তমানলেকে জীয়াই আছে । আহোম রাজত্বকালত- ঝাজো, সাম্বলপুরীর যাহিথেও উজনি অসামর- তিতাবর; বরা, ঢেকিয়া জুলি আদি জালেশান চাইত কাঁসর শিল্পর প্রচলন তাহিল । কিন্তু কালর তোঁতত এই শিল্পটো- তেতি চাইর পরা লোপোয়া হ'ল ।

বর্তমান কাঁচা শিল্পের অবস্থা :- বর্তমান অসমের বাঁশ শিল্প বিংশ শতাব্দীতে গতি করিছে। ইয়াত বিংশ বিংশ কারণ বর্ণনা করি আঞ্চলিক কথাঁৰ সংযোগ আমোদপত শিহিতাম যাতে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়- "এতিয়া বজাৰত কাঁহ শিল্পৰ আমগীৰ চুলনাত ভীমা তথা কাঁচৰ সস্তীয়া আমগী পোৱা যায়। ফলত বাঁহ তথা শিল্পৰ আমগীৰ বিক্রী প্রায়শিনি কমি গৈছে। কোঁৱাৰলৰ মোগানৰ ক্ষেত্রত যন্ত্রৰ অনুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছো। বাহিৰৰ দেশ অহা কোঁৱা মাল আমি ইমান সহজে কম কৰিব লগীয়া নহয়। তদুপৰি বাঁহ শিল্পৰ আমগী মেচিনত তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। মেচিনত তৈয়াৰী আমগীৰ মূল্য মানুহে ঘৰা আমগীতকৈ বহুলাংশিমাণ কম। তাতে আমাৰ বাবে ভীমাৰ যথেষ্ট টান হৈ পৰিছে।

অসমত প্রাচীন কালের পথা গোন, রূপ. আদি বাঙ্গুর প্রচলন সকল আজও এইরোগের জন্যিত্ব এক ফুটির উদ্যোগ গড়ি উঠার মনে অসাধারণ ঘার্থকে হারো অপ্রতুলত নিতল নিশ্চয়ই বাপে জন্মজাত। নিতলেষে গাঢ়া বিভিন্ন কালে - বর্তন অসমীয়া সংস্কৃতির অংগাঙ্গী অঙ্গাঙ্গ। আবাবলতে অবীয়া জনগোষ্ঠীর লোকসকলেই নিতলের বিভিন্ন সামগ্রী তৈয়ার করে। এই অবীয়াসকল অসমের অন্যতম জনগোষ্ঠীর লোক নয়। এওঁলোকর মূল বংগদেশর পাছিন অঞ্চল। ভূবৰক্ত বলত হরপ্পার তেওঁর সৈন্য কিছুমানক বৈরি আনি কামরূপ যবনরাজ গোস্বামী এ প্রথমে হাতীর সবীয়া, আরিদিহত গোতে কমিবালে দি কাঙ্গো মুসল লোপোয়াত কিমতক এরি দিয়ে অসমে সেই সকল লোকেই নিয়নি অবীয়া বাস করে জীয়িলাবে

বাবে পিতলের সামগ্রী-তৈয়ার কারিগরে করে।

পিতল-এক মিশ্র ধাতু। উপযুক্ত পরিমাণে তাম্র আর দস্তার মিশ্রণেই পিতল তৈয়ার করি-নেওয়া হয়। তৈয়ারে যারিলে পিতলের বাসন চারিবলে-সুবুরগা, কাসন, জগার, চুপ, তৈল, আর না অধিক প্রয়োজন হয়। পিতল আধারণতে ৫৫% তাম্র আর ৩৪% দস্তা মিশানে করা হয়। সাধারণ শ্রেণীর লোকে আজও-কোনো-রাজ কাপড় সামগ্রীতেই কাঁসা আর পিতলের সামগ্রীর চাহিদা বেশি আছিল।

কলস, চরিয়া, থালি, বাটী, সরাই, চাকিগড়া আদি বিভিন্ন আকারে আর প্রকারের সামগ্রী-তৈয়ার কারিগরে পিতলের শিল্পীরে বিভিন্ন আ-~~সঙ্কুচি~~ সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। সেইগোরে হল-ভাটি, হাপুরী, চাপুনী, কোস্যাসি, বেল, আলেপা, সাঁড়াশ, চেলনা, চেনা; চেঁপা, চিমেসি; হোরোসা আদি।

প্রথমে ছাচীত প্রস্তুত-কারি-লোহা পিতল গলন-করি গরেলে গরমে-হাপুরীরে বিটি বিটি বিটিই গাঢ় করে রাখা হয়। সরীয়া আরেল অসমানে-আগের আগতে পিতল গলাই সাঁচে ঢালি-কারন-তৈয়ার করা হৈছিল।

২.৮ কুমারী শিক্ষা :

রাজ্যভূমি ব্যাপক চাহিদা আর সমাদর থকায় বিদ্যুতে নতুন প্রজন্মের অনীহার যে কিছু নিঃশেষ হোয়ার উপক্রম হোয়া কথাটার ঐতিহাসিক কারণ শিক্ষা পুনরায় রাজোয়ে উদ্ধারিত হয়ে উঠিছে। প্রজাক অধিকার আছিল। আহোম রাজত্বকালত যোরহাটৰ দখিণে কথা অঞ্চলত প্রতিষ্ঠিত কুমার শিলপাত তেজিয়াই পথা রাজ্যমনত আছে এক অকীয়া মর্যাদা।

কিন্তু এই সকলো আধুনিকে পরাই ক্রমে শিল্পাঞ্চল হৈ জড়িত লোকর সংখ্যা হ্রাস পাই অসাৰ হৈয়ার স্থায়িত্বক লৈও বহুতর মনত আশংকার সৃষ্টি হৈছিল। কারণ এই সময়ছোৱাত বহু কুমারর শিক্ষিত সন্তানর সম্মুখত এই চহকী শিল্পটো অনাকর্ষীন হৈ পরিছিল। অথচ এটা সময়ত তেওঁলোকর অগ্রজসকলর দ্বারাই কথাতে আহোম রজার যে চাল- তলোয়ালত পথা বিভিন্ন মুখাশ্র

প্রস্তুত হয়েছিল। আলকি আয়োম রাজত্বের পরবর্তী অসহায়ো অসাধুত ইঞ্জি হয়ে থকা কম্পাক্ত শিল্পের জরিয়তে প্রায় ৮০ দশকলৈকে এগন অসাধায় আমিতি- অধিকায় হয়ে আছিল।

অবশ্যে এগন বৃহৎ বজারের হাতে প্রচুর অহাতগা থকা আন্তে চহকী শিল্পাটোর প্রতি- নয় প্রজন্মক আকর্ষিত করিত পোরাবর বাবে চরকারসমূহো কিছু পরিমাণে দায়ী। কারণ পুরণি কলীয়া- পদ্ধতিরে চলি থকা শিল্পটোক আধুনীকরণর জরিয়তে জীয়াই রখার বাবে চরকারসমূহর হাতত কোনো পরিকল্পনাও নাছিল। অবশ্যে দুই দশকরে সাজভাগর পরা দুই-এক কম্পানে ব্যক্তিগত সহ-সুবা যন্ত্রাংশর প্রয়োগ করিবলে আরম্ভ করে। তথাপিও কিন্তু অন্তর্ভুক্তিত আনর সহায়র অভাবর বাবেই কম্পানর পালর সংখ্যা হ্রাস পোয়াটো কি বোবে বোধা নাছিল।

পরিস্থিতি এলে সমাধান পাইয়ে দেবার মত শিল্পপতি জীমাই সাকিয়ে বে নাই তেমন ছিলেও সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদের সুযোগ করা, অসাধু অন্যতম পুলিশ আর চতুর শিল্পপতিকে জীমাই বাহিরের যারে ওলাই আশিছে প্রজাকে অনেক শিল্পী। এইসকল অঞ্চলের নানা উদ্ভাবনী চিন্তাই করেছিল করার শিল্পপতিকে প্রেরিয়া সুযোগ সুবিধা প্রদান করিছেন। এটা কথা ঠিক যে অন্য অন্য স্থানের কর্মচারীকে করেছিল করারে প্রস্তুত করা সামগ্রীর দাম উল্লেখ যোগ্য যারে হওয়ার চাহিদা আগের সবার আছিল।

কিন্তু সেই মুলধনকে আমদানি করি এই প্রজাদের শিল্পী, বিষ্ণু, জীবন, লক্ষ্মীন্দ্র, সুকলী, ইন্দ্রেশ্বর, দ্বীপরঞ্জন, পাপু, দেবজিৎ, কেশব, মুকু, দুল-বিষ্ণু, রাজু চন্দ্র, পাপু (জ্যেষ্ঠ), দ্যানু, অতুল আদি অনেক যুবককে ন-উদ্যোগে শিল্পপতিক জীবান করি তুলিছে।

উঠলোকের এই প্রচেষ্টা যে অচিরে মোবা নাম্ন তার চাক্ষুষ প্রমাণ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের চলি অথা- বাণিজ্য মেলা ; আধিনস্থ সাতা, সংকর সংঘের অবিরোসাম্প্রতি ইকালে, এই মিলনায়তনের দ্বারা প্রস্তুতোবা সামগ্রীসমূহের উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে উদ্যমী- যুবক নিতুল সঠিক কোইথালাম কোন ব্যয় সাপেক্ষে করতাতে আবশ্যক করে সংগ্রহালয় আর বিক্রী কেন্দ্র। কেন্দ্রগুলোর বিভিন্ন প্রান্তের লোক দৃষ্টি আকর্ষণ করিবলেও সক্ষম হয়েছে। যদি এই সমস্যাতে চলকালে অন্যদা সাহায্য দিয়ে তোলে নিশ্চিতভাবে বহু শিক্ষিত যুবক নিয়মুবা হৈ হাত সাবটি বহি যাবিয়ে না নালাগো। অন্যথায় সাংসদ কাশাগয়া প্রসাদ সাহাত উদ্যোগত করতাত এসব সমবায়ের মাধ্যে গৃহ নির্মাণের কাম ~~অসম্ভব~~ আলঘোচিছে বুলি জানিব পরা হৈছে।

৩.১ আমন্ত্রণ :

প্রকল্প পত্র হিসাবে এই বাড়ি লেখিছিলো অসমর লোকশিল্প । অসমর লোকশিল্পর ভিতরত আছে কাঁহ শিতলর শিল্প, বাঁহ-বেতর শিল্প, হস্তশাত শিল্প আরু মাটির শিল্প এই সমুদয় বিষয়ে এই প্রকল্প পত্রটোত এটি চোকা প্রস্তুত কৰিছো। অসমর লোকশিল্পর বিষয়ে এই প্রকল্প পত্রটোত আলোচনা বা আতোয়া মাতি বুজিবলৈ এই চেষ্টা কৰিছো । অসমর লোকশিল্পসমূহৰ বিশ্বদৰবাৰত স্থান পাবলৈ সমস্যা হৈ আছে বোলে অসমর পাট সুগা, হস্ত তাত শিল্প । যদি চৰকাৰে লোকশিল্পক সহায় কৰে তেন্তে অসম লোক শিল্প আৰু বেছি উন্নত হব আৰু গোটেই বিশ্বজুৰি বিয়পাব ।

৬:২ গ্রন্থপঞ্জী

১। বরুয়া, বিভিন্ন কুমার : অসমীয়া লোক সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা : ১৮৫

২। বরদলৈ, নিৰ্মল প্রভা : অসমীয়া লোক সংস্কৃতি- পৃষ্ঠা : ২৫৫

৩। বরুয়া, বিভিন্ন কুমার : অসমীয়া লোক সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা : ২১৬

৪। প্রফুল্ল চেকীয়া গায়েষণা গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- : ২৬০

৫। Google - https://pritirekhabora.com.

৬। Google - https://as.vikaspedia.in > education.

৭। Google - https://janambhumi.in

৮। Google - https://as.m.wikipedia.org > wiki

৬.২ গ্রন্থপঞ্জী

১। বরুৱা, বিভিন্ন কুমাৰ : অসমীয়া লোক সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা : ১৮৫

২। বৰগোঁহাঁ, নিৰ্মল প্ৰভা : অসমীয়া লোক সংস্কৃতি- পৃষ্ঠা : ২৫৫

৩। বৰুৱা, বিভিন্ন কুমাৰ : অসমীয়া লোক সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা : ২১৬

৪। প্ৰফুল্ল চেকাৰ গৱেষণা গ্ৰন্থ, পৃষ্ঠা- : ২৬০

৫। Google - https://pritirekhabora.com.

৬। Google - https://as.vikaspedia.in > education

৭। Google - https://janambhumi.in

৮। Google - https://as.m.wikipedia.org > wiki

৩.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী-

১। বসুরায়, বিভূতিভূষণ : অসমীয়া লোকসংস্কৃতি, বীনা লাইব্রেরী, তৃতীয় প্রকাশক - ১৯৮৯

২। বরদলৈ, নির্মলপ্রভা : অসমীয়া লোকসংস্কৃতি, বীনা লাইব্রেরী, চতুর্থ প্রকাশক - ১৯৯১

৩। বসুরায়, বিভূতিভূষণ : অসমীয়া লোকসংস্কৃতি, বীনা লাইব্রেরী, নবম প্রকাশক - ২০০৯

৩.৪ সাক্ষাৎকার :

ক্রমিক নং	জীবিকা	ঠিকানা
১। ড° অনুপমা রাজা	অধ্যাপিকা	লক্ষ্মীপুর
২। ড° আছমা ইয়াছমিন	অধ্যাপিকা	সরকারি কলেজ
৩। চন্দ্রানী দেবী বর্মন	অধ্যাপিকা	লক্ষ্মীপুর
৪। আশ্রাফুল ইসলাম	প্রকৌশলিক	লক্ষ্মীপুর
৫। জলালী হাজং	প্রকৌশলিক	সরকারি কলেজ
৬। ফালহানা আহমেদ	ছাত্রী	গোসাইডুবী হিন্দুপাড়া গোয়ালপাড়া
৭। আশুরাজা পালহীন	ছাত্রী	গৌরনগর গোয়ালপাড়া
৮। সিহু সাবিয়ান আহমেদ	কর্তন কলেজের ছাত্রী	অজ্ঞাত